লোকগীতি
প্রথম খণ্ড

ই-সংকলন: সুদীপ্ত মুখার্জী, সোমেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য
email: mukherji@iopb.res.in, somen@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html
২৪ জুলাই ২০১১

প্রাথমিক খসড়া

Work in progress নীল রঙে ক্লিক করুন

প্রথম লাইনের সূচীপত্র শেষ পাতা

বিভাগ

আগমনী খাটু গান
গম্ভীরা গাজন গাজীর গান
গোষ্ঠের গান ঘাটু
জারি ঝুমুর টুসু
ত্রিনাথের গান ধর্মীয় ধামাইল
নিমাই সন্ন্যাস নৈলা গান
প্রেমের গান বাইদ্যার গান বাউল
বিচ্ছেদী বিজয়া বিয়ের গান
ভাওয়াইয়া ভাটিয়ালী ভাদু
মনসার গান মুর্শিদা
লালন শ্যামাসঙ্গীত সারিগান
হাসন বিবিধ

আগমনী

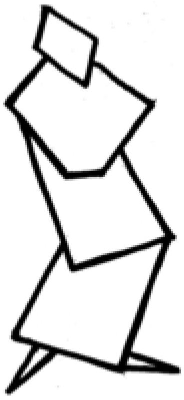

আগমনী-১: গা তোল গা তোল গিরি

গা তোল গা তোল গিরি
কোলে লও হে তনয়ারে,
চণ্ডী দেখে পড়াও চণ্ডী
চণ্ডী তোমার এলো ঘরে।
মঙ্গল আরতি করে,
গৃহে তোলো মঙ্গলবারে,
অমঙ্গল যাবে দূরে,
বোধন সম্বোধন করে।
তারা পূজে পেলেন তারা
ত্রিপুরা সুন্দরী তারা,
আঁখি তারা দুঃখ হরা,
নয়ন জুড়াল রে।

সূচী

আগমনী-২: যাও যাও গিরিরাজ আনিতে

যাও যাও গিরিরাজ আনিতে গৌরী
উমা আমার ওগো কেমন রয়েছে।
এক বছর হল কৈলাস গিয়াছে।
শুনেছি নারদের মুখে উমা আছে বড় দুঃখে
তার কাছে নাকি উমা মা বলে কেঁদেছে।
ভাঙেতে ভোলা জামাতা তোমার
সোনার প্রতিমা গৌরী আমার
ভাঙে মত্ত হয়ে জামাতা তোমার
বসন ভূষণ বেচে খেয়েছে॥

অন্যরূপ

আগমনী-২: যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী

যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী
উমা নাকি বড় কেঁদেছে
দেখেছি স্বপন নারদ বচন
উমা মা মা বলে কেঁদেছে।

সোনার বরণী গৌরী আমার
ভাঙ্গড় ভিখারী জামাই তোমার
মায়ের আমার যত আভরণ
তাও বেচে নাকি ভাঙ খেয়েছে।

সূচী

আগমনী-৩: গিরি এবার আমার উমা এলে

গিরি এবার আমার উমা এলে
আর উমাকে পাঠাবো না
বলে বলুক লোকে মন্দ
কারো কথা শুনবো না॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়
উমা নেবার কথা কয়
এবার মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া
জামাই বলে মানব না॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়
এ দুঃখ কি প্রানে সয়
শিব শ্মশানে-মশানে ফিরে
গৌরীর খবর রাখে না॥

কথা ও সুর: প্রচলিত
সূচী

আগমনী-৪: তাক্ কুর কুর ঢোলক বাজে

তাক্ কুর কুর ঢোলক বাজে
মা আসে ঐ মর্তলোক
কেউ খেতে পাক না পাক তবু
চায় কি পূজা বন্ধ হোক?
খুশীর জোয়ার তাই লেগেছে
সব হৃদয়ে প্রাণ জেগেছে
আগমনীর সুর উঠেছে
ভুলিয়ে দিতে দুঃখ সই॥

দেশ জুড়ে আজ বলছে বেকার
দাও মা একটা চাকরী দাও
পণ নিয়ে খুন করছে বধূ
জাগ্‌লি না মা তবু তাও
বছর বছর তবু তোরে
করছি পূজা ঘটা করে
আসা যাওয়ার পথে পড়ে
খুলবি না কি তোর ঐ চোখ॥

সূচী

আগমনি-৫: বলদে চড়িয়া শিবে শিঙ্গায় দিলা

বলদে চড়িয়া শিবে শিঙ্গায় দিলা হাঁক
শিঙ্গায় শুনি মর্তেতে বাজিয়া উঠল ঢাক॥
শিবের সনে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী
আশ্বিন মাসে বাপের বাড়ি আসেন ভগবতী॥
গৌরী এল দেখে যা লো
ভবের ভবানী আমার ভবন করিল আলো॥

কথা: শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য
সূচী

আগমনী-৬: ঐ দেখগো মেনকারাণী

ঐ দেখগো মেনকারাণী নন্দিনী উমা এসেছে।
কাল অবধি যাত্রা করে বিল্লমূলে উমা রয়েছে।
হেম ঘটে পুরে বারি বিল্লপত্র সারি সারি
এসেছে তোর প্রাণের গৌরী
কার্তিক গণেশ সঙ্গে আছে।
একপদ মহিষাসুরে আর এক পদ সিংহ পরে
দশ কড়ে অস্ত্র ধরে
বামে হেলে দাঁড়িয়েছে।
বামে কার্তিক সরস্বতী ডাইনে লক্ষ্মী গণপতি
সিংহ পৃষ্ঠে ভগবতী
ঐ দ্যাখ এসে দাঁড়িয়েছে।

সূচী

আগমনী-৭: পাগল ভোলা আইলো রে

পাগল ভোলা আইলো রে
গিরিপুরে সিংহদ্বারে ডম্বরু বাজাইলো রে।
লটপট বাঘের ছালে গলায় হাড়ের মালা।
আধেকো চাঁদের আলো জটা জুটা আলা।
পুরনারী কাঁপে ডরে করে কানাকানি
কেমন ও জামাতা ঘরে আনলেন গিরিরানী।
ভোলা কারো পানে নাহি চায়
কেবল উমার মুখে তাকায়
উমার যাবার কথা ইশারায় জানাইলো রে।

সূচী

আগমনী-৮: পুণ্য ধাম বাপের বাড়ি

পুণ্য ধাম বাপের বাড়ি
যাইতে চাহে সকল নারী
ঐ দেখ না দুর্গাদেবী সিংহ বাহিনী
গনেশেরে কোলত করি আইসেন জননী॥
সম্মুখেতে নন্দী আইয়ের আশা ছোটা ধরি
ডিঙ্গি চলে পাছে পাছে ধুতুম্ তুতুম্ করি॥
মেনা আইলো করাই নিতে আদরের ঝি।
ঝি নাতি দেখি মেনা হাসে ভাসে সুখে।
বাটা ভরি আনে পান দিতে ঝিয়ের মুখে॥
আক বাড়াইয়া নিল মায়ে বাড়ির ভিতর।
পূজা দিল, বলি দিল খাবাইল বিস্তর॥
তিন দিন রাখিয়া মায়ে বড় যতন করি।
চারি দিনের দিন বিদায় দিল যাইতে নিজের বাড়ি॥
শিবে বলে কি আনিলা আমার কারণ।
আলুনি কচু শাক টুনি পোড়া পানি ভাত
গরীব বাপের বাড়ি আমার ভোজন॥

সূচী

আগমনী-৯: বারো মাস পরে আইলি উমা

বারো মাস পরে আইলি উমা
    সোয়ামীর ঘর ছাইড়্যা,
দ্যাখোনের লাইগ্যা তরে যে লো
    পরান মরে কাইন্দ্যা॥
কত দিন দেখি নাই রে,
    আছিলি তুই পরের ঘরে,
কচনা দেখি ক্যাম্‌নে ছিলি
    ভাদাইমার হাতে পইড়্যা॥
চাইয়া রইছি পথের দিকে
    আইবি আইবি কইর‌্যা,
এবার আইলে ভাবছি তরে
    রাখুম বুকে ধইর‌্যা॥
রাজার মাইয়ার এমন দশা
    খালি নোয়া হইছে ভূষা,
আর দিমু না যাইতে তরে,
    ঘর গ্যাছে যার পুইড়্যা॥

সূচী

আগমনী-১০: রাণী, দেও গো জয়ধ্বনি

রাণী, দেও গো জয়ধ্বনি
তোমার উমা লইয়া আসিল নন্দিনী।
একে শুক্র উদয় শরত সময়
ভাগ্যে বুঝি ব্রহ্মময়ী আসল হিমালয়।
উমা কোলেতে আনি, বসাইলেন রাণী
আস আমার চাঁদবদনী জুড়াও গো প্রাণি।
আমি জিজ্ঞাসা করি হে গো তারিণী
কেমন কইরা হরের গৃহে আছিলা তুমি।
না বহে বাণী, শুন জননী

না দেয় বলে হরনাথে, উড়েছিল প্রাণি।
জামাই কি আপন নিশির স্বপন
উমা ধনকে না দেখিলে ত্যজিবে জীবন।
এক পাগলের পুর, শুনিতে অদ্ভুৎ
শ্মশানে মশানে ফিরে খায় ভাঙের গুড়া।

সূচী

আগমনী-১১: বন্দোম্ সরেস্বতী দেব নারায়ণ

বন্দোম্ সরেস্বতী দেব নারায়ণ
পেরথোমে বন্দিলাম, মাগো, দুগ্‌গার চরোণ।
বন্দোম্ সরেস্বতী দেব নারায়ণ
তারপরে বন্দিলাম মোরা অসুরের চরোণ।
বন্দোম্ সরেস্বতী দেব নারায়ণ
তারপরে বন্দিলাম মোরা জয়ারি চরোণ।
বন্দোম্ সরেস্বতী দেব নারায়ণ
তারপরে বন্দিলাম মোরা বিজয়ার চরোণ।
বন্দোম্ সরেস্বতী দেব নারায়ণ
তারপর বন্দি যে দেব কার্তিকের চরোণ।
বন্দোম্ সরেস্বতী দেব নারায়ণ
তারপর বন্দি যে দেব গোনেশের চরোণ।
বন্দোম্ সরেস্বতী নারায়ণ॥

সূচী

আগমনী-১২: দুর্গা আমার বিপদ্ বিনাশিণী

দুর্গা আমার বিপদ্ বিনাশিণী
জয়তারা তারিণী মা গো হিমালয় নন্দিনী।
মা গো তোমার পদে করি স্তুতি, রাম রঘুমণি॥
ব্রহ্মা হৈলেন পুরোহিত, রাম হৈলেন যজমান
কত ব্রহ্মা ভগবতীর পূজার বিধান।
শঙ্খ লাগে, সিন্দুর লাগে, রজত কাঞ্চন
কুম্‌কুম্ কস্তুরী লাগে, — আগর চন্দন।

সপ্তমী পুজিলেন ব্রহ্মা, সপ্ত উপচারে
ভোগ নৈবিদ্যি দিলেন ব্রহ্মা, হাজারে হাজারে।
অষ্টমী পূজিলেন ব্রহ্মা, অষ্ট উপচারে
বিল্বপত্র দিলেন ব্রহ্মা, হাজারে হাজারে।
নবমী পূজিলেন ব্রহ্মা নব উপাচরে
মেষ-মৈষ দিলেন ব্রহ্মা, হাজারে হাজারে।

সূচী

আগমনী-১৩: লাম লাম, বনদুর্গা, ষাইট শেওড়ার

লাম লাম, বনদুর্গা, ষাইট শেওড়ার নীচে
কিমতে লামিবাম আমি শাড়ী নাই আমার সঙ্গে।
সইয়ারে পাঠাইয়া দিছি নশিরাবাজের শ’রে
শাড়ী যে আনিছেন সইয়ায় সিঙ্গিরায় বইলে।
লাম লাম, বনদুর্গা, ষাইট শেওড়ার নীচে॥
কিমতে লামিবাম আমি শঙ্খসিন্দূর নাই আমার সঙ্গে
সইয়ারে পাঠাইয়া দিছি শম্ভুগঞ্জের হাটে
শঙ্খসিন্দূর যে আনিয়াছে সইয়ায় কাগজে বইলে।
লাম লাম, বনদুর্গা, ষাইট শেওড়ার নীচে॥

সূচী

আগমনী-১৪: কালীঘাটের কালা, গো মা, কৈলাসের

কালীঘাটের কালা, গো মা, কৈলাসের ভবানী
বৃন্দাবনের রাধাপ্যারী, গোকুলের গোপিনী
গো মা, বসন পর।
দক্ষিণে চলিছ, মা গো, হইয়া দিগম্বরা
কার মানবজনম সফল করলে, গো মা, হয়ে দশভুজা
গো মা, বসন পর।
এ মা, ঘাটে ঘাটে করি পূজা পুষ্প উজান ধায়
সঙ্কটে পড়েছি, মা গো, মোদের রক্ষা করতে হয়
গো মা, বসন পর।

[সূচী]

আগমনী-১৫: মায়ে ত জিজ্ঞাস করুইন, দুর্গা

মায়ে ত জিজ্ঞাস করুইন, দুর্গা গো ভবানী
ভর্তি দুপারিয়া কালে রইলা কেনে একেশ্বরী?
একলা নয় গো মা, লগে পঞ্চ দাই
বাবা ঠাকুরের শেওড়ার নীচে বইয়া পূজা খাই।
খুড়ীয়ে ত জিজ্ঞাস করুইন, দুর্গা গো ভবানী
ভর্তি দুপরিয়া কালে রইলা কেনে একেশ্বরী?
একলা নয় গো খুড়ী, লগে পঞ্চ দাই
কাকা ঠাকুরের শেওড়ার নীচে বইয়া পূজা খাই।

সূচী

আগমনী-১৬: কবে যাবে বল গিরিরাজ

কবে যাবে বল গিরিরাজ
আমার গৌরীকে আনতে
ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ উমারে হেরিতে।
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে
আনন্দে রয়েছে ঘরে
তুমি হে পাষাণ, তাহে না কর মনেতে।
সতিনী সরলা নহে
ভোলা যে গো শ্মশানে রহে
কি আছে তব অন্তরে না পারি বুঝিতে।

সূচী

আগমনী-১৭: আয় মা উমা চুমি তোমার

আয় মা উমা চুমি তোমার চাঁদবদন
গিয়েছিলে আঁধার করে এ গিরির ভুবন।
উমা উমা বলে আমার সদাই আঁখি ঝরে
এই উমাকে পাশরিয়া কেমনে রব ঘরে।

উমার রূপের তুল্য কভু নাহি দেখি
এই উমাকে ছাড়া জীবন কেমনে রাখি।
শুনি স্বামী নাকি শ্মশানে বাস করে
বল্‌না উমা কেন ছিল সেই ভিখারীর ঘরে?

সূচী

আগমনী-১৮: ওমা কেমন করে পরের ঘরে

ওমা কেমন করে পরের ঘরে
ছিলি উমা বল না তাই।
কত লোকে কত বলে, শুনে ভেবে মরে যাই।
মা'র প্রাণে কি ধৈর্য্য ধরে
জামাই নাকি ভিক্ষা করে
এবার নিতে এলে বলবো হরে
উমা আমার ঘরে নাই।

কথা: গিরিশচন্দ্র ঘোষ
সূচী

আগমনী-১৯: বিল ভরা থৈ থৈ গাঙ্গ

বিল ভরা থৈ থৈ গাঙ্গ কূলে কূল
জলে কমল শাপ্‌লা শালুক, তরে পদ্মফুল।
কালেম সরইল মেউয়া হরইল্যা, ডাকে ডাউক জোড়া
ভেলে বইস্যা মাউছারাঙ্গা, বিলে ডাকে কোরা।
বেতের ঝোড়ে আইয়া কুকু, চখাচখী চরে
না কৈয়া দুখ চাপতে যে চাই, পরাণ ফাইট্যা মরে।
নিশুইত রাইতে কোরালের কুই, পহরে পহরে
গৌরী গৌরী কইর‍্যা আমার পরাণ মন পোড়ে।
কবে গেছে গৌরী আমার, আর ত দেখা নাই
ক্ষুধায় তারে দেয় বা ভাত, (ওরে তবে) কেমনে আমি খাই?
শীতের কাঁথা পায়নি গৌরী? পিন্ধনে তার তেনা
শেইষে শুইয়া ঝরে নয়ন, ভিজা যায় যে ডেনা।
এমন যে কেশ আছিল মায়ের, কে দেয় তারে তেল

পাটের ফেউরা যেন রে ওড়ে, ভাবতে লাগে শেল।
সুধায় তারে দুখের কথা এমন ত কেউ নাই
সবই মিলে, ব্যথার ব্যথি ত বিচরায়্যা না পাই।
বৈশাখেতে হিজলের ফুল ঝরে বর্ণতারা
গৌরীর লইগ্যা ঝরে আমার দুই নয়নের ধারা।
জারৈল এখন ভরল ফুলে বউন্যা গোটা গাছে
ফুলের গন্ধে পূজা পূজা, (আমার) কেম্‌নে পরাণ বাঁচে?
জলে জলে ভরা যে আইজ, নদী বিল আর খাল
দুঃখে ভরা পরাণ আমার, কেমনে দেই সামাল?
পালের রসি লইয়া বসি, নাইয়ারা গায় গান
(ভাবি) আসে বুঝি গৌরী আমার, চইমক উঠে প্রাণ।
ঐ পাড়েতে কালা কাছাড়, কেম্‌নে চিনুম নায়্যা?
গৌরীরে মোর আনে নাকি, এই ভরা গাঙ্গ বায়্যা?
মৌলা গোলাম মুছে নয়ন, কে বা দিবো ভাও
কোন বা নায়ে গৌরী আমার? যায় তো কতই নাও।

কথা: গোলাম মৌলা
সূচী

আগমনী-২০: মা মেনকা কাইন্দো না আর

মা মেনকা কাইন্দো না আর
    আইল উমা রাণী।
দুখের রজনী জননী গো
    পোহাইল জানি।
গনেশকে মা সঙ্গে লইয়া
সিদ্ধি আনলো ঘরে বইয়া গো
সুন্দর কার্তিকরে আনে
    ভয় দুঃখ না মানি।
সরস্বতী জ্ঞান দায়িনী
লক্ষ্মী মা ভাগ্যদায়িনী
লুকায়ে শিব আছে গো মা
    যেথায় শিবানী।

সূচী

আগমনী-২১: এসো ঘরে নয়ন তারা হারানিধি

এসো ঘরে নয়ন তারা হারানিধি মোর
আজো শুধু বেঁচে আছি পথ চেয়ে তোর।
দুঃখিনী জননী ফেলে ভালো তো মা ছিলে ভুলে
পাষিনী নন্দিনী বলে এতোই কঠোর।
সুধামাখা হাসি মুখে
জুড়াও পরাণ মা ডেকে
সব দুঃখ ভুলে হই আনন্দ বিভোর।
মুখ হেরি আঁখি ভরি
স্নেহভরে বুকে ধরি
শান্ত হও চুমি অধর এ চিত চকোর।

সূচী

আগমনী-২২: বৃথা গঞ্জনা রানী দিও না

বৃথা গঞ্জনা রানী দিও না সব জানি
উমা বিরহে মোরও কাতর অন্তর
কন্যা বয়স্থা হলে রীতি ভূমণ্ডলে
পিতা মাতারে ফেলে যায় পতিঘর।
কে বুঝিবে কায় কব কি ব্যথা প্রাণে
সাধ হয় নাকি রাখি নয়নে নয়নে
মোর কি দোষ তায় সাধ্য নাই নিরুপায়
পাঠাতে নাহি চায় কঠোর শংকর।
সম্বৎসর পরে যদি বা আনি ঘরে
জানো তো নিতে আসে তিনটি দিন পরে
কত মিনতি করি ধরে দুটি করে
বিদায় দিই ডরে, পাছে রোষেন হর।

সূচী

আগমনী-২৩: জাগো জাগো যোগেশ্বরী দুর্গে দুর্গতিনাশিনী

জাগো জাগো যোগেশ্বরী দুর্গে দুর্গতিনাশিনী
অকাল বোধনে জাগো বিল্বমূলে কাত্যায়নী।
সঙ্কটে বাসব তোমা বোধিয়া পরমেশ্বরী
অবহেলা ক্রমে রণে বধিলা দুরন্ত অরি।
রাবণ বিনাশ তরে রাখিতে শ্রী রঘুবরে
অকালে ব্রহ্মা কাতরে ডাকিলা বিশ্বজননী।
মহিষাসুর নাশিতে ডাকে কাত্যায়ন মুনি
সন্ধ্যাকালে বিল্বমূলে দেখা দিলে কাত্যায়নী।
নিরাকার কৃপা করি সাজিলে বিচিত্রানারী
কনক চম্পক গৌরী তেজে কোটী সৌদামিনী।
পূর্নেন্দু সদৃশাননা অধরে মধুর হাসি
ভালে অর্দ্ধচন্দ্ররেখা সিংহোপরি মুক্তকেশী।
দশভুজা রণবেশী অঙ্গে মরকতরাশি
ষোড়শী হররূপসী ত্রি-নয়না ত্রিভঙ্গিনী।
সংকটে পড়িয়া আজি কাতরে মা ভবপ্রিতা
নিশি মুখে বিল্বমূলে ডাকে গো বিশ্বপ্রসূতা।
নিবারি সর্ব্ব বিপদে রাখো মা অভয় পদে
জাগো মধুর শরতে শরচ্চন্দ্র নিভাননী।

কথা: ভবপ্রীতানন্দ ওঝা
সূচী

আগমনী-২৪: নিদ্রা নাহি আসে উঠে আর

নিদ্রা নাহি আসে উঠে আর বসে
চেয়ে দেখে নিশি পোহালো কিনা।
যা শুনে শ্রবণে সবই হয় মনে
ঐ বুঝি উমা এসে ডাকে মা।
কভু তন্দ্রাঘোরে স্বপনেতে হেরে
আসিতেছে সিংহ আরোহণ কোরে
গৌরী বলে ধেয়ে কোলে নিতে গিয়ে
জেগে দেখে চেয়ে কোথাও কিছু না।
কভু বা দু আঁখি ফিরায় যেদিকে
দশ দিকে শুধু উমাময় দেখে

বুঝাইলে মনে প্রবোধ না মানে
বলে সখি একি হলো বলো না বলো না।
সখি বলে স্থির হও গিরিরানী
দুঃখ হরা দুর্গা আসিবে এখনি
প্রভাত প্রায় নিশা হলো বলে উষা
করি বেশ ভুষা আনিবে চলো না।

সূচী

খাটু গান

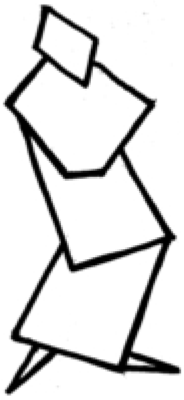

প্রথম পাতা

খাটু গান-১: জলের ঘাটে কদম তলে

জলের ঘাটে কদম তলে
কালো রূপের ঝলক লাগে
আমি তো জানি না আগে॥
সখি গো, বিশাখার নিকটে বলে
ও রূপ দেখিলে চিত্ত জ্বলে,
সই গো—
অগ্নিদাহে চল্‌লাম জলে
নবপ্রেমের অনুরাগে॥
সখি গো, শুনে কালার বাঁশীর গান
আকুল হয়ে ওঠে প্রাণ
সই গো—
আমি যতই শুনি বাঁশীর ধ্বনি
মধুর মধুর মধুর লাগে॥

সূচী

গোষ্ঠের গান

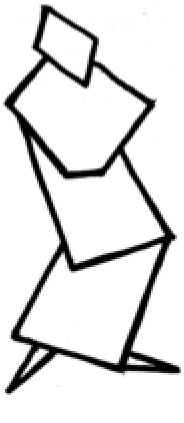

প্রথম পাতা

গোষ্ঠের গান-১: সাজরে গোঠে রাখাল

সাজরে গোঠে রাখাল
চল মাঠে যাই,
ডাক দেরে ছিদাম বলাই,
কানু প্রাণের ভাই।
সোনা রায় উঠিয়া বলে,
মানিক পীররে ভাই,
গোয়ালা নগরে চল,
দেখা করে যাই।
সাজ না গোঠে রাখাল ভাই
চল মএঠ যাই
ডাক দেরে ছিদাম বলাই
কানু প্রাণের ভাই॥

সূচী

গোঠের গান-২: সন্ধ্যাকালে ও মায়ে

সন্ধ্যাকালে ও মায়ে
ডাকিয়া বলে রে
আয়রে দুঃখিনী বাছা
আয় মায়ের কোলে।
ভাত হইল কড়কড়া
ব্যঞ্জন হইল বাসি
অভাগী মায় কাইন্দা মরে
দিনান্তের উপবাসী।
আগে তো কইছিলাম নন্দ
বেচ তোমার ধেনু,
গোকুলে মাগিয়া খাবো
কোলে লইয়া কানু॥

সূচী

গোঠের গান-৩: গোপী বাহির হইয়া চায়

গোপী বাহির হইয়া চায়
রঙ্গিয়া রাখাল মাঠে যায়।
আমরা তো পরের নারী
চিত্তে না ধরাইতে পারি
কি দিয়া ধরাইব তার মায়।
গোবর্ধন পর্বতে যায়
ধূলা উড়ে ধেনুর পায়
চাইয়া থাকে অভাগিনী মায়।
ধবলী কবলী গাই
লইয়া কানু সঙ্গে যায়
নূপুর বাজে দুটি রাঙা পায়॥

সূচী

গোষ্ঠেরে গান-৪: তখন বলরাম ভনে, গোপাল দে

তখন বলরাম ভনে, গোপাল দে মা
রাখালগণে আনন্দে যাই বনে॥
আমরা কি তোর কেহই নয় মা
ও সে ভাই কানাই বিনে॥
মা তোর কোলের শোভা কৃষ্ণ-ধনে
বনের শোভা হয় মা বনে
আমরা রাখি যতনে
সব রাখালের জীবন কানাই
দিবা না কেনে॥
বন-ফল পাড়ি গাছে যেয়ে
আদে সে ফল দেখি খেয়ে
যা মিঠা হয় মনে
সেই এঁটো ফল তুলে দেই মা কৃষ্ণ-বদনে॥
গোপাল কিবা গুণ জানে
হালছে বেহাল ভক্তগণে
যার লেগেছে মনে
অধীন পাঞ্জু চরণ-জন্যে সদাই
ফেরে ভুবনে॥

কথা: পাঞ্জু শাহ
সূচী

গোষ্ঠের গান-৫: গোষ্ঠে গোপাল আর যাবে না

গোষ্ঠে গোপাল আর যাবে না
তোদের দেওয়া এঁটো ফল
আমার গোপাল আর খাবে না॥
গোপাল কি সামান্য ছেলে
বনে লয়ে অবহেলে
করিস তানা-না-না
কালো বলে চড়িস কাঁধে
তার মূল্য জানিস না॥
গোপাল আমার প্রাণের ধন
আত্মার আত্মা, ভুবন মোহন
তোদের নেই তো জানা
অনাদির-আদি জগত-পতি
সে-যে মুনি-জনা॥
পাঞ্জু ফকীর ভাব বা জেনে
রাখাল বলে লয় সে মেনে
মূল্য মাহাত্ম্য চেনে না
মা যশোদা বলছে ডেকে
হিরুচাঁদের বাহানা॥

কথা: পাঞ্জু শাহ
সূচী

গোষ্ঠের গান-৬: তখন গোপাল কেঁদে কয়

তখন গোপাল কেঁদে কয়
বলাই দাদার সঙ্গে আমার
বনে জেতে ভয়॥
ক্ষুধার জ্বালায় উদর জ্বলে
বলাই দাদা হুকুম ডালে

ধেনু রাখার চতুর ছলে

অনেক কথা কয়॥

ছিদাম আরো নিঠুর হয় মা

অভিমানের কথা কয় না

এ দেহে আর শক্তি রয় না

কাটে মনের লয়॥

মায়ের ছেলে মায়ের কোলে

থাকব মা তোর আঁচল তলে

বিনয় করে পাঞ্জু বলে

গোপাল জগতপতি হয়॥

কথা: পাঞ্জু শাহ

সূচী

গোষ্ঠের গান-৭: জলে কিবা অনলে, ভাই, তুই

জলে কিবা অনলে, ভাই, তুই রে জীবনদাতা

তুই জানিস আর আমরা জানি আর কে জানে তা॥

ও ভাই অন্যে কেউ তা

জানে না তোর আমার মরমের কথা

ও ভাই বনবিহারী

বনে যেতে কেন দেরী॥

তবে আর কেন ভাই, চরাতে গাই, যেতে করছ দেরী॥

মায়ের কাছে বল বল

গোষ্ঠসাজে সেজে চল

এলো এলো ঐ দেখ বলাই

হেথা দিস না ব্যথা ভাই॥

সূচী

গোষ্ঠের গান-৮: হাসি হাসি, কালশশী, আমরা আসি

হাসি হাসি, কালশশী, আমরা আসি ভাই রে

তোর আশাতে আশা মোদের অন্য আশা নাই রে॥

একবার এস ভাই, এস ভাই

আমরা নেচে নেচে গোষ্ঠে যাই॥
ও ভাই, গিরিধরা পড়বে ধরা ধৈর্য ধরতে নারি
ও তুই, রাখাল মাঝে এলি সেজে আনন্দে বিহারি॥
দুঃখ দিও না হরি
আয়রে, ভাই, তোর পায়ে ধরি
যদি ভাই তোর পায়ে বাজে
কাঁধে ধরব বনমাঝে
এখন মা যে নাচন দেখতে চায় রে
নেচে নেচে আয় রে॥

সূচী

গোষ্ঠের গান-৯: রাণী যশোদা বলে,

রাণী যশোদা বলে,
ওঠো রে দুগ্ধের গোপাল, ওঠো 'মা' বলে॥
আমি তাপিত প্রাণ শীতল করি, করিয়ে কোলে॥
পুবে উদয় হলো ভানু
কোলে আয় রে প্রাণের কানু
ননী খাও রে সকলে
বলাই ডাকে গোষ্ঠের বেলা হইল বলে॥
হাম্বা রবে যত ধেনু
কানাই পানে চেয়ে কেন
রব করে সকলে
দিব না দিব না গোপাল রাখালের দলে॥
বলাই তুমি ডাকছ কেনে
দিব না আর কৃষ্ণ-ধনে
আমার এ প্রাণ গেলে
বনে লয়ে গোপাল আমার রাখ বদ-হালে॥
বনে লয়ে কৃষ্ণ-ধনে
স্কন্ধে চড়াও, চড় কেনে
শুনেছি কানে
গোপাল ভুলে পাঞ্জুর জনম গেল বিফলে॥

কথা: পাঞ্জু শাহ
সূচী

গোষ্ঠের গান-১০: মাগো আমায় আর মেরো না

মাগো আমায় আর মেরো না
হলফ করে বলছি মাগো
    চুরি করে ননী আর খাব না॥
ননীর মিঠা মনে হলে
ডাকবো তোরে মা-বোল বলে
নিজের হাতে যা দিবি তুই
    তার বেশি আর চাইব না॥
আমি কি মা তোর পরের ছেলে
মারিস আমায় কসুর পেলে
তাড়িয়ে দিস তুই অবহেলে
    আদর করে ডাকিস না॥
এতই নিঠুর হও যদি মা
মা বলে আর ডাকব না
অধীন পাঞ্জু ভেদ জানে না
    বোঝে না মায়ের ছলনা॥

কথা: পাঞ্জু শাহ
সূচী

গম্ভীরা

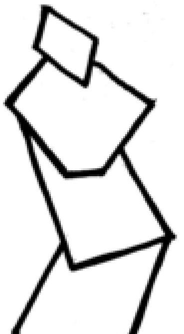

গম্ভীরা-১: বোরাই ধান ভাই লাইগ্যাছে

বোরাই ধান ভাই লাইগ্যাছে
ও বুড়া ক্যান বা দৌড়া আয়াছে।
বুড়ার মোটকীর মত প্যাটটা
মাথাত্ কতই গহন ভ্যাপটা
ফের ফোয়া আছে লেংঠি
বুড়া কতই ক্যাকম্ ধর্যাছে।
শিবহে, দিন বারত কত
        খাইট্যা করনু আলুয়া উস্না চ্যালটা
বুড়া এমনি রে প্যালইল্ঠ্যা দেখ্যা
        খাইতে আইল লুট্যা।
শিবহে, যারা চাকরী কর্যা ঘুর্যা বেড়ায়
        ধরগা না তুই ত্যাড়্যা
তোকে খাওয়াবে প্যাট ভর্যা
        তারা মেলাই টাকা ওড়াচ্ছে।

সূচী

গম্ভীরা-২: আর একনা কথা শুন্যা যাও ভোলা

আর একনা কথা শুন্যা যাও ভোলা
তুমি আসছ দৌড়্যা ষাঁড়ে চড়্যা,
        এক দিনেতে মজা পাও।
পিনহ্যা ডোরাকাটা বাঘ-ছাল,
মাথায় বাইন্ধ্যাছ জটার জাল
তোমার গলার সাঁপ্টা জাল্হাদ্ ভ্যাপটা
বড় তামাসায় রঙ লাগাও ভোলা।
পড়্যা দুই হুলুম্ মুখার তালে,
ভীমরতি ধর্যাছে কালে কালে,
তুমি ভসম্ মাখ্যা ফাক্ম্ ধর্যা,
মুখেতে ভ্যাক্ ভ্যাকম্ বাজাও, ভোলা।
        তোমার কত যে কুহারা
        যত মণ্ডা মিঠাই প্যারা,

তুমি মা জহরার ভোগের পরসাদ্
পান্তা চাট্যা চ্যাইট্যা খাও ভোলা।
আইলো ভীষণ কলি কাল
গম্ভীরার হায়রে একি হাল,
তোমার বেশত মজা, টান্যা গাঁজা,
সদ্‌ল্যাপুরের মশানে বেড়াও ভোলা।
শুনো ভোলা মহেস্বর
        উঁচিয়ে ত্রিশূলটাকে ধর,
বলি ওহে হর উপায় কর
গুণীজনের মান বাঁচাও, ভোলা।

সূচী

গম্ভীরা-৩: শিব হে, তোমার এ কি

শিব হে, তোমার এ কি সাজ?
মাথায় বাইন্ধ্যাছ কেনে জটা।
ম্যালেরিয়ায় ভুগ্যা ভুগ্যা
ভুড়ি কর‍্যাছ মোটা॥
হাতি ঘোড়া ছ্যাড়া দিয়া
ষাঁড়ের উপর চড়্যা
তোমার কপাল গিয়াছে পুড়্যা
এবার নূতন সাজে না সাজলে
পূজা করবে কেটা॥

সূচী

গাজন

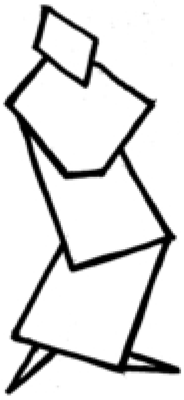

গাজন-১: মহাদেব ভাঙ্গর ভোলা শিব

বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে
মহাদেব—
ভাঙ্গর ভোলা শিব তোমার একি মোহন বেশ,
মাথাতে পইরেছ মুকুট, নেইকো ভোলা জটার লেশ।
বাঘ-ছাল কুথায় গেইল,
কুথায় গেইল হাড়ের মালা,
মাথার সাপ কি বনে গেইল হইয়ে ঝালাপালা॥
রাজার মেইয়ে করলে বিয়ে
হইলে শিব রাজার জামাই,
ঘরে আছে গঙ্গা মাই, তুলনা তাঁর নাই॥
শুন বলি উগো ঠাকুর পেন্নাম ছিচরণেতে।
গঙ্গা মাইয়ে মাথায় রেইখোঁ
গৌরীকে হৃদয়ে॥

সূচী

গাজন (মালদা জিলার)-২: ভাঙ্গব চারি দুয়ারের কবাট

ভাঙ্গব চারি দুয়ারের কবাট
দেখব এবার শিবের পাদচরণ॥
দশেতে করিল পূজা দশগিরি রাবণ
লোহার গুণে সেবা করে সেই পঞ্চানন॥
দেবদেবন মহাদেবন গণার ঊর্দ্ধে পৈতা কাঁধে
পূর্বদুয়ার মুক্ত হল দেখ পঞ্চানন॥

সূচী

গাজন-৩: জয় বাবা ভোলে বাবা ওগো

জয় বাবা ভোলে বাবা ওগো ভোলানাথ
জয় বাবা ভোলে বাবাব ওগে ভোলানাথ
তুমি বাবা ত্রিশূলধারী বাবা তারকনাথ।
ছাইভস্ম মেখে তুমি হলে শ্মশানবাসী

কোন দুঃখেতে ঘর ছেড়ে আজ হয়েছে সন্ন্যাসী।
ভাঙ ধুতরা খেয়ে তুমি লাল করেছো চোখ
ববম্ ববম্ নৃত্য করে কাঁপালে তিনলোক।

সূচী

গাজন-৪: শিবের পাশে বসে শিবানী বলে

শিবের পাশে বসে শিবানী বলে
সংসার চালানো যে দায়
ভিক্ষা করে কয় দিন চলে
সোনার যাদুরা কি খায়।
সোনার যাদু আমার কার্ত্তিক আর গনেশ
না খেয়ে শুকিয়ে গেল মুখ
হাড় হাভাতের পাল্লায় পড়ে
আমার সারা জীবন দুঃখ।
তুমি শুধু গাঁজায় মারো দোম – ও ভোলানাথ
তুমি শুধু গাঁজায় মারো দোম
হাড়ের মালা গলে নিয়ে গো
বলো শুধু বম্ বম্।

সূচী

গাজন-৫: দাও পরিচয় ও মহাশয় এখানে

দাও পরিচয় ও মহাশয় এখানে
ওহে ভন্ড কাছে ষণ্ড কাণ্ডজ্ঞান রয় কোনখানে।
কাকোদর ছাপ কেন তোমার ঐ পদমূলে
কোন কার্য সিদ্ধির লাগি অর্ধচন্দ্র রয় ভালে।
কোন বা শ্মশানে থাকো কোন ভস্ম গায়ে মাখো
যদি দেবাদিদেব হয়ে থাকো অত গাঁজা খাও কেনে।
হাড়ের মালা গলায় পড় কি করে তা শোভা কর
কেন হলে দিগম্বর কেন নারীর দিকে মন টানে।

সূচী

গাজন (কাছার জিলার)-৬: ও শিব নাচে রে নবীন

ও শিব নাচে রে নবীন কীর্ত্তনের মাঝে
নন্দী ভৃঙ্গী আদি শংখ মৃদঙ্গ বাজিল রে।
শিব নাচে পার্দতি নাচে রে
ও ভাই আর নাচে ভূতে
বৃষে উন্মত্ত হইয়া পুচ্ছ তুইল্যা নাচে রে।
নাচিতে নাচিতে শিব রে
ও শিব হইয়াছে বেভুল
আজিকার নাচে রে হারাইবার জাতি কুল।
রাম নাচে লক্ষ্মণ নাচে রে
ও ভাই মন্দোদরী তারা
আকাশে গড়ুর নাচে হইয়া আত্মহারা।

সূচী

গাজন-৭: শুন সবে মন দিয়া হইবে শিবের

শুন সবে মন দিয়া হইবে শিবের বিয়ে
কৈলাসেতে হবে অধিবাস।
নারদ করে আনাগোনা কৈলাসে বিয়ার ঘটনা
শুন শিবের বিয়ার ইতিহাস।
দক্ষ যজ্ঞে মৈলা সতী কেঁদে আকুল পশুপতি
নয়ন জলে বক্ষ ভেসে যায়।
সতী জন্মিল পুনরায় গিরিরাজার কন্যা হয়
ধ্যান যোগে নারদ জানতে পায়।
দেবগণ সব সঙ্গে নিয়া করিতে বিয়ার সম্বন্ধ
নারদকে পাঠাল গিরিপুরে।
চলিল ব্রহ্মার পুত্র করিবারে লগ্ন পত্র
মগ্ন হইল হরিগুণ সুরে।
করি ইষ্ট আলাপন বিবাহের উত্থাপন
করেন মুনি গিরিরাজার কাছে।

রাজা, তোমার নাকি আছে কন্যা রূপে গুণে অতি ধন্যা

দিবা নাকি বিয়া তার শিবের কাছে।

তোমার কন্যা যোগ্য তার তিনি যোগ্য জামাতার

শুনিয়া কহেন হিমগিরি।

পঞ্চানন বিবাহের ছেলে রাণীর অনুমতে হলে

তবেই আমি পত্র করিতে পারি।

সূচী

গাজন-৮: ঢোল বাজে কাড়া বাজে

ঢোল বাজে কাড়া বাজে
বিহা করতে শিব চল্যাছে
দেব সেনা দৈত্য সেনা
তার সাথে মিল্যাছে॥
বাঘ্ছাল পইর‍্যা কইল্কা লইয়া
দামড়ার উপর চইড়্যাছে
সাপের মালা গলায় দিয়া
বর সাইজ্যাছে॥
এমন জামাই দেইখ্যা সবাই
কানাকানি করত্যাছে
কেউ জানে না জামাই এ যে
শমনকে জয় কইরাছে॥

সূচী

গাজন-৯: ধর ধর দিস না ছাইড়া

ধর ধর দিস না ছাইড়া
নিয়া চল সঙ্গে কইরা
ঐ বুড়াটা দিলে বড় দুখ হে।
খুন উড়াইতে দেয় না পানি
ঐ বুড়াটা বড়ই শনি
সদাই রঙ্গ করে মোদের সাথে যে॥
ধান বুনিলে দেয় না পানি

ঐ বুড়াটা বড়ই শনি
সদাই রাখে মোদের প্যাটে ছুঁচ হে॥
চামড়ার উপর চইড়া বুড়া
পাড়ায় পাড়ায় বেড়ায় ঘুইরা
ষাটে গুয়ারা দেখায় কত দুখ হে।

সূচী

গাজন-১০: শিব দূর্গা দুই জনে বসি

শিব দূর্গা দুই জনে বসি সিংহাসনে
শিব বলেন চলো প্রিয় তীর্থ দরশনে॥
কতস্থানে কতলীলা করেছো প্রকাশ
আজ দেখিব নয়ন ভরে করি অভিলাষ॥
জগবন্ধুরূপে তুমি থাকো উড়িষ্যাতে
আহা কলির পাষণ্ড সব জীব তরাইতে॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে রাজা ভক্তে মায়াস্থলা
কাটি আঠারো পুত্রে বাঁধিলেন নালা॥
গঙ্গাসাগর মহাতীর্থ ভক্তের লাগিয়ে
শবর বংশ উদ্ধারিলে শতমুখী হয়ে॥
গয়া কাশী বারাণসী গোকুল বৃন্দাবন
তোমাকে করিয়া সঙ্গে করিবো ভ্রমণ॥
তোমার যাহা ইচ্ছা হয় ভোজন করিও
সময় অন্তে একবার সিদ্ধি ঘুটে দিও॥
বিল্ববৃক্ষ মূলে বসি ডম্বরু বাজাবো
কল্কিতে সাজিয়ে গাঁজা আনন্দেতে খাবো॥

সূচী

গাজীর গান

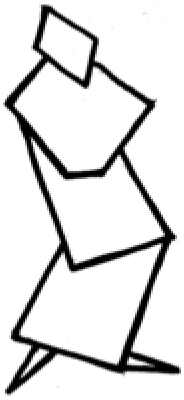

প্রথম পাতা

গাজীর গান-১: ভালা নাচেরে নাচে ভালা

ভালা নাচেরে নাচে ভালা অতি চমৎকার॥
হেন্দেড়া কেন্দেড়া বাঘ চগবগাইয়া চায়।
গোয়ালিয়ার বড় গাই বাঘে লইয়া যায়॥
গোয়ালিয়ার মা বড় কাকাইল ভাঙ্গা বুড়ি
বাঘ মারিতে লইয়া যায় দুয়ার বান্ধা বারী॥
বুড়ী বলে দাঁড়াও বাঘ একবার ফিইর‌্যা চাও
গাই আমার হাতে দেও ভালা যদি চাও॥
হাউ হাউ কইর‌্যা ডাকে বাঘ বড় চউখে চায়
গাজী গাজী বইল্যা বুড়ী বাঘ মারিতে যায়॥
বাঘ না হই আমি বুড়ি বড় দয়াল গাজী
বুড়ি বলে দয়াল গাজী রক্ষা কর তুমি॥
সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া গাজী রূপ বদলিয়া
সেলাম জানাইলা বুড়ি দুই হাত তুলিয়া॥

সূচী

গাজী-২: দম দমাইয়া হাঁটে নারী চউখ

দম দমাইয়া হাঁটে নারী চউখ পাকাইয়া চায়
সেইনা নারী অভাগিনী আরো পতি খায়॥
রাইন্ধ্যা বাইড়্যা যে বা নারী পুষ্যের আগে খায়
তার ভরনা কলসীর জল তরাসে শুকায়॥
আউলাইয়্যা মাথার ক্যাশ ঘোরে পাড়া পাড়া
নিশ্চয় জানিবা তোমরা স্যাওত লক্ষীছাড়া॥
নাইয়্যা ধুইয়্যা যে বা নারী উল্টা বাঁধে ক্যাশ
তার ঘরে লাথি মাইর‌্যা লক্ষী ছাড়ে দ্যাশ॥
ভাত খাইয়্যা যে বা নারী মুখে দ্যায় পান
লক্ষী বলে সেই না নারী আমার সমান॥
সতী নারীর পতি যেন পৰ্বতেরই চূড়া
অসতীর পতি যেন ভাঙ্গা নায়ের গুড়া॥
সকাল বেলা গোবর ছড়ায় সন্ধ্যাকালে বাতি
লক্ষী বলে সেই নারী আমার মত সতী॥

সূচী

গাজী-৩: মুসলমান বলে গো আল্লা

মুসলমান বলে গো আল্লা হিঁদু বলে হরি
নিদান কালে যাবা রে ভাই একই পথে চলি
দোয়ানি করিবা আল্লারে —।
গোয়ালে যাইগো বন্দেক দিয়া
গোয়ালিনী রয় চাইয়্যা (হায় রে)
গোয়ালে পড়িয়া বাছুর হাম্বা হাম্বা
ডাকিতে লাগিল রে
দোয়ানি করিবা আল্লারে —।
বড়গো মাঝি, ছোটগো মাঝি,
আইলা আরো গেলা (হায় রে)
মধ্যম কালে আইবার কালে আল্লা
চিপা মাইর‍্যা ধইরলারে
দোয়ানি করিবা আল্লারে —।

সূচী

গাজী-৪: পরথমে বন্দনা করি পুবের ভানুশ্বর

পরথমে বন্দনা করি পুবের ভানুশ্বর
একদিগে উদয় গো ভানু চৌদিকে পশর॥
দক্ষিণে বন্দনা করি ক্ষীন্নদী সাগর
সেখানে বাইতো গো ডিঙ্গা চান্দ সদাগর॥
পশ্চিমে বন্দনা করি মক্কা হেন স্থান
যেখানে হইয়াছে পয়দা কিতাব আর কোরাণ॥
ইহার পশ্চিমের কথা কহনওনা যায়
আড়িয়ে বান্দিলে ভাত বরাস্তুণে খায়॥
উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পর্বত
যেখানে রাইখ্যাছেন আলী মাল্লামের পাথর॥
চাইর কোণা পিরথিমী বন্দিলাম মন করিয়া স্থির
সুন্দরবন মোকামে বন্দিলাম গাজী জিন্দাপীর॥

সূচী

গাজী-৫: মরে হায় হায় রে মোল্লা

মরে হায় হায় রে মোল্লা হায়, এখন করি কি উপায়?
ঐ মুরগীর গর্জনে আমার পরাণ উইড়্যা যায়।
উস্তা বেচতে গেলাম চাচা খালিফার বাজারে
(আর) ময়দান পাথারে পাইয়া কিলাইলাম চাচারে।
এক পয়সার মিঠাই কিনিয়া পথে যাইলাম খাইয়া
বাড়ি আইলাম পরে বউয়া কিলায় গায়ের গন্ধ পাইয়া।

সূচী

ঘাটু

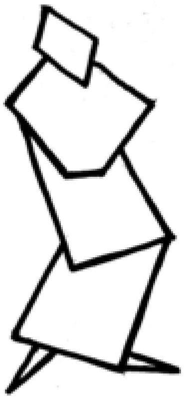

ঘাটু-১: সইলো, আর না যাইবাম্ জলে

সইলো, আর না যাইবাম্ জলে,
তোরা যা লো সই, যা লো তোরা
    আমি পুড়ছি প্রেম অনলে।
জলের ঘাটে চিকন কালা,
জ্বালাইয়া দিল দ্বিগুন জ্বালা রে—
অন্তরে মোর তূষের আগুন
    ধিকি ধিকি জ্বলে।
কালার বাঁশী দ্বিগুন বাজে
প্রাণের মাঝে মনের মাঝে,
ডাকাতিয়া বাঁশী আমায়
বারে বারে যায় ছলে।

সূচী

জারি

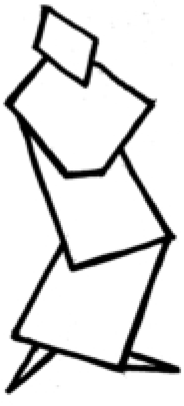

প্রথম পাতা

জারি-১: হিন্দু গো দুগ্‌গি পূজা

হিন্দু গো দুগ্‌গি পূজা,
বেলপাতা তার বোঝা বোঝা,
এক মাগী হিঙ্গের পরে,
অসুরেরই টিক্কি ধরে,
গলায় দিছে হাপ জড়াইয়া,
বুকে মারছে খোঁচা,
(আরে) দুগ্‌গি দেখলাম চাচা।
এক বেটা তুম্বা বদন
দাঁত দুইডা তার মূলার মতন,
কান দুইডা তার কূলার মতন,
মাথাডা নেপা পোঁছা।
আছে ডাইনে বায়ে দুইডা ছেমরি,
পইরা আছে ঢাহাই শাড়ী
ঘোরতে দেখছি বাড়ি বাড়ি
ঠসক্ দেহায় ভারী।
(আবার) আল্লায় যদি হরত দয়া
হরতাম নিহা তারে!
(আবার) ময়ুরের পরে বইছেন যিনি,
হেনার বড় চিক্‌চিহানী
গুটি কচ্ছেন কোচা।
হিন্দু গো দুগ্‌গি পূজা,
বেলপাতা তার বোঝা বোঝা,
আবার চন্নমেত্ত খাইয়া দেখলাম্
হুদা গাঙের পানি
(আহা) দুগ্‌গি দেখলাম নানী।

সূচী

জারি-২: আল্লা, আল্লা বলো বান্দা

আল্লা, আল্লা বলো বান্দা
মুসলমানগণ,
পিয়াস নামা জারিখানা
শুন দিয়া মন।
যে শুনিবে পিয়াস নামা
দিল করিবে সার,
একই চাঁদের গো না আল্লা
মাপ্ করিবে তার।
মাপ্ করিবে খোদাই আল্লা
গুণী রববানা।
হস্তে ধরি ভেস্তে যা গা,
বিবি ফতেমা॥

সূচী

জারি-৩: ও দুখ সহন যায় না

ও দুখ সহন যায় না পানি মিলে না
ইমাম কাসিমর লাগি পানি মিলে না
কে মাইরল তুমারে মদিনার শহীদ হুসেন
ভাই ভাই বলিয়া সবে জুড়িলা কান্দন রে॥
এজিদ হইল বৈরী বিধির লিখন
হুসেনের গায়ে দেখি লাল কাফন রে॥
দশই মহরমের চান্দ আসুরার দিনে
হুসেন শহীদ হইলা কারবালার ময়দানে রে॥
পাহাড় পর্বত কান্দে অনিল বাগান
কান্দিয়া অস্থির হইল কারবালার ময়দানে রে॥

সূচী

জারী-৪: আরে হোসেন কান্দে, কান্দে হোসেন

আরে হোসেন কান্দে, কান্দে হোসেন পানি হাতে লইয়্যা
কলেজা অঙ্গার হইল পানির লাগিয়া রে॥
এই পানি বিনে মোর ফরজ-দইয়ার

তামাম শহীদ হইল কারবালা মাঝার
দুধের বাচ্চার বুকে তীর পানির লাগিয়া
একেলা খাইব পানি সকলে হারাইয়া॥
এই বলিয়া পানি দিল ফোরাতে ঢালিয়া
সোনার হোসেন পইড়্যা গেল তীরেতে ঢলিয়া॥
তারপরে উঠিয়া মর্দ দুলদুলে চড়িল
বেইমান এজিদ ফৌজ কতই মরিল
মারিতে মারিতে সৈন্য ঢলিয়া পড়িল
দিন দুই পরে সারা দুন্যাই আন্ধাইরে ঘিরিল॥

সূচী

জারী-৫: বিয়ার কালে যুদ্ধে যাইতে ক্যান

বিয়ার কালে যুদ্ধে যাইতে ক্যান আকিঞ্চন
হে প্রাননাথ, আর আমায় কান্দাইওনা।
অনাথিনী কইর‍্যা মোরে বিবাহ বাসরে
কোন্ প্রাণে প্রাণনাথ চইল্যাছে সমরে॥
মহাকর্তব্যের তরে ওরে ছাকিনা
চইল্যাছি এ ঘোর সমরে কাইন্দোনা কাইন্দোনা।
যাইওনা যাইওনা নাথ আমারে ছাড়িয়া
যদি যুদ্ধে যাইতে ছিল সাধ ক্যান কইরলা বিয়া॥
পানি বিনা শিশুগণে ভুইগ্যা ভুইগ্যা মরে
ক্যামনে দেখিয়া ইহা থাকিব শিবিরে।
উদয় অস্তে একই সাথে কে দেইখ্যাছে কোথায়
বিয়ার ঘরে স্ত্রী রাইখ্যা সোয়ামী যুদ্ধে যায়॥
রণে যদি না যাই প্রিয়া হাসবের দিনে
ক্যামনে দ্যাখাব মুখ আব্বাজান সামুনে।
যাও হে বীরেন্দ্র কান্দে রাত্র মধ্যকালে
ডুবাও হে এজিদের নাম ছেরাদেরি জলে॥

সূচী

জারী-৬: স্বাধীন দ্যাশে লোক পালাইল

স্বাধীন দ্যাশে লোক পালাইল

এমন খবর শোনছ কি?

বাপ দাদার ঐ ভিটা ছাইড়া

চলছে সবে বিদ্যাশে কি।

হিন্দু মোছলমান একই জাইত ভাই

একই দ্যাহের দুইডা হাত

কেউ কারো নয় শত্তুর রে ভাই

দুইয়ে দুইয়ে মিত্তির হয়।

রোজ সকালে আজান গান আর

বেরম্ভণের মন্তর পাঠ

সন্ধ্যাকালে নেমাজ পড়ে

কুলনারী পীদ্দিম দেয়।

এক সাথেতে রইছি মোরা

এক সাথেতে করছি খেলা

একই সঙ্গে চলছি ফিরছি

এখন কেন ভিন্ন ভাব?

(ও ভাই) পরের কথায় পরের ভরসায়

ছাইড়ো না দ্যাশ মাথা খাও।

দ্র: ১৯৪৭-এ নতুন রাষ্ট্র গঠনের সময় জারী গাইয়েদের ঘরে ঘরে গিয়ে গাওয়া এই গান
(চিত্তরঞ্জন দেবের বই থেকে)

সূচী

জারী-৭: নিশি প্রভাতকালে কুকিলা ডাকে

নিশি প্রভাতকালে কুকিলা ডাকে

ওরে ছাকিনা

এ বেশে আর ঘুমাইও না

মাঝ দরিয়ায় ডুবলো সাধের

লাল ডিঙ্গাখানা।

আমি ঘুমের ঘোরে স্বপন দেহি

বিছানার পর নাহের সোনা

গলার হার খসিয়া পড়ে

বিধির একি কারখানা।

আর ডাকিস না কালো কুকিল
তমালের ডালে
ঘুমে ছিলি, ছিলি নিরলে
ডাক দিয়া ক্যান শোকের অনল
দিলি জ্বালাইয়ে।
আমার একগুণ আগুন জ্বলছে ত্রিগুণ
নির্বাণ অয়না জলে গ্যালে
প্রাণপতি মোর গ্যাছে ছেড়ে
বসন্তের কালে।
জানাই এই নিবেদন হে নিরঞ্জন
তোমারই দরবারে
(তুমি) ভালবেসে দস্তি কর যারে
মহালীলা প্রকাশিল এই বংশের পরে।
তুমি কেউরে হাঁসাও কেউরে কাঁদাও
কেউরে ভাসাও ভাব সাগরে
বিয়ার রাইতে মরছে পতি কোন্ বা বিচারে।
অধীন মোছলেম বলে অসীম লীলা
বিধির এ লীলা কে বুঝতে পারে?

সূচী

জারী-৮: হা রে ও প্রাণনাথ এস এস

হা রে ও প্রাণনাথ
এস এস এস প্রাণ হৃদি বাসরে।
কে রঙিল সোনার তনু গো
হা হা খুনখারাবী আবিহিরে।
এস এস গো পিয়া এসেছি পরাণ পিতিয়া
বুকে বিন্ধা বিষের চিত দেখহ লজরে।
(হা রে) অঘোর ঘোরে ঘুম দিল গো
সাকিনালো তোর ঘরে
এস এস ওগো বর
ধন্য আমার বাসর ঘর
আমিও লইব শয্যা তোমারি ধারে।

দাঁড়াও দঁড়াও নাথ গো
আমি রক্ত চেলি লই পরে
হা রে ও আমার প্রাণ নাথ
এস এস প্রাণ হৃদি বাসরে।
এস তবে প্রেয়সী চল বাসরে বসি
রক্তজবার শয্যা পাতি গাঢ় তিমিরে
নিবিড়ে ঘুমাব দোহে গো
বাসী বিয়ার হাসরে
হা রে ও আমার প্রাণ নাথ
এস এস প্রাণ হৃদি বাসরে।
ওকি এত সকালে সত্য সত্য ঘুমালে
চক্ষু চাইয়া দ্যাখ নাথ এই খঞ্জরে
(হা রে) হানিছে মোর সুখ নিদ্রা গো
হা হা সাকিনালো তোর ঘরে।

সূচী

জারী-৯: ভাই রে, দ্যাশে আছে দুইডা

ভাই রে, দ্যাশে আছে দুইডা জাত
একটি থাকে রাজ পাটেতে
আরেক জনের দুঃখেতে প্রাণ ফাটে।
ও ভাই চিনির লাইগ্যা পথ্য হয় না
কেউবা খায় মিছরী পাক্।
কেউবা থাকে সুখের নিদ্রায়
কেউবা খাটে রাত্র দিন।
ও ভাই কামার কুমার তাঁতী জোলা
চাষাভূষা নিসঃম্বল
আরো আছে যারা যারা সবাই তানারা একই দল।
আর যত আছেন বাবু ভূঁইঞা
ফুল কোচা টেরি কাটা
বইস্যা বইস্যা সুদ গোনেন রে
ওল্লা টিপ্পা গুড় বাড়ায়।
ও ভাই তারা হইল সুখের পায়রা
রহিম বলে শোন গো চাচা
বড় লোকের বড় কথা বেবাক দেখবা ফুশা ফাশা।

সূচী

জারী-১০: ও পিয়াল বনের পাখী

ও পিয়াল বনের পাখী
কাইল আসিবে বলে গেলে
আমায় দিয়া ফাঁকি॥
আমি পেরথমে বন্দনা করি
শিক্ষাগুরুর পায়
গুরু ভক্তিতে বিদ্যা লাভ
জানিবে নিশ্চয়।
আমার গুরু কেনারাম বালা
জলিরপারে ঘর
তার কাছেতে আমার ঋণ
থাকবে জীবন ভর।
তারপরে বন্দনা করি
দেবী সরস্বতী
যার দৌলতে দ্যাশ বিদাশে
জারী গাহেন করি।
ও পিয়াল বনের পাখী
কাইল আসিবে বলে গেলে
আমায় দিয়া ফাঁকি।

সূচী

জারী-১১: আইজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া

আইজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া লো বাবুজান্
আইজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া।
ও তুই কাঙ্খি কোনায় কাঁদিস ক্যানে
ঘোমটা মুড়া দিয়া লো বাবুজান
আইজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া।
ও তুই রাগ করিস না ঘরে আয় বউ
চুল বাইন্ধা দেই রাঙা ফিতা দিয়া

আইজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া।
টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ে
নায় নায় শুইয়া লো বাবুজান
আইজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া।
ও তোর গলাতে হাশুলী দিব
নাহে নাক ছাবি লো বাবুজান
আইজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া।

সূচী

জারি-১২: পরথমে বন্দনা করি প্রভু নিরঞ্জন

পরথমে বন্দনা করি প্রভু নিরঞ্জন
যাহারি কুদরতে পয়দা এ তিন ভুবন।
এ তিন ভুবন ভাইরে এ তিন ভুবন॥
তারপরে বন্দনা করি নবীজীর চরণ
যাহার পিয়ারে পয়দা এ তিন ভুবন।
এ তিন ভুবন ভাইরে এ তিন ভুবন॥
সবশেষে বন্দনা করি ভদ্র পঞ্চজন
কারবালার কাহিনী এবার করি ইনবেদন।
এ তিন ভুবন ভাইরে এ তিন ভুবন॥

সূচী

জারি-১৩: হানেফ বলে আয় মোর কোলে

হানেফ বলে আয় মোর কোলে
জয়নাল বাছাধন।
যে না পথে দিছি রে দুই ভাই
জোড়ের ভাই এমাম হোসেন॥
সেই না পথে যাবো রে আমি
করো আমার গোর কাফন॥
ভাই ভাই বলে ডাকছে হানেফ
আর কি প্রাণের ভাই আছে॥
যে বলের বল করলেম জয়নাল

সে বল ভেঙেছে॥
জহর গুলে আনরে জয়নাল
জহর খেয়ে দিবো প্রাণ॥

সূচী

জারি-১৪: আল্লা যব চলে রণেতে কাসেম

আল্লা যব চলে রণেতে কাসেম
শিরে সায়রা বাঁধিয়ে
পাছু হইতে কান্দেন সাকিনা গো
স্বামীর দাওন ধরিয়ে॥
হাতের কাঙ্না মাথার চিরুনী
রইলো সাকিনার ঘরেতে
পাছু হইতে কান্দেন সাকিনা গো
স্বামীর দাওন ধরিয়ে॥
হায় হায় তুমি যাচ্ছো রণে গো স্বামী
বলি আমি তোমারে
আমায় তুমি বলো গো স্বামী
ভরণপোষণ কে দেবে॥
বারে বারি নিষেধ করি
নিষেধ কারো শোনে না
আড়াই ঘণ্টার বিয়ে গো স্বামী
বাড়ে দিলের যাতনা॥
জামার আস্তিন ছিঁড়ে গো কাসেম
দিলে সাকিনার হাতেতে
এই রাখো বিবি তুমি
যেতে হবে রণেতে॥

সূচী

জারি-১৫: সভায় এসে ভাবি বসে শুনলাম

সভায় এসে ভাবি বসে শুনলাম একটি পাগলিনীর বোল
কেউ ভাবে পাগল, কেউ প্রেমে পাগল
কেউ ব্যায়ের জোরে যে পাগল
অষ্ট প্রেমের কোন জনা
তারা হয়েছে পাগল মূল জানে না॥
পাগল চেন না আসল পাগল ভোলা তিলেকচান
সে যে নিজ ভিখারি কর্মচারী, থাকে সে উদ্ধনয়ন,
উদাসী মন লয়ে ধুতরার ফুল কানে
নাচে শ্মশানে—
ভূত লয়ে করে সংকেরতন॥
ইসুপ শোকে জোলেখা পাগল তা ও কি জানো না
লাইলে মজনু শিরি ফড়াদ পাগল চেন না
তারা হয়ে পাগল, তাদের নাই কোন গোল
পাগলা কানাই বলে ঘুছে গেছে তাদের ভবের যন্ত্রণা॥

কথা: পাগলা কানাই
সূচী

জারি-১৬: এক রথের ধুয়া বান্‌দে, ঈদু

এক রথের ধুয়া বান্‌দে, ঈদু বিশ্বাস রাত্তো দিনে কান্দে
বেহাল রূপসব এই পাগলা চান্দে
রথ উজ্বালা হয়েছে রে ভাই এই সাড়ে চব্বিশ চান্দে
উহার বিনি সুতার ডুয়া, ডুয়া সুতার রথে রেখেছে বেন্দে
তোরা দেখসে এক বক বেধেছে ভাই রে উড়ো ফান্দে॥
সে রথ ভালো যাচ্ছে দেখা
মেটে তক্‌তা অতি কম্‌পাকতা
বকের শরীর চর্ম দিয়ে ঢাকা
রথ উজ্বালাল হয়েছে রে ভাই
চার চকিদার ষোল প্রহরী বকের পরায় লেখা
যেদিন বক উড়িবে রথ পড়িবে ঘোরবে না আর দুই চাকা
ঈদু বিশ্বাস বলে ভাইরে ও মন রথে না হবে থাকা॥

কথা: ঈদু বিশ্বাস
সূচী

জারি-১৭: শুনে প্রাণ শ্মশানকৃত

শুনে প্রাণ শ্মশানকৃত
এ সবকৃত যার, তারে হাজারো তারিপ করি
ত্রিভুবনের মধ্যে আমিও দেখি নাই এমন ভারি কাচারি
উহার জজ কানা, ম্যাজেস্ট্রেট কানা
কানা উহার খদগিরি
আর কানা সদরের দারী॥
সেই যে জিলার সদরওয়ালা যে কারমিকার
উত্তোম উত্তোম আশ্চর্য নাই তাহারি সন্ধান
বাহা কি দেখতে চমৎকার—
এক আমলার হস্ত নাই যে বাহাবেশ বেশ লেখতেছে
উহার চক্ষু নাই যে পড়তেছে
বোবা যে জন কথা কয় না না দেখে সে বিচার করতেছে
তাই দেখে শুনে ঈদু বিশ্বাস মনে মনে ভাবতেছে
শ্রীগুরুর চরণ পূজতেছে॥

কথা: ঈদু বিশ্বাস
সূচী

জারি-১৮: সামাল সামাল ডুবলো তরী ওরে

সামাল সামাল ডুবলো তরী ওরে মন নায়ে
তুমি কার হুকুমে বোঝাই তরী তুফান মাঝে দাও বেয়ে
ওরে হাল যেন ঘোরে না মাঝি ভাই —
থেকো হুশিয়ার॥
চেয়ে দেখ তোর ভরা খোলে লেগেছে লোনা
তুই দিনে দিনে মহাজনের হারালি ষোলো আনা
পদ্মানদীর মাঝখানেতে রে ও তুই ডুবালি ভরা॥
নৌকায় চড়ে সুখ হলো না মেহেরচান তাই কয়
কোন দিন যেন ডাকাত এসে সাধের তরী মেরে নেয়
তুই মহাজনের কি জব দিবি রে ভেবে দেখ না এ সময়॥

কথা: মেহেরচান
সূচী

জারি-১৯: সন তেরশ ষোলো সালে রবিবারে

সন তেরশ ষোলো সালে রবিবারে সাঁঝের বেলায়
সেদিন ঝড়বাতাসে ঠেকলাম বিষম দায়
কতো ঘরদরজা ভেঙ্গে ফেলায়, অগ্নি জ্বেলে নিশি পোহায়
মেহেরচান ভাবে সদায়, আল্লার সৃষ্টি লয় হয়ে যায়
ক্যাঁথা গায় দে বাইরে ভিজি রোজ কিয়ামত আজ বুঝি হায়॥
ঐ পাড়ায় এক বুড়ি বলে, বউ লো বুনসব কেমন ছিলে
সকলতা পেয়েছি আমি পাই নাই পানের থলে
কতো হাট বাজারের নাই কো গলি, ফকির বোষ্টমির ঝুলি
কুলুর নাই গাছের নলি তাঁতি জোলার তাঁত ভেসে যায়
জোয়ারে ভাসায় নলে॥
ছোট ভাই-বউ, ভাগ্নে বধু, একঘরে বাস সেই রাতি
তাতে কুলের নাই কো অখ্যাতি
কতো বৃক্ষের ফল দিলো না খাতি
পথ পাই না বাইরে যাতি চালচুলো নেই রেধে খাতি
ক্ষিধের জ্বালায় অস্থির হয়ে খুঁছে খাই খেজুরের মাথি॥
কথা: মেহেরচান
অন্য রূপ
তেরশো ষোলো সালে
আজগৈবি এক ঝড়ের কথা শোনো সকলে
বেল দেড়পারের কালে
কতো কষ্ট লিখছে আল্লাহ-বান্দার কপালে
বৃষ্টি মুড়ি খুতবো পড়ি, শিন্নির মাথায় পড়লো বাড়ি
হলো না কারো কপালে॥
দক্ষিনের ঝড়েতে ভাই উল্টা চালায় কল
খানার মদ্দি ঠেলে ফেলায় রোশোই ঘরের চাল
খটমট বাজে তালবেতাল
মোছলমানে বলে আল্লা, কোথার থেকে আলোবালা
ইবার সারছে সগলকাম
হিন্দুরা বলে রাম রাম॥

আছে দুই রমণী ঘরেতে আমার
দুই রমণী দুই দিকে টানে নড়ার শক্তি নাই আমার
ছেলে বাজান বলে ধরছে মাজা জড়ায়ে
আজানেতে জোর না পাই
আল্লাহু আকবর এদিক উদিক চাই
যিয়ালে বলি হাইয়ে আলার ছালা
মা বলে তফু মোল্যাহ চেয়ে দেখ বাবা
ছাগলের কুঁড়ে নাই॥

সূচী

টুসু

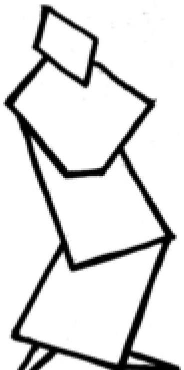

প্রথম পাতা

টুসু-১: আমার টুসু ধনে

আমার টুসু ধনে,
বিদায় দিব কেমনে,
মাসাবধি টুসু ধনকে,
পুঁজ্যাছি যতনে।
শাঁখা শাড়ী সিন্দুর দিলাম,
আলতা দিলাম চরণে,
মনে দুঃখু হয় বড়,
ফিরে যেতে ভবনে।
দয়া কইরে আসবে আবার
থাকে যেন মনে,
ভুইল না ভুইল না টুসু
আসবে আমার সনে।

সূচী

টুসু-২: দেখ্ না কত আনন্দ দুলে

দেখ্ না কত আনন্দ দুলে
টুসু আইস্‌ছে গো মায়ের কোলে॥
গেল বৎসর আইল টুসু গেল যে চইখের জলে
এবার আমায় টুসুমণি আইস্‌বে গো কোলাহলে॥
এ বৎসর বাই ধান হয়েছে গান গা রে সবাই মিলে॥
টুসুমণি-লক্ষীমনি, দিয়েছে ভান্ডার খুইলে॥
যেখানে যে আছিস ভখা, আয় সবে দলে দলে
টুসুর গানে মইজ্‌ব সবে - এই কবি নিজাম বলে॥

দ্র: ভখা = অভুক্ত
কথা: সেখ নিজামউদ্দিন আনসারি
সূচী

টুসু-৩: হায় রে, আমার সাধের টুসুধন

হায় রে, আমার সাধের টুসুধন
মুখে চুম্ দিলে জুড়ায় জীবন॥
টুসু আমার খেলা করে ঢেলা মারে নব ঘন
ভাইলে ভাইলে বেলা ক'রে রূপ দেইখে তার মন মগন॥
টুসু আমার বাজার বেড়ায় পরিধনে নীল বসন
মিনি কাটিং ব্লাউজখানা বেশ মানাল হাল ফ্যাশন॥
টুসু আমার সিনান করে গায়ে মাখে ফুল-সাবান
কাপড় কাচে মাথা ঘঁষে বাজে তার হাতের কাঁকন॥
টুসু মায়ের চরণ ধরে কাঁদে আকুল ত্রিলোচন
বছর দিনেক পরে দেখা আছে বইলে এ জীবন॥

কথা: ত্রিলচন বাউরি
সূচী

টুসু-৪: কংসাবতী মকর মেলাতে

কংসাবতী মকর মেলাতে
সখি, পড়েছি লো ঠেলাতে।
কংসাবতী বৃহৎ অতি সুবিখ্যাত জেলাতে
দেখ্‌বি যদি, যাবি মানভুম-পুরুল্যাতে॥
সব কিশোরী সারি সারি আসে যায় লো মেলাতে
কোলের টুসু জলে দিতে সঙ্গেতে চৌদোলাতে॥
উপর্ পুলে, নামর্ পুলে, মাঝের পুলে, তলাতে
নানা লীলায় রসের খেলায় মত্ত সবাই চলাতে॥
আঁচল ধরে টানাটানি মারামারি ঢেলাতে।
কত হরষ মধুর পরশ হারা-জিতার খেলাতে॥
ভবের মেলায় ভাবের লীলায় তেতাসেরই খেলাতে।
জীবন বলে-থাক্‌ইলে ভুলে, সব হারাবি শেষ বেলাতে॥

কথা: সেখ জীবন রোস্তম আনসারি
সূচী

টুসু-৫: যাবার সময় মন কেমন করে।

যাবার সময় মন কেমন করে।
বিহা দিলি মা অনেক দূরে॥
বাবার দুলালী আমি যাব শ্বশুর ঘরে।
এই পাড়া পড়শী কত মনেতে দুঃখ করে॥
দাদা বলে বিদায় মাগো, বাবা কাঁদে গুমরে।
মায়ের দিকে চাইয়ে দেখি সদা দু'নয়ন ঝরে॥
তোর কেলে খেলেছি মাগো কত জ্বালাতন কইরে।
আজ তুমাকে ছাইড়ে দিয়ে যাব গো পরের ঘরে॥
জগদীশে বলে, মাগো, বইল্‌ব আমি কি করে?
মায়ের বেদনা মায়ে জানে ঘুণ লাইগে যায় পাঁজরে॥

কথা: জগদীশ মাহাত
সূচী

টুসু-৬: টুসুর বাপ্‌কে পাঠাব লিতে

টুসুর বাপ্‌কে পাঠাব লিতে
পিঠা কইরা আঘন্‌ সাঁকরাতে॥
টুসু আমার একলা বাছা গেছে শ্বশুর ঘরেতে
ধইয ধইর্‌তে লারি - পারি না আর থাকিতে॥
টুসুর বিহা দিয়েছি মা দূরন্‌ দেশ কইল্‌কাতাতে
একটি বছর পরে টুসু আইস্‌বে বাপের ঘরেতে
খেল্‌না কিনে দিইব আর আঁঙটি চুড়ি দু'হাতে॥
টুসু মাকে লিয়ে যাব মারাফরি দেখাতে
বিদায় কইরে পোষের শেষে পাঠাবে ত্রিলোচনেতে॥

দ্র: মারাফরি =বোকারো
কথা: ত্রিলোচন বাউরি
সূচী

টুসু-৭: লুহা সিঁদুর দিবি বল্‌

লুহা সিঁদুর দিবি বল্‌
না হইলে রেজিস্টারি কইর্‌বি চল্‌॥
আমাকে তুই ফাঁকি দিয়ে কার্‌ কুঞ্জেতে ছিলি বল্‌

সারা নিশি কাঁইদে কাঁইদে পড়ে আমার চইখের জল॥
নাই যদি রে কইর্‌বি বিহা খুইলে খাইলে কথা বল্॥
তর্ জইন্যে হইয়েছি পাগল, নাইরে গলায় দড়ি লিব বল
সত্যি বন্দী করা আছে মনের আশা পুরা চল্
তুই ছারা এ জগতে আর কে নিজাম আছে বল্॥

কথা: সেখ নিজামউদ্দিন আনসারি
সূচী

টুসু-৮: কলিকালের একি মহিমা

কলিকালের একি মহিমা
দেখ ঘরে মা বাজারে মা॥
কিবা মায়ের রূপের বাহার কিবা গঠন ভঙ্গিমা
রইতে নারি নাম না বলি নামটি যে তার সিনেমা॥
সিনেমার অভিনেত্রী কলিকালের দেবী মা
ঘরেতে সাজায়ে ফটো সকলে দেয় ধূপধুনা॥
অভিনেতা দেবতা ভাই কিবা মোদের মহিমা
কেশ বেশ তাদের মত করে নকল সবজনা॥
সস্তা প্রেমের হিন্দী ছবি দেখে ছেলে কত না
চলি যায় রসাতলে ছাড়িয়া পড়াশুনা॥

কথা: রাধানাথ মাহাত
সূচী

টুসু-৯: খাবার ভেজাল, ওষুধে ভেজাল

খাবার ভেজাল, ওষুধে ভেজাল
মানুষ বাঁচার হবে কি হাল!
দুধে ভেজাল, তেলে ভেজাল, জলেতে হলো ভেজাল।
জিনিশপত্রের মূল্য বাড়ি হইল আকাশ পাতাল॥
খাবারে ভেজাল, ওষুধে ভেজাল
এভাবে চলিলে দেশ যাবে চলি পরকাল।
দুর্ভিক্ষ ও মহামারী রয়ে যাবে চিরকাল॥
খাবারে ভেজাল, ওষুধে ভেজাল

সরকারের পদে নিবেদন করি আজিকাল।
শাসন বিভাগ নিদ্রা যায় কি, খেয়ে বাদশাহী চাল?
খাবারে ভেজাল, ওষুধে ভেজাল
ভেজালদারী ব্যবসায়ী ভাব বসি ক্ষণকাল।
কর্মফলের অপরাধ খন্ডাবে না মহাকাল॥
খাবার ভেজাল, ওষুধে ভেজাল॥

কথা: রাধানাথ মাহাত
সূচী

টুসু-১০: চল্ টুসু চল্ খেলতে যাব

চল্ টুসু চল্ খেলতে যাব রানীগঞ্জের বড়তলা
অমনি পথে দেখাই আইন্ব কয়লাকাদের জল তুলা॥
উলট্পালট্ ফুলট্ বাঁশীতে
আমার মন মানে না ঘরেতে॥
মাগো আমি ফুল পাতার
ফুলকে আমি কি দিব?
বাজার যাব পয়সা লিব
ফুলকে ফুলেন তেল দিব॥
ও রামের মা ও রামের মা
আজ কি তোদের তরকারি?
ঐ সতীনের বাড়ির বাইগন।
নাম - বাঁধের গগ্লি॥
চল্ টুসু চল টাটা যাব
ধান হইল নাই কি খাব॥

দ্র: ফুলট্ বাঁশী = ফ্লুট্ বাঁশী
কথা: সমীর দত্ত
সূচী

টুসু-১১: সরকারেই পদে নিবেদন

সরকারেই পদে নিবেদন –
মোদের বাঁচার উপায় কি এখন?
আমরা হলাম পুরুল্যার সাধাসিধে জনগণ।
খরায়-জরায় জর্জরিত পরনে ছেঁড়া বসন॥
রাজ্য ভিতর জেলা মোদের কেন পিছে পড়ি রন?
কনকারখানা কেন না-কর জেলায় স্থাপন?
মোদের বাঁচাবার লক্ষ্য বল কেন নাই এখন?
আমরা কি বিড়াল কুকুর আমরা কি ইতরজন!
যোগ্যতা দেখিয়া কাজ দিবে, দিবে কিনা দিবে ধন?
কোন্ পথে বল্হ মোদের দারিদ্র্য হবে মোচন?
এক সাথে মিলিয়া সবে সাজাব আজ মহারণ।
ছিনিমিনি চইল্বে না আর লইয়া মোদের জীবন॥

কথা: রাধানাথ মাহাত
সূচী

টুসু-১২: আমার মনের মাধুরী

আমার মনের মাধুরী
সেই বাংলা ভাষা করবি কে চুরি।
আকাশ জুড়ে বৃষ্টি নামে
মেঠো সুরের কোন্ ঢুয়া।
বাংলা গানের ছড়া কেটে
    আষাঢ় মাসে ধান রুয়া॥
        –মনের মাধুরী
মনসা গীতি বাংলা গানে
    শ্রাবণে জাত-মঙ্গলে
চাঁদ-বেহুলার কাহিনী গাই
    চোখের জলে গান ব'লে॥
বাংলা গানে করি লো সই
    ভাদুপরব ভাদরে।
গরবিনীর দোলা সাজাই
    ফুলে-পাতায় আদরে॥
বাংলা গানের টুসু আমার

মকর দিনের সাক্‌রাতে
টুসুভাসান পরব টাঁড়ে
টুসুর গানে মন মাতে॥

দ্র: পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি ১৯৫৬ এ। আগে
বিহারের অধীনে মানভূম জেলায় ছিল।
সেই সময় ভাষা কেন্দ্রিক রাজ্য গঠনের
আন্দোলনে লেখা এই টুসুগান
(শান্তি সিংহর বই থেকে)।

কথা: অরুণচন্দ্র ঘোষ

সূচী

টুসু-১৩: মকর পরব চইলে আইল কর্‌রে

মকর পরব চইলে আইল কর্‌রে টুসুগান
চল্ তর্‌হা চল্ কাঁসাই নদী কইর্‌তে মকর চান॥
পিঠা-মুড়ি, চিঁড়া-গুড় সঙ্গে বাঁইধে লে রে
টুসুর মেলা দমে জমে কাঁসাই নদীর ধারে॥
বুঢ়া-বুঢ়ি কাল্‌হা জলে সিনান কইর্‌তে লারে
চৌডল লিয়ে মাইয়া-মরদ করে টুসুগান
মকর পরব চইলে আইল কর্‌রে টুসুগান॥
পিঠা খাঁইয়ে মাস-ভাত খাব প্যাট ভইরে
ভেঁড়ার মাস রাঁইধ্‌বেক বউ আইজ্‌কে যতন কইরে॥
মুরগ লড়াই দেইখ্‌তে যাইব শিয়ালখেদার টাঁইড়
মকর পরব চইলে আইল কর্‌রে টুসুগান॥
খেলাইচন্ডী মকরবাসী ঘঁঙ্‌গা গাঁয়ে হবেক
গনশার মা জিদ ধইরেছে সঙ্গে হামার যাবেক॥
ধার-দেনা যত হবেক সুইদ্‌ব বিকে চাল
মকর পরব চইলে আইল কর্‌রে টুসুগান॥

কথা ও সুর: সৌমেন ঘোষ

সূচী

টুসু-১৪: না রহিবেন গাঁয়ে টুসু যাবেন

না রহিবেন গাঁয়ে টুসু যাবেন ইবার শহরকে
আলতা চরণ জুতায় ঢেকে দিবেন না পা ডহরকে॥
গীত গাহিবেন আজব কলে পান কিনিবেন দকান লে
বছর বছর সাধ জাগিলে আসতে পারেন উখান লে॥
গঙ্গা সিনান, সিনেমা-টকি, গড়ের মাঠ আর কালীঘাট
বতর পাইলে লেখাপড়ার হরের কিসিম লিবেন পাঠ॥
না ন যাহ শহরকে মাঁঈ উখানে ফাঁদ ইঁদুরকল
বুঝে সুঝে নাই চলিলে মুইছ্বে লরে আঁখি-কাজল॥

সূচী

টুসু-১৫: বারণ কর মা কৃষ্ণকে বাঁশী

বারণ কর মা কৃষ্ণকে বাঁশী বাজাইতে
ভাঙে না চুরে না বাঁশী ফেইলে দিক মা নিরলে॥
কৃষ্ণের বাঁশী দিবানিশি শুনি মাগো কানেতে
বাঁশী শুনে হয় না শান্তি হয় না গো জীবনেতে॥
যখন কৃষ্ণ বাজায়, তখন আমি কাঁদি হাসি
বাঁশী শুনে হয় গো মনে আমি হই কৃষ্ণের দাসী॥
ব্রজপুরে ব্রজগোপী কৃষ্ণ নামে হয় সুখী
ঐ কৃষ্ণের থাকে নাকি থাকে গো অষ্টগোপী॥
নিধুবনে কৃষ্ণ সখা বাজায় গো মোহন বাঁশী
বাঁশীর স্বরে যত দাসী আসে গো হাসি হাসি॥

সূচী

টুসু-১৬: মনের কথা রইলো রে

মনের কথা রইলো রে মনে।
দাগা দিল ভ্রমর যৌবনে॥
যখন আমি অবুঝ কলি গুনগুনানি গান শুনে।
হরষে ফুটিয়া হেরি কৃষ্ণ বর্ণ নয়নে।
নিশিদিন মিঠা প্রেমের সুমিষ্ট কলতানে।
মধু ভরে পড়লি ঢলে সম্বরিতে পারি নে।
হৃদি মাঝে আরোপিতে মধু দিলাম যতনে।
নিত্য বলে পিয়ে মধু উড়ে গেল কোন্ বনে॥

কথা: নিত্যানন্দ মাহাত
সূচী

টুসু-১৭: বিনয় করি কহেন শ্রীমতী

বিনয় করি কহেন শ্রীমতী
বঁধু শুন মম মিনতি॥
তুমি হে ভ্রমরা জাতি নানা ফুলে বসতি
এ কুসুমে ও কুসুমে মধু খাও নিতি নিতি॥
বিকশিত সরোবরে হেরি নলিনী ভাতি
মধুকর পিয়ে মধু হইয়া হৃষ্ট মতি॥
নলিনীর তাহে যদি প্রাণে নাহি হয় প্রীতি
নিত্য কহে মধু করে লুকায়ে রাখে রাতি॥

কথা: নিত্যানন্দ মাহাত
সূচী

টুসু-১৮: আমরা পৌষ পরবে টুসু পাতিব

আমরা পৌষ পরবে টুসু পাতিব
আমরা টুসুর পূজা করিব॥
চল্ সারদা চল্ বরদা
কুলিতে বাঁধ বাঁধাব
কুলির জলে সিনান্ কইরে
বরদা চুল শুকাব॥
এক সড়পে দু সড়পে
তিন সড়পে লোক চলে
আমার টুসু মাঝে চলে
বিন্ বাতাসে গা-ঢলে॥
তিরিশটি দিন রইবে টুসু
তিরিশটি ফুল পাবে গো
রাইখতে নাইরব আর টুসুকে
মকর আইস্‌বে গো নিতে॥

সূচী

টুসু-১৯: ওলো তোরা টুসু লিহে

ওলো তোরা টুসু লিহে
যাস্ না বাঁধে লো
ঐ বাঁধেতে ভূত আছে॥
আমার টুসু মাটির গড়া
তাইতো যেইতে এত তাড়া
ওলো দুই সতীনে ঝগড়া করে লো
তাই চলেছি কাঁসাইয়েতে॥
কাঁসাইয়ের জল ঘোলা
আমার টুসু দুধে ঢালা
টুসু ভাসান টুসু পরব এসেছে
তাই চলেছি কাঁসাইয়েতে॥

সূচী

টুসু-২০: উঠ উঠ উঠ টুসু

উঠ উঠ উঠ টুসু
উঠাইতে এসেছি গো
তোমারি সেবিকা মোরা
উদিকে বসেছি গো॥
চল্ টুসু চল্ দেইখতে যাবো
রাণীগঞ্জের বটতলা
আসার সুময় দেখাই আইনবো
কয়লা খাদের জল তোলা॥
কয়লা তলায় সরুবালি
পায়রা গুণ্ গুণ্ করে গো
পায়রা লয় মা পাখী লয় মা
টুসু খেলা করে গো॥
তিরিশ দিন রাইখলাম মাকে
তিরিশ শয্যা দিয়ে গো
আর রাইখতে নাইরলাম মাকে
মকর আইসে লিতে গো॥

সূচী

টুসু-২১: টুসু সিনাচ্ছেন গা দোলচ্ছেন

টুসু সিনাচ্ছেন গা দোলচ্ছেন
হাতে তেলের বাটি
নয়ে নয়ে চুল ঝাড়ছেন
গলায় সোনার কাঠি॥
কার ঘরে মা বৌ ঝি আছে
কেবা খাবে পান
শাশুড়ী ননদের ঘরে করে অপমান॥
টুসালু গো রাই গাঙ সিনানে যাই
গাঙের জলে রাঁধি, মকরের জল খাই॥

সূচী

টুসু-২২: আজ আমাদের আজ আমাদের

আজ আমাদের আজ আমাদের
শাঁপলা ফুল ভাজা
রসুন দিলে হয় মজা।
টুসু তোকে ভাব করেছি
বড় দায়ে ঠেকেছি
ইলসা মাছ ফলসা দিয়ে
মেথি দিয়ে ভেজেছি॥
মাছ রেঁধেছি খানি খানি
মাছের কাঁটা সিজে না
ভাসুর হয়ে কাঁটা বাছে
লজ্জাতে প্রাণ বাঁচে না॥

সূচী

ত্রিনাথের গান

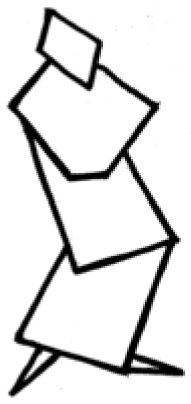

প্রথম পাতা

ত্রিনাথের গান-১: গাঞ্জার চিরল চিরল পাত

গাঞ্জার চিরল চিরল পাত
গাঞ্জা খাইয়া মগ্ন হইয়া নাচে ভোলানাথ।
নাচে ভোলানাথ গো ভোলা নাচে ভোলানাথ।
আনন্দ গগনে নাচে মগনে
তিন্‌নাথ তিন নাথ বইলে মারো এক টান
সিদ্ধি মারো এক টান॥

সূচী

ত্রিনাথের গান-২: এলোরে ত্রিনাথ ঠাকুর জগতে

এলোরে ত্রিনাথ ঠাকুর জগতে
আজগুবি তামাশা হল কলিতে।
কলিতে হরি সর্বময়
পূবেতে পাগলের আশ্রয়
চিতোল্যাতে শম্ভুনাথ আপনি উদয়।
জেঙ্গর মোরা সিদ্ধেশ্বরী
এলো রে ধাম্রাইর মাধব রথেতে।
উমা রাজ রাজেশ্বরী
আছে কুমিল্ল বাড়ি
কলকাতায় কালী আছে
ঢাকায় ঢাকেশ্বরী
পাটনায় আছে পটেশ্বরী
আছে অন্নপূর্ণা কাশীতে।
কাশীতে কাশী বিশ্বেশ্বর
হুগলীতে তারকেশ্বর
ভক্তি ভরে কর পূজা
ভোলা মহেশ্বর।
আছে বৃন্দাবনে রাধা প্যারী
গৌড় হল নদেতে।

সূচী

ত্রিনাথের গান-৩: ও তিন পয়সাতে হয় যার

ও তিন পয়সাতে হয় যার মেলা
কলিতে ত্রিনাথের মেলা।
এক পয়সার তৈল দিয়ে
তিন বাতি জ্বালিয়ে
বাতি জ্বলছে ধীরে নেভে না রে
একি আজব কারখানা
এক পয়সার পান সুপারী
তাতে নাই মশল্লা।
খেয়ে পানের খিলি সাধুজন মিলি
বসে বাজায় একতারা
এক পয়সার গাঁজা দিয়ে
তিন কল্কি সাজিয়ে
গাঁজায় মারছে দম্ বলছে ব্যোম্
বোকায় বলে ব্যোম ভোলা।

সূচী

ত্রিনাথের গান-৪: সারাদিন গেলে ত্রিনাথের নাম লইও

সারাদিন গেলে ত্রিনাথের নাম লইও
লইও পরম যতনে সাধুরে ভাই।
সারাদিন করিও ভাইরে গৃহবাসের কাম
সন্ধ্যে হলে নিও ঠাকুর ত্রিনাথের নাম।
দয়া করে ত্রিনাথ ঠাকুর যায় বাড়িতে যায়
কোন অভাব থাকে না তার সুখে দিন কাটায়।
ত্রিনাথের নাম শুনে আবার যে বা করে হেলা
স্ববংশ নির্বংশ হয় তার চোক্ষে বেড়োয় ঢেলা।
ত্রিনাম লয়ে যে বা বন বাদারে যায়
সর্পেতে না দংশে আবার ব্যাঘ্রেতে না খায়।
তামা নয় রে কাঁসা নয় রে পুরান্ হয়ে যাবে

নিলে ত্রিনাথের নাম নতুন সোনা পাবে।
ভাটি গাঙে দিলাম জবা উজান কেন ধায়
না জানি কোন অপরাধ করেছি রাঙা পায়।
যার নাম লওয়া মাত্র পাপ দূরে যায়
এমন দয়াল প্রভু কে বা কোথায় পায়।

সূচী

ধামাইল

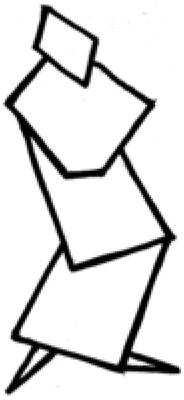

ধামাইল-১: শ্যামল বরন রূপে প্রাণ

শ্যামল বরন রূপে প্রাণ নিল হরিয়া
কালিন্দীর কালো স্রোতে
আমার কলসী নিল ভাসাইয়া
রইলাম চাতকিনী হইয়া সখি গো॥
কদমতলে দাঁড়াইয়াছে নাগর কালিয়া
(ও তার) বিধুর মুখের মধুর হাসি
আমার প্রাণ নিল কাড়িয়া
সে যে রসের বিনোদিয়া সখি গো॥
ভেইবে রাধারমণ বলে শুন মন দিয়া
অন্তরে তূষেরই অনল
অনল জ্বলছে ঘুইরা ঘুইরা
অনল জ্বলছে ঘুইরা ঘুইরা
মরি প্রেম জ্বালায় জ্বলিয়া সখি গো॥

সূচী

ধামাইল-২: আমি কেন আইলাম

আমি কেন আইলাম গো আগে না জাইনা
আমি শাশুড়ি ননদীর কাছে বৈরী হইলাম গো।
অষ্ট সখী সঙ্গে সঙ্গে
জল ভরিতাম কতই রঙ্গে গো
জলের ছায়ায় মেঘের কলঙ্ক দেখে ছিলাম গো।
পথে চলি পথ না দেখি
চাইতে নয়ন যায় গো বেঁকি
আমি মন থাকিতে মনের চেতন হারাইলাম গো॥

সূচী

ধামাইল-৩: আইজ কেন মোর প্রাণ সজনী

আইজ কেন মোর প্রাণ সজনী গো
আমার মন করে উতলা
আমি জলের ঘাটে দেইখ্যে আইলাম
আমার বন্ধু চিকন্ কালা
আমার মন করে উতলা॥
পুষ্করিনীর চাইর পারে গো
সইগো বাবুই পাখির বাসা
পাখি ঝুমকে উড়ে ঝুমকে পড়ে
সইগো এ বড় তামাসা॥
তার ভুবন মোহন রূপের ঝলকে
আলো হইলো কদম তলা
আমি শুইলে স্বপনে দেখি গো
আমার বন্ধু চিকন্ কালা॥

কথা ও সুর: প্রচলিত
সূচী

ধামাইল-৪: আমি রব না রব না

আমি রব না রব না দিনে
বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না॥
ঘরে আছে কুলবধু
হাতে লয়ে সরমধু
কি মধু খাওয়াইল জানি না॥
এমন সুন্দর পাখী হৃদয়ে হৃদয়ে রাখি
ছুটলে পাখী ধরা লবে না॥
বাঁকা আঁখি কালো রূপ
নয়নে লয় কাজলের রূপ
ভীষণ কালি ধুইলে ছাড়ে না॥

অন্য রূপ

আমি রবো না রবো না গৃহে
বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না॥
এমনো সুন্দর পাখী হৃদয়ে হৃদয়ে রাখি
ছুটলে পাখি ধরা দিবে না

না না না গো বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না॥
বাঁকা হেরি কালো রূপ নয়নে লাইগ্যাছে রূপ
ভিতর কালী ধুইলে ছাড়ে না
না না না গো বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না॥
ঘরে আছে কুলবধু হস্তে লইয়া সরমধু
কি মধু খাওয়াইল জানি না
না না না গো বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না॥

সূচী

ধামাইল-৫: সুহাগ চাঁন্দ বদনী দনি

সুহাগ চাঁন্দ বদনী দনি
নাচতো দেকি
বালা নাচ চাইন দেকি ভালা নাচ চাইন দেকি॥
এগো যেমনি নাচইন নাগর খানাই
তেমনি নাচইন রাই
নাচিয়া বুলাও চাইন
নাগর খানাই
ও রাই নাগর খানাই॥
এগে নাচইন বালা সুন্দরিয়ে
ফিন্দুইন বালা নেত
যেন এলিয়া দুলিয়া ফড়ইন
সুন্দি জালির বেত
বালা নাচ তো দেখি॥

দ্র: সিলেটি অঞ্চলের গান।

অন্য রূপ

সোহাগ চাঁদ বদনী ধনি   নাচ তো দেখি
                বালা নাচো তো দেখি।
নাচেন ভালো সুন্দরী এ   বাঁধেন ভালো চুল
হেলিয়া দুলিয়া পড়ে   নাগকেশরের ফুল।
                নাগকেশরের ফুল   বালা॥
রুণুর ঝুনুর নূপুর বাজে ঠুমুকঠুমুক তালে
নয়নে নয়ন মিলিয়া গেল   শরমের রঙ লাগে গালে।
যেমনি নাচেন নাগর কানাই তেমনি নাচে রাই
একবার নাচিয়া ভুলাও তে দেখি নাগর কানাই॥

সূচী

ধামাইল-৬: আমি কি হেরিলাম জলের ঘাটে

আমি কি হেরিলাম জলের ঘাটে গিয়া
লো নাগরী জলের ঘাটে গিয়া।
দেখিলাম কালোরূপ লাগিল নয়নে
আমি কুক্ষণে চাহিয়া ছিলাম গো
গৌরচন্দ্রের পানে।
কলসীতে নাই রে পানি
আমি দিয়াছিলাম সুরধনী
কানেতে বা না শুনি শ্রবণে।
একদিন জলের ঘাটে দেখে তারে
মজেছি পরাণে।
কাইলা থাকে রাজপথে
তোমরা কেউ যাইওনা জল আনিতে গো
দেখলে তারে মরিবে পরাণে
শেষে আমার মত ঠেকিবি তোরা
এই আছে কপালে।

অন্য রূপ

আমি কি হেরিলাম জলের ঘাটে গিয়া (নাগরী গো)
কি হেরিলাম জলের ঘাটে গিয়া॥
আমার জল ভরা না হইল কুলে কালী রইল
কাঙ্খের কলসী যায় ভাসিয়া॥ (গো নাগরী)
আগে না ভাবিয়া পাছে না ভাবিয়া
গিয়াছিলাম জলের লাগিয়া॥
আমায় ঘিরিয়াছে চান্দে পড়িয়াছি ফান্দে
প্রাণ-পাখী কান্দে রইয়া রইয়া॥ (গো নাগরী)
ঘরে গুরুজনার ভয় মন গৃহকর্মে নাহি রয়
আচম্বিতে উঠে চমকিয়া॥
আমার না চলে চরণ দুই কি করি গো প্রাণ সই
মনের কথা কার কাছে কই গিয়া॥ (গো নাগরী)
শয়ন মন্দির ঘরে যাই মন চোরা দেখতে পাই
ক্ষণে ক্ষণে উঠি শিহরিয়া॥
অধীন চরণ দাসে মনের অভিলাসে
আশায় থাকে চাইয়া॥ (গো নাগরী)

সূচী

ধামাইল-৭: হায় রে মনুয়া মাঝি

হায় রে মনুয়া মাঝি
তোর গাঁজার নৌকা পাহাড় দিয়া যায়।
গাঁজা খাইয়া বইয়া থাকি
সেতাঁনে পুষ্কর্ণী দেহি
আবার বাজার দেহি তাল গাছের আগায়।
হায় রে মনুয়া মাঝি
তোর গাঁজার নৌকা পাহাড় দিয়া যায়।
আবার ভ্যাদা মাছে ক্যাদা খায়
পুঁটি মাছে পান চিবায়
আর পোটকা শালা গাল ফুলাইয়া রয়।
হায় রে মনুয়া মাঝি
তোর গাঁজার নৌকা পাহাড় দিয়া যায়।

সূচী

ধামাইল-৮: সখী আগ্যাইয়া দেখ তোরা

সখী আগ্যাইয়া দেখ তোরা
কদমতলায় শুনছি গো মানুষের লড়া চড়া।
সখী গো, হাতে বাঁশি মুখে হাসি শিরে মোহন চূড়া
বিনোদ মুখে বাজায় বাঁশি জয় রাধা বলিয়া।
শুনছি গো মানুষের লড়া চড়া॥
সখী গো, কুক্ষণে গো গিয়েছিলাম জলের লাগিয়া
জলের ছায়ায় রূপ হেরিলাম রাধার মন চোরা।
শুনছি গো মানুষের লড়া চড়া॥
ভাইরে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
পিরিত করিয়া ছাড়িয়া গেল দিয়া দ্বিগুণ জ্বালা।
শুনছি গো মানুষের লড়া চড়া॥

সূচী

ধামাইল-৯: আমার অন্তরের মাঝে গো

আমার অন্তরের মাঝে গো
সই গো কি হইল না জানি
কাল বরণ রূপ আমার লাইগাছে নয়নে গো
সই গো কি হইল না জানি।
পুষ্করিনীর চাইর পাড়ে গো
সই গো তোতা ময়নার বাসা
ঝাঁকে উড়ে ঝাঁকে পড়ে
সই গো এ বড় তামাসা গো
সই গো কি হইল না জানি।
আমারে দংশিয়া গেল গো
সই গো কাল নাগিনী
ঝাড়িলে না নামে বিষ গো
সই গো ধাইল উজানি গো
সই গো কি হইল না জানি।

ঝাইড়া যে নামাইতে পারে গো
সই গো বৈদ্য দাও গো আনি
অন্তরে জ্বলিয়া উঠে গো
সই গো শ্যাম চান্দের আগুনি গো
সই গো কি হইল না জানি।

সূচী

ধামাইল (প্রভাতী)-১০: ভ্রমর কইও গিয়া শ্রীকৃষ্ণ

ভ্রমর কইও গিয়া শ্রীকৃষ্ণ
বিচ্ছেদের অনলে
অঙ্গ যায় জ্বলিয়া
ভ্রমর কইও গিয়া॥
ভ্রমর রে
কইও কইও কইও রে ভ্রমর
কৃষ্ণরে বুঝাইয়া
মুই রাধা মইরা যাইমু
কৃষ্ণহারা হইয়া
ভ্রমর কইও গিয়া॥
ভ্রমর রে
আগে যদি জানতাম রে ভ্রমর
যাইবারে ছাড়িয়া
মাথার কেশ দুই ভাগ করি
রাখিতাম বান্ধিয়া
ভ্রমর কইও গিয়া॥

কথা: প্রচলিত
অন্য রূপ

ভ্রমর কইও গিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে রাধার
অঙ্গ যায় জ্বলিয়া
রে ভ্রমর কইও গিয়া॥
ভ্রমর রে কইও কইও ওরে ভ্রমর
কৃষ্ণের নাগাল পাইয়া
আর কত দিন রইমু আমি কৃষ্ণ হারা হইয়া

রে ভ্রমর কইও গিয়া॥

ভ্রমর রে না খাই অন্ন না খাই পানি

নাহি বান্ধি কেশ

কৃষ্ণ হারা হইয়া আমি পাগলিনীর বেশ

রে ভ্রমর কইও গিয়া॥

ভ্রমরা রে কেয়া না কেতকী ফুলে

বাসরও সাজাইয়া

সেই সজ্জা বাসি হইয়া দেও জলেতে ভাসাইয়া

রে ভ্রমর কইও গিয়া॥

সূচী

ধামাইল (প্রভাতী)-১১: ললিতা বিশাখা শ্যামকে আনিয়া দেখা

ললিতা বিশাখা শ্যামকে আনিয়া দেখা

প্রাণ যায় বিচ্ছেদের জ্বালায়

আমার মরণ কালে বন্ধু রইল কোথায়

হায় হায় হায় প্রাণ যায় বিচ্ছেদের জ্বালায়।

যার লাগি বনবাসী হই সে বা কই আর আমি কই

বল সই কি করি উপায়।

পন্থপানে চাইতে চাইতে অধৈর্য হইয়াছে চিত্তে

ও শ্যাম আইল আইল বলিও না আমায়

হায় হায় হায় প্রাণ যায় বিচ্ছেদের জ্বালায়।

কেয়া কেতকী ফুল রঙ্গন আর মালতী বকুল

চুয়া চন্দন রইল কটরায়

ফুলের সজ্জা হইল বাসি, আইল না গো কালোকেশী

এখন কুহু কুহু ডাকছে ককিলায়

হায় হায় প্রাণ যায় বিচ্ছেদের জ্বালায়।

সূচী

ধামাইল-১২: যমুনা পুলিনে শ্যাম নাগর ত্রিভঙ্গ

যমুনা পুলিনে শ্যাম নাগর ত্রিভঙ্গ
এমন মধুর মুরলী ধ্বনি দহিতেছে অঙ্গ।
আয় ললিতে আয় বিশাখে
শ্যামকে এনে দে
যায় যদি রাইর কুলমান
পাই যদি তারে
আমার মন হইয়াছে উড়াল পাখী
প্রাণে প্রেম তরঙ্গ।
যেই অবধি বাঁশির গান
কর্ণে পশিল
জলবদ্ধ মীনের মত
যে দশা হইল
অধীন মৃণাল বলে বাঁশির গানে
যোগীর যোগ ভঙ্গ।

সূচী

ধর্মীয়

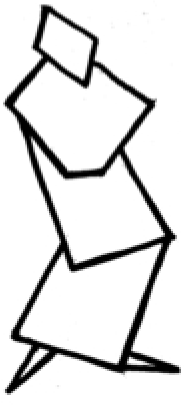

প্রথম পাতা

ধর্মীয় (ধুয়া)-১: হরি কি বিনা সাধনেতে মিলে

হরি কি বিনা সাধনেতে মিলে
হরি পদে ভক্তি দিতে নারে শক্তি
আসক্তি নিবৃত্তি রীতি না হলে॥
কুম্ভকার জানে মাটির ধর্ম হে
স্বর্ণকার করে স্বর্ণ বর্ণ হে
জঙ্গলের পাখি পিঞ্জিরাতে রাখি
না শিখালে রাধা কিস্ট কি বলে॥
দুগ্ধ সংযোগে যদি ঘৃত ওঠে
সে সাধনা আমার ঘটে কি না ঘটে
বিনা নিস্কপটে যেতে নারবি তটে
সাধুর নিকটে সই না হলে॥
গোঁসাই নরহরি উপরেতে বসি
সদাই দিচ্ছেন গালি গলে মায়া ফাঁসি
ত্যজি সাধুরাশি সঙ্গে অভিলাষী
ঝাঁপ দিলে সদা মায়ারই কবলে॥

সূচী

ধর্মীয় (ধুয়া)-২: ওরে মন জেলে

ওরে মন জেলে
মিছে কেন মরছো জাল ফেলে
কুপ্রেমের মীন অতি কঠিন
হঠৎ পরে না জালে।
শুধু মাছ ধরতে বাসনা
জাল ফেলতে জানো না
জল দেখে জাল জড়িয়ে পড়ে
ছড়িয়ে পড়ে না
তুমি কিনারাতে দিচ্ছো খিয়া
মাছ রইলো অগাধ জলে॥
সে জালের চৌষট্টিটা ঘাঁই
তার একটাও ভালো নাই

ভজন সাধন পূণ্য কাঁঠি
শূন্য দেখতে পাই
ও তোর জীর্ণ অনুরাগের সুতো
ছিঁড়ে যায় টানতে গেলে॥
শুধু তুই এলি জাল লয়ে
ফিরে দেখলি না চেয়ে
অসাধারণ হরির সাধন
অগম দরিয়ে
ও তোর জাল ছিঁড়ে মাছ পালিয়ে গেলো॥
রইলি রে তুই গোলমালে॥

সূচী

ধর্মীয় (ধুয়া)-৩: মন সোনার বেনে

মন সোনার বেনে
নিতে নারলি নে সোনা চিনে
ও তুই ওজন খাঁটি করবি কিসে
তোর শ্রদ্ধারতি দেখি নে॥
এলি ভব সংসারে
মজে রইলি কাম সায়রে
এসে বন্দরে
কিনতে পারলে মিলতো সোনা
শ্রদ্ধা অনুরাগের দোকানে॥
কৃষ্ণ-নাম কানে শোনা
তোর সে শোনায় নেই বাসনা
কেবল বিষয় বাসনা
সে যে গিল্টি করা ভিতর ফরা
তোর তায় এতো আদর কেনে॥
ব্যাচা বলছে বারংবার
গড়তে নারলি ভবে এসে
ভক্তি অলঙ্কার
ও তুই কিসের স্বর্ণকার
ঢং দেখে তোর হয় অনুমান
কাল গেলো লোহা কিনে॥

সূচী

ধর্মীয় (ধুয়া)-৪: চলছে আজব কলে

চলছে আজব কলে
গাড়ী চলছে আজব কলে
দিয়ে মাটি পরিপাটি
          আগুন জ্বলে হাওয়ার বলে॥
ইস্‌টিশন ঘরের ভিতর
মরি কি আজব শহর
তারেতে হচ্ছে খবর
          কি চমৎকার মিলে
ও তার আট কুঠুরী নয় দরজা
সদাই হাওয়া খেলে
আবার বালাম খানায় জ্বলছে বাতি
          সদাই আলো করে রং মহলে॥
মণিপুর ইস্‌টিশনে
বসে খুদ মহাজনে
চালায় রাত্রদিনে
          যেখানে মন চলে
কুলকুণ্ডলিনী মহারাণী
          সদাই বিরাজ করেন চতুর্দলে॥
হাওয়ার ঘর বন্ধ হলে
ইঞ্জিন তোর রবে পড়ে
প্যাসেঞ্জার যাবে চলে
          সাধের গাড়ী ফেলে
নিবে স্কন্ধে করে হরি বলে
          অধীন শরৎ তাই বলে॥

সূচী

ধর্মীয় (ধুয়া)-৫: আগে নিজের সম্বল বান্ধো

আগে নিজের সম্বল বান্ধো
পরের লাইগ্যা না কান্দিয়া
আপন কান্দন কান্দো॥
কার বাড়িতে বসত করো
কার বা বাড়ি ঘর
তুমি কার কে বা তোমার
কার লাইগ্যা প্রাণ কান্দো॥
মায়া ফাঁসে অষ্টপাশে
হইয়া রইলি বন্ধ
স্বভাব দোষে সব খোয়ালি
কারে বলবি মন্দ॥
পুলিন্দ্রে কয় শ্রীহরি নাম
হৃদয়ে রাখিও
দিবানিশি লইও রে নাম
জয় রাধা গোবিন্দ॥

সূচী

ধর্মীয় (ধুয়া)-৬: দেহে থাকতে চেতন হরি বলো

দেহে থাকতে চেতন হরি বলো মন
দিন গেলো দিন গেলো॥
মনা রে তোর পায়ে ধরি
একবার আমায় নিয়ে ব্রজে চলো
দিন গেলো দিন গেলো
হরি বল্ হরি বল্ হরি বল্ মন আমার॥
রূপ সনাতন দু ভাই তারা
তারা বিষয় ছেড়ে ব্রজে গেলো
দিন গেলো দিন গেলো
হরি বল্ হরি বল্ হরি বল্ মন আমার॥
জগাই মাধাই পাপী ছিলো
তারা হরি নামে উদ্ধারিলো
দিন গেলো দিন গেলো
হরি বল্ হরি বল্ হরি বল্ মন আমার॥

অহল্যা পাষাণী ছিলো
চরণ পরশিয়ে মানব হলো
দিন গেলো দিন গেলো
হরি বল্ হরি বল্ হরি বল্ মন আমার॥

সূচী

ধর্মীয় (মৃত্যু)-৭: এ কূল আর ও কূল

এ কূল আর ও কূল হারালে দুকূল
কবে ফুটিবে মন তোর বিয়ের ফুল।
যাবে চলন করি বাঁশের দোলায় চড়ি
জাত বেহারার স্কন্ধে চড়ি সকল হবে ভুল॥
আগে পাছে কাষ্ঠের বোঝা ছেড়ে দিয়ে ভবের মজা
শ্বশুড়বাড়ি হবে রে তোর নদীর কূল॥
গেলে শ্বশুড়বাড়ি সবে করে তাড়াতাড়ি
স্নান করাবে তোরে করে গন্ডগোল
বরণ কুলাতে দিবে বরশয্যায় শোয়াইবে
অষ্ঠ কড়া কড়ি দিবে তুলসীর মূল॥
উত্তর শিয়রি করি শোয়াইবে তোরে
হাত পা ভাঙিয়া তোরে করিবে নির্মূল
ঘৃতচন্দনাদি করিয়ে আহুতি
আগে পুড়িবে মন তোর মাথার চুল॥
ভাই বন্ধু যত দু চার দন্ডের মত
শোকেতে কান্দিবে হইয়ে আকুল
জ্ঞাতিবর্গ যত এ জনমের মত
জ্যেষ্ঠপুত্র হবে রে তোর অনুকূল॥
স্ত্রী যেয়ে পাছ-দুয়ারে কান্দিবে উচ্চস্বরে
কে খাওয়াবে মোরে গেলো জাতিকুল
অভাগিনী জননী জনম দুঃখিনীর
বুকেতে বাজিবে শোকেরই ব্যাকুল॥
ঈশান বলে ভাই ভাই সকলে জানাই
এই বিয়া ছাড়াইতে কারো সাধ্য নাই
যখন আসিবে নিতে ঘটক রবির সূতে
কে পারিবে রাখিতে দেখাবে ত্রিশূল॥

সূচী

ধর্মীয় (ইসলামী)-৮: লা-ইলাহা ইল্লাল্লা হু

লা-ইলাহা ইল্লাল্লা হু
বল রে সোনার ময়না
লা ইলাহা ইল্লাল্লা হু বল্॥
লা-ইলাহা যার গাছের গুঁড়ি
ইল্লাল্লা তার হয় রে মূল
গাছের গুড়ায় পাতায় বলে
ঐখানে আল্লা রসুল
সোনার ময়না ময়না রে তুই
ইল্লাল্লা হু বল্॥
আল্লা আল্লা আল্লা আল্লা ইল্লাল্লা হু বল্॥
নি-চিন্তায় বইসাছো মন রে
দারুণ পিঞ্জিরার ভিতর
শমনে বান্ধিয়া নিবে
কে হইবে আপন রে তোর
সোনার ময়না ময়না রে তুই
ইল্লাল্লা হু বল্॥
আল্লা আল্লা আল্লা আল্লা ইল্লাল্লা হু বল্॥

সূচী

ধর্মীয় (ইসলামী)-৯: মন-ফরাজি এবাদতের আসল পুঞ্জি কি

মন-ফরাজি এবাদতের আসল পুঞ্জি কি
শরিয়তের ওজু গোছল্ রোজা নমাজ ইত্যাদি॥
সবে মেরাজ কতদিনে
পঞ্চাশ বছর তিন মাহিনে।
নামাজ আনেন একই দিনে
ইহার পূর্বে ছিলো কি॥
নবীর যখন চল্লিশ সাল
হিসাব হইলো কাল

দিনে দিনে কোরাণ শরিফ
পেলেন হজরৎ নবীজী॥
তেষট্টি সাল নবীর হায়াৎ
ইহার পরে তিনি উফাৎ
মোটে তিনি বছর ছয় সাত
ছিলেন সবার পয়রবী॥
ইস্‌লাম, ইমান, ইন্‌সান তিন
তিনে শরীয়তের চিন
তিন কায়েমেতে তিনি
পোরা বন্দেগী॥
ইস্‌লামেতে এল্‌মূল ইয়াকিন
ইমানেতে আইনুল্‌ ইয়াকিন
ইনসানেতে হক্কুল ইয়াকিন
বেইমানেতে পায়না নেকী॥

সূচী

ধর্মীয় (ইসলামী)-১০: শুধু কি আল্লা বলে ডাকলে

শুধু কি আল্লা বলে ডাকলে তারে
পাবি ও রে মন পাগলা
যে ভাবে আল্লা তালার বিষম লীলা
ত্রিজগতে করছে খেলা॥
কতজন জপে মালা তুলসী তলা
হাতে ঝোলে মালার ঝোলা
আর কতজন হরি বলি মারে তালি
নেচে গেয়ে হয় মাতেলা॥
কতজন হয় উদাসী তীর্থবাসী
মক্কাতে দিয়াছে নেলা
কেউ বা মসজিদে বসে তার উদ্দেশে
সদায় করে আল্লা আল্লা॥
স্বরূপের মানুষ মেশে স্বরূপ দেশে
বোবা কালায় নীত্যলীলা
স্বরূপের ভাব না জেনে চামর কিনে

হচ্ছে কত গাজীর চেলা॥
নিত্য সেবা নিত্যলীলা চরণ মালা
ধরা দিবে অধর কালা
পাঞ্জু তাই করে হেলা ঘট্‌লো জ্বালা
কি হবে নিকাশের বেলা॥

সূচী

ধর্মীয় (ইসলামী)-১১: চিন নি মন তারে

চিন নি মন তারে
তুমি চিন নি মন তারে
যে জন তোমার দিল পিঞ্জরে
দিবানিশি বিরাজ করে॥
যখন আল্লা পরওয়ারে
সৃষ্টি করলেন আদমেরে
আব্‌ আতস বাতাস্‌ দিয়ে
খাগে মিলন করে,
হুকুম করলেন ওরে রুহু
যাও কল্পপুরে
তখন অন্ধারিয়া ঘর দেখিয়া
কান্‌ছে রুহু কাতর স্বরে॥
তখন কান্না শুনে বলছেন খুদা
আমি নহি তোমার জুদা
যথায় তুমি তথায় আমি
ভয় করো মন কারে,
হাওয়া-রূপ ধরিয়ে খুদা
বসিলেন বাম পাশে
তখন দেখে আদম ভজে হরদম
ঝলক মারে ধরিবারে॥

সূচী

ধর্মীয় (বৈষ্ণবী)-১২: দয়াল গরু ধন

দয়াল গুরু ধন
কোথায় গেলে পাব?
যেই দ্যাশেতে যাইবা গুরুধন
আমি সেই দ্যাশেতে যাইব।
তুমি হইবা কল্পতরু
আমি হইব লতা
তোমার শ্রীচরণ জড়াইয়া রইব
ছাইড়া যাইবা কোথা?
স্রোতেরই শ্যাওলা হয়ে
ঘাটে ঘাটে ফিরি
এমন বন্ধু নাই যে আমার
উপায় কি করি।
দুয়াল গুরু ধন
কোথায় গেলে পাব?

সূচী

ধর্মীয় (বৈষ্ণবী)-১৩: গোঁসাইর চরণ বিনে

গোঁসাইর চরণ বিনে
দেহ নিত্য হবে না
হবে না রে সময় গেলে।
কর পঞ্চরাগের করণ
গুপিনীর ভাব নিয়ে
অসাধ্য সাধিতে পার
গুরুর কৃপা হলে।
মন রে নব রসের করণ কর
ব্যাধি জ্বালা রবে না
গোঁসাইর চরণ বিনে
দেহ নিত্য হবে না।
আট কুঠুরী নয় দরজা
আঠার মোকামে
বিরজার পারে আছে মানুষ
ধরা যায় কেমনে।

মানুষ সদাই চলে উল্টা কলে
দীনে কর সাধনা
গোঁসাইর চরণ বিনে
দেহ নিত্য হবে না।
নিত্য ধামে যাবে রে মন
নিত্যের করণ কর
অনিত্য দেহ হতে কেন
নিত্যের আশা কর।
জীবের পঞ্চতত্ত্ব আরোপ দেহ
দেহ যেনে কর সাধনা
গোঁসাইর চরণ বিনে
দেহ নিত্য হবে না।

সূচী

ধর্মীয় (বৈষ্ণবী)-১৪: কর মন শ্রীগুরুর চরণ ভরসা

কর মন শ্রীগুরুর চরণ ভরসা
জীবনের নাই রে আশা।
এ জীবনের নাই রে আশা
এ জীবনের নাই ভরসা।
ভাই বন্ধু দারা সুত
কেবল পথের পরিচিত
যখন প্রাণটি হবে গত
কেউ কি তোমায় করবে জিজ্ঞাসা?
জীবনের নাই রে আশা
দেহের গুমর কর মিছা
নিঃশ্বাসের কি বিশ্বাস আছে
কাল শমনে জাল পেইতেছে
ভাঙ্গলো রে তোর সুখের আশা।
মইলে করবে পুইরে সারা
কড়ি দিবে অস্ট কড়া
ছয় জনেতে স্কন্ধে নিয়ে
(তোরে) নদীর কূলে দিবে রে বাসা।

সূচী

ধর্মীয় (বৈষ্ণবী)-১৫: আমার মন অসার সংসার মাঝে

আমার মন অসার সংসার মাঝে
কেবল মাত্র গুরু সার
গুরুর নাম নিয়া মন ভুইলা রইলি
তারে ভজলি না একবার।
গুরু তোরে কৃপা করে
যে নাম দিল কর্ণমূলে
ভজলি না একবার।
গুরুর সার পদার্থ ভুইলা রইলি
কইরে মনের অহঙ্কার।
গুরু সত্য গুরু নিত্য
গুরু পদে হওরে মত্ত
ভ্রান্ত মন আমার।
গুরু দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু
ভব সিন্ধু কর পার।
আমার মন অসার সংসার মাঝে
কেবল মাত্র গুরু সার॥
মিছে ঘর তোর মিছে বাড়ি
বসত কর দিন দুই চারি
মিছে পরিবার।
সাক্ষী আছে তোর কাছে মন
চক্ষু বুজিলে অন্ধকার।
আমার মন অসার সংসার মাঝে
গুরু বিনে এ সংসারে —
ভব সিন্ধু নাই রে পার।

সূচী

ধর্মীয় (বৈষ্ণবী)-১৬: গুরু-তত্ত্ব চরম পদার্থ চিনলি না

গুরু-তত্ত্ব চরম পদার্থ চিনলি না রাম কিষণ্
কেন ভজলি না মন রাম কিষণ্?
এ ভবে তার অর্চনা করলি কবে
যার জন্যে এলি ভবে
তার সাধনা করলি কবে?
গুরু যখন ডাক দিল
গুরুর ডাকে কেউ না এল—
বৃন্দাবনের উপকথা
এর মরম আর কেউ না জানে।
হারা-নিধি ফেলে গেলি
ভাঙা নদীর উজান কূলে
গুরু-তত্ত্ব চরম পদার্থ
চিনলি না মন রাম কিষণ্।

সূচী

ধর্মীয় (বৈষ্ণবী)-১৭: হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে

হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে
　　আমার একলা নিতাই।
　　আমার একলা নিতাই
　　একলা নিতাই, একলা নিতাই
　　　একলা নিতাই রে॥
আমার নিতাই যদি
　　ডাক রে নিতাই গৌর বলে
নিতাই যদি মনে করে
তবে গৌর নিলেই নিতে পারে।
　　একলা নিতাই॥
আমার নিতাই নিত্ গৌর
　　ডাকরে নিতাই গৌর বলে
নিতাই নিত্ গৌর নিত্য কল্পতরু,
　　প্রেমদাতা জগতের গুরু॥
আমার নিতাই নবরূপা
　　ডাকরে নিতাই গৌর বলে

নিতাই নবরূপা।
নব রাসবিহারী
নিতাই ক্ষণেক পুরুষ, ক্ষণেক নারী
একলা নিতাই॥

সূচী

ধর্মীয় (বৈষ্ণবী)-১৮: শচীমাতা পদে গৌর জানায় প্রণতি

শচীমাতা পদে গৌর জানায় প্রণতি
সন্ন্যাসে যাইব মাগো দেহ অনুমতি॥
জানে না বিষ্ণুপ্রিয়া ঘুমে ঘোর অতি
স্বামীসুখে বিধি বাম হইল তার প্রতি॥
সকলের কাছ থেকে বিদায় লইয়া
নিমাই চলিল তাঁর নদীয়া ছাড়িয়া॥

সূচী

ধর্মীয় (বৈষ্ণবী)-১৯: গুরু হে, চেয়ে দেখতে পাই

গুরু হে, চেয়ে দেখতে পাই গৌরময় সকলই
চাঁদ গৌর আমার জপের মালা
গৌর গলার মাদুলি
আমি গৌর গহনা গায়ে দিয়ে
ধীরে ধীরে পা ফেলি॥
নয়নের অঞ্জন গৌর
গৌর নোলক অলক তিলকা চন্দ্রহার
গৌর কঙ্কন গৌর চাঁপাকলি।
গৌর নাম করি গায়ে নামাবলী।
গৌর আমার শঙ্খ শাড়ি
গৌর মালা পুঁইচে পলা চুলবাঁধা দড়ি
দুই হাতের চুড়ি গৌর আমার
গৌর কাঁচুলি॥

সূচী

নিমাই সন্ন্যাস

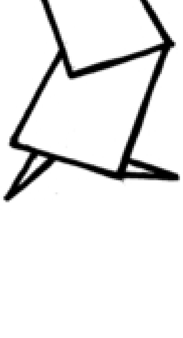

প্রথম পাতা

নিমাই সন্ন্যাস-১: শচীমাতা গো, আমি চার যুগে

শচীমাতা গো, আমি চার যুগে হই,
জনম দুঃখিনী।
আমার দুঃখে দুঃখে জনম গেল,
কভু না হইলাম সুখিনী॥
সত্য যুগে ছিলাম আমি মা গো,
সত্য-নারায়ণী
দুর্বাসার অভিশাপে আমি
হইলাম মর্ত্ত্যবাসিনী॥
ত্রেতা যুগে ছিলাম আমি মা গো,
রামের ঘরণী।
বাদী হইল কৈকেয়ী মাতা
করল বনবাসিনী॥
দ্বাপরেতে ছিলাম আমি মা গো,
আয়ান-ঘরণী।
শাশুড়ী ননদী বাদী, আমায়
করল কৃষ্ণ কলঙ্কিনী॥
কলিযুগে হইলাম আমি মা গো,
গৌরাঙ্গ ঘরণী,
অকালে ছাড়িল পতি মাগো,
আমি বড় মন্দভাগিনী॥

সূচী

নিমাই সন্ন্যাস-২: বিদায় দে মা শচীরাণী

বিদায় দে মা শচীরাণী
আমি সন্ন্যাসেতে যাই,
আমি এই ভিক্ষা চাই॥
ঘরে আছে বিষ্ণুপ্রিয়া,
তারে রাইখ্যো বুঝাইয়া,
মা তোমার চরণে জানাই
তুমি মনেরে বুঝাইয়া রাইখ্যো গো

মাগো তোমার নিমাই নাই।
নদীয়া ছাড়িয়া যাব,
পরের মাকে মা বলিব
জানবে লোকে নিমাইয়ের কেহ নাই
তুমি মনেরে বুঝাইয়া রাইখ্যো গো
মাগো তোমার নিমাই নাই।
আমি হইলাম ভেক-সন্ন্যাসী
হব না আর গৃহবাসী
উদাসী কইর‍্যাছেন গো,
তুমি মনেরে বুঝাইয়া রাইখ্যো
মাগো তোমার নিমাই নাই।
বিদায় দে মা শচীরাণী
আমি সন্ন্যাসেতে যাই,

সূচী

নিমাই সন্ন্যাস-৩: আমি এই যে ভিক্ষা চাই

আমি এই যে ভিক্ষা চাই
বিদায় দে গো শচীরাণী
আমি সন্ন্যাসেতে যাই।
ঘরে আছে বিষ্ণুপ্রিয়া
তারে রাইখ্যো বুঝাইয়া
মা তোমার চরণে জানাই;
তুমি মনেরে বুঝাইয়া রাইখ্যো গো
তোমার নিমাই নাই। নদীয়া ছাড়িয়া যাবো
পরের মাকে মা বলিবো
জানবে লোকে নিমাইর কেহ নাই
তুমি মনেরে বুঝাইয়া রাইখ্যো গো
তোমার নিমাই নাই।
আমি হইলাম ভেক্-সন্ন্যাসী
হবো না আর গৃহবাসী
উদাসী কইরাছেন গোঁসাই
তুমি মনেরে বুঝাইয়া রাইখ্যো গো
তোমার নিমাই নাই।

সূচী

নিমাই-৪: রসের গৌর হেরে

রসের গৌর হেরে কি হল সই
আমার অন্তরে॥
আমার অহরহ হৃদে জাগে
পাসরা না যায় তারে
রসের গৌর হেরে কি হল সই
আমার অন্তরে॥
কি বলব তার রূপের কিরণ
যেন কাঁচা সোনার বরন
ওসে রমণীর মন করে হরণ
যদি একবার চায় ফিরে॥
আমার অন্তরে॥
বার বেলাতে গিয়ে জলে
কূল হারালাম সেই অকূলে
গোঁসাই গুরুচাঁদের চরণ পেলে
দাস রাধাশ্যামের জ্বালা যায় ভরে॥
আমার অন্তরে॥

সূচী

নিমাই-৫: তোমার লীলা বুঝতে পারা দায়

তোমার লীলা বুঝতে পারা দায় ওগো দয়াল
তুমি কালো বরন করলে হরণ
কাঁচা সোনা মাখলে গায়॥
তাই সত্যতে বিরজার সাথে
প্রেম করিলে গোপনেতে
এখন নিত্যলীলা প্রকাশিতে
প্রেয়সীরে আনলে ধরায়॥
তাই ত্রেতাতে রাম অবতারে
জাত দিলে চণ্ডালের ঘরে

তাই এঁঠো ফলকে হাতে করে
          সাধ বুঝিলে রসনায়॥
দ্বাপরেতে ব্রজপুরে
মান সাধিলে নারীর পায়ে ধরে।
শেষে বৃন্দাবনকে ত্যাজ্য করে
          রাজা হলেন মথুরায়॥
কলিতে গৌরাঙ্গ রূপে
নাম বিলাইলে দেশবিদেশে
এমনি জগাই মাধাই উদ্ধারিতে
          বলি অবতীর্ণ ঐ নদীয়ায়॥

সূচী

নিমাই-৬: এই হরিনামের ফেরিওয়ালা

এই হরিনামের ফেরিওয়ালা
নিতুই নিতুই যায় গো ডেকে
  চাই আনন্দ চাই প্রেম
    আয় হরিনাম নিবি কেরে॥
হরি নামের মণ্ডা মিঠাই
তাই বিলায়ে যায় রে নিতাই
বলি আয় রে জগাই আয় রে মাধাই
    মদের বোতল ফেলে দেরে॥
আলো করি গঙ্গার ঘাট
তাই বসেছে প্রেমচাঁদের হাট
ওরে দেখবি যদি প্রেমচাঁদের নাট
    তবে এই চোখের কপাট খুলে দেরে॥

সূচী

নিমাই-৭: তুই ক্যানে গৌর হলি রে কানাই

তুই ক্যানে গৌর হলি রে কানাই তুই ক্যানে গৌর হলি

ও তোর কালা অংগ বাঁকা শিরে ময়ূর পাখা চূড়া বাঁশি কোথায় লুকালি।

সত্য যুগেতে শ্রীহরি রূপেতে কত লীলা প্রকাশিলি।

ভক্ত প্রহ্লাদের তরে নরসিংহ রূপ ধরে তার পিতারে নিজেই বধিলি।

সংগে নিয়ে কপিগণ করিলি সাগর বন্ধন সীতা উদ্ধারিলি রে কানাই।

দ্বাপর যুগেতে শ্রীব্রজপুরেতে নন্দ ঘোষের ঘরে ছিলি

জন্মায়ে দৈবকীর ঘরে মা ডাকিলি যশোদারে ধেনু চরাও তুমি রে কানাই

কলি যুগেতে গৌরাঙ্গ রূপেতে জগাই মাধাই উদ্ধারিলি,

গেরুয়া বেশ ধারণ করে নাম বিলায়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি সার করিলি॥

সূচী

নিমাই-৮: নিমাই দাঁড়ারে নিমাই দেখি

নিমাই দাঁড়ারে নিমাই দেখি তোরে নয়ন ভরে।

কোথা থেকে আইল গুরু বসতে দিলাম ঠাঁই

সেই অবধি নিমায়ের মুখে মা বোল ডাক নাই॥

দেখ দেখ নগরবাসী দেখ গো আসিয়া

আমার নিমাই সন্ন্যাসে যায় মায়েরে ছাড়িয়া॥

সন্ন্যাসী না হইও নিমাই বৈরাগী না হইও।

নগর মাগিয়া শেষে গৃহে বসে খাইও॥

ঘরের বধু বিষ্ণুপ্রিয়া জ্বলন্ত অগিনী

আর কতকাল রাখবো ধরে নিমাই দিয়া মুখের বাণী॥

সূচী

নিমাই-৯: তুই আমারে পাগল করলিরে

তুই আমারে পাগল করলিরে গোরা অনাথের নাথ গোরারে

গোরারে পাগল করিলি – গোরা দয়া না করিলি॥

গাছের বল শিকড় বাকড়

মাছের বল পানি

দুধের বল সর ননী

আমার বল তুমি, অনাথের নাথ গোরারে॥

গোরারে সর্প হইয়া দংশন কর ওঝা হয়ে ঝাড়,
মরিলে বাঁচাতে পার তোমার দয়া হলে রে
অনাথের নাথ গোরারে॥

সূচী

নিমাই-১০: গোপালরে তুই কোথায় প্রাণ

গোপালরে তুই কোথায় প্রাণ দোলাস রে
লুকোচুরি আর সয়না যে আমার
ও ব্রজের রাখাল রে॥
ননীর ভান্ড লন্ডভন্ড রে
দধির হাঁড়ি খালি যে
কোন ফাঁকে সব চুরি করে তুই
পালাস কেন মালী রে
ধরতে পারি না হই শুধু নাকাল রে॥
সবাই বলে দুস্টু ভারী তুই
দস্যিপানায় নেই জুড়ি
পরশী এসে নালিশ করে যায়
এ বড় ঝকমারি রে॥
যশোদা মায়ের এই জ্বালাতন
ঘুচবে কবে তুই বলনা
মায়ের সাথে কোন ছেলে কি
করে এমন ছলনা
যেদিকে তাকাই তোরই মায়াজাল রে॥

কথা: মনোজ ঠাকুর
সূচী

নিমাই-১১: কার ভাবে নদেয় এসে কাঙাল

কার ভাবে নদেয় এসে কাঙাল বেশে
হরি হয়ে বলছো হরি
কার ভাবে ধরেছো ভাব এমন স্বভাব
তাও কিছু বুঝতে নারি॥

কোথা তোর মোহন চূড়া, পীতধড়া,
ভঙ্গী ত্রিভঙ্গ মুরারি।
কোথা সে তোর ধেনুর পাল দ্বাদশ রাখাল
কোথায় তোর নবীন বাছুরী
এখন তোর মা যশোদা রইলো কোথা
শুন্য করে ব্রজপুরী॥
কোথায় রে তোর সখী সখা সেই বিশাখা
কোথায় রে তোর রাই কিশোরী
এখন কোথায় রে তোর কুঞ্জমালা শিকেয় তোলা
কোথায় কদম্ব মঞ্জরী॥
কার ভাবে মুড়িয়ে মাথা ছেঁড়া কাঁথা
নদেয় হলি দন্ডধারী
কাঙাল অটল বলে শ্রীরূপ চাঁদের যুগল চরণ
যুগল চরণ সাধন করি॥

সূচী

নিমাই-১২: শুনো রাধে বলি

শুনো রাধে বলি শুকাইলে কলি
ঝরা ফুলে কলি আর বসে না
ফোটা কমলে ভ্রমর বসে দলে
রস মন্ডলে মধু টানে সে না॥
এ প্রাণ ভ্রমরা যদি দেয় উড়া
হায়রে আর তো ধরা যাবে না
তুমি ধৈর্য ধরে থাকো অধীরা হয়ে নাকো
পাওয়া যাবে না কো কেলে সোনা॥
প্রেম যমুনাতে সে পাড়ি দিতে
হায়রে যেতে কঠিন হবে কি না।
যদি হও সুজন ক্ষ্যাপা বলে চলো উজন
নিত্য ভুবন যেতে বাসনা॥
আবার আসিবেন শ্যাম এই ব্রজধাম
পুরাতে মনস্কামনা
এবার বিন্দুর বাণী শুনো কমলিনী
তোমার এইসব করিবার ছলনা॥

সূচী

নিমাই-১৩: ভব পারে কে যাবি রে

ভব পারে কে যাবি রে আয়
ঐ দেখো নিতাই মাঝি ডেকে যায়॥
হরি হরি হরি বলে
বেলা যে গেলো চলে
পারেতে যাবি বলে
নিতাই মাঝি ডেকে যায়॥
ভবের হরি নামের তরী
গৌর নিতাই কান্ডারী
তাতে রাধা নামের গুণ বেঁধেছে
তরী ভক্তি পেলে চলে যায়॥
আছে রে নানা তরঙ্গ
তুমি ছাড়ো রে কুসঙ্গ
করো গৌর সঙ্গ॥
অনায়াসে পারে যাবি ভাই॥

সূচী

নিমাই-১৪: সন্ন্যাসী বানাইলো তোরে কে রে

সন্ন্যাসী বানাইলো তোরে কে রে
সোনার বরন গৌর চান রে॥
নিমের তলে থাক নিমাই নিমের মালা গলে
জইন্মা কেনে না মরিলি না লইতাম কোলে রে॥
ভাগবত পড়ে নিমাই পন্ডিত হইলা বড়
সংসার বুঝাইতে পার মা রে কেন ছাড় রে॥
ঘরের বধু বিষ্ণুপ্রিয়া জ্বলন্ত আগুনী
কি দিয়া প্রবোধ দিব বল নিমাই শুনি রে॥

সূচী

নিমাই-১৫: গৌর রূপ দেখিয়া হইয়াছি পাগল

গৌর রূপ দেখিয়া হইয়াছি পাগল
ঔষধে আর মানে না
চল সজনী যাই গো নদীয়ায়॥
গৌর কাঁটা বিষম কাঁটা
বিঁধলে কাঁটা খসান দায়
ও সজনী প্রাণ সজনী
গৌরাঙ্গ ভুজঙ্গ হয়ে
দংশিয়াছে আমার গায়॥
সাপের বিষে যেমন তেমন
প্রেমের বিষে উজান ধায়।
ওরে বিষে অঙ্গ জরজর
জলে গেলে দ্বিগুন ধায়॥
পাড়ায় পাড়ায় ঘুরাইয়া বেড়াই
লোকে কত মন্দ কয়।
লোকের মন্দ পুষ্প চন্দন
অলংকার করেছি গায়॥

সূচী

নিমাই-১৬: রাইরূপে শ্যাম অঙ্গ ঢাকা

রাইরূপে শ্যাম অঙ্গ ঢাকা
কি হেরিলাম ভঙ্গী বাঁকা
কি হেরিলাম কি হেরিলাম
        কি হেরিলাম ভঙ্গী বাঁকা॥
সত্য-ত্রেতা দ্বাপর কলি
চার যুগে ঘুরিলাম একা
কেউ ছিল না কেউ ছিল না
        সে ছিল আর আমি একা॥
কি বলবো গো প্রাণ সজনী
রূপের নাই তুলনা আহা
মনহরা রূপ গৌর বরন
        দেখলে প্রাণ আর যায় কি রাখা॥

সূচী

নিমাই-১৭: নিমাই বিনে সোনার নইদা

নিমাই বিনে সোনার নইদা
আঁধার হইলো গো
দুঃখিনীর ধন অন্ধের নয়ন
কে নিল হরিয়া গো॥
বিশ্বরূপ পুত্র শোকে
শেল্ বিঁধিয়ে রইলে বুকে
জ্বলন্ত অনলে ঘৃত
কে দিলো ঢালিয়া গো॥
কান্দে মাতা শচীরানী
নিমাই আমার হারাইল মনি
পাষাণে ভাঙ্গিবো মাথা
নিমাই না আসিলে গো॥

সূচী

নিমাই-১৮: নিমাই চান্দ সন্ন্যাসে যায়

নিমাই চান্দ সন্ন্যাসে যায়
শুনলো না দুঃখিনী মায়॥
আজ নিশীথে কাল প্রভাতে
কুস্বপ্ন দেখেছে মায়
কোকিল স্বরে মা বলিয়া
জন্মের মত লয় বিদায়॥
রাজা হবে রাজ্য পাবে
মনে ছিল বাসনা
আমার সেই আশা নিরাশা হইল
ভারতীর ঐ মন্ত্রণায়॥
বিষ্ণুপ্রিয়া শচীরাণী
কেঁদে বলে হায় রে হায়
নিমাই চান্দ সন্ন্যাসে গেলে
কি হবে আমার উপায়॥

সূচী

নিমাই-১৯: একটা সোনার মানুষ এসেছে ভাই

একটা সোনার মানুষ এসেছে ভাই
দেখবি যদি আয়—
রূপে ত্রিভুবন করেছে আলো
ওরে ঝলক দেয় বিদ্যুতের প্রায়॥
সোনার মানুষ সোনার অঙ্গ
নবদ্বীপের শ্রীগৌরাঙ্গ
কি লাগিয়ে কাঁদে উভরায়
ওরে সোনার মানুষ হরি বলে
ভাই ধূলায় গড়াগড়ি যায়॥
সোনার কলি কদম গাছে
সোনার বরণ ফুল ফুটেছে
আহা মরি কিবা শোভা পায়।
ঐরে সোনার কোকিল তমালে বসে
দেখ সোনার কৃষ্ণের গুণ গায়॥

সূচী

নৈলা গান

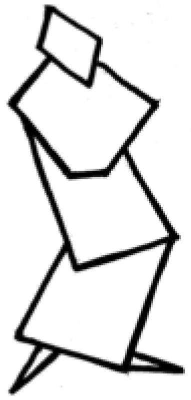

প্রথম পাতা

নৈলা গান-১: পানি না নামাইয়া পরান

পানি না নামাইয়া পরান,
        করলা বুঝি সারা,
ও ম্যাঘ আইস পানি হইয়ারে।
        আল্লা ম্যাঘ দে, আল্লা পানি দে।
জোয়াল লইয়া বলদ লইয়া,
        আকুল হইয়া রই।
আস্‌মানেতে ছায়া দেখি কই।
আসমান হইল টুডা টুডা,
জমিন হইল ফাডা,
ম্যাঘ রাজা ঘুমাইছে।
        পানি দিবে কেডা।

অন্য রূপ

বেলা দ্বিপ্রহর ধুধু বালুচর
ধূপেতে কলিজা ফাটে পিয়াসে কাতর॥
আল্লা মেঘ দে পানি দে ছায়া দে রে তুই॥
আসমান হইল টুটা টুটা জমিন হইল ফাটা
মেঘরাজা ঘুমাইয়া রইছে মেঘ দিব তোর কেডা॥
আলের গরু বাইন্ধা গেরস্ত পড়ে কাইন্দা কাইন্দা
ঘরের রমণী কান্দে ডাল খিচুড়ি রাইন্ধা॥
আম পাতা লড়ে চড়ে কাটল পাতা ঝরে
পানি পানি কইরা বিল পানি কইরা মরে॥
ফাইট্যা ফাইট্যা রইছে যত খালা বিলা নদী
জলের লইগ্যা কাইন্দা মরে পংখী জলধী॥
কপত কপতী কান্দে খোপেতে বসিয়া
শুকনা ফুলের কলি পড়ে ঝরিয়া ঝরিয়া॥

কথা: প্রচলিত, সুর: গিরীন চক্রবর্তী
সূচী

প্রেমের গান

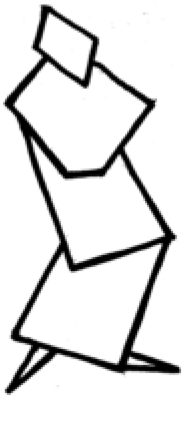

প্রেমের গান-১: দোহাই আল্লা মাথা খাও

দোহাই আল্লা মাথা খাও
আমায় ছাইড়া কইবা যাও,
বৈদেশ গেলে আমি তোমার
সঙ্গ ছাড়ুম্‌ না।
বন্ধুরে, যখন তুমি করলে পিরীত
গাঙে আইলো বান
এক নিমেষে আইলো বুকে
পূর্ণিমার চাঁদ,
আমার উড়াইল পরান।
কাঁঠাল গাছে ধরল কাঁঠাল
আম গাছে আম,
আমের মধ্যে লেখা আছে
সোনা বন্ধুর নাম।
বন্ধুরে, তুমি যাও গো ভাটিগাঙে
আমি যাই মোর বাড়ি,
বেলা থাক্‌তে না গেলে মোর
শুকাইবে না শাড়ী।
আমার সঙ্গ না যাও ছাড়ি।

সূচী

প্রেম-২: পাগল হইয়ে বন্ধু

পাগল হইয়ে বন্ধু পাগল বানাইলে পাগল
আগে ভালোবাসি দিয়ে মুখের হাসি
যত দোষের দুষি আমায় বানাইলে পাগল॥
পাগল হইয়ে কোলে বসিয়ে
নয়নের জলে বন্ধু আমায় ভাসাইলে॥
এ ধন পিরিতের পরিণাম
এতোদিনে পাইলাম
ভিখারী সাজিলাম ছিল কপালে পাগল॥
আগে যদি জানিতাম তোর প্রেমে না মজিতাম

জীবন যৌবন না দিতাম ঢালি॥
ওরে পাগল আমিনে কয় বন্ধুরে
যদি তোমার মনে লয়
দেখিয়া যাইয়ো বন্ধু মরণকালে।

সূচী

প্রেম-৩: পান দিলাম সুপারী দিলাম রে

পান দিলাম সুপারী দিলাম রে
বন্ধু তুমি যাইবার কালে
পরান বাঁধিয়া দিলাম পরানের তালে॥
হাওয়া শীতল পাটি শীতল রে শীতল ফুলের বন
তবু কেন জৈলা উঠে আমার যৈবন॥
কোকিলা রে আমার দরদী নাই কাছে
জানি না রঙ্গিলা আমার
কোন বা দেশে আছে।
বনে কাঁদে বনের পাখী
বনে ঝরে ফুল
আগে কি জানিতাম হায় রে
পিরীতি যে ভুল॥

সূচী

প্রেম-৪: এখন ভাবিলে আর কি হবে

এখন ভাবিলে আর কি হবে
শ্যাম তোমাকে ফাঁকি দিয়াছে॥
যাইবার কালে এত মিনতি
কালার পানে চাইলে না আর ওগো শ্রীমতী॥
এখন রাজা হয়ে রাজ্য পেয়ে
তোমাকে ভুলিয়াছে
ও রাধে শ্যাম তোমাকে ফাঁকি দিয়াছে॥
শ্যাম গিয়াছে ঐ মধুপুরে
রাজভোগেতে প্রাণ মজেছে
কাজ কি ব্রজপুরে।
কংসের দাসী কুব্জারাণী
বামেতে বসাইয়াছে
ও রাধে শ্যাম তোমাকে ফাঁকি দিয়াছে॥

সূচী

প্রেম-৫: চম্পাবতীর দেশে রে ভাই

চম্পাবতীর দেশে রে ভাই চম্পাবতীর দেশে
সোনার বরন কন্যারে আজ কোথায় গেল ভেসে।
চাঁপাবনের রূপকুমারী বন কুমারীর মেয়ে
ফুলের সনে মিতালি তার ফুলেরই গান গেয়ে
বেণীর বাঁধন ছিল না তার চিকন কালো কেশে।
কোন সে রাজার ডিঙ্গাখানি ভিড়ল কাহার ঘাটে
ফুলের ডালি বিকায় দিল কাশফুলের হাটে।
ফুল দিল কি মন দিল গো সেই মালিনীই জানে
ফুলের সনে রইত তাহার পরান নাহি মানে
মরণ কে সে করল বরণ শুধুই ভালোবেসে।

সূচী

প্রেম-৬: পরান বন্ধু রে ভালোবাইস্যা ও তোর

পরান বন্ধু রে ভালোবাইস্যা ও তোর মন পাইলাম না রে
জলের সাথে কাদার পিরিত কি শোভা দেখায়।
চাঁদের সাথে রাতের পিরিত কি আলো ছড়ায়
তোর সাথে মোর পিরিত সই কেন সইল নারে॥
আন্ধারে হায় মন বিকাইলাম কি ফল লভিলাম
মরম বান্ধা দিলাম আমি আপন ভাবিয়া
চইলা গেলে কোন পারেতে কিছু না বলিয়া
কি অনলে পোড়াইয়া গেলে সই কারে কইমুরে॥

সূচী

প্রেম-৭: যমুনায় জল আনতে যাচ্ছ

ছেলে
যমুনায় জল আনতে যাচ্ছ
সঙ্গে নাই তো কেউ
তুমি কাদের কুলের বউ?

মেয়ে
ঐ দেখা যায় বাড়ি আমার
চৌদিকে মালঞ্চের বেড়া
ভ্রমরে গুঞ্জেরে সদা
কোকিলে দিছে পাহাড়া॥

ছেলে
যাচ্ছ তুমি হেসে হেসে
কাঁদতে হবে অবশেষে
কলসী তোমার যাবে ভেসে
লাগলে জলের ঢেউ
লাগলে প্রেমের ঢেউ॥

মেয়ে
ভ্রমর ভ্রমরে শোনে
পুলকিত কুসুম বনে
আমার ঐ ফুল বাগানে
তিল এক নাই বসন্ত ছাড়া॥

অন্যরূপ

ঐ দেখা যায় বাড়ি আমার
চাদ্দিকে মালঞ্চের বেড়া
ভমরাতে গুন্ গুন্ করে
কোকিলেতে দিচ্ছে সাড়া॥

ময়ুর ময়ুরী সনে
আনন্দিত কুসুম বনে
আমার এই ফুল বাগানে
তিলেক নাই বসন্ত ছাড়া॥
যদি অনুগ্রহ করে
এস এ অধিনীর ঘরে
যত্ন করে রাখি তোরে
বারেক না করি ছাড়া॥

কথা: গোপাল উড়ে
সূচী

প্রেম-৮: ও কোকিল তোর সুরে

ও কোকিল তোর সুরে কাঁদে প্রাণী
ডাক শুনিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া হইলাম রে উদাসিনী॥
ছিলাম আমি কাল স্বপনে প্রাণবন্ধু দেখি শ্যাম পরে****
মিশাইয়া প্রাণে প্রাণে বলি দুঃখের কাহিনী॥
কুহু কুহু গান শুনিয়া হঠাৎ গেল ঘুম ভাঙ্গিয়া
চক্ষু মেলি দেখি চাইয়া কাছে নাই গুণমণি॥
কোকিল বসন্ত কালে কাঁদাইতে কেন এলে
কইও বন্ধের চরণ তলে দুর্বিন শাহর খবর খানি॥

কথা: দুর্বিন শাহ
সূচী

প্রেম-৯: প্রেম করে হারালেম কুলমান

প্রেম করে হারালেম কুলমান
প্রেম করিলে কাঁদিতে হয় এই হল প্রেমের বিধান॥
প্রেম না করে ছিলাম গো ভালা, প্রেম করে ঘটলে জ্বালা
সোনার অঙ্গ হইল কালা, গোকুলেতে অপমান॥
না জাইনে করে পিরীতি, ঘটাইলে কেন দুর্গতি
নিষ্ঠরি প্রেমের কঠিন রীতি, নিদয়া শক্ত পাষাণ॥
যৌবনের কলি ফুটিলে, ভ্রমর আসে গন্ধ পাইলে

যৌবন কলি শুকাইলে, ভ্রমরায় ছাড়ে বাগান॥
নিষ্ঠুর প্রেমে হল দুর্দশা, বলে পাগল এ দুর্বিন শাহ
আর কি দিয়া খেলব পাশা, যৌবন হল অবসান॥

কথা: দুর্বিন শাহ
সূচী

প্রমেরে গান-১০: চিনিস্ না, সই, তোরা

চিনিস্ না, সই, তোরা, ও সে গোপীর বসন করে চুরি
যায় না গোয়াল পাড়া শ্যাম কেলে সোনা
ও সে কালো ছেঁড়া শঠের গোড়া, সদাই থাকে গোয়ালপাড়া;
ঐ একখানা গেরুয়া বসন পরিধান করে আছে সাধুর গোড়া।
তুমি শ্রীরাধারে আশ দিয়ে চন্দ্রাবলীর কুন্জে গেলে
বলি, এই কি তোমার সাধুপনা, সব গিয়াছে জানা।
তুমি শুন রে শ্যাম, বনমালী, খাট্‌বে না নাগরালী
মাথা মুড়ে ঘোল ঢালিব, আমার ব্রজাঙ্গনা।

সূচী

প্রমেরে গান-১১: বন পোড়ে তা সবাই জানে

বন পোড়ে তা সবাই জানে
মন পোড়ে ত’ কেউ না জানে।
তোমারে কাজের বেলায় ধেনু রাখা
ব্যবসা গো শ্যাম ননী চুরি।

সূচী

প্রমেরে গান-১২: ও কালা কার আশায়

ও কালা কার আশায় ঐ কদম গাছে
বাজাচ্ছ মোহন বাঁশরী
তুমি জান না কি, প্রাণের বন্ধু,   মান কৈরেছে রাইকিশোরী।
আমারা যত সখীগণে   ধরি রাধার শ্রীচরণে
মান পড়ে না তার কি করি
তুমি বাঁশীর সুরে করলে পাগল
ব্রজের পাগল রাইকিশোরী।

সূচী

প্রেমের গান-১৩: তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশী

তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশী অ প্রাণনাথ
তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশী
বাঁশী দেও, নইলে মোরে সঙ্গে নেও
নইলে কর নিজ দাসী।
অ প্রাণনাথ
তোমার বাঁশীর টানে ভাইটাল নদী উজান চলে
আমি নারী হয়ে কেমন গৃহে রই।
অ প্রাণনাথ
শ্রীকৃষ্ণ মথুরা যাইতে রাধার কাছে বিদায় নিতে
আমি নারী হয়ে বিদায় দেই কেমনে।
অ প্রাণনাথ।

সূচী

প্রেমের গান-১৪: বাঁশী বাজাইও না

বাঁশী বাজাইও না,
নন্দের সুতে বাজায় বাঁশী বাঁশী নাম লইও না।
নন্দের সুতে বাজায় বাঁশী শুনতে বিপরীত
নীরবে বসিয়া আমি শুনতাম বাঁশীর গীত
তরল বাঁশের বাঁশী তাতে সপ্ত ভেদা
বাঁশী কেমনে জানে কলঙ্কিনী রাধা।
তরল বাঁশের বাঁশী যে মূঢ়াতে পাই
কাটিয়া কাটিয়া বাঁশী সাগরে ভাসাই।
ভাসিতে ভাসিতে বাঁশী ঠেকল বালুর চরে
পবনের বাতাসে বাঁশী রাধা রাধা বলে।

সূচী

প্রেমের গান-১৫: বাঁশী বাজ ধীরে ধীরে

বাঁশী বাজ ধীরে ধীরে
এত কেন গভীর গরজ তোমার
গভীর রবে গৃহে জাগে কাল ননদী আমার।
গভীর গরজ সম্বর, ক্ষণেক ধৈরয ধর
এলাম, বিলম্ব নাই আর।
কৃষ্ণ অধর-সুধাপানে, গৌরব বেড়েছে মনে
উন্মত্ত আছ গানে, না কর বিচার।
বসি গুরুজন মাঝে, বাজ বাঁশী, মরি লাজে,
নাম ধরে বেজ না রে আর।

সূচী

প্রমেরে গান-১৬: নিঠুর কালা বাঁকা শ্যাম

নিঠুর কালা বাঁকা শ্যাম
বাঁশীতে না লইও রাধার নাম।
চন্দ্রাবতীর কুঞ্জে গেলে রে বঁধুয়া
পূর্ণ হবে মনস্কাম।
বাঁশীতে না লইও রাধার নাম।
শ্রীচরণে হৈলাম গো দাসী
যার নামে বাজাইলাম বাঁশী
গোপীর মন ভুলাতে জান রে বঁধুয়া
আমার পতির এমনি বান
বাঁশীতে না লইও রাধার নাম।

সূচী

প্রমেরে গান-১৭: চিত্তে ধৈর্য ধর, রাধে, প্রেম

চিত্তে ধৈর্য ধর, রাধে, প্রেম রেখ গোপনে
প্রেম রেখ গোপনে, রাধে, প্রেম রেখ গোপনে।
যাই না চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাধে
মিছা কেন বল গো তুমি
জন্মে জন্মে আছি বাঁধা শ্রীচরণ কমলে।
রাধে গো প্রেম রেখ গোপনে।

স্নান করি বসি গো ধ্যানে
মূলমন্ত্র জপি তোমার নাম
মন জানে প্রাণ জানে আমার বিচ্ছেদ জানে
চৈতন্তধৈর্য ধর রাধে।

সূচী

প্রমেরে গান-১৮: আমারে বানাইলে পিরীতের দেওয়ানা

আমারে বানাইলে পিরীতের দেওয়ানা, রে কালিয়া সোনা
আমারে বানাইলে পিরীতের দেওয়ানা॥
বন্ধু রে, কুল দিলাম, মন রে দিলাম, দিলাম ষোল আনা
আমার বাড়ির আগ্ দুয়ারে কার আনাগোনা রে কালিয়া সোনা॥
বন্ধু রে, ঘরে পোড়া, বাইরে পোড়া, পোড়া পিষ্ঠ সিনা
তোমার সনে প্রেম করিয়া মুখ পুড়িলাম দুনা রে, কালিয়া সোনা॥
বন্ধু রে, এ অভাগীর মনের দুঃখু অন্যে ত জানে না
শুনিলে উজান বইত গঙ্গা আর যমুনা, রে কালিয়া সোনা॥

সূচী

প্রমেরে গান-১৯: আইস রে রসিক বন্ধু একবার

আইস রে রসিক বন্ধু একবার আইস দেখি
একবার আইস দেখি রে, বন্ধু, একবার আইস দেখি॥
রঙ্গে ঢঙ্গে প্রেম করিয়া আমায় দিল ফাঁকি
কঠিন বিষম যন্ত্রণার আর কত দিন বাকী॥
চাতকিনীর মত আমি তোমার ভাবে থাকি
আসরে বইলে, প্রাণবন্ধু, আমি সারা নিশি জাগি॥

সূচী

প্রমেরে গান-২০: হারাইয়া তালাস করি প্রাণবন্ধু আমার

হারাইয়া তালাস করি প্রাণবন্ধু আমার, হায় দিল বেকরার
হারাইয়া তালাস করি, প্রাণবন্ধু আমার॥
সখীরে, পাইয়া অমূল্য ধন, সময়ে না করলাম যতন,
সেই ধনের তুলনা নাই এই জগতে আর॥
সখী রে, যাইবার কালে গেছিল কইয়া, সেই অবধি আছি চাইয়া,
আইজ পাব, কাইল পাব বলে মাশুকের দিদার॥
সখী রে, জানি না সে এমন হবে, প্রেম শিখাইয়া ভুইলে রবে
তবে কি আর ছাড়তাম তারি যুগল চরণ॥
সখী রে, কুল মান গেল রে ভাসি, বাজল না রে মিলন বাঁশী
অন্ধ হইল দুইটি আঁখি, কলিজা অঙ্গার॥

সূচী

প্রমেরে গান-২১: আমি বন্ধের প্রেমাগুনের পোড়া

আমি বন্ধুর প্রেমাগুনে পোড়া সই গো
আমি মরলে পোড়াস নে তোরা।
(সই গো সই) বন্ধু যেদিন ছেড়ে গেছে
সেদিন পোড়া দিয়ে গেছে
সে পোড়াতে হয়েছি আঙেড়া।
শোন বলি শোন প্রাণসখী
পুড়িবার কি আছে বাকি
পোড়া জিনিস কি পোড়াবি তোরা।

বনের আগুন সবাই দেখে
মনের আগুন কেউ না দেখে গো
থেকে থেকে জ্বলছে বিষম ধারা
আমি জ্বলে পুড়ে হলেম ছাই
আগুনের আর অন্ত নাই
পোড়া ছাই যায় কি কখন পোড়া।

(সই গো সই) আমায় তোমরা না পোড়াইও
যমুনাতে না ভাসাইও
তমাল গাছে বেঁধে রাখিস তোরা।
বন্ধু যদি আসে দেশে

বলিস তোরা বন্ধুর কাছে
তমাল গাছে বাঁধা আছে তোমার প্রেমের মড়া।

অন্য রূপ:

আমি বন্ধের প্রেমাগুনের পোড়া, সজনী সই গো
আমি মইলে পোড়াইস না রে তোরা॥
সই গো, যেদিন বন্ধে ফেইল্যা গেছে
এই পোড়া আমায় দিয়া গেছে গো
সেই পোড়ায় পুড়িয়া আমি হইয়াছি আঙ্গোরা॥

সূচী

প্রমেরে গান-২২: কালিজা ছেদিল গো আমার শ্যাম-পিরীতের

কালিজা ছেদিল গো আমার শ্যাম-পিরীতের বিষে
প্রাম-জ্বালায় মৈলাম গো, সই, বারণ হইবে কিসে॥
কেউ কিছু জানিলে আমার বুকে দেও গো ঘইষে
সারা অঙ্গ জর্জর্ রক্ত গেল শুইষে॥
মৈলাম, মৈলাম, মৈলাম গো সই, বিরহ নিঃশ্বাসে
বন্ধুয়ারে কেমনে দেখি, রইল বা কোন দেশে॥
যাও, যাও, সখী, তোরা ঔষধের তালাসে
আমার ভবব্যাধি দূর হইবে কৃষ্ণ শান্তিরসে॥
চারা গাছে ফল ধৈরাছে, উড়াইল বাতাসে
আর কত কাল রাখব যয়বন বন্ধুয়ার আশে॥

সূচী

প্রমেরে গান-২৩: বৃন্দাবনের বনে বনে

বৃন্দাবনের বনে বনে
 ফুল তুলিব ও।
মন মত বনমালী পেলে
ফুল মালা তার গলায় দিব ও
ফুলের মুখে ফুলের হাসি
দেখবে কালো ভোমর আসি

ও তার মোহন সুরে শুনিয়ে বাঁশী
    ঘুম পাড়াব ও।
আমি ফুলবাগানের বাসর রচি
জাগি দীঘল রাতি
ফুল চোরা সে আসে যদি
ফুলের রঙ্গে মাতি
বিনাসুতের মালায় ধরে
বাঁধব তারে ফুলের ঘরে
ফুলের পাতায় বাতাস করে
    দোল দোলাব ও।

কথা: জসিমুদ্দিন
সূচী

প্রমেরে গান-২৪: রাধ বিনে প্রাণ বাঁচেনারে

রাধ বিনে প্রাণ বাঁচেনারে
    আইনা দেরে ও সুবল ভাই
তুষের অনল জ্বালিয়ে বুকে রে
ও সুবল, রাই বলে বলে বাঁশী বাজাই।
যমুনার কূলে যেয়ে, চরণে চরণ থুয়ে
হলুদ মাখিয়ে গায়ে সিনান করে রাই
আমর মন বলে হলুদ হয়্যা রে
    যমুনাতে ভেসে বেড়াই।
কাঞ্চা সোনার অঙ্গখানি, বিজলী লইত টানি
যদি নীলাম্বরী তারে না জড়াত ভাই
চরণে নূপুর যদি না বাজিত নিরবধি
যমুনার দশা হত আমার মত ভাই।
ও যমুনার ঢেউ-এ ভেঙে চৌচির হত রে
যদি ঐ চরণে বাদ্য না বাজিত সদাই।

কথা: জসিমুদ্দিন
সূচী

প্রমেরে গান-২৫: ঐনা রূপে নয়ন দিয়ে আমার

ঐনা রূপে নয়ন দিয়ে আমার
গৃহে থাকা হইল দায়
আমার প্রাণ যায়।
জাগরে জাগরে বন্ধু, আমার অন্তরে
তোমরা হস্ত দিয়ে দেখ গো সখি আমার গায়
আমার প্রাণ যায়।
হলুদের ডুগু ডুগু, কাঞ্চা সোনার বরণ টুকু
নয়নের পথে সে রূপ পশিল হিয়ায়
কান্দিয়া মুছাইবার হইলে, মুছাইতাম নয়ন জলে
ও নয়ন জলে সেরূপ দ্বিগুণ জ্বলে, করি কি উপায়
আমার প্রাণ যায়।

কথা: জসিমুদ্দিন
সূচী

প্রমেরে গান-২৬: কোন বা দেশে যাবরে

কোন বা দেশে যাবরে
অমার বন্ধুর তালাসে
নয়নের জল প্রদীপ কইরা
আমি ঘুরব তার আশে।
রাতের বিষের পাত্র পান করিলাম পিয়ে
বন্ধু বিহীন দিনের জ্বালা আমি সইব কিবা দিয়ে
তবু, ভাঙা ঘরে আসার পাখি বাসা বান্‌তে আসে।
ব্যাদের বাঁশীর সুরে, হরিণ যেমন ধায়
আগুনে পতঙ্গ যেমন উড়ে সুখ পায়
মইরা এ প্রাণ বাইচা উঠে রে
আবার পোড়ার আসে।

কথা: জসিমুদ্দিন
সূচী

প্রমেরে গান-২৭: দেইখা আইলাম তারে

দেইখা আইলাম তারে
গলে সে পরায়া দিল নয়ন জলের হারে।
দীঘল বেঘুম রাতি, দিল সে করিয়া সাথী
আর দিল কলঙ্কের বাতি, সে করিয়া সাথী
আর কি সে আসিবে সইরে মোরে দেখা দিতে
ঝরিল তারার মালা নিশী না পোহাইতে
আজি সাওরে ভাসাইলাম ফুল, নাই কিনারা নাইকো কূল রে
ভাঙিল আশার মাস্তুল মাঝ দরিয়ার পারে।

কথা: জসিমুদ্দিন
সূচী

প্রমেরে গান-২৮: কাউয়া কালা কুঁইলা কালা

কাউয়া কালা কুঁইলা কালা
আঁখির পুতলি কালা।
আরও কালা অঙ্গের নিশানা
ওরে কালরূপে জগৎ জোড়া রে, অ বঁধুয়া॥
মনের শান্তি আইল না
তর জ্বালায় আর পরাণ ত বাঁচে না।
ওরে বারে বারে তুই আঁরে, ওরে ও কুঁইলা
মনর শান্তি ন দিলি।
তর জ্বালায় আর পরাণ ত ন বাঁচে।
কুঁইলা, তর কুটিল স্বভাব ত ন গেল্।

সূচী

প্রমে-২৯: কলসী ভাসাইয়া নিল গো হীরা

কলসী ভাসাইয়া নিল গো হীরা মন বাতাসে
আমি কেন বা আইলাম জলে
        কেন বা আইলাম জলে গো
        কেন আইলাম জলে॥
যাবু ভাইয়ের বাড়ির কাছে কত শত কূমার আছে
একটি কলসী দাও আমারে রাধাকৃষ্ণের নামের গুণে
আমি কেন বা আইলাম জলে॥

সূচী

প্রমে-৩০: জাগ, জাগ, চেংরা গো বন্ধু,

জাগ, জাগ, চেংরা গো বন্ধু, কত নিদ্রা যাও
আমি ডাকি অবলা নারী চক্ষু মেইলা চাও
সই গো চক্ষু মেইলা চাও॥
বন্ধু আমার ঘোমের গইরা
কি রূপে জাগাই
দুই হস্তে দুই ডালিম দিয়া বন্ধুরে জাগাই
বন্ধুরে জাগাই সই গো, বন্ধুরে জাগাই॥

সূচী

প্রমে-৩১: প্রেম কইরা মৈলাম গো, সই,

প্রেম কইরা মৈলাম গো, সই, বিচ্ছেদের জ্বালায়
ঘটে ঘটে আমার বন্ধু গোপনে খেলায়॥
বন্ধুর প্রেমের এমনি ধারা, আয়ু থাকতে প্রাণে মরা
প্রেম-ফাঁসি গলে দিয়া হাসায় আর কাঁদায়॥
আমি ত অবলা নারী, যয়বন জ্বালায় জ্বৈলে মরি
একবার রূপ দেখাও মোরে নইলে প্রাণ যায়॥
হৃদ-কমলে মধু ভরা, উইড়ে যায় কাল ভম্‌রা
শুকায় যে পিরীতির ফুল গাছের আগায়॥
জন্ম-মৃত্যু যাহার নাই, তারি সঙ্গে প্রেম চাই
সঙ্গে বন্ধু চিন রে, মন, বেলা বইয়া যায়।

সূচী

প্রমে-৩২: প্রাণ বন্ধুয়া বিনে গো আমার

প্রাণ বন্ধুয়া বিনে গো আমার চিত্তের কথা কেউ জানে না
যারে বলি আপন আপন, সে আমায় আপন বলে না॥
চিত্তের বেদন কেউ জানে না॥
বন্ধু আমার নাই গো দেশে

মৈলাম গো সই হা-হুতাশে
হায় রে, তা দেখে না
মনে লয় উড়িয়া যাইতাম, বিধি আমায় পাখা দিল না
চিত্তের বেদন কেউ জানে না॥
গহীন গাঙ্গের শীতল জলে
ডুবলাম কতই কুতুহলে
হায় রে জ্বালা নিভে না
জলে গেলে দ্বিগুণ জ্বলে গো, জলে আগুন আর নিভে না
চিত্তের বেদন কেউ জানে না॥
মাকালের রঙ দেখতে ভাল
উপরে লাল তার ভিতরে কাল
হায় রে, আগে জানি না
না জাইনে গরল খাইলে গো, বিষের জ্বালায় প্রাণ বাচে না
চিত্তের বেদন কেউ জানে না॥
যায় অন্তরায় প্রেমের ব্যাধি
সেই ত জানে নিরবধি
হায় রে, অন্যে জানে না
শত রোগের বৈদ্য মিলে গো, এই ব্যাধির ঔষধ মিলে না
চিত্তের বেদন কেউ জানে না॥

সূচী

প্রমে-৩৩: ঘাটে নাও লাগাইয়া, রে তুমি,

ঘাটে নাও লাগাইয়া, রে তুমি, পান খাইয়া যাও
পান খাইয়া যাও রে, বন্ধু, কথা শুইনা যাও॥
কোন দেশের মানুষ, গো তুমি, কোন বা দেশে যাও
একখান কথা কও বা না কও, পান খাইয়া যাও॥
বিনয় কৈরা ডাকছি তোমারে গো, একবার ফিইরা চাও
ঘাটে নাও লাগাইয়া তুমি পান খাইয়া যাও॥

সূচী

প্রমে-৩৪: স্বপনে নাগর বর বসিয়েছে পালঙ্কের

স্বপনে নাগর বর বসিয়েছে পালঙ্কের পরে
আজ যে দুখের দিন গেছে সে, সই, বলবো গো কার কাছে॥
হারা হয়ে প্রাণধন মিছাই দেহ আছে
আজ যে দুখের দিন গেল, বলবো গো কার কাছে॥
এই দেখাতে হল দেখা মিছাই দেহ আছে
আজ যে দুখের দিন গেল, সই, বলবো গো কার কাছে॥
অধম নরু বলে বিধাতা আমার কপালে
কতই দুখ লিখেছে, বলবো গো কার কাছে॥

সূচী

প্রমে-৩৫: আমি রূপের পাগল হইলাম রে

আমি রূপের পাগল হইলাম রে জলের ঘাটে গিয়া
সখী রে, কালত কাজল আঁখি যার পানে যায় চাইয়া
সেই আংখির তুলনা নাই রে জগৎ জুড়িয়া॥
সখী রে, এই ঘাটেতে কেউ যাইও না কলসী কাঁখে লইয়া
শ্যাম কালায় পাত্য়্যাছে ফাঁদ পিরীতের লাগিয়া
বাঁশির সুরে পাগল করে পরাণ লয় কাড়িয়া॥
সখী রে, তোমরা সবে কেউ যাইও না কদমতলা দিয়া
শ্যাম কালিয়া নেংটা করে বসন নেয় কাড়িয়া॥
সখী রে, তোমরা সবে ঘরে যাও গো, ভরা কলসী লইয়া
কইও খবর সবার আগে মোরে কুম্ভীরে গেছে লইয়া॥

সূচী

প্রমে-৩৬: অদ্য দিবস অবশেষ কালে, আচম্বিতে

অদ্য দিবস অবশেষ কালে, আচম্বিতে শ্যামের বাঁশী জয় রাধা বলে
আমি রব শুনিয়ে চম্‌কে উঠিলাম, গেলাম না কূটীলার ডরে।
মইজাছি এ তিন রসে
তিন ভাবে তিন দিকে টানে, পাই না গো দিশে
আমি স্থির হইয়ে রব কিসে, দিশা পাই না কই তোমারে॥
আমি কইতে নারি সইতে গো নারি
বোবার স্বপনের মত গুমরি গো মরি

আমার এ যৌবন যায় বিফলে
বুক ফেটে যায় তারি গো তরে॥

সূচী

প্রমে-৩৭: বল বল, অ সুবল ভাই

বল বল, অ সুবল ভাই
কেমন আছে বিধুমুখী, কমলিনী রাই
যার কারণে বৃন্দাবনে, রে সুবল, আমি কান্দিয়া সদা বেড়াই॥
আমি গিয়াছিলাম মান সাধিতে, সাধলাম রাইয়ের চরণ ধরে
নয়ন মেইলে চাইল না গো রাই॥
মনেছিল আশা, দিল দাগা রে
আমার এই পিরীতের কার্য নাই।

সূচী

প্রমে-৩৮: কল্পতরু রে, তোমরা নি দেইখাছ

কল্পতরু রে, তোমরা নি দেইখাছ শ্যামরায়।
জবাফুলে গৌরব করে আমার সর্ব অঙ্গ লাল
আমায় নিয়া খেলা করে ব্রাহ্মণের ছাওয়াল।
কচুয়ে গৌরব করে আমার লম্বা লম্বা ফুল
আকালে পাকালে আমি রাখি জাতিকুল।
সাপলায় গৌরব করে আমি উত্তম জলে ভাসি
সারারাত্র ভরিয়া আমি চন্দ্রের লগে হাসি।
কদম্ব ফুলে গৌরব করে আমার সর্ব অঙ্গে রেণু
মোরে নিয়া খেলা করে নন্দের ঘরের কানু।
চাঁদেত গৌরব করে আমি লয়ে উঠি তারা
রাধিকায় গৌরব করে আমি কানুর গলের মালা।

সূচী

প্রমে-৩৯: সমীরণে আমার কানে এ কার

সমীরণে আমার কানে এ কার গান গায়
শ্যাম প্রেমের কাঙ্গালিনী রাধায় কেন বা কাঁদায়॥
নিঃশ্বাস করিয়া বন্ধ, কান পেতে রই হইয়া ধন্ধ
বোঝা যায় না ভাল মন্দ, কী খবর জানায়॥
“শ্যা শ্যা” শুধু শুনি কানে, “ম” কথা কয় না কেনে
প্রেমত আমার তারি সনে, প্রান কান্দে যার দায়।
ওরে, মলয়, কইও গিয়া, শ্রীরাধা তারি লাগিয়া
কুল মান সব ত্যজিয়া, কান্দিয়া বেড়ায়॥
পাইয়া অবলা নারী, বুক ভেঙ্গে প্রাণ কর্‌ল চুরি
দাগা দিয়া গেল পাশুরি, নিঠুর শ্যাম রায়॥

সূচী

বাইদ্যার গান

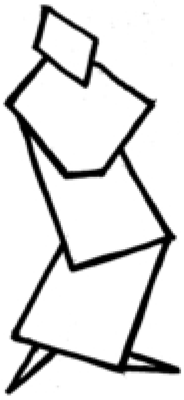

প্রথম পাতা

বাইদ্যার গান-১: সোনার বরন লখাইরে আমার

সোনার বরন লখাইরে আমার
বরন হইল কালো
কিনা সাপে দংশিল তারেরে
তাই আমারে বলোরে।
(বিধি কি হইল)
আবার কাইল হইয়াছে লখাইর বিয়া লো
মাইল্যার মুকুট দিয়া
কেমন কইরা যাবোলো আমি
মাইল্যা পাড়া দিয়া রে।
(বিধি কি হইল)
কাইল হইয়াছে বেউলার বিয়া লো
বাইনার সিন্দুর দিয়া
কেমন কইরা যাবো লো আমি
বাইনা পাড়া দিয়া রে॥
(বিধি কি হইল)

সূচী

বাইদ্যার গান-২: কোন বা দেশে রইলারে নইদ্যার চান

কোন বা দেশে রইলারে নইদ্যার চান,
আমি তোমার লাগিয়া
যোগিনী হব গো
আমি রাখব না আর কূলমান।
তোমার প্রেমের এমনি জ্বালা
কারো কাছে যায়না বলা
আমার মন করে আনচান্;
হায়রে শিমূলের তুলা যেমন
বাতাসে উড়ে গো
তুমি তেমনি উড়াও আমার প্রাণ।
তোমার লাগি কোথায় যাব
কোথায় গেলে তোমায় পাব

আমার পরানের পরান
আমি শুইলে স্বপনে
তোমাকে দেখিগো
আমার চইম্‌কা চইম্‌কা উঠে প্রাণ॥

সূচী

বাইদ্যার গান-৩: সাপ খেলা দেখবি যদি

সাপ খেলা দেখবি যদি
আয় লো সোনা বউ
সাপ খেলা দেখবি যদি আয়।
সাপে যখন ফনা ধরে
আলকাতরার মায় চিকরাইয়া মরে
মোড়াইতে মোড়াইতে সাপ
গদে চইলা যায় লো সোনা বউ।

সূচী

বাইদ্যার গান-৪: আমি বলি এই সভাতে

আমি বলি এই সভাতে
মইজাছি বাইদার পিরিতে।
ও আমার কি ক্ষণে দেখা হইল
বাইদার সাথে।
ও আমায় বাহির করে আনলো
বড় দুঃখেতে মইজাছি বাইদার পিরিতে।
ও সে আমারে গাওয়ালে দিয়া
বাইদা করল আরেক নিহা গো।
ও আমি ঘরে আইস্যা দেখি
আরেক সতীন লো
বড় দুঃখেতে মইজাছি বাইদার পিরিতে।

সূচী

বাইদ্যার গান-৫: ওলো আমার রসের বাইদানী

ওলো আমার রসের বাইদানী
রসবতীর মালা নিবিনি
(ও আমার আহ্লাদী)
আয়না আনছি, চেরন আনছি
আরও আনছি লোলা ঝুমি ঝুমি
চুল বান্ধনের ফিতা আনছি
রাঙা হুতার কাপড় কিনছি
রসবতীর মালা নিবিনি
(ও আমার আহ্লাদী)।

সূচী

বাইদ্যার গান-৬: এইনা শাবন মাসে

এইনা শাবন মাসে
ঘন বৃষ্টি পড়ে।
কেমন করে থাকবো লো আমি
অন্ধকার ঘরে।
সোনার বরন ন'খাইরে আমার
বরন হইল কালো
কিনা সাপে দংশিল তারে
তাই আমারে বল।
কাইল হইয়াছে ন'খাইর বিয়া
মালীর মুকুট দিয়া
কেমন করে যাবো লো আমি
মালী পাড়া দিয়া।
কাইল হইয়াছে বেউলার বিয়া
বাইনার সিঁদুর দিয়া
কোমন করে যাব লো আমি
বাইনা পাড়া দিয়া।

সূচী

বাইদ্যার গান-৭: যে না বরে বাঁচেরে আমার

যে না বরে বাঁচেরে আমার
ভোলা মহেশ্বর
সেই ও বরে বাঁচেরে আমার
সোনার লক্ষীন্দর।
শূলপানি শিব দুর্গা
কৈলাসেতে বাস
মনসা তাদের পাশে
রহেন বার মান।
মনসা দেবীর দয়ায়
লক্ষীন্দর পায় প্রাণ
সপ্ত ডিঙা মধুকর পাইয়া চাঁন্দর
দেবীর গূণ গান।

সূচী

বাইদ্যার গান-৮: সাপ ধরা মোর জাতি গো

সাপ ধরা মোর জাতি গো ব্যাবসা
সাপরুর মেয়ে গো
বড় সাপের খেলা গো দেখাই
নগরে বাজারে গো॥
উঁচ কপালি চিরল গো দাঁতি
লাম্বা মাথার কেশ গো
চিরল দাঁতের মিছরি গো দিয়া
পাগল করলো দেশ গো॥
বিধি কি হইল।
আইস আইস কামাইর‍্যা ভাই গো
খাও বাটার পান গো
ভালা কইর‍্যা গইড়ো গো কামার
লোহার মাঞ্জস খান গো।
বিধি কি হইল।
সাত ভাইয়ের ভগ্নী গো আমি
নয়না মামুর ভাগ্নী গো
কাল রাত্রি পদ্মা গো বতী
মোরে কইলো রাড়ী গো॥
বিধি কি হইল।

সূচী

বিচ্ছেদী

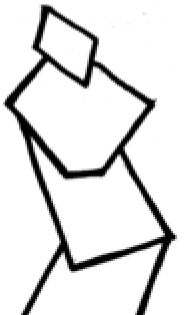

প্রথম পাতা

বিচ্ছেদী-১: আমার কালো পাখি গেল উড়ে

আমার কালো পাখি গেল উড়ে
ভালোবাসার শিকল ছিঁড়ে।
কী হবে গো প্রাণসখী
শূন্য পিঞ্জর যত্ন করে।
সখি গো—
দিয়ে রাধা প্রেম সুধা
মিটাইতো পাখির ক্ষুধা
বসাইতো হৃদয় পিঞ্জরে;
তারে অনুরাগের কপাট দিয়ে
রাখত বেঁধে ভাবের ঘোরে।
সখি গো—
পিঞ্জরাতে ধরলো ঘুণে
খসে পড়ে দিনে দিনে
একবার এনে দেখাও গো তাহারে;
অধীন মৃণাল বলে সেই পাখিটি
কুব্জায় রেখেছে ধরে॥

সূচী

বিচ্ছেদী -২: না বাজায়ো বন্ধু তোমার

না বাজায়ো বন্ধু তোমার রাধা নামের বাঁশরী
আমি যাব না যমুনার ঘাটে ভরিতে আর ডাগরি
বাজায়ো না বাঁশী বাজায়ো না।
কুটনা কাটিতে গেলাম কাটিলাম আঙুল
রন্ধন করিতে বসলাম পুড়াইলাম চুল
আমি চলিতে টলিয়া পড়ি যেই না বাঁশী শোনা।
বাজায়ো না বাঁশী বাজায়ো না।
নারীর যৌবন রে বন্ধু চন্দনের বন
পবনে উড়ায়ে দিলাম গন্ধে ভরা মন।
কলসী ভরিতে বন্ধু ভরিলাম নয়ন
ফুলের বিছানা হইল কন্টক শয়ন।
আমি জীয়ন্তে জ্বলিয়া মরি প্রেমাগুণে জ্বালাইয়ো না।
বাজায়ো না বাঁশী বাজায়ো না।

সূচী

বিচ্ছেদী-৩: সুখ বসন্ত আইসে যায়

সুখ বসন্ত আইসে যায়
কুকিল গাছে ডাকে হায়
খসম হামার গ্যালারে বিদ্যাশ
    ফির‌্যাত আর আইলা না।
বাঘ-ভাল্লুকের দ্যাশে রে
খসম হরিয়া কি তায় গ্যালারে
আমার হাতের রান্ধা ছালুন চাইখ্যা গ্যালা না
খসম তুমি তো আর ফির‌্যা আইলা না।
খসম আইলে বসতে দিমু
কাঁঠাল কাঠের পিঁড়া
কাইট্যা আনুম মানের পাত
তাতে দিমু ভাত
মানের গোড়ায় ছাই দিয়া
    দিমু মাথার কিড়া।
ঝড় বাদলের শীতে রে
খসম তোষক নাহি পাও
হামার শাড়ির আঁচল দিয়া
    ঢাইকো তোমার গাও।
পুঁথিরা মালা কিনতে গ্যালা
হাট হইতে আর ফিরলা না
    খসম তুমি তো আমার ঘরে আইলা না।

সূচী

ব*চ্ছিদী-৪: কালারে কইরো গো মানা

কালারে কইরো গো মানা
সে যেন আমার কুঞ্জে আসে না॥
সে যে কার কুঞ্জেতে পোহায় নিশি
আমারে করেছে বঞ্চনা॥

(সখী গো) জ্বালাইয়া মোমের বাতি
জাইগ্যা রইলাম সারা রাতি
বাসি হইল সুরের বিছানা॥
আমি মরমে জ্বলিয়া মরি
নিঠুর শ্যাম কি জানে না॥
প্রেম করা রাখালের সনে
সে কি প্রেমের মর্ম জানে
তোমরা কি তা জানিয়াও জানো না?

সূচী

বিচ্ছেদি-৫: শ্যাম বিচ্ছেদে প্রাণ বাঁচে না

শ্যাম বিচ্ছেদে প্রাণ বাঁচে না
মইলো গো রাই কাঁচা সোনা॥
সখি গো আমি রাইয়ের বৃন্দাদূতী
তোমায় নিতে আসিয়াছি
যাবে কি না যাবে বলো না
রাইয়ের দেইখে আইলাম দশম দশা
দেহেতে প্রাণ আছে কিনা॥
সখি গো নন্দরানী কেন্দে অন্ধ
হারাইয়ে প্রাণের গোবিন্দ
নন্দ রাজায় নয়ন মেলে না
ব্রজের গাভীগুলি তৃণ খায়না
ফুলেতে ভ্রমর বসে না॥
সখি গো মথুরাতে হইয়ে রাজা
কুব্জার সনে ভালোবাসা
রাধার কথা কিছুই মনে নাই
রাধারমণ বলে বৃন্দাবনে
দশমী আজ লাগলো কি না॥

সূচী

বিচ্ছেদি-৬: দিবানিশি পড়ে মনে শ্যাম বিনে

দিবানিশি পড়ে মনে শ্যাম বিনে প্রাণ যায় গো যায়
আমার শ্যাম বিনে প্রাণ যায় গো যায়
কই রইলো মোর প্রাণবন্ধু শ্যামরায়॥
বন্ধুর বিচ্ছেদানলে সদাই আমার অঙ্গ জ্বলে
জলে গেলে দ্বিগুন জ্বলে আমার নিভাইতে নাহি উপায়
কই রইলো মোর প্রাণবন্ধু শ্যামরায়॥
আপন জনে সাধে সাধে প্রাণ সঁপেছি তারই পদে
না জানি কোন অপরাধে আমার সাধের নিশি বয়ে যায়
কই রইলো মোর প্রাণবন্ধু শ্যামরায়॥
নবীন নবীন পুষ্প তুলে হার গেঁথেছি দিবো গলে
এলো না মোর প্রাণ কালিয়া আমি দিবো মালা কার গলায়॥
কই রইলো মোর প্রাণবন্ধু শ্যামরায়॥

সূচী

বিচ্ছেদি-৭: শ্যামের বাঁশি শুন সজনী

শ্যামের বাঁশি শুন সজনী
ঐ বাজে দূর কাননে
শীঘ্র কইরে জেনে এসো
নিকুঞ্জ কি নিধুবনে॥
একে আমি কুলবালা
ঘরে গুরুজনার জ্বালা
বাঁশি দেয় গো দ্বিগুন জ্বালা
অবলা বাঁচে কেমনে॥
কি যাদু জানে রে বাঁশি
মন প্রাণ হয় উদাসী
হইতে চাই গো বনবাসী
কাজ কি আমার কুলমানে॥
শুনিয়া বাঁশির সুতান
বিবশ হয় রাধার পরাণ
যমুনা বহিছে উজানে
বলিছে জয় নারায়ণে॥

সূচী

বিচ্ছেদি (বৈষ্ণবী)-৮: কোথায় রহিলা বন্ধু দেখা দাও

কোথায় রহিলা বন্ধু দেখা দাও আমায়
কত দিন হইল গত, মরি হে প্রেম জ্বালায়
বন্ধু হে দেখা দাও আমায়।
বন্ধু হে মীনের মত ডুবে রইলাম
তোমারই আশায়
আমার সে আশা নৈরাশা হৈল
বন্ধু তুমি রহিলে কোথায়
বন্ধু হে অভাগিনী বলে কি গো
মনে নেই তোমার।
আমায় ভাসাইলে ডুব সাগরে
এ দুঃখ কে প্রাণে সহ্য হয়
কোথায় রহিলা বন্ধু
দেখা দাও আমায়॥

সূচী

বিচ্ছেদি (বৈষ্ণবী)-৯: মনের মানুষ নইলে

মনের মানুষ নইলে
মনের কথা কইও না।
কথা কইও না, প্রাণ সজনী গো
মনের মানুষ নইলে
মনের কথা কইও না।
(আবার) অসতেরই এমনি ধারা
চোরের নাও সাউধের নিশানা
মুখের কথায় সব সেরে যায়
কাজে কিছু না।
ওগো শিমুল ফুলের রঙ দেখিয়ে
ঝম্প দিও না
মনের মানুষ নইলে

মনের কথা কইও না।
আমার পূর্ব জন্মের কর্ম ফলে
যদি মনের মানুষ মিলে
নাম লিখিতাম দাসী বলে
হইতাম তার কিনা। ****
গোঁসাই ঘরনী রামায় কয়
তেমন গো নইলে
মনের মানুষ মিলে না।

সূচী

বিচ্ছেদি (বৈষ্ণবী)-১০: তারে ভুলাইয়া রেখেছে

তারে ভুলাইয়া রেখেছে
কোন প্রাণসজনী
এইল না শ্যাম গুণমনী।
ও কেন এইল না রাত্র নিশাকালে
ভ্রমরা গুঞ্জরে ফুলে
তাতে কুকিলা করে কুহুধ্বনি
প্রাণসজনী।
কৃষ্ণ ছাড়া রই কেমনে
প্রাণে ধৈর্য নাহি মানে
আমি বৃন্দাবনে হইলাম কলঙ্কিনী।
আসবে বইলে রসরাজ
পালঙ্কে করেছি সাজ
আমি পূজা দিব এই মন-ফুলে
প্রাণসজনী
এল না শ্যাম গুণমনী।

সূচী

বিচ্ছেদি (বৈষ্ণবী)-১১: যখন বন্ধু জ্বলবে রে প্রাণ

যখন বন্ধু জ্বলবে রে প্রাণ
আমারই নাম লইও
তোমার দেওয়া মালার সনে
দুঃখের কথা কইও
বন্ধু আমারই নাম লইও।
আমি রইব তোমার লাইগ্যা
তুমি রইবা আমার লাইগ্যা
এ জনমের আশা লইয়া
আর জনমে আইসো
বন্ধু আমারই নাম লইও।
বিধি মোদের হৈল বাম
মিলন নাহি হৈল
কত অপযশের কথা
কত জনায় কইল॥

সূচী

বিচ্ছেদি (বৈশ্ণবী)-১২: কোন বনে বাজায় গো বাঁশী

কোন বনে বাজায় গো বাঁশী
বন্ধু শ্যাম রায়
বাঁশীর সুরে মন উদাসী
আমার প্রাণ লইয়া যায়।
কোন বনে বাজায় গো বাঁশী
বন্ধু শ্যাম রায়॥
যখন আমি রান্নায় বসি
তখন কালা বাজায় বাঁশী
প্রাণ বিদরে যায়।
কোন বনে বাজায় গো বাঁশী
বন্ধু শ্যাম রায়॥
কোন বনে বাজায় গো বাঁশী
মধুর ধ্বনি শোনা যায়
বাজায় বাঁশী কাল শশী
কান্দি আমি দিবানিশি

সময় বুঝে না।
কোন বনে বাজায় গো বাঁশী
বন্ধু শ্যাম রায়॥
বন্ধু অসময়ে বাজায় গো বাঁশী
মন প্রাণ হইরে নেয়।
কোন বনে বাজায় গো বাঁশী
বন্ধু শ্যাম রায়॥

সূচী

বিচ্ছেদী-১৩: মন দুঃখে মরিরে সুবল সখা

মন দুঃখে মরিরে সুবল সখা
ব্রজের কিশোরী রাধা বিনে॥
বিনা কাষ্ঠে জ্বলছে অনল
শ্রীরাধা বিহনে রে॥
সুবল রে, ওরে প্রাণের সুবল
ভাই বলি তোমারে সুবল
দাদা বলি তোরে
ব্রজেশ্বরী রাই কিশোরী, সুবল রে
আইন্যা দে আমারে॥
যখন আমার প্রাণ যাবে
বাইন্ধ তমাল ডালে
জলে স্থলে শ্রীরাধিকা
দেখিবে আমারে॥

সূচী

বিজয়া

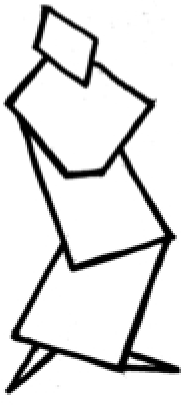

প্রথম পাতা

বিজয়া-১: কোথায় যাবে কোথায় যাবে

কোথায় যাবে কোথায় যাবে
ও জননী কোথায় যাবে;
নিতে আইল ভোলানাথ বৈরাগী
ও মা কোথায় যাবে?
সপ্তমী অষ্টমী তিথি
নবমী কইর‍্যাছে থিতি
মা গো কাল হইল বিজয়া দশমী
ও মা কোথায় যাবে?

সূচী

বিজয়ার গান-২: নবমী নিশি গো তুমি

নবমী নিশি গো তুমি
আর যেও না,
তুমি গেলে উমা যাবে,
নয়ন জল শুকাবে না।
সপ্তমী আর অষ্টমীতে,
সুখে ছিলাম দিনে রাতে,
আজি আমার ক্ষণে ক্ষণে,
নয়ন জল কেন মানে না।
নবমীর নিশি ওগো ধরি তোমার পায়,
একবার দেখ চেয়ে তোমার উমা মায়,
তোমার সাথে উমা মাকে নিয়ে যেও না॥

সূচী

বিজয়া-৩: সপ্তমীতে মা জননী মণ্ডপে মণ্ডপে

সপ্তমীতে মা জননী মণ্ডপে মণ্ডপে
অষ্টমীতে মা জননী ফুলে-ফলে-ধূপে॥
নবমীতে মা জননী নিশি পোহাইলা
দশমীতে পাগল ভুলা নাচিতে লাগিলা॥

শিবে দুর্গারে লইয়া যাবে কৈলাস ভুবন
বিসর্জনের বাজনা বাজে বিজয়া গমন॥
আইল আমার ভুলানাথরে
আইল আমার কাশীনাথ আইল আমার তিননাথ
ভুলানাথের শিঙ্গায় বলে
ববভম ববভম বিবিভিম বিবিভিম ভিম
ভম ভম॥

সূচী

বিজয়া-৪: মঙ্গল ঘট সারি সারি

মঙ্গল ঘট সারি সারি
শুভযাত্রা করেন গৌরী
যাবে গৌরী কৈলাস ভুবনে॥
মেনকা লইয়া কোলে
ভাসিল আঁখির জলে
চাঁদমুখ দেখিব কেমনে॥
উমা ধন কৈলাস যাবে
মা বলিয়া কে ডাকিবে
কি দেখিয়া জুড়াবে মায়ের পরাণ।
আর যত নগরবাসী
চেয়ে মায়ের মুখ-শশী
কান্দে সবে বিদরে পাষাণ॥
শঙ্খঘণ্টা বাদ্য বাজে
বিদ্যাধরীগণ নাচে
উলুধ্বনী দেয় নারীগণে।
জয় জয় বলে লোকে
হরি ধ্বনি চারিদিকে
গায় গীত শ্রীমধুসূদনে॥

সূচী

বিয়ের গান

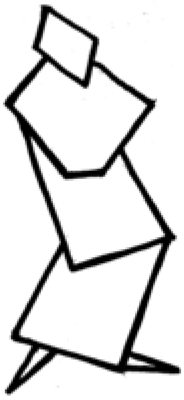

বিয়ের গান-১: হায়রে পিতলের কলসী

(জল ভরার গান)
হায়রে পিতলের কলসী
তোরে লইয়া যাব যমুনায়।
যমুনার জল কালো
পিতলের কলসী ভালো,
কাপড় দিয়া যৈবন দেখা যায়।
যখন তারে মনে করি

সূচী

বিয়ের গান-২: হায় গো জলে ঢেউ দিও না

হায় গো জলে ঢেউ দিও না সখি
আমি জলের ঘাটে কৃষ্ণরূপ নেহারি।
এক কালা কদম্বতলে,
আর কালা যমুনার জলে,
কোন কালা শ্যাম চিনিতে না পারি।
বিরজা হইয়াছে নদী,
সর্প হইল বংশীধারী,
সর্পশিরে হইল ময়ূর পাখী।
গায়ের কাপড় ঢাকনা দিয়ে
রাখব তোরে যত্ন করে
রূপ দেখিয়া রইল ভুলে আঁখি॥

সূচী

বিয়া-৩: সোহাগ চাঁদ বদনী ধনি

সোহাগ চাঁদ বদনী ধনি   নাচ তো দেখি
        বালা নাচো তো দেখি।
নাচেন ভালো সুন্দরী এ   বাঁধেন ভালো চুল
হেলিয়া দুলিয়া পড়ে   নাগকেশরের ফুল।
        নাগকেশরের ফুল   বালা॥

রুণুর ঝুনুর নূপুর বাজে ঠুমুকঠুমুক তালে
নয়নে নয়ন মিলিয়া গেল   শরমের রঙ লাগে গালে।
যেমনি নাচেন নাগর কানাই তেমনি নাচে রাই
একবার নাচিয়া ভুলাও তে দেখি নাগর কানাই॥

অন্য রূপ

সুহাগ চাঁন্দ বদনী দনি
নাচতো দেকি
বালা নাচ চাইন দেকি ভালা নাচ চাইন দেকি॥
এগো যেমনি নাচইন নাগর খানাই
তেমনি নাচইন রাই
নাচিয়া বুলাও চাইন
নাগর খানাই
ও রাই নাগর খানাই॥
এগো নাচইন বালা সুন্দরিয়ে
ফিন্দুইন বালা নেত
যেন এলিয়া দুলিয়া ফড়ইন
সুন্দি জালির বেত
বালা নাচ তো দেখি॥

দ্র: সিলেটি অঞ্চলের ধামাইল গান।
সূচী

বিয়া-৪: আমতলায় ঝামুর ঝুমুর

আমতলায় ঝামুর ঝুমুর কলা তলায় বিয়া
আইলা গো সুন্দর জামাই মুটুক মাথায় দিয়া।
মুটুকের তলে তলে চন্দনের ফোঁটা
চলো গো সই সবে মিলে বরণ করি গিয়া॥
থমকে থমকে হাঁটে   ও রাধে
আম গাছের খেতে যেমন ময়ূরে পেখম ধরে।
আগে যায় গো শ্যামরায় পিছে যায় গো রাধা
আরো পিছে যায় ও পুরুত জীবন হাতে লইয়া।
এক পাক দুই পাক তিন পাক যায়
সাত পাক দিয়া রাধে নয়ন তুইলা চায়॥

সূচী

বিয়া-৫: লীলাবালি লীলাবালি ভর

লীলাবালি লীলাবালি ভর যুবতী সই মোর
কি দিয়া সাজাইমু তরে॥
হাত চাইয়া বালা দিমু পান্না লাগাইয়া সই মোর
কি দিয়া সাজাইমু তরে॥
কান চাইয়া কানফুল দিমু মোতিয়া লাগাইয়া সই মোর
কি দিয়া সাজাইমু তরে॥
নাক চাইয়া বেসর দিমু চুনিয়া লাগাইয়া সই মোর
কি দিয়া সাজাইমু তরে॥
পিন্দন চাইয়া শাড়ি দিমু ওড়না লাগাইয়া সই মোর
কি দিয়া সাজাইমু তরে॥
পাও চাইয়া পায়জোর দিমু ঘুঙ্গুরা লাগাইয়া সই মোর
কি দিয়া সাজাইমু তরে॥
আইসইন লীলাবালি ঠমকি ঠমকি
বাইসইন লীলাবালি বালা গো
না জানু কোন ইর্‌সে লীলাবালি
না জানু কোন তামসে লীলাবালি
কুন কুন সওদা মাঙ্গোইন গো॥
নাকের বেসর কানের পাশা॥

কথা ও সুর: প্রচলিত
সূচী

বিয়া-৬: তোমার রামের অধিবাসের রানী সময়

তোমার রামের অধিবাসের রানী সময় গেল।
গা তোল কৌশল্যা রানী নিশি প্রভাত হইল॥
তোমারা সখী আনগো হলুদ, আনগো হলুদ সকালে।
আমার রামেরে সিনান করাও অতি সকালে॥

সূচী

বিয়া-৭: জলে ঢেউ দিও না গো

জলে ঢেউ দিও না গো সখী
ঢেউ দিওনা, ঢেউ দিওনা
আমরা জলের চাতকী।
জলের কালোরূপ নিরখি
জলে ঢেউ দিও না গো সখী।
আগে সখী, পাছে গো সখী
মধ্যে রাধা চন্দ্রমুখী।
ঢেউ দিওনা সখী কৃষ্ণের কালোরূপ নিরখি।
কেহর পৈরন নীলাম্বরী
কেহর পৈরন সাদা ধুতি
রাধার পৈরনে শাড়ি
তাতে কৃষ্ণের নামটি লেখা দেখি॥

সূচী

বিয়া-৮: রাধা শ্যাম একাসনে সেজেছে ভাল

রাধা শ্যাম একাসনে সেজেছে ভাল
লো সখী সেজেছে ভাল।
শ্যামের ভঙ্গীটি বাঁকা
চূড়ায় ময়ূরের পাখা
ওলো রাই আমাদের হেমবরনী
শ্যাম চিকন কালো।

সূচী

বিয়া-৯: চল সজনী দেখে আসি সীতা

চল সজনী দেখে আসি সীতা সাজাবার বাকী কি?
আমরা বকুল বনে যাই, বকুল ফুল টোকাই
বকুল ফুলের মালা গেঁথে
আমরা রামসীতা সাজাই।
আমরা বিনা জলে চন্দন ঘষে
রাম ললাটে দিয়েছি
বিনা তেলে কাজল করে

সীতার চোখে দিয়েছি।
আমরা মালী বাড়ি যাই
মুকুট নিয়ে এসে রাম কে সাজাই।
আমরা পাত্র বাড়ি যাই
পাটি নিয়ে এসে রামকে বসাই।
আমরা কুমার বাড়ি যাই
পিঁড়ি নিয়ে এসে সীতাকে বসাই।

সূচী

বিয়া-১০: সীতা সুন্দর মাজাতে চেলেনীর কোচাতে

সীতা সুন্দর মাজাতে চেলেনীর কোচাতে
সাজ সীতা সুন্দর সাজে।
সীতার সুন্দর ললাটে সোনার টিপটি
সেজেছে সীতা সুন্দর সাজে।
সীতার সুন্দর কণ্ঠে সোনার হাসুলি
সেজেছে সীতা সুন্দর সাজে।
সীতার সুন্দর মস্তকে সুন্দর বেণীটি
বেঁধেছে সীতা সুন্দর খোঁপাটি।
সীতার সুন্দর হাতে সোনার বাজুটি
সেজেছে সীতা সুন্দর সাজে।
সীতার সুন্দর আঙুলে সোনার অঙ্গুরী
পর সীতা আভরণ হে।
সীতার সুন্দর নয়ানে সুন্দর চাহনি
হাসিছে সীতা সুন্দর হাসিটি
সুন্দর মালিকা, দীপ উজলা
বসিবে সীতা রামের পাশে॥

সূচী

বিয়া-১১: মাকে যে বলেছিলে দুধের পখুর

মাকে যে বলেছিলে দুধের পখুর দিতে
শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় দুধ খেয়ে লিতে।
বাবাকে যে বলেছিলে আম জাম রুয়ে
শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় জড় পিড়ে লিতে।
মা কাঁদে মাঝিয়ে ঘরে বাবা কাঁদে ভিতর ঘরে
পিঠের ভাই কাঁদে রনামেরো ভাই॥

সূচী

বিয়া-১২: উত্তরে পাতিয়া মেঘ, দক্ষিণে গঞ্জরে

উত্তরে পাতিয়া মেঘ, দক্ষিণে গঞ্জরে রে, ও রাম কানাইরে
তুমি এমন সুন্দর গো শ্রীমতি, তোমার সিঁথি রয়েছে খালি।
হুকুম যদি করতা গো শ্রীমতি, আমি সিন্দুর পরাইতাম
আমি, হুকুম দারোগা।
আগে আছে পঞ্চসখি, রাই, কলসি চোরাইতে, চল যাই
যে না ঘাটে যাবা গো কলসি চোরাইতে, চল যাই
যে না ঘাটে যাবা গো কলসি চোরাইতে,
সেই না ঘাটে নাইবের পানসি।
ঠেলিয়া যাও নাইবের পানসি, ভরিয়া আন কাঞ্চের কলসি,
ও রাম কানাই রে।

সূচী

বিয়া-১৩: তুমি আমি লেখি পড়ি এক্কই

তুমি আমি লেখি পড়ি এক্কই গুরুর ঠাঁই।
পড়িয়া গেল হস্তের কলম
তুলিয়া দেও মোর হাতে, মালঞ্চ কন্যা।
ওনা কথা থুইয়ারে, মাধব কুমার, আরও কথা কও।
আমার বাপ বরুণ রাজা, এনা কথা শুনলে
গরদান মারবে তোমারে।
আমার বাপের চাকর হইছে তোমার বাপের উজির।
আমার বাপের তালুকে বান্ধে তোমার বাপের ঘোড়া।
আমার বাপের চাকরি করিয়ারে, মাধব কুমার,

খাইল তোমার বাপ ও দাদা চিরকাল।
ঐ সব থুইয়া মালঙ্গ কন্যা
বিয়া করিমু আমি তোমারে।
আমার বাপে এই কথা শুনলে, মাধব কুমার,
তোমার মালামাল সব নিবে সরকারে।

সূচী

বিয়া-১৪: এ শুভ উৎসবে সাজি, আয়

এ শুভ উৎসবে সাজি, আয় লো তোরা এয়োগণে।
চিরশুভঙ্করী তোরা শুভ তোদের সম্মিলনে॥
কোলের শিশু কোলে কর, সীমন্তে সিন্দুর পর
কূলবালার এই তো ভূষণ, কাজ কি অন্য আভরণে॥
সাজাও সবে ফুলডালা, জবা দলে গাঁথব মালা
পূজিব সর্বমঙ্গলা সকলে তাঁর কৃপাগুণে॥
তাঁহার প্রসাদ বলি, লব সবে কোলে তুলি
হেইরব মহিমা তাঁরি বর-বধুর সম্মিলনে॥

সূচী

বিয়া-১৫: কাসেতে করতাল বাজে, ধলা ঘোড়া

কাসেতে করতাল বাজে, ধলা ঘোড়া সাজে
রামচন্দ্র চলিলেন সীতার বাসরে।
যদি রে সুন্দর রামরে, সীতা কর বিয়া
কনক বাঁশের ধনু গুণ চড়াও গিয়া।
একে তো সুন্দর রাম, ক্ষীণ্ণ মাঝের তনু
কেমনে চরাইব রামে কনক বাঁশের ধনু।
যদি রে সুন্দর রাম, সীতা কর বিয়া
বাটা ভরা অলঙ্কার লইয়া আস গিয়া।
রামেত লইল জিনিষ বাটায় ভরিয়া
লক্ষণে লইল নোলক কডরায় ভরিয়া।
তব মায় যে কইছিল গো কন্যা নির্ধন্যা বলিয়া
পর গো, পর গো কন্যা, এছিয়া বাছিয়া।

ঘুমেতে চঞ্চল সীতা, ক্ষিদায় কাতর
জিনিষ ফেলাইয়া দিল পালঙ্কের উপর।
একে তো সুন্দর রাম বুদ্ধির সাগর
জিনিষ টুকাইয়া লইল পালঙ্কের উপর।

সূচী

বিয়া-১৬: আমার সোনার চাঁদকে কামাইতে

আমার সোনার চাঁদকে কামাইতে
নবদ্বীপের নাপিত আইসাছে।
হাত ভালা কামাও, নাপিত, হাতের দশ নৌখ রে।
পাও ভালা কামাও, নাপিত, পায়ের দশ নৌখ রে।
মুখ ভালা কামাও, নাপিত, পূর্ণমাসীর চান্দ রে।
মাথা ভাল কামাও, নাপিত, ডাব নারিকেল রে।
ভালা কইরা কামাইলে, পাইবে জমী বাড়ি রে।
ভালা না হইলে, নাপিত, খাইবে জুতার বাড়ি রে।

সূচী

বিয়া-১৭: আনন্দে মাতিল সর্বপুরী

আনন্দে মাতিল সর্বপুরী
চল রঙ্গ দেখি, সহচরী।
মৎস আইছে ভারে ভারে
জালুয়া সহকারে
ঝাঁকায় ঝাঁকায় পূর্ণ করি
তৈল কাপড় আইস্যাছে ঋষির বাড়ি।
দধি আইছে ভারে ভারে,
গোয়ালা সহকারে
ভাণ্ডে ভাণ্ডে আছে সারি সারি
তৈল কাপড় আইস্যাছে ঋষির বাড়ি।
শঙ্খ আইছে ভারে ভারে,
শঙ্খারু সহকারে
দেইখ্যা ভুলে ঝিয়ারী বহুরী

তৈল কাপড় আইস্যাছে ঋষির বাড়ি।
সিন্দুর আইছে ভারে ভারে,
পসারু সহকারে
কাম সিন্দুর থানে থানে ভরি
তৈল কাপড় আইস্যাছে ঋষির বাড়ি।
শাড়ী আইছে ভারে ভারে
তাঁতিয়া সহকারে
প্রভাবতী লীলা কান্তেশ্বরী
তৈল কাপড় আইস্যাছে ঋষির বাড়ি।
পান আইছে ভারে ভারে
বারুই সহকারে
বাংলা সাচি খাসিয়া পাহাড়ী
তৈল কাপড় আইস্যাছে ঋষির বাড়ি।
গুয়া আইছে ভারে ভারে
গাছুয়া সহকারে
দেখ কত রঙ্গের সুপারি
তৈল কাপড় আইস্যাছে ঋষির বাড়ি।
তৈল আইছে ভারে ভারে
কুলুয়া সহকারে
গন্ধ তৈলের বামুন বেপারী
তৈল কাপড় আইস্যাছে ঋষির বাড়ি।

সূচী

বিয়া-১৮: ওহে ভারতবাসী, দেখ দেখ আসি

ওহে ভারতবাসী, দেখ দেখ আসি
আইজ মিথিলা নগরে
মৎসর পাসর সারি সারি
জালুয়ায় বেড়িল বাড়ী
সীতা দেবীর তৈল কাপড়ে।
আইল দধির ভাণ্ড,
দেখ বইস্যা কি প্রকাণ্ড
পাঠায়েছে শঙ্খ সিন্দুরে

সীতা দেবীর তৈল কাপড়ে।

পাঠাইয়াছে গুয়া পান
পরবত পরমাণ
পাঠাইয়াছে তৈল ভৃঙ্গারে
সীতা দেবীর তৈল কাপড়ে।

পাঠাইছে স্বদেশী শাড়ী,
খদ্দরের বটাদারী
বন্দেমাতরম লেখা পাইড়ে
সীতা দেবীর তৈল কাপড়ে।

পাঠাইয়াছে চরকা তুলা
নাটাই টাকুয়া মেলা
ধনু দণ্ড সূতা ধুনিবারে
সীতা দেবীর তৈল কাপড়ে।

বন্দেমাতরম বলি
আঘ্রিয়া পুছিয়া তুলি
সকলই রাখ নিয়া ঘরে
সীতা দেবীর তৈল কাপড়ে।

সূচী

ভাদু

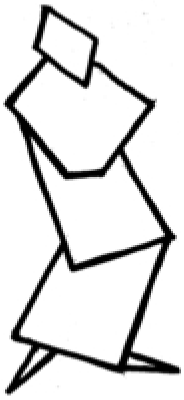

প্রথম পাতা

ভাদু-১: আমার ঘরকে ভাদু এইলেন

আমার ঘরকে ভাদু এইলেন
কুখাকে বসাবো, কুখাকে বসাবো
পিয়াল গাছের তলায়
আসন সাজাবো, আসন সাজাবো।
আমার সোনার ভাদুক্
কোলে তুলে লিব, সোহাগ লাচাবো।
ভাদুর লেইগে সাধের মোয়া
লাড়ু বেন্ধেছি, লাড়ু বেন্ধেছি
আঁচল ভরা কড়কড়া
কদ্মা রেখ্যেছি।
ভাদু খাবেক কড়কড়া
মতির দাঁতে আওয়াজ দেবে
কুটুর মুটুর মড়মড়া
কুটুর মুটুর মড়মড়া॥

সূচী

ভাদু-২: ভাদু পরবের হাট লাগলো রে

ভাদু পরবের হাট লাগলো রে
ও ভাদু সোহাগিরা
কেউ পরেছে নাকে নোলক
কেউ বা পায়ে মল রে॥
আমার ভাদুর গলে ফুল মালা
কে পরিয়ে দিয়েছে
ফুলের আলিস ফুলের বালিশ
ফুলের করব বিছানা
আমার ভাদু শুতে নারে
গঞ্জনায় প্রাণ বাঁচে না
কে পরিয়ে দিয়েছে॥
তালতলাতে দাঁড়াও ভাদু
তাল পাতে কি জল কাটে

মোমের ছাতা তুলে ধর
সোনার অঙ্গ যায় ভেসে
কে পরিয়ে দিয়েছে॥
তালতলাতে গিয়ে ভাদু
তালের পিঠা গড়েছ
তোদের ভাদু হতভাগী
টোকা নিয়ে দৌড়েছে
কে পরিয়ে দিয়েছে॥

কথা ও সুর: প্রচলিত
সূচী

ভাদু-৩: ভাদু লে লে লে পয়সা

ভাদু লে লে লে পয়সা দু আনা
কিনে খাবি মিছরির দানা
ওপর পাড়া যেও ভাদু – নামো পাড়া যেও না
মাঝ পাড়াতে সতীন আছে পান দিলে পান খেও না॥
ভাদু লে লে লে
সকাল বেলা উঠে পড়ে
ভাদু পয়সা পয়সা কোরো না
বাবুরা পয়সা দিছে গুনে লাও না দু আনা॥
ও দুকানি দুকান খুলো
নিবে পাউডার হিমানি
আমার ভাদু মাথা বাঁধবে
পয়সা লিও নাকো দুকানি
ভাদু লে লে লে॥

সূচী

ভাদু-৪: কি আনন্দ হয় গো

কি আনন্দ হয় গো মুদের পরাণে
ভাদুর আগমনে
সারা রাতি কইরব পূজা গো

ফুল দুবো দু চরণে॥

আমার ভাদু ঘরকে এলে
কুথাকে বসাবো ওগো
কতবার ডাকলুম মাকে গো
মা বলে তো ডাকলে না॥
আবার যাবার সুময় রগড় লিলে
মা-ছাড়া তো যাবে না॥

সূচী

ভাদু-৫: আমার ভাদু দক্ষিণ যাবে

আমার ভাদু দক্ষিণ যাবে
খিদে লাইগ্‌লে খাবে কি
আনো ভাদু গায়ের গাম্‌ছা
মিঠাই সন্দেশ বেঁধে দি॥
মিঠাই সন্দেশ খেয়ে ভাদু
গরম জল আর খেও না
সোজা রাস্তায় চলে যাবে
কারো পানে চেও না॥
সাবধানে পথ যেও ভাদু
পথের মাঝে ভয় আছে
ভাদু নাম শুইন্‌লে পরে
আইসবে না সে আর কাছে॥
আমার ভাদু সোনার যাদু
আবার এসো মোর ঘরে
সকল্‌ দুখের হয় যে বিনাশ
ভাদুর পূজা যে করে॥

সূচী

ভাদু-৬: বসে ভাবছি মনে

বসে ভাবছি মনে
ভাদু মাকে বিদায় দিব কেমনে॥
আর দুদিন থাকলো ভাদু
পাঠাবো দেখে শুনে
চাঁদ বদনে মুক্তো হাসি
ভুলে রইব কেমনে॥
লাজুক হাসি সাজে কত-লো
আধো বাণী বদনে
যাস্ না মা তুই চাঁদ বদনী
ধৈর্য ধরি কেমনে॥

সূচী

ভাদু-৭: আমার ভাদু মণি সোনার খনি

আমার ভাদু মণি সোনার খনি
যাবেক শ্বশুর বাড়ি
তোরা আছিস কে রে দে রে জুইড়ে
ত্বরা জুড়ি গাড়ি॥
দেখবে আমার ভাদু মণি
সতী লক্ষ্মী শিরোমণি গো
আজ সাইজ্যাছেন রাজেন্দ্রাণী
বরের করটো ধরি॥

সূচী

ভাদু-৮: ভাদু কে বাঁশি বাজালে

ভাদু কে বাঁশি বাজালে
যমুনারি বাঁধা ঘাটে
আমার ভাদু দখিন যাবে গো
খুঁটে বাঁধা আধুলি
আমার তরে এনো ভাদু
কদমা কাটা মাদুলী।
গাড়ি এল ঝম্ ঝমা ঝম্

ঢুকলো বৃন্দের বাগানে
বৃন্দের ঘরে চাবি মারা
বৃন্দে গেইছে চালানে।

সূচী

ভাদু-৯: ভাদু চলেছেন লাচ্চে লাচ্চে

ভাদু চলেছেন লাচ্চে লাচ্চে
রুম ঝুম ঝুম ঝুম নূপুর বাজে।
আমার ভাদুর মনের মাঝে
উপের কিবা কথা
চারদিকে আলোর ছটা॥
বিশ্বলোকের চোখ ঢুলানি
ইন্দরলোকের মন ভুলানি
ব্রেহ্মা বিষ্ণু শিব নারদের
ধন্দ লাগে মনের মাঝে॥

সূচী

ভাদু-১০: ভাদুর বিহা দিব কিসে

ভাদুর বিহা দিব কিসে
শুনে কোমর যায় রে ধ্বসে।
বরে খুঁজে গাড়ী টাকাকড়ি
বরের বাপ শুনে হাসে
কি রঙ উঠিল দেশে।
ভাদু হল ডাগর মাথার উপর
হেরিয়া নয়ন ভাসে
চোখে ঘুম নাহি আসে।
যুগের এমন প্রভাব সবার স্বভাব
কলম নিয়ে সব কষে
দুঃখ জানাই কার পাশে।
মনোরঞ্জন বলে বিটি হলে
মান যশ যায় শেষে
উদ্ধার করিব কিসে।

সূচী

ভাদু-১১: ভাদু যায় পড়িতে, বই খাতা

ভাদু যায় পড়িতে, বই খাতা আছে কাঁকে থলিতে।
ভাদু আমার স্কুলে যাবে, পাড়ার সঙ্গীর সাথেতে
মাথার কেশ আঁচুরে দিব, ঝুলবে বেণী পিঠেতে॥
ভাদু সাধের আদরিণী, লারে ভোঁখ সহিতে
ও ললিতা কর পরঠা, দেগো দুটা সঙ্গেতে॥
সব সঙ্গীরা এক সাজে, যাচ্ছে দলে দলেতে
কোনটা আমার ভাদু মণি, না পারি গো চিনিতে।

সূচী

ভাদু-১২: চোখেরই দেখা তার কাজল রেখা

চোখেরই দেখা তার কাজল রেখা
আমি জানিনে সখা কোন তুলিতে আঁকা।
দেখ পড়িতে লিখন আমার কাটিল জীবন
কি জটিল স্বপন এক কুহেলী ঢাকা।
ওরে লোকে কয় ভাদু, আমি জানিনে শুধু
সে বিষ কি মধু এক অমিয়মাখা।

কথা: প্রকৃতীশ্বর লাল সিংহ দেও
সূচী

ভাদু-১৩: মত্ত মধুপ দল বন্দে ভাদুমণি

মত্ত মধুপ দল বন্দে ভাদুমণি
অঙ্গে ভঙ্গে সুষমা শোভে ফুল্ল ফুল্ল নলিনী
পুরনারী দল বন্দে
শিখী কুল নাচে ছন্দে
কুসুম রাশি সুগন্ধে আমোদিতা ধরনী।
উজ্জ্বল মধুর নিশি
পূর্ণ শারদ শশী
বিমল জ্যোছনা রাশি মধুমাখা যামিনী।

কথা: প্রকৃতীশ্বর লাল সিংহ দেও
সূচী

ভাদু-১৪: ভাদু! এসেছো বসেছো যদি হাসো

ভাদু! এসেছো বসেছো যদি হাসো তুমি
বল কি ভালবাস, সে দিব আমি।
ফুল হাসি চুমি বুলে,
ডাকি ভ্রমরা সকলে,
দীপ শিখা উজারিলে অলি আসিবে এখনি।
নাচ শিখানু শিখীটাকে
গাইবে সাথে ডাহুক ডাকে
কিংবা ডাকি চাকোর পাখে পূর্ণিমা প্রমত্ত প্রাণী।
কুল সুন্দরীদের দলে, গাইবে গীতি কিরা দিলে
আঁখি উজর কাজলে আঁখি পটে তব ভূমি।
অথবা কি তবে আছে?
তনু মন বিকায়েছে
আমার আশা বড়ই মিছে
চন্দ্র হাসে হাসো তুমি।

কথা: ধ্রুবেশ্বর লাল সিংহ দেও
সূচী

ভাদু-১৫: আমার ভাদু মান করেছে, খায়না

আমার ভাদু মান করেছে, খায়না গো সকাল হতে
আয়গো পাড়া পড়শি তোরা, ভাদুর মান ভাঙ্গাতে।
তোরা আয়গো ছুটে---
কিসের লাগে মান করেছে, বল টুকু গো মুখ ফুটে
কে বলেছে কটু ভাষা, বল না বাছা পাশেতে।
তুই যে আমার নয়নমণি, রাখি কোলে পিঠেতে
কাঁদিস না মা শুঁসকে শুঁসকে, কপাট লাগায় ঘরেতে।
বল না বাছা কি লিবি তুই, চিন্তা কিসের মনেতে
বলি আমি কিনে দেব চল পুরুল্যাতে।

সূচী

ভাদু-১৬: তোরা বল গো প্রতিবেশী

তোরা বল গো প্রতিবেশী
করি কি এখন—
ভাদু ধনে বিদায় দিতে নাহি সরে মন।
দিবস রজনী থাকি যাহার আশায়
ভোক নাহি লাগে, ভোজন না সহায়
পিয়াস না মিটিতে সখী হয়ে গেল ভোর।
বিধুমুখী ভাদু আমার শ্বশুর ঘর যায়
পাড়ার লোকে করে হায় হায়।
মা কাঁদিছিল পিঁড়েয় বসে
বিধুমুখী ফিরে আয়।

সূচী

ভাদু-১৭: নানা জাতি ফুল ফুটেছে

নানা জাতি ফুল ফুটেছে, এই কি ভাদুর পুষ্প বন
পুষ্পের সুগন্ধে মোদের উঠে যেতে হয় না মন॥
এই ফুলের বাগানে কত, রঙে ভৃঙ্গ উড়িছে
যে ফুলে যাহার খুশী, সেই ফুলে সে বসেছে॥
মধু পানে মত্ত হয়ে, গুণ গুণ স্বরে গান করে
এই বাগানের মৃত তরু, মধুর স্বরে গুণজ্জরে॥
ভাদুর আলয়ে দেখি রাতে পদ্ম বিকশিত
বুঝিলাম পদ্মিনী তোমার চন্দ্রের সঙ্গে আছে প্রীত॥
পদ্মিনী বলে কুমুদি, করিস না তুই চালাকি
দিবসে কার কাছে থাক, চন্দ্রকে দিয়ে ফাঁকি॥
দিনপতির অধিকারী, চিরদিন থাকি দিনে
লজ্জাহীনা কুমুদিনী বল্লে তুমি আমারে
বনের ভ্রমর কে হয় তোমার, বল দেখি সত্য করে॥
সকল ফুলে ভ্রমর বসে, চিরদিন বিধির লিখন
যত ফুলের মাঝে কি লো, তুই হবি সতী এখন॥

সাবাস লো কুমুদি তোকে, কলিযুগের বিশেষে
ভক্তি রসে মন দিলি তুই, এত কাঁচা বয়সে॥
সরোবরে দুজনে থাকি, বিবাদে কি প্রয়োজন
ভাদুর আলয়ে এসো, বলি শুন রামায়ণ॥

সূচী

ভাদু-১৮: পুরানেতে না পাই তার ঠিকানা

পুরানেতে না পাই তার ঠিকানা
কাতরেতে রাজা রানী   ছিলেন মলিন বদনী।
কৃতাঞ্জলী পুটে ডাকেন, দাও মোরে এক
দিনে দিনে হয় গত   রানী বড়ই চিন্তিত
হাঁ-হুতাশে নিশি শেষে, স্বপনেতে পায় বাণী।
হইল সাধের এক কুমারী   নাম রাখেন ভদ্রেশ্বরী
সেই হতে কাশীপুরে হয় পূজার আয়োজনী।
বিধিমতে হবে পূজা,   মনোরঞ্জন কয় বাণী
রাজাঘরে হবে পূজা শুনিল রমণ রমণী।

সূচী

মনসার গান

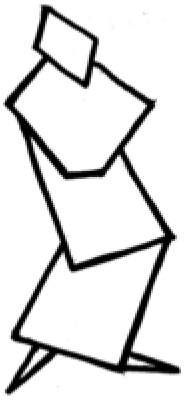

মনসার গান-১: জয় জয় বিষহরি

জয় জয় বিষহরি, বিষধর ভূষণ,
সর্বঅঙ্গ জরজর নাগ-আভরণ,
জয় জয় বিষহরি হে, জয় বিষহরি,
দুই হাতের শঙ্খ হইল গরল শঙ্খিনী—
কেশের এজাত হইল সে কাল নাগিনী।
সুতলিয়া নাগ হইল গলার সুতলী
দেবী বিচিত্রা নাগ হইল হৃদয়ের কাঁচুলী।
হেমন্ত বসন্ত নাগ হইল পৃষ্ঠের খোপনা,
সর্বাঙ্গে নিকলে যার অগ্নি কণা কণা।
অমৃত নয়ন এড়ি, বিষনয়নে চায়,
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ তারা আড়ালে লুকায়।
জয় জয় বিষহরি হে, জয় বিষহরি,

সূচী

মনসা-২: ঘুমাইও না আর বেহুলা জাইগা

ঘুমাইও না আর বেহুলা জাইগা দেখরে
কাল রাতে কালনাগিনী দংশাইল লখিন্দরেরে।
মনসারে অপমান ক্যান করল চাঁদ
অপরাধী হইলা সবাই একই অপরাধে॥
তার চেলা প্রতিশোধ লইল বাসর ঘরে রে॥
কামারেরি লোহা দিয়া ঘর বানাইল
মনসার ভয়েতে এক ছোট্ট ছেন্দা রইল
তার চেলা প্রতিশোধ লইল বাসর ঘরে রে॥
শেষ রাতে হইল শেষ চাঁদের অপরাধ
একই সাথে হইল শেষ মা মনসার সাধ।
তার চেলা প্রতিশোধ লইল বাসর ঘরে রে॥

সূচী

মনসা-৩: ও নদীরে ভেসে চলে

ও নদীরে ভেসে চলে
লক্ষীন্দরের ভেলা
উথাল পাতাল ভরা নদী
ঢেউ যে কূটিলা
কোন নাগিনীর বিষে
লতার দেহ হল কালা ॥
কান্দে বনের পশুপাখি
কান্দে প্রিয়জন
আকাশ কান্দে কান্দে ত্রিভূবন
ঢেউ চলে বুকে নিয়ে
উজানে ঐ ভেলা ॥
পাষাণী বেহূলা আজ
লক্ষীন্দরের সাথী
না মানে সে যমের ভয়
আসুক দুখের রাতি
আগুলিয়া রাখে স্বামী
বুকেতে বেহূলা ॥

কথা: প্রবোধ ঘোষ, সুর: তরুন মন্ডল
সূচী

মনসা-৪: ওকি হায় রে নৃত্য করে

ওকি হায় রে নৃত্য করে বেহুলা সুন্দরী।
পায়েতে নূপুর পরি   তালে লয়ে ভর করি
        নৃত্য করে বেহুলা সুন্দরী ॥
যত দেব চারি ভিতে   বসি দেখে হরষেতে
        কটাক্ষে মোহিল সুরপুরী ॥
খঞ্জন গমনে পায়   তাল রাখে হাতে পায়
        অলক্ষ্যেতে সুতার সঞ্চারে।
বায়ু ভরে উষা হয়   শূন্য ভর করি রয়
        উলটে সকট তান ভরে ॥
তাহার নাচন দেখি   দেবসভা হইল সুখী
        বেহুলা যে করে অনুমান।

পাক দিয়া পদ্মা আগে   অঞ্চল পাতিয়া মাগে
অনাথার স্বামী দেহ দান॥
প্রথম বয়সে মোর   বধিয়াছ প্রাণেশ্বর
শোনো মাগো জগত জননী।
ফিরি ফিরি পাকের আগে   আঁচল পাতিয়া মাগে
করুন বচনে চন্দ্রাননী॥
নয়নে স্রবয়ে নীর   কথা কহে অতি ধীর
শুন দেবী আস্তিকের মাই।
অনাথারে কৃপা কর   ফিরে দাও প্রাণেশ্বর
প্রভু লয়ে দেশে চলে যাই॥
তাহা দেখি দেবগণ   কহিলা পদ্মার স্থানে
ক্ষমা করো কৃপার দয়াল। (ক্ষমা করো না করো গঞ্জন ।)
অসীম সাহস করি   আসিয়াছে দেবপুরী
স্বামী শোকে আকুল ছাওয়াল॥
শিব বলে বিষহরি   তব বাক্য দৃঢ় করি
সত্য যদি দংশিছ লখাই।
শীঘ্র জিয়াইয়া দেহ   জগতে না জানে কেহ
নায়েতে হারায়ে কার্য নাই॥
শঙ্করের শুনি কথা   পদ্মা হইল হেঁট মাথা
শঙ্করীরে আড় চোখে চায়।
দুই চক্ষু রাঙা করি   বসিলেন বিষহরি
বংশীবদন দ্বিজে গীত গায়॥

সূচী

মনসা-৫: ঘুমাস না আর বেহুলা জেগে

ঘুমাস না আর বেহুলা জেগে দেখরে
কাল রাতে কালনাগিনী দংশাইলা লখিন্দরে রে॥
মনসারে অপমান কেন করল চাঁদে
অপরাধের অপরাধী হইল সকলে রে,
সাতাউলি পর্বতের উপর বানাল লোহার বাসর ঘর
তাঁর ছেলের প্রতিশোধ নিল বাসর ঘরে রে॥
সোনার বরণ লখাই আমার কালি বরণ হলো
তাঁর ছেলের প্রতিশোধ নিল বাসর ঘরে রে॥

সূচী

মুর্শিদা

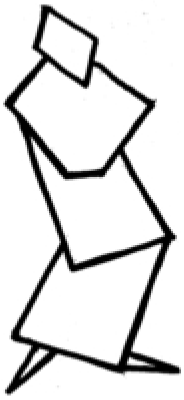

প্রথম পাতা

মুর্শিদা-১: মাইজ ভাণ্ডারের ভাবের রসিক

মাইজ ভাণ্ডারের ভাবের রসিক
বেশ সুখে আছে—
সোনার ময়ুর মোরশেদ বাবা
তাল পেলে নাচে।
ভাব ধরাইল কোন ভাবিনী,
না জানি কেমন কামিনী
নাম ধরিলে মানিক জ্বলে
হৃদি মন্দিরের নীচে।
এক সখি উঠায় গাছে
আরেক সখি টানে পাছে
ফলপারা মোর দায় ঘটিল
পড়িলাম নীচে।
এক রঙ্গের দুইটি পাখি
গাছের আগায় কান্দে দেখি
অবদুল্লায় ঘুইরা মরে
সেই পাখির পিছে॥

সূচী

মুর্শিদা-২: মুর্শিদ আমায় ফেল না

মুর্শিদ আমায় ফেল না চরণে ঠাঁই দাও না,
আমি পদে পদে অপরাধী বাদী রিপু ছয়জনা।
কত জনা মক্কায় গেল, হজ করিয়া তোমায় পেল,
দোয়া কইরে আমায় দেখাও, মক্কা শরিফ্ মদিনা।
নিজামুদ্দিন পাপী ছিল, পাপ করে পাপ উদ্ধারিল,
তবে কেন আমায় তুমি চরণ দুটি দেবে না।
তুমি আল্লাহ করুণাধার সকল কিছুই তেরা এক্তার,
মোবারকের কেউ নাই আর, দেখা তুমি দাও না।

সূচী

মুর্শিদ-৩: কেমন কইরে পাব আল্লা

কেমন কইরে পাব আল্লা পাব তোমারে
সাধন ভজন জানিনা আমি চরম দয়া না কইরলে॥
বালিতে পা সঙ্গ দেহ আল্লার প্রতি হয় না স্নেহ
বাঁচার চেয়ে মরণ ভালো মরব কোন কাজে ॥
গুরু শিষ্য একাঙ্কা শুনি মিলন হয় তারা কিসের জন্যে
কোন কার্যে চক্ষু দানি মুর্শিদ বলো আমারে॥
চাতক হইল মেঘ ধেয়ান অন্য বারি করে না পান
ফকির লালন কয় জগত প্রমাণ গোঁসাই সিরাজ ডাক রে॥

সূচী

মুর্শিদ-৪: মন আমার মথুরা রে

মন আমার মথুরা রে
মন আমার মদিনা রে
মন আমার গয়া বারাণসী
মনের মাঝে মনের ঠাকুর
সদাই পরবাসী রে।
মনেতে বৃন্দাবন আছে মক্কা কাবা ঘর
তাহার মাঝে বিরাজ করে ঠাকুর সুন্দর রে।
মনেতে মরুভূমি তরু সরোবর
খুঁজিলে পাইতেয়ো পার অমূল্য রতন॥
ভাবিয়া একলেম বলে মক্কায় যাওয়া মিছে
মনের মাঝে মনের ঠাকুর তোমারে খুঁজিছে রে।

অন্য রূপ

মন আমার মদিনা রে
কাশী বারাণসী
মনের মাঝে মনের মানুষ
সদাই পরবাসী
মনেতে মথুরা আছে
মক্কা কাবার ঘর
তারই মাঝে বিরাজিছে
মানুষ সুন্দর॥
মনের মাঝে মরুভুমি

তবু সরোবর
খুঁজিলে পাইতে পার
জোবেদা নহর
ভাবিয়া একলিম রাজায় বলে
মক্কা যাওয়া মিছে
মনের মাঝে খোঁজ তারে
সে তোমায় খুঁজিছে।

কথা: একলিমুর রাজা চৌধুরি (হাসন রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র)
সূচী

মুর্শিদ-৫: শহরে বন্দরে মর্শিদ ঘুরিয়া বেড়াই

শহরে বন্দরে মর্শিদ ঘুরিয়া বেড়াই
যার যার কথা সে সে কয় তোমার কথা নাই॥
হায় রে দুনিয়ার মালিক আমি কি তুর পর
একবার দেখ না চাইয়া আমার অন্তর
তোমার নামে আউল হইয়া ফিরি রে তাই তাই
ঘুরিয়া বেড়াই॥
এই দেশে বান্ধব নাই কেঁদে পদে পদে
ভাই নাই বেরাদর নাই ভাঙ্গে দেহ রথ
তোমার ঠিকানা মুর্শিদ বল কোথা পাই
ঘুরিয়া বেড়াই হায় হায় রে॥

সূচী

মুর্শিদা-৬: রাইয়ে বলইন সুনা বন্দ

রাইয়ে বলইন সুনা বন্দ
আমারে যাইও রে চাইয়া
আমারে যাইও তুমি চাইয়ারে সুনা বন্দ আমারে যাইও রে চাইয়া॥
ঐ বাসা ছাড়িবায় তুমি জমিনে পড়িমু আমি
আরনি আসিবায় রাধা মইরলে যে হায়রে॥
মোর সনে আছেন রাই আমার প্রানে তুমার ঠাঁই
হিয়া না হয় কাটিয়া দেখাইতাম যে হায়রে॥

রাধার ঘরে থাক জানি নয়নে না দেখি আমি
কি চাইয়া বঞ্চিতাম অভাগিনী হায়রে॥
মুর্শিদ পিয়ার শায় কইন মুর্শিদের সঙ্গ লও
সাক্ষাতে বসাইয়া রঙ চাওজে হায়রে॥

কথা: পিয়ার শাহ
সূচী

মুর্শিদা-৭: আর দুঃখে বাঁচি না মুর্শিদ

আর দুঃখে বাঁচি না মুর্শিদ
কি করবি তুই আমারে
প্রাণে যে জ্বলন্ত আগুন
নিভাইয়া দে॥
ও-মুর্শিদ দিন থাকিতে আশা মিটাও
কি কাজে আমার হয়ে যাও
ও-মুর্শিদ সেই কাজে ক্ষমা করে
অপরাধ মুছায়ে দে॥
ও-মুর্শিদ ষড়রিপুর জংলা কেটে
আয় মোর হৃদি পটে
ও-মুর্শিদ প্রাণ ঢেলে ডাকিবো তোমায়
দোয়া করে নাও কোলে॥
ও-মুর্শিদ তুমি আমার আমি তোমার
জগতে যে জানে এবার
ও-মুর্শিদ তবে কর্ম শেষ হয়ে যায়
প্রাণে শান্তি করে দে॥

সূচী

মুর্শিদা-৮: চল্ রে মন মাইজ ভাণ্ডারে

চল্ রে মন মাইজ ভাণ্ডারে
খেলতে প্রেম খেলা
মাইজ ভাণ্ডারী বাবা আমার
নূরের পুতুলা॥

আউলিয়া যোগী সন্ন্যাসী
হেথা গেলে খেলা দিবানিশি
উপরে ফেরেস্তা আসি
খেলায় উতলা,
মওলা, খেলায় উতলা॥
যে গিয়াছে খেলার মাঠে
আনন্দে প্রাণ নেচে ওঠে
তার হৃদয়-চক্ষু ফুটে
দেখে নূর উজালা
মওলা, দেখে নূর উজালা॥
মায়ার ফেরে অন্ধকারে
প্রেম ভিক্ষা না পাই হেলা করে
খেলার শরীক হইলাম নারে
এমন পাগেলা
মওলা, এমন পাগেলা॥

সূচী

মুর্শিদা-৯: দেখে যা রে মাইজ ভান্ডারে

দেখে যা রে মাইজ ভান্ডারে
আজব রঙের ফুল॥
ফুলের রূপ দেইখ্যাছে যারা
মন হইয়াছে মাতোয়ারা
দুনিয়ার সুখ চায় না তারা
চায়না জাতের কুল॥
ফুলের সুঘ্রাণ নাকে গেলে
হৃদয়ে আনন্দ খেলে
খাঁটি মানুষ গইড়া তোলে
ঐ ঘরে ভাই ফুল॥
রমেশ কয় এই পাপ নয়নে
ভান্ডারীর দীদার দেখলাম ভাগ্যগুণে
তার বেলাতে ত্রিভুবনে
সত্যতে হয় মূল॥

সূচী

মুর্শিদা (মারফতি)-১০: দয়াল তুমি ছাড়া পারঘাটাতে

দয়াল তুমি ছাড়া পারঘাটাতে
বন্ধু কেহ নাই
কুল বুঝি নাই রে গাছের
দেইখ্যা যে আমি ডরাই॥
কান্দি আমি আকুল হইয়া
কেমনে যামু পাড়ি দিয়া
কে নিবে আর তরাইয়া
পাড়ের কড়ি নাই॥
দয়াল তোমার নাম লইয়া
আছি আমি ঘাটে বইয়া
দিনতো বুঝি যায় চলিয়া
তোমার দেখা নাই॥
তুমি দয়াল জেনেশুনে
আমায় তুমি কাঁদাও কেনে
পার করে নাও নিজ গুণে
তোমার চরণ তরী চাই॥

সূচী

মুর্শিদা (মারফতি)-১১: কি আজব কারিগর

কি আজব কারিগর
বান্ধিয়াছে জলের উপর
রচনা কেমতি সুন্দর
দেখবি যদি আয়॥
মালিকের মেস্তুরী কইরাছে কারিগরী
লাগায়ে হাতুড়ী অঙ্গ অঙ্গেতে মিশায়॥
খালাসী তার ষোলোজন
প্যাসেন্জার কেউ নয় আপন
দোতলার উপরে সারেঙ্

কল্‌কাঠি ঘুরায়॥

কারিগরী ধন্য তার শব্দ উঠে অষ্টাক্কার

মইধ্যে মইধ্যে হুইসল্‌ মারে ডাইভারে চালায়॥

সূচী

মুর্শিদা (মারফতি)-১২: দয়াল নবীজী

দয়াল নবীজী

আমি তোমার রাঙা চরণ পাইমু নি॥

কোন কামেলায় বান্‌ছে রে ঘর।

অঙ্গে অঙ্গে জোড়া

নব কোঠায় জ্বলছে বাতি

ষোলোজন পাহারারে॥

নিঘুম কোঠায় আছে রে ধন

আমি নাই সে জানি

মদনা চোরায় করলো চুরি

কোন সন্ধানে না জানি রে॥

হারাইয়া মুর্শিদের ধন গো

মন হইলো উতলা

তুমি বিনে কে লাগাইবে খোলা বাকসর তালা রে॥

অকূলে ডুবিয়া মরি

কে তরাইবে আমায়।

তুমি মুর্শিদ না তরাইলে

কে ডাকবে তোমায় রে॥

সূচী

মুর্শিদা (মারফতি)-১৩: পাগলের হাটে বাজারে

পাগলের হাটে বাজারে

দেবগণ যুক্তি করে

হায়গো, বিশ্ব মণ্ডল পরে

ঘুরিয়া বেড়ায়॥

স্বতঃ রজঃ তমোঃ গুণে

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিনে
হায়গো ছিলেন তার সাধনে
যোগমায়ার দায়,
ওরে শ্যামা কুণ্ডলিনী
সাজিয়া যোগিনী
মরা হয়ে বেঁচে তিনে
বাসনা পুরায়।
পাগল হয়ে পাগল ভোলা
কৈলাসেতে করছে লীলা
হায় গো ভাবিয়া আজব লীলা
বোঝা নাহি যায়,
পশুপতি পাগল পারা
দুর্গার হাতে পড়ল ধরা
ভবানী মা কালী তারা
দুটিতে দাঁড়ায়॥
পাগল হয়ে পাগল হরি
গৌরায় ডোর কোপীন অঙ্গে ধরি
হায় গো ব্রজধাম আঁধার করি
নদীয়াতে যায়,
গোরা, হরি হয়ে বলছে হরি
ধুলায় খায় গড়াগড়ি
জালাল বলে বংশীধারী
মাথাটি মুড়ায়॥

সূচী

মুর্শিদা (মারফতি)-১৪: নবী মোর পরশমণি

নবী মোর পরশমণি
নবী মোর সোনার খনি
নবী নাম জপে যে জন
সেই তো দুজাহানের ধনী॥
সে নাম মধুমাখা
সে নাম যাদু রাখা

সে নামে মজ্‌নু হইলো
মওলা আমার কাদের গণি॥
নবী মোর নূরের খোদা
তারপরে সকল পয়দা
আদমের কলবেতে
তারই নূরের রওশনি॥
ও নামের সুর ধরিয়া
পাখি যায় গান করিয়া
ঐ নামে আকুল হইয়া
ফুল ফোটে সোনার বরণী॥
চাঁদ সুরুজ গ্রহতারা
তারই নূরের ইশারা
নইলে যে অন্ধকারে
ডুবিত এ ধরণী॥
নিদানের আখেরেতে
তরাইতে ফুলসেহরাতে
কান্ডারী হইয়া নবী
পার করিবে সেই তরণী॥

সূচী

মুর্শিদা-১৫: প্রাণ তবু না রাখিব রে

প্রাণ তবু না রাখিব রে
দয়াল মুর্শিদ চাঁদ বিনে
দয়াল গুরুধন বিনে॥
নিঠুরা পুকুরের মীন
যেন ভাসে রাত্রি দিন
ঐ মত ভাসি কত কাল রে॥
শ্যাম চাঁদ মুর্শিদ চাঁদ
দেখা দিয়ে রাখ প্রাণ
না দেখিলে ঝরে দুনয়ন রে॥
অধীন পরশ ভক্তি শুন্য
গুরুর পদে যার অমান্য
ও তার শক্তি নাই এক কালে রে॥

সূচী

মুশীদ-১৬: আর আমার কেউ নেই মর্শীদ

আর আমার কেউ নাই নাই মুর্শিদ তোমা বিনে
একবার দয়া করে চাও গো মুরশিদ দীনহীনের পানে॥
মুর্শিদ তোমার করুণা গুণে
শোলা ডোবে পাথর ভাসে ভক্তের বাঞ্ছা পুরাও না কেনে॥
যদি হয়ে থাকি অপরাধী
তুমি তো জগতের পতি
তোমার দীনবন্ধু নাম, জানি এ সন্ধান
চেয়ে আছি তোমার চরণ পানে॥
মুর্শিদ, যে জন তোমার শরণ লয়
তার দশা কি এমন হয়
তা তো তোমার উচিত নয়
আমি অপরাধী, তুমি জগৎপতি
গতি নাই তোমার চরণ বিনে॥

সূচী

মুর্শিদা-১৭: মুর্শিদ চাঁদ কি ধরা যায়

মুর্শিদ চাঁদ কি ধরা যায় রে
আগে জেন্তে মরা নাহি মরে।
মরার সঙ্গে সঙ্গ ধরে
মরতে হয় সেই স্বরূপদ্বারে॥
দুজন মরা জেন্ত তারা রে
সদায় মরে বাঁচে
দুজন মরার মূল রয়েছে
অধর মানুষের কাছে
মরা ধরে সন্ধি করে
থাকে মরার ভাবে মরে॥
এমন মরা কে দেখেছে রে
আপনি মরে আছে

যমে এসে যখন ধরে
তখন মরা বাঁচে॥
তারা যমের সঙ্গে যুদ্ধ করে
দুই দিকে যায় দুজন সরে॥
মরা ধরে ভজন সাধন রে
কর অনুরাগে
রাগে রাগে মরার ফাঁদে
ধর মুরশিদ চাঁদে
অধীন পাঞ্জু বলে অবহেলে
পারে যাবি চরণ ধরে॥

কথা: পাঞ্জু শা
সূচী

মুর্শিদ-১৮: মুর্শিদ নাই যার সঙ্গের সাথী

মুর্শিদ নাই যার সঙ্গের সাথী
এ জগতে সেই অনাথী
ঘাটে যেয়ে যে দুর্গতি
তা বলিবার নয়॥
তারা ফাঁপর মানে সাঁতার দিতে
হাঁটু জলে খাবি খায়
শত শত মরে যায়
কে করে তার নির্ণয়॥
জোয়ার ভাঁটা সেই নদীতে
জানি আমি বিধিমতে
নোঙ্গর জাহাজ কত তাতে মারা যায়।
গোপাল বলে মন রসনা
তার কোন জোয়ারে হয় রে লোনা
কোন জোয়ারে মাখনছানা
কেমনে হংস বাছিয়ে লয়॥

কথা: গোপাল বাউল
সূচী

মুর্শিদা-১৯: কেহই করে বেচা কিনা, কেহই

কেহই করে বেচা কিনা, কেহই কান্দে রাস্তার পরে
ধরবে যদি তারে মুর্শিদের বাজারে॥
মুর্শিদের নামটি ধর
নিজের ইমান ওজন কর
বিসমিল্লাকে চাপা রেখো
হৃদপিণ্ডের ভিতরে॥
কাঁটার ঘায়ে অঙ্গার তোর
হয় যদি ঝর ঝর
কাঁদিস না তুই বসে বসে
পথের ধারে॥
ফুলের বনে আছে কাঁটা
মনের ঘরে চাবি আঁটা
ভাঙতে হবে ঘরের চাবি
খুঁজবি যদি তারে॥
দুই চোখেরই পানি দিয়া
যায় কি তারে পাওয়া
সাথে থাকলে মন মহাজন
কি না হইতে পারে॥

সূচী

মুর্শিদা-২০: ভাব দরিয়ায় ভাসাইলাম তরী

ভাব দরিয়ায় ভাসাইলাম তরী
উথাল পাথাল ঢেউ বেসামাল, ক্যামনে দিই পাড়ি॥
লায়েলাহা ইল্লাহ বলে, দিলাম পাল উড়াইয়া
বৈঠাতে টান মুহাম্মদ নাম, যায় রে তরী বইয়া
তুমি পথ দেখাইয়া যাওগো লইয়া গুণের রাশি ধরি॥
হাটে আইস্যা গেলাম ফাঁইস্যা এ মায়ার সংসারে
দেখাও সঠিক পথের দিশা ও মুর্শিদ আমারে
তৌহিদ নামাজ রোজা হজ্জ জাকাতের সওদাগরী॥
রোজহাসরে মুর্শিদ আমার থাকো সাথে সাথে
আল্লা নবীর দিদরে হয় যেন কেরামাতে
আমার এই আরজি আল্লার কাছে মুর্শিদ রাখো দয়া করি॥

সূচী

মুর্শিদা-২১: মুর্শিদ তোমায় ডাকি আমি বইসা

মুর্শিদ তোমায় ডাকি আমি বইসা নিরালায়
তুমি দেখা দাও নইলে আমার পরাণ রাখা দায়॥
তুমি আমায় ভালবাস যদি
পার কইরা দাও ভব নদী
তুমি বিনে আর কেহ নাই
এ দুনিয়ায়॥
জনম আমার যায় বিফলে
ভাসি কেবল নোনা জলে
আর আমায় কাঁদায়োনা
দুখের দরিয়ায়॥
আসি তোমার দয়ার সাগর পারে,
কোন পথে যাই কও আমারে
পাপী বলে দূরে ফেলে
রাইখো না আমায়॥

সূচী

মুর্শিদা-২২: মুর্শিদ বিনে হবে না প্রেম

মুর্শিদ বিনে হবে না প্রেম সাধনা
মুর্শিদ ধর বিচার কর
এই ভাবে দিন যাবে না॥
আগে সঙ্গ কর মুর্শিদ সনে
মিলাও দেহ মন প্রাণে
স্বরূপের রূপ দেখব তারে
হবে না কাম সাধনা॥
হইলে প্রেম সাধন সিদ্ধ
দশ ইন্দ্রিয় হতে বাধ্য
তার কি তবে হয় অসাধ্য
চেতন মানুষ সেজনা॥

আপনারে আপনি চেনা
মুর্শিদ কয় রূপের ঠিকানা
কাম ক্রোধ ছয় রিপু বেঁধে
কর তার আরাধনা॥
পাগল আবু দাউদ বলে
ছয় রিপু অবাধ্য হলে
মুর্শিদ ধনের কৃপা বলে
বান্ধ গলে প্রেম পরোয়ানা॥

কথা: আবু দাউদ
সূচী

মুর্শিদা-২৩: আমার মুর্শিদ ধনের বাজারে

আমার মুর্শিদ ধনের বাজারে
মন চল যাই দেখিতে তারে।
সোনার মুর্শিদ করে দোকানদারী
বেচা কেনা সেই বাজারে॥
হিরা চান্দি মুক্তো মনি
সেই বাজারে বিকায় শুনি
করিতেছে বেচা কেনা
কিনে নেয় মাল খরিদ্দারে॥
প্রেম বাজারে হ্যামন ধারা
কেনা বেচার হয় ইশারা
সেই ইশারা কেউ বোঝে না
বোঝে শুধু দোকানদারে॥
প্রেম বাজারে যাবার আগে
দিবা নিশি ভাবছি বসে
পাগল দাউদের যাওয়া হল না
শুধু রইছে আশা করে॥

কথা: আবু দাউদ
সূচী

মুর্শিদা-২৪: মুর্শিদ নালিশ তোর দরবারে

মুর্শিদ নালিশ তোর দরবারে
তোর তালুকে বসত করে
সকলই নিল চোরে॥
দুঃখের কথা বলব কারে
কিছুই না রাখল ঘরে
মাল গুজারী ক্যামন করে
পাঠাইব সদরে॥
ছ্যাচরা চোর দুজনে জুটে
মাল খানা নিলো লুটে
ভয় করে না ওঠে চোটে
কি জানি কি করে॥
কাল পাষণ্ড ডাকাত পড়ে
ঘর শূন্যি করল মোরে
সর্বশান্ত করে মোরে
ভাসাইল পাথারে॥
জগৎ গুরু তুমি রসুল
ভেঙ্গে দাও অধীনের ভুল
অন্তে দিও অন্তরে কূল
হাজির তোমার হুজুরে॥

সূচী

মুর্শিদা-২৫: তারে আপন ঘরে পাবি

তারে আপন ঘরে পাবি
আপনে জেগা উঠবে ছবি॥
চৌদ্দ পোয়া আপন ঘরে
নবদ্দারে তালা মেরে
মুর্শিদের সঙ্গ ধরে
মুর্শিদাবাদ যাবি॥
মুর্শিদের বারামখানা
মাবুদ পুরে আছে জানা
নবদ্দারে নয়টি তালার
নয় তলায় এক চাবি॥

দিন থাকিতে কর ভাবনা
এদিন তোর আর হবে না
দিনের দিন হবি দেনা
কুপ কূলে দাঁড়াবি॥
পাগল আবু দাউদ বলে
আপন ঘর খুঁজিলে
মুর্শিদের কৃপা হলে
সেদিন রে তুই পাবি সবই॥

কথা: আবু দাউদ
সূচী

মুর্শিদা-২৬: ও আমার জাত গেল রে

ও আমার জাত গেল রে
তেজেতের সঙ্গেতে
তোরা পারবি কি যেতে
আয়না সাথে হক পথে॥
ও আমার জান গেল
ছয় জনা আছে—
খুনে তারা সব
        কুটিল মনে
তাদেরকে দূষমন জেনে
চল সব হক পথে॥
তাদের নাইকো আচার, জাতের বিচার
জাত মিশে যায় খুদার জাতে
আল্লা মহম্মদ আদম
তিনেতে বইছে একদম
বীর মুর্শিদের কদম
হওগো এখন বেজেতে॥
আমার হচ্ছে সন্ধ
ভাল, মন্দ রে এখন
দুই হবে দুই জেতে
আলেফ কয় ধর্ম পুণ্য

সব দেখি একই বর্ণ
নাই কোন ভিন্ন ভিন্ন
খোদা তালার সাক্ষাতে॥

সূচী

মুর্শিদা-২৭: এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া

এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া
এত যত্নে গড়ালেন সাঁই॥
ছায়া বাজে পুতুল রূপে বানাইয়া মানুষ
যেমনি নাচাও তেমনি নাচে
পুতুলের কি বা দোষ
তুমি খাওয়াইলে আমি খাই॥
তুমি বেহেস্ত, তুমি দোজক, তুমি ভালমন্দ
তুমি ফুল, তুমি ফল, তুমি গন্ধ
আমার মনে এই আনন্দ
কেবল দয়াল তোমায় চাই॥
তুমি হাকিম হইয়া বিচার কর, পুলিশ হইয়া ধর
সর্প হইয়া দংশন কর, রোজা হইয়া ঝাড়
তুমি বাঁচাও, তুমি মারো
তুমি বিনা কেহ নাই॥

সূচী

মুর্শিদা-২৮: এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া

এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া
এত যত্নে গড়ালেন সাঁই॥
ছায়া বাজে পুতুল রূপে বানাইয়া মানুষ
যেমনি নাচাও তেমনি নাচে
পুতুলের কি বা দোষ
তুমি খাওয়াইলে আমি খাই॥
তুমি বেহেস্ত, তুমি দোজক, তুমি ভালমন্দ
তুমি ফুল, তুমি ফল, তুমি গন্ধ

আমার মনে এই আনন্দ
কেবল দয়াল তোমায় চাই॥
তুমি হাকিম হইয়া বিচার কর, পুলিশ হইয়া ধর
সর্প হইয়া দংশন কর, রোজা হইয়া ঝাড়
তুমি বাঁচাও, তুমি মারো
তুমি বিনা কেহ নাই॥

সূচী

প্রথম পাতা

শ্যামাসঙ্গীত

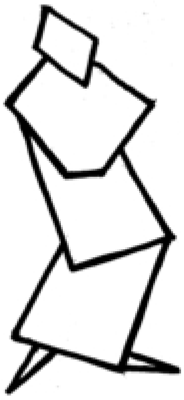

প্রথম পাতা

শ্যামাসঙ্গীত-১: কে জানে মা কালী কেমন

কে জানে মা কালী কেমন
ষড়-দর্শনে না পায় দরশন।
মূলাধারে সহস্রবারে সদা যোগী করে মনন
কালী পদ্মাসনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমণ॥
আত্মারামের আত্মাকালী প্রমাণ প্রণবের মতন
তারা ঘটে ঘটে বিরাজ করে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
কালীর উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জানো কেমন
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম অন্যে কেবা জানে তেমন॥
প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধু তরণ
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না ধরবে শশী হয়ে বামন॥

সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-২: হৃদ কমলার সনে

হৃদ কমলার সনে
আমি মিশিবো কেমনে
জাগাও মূলাধারে কুণ্ডলিনী
সরল সন্ধানে॥
একের লীলা একের খেলা
খেলতেছে একজনে, হায় গো
আমার সাধন ভজন হইলো না
মায়ের চরণ বিনে॥
সপ্তমেতে সহচরী
হুঙ্কারিয়া টানে, হায় গো
সে যে অষ্টদলে বসত করে
এই দেহের ভবনে॥
দুই হইতে এক গেলে গো
এক রইলো সাধনে
তুমি অতি আনন্দে লইও রে নাম
পরম যতনে॥

সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-৩: মজলো আমার মন ভ্রমরা

মজলো আমার মন ভ্রমরা
শ্যামা পদ নীল কমলে
কালী পদ নীল কমলে
যত বিষয় মধু তুচ্ছ হলো
কামাদি কুসুম সকলে॥
চরণ কালো ভ্রমর কালো
কালোয় কালোয় মিশে গেলো
পঞ্চতত্ব প্রধান মত্ত
রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে॥
কমলাকান্তেরি মনে
আশা পূর্ণ এতো দিনে
সুখ দুঃখ সমান হলো
আনন্দ সাগর উথলে॥

সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-৪: ডুব দে রে মন কালী

ডুব দে রে মন কালী বলে
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে
রত্নাকর নয় শূন্য কখন
দু চার ডুবে ধন না পেলে
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও
কুলকুণ্ডলিনীর কূলে॥
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন
শক্তিরূপা মুক্তা ফলে
তুমি ভক্তি করে কুড়ায়ে পাবে
শিব যুক্তি মতন চাইলে॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে
আহার লোভে সদাই চলে

তুমি বিবেক-হল্‌দি গায়ে মেখে যাও
ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে॥
রতন-মাণিক্য কত
পড়ে আছে সেই না জলে
রামপ্রসাদ বলে ঝাঁপ দিলে মন
মিলবে রতন ফলে ফলে॥

সূচী

শ্যামাসঙ্গীত (রামপ্রসাদী)-৫: মন কেন তোর ভ্রম

মন কেন তোর ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলি না॥
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি, জেনেও কি মন তাই জান না।
কোন্ লাজে তাঁর মাটির মূর্তি গড়িয়ে করিস উপাসনা॥
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা দিয়ে কত রত্ন সোনা।
ওরে কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয় দিয়ে ছার ডাকের গহনা॥
জগৎ খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা॥
ওরে কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস তাঁয় আলোচাল আর বুট-ভিজানা॥
জগৎ পালিছেন যে মা সাদরে তাও কি জান না।
কেমনে দিতে চাস্ তুই বলি মেষ মহিষ আর ছাগলছানা॥

কথা: রামপ্রসাদ সেন
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত (রামপ্রসাদী)-৬: ভেবে দেখ মন কেউ কারো

ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয় মিছে ফের ভূমণ্ডলে।
ভুলো না দক্ষিণে-কালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে॥
দিন দুই-তিনের জন্য ভবে কর্তা বলে সবাই বলে।
আবার সে কর্তারে দিবে ফেলে কালাকালের কর্তা এলে॥
যার জন্যে মর ভেবে সে কি সঙ্গে যাবে চলে।
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া অমঙ্গল হবে বলে॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে শমন যখন ধরবে চুলে
তখন ডাকবি কালী কালী বলে কি করতে পারবে কালে॥

কথা: রামপ্রসাদ সেন
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত (রামপ্রসাদী)-৭: অপার সংসার নাহি পারাপার

অপার সংসার নাহি পারাপার
ভরসা শ্রীপদ সঙ্গের সম্পদ
বিপদে তারিণী করগো নিস্তার॥
যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি
ভয়ে কাঁপে অঙ্গ ডুবে বা মরি।
তার কৃপা করি কিঙ্কর তোমারি
দিয়ে চরণ-তরী রাখ এইবার॥
বহিছে তুফান নাহিক বিরাম
থর থর অঙ্গ কাঁপে অবিরাম।
পুরাও মনস্কাম জপি তারানাম
তারা তব নাম সংসারের সার॥
কাল গেল কালী হল না সাধন
প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন।
এ ভব-বন্ধন কর বিমোচন
মা বিনে তারিণী কারে দিব ভার॥

কথা: রামপ্রসাদ সেন
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত (রামপ্রসাদী)-৮: ভবে আসা খেলব পাশা

ভবে আসা	খেলব পাশা	ব্রঃই আশা	মনে ছিল
মিছে আশা	ভাঙ্গা দশা	প্রথম পঞ্চ-	জুড়ি পলো॥
পোবার আ-	ঠার ষোলো	যুগে যুগে	এলান ভাল।
শেষে কচেবারে	পেয়ে মাগো	পাঞ্জা ছক্কায়	বদ্ধ রইলো॥
ছ দুই আট	ছ চার দশ	কেহ নয় মা	আমার বশ।
আমার খেলাতে	না হলো যশ	এবার বাজী	ভোর হইল॥
হদ্দ হলো	চৌদ্দপোয়া	বদ্ধ পথে	যায় না যাওয়া।
রামপ্রসাদের	বুদ্ধিদোষে	পেকেও ফিরে	কেঁচে এলো॥

কথা: রামপ্রসাদ সেন
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত (রামপ্রসাদী)-৯: মন খেলাও রে ডাণ্ডাগুলি।

মন খেলাও রে ডাণ্ডাগুলি।
আমি তোমা বিনা নাহি খেলি॥
এড়ি বেড়ি তেড়ি চাইল, চম্পাকলি ধুলাধুলি।
আমি কালীর নামে মারব বাড়ি   ভাঙব যমের মাথার খুলি।
ছয়জনের মন্ত্রণা নিলি, তাইতে পাগল ভুলে গেলি।
রামপ্রসাদের খেলা ভাঙলি, গলে দিলে কাঁথা ঝুলি॥

কথা: রামপ্রসাদ সেন
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-১০: এ মায়া প্রপঞ্চময়

এ মায়া প্রপঞ্চময়।
ভবরঙ্গ মঞ্চমাঝে
রঙ্গের নট নটবর হরি
যারে যা সাজান সে তাই সাজে।
মাতৃসাজে সেজেছিস মা
করিতে স্নেহের অভিনয়,
কর্মক্ষেত্রে কর্মসূত্রে
আমি তোর সেজেছি তনয়।
এই নাটকের এই অঙ্কে
স্থান পেয়েছি মা তোর অঙ্কে—
ভয় ——— পর অঙ্কে,
পর অঙ্কে পুত্র সেজে।
কর্মক্ষেত্রে জীবমাত্রে
মায়াসূত্রে সবাই গাঁথা—
কেহ পুত্র, কেহ মিত্র,
কেহ ভাজা, কেহ ভ্রাতা।
কেউ সেজে এসেছেন পিতা,

কেহ স্নেহময়ী মাতা,
কত রঙ্গের অভিনেতা
আসেন কত সাজে সেজে।
যার যখন হতেছে সাঙ্গ
এ রঙ্গভূমির অভিনয়,
কাকস্য পরিবেদনা
তখন সে আর কারো নয়।
কোথা রয় প্রেয়সীর প্রণয়,
পুত্র কন্যার কাতর বিনয়,
শোনে না সে কারো অনুনয়,
চলে যায় সাজ সজ্জা ত্যেজে।
না হইলে কর্ম শেষ,
কত যাব মা, কত আসব,
সং সেজে সংসার মাঝে
কত হাসব, কত কাঁদব।
ভূষণ বলে, যবে আসব,
মায়া মোহ তবে নাশব।
মহাযোগে তবে বসব,
মিশব হরির পদরজে॥

সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-১১: মায়ের পায়ের জবা হয়ে

আমার মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ্ না ফুটে মন।
ও তার গন্ধ না থাক যা আছে সে নয়রে ভুয়া বরণ।
জানি জুঁই মালতি হায়
কত গন্ধ যে ছড়ায়
তবু ঘরের ফেলে পরের কাছে নিজেরে বিলায়।
ও মন তোর মতো যে নেইকো তাদের মায়ে পোয়ে আলাপন।
আমার তাই তো লাগে ভয়
প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে হই বুঝি বা ক্ষয়।
ওরে যেন ভুলিস না
তোর দয়াময়ী মা
তার রক্তমাখা কালো রূপে ঘোচায় কালিমা।
ও মন তাই বলি আয় ওই রাঙা পায়ে করি আত্মসমর্পণ॥

সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-১২: সদানন্দময়ী কালী

সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনমোহিনী।
তুমি আপনি নাচ আপনি গাও মা
আপনি দাও মা করতালি।
আদি ভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশী ভালি(?),
ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন মুন্ডুমালা কোথা পেলি।
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, আমরা তোমার যন্ত্রে চলি,
যেমন রাখ তেমনি থাকি মা, যেমন বলাও তেমনি বলি।
অশান্ত কমলাকান্ত দিয়ে বলে গালাগালি
এবার সর্বনাশী ধরে অসি ধর্মাধর্ম দুটো খেলি॥

সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-১৩: সকলি তোমারি ইচ্ছা

সকলি তোমারি ইচ্ছা,
ইচ্ছাময়ী তারা তুমি—
তোমার কর্ম তুমি কর মা,
লোকে বলে করি আমি।
পঙ্কে বদ্ধ কর করী,
পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি,
কারে দাও মা ব্রহ্মপদ,
কারে কর অধোগামী।
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী,
আমি ঘর তুমি ঘরণী,
আমি রথ তুমি রথী,
যেমন চালাও তেমনি চলি॥

সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-১৪: আমার সাধ না মিটিল

মা আমার সাধ না মিটিল
আশা না পূরিল
সকলি ফুরায়ে যায় মা।
জনমের শোধ ডাকি গো মা তোরে
কোলে তুলে নিতে আয় মা।
পৃথিবীর কেউ ভালো তো বাসেনা,
এ পৃথিবী ভালোবাসিতে জানেনা—
যেথা আছে শুধু ভালোবাসাবাসি,
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা।
বড় দাগা পেয়ে বাসনা ত্যেজেছি,
বড় জ্বালা সয়ে কামনা ভুলেছি,
অনেক কেঁদেছি, কাঁদিতে পারি না,
বুক ফেটে ভেঙ্গে যায় মা॥

সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-১৫: ও মা, তরাও তারা এ

ও মা, তরাও তারা এ সংকটে
আমি একলা পড়ে আছি বটে॥
মাগো, আছ তুমি সর্বঘটে
বেড়াই আমি ছুটেছেটে
কৃপা করে হও নিকটে
    দেখা দাও হৃদয়পটে॥
পড়ে মায়া নদীর তটে
কি আছে মা এই ললাটে
আছ কি মা কালিঘাটে
    কৃপাময়ী হও নিকটে॥
দীন বকশ রটে
আর কিছু নেই মা, কেবল আছে বাস্তুভিটে
সেটুকু যদি কেড়ে নাও মা
    পড়বো ঐ চরণে লুটে॥

কথা: খোদা বক্‌শ্‌ শাহ্‌
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-১৬: মায়ের বিচার এমনি বটে

মায়ের বিচার এমনি বটে
যেজন ভাবে ভক্তিভাবে
ওমা, তারই তুমি হও নিকটে॥
গিরিরাজ নন্দিনী মাগো
থাকো তুমি শ্মশানঘাটে
সময় সময় দিন বয়ে যায়
ভোলানাথে সিদ্ধি কুটে॥
কভু হও শ্যামরায়, কভু শ্যামা
সবঘটে থাকো বটে
রাখাল সনে বাজাও বাঁশি
কখনো যাও গঙ্গাতটে॥
বকশ তোমার অবোধ ভক্ত মা
কি আছে যে এই ললাটে
সকল ছেড়ে ধরলাম এঁটে
হৃদয়-মাঝের চিত্রপটে॥

কথা: খোদা বক্‌শ্‌ শাহ্‌
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-১৭: মা তোর বরণ কালো লাগে

মা তোর বরণ কালো লাগে ভালো
তাই বারেবার দেখি
দেখে তোমায় সাধ মেটে না
তোর আশতেই থাকি॥
কৃপাদৃষ্টি করে মা গো
কেটে দে তোর কর্মফাঁসি
সব সময় তোর নিয়ে থাকি
ঐ নীলকমল দুই আঁখি॥

আমি রোগে কিংবা শোকে থাকি
সর্বদাই তোর চোখে রাখি
তুই ছাড়া হইলে মা গো
সকল দেখি ফাঁকি॥
সময় সময় হও জ্যোতির্ময়
কোনো সময় দেখি মৃন্ময়
তোর শ্যামল বরণ করে ধারণ
দীন বকশ জীবন রাখি॥

কথা: খোদা বক্‌শ্‌ শাহ্‌
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-১৮: অবোধ মন, তুমি আর দিন

অবোধ মন, তুমি আর দিন গুনো না
কৃপাময়ী থাকতে সহায়
তোমার আর কিসের ভাবনা॥
মায়ের দয়া হলে পরে
যাবে সকল সংকট দূরে
শান্তি পাবে হৃদমাঝারে
বিঘ্ন-বিপদ আর রবে না॥
দুদিনের এই মায়ার সংসারে
কেবল বেড়াই ঘুরেফিরে
খেলা সাঙ্গ হলে পরে
চলে যেতে হবে, কেউ রবে না॥
আনন্দময়ীর কর স্মরণ
দূরে যাবে সব জ্বালাতন
দেখতে পাবি রূপসনাতন
মায়ার বেড়ি আর থাকবে না॥

কথা: খোদা বক্‌শ্‌ শাহ্‌
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-১৯: এসো মা আনন্দময়ী নিরানন্দ দিয়ে

এসো মা আনন্দময়ী নিরানন্দ দিয়ে বিদায়
সদানন্দ হও মা উদয়, মান-অভিমান কোরো না তায়॥
যে আনন্দ লাগি মা গো করিয়েছ এ সৃজন
সেই আনন্দে আনন্দিত রাখো সদা ভক্তের মন
কৃপানন্দ বারি দিয়ে, তম-অন্ধ দাও মা ধুয়ে
থাকি আমি তোমায় লয়ে, যাতে সন্দ নাহিক রয়॥
সদানন্দ রূপে তুমি থাকো এই ভূমণ্ডলে
মহানন্দ হয়ো মাগো সৃষ্টি পালন করিলে
থাক এ মহীমণ্ডলে জলেস্থলে মন-কমলে
কেহ শুধু মুখে বলে, স্বচক্ষে দেখে নাই তোমায়॥
প্রেমানন্দ রূপে তুমি দিও দেখা অজ্ঞানে
তোমার মহিমা মাগো বিজনে আর বিপিনে
এসেছি তোমার সন্ধানে দীনহীন এই বকশ ভনে
তোমা বই অন্য জানিনে, সর্বানন্দে হয়ো সহায়॥

কথা: খোদা বক্‌শ্ শাহ্
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-২০: মা কি নেই মোর ভূমণ্ডলে

মা কি নেই মোর ভূমণ্ডলে
বেঁচেই যদি থাকতে মা গো
ডাকতে নিতে কোলে তুলে॥
কুপুত্র মা অনেক বলে
কুমাতা নাই কোনোকালে
যতই ত্রুটি-দোষ করি আমি
মা হয়ে দিও না ফেলে॥
তোমার এই ভূমণ্ডলে
কত দুঃখ আমায় দিলে
ডাকি তবু মা, মা বলে
দেখবো মা নেও, দেও কি ফেলে॥
কর্মক্ষেত্রে পড়েছি মা গো
কি জানি হয় মোর কপালে
আমি সকাল-বিকাল ডাকছি কেবল
দীন বকশ যেন যায় না ভুলে॥

কথা: খোদা বক্‌শ্‌ শাহ্‌
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-২১: যদি মন, মায়ের দাবি করবি

যদি মন, মায়ের দাবি করবি পূরণ
আগে নিষ্ঠা ভক্তির কর আয়োজন॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, দম্ভ সকল
ছেড়ে দাও গো সে সব গন্ডগোল
লক্ষ্য রেখ সে চাঁদবদন
　　সম্বল মাত্র অভয় চরণ॥
শুদ্ধমতি ভক্তি দিয়ে
থাক ঐরূপ স্মরণ লয়ে
কৃপাময়ীর কৃপা হলে
　　ঘুচে যাবে ভববন্ধন॥
ও মন, ধূলাখেলায় আছিস মগন
মা ডাকলে রইতে পারবিনে কখন
ফেলে রেখে সে সব আয়োজন
　　যেতে হবে নিজ নিকেতন॥
তুই আমায় যা শিখাবি মা
তাই হবে মোর উপাসনা
তন্ত্র-মন্ত্র কিছুই জানি নে মা
　　দীন বকশ রয় নাম-রসে মগন॥

কথা: খোদা বক্‌শ্‌ শাহ্‌
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-২২: মা তোমায় আর ডাকবো কতো

মা তোমায় আর ডাকবো কতো
　আমার ডাকতে ডাকতে বেলা গেল
　　কোন্‌দিন দেখা হবে বলতো॥
শিশুকালে ডাকতাম যখন
　　দৌড়ে দেখা দিতে সতত

এখন সকাল বিকাল ডাকছি ওমা
তবু উত্তর পেলাম না তো॥
তুমি যখন ডেকেছিলে মা
ভবের খেলায় ছিলাম মত্ত
তাই প্রাণ খুলিয়ে ডাকছি মা গো
অভিমান আর করো না তো॥
ধূলায় ঘরবাড়ি বেঁধে মা
বসত করলাম কিছু দিন তো
এখন সুখ দাও আর দুঃখ দাও মা
আমি তোমায় ছাড়বো না তো॥
অপরাধ না হয় করেছিলেম মা
দেখে তোমার অভয় পদ,
তোমার নামের গুণে নাও না তুলে
দীন বকশ তোমার পদানত॥

কথা: খোদা বক্শ্ শাহ্
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-২৩: নিরানন্দ করিসনে মা, শোনো গো

নিরানন্দ করিসনে মা, শোনো গো আনন্দময়ী
এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড মাঝে তুমি আছ চিরস্থায়ী॥
তোমার ভাবে থাকে যারা
মণিহারা ফণী পারা
দেখলে দুটি নয়ন তারা
মনে হয় সেই জগন্ময়ী॥
নানাস্থানে নানানময়
থাকো তুমি ভক্তের হৃদয়
মহানন্দে হও মা উদয়
সময় কি আর অসময়ি॥
কোন ফুলে সন্তুষ্ট তুমি
ভেবে গুণে পাইনে আমি
তুমি তো মা অন্তর্যামী
এই দীনহীনের স্নেহময়ী॥

কথা: খোদা বক্‌শ্‌ শাহ্‌
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-২৪: প্রাণ ভরিয়ে ডাকবো মা গো

প্রাণ ভরিয়ে ডাকবো মা গো
এই বাসনা মনে করি
ডাকার সময় হয় না আমার
মিছে মায়ায় ঘুরে মরি॥
শিশু যেমন মাকে ডাকে
মা ছাড়া জানে না কাকে
শিশুর মতো করে আমাকে
পথে নিও হাতে ধরি॥
মা-কথা মমতা যুক্ত
ডাকলে কোলে নেয় যে সূত,
কুপুত্র অনেকে হয় তো
কুমাতা নয় বরাবরি॥
ভুলে আছি ভূমণ্ডলে
মাগো আমি তোমায় ফেলে
দীনহীন এই বকশ বলে
ঝরে কেবল নয়ন-বারি॥

কথা: খোদা বক্‌শ্‌ শাহ্‌
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-২৫: আয় জবা ফুল, আয় জবা

আয় জবা ফুল, আয় জবা ফুল, মায়ের পায়ে দেব তোরে
চন্দনে লেপিয়া, পরান দিয়া, মম যুগল করে, মম অশ্রুনীরে॥
মায়ের শোভা ওরে জবার মালায়
গন্ধবিহীন ওরে, তবু মা যে চায়
নাই তোর স্বার্থ, কেবল পরমার্থ
তাই তোর লাল রং অন্তর-বাহিরে॥
আমি যদি হাতে তুলে দেই মায়ের পায়

জবা ভবা শোভা হবে মায়ের সেবায়
(হবে) মায়ের নাচন, দেখিব দুহুঁজন
চরণে পড়িয়া রব জনম ব'রে॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-২৬: জবা ফুল ফুটলো রে বিশ্ব-বাগিচায়

জবা ফুল ফুটলো রে বিশ্ব-বাগিচায়
টক্‌টকে মায়ের পা দুখানি
পূজা দেবো মায়ের পায়॥
সূর্য্য যখন পূবে ওঠে
অমনি জবা গাছে ফোটে
মন ভ্রমরা মধু লোটে
করপুটে মধু খায়॥
চন্দ্র যখন নীল গগনে
ঘুমায় জবা, মার চরণে
রক্ত চন্দন, জাগরণে
প্রেমসিন্ধু ঢেউ খেলায়॥
আকাশ ভরা তারা হাসে
অপরাজিতা জবার পাশে
বিল্বপত্র যায় রে ভেসে
চরণ স্পর্শে কোন্ অজানায়॥
বিশ্ব মাঝে ক্ষুদ্র ভবা
আয় রে বিরাট রাঙ্গা জবা
লাল সাগরে আমায় ডুবা
দেখি মাকে কেমন মানায়॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-২৭: কাননে ফুটিল জবা, পাবে বলে

কাননে ফুটিল জবা, পাবে বলে মায়ের চরণ
দিবানিশি ভাবি বসে, কি ভাবেতে হব এমন॥
মায়ের পায়ে দিবানিশি
থাকে জবা রাশি রাশি
কি ভাগ্য তাদের হল
ধন্য হল তাদের জীবন॥
আশ হয় ভবার মনে
ফোটা জবা, মা, হৃদি-কাননে
চরণে তোর পড়ে থাকি
তোরই ভাবে হয়ে মগন॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-২৮: বড় সাধ হয়েছে, দিব জবা

বড় সাধ হয়েছে, দিব জবা তোরই দুটি চরণে
রাঙা চরণ, রাঙা জবা, ভাল হবে মিলনে॥
তুলেছি মা বনের জবা
রাঙা পায়ে হবে শোভা, মা
ছড়িয়ে যাবে, রাঙা আভা
তোরই বিশ্ব ভুবনে॥
তুই যদি মা, ইচ্ছা করে
ঠেলে ফেলিস অভাগারে, মা
(তবে) ভুল করেছি জবা ছিঁড়ে
আর যাব না ফুলবনে॥
তোরই চরণ পাবার লাগি
শিব হয়েছেন মহা যোগী, মা
আমি যে মা, বিষয় ভোগী
ভাগ্যশূন্য, জানি মনে॥
তোরই দয়ার নাই মা সীমা
নইলে কি কেউ, ডাকতো শ্যামা
ভবা কয়, মা, তোর মহিমা
বুঝিতে দেগো দরশনে॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-২৯: মা গো, আমি বেশ আছি

মা গো, আমি বেশ আছি মা, বেশ আছি
নাই কোলাহল, আছে ঢেউয়ের কল্লোল
আমি প্রেম সাগরে মিশে গেছি॥
নদী, নালা, খাল, বিল
এরা সবাই বড়ই অমিল
আঁকা-বাঁকা স্রোত অনাবিল,
এদের ধাক্কা খেয়ে সরে পড়েছি॥
সাগর-জলে ভাসি একা
কূল-হারা নীল ছবি আঁকা
সীমাহীন দৃশ্য, কেমন ফাঁকা
পাকা খাতায় নাম লিখেছি॥
কত পাখী কোথা হতে
আসে আমায় দেখা দিতে
প্রভাতী গায়, রোজ প্রভাতে
তাদের কাছে গান শিখেছি॥
কি গান শিখলি রে ভবা
মনের মাঝে বলে কে বা
(দেখি) রক্ত সাবলা, রক্ত জবা
তাদের মাঝে ফুটে আছি॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-৩০: ঘূড়ি হয়ে উড়ছি সদাই, নীল

ঘূড়ি হয়ে উড়ছি সদাই, নীল আকাশের কোলে কোলে
মায়ের হাতে লাটাইখানা, একবার গুটায়, একবার খোলে॥
সংসারের এই ঘূর্ণিবায়ে
যখন পড়ি (মা) গোপ্তা খেয়ে

তোমার স্নেহডোরে লও জড়ায়ে
    সোহাগ-ভরা ঐ আদর-দোলে॥
বাঁধলে ঘুরি কাটাকাটি
বেটী দাঁড়ায় কোমর আঁটি
তাই বিশ্বমাঝে গেছে রটি
    কেউ পারে না কোন কালে॥
দেহ মন দুই-ই ভাঙ্গা
তাই দিলে (মা) সুতোয় মাঞ্জা
জবার রঙে করি রাঙ্গা
    ভবার ডঙ্কা বাজিয়ে দিলে॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-৩১: পৃথিবী, কোথা তোমাদের ঝাড়ুদার

পৃথিবী, কোথা তোমাদের ঝাড়ুদার
বহুৎ ময়লা জমে গেছে, এথায় থাকা ভার
সূর্য্য, চন্দ্র, আলো জ্বলছে
(তবুও) দেখতে পাও না অপরিষ্কার॥
সবাই যদি চলে যায়
ঘুরবে কেবল ঘুর্ণিবায়
সাত সমুদ্র, তের নদী, কমে গেছে তাদের ধার॥
(ডাক) কোথা গেল বিশ্বকর্মা
(সে) হয়েছে কি অকর্ম্মা?
কোথা গেল সৃষ্টির ব্রহ্মা
        (বিষ্ণু) পালনকর্ত্তা অবতার॥
প্রলয়কর্তা শিব যে ঘুমায়
আমের মায়ের রাঙ্গা দুটি পায়
তোইতো ভবা পাগল-প্রায়
        নাশিতে এই অন্ধকার॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-৩২: মা গো, হরহৃদে পা দিয়ে,

মা গো, হরহৃদে পা দিয়ে, তোর বুদ্ধি শুদ্ধি সবই গেল
নেবে দাঁড়া, পাগ্‌লী মেয়ে, লোকে তোকে বলবে কি লো॥
তুই হলি মা বিশ্ববাণী
তোর পতি মা শূলপাণি
তার বুকে মা পা-দুখানি
দিয়ে কি তোর ভাল হ’ল?
কটিতে তোর নাই মা বসন
বল গো মা তুই হলি কেমন
কেবল হাসন, কেবল নাচন
করে চুল এলোথেলো॥
তিনটি চোখে, তিনটি ভুবন
দেখে করছিস বিশ্ব শাসন
বুকে লেগে শীতল চরণ
বিশ্বপতির ধ্যান ভাঙ্গিল॥
মা, তোর লীলার নাই গো শেষ
তাতেই পদে পড়লো মহেশ
দেখে শিব-শ্যামার মিলন বেশ
ভবার তাই মন মাতিল॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-৩৩: মা গো সাধে কি কই

মা গো সাধে কি কই সর্ব্বনাশী, অসিতে যে রক্তমাখা
মা তোর অভয়া নাম ডুবে গেলো, তোকে ভয় করে মা স্মরণ রাখা॥
শরণাগত জনে
স্থান যদি ঐ চরণে
তবে বল মা কি কারণে
মুণ্ডুমালা যায় গো দেখা॥
চুলগুলি তোর খোলা কেনে?
আবার আগুন জ্বলে ত্রিনয়নে
তোর মহিমা গায় বেদ-পুরাণে
দেবতাদের হাতের লেখা॥

শিবসাধ্য অসাধ্য হয়
ব্রহ্মময়ী তোর পরিচয়
মহা সিন্ধু ঐ হিমালয়
ভবা খুঁজে পায় না দেখা॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-৩৪: মা গো অত আদর, অত

মা গো অত আদর, অত স্নেহ, সব করিলি মাটি
চোখ রাঙ্গিয়ে করলে শাসন, হতাম আমি খাঁটি॥
মিথ্যা কথা নয়, ভাঙ্গা-গড়া তোরই হাতে, বেদ-পুরাণে কয়
আমি কি করে মা ভাল হব, কোন্ পথে মা হাঁটি॥
তোর ইচ্ছাময়ী নাম,
খামখেয়ালী, কোন্ খেয়ালে হলি আমার বাম
তাই মায়ার মাঝে ডুবিয়ে দিলি, আর কি পেরে উঠি॥
বুঝে দেখ্ মা তুই
মায়ের দোষে ছেলে দোষী, শোন্ গো ব্রহ্মময়ী
তাই ভবাপাগ্‌লা গাল দিয়ে কয়, সর্ব্বনাশী বেটী॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-৩৫: বলতে পার, এ ব্রহ্মাণ্ডে, রইবে

বলতে পার, এ ব্রহ্মাণ্ডে, রইবে বল কে?
রইবে কেবল নাম ব্রহ্ম, যার বসতি ঐ গোলোকে॥
যত পার, ডাক রে মন
কর্ত্তব্যে থাকি মগন
হস্ত, পদ যদিও বন্ধন
মুক্ত তোমার রসনাকে॥
রসনায় অমৃত সিন্ধু
মন্থরিত পরম বন্ধু
পান করিও একবিন্দু

বিষয়-বিষের একটু ফাঁকে॥

বিরাট দস্যু, বিরাট সাধু
এদেরই নাম রইবে শুধু
যারা ঝোলের লাউ, অম্বলের কদু
তারা ঘুরছে কেবল সংসার-পাকে॥

ভবা যে রে ভব ঘুরে
কি ভেবে কি বলি কারে
ভাল মন্দ বিচার ছেড়ে
চেয়ে থাকি মায়ের দিকে॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-৩৬: মানসকন্যা, কন্যাকুমারী, রয়েছে সাগর পারে

মানসকন্যা, কন্যাকুমারী, রয়েছে সাগর পারে
লঙ্কার রাবণ করিতে নিধন, রাম তব পূজা করে॥

নীল সাগরে ঢেউয়েরি দল
দলে দলে চুম্বে চরণতল
ভকত সিন্ধুর প্রেম অশ্রুজল
ঝর্ণার মত অবিরল ঝরে॥

সেতুবন্ধে তুমি পরমা ঈশ্বরী
দৈত্যাভরণে হও ভয়ঙ্করী
ভয়হারিণী তুমি শুভঙ্করী
মঙ্গল কামনা সন্তান তরে॥

পরমা সন্দরী, পরমা রূপসী
মৃদু মন্দ মন্দ, মধু মধু হাসি
জল পদ্ম সম বদন শশী
শশীকলা বালা বহুরূপ ধরে॥

ভবা পাগ্‌লা তব দরশন আশে
প্রেমনীরে মা গো, দিবানিশি ভাসে
অবসান বেলা, ডুবে দীনবেশে
কবে দেখা দিবে, বল মা আমারে॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-৩৭: আধ-আধ কথা কয়, আধ-আধ হাসে

আধ-আধ কথা কয়, আধ-আধ হাসে
চলিতে ঢলিয়া পড়ে, মাতৃপদ-পাশে
মাকে না দেখতে পেলে নয়ন জলে ভাসে॥
ধুলোমাটি সার যার, সমান সমান
বাহ্যজ্ঞানরহিত, সেই শিশু ভগবান
সাধক সেই শিশুর মত, শোন জ্ঞানবান
জ্ঞান, বুদ্ধি তুচ্ছ তার, সদানন্দে হাসে॥
পণ্ডিতের যাগযজ্ঞ, হোম-আদি যত
মা-ডাকা শিশুর কাছে সব পরাজিত
সাধক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, শিশুটির মত
এক দণ্ড মা ছাড়া, নাহি ভালোবাসে॥
ছোট্ট কথার মাঝে, বিশাল প্রকান্ড
ব্রহ্মময়ী মায়ের কাছে ডুবিল ব্রহ্মান্ড
ভবা পাগ্‌লার মন, কেন লণ্ডভণ্ড
শিশুর মত ঘুরে বাড়ায় আকাশে বাতাসে॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-৩৮: তাই বলি, রে, মাকে ডাক

তাই বলি, রে, মাকে ডাক
কোন দুঃখই রইবে না ক’
ছেলের কান্না শুনলে পরে
    বাজবে যেয়ে মায়ের প্রাণে॥
থাকতে দয়াময়ী তারা
হয়ে থাকিস দিশেহারা
একবারও ডাকিস না মাকে
    ভুলেও একবার পড়ে না মনে?

বিষয় নিয়েই ভুলে থাকিস
দিন-রাত কেবল খেলি বিষ
বিষয়-বিষে দেহ ঘিরলো
সারবে না এখন ওঝা বিনে॥
ভবা কয়, শোন্ রে বলি
বল রে সদা কালী কালী
যাবি যদি মায়ের কোলে
আয় রে চলে আমার সনে॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-৩৯: মা দিয়েছেন জীবনটুকু, রেখো যতন

মা দিয়েছেন জীবনটুকু, রেখো যতন করে
ফাঁকি কিন্তু দিও না মন, মা রয়েছেন সহস্রারে॥
মায়ের কিন্তু কড়া শাসন
এ কিন্তু অমূল্য রতন
চুপি চুপি কর ভজন
সুখী হবে এ সংসারে॥
বেশী বুদ্ধি ভাল নয়
না বুঝে যে কথা কয়
যা হবার তার এমনিই হয়
ভক্তি বিশ্বাস ঈশ্বরে॥
মানুষ হবার চেষ্টা কর
ঠিক মত মন নড়চড়
তর্কের ঘাড়ে নাহি চড়
দেখো চিন্তা করে॥
ফাঁকি দিলে ঠকবে খালি
কালী হবে ছাগল বলি
পুঁথি আড়ান মুখের বুলি
নিজে কিন্তু ঠকবে পরে॥
ভবা তাই কীর্তিনাশা
কঠোর তিক্ত কঠীন ভাষা
চোখ পাকড়ান মৃদু হাসা
মায়ের কথায় নড়েচড়ে।

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-৪০: দিবালোকে ঘুমিও না মন

দিবালোকে ঘুমিও না মন
নিশিযোগে ঘুমিয়ে থাকো
চিন্তি' নারায়ণ॥
প্রভাত হলেই জেগে উঠো
ফুলের মতই তুমিও ফুটো
মায়ের পায়ে তখনই লুটো
তবেই হবে পূজা পার্বণ॥
মধ্যাহ্নে করে আহার
ভোগ হবে মন শ্যামা মা'র
সন্ধ্যা হলে কর যোগাড়
আরতির সব আয়োজন॥
আরতি হবে যখন
দেখবে তখন মধুর মিলন
শ্যামার সঙ্গে শ্রীরাধারমণ
মিথ্যা নয় এ ভবার বচন॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-৪১: ঝুমকো-লতা, শোন মোর কথা

ঝুমকো-লতা, শোন মোর কথা
কোথা মোর মাতা
স্বরগ হতে নেমে এলো
অন্ধকারে, ওঙ্কারে, ঝঙ্কারে
মা মিলিয়ে গেলো॥
রক্ত সাবলা দুটি পায়ে
রক্ত আঁখির গায়ে গায়ে
মেঘমল্লার চুল এলিয়ে

সোহাগ ভরে নাচতে লাগলো॥
কার যেন কি বাঁশীর সুরে
মা ভাসে রে অশ্রুনীরে
মনে হয় সেই মন-চোরে
মায়ের মন সব হরে নিলো॥
হরবিলাসিনী কালী
নাচ, দিচ্ছি করতালি
ভবা পাগ্‌লার কমল-কালী
কালী-কৃষ্ণ মিলন হল॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-৪২: সময় থাকতে সেলা রে মন

সময় থাকতে সেলা রে মন তোর পচা ছেঁড়া দেহখানা
বিবেক সূঁচ নিয়ে হাতে চারি ধারে দে না টানা।
অটল বিশ্বাস সুতো নিয়ে
প্রেম ভক্তি ফোঁড়টি দিয়ে
মন পাগলকে সঙ্গে নিয়ে
স্থির ভাবে বসে যা না॥
সেলা তুই এক ধ্যানে
মিলবে ধন সঙ্গোপনে
দেখবি রে তার মাঝখানে
শ্যামা মায়ের মূর্ত্তিখানা॥
হারালি তোর সূতোর আল
তাতেই তোর হ'ল বেহাল
কেমনে তোর হবে খেয়াল
খুঁজলি কেবল দশটি কোনা॥
প্রেম-সাগরে দেহখানা
ভালো করে ধুয়ে নে না
পারলি না, পারলি না কানা
চারি ধারে ঘিরলো পানা॥
ছয়টা ইঁদুর কোথা থেকে

বসে বসে সদাই কাটে
তোর দেহে নাই বেড়াল মোটে
তাতেই কাটে দেহখানা॥
ভাল দেখে পুষলে বিড়াল
তবেই যাবে যত জঞ্জাল
কাটবে না তোর দেহমাল
মারবে সে যে ইঁদুরছানা॥
ভব-সাগরে মা ডুবায় যারে
সংসারে কি তার মনটি ধরে
ভবা আছে যে কি ফাঁপরে
তার মন করে সদা আনাগোনা॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-৪৩: দেবালয় ভরে গেল ধূপের গন্ধে

দেবালয় ভরে গেল ধূপের গন্ধে
কে গো নাচিছ মন মন-মন্দিরে, মধুর ছন্দে॥
বাজিছে কাঁসর, বাজিছে ঘণ্টা
নাচিতে লাগিল সদা পাগল এই মনটা
সঙ্গে নাচিছে দেবী রক্তিম চণ্ডা
স্বরগের পারিজাত ঝরিছে আনন্দে॥
সন্ধ্যার আগমনে নিত্য আরতি
পূজারী আপন মনে গাহিছে গীতি
ছড়ায় সমীরণে গন্ধ দুতী
প্রকৃতি প্রভাতী স্নিগ্ধা চরণ বন্দে॥
ভবা দেবালয় পাশে
মহাদেবী দরশন আশে
নয়ন ছলছল, আসে ঐ কে আসে
ঝুন্ ঝুন্ চরণে, মৃদু মৃদু মন্দে॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-৪৪: মা আমারে হাতে করে মানুষ

মা আমারে হাতে করে মানুষ গড়েছে
এ নয়তো খেলার পুতুল, এ নয়তো মাটির পুতুল
(যেমন) হাত থেকে ফস্কে গেলেই, ভেঙে পড়েছে॥
কোল থেকে মা নামিয়ে দিলে
যদি পড়ি পা পিছলে
তাই আমাকে কোলে কোলে
মা রেখে দিয়েছে॥
দাঁড়াতে শিখেছি বলে
মহামায়ার ভূমণ্ডলে
ভবার ভাগ্য ফলাফলে
সুফল কুফল দুই ফলেছে॥
ভয় ভাবনা নাই কো মোটে
ভবা ব্রহ্মাণ্ডে রটে
ফলাফলের সন্নিকটে
ঘটে পটে মা রয়েছে॥
অরি নাশে সদাই ব্যস্ত
মায়ের কাছে সব পরাস্ত
ভবার মাথা সদাই ন্যস্ত
ও-রাঙ্গা পায়েরই কাছে॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-৪৫: মায়ের দুটি চরণ যেন, রক্তকমল

মায়ের দুটি চরণ যেন, রক্তকমল ফুটিল রে
ভুবন ভোলা মায়ের রূপে ব্রহ্মাণ্ড ঐ দুলিল রে॥
কি যেন কি কর্ম্মদোষে
মাতৃপদে মন না বসে
মেতে রইলাম রঙ্গরসে
মোহমেঘে ডাকিলো রে॥
আমি কি ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া
হয়ে গেলাম দিশেহারা
নয়নে নাই প্রেমধারা

বাসনার ঢেউ জাগিল রে॥
কত জনম গেল কেটে
ভক্তি কুসুম নাহি ফোটে
কখন যেন মরণ ঘটে
    শিয়রে শমন দাঁড়ালো রে॥
ভক্ত অলি দলে দলে
পড়লো লুটে চরণতলে
রাঙ্গা জবা বিল্বদলে
    ভবা এসে জুটিলো রে॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-৪৬: রক্তরাঙ্গা দুটি চরণ কমল, শিব-হৃদি

রক্তরাঙ্গা দুটি চরণ কমল, শিব-হৃদি কমলে
অসি, মুন্ডু, বরাভয়, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়
    মহা শূন্যে মহাকালী, অপরূপা দোলে॥
মহা ভাবে, মহা ধ্যানে, শিবসুন্দর
বিভোর চরণ লাগি যুগ-যুগান্তর
লুক্কায়িত জাহ্নবী, নয়ন-অভ্যন্তর
    ত্রিবেনী সমবেদা, মুখ মন্ডলে॥
মহা শ্মশানে নৃত্য শিব-হৃদি শ্মশানে
প্রচন্ড ঐ মহাচন্ডী মঙ্গল কারণে
সর্ব্বমঙ্গলা দেবী অনিত্য বদনে
    মহাকালে রাখিয়াছ চরণ তলে॥
অসাধ্য সাধনে রত মহামেঘ গর্জ্জনে
দেশেহারা বসুন্ধরা মাভৈঃ মন্ত্র উচ্চারণে
ভবার এ-ভাববাক্য অতিব সঙ্গোপনে
    সৃষ্টি, প্রলয় লীলা, সন্ধি-সন্ধ্যাকালে॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-৪৭: ওমা কালী, কালী গো, এতনি

ওমা কালী, কালী গো, এতনি ভঙ্গিমা জান
কত রঙ্গ ঢঙ্গ কর যা ইচ্ছা হয় মন॥
মাগো স্বামীর বুকে পা দেও মা ক্রোধ হইলে রণ
কৃষ্ণরূপে প্রেমভাবে, মামীর বসন টান॥
আদ্যাশক্তি হইয়া মাগো, পুত্রে লইলায় বর
শতবার মারিয়া মাগো, কর পুত্রের ঘর॥
কখন কালী, কখন রাধা, কখন গো তারিণী
জ্ঞানচক্ষে চাইয়া দেখি, মা মোর পরাণী॥
কালীরূপ ধরিয়া মাগো, অসুর কইলায় নাশ
রামরূপ রাক্ষসগণ করিলায় বিনাশ॥
তুমি বাড়ি, তুমি ঘর মা, তুমিই সংসার
তুমি বিনে অন্যজনা কেহই নাই আর॥
নানা সময় নানারূপে অবতার হইয়া
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কর দুষ্টকে মারিয়া॥
হাছন রাজা কালীভক্ত, কালী পদ সার
কে বুঝিতে পারে মায়ের অনন্ত ব্যাপার॥

কথা: হাসন রাজা
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-৪৮: বলরে জবা বল

বলরে জবা বল
কোন সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণ তল?
মায়া তরুর বাঁধন টুটে
মায়ের পায়ে পড়লি লুটে
মুক্তি পেলি, উঠলি ফুটে আনন্দবিহ্বল
তোর সাধনা আমায় শেখা জীবন হোক সফল॥
কোটি গন্ধ কুসুম ফুটে বনে মনোলোভা
কেমনে মার চরণ পেলি তুই তামসিক জবা
তোর মত মার পায়ে রাতুল
হব কবে প্রসাদী ফুল
কবে উঠবে রেঙে
ওরে মায়ের পায়ের ছোয়া লেগে
কবে তোরই মত রাঙবে রে মোর মলিন চিত্তদল॥

কথা: নজরুল ইসলাম
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-৪৯: ভয়ণ্গকরী তোরে কালী কে বলে

ভয়ণ্গকরী তোরে কালী কে বলে মা তারা
তোর অভয় চরণ ছুঁয়ে মা মোর ভয় হ’ল সব হারা॥
রুদ্রাণী তোর নাচন তালে
প্রলয় যখন এগিয়ে চলে
হয় সেই প্রলয়ের অন্তরালে
নূতন ভুবন গড়া॥
মায়া মোহে মত্ত হয়ে জীব যদি রয় ভুলে
মরণ ছলে তুই মা তারে নিস্ গো কোলে তুলে॥
ভবভয়ে ও শঙ্করী
আমি যে মা ভয়ে মরি
আয় মা হয়ে ভয়ঙ্করী
ভাঙ্গতে পাষাণ কারা॥

কথা: মহম্মদ সুলতান
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-৫০: কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে

কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন
মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব, যার হাতে মরণ বাঁচন॥
কালো মায়ের আঁধার কোলে শিশু রবি শশী দোলে
(মায়ের) একটুখানি রূপের ঝলক – স্নিগ্ধ বিরাট নীল গগন॥
পাগলী মেয়ে এলোকেশী নিশিথিনীর দুলিয়ে কেশ
নেচে বেড়ায় দিনের চিতায় লীলার যে তাঁর নাইক শেষ॥
সিন্ধুতে মার বিন্দু খানিক ঠিক্‌রে পড়ে রূপের মাণিক
বিশ্বে মায়ের রূপ ধরে না, মা আমার তাই দিগ্‌বসন॥

কথা: নজরুল ইসলাম
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-৫১: নামেরি ভরসা কেবল শ্যামা গো

নামেরি ভরসা কেবল শ্যামা গো তোমার
কাজ কি আমার কোশাকুশি, দেঁতোর হাসি লোকাচার॥
নামেতে কাল-পাশ কাটে
জটে তা দিয়েছে রটে
আমরা ত সেই জটের মুটে
হয়েছি আর হব কার॥
নামেতে যা হবার হবে
মিছে কেন মরি ভেবে
নিতান্ত করেছি শিবে
শিবেরি বচন সার॥

কথা: কমলাকান্ত চক্রবর্তী
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-৫২: আমার নাই আঁধারের ভয়

আমার নাই আঁধারের ভয়
কালো মায়ের রূপে আলোর
ঝরনা-ধারা বয়॥
সকল জ্ঞানের অতীত যে মা
তাই তো কালো আমার শ্যামা
জ্ঞানরূপী শিব চরণে তাঁর
লুটিয়ে পড়ে রয়॥
তোর কালো রূপের পর্দাখানার
আড়াল দিয়ে কালী
নিভিয়ে দে মা ত্রিতাপ-জ্বালা
দহনে যে জ্বলি॥
আলোর জ্বালায় জ্বলি যত
আঁধার কালী স্নিগ্ধ তত
ঐ শীতলে নে মা তুলে
আলোর করি ক্ষয়॥

কথা: মহম্মদ সুলতান
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-৫৩: মদ-মত্ত মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়

মদ-মত্ত মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়
নিবিড় কুন্তলদল বিজড়িত পায় পায়॥
নখরে অরুণ ছুটে পদচিহ্নে পদ্ম ফুটে
মকরন্দ গন্ধ অন্ধ ভৃঙ্গবৃন্দ গুঞ্জি ধায়॥
অট্টহাস্য অবিরত তড়িত প্রকট কত
উজল ঝলকে আলো কালবরণ ঘটায়॥

কথা: গিরিশচন্দ্র ঘোষ
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-৫৪: লম্বিত গলে মুণ্ডমাল দম্ভিতা ধনি

লম্বিত গলে মুণ্ডমাল দম্ভিতা ধনি মুখ-করাল
স্তম্ভিত পদে মহাকাল, কম্পিতা ভয়ে মেদিনী॥
দিগ্বসনা চন্দ্র-ভাল, এলায়ে পড়েছে কেশজাল
শোভিত অসি করে কপাল প্রখরা শিখরী নন্দিনী॥
চারিদিকে কত দিকপাল, ভৈরবী শিবা তাল বেতাল
অতি অপরূপ রূপ বিশাল কালী কলুষনাশিনী॥

কথা: দাশরথি রায়
সূচী

শ্যামাসঙ্গীত-৫৫: দোষ কারো নয় গো মা

দোষ কারো নয় গো মা
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা॥
ষড়রিপু হ'ল কোদণ্ড স্বরূপ, পূণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ
সে কূপে বেড়িল কালরূপ জল, কাল-মনোরমা॥
আমার কি হবে তারিণী, ত্রিগুণধারিণী, বিগুণ করেছে সগুণে
কিসে এ বারি নিবারি, ভেবে দাশরথির অনিবার বারি নয়নে
ছিল বারি চক্ষে, ক্রমে এল বক্ষে, জীবনে জীবন কেমনে হয় মা রক্ষে
আছি তোর অপিক্ষে, দে মা মুক্তি ভিক্ষে, কটাক্ষেতে করে পার॥

কথা: দাশরথি রায়
সূচী

প্রথম পাতা

সারিগান

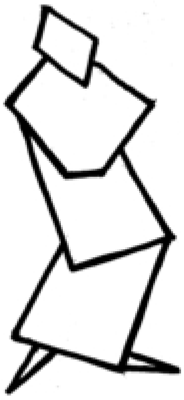

প্রথম পাতা

সারিগান-১: দোকান খোলো দেখি

দোকান খোলো দেখি
পসরা সাজাও দেখি
যেই ঘাটে রাধিকা হবে পার
কানাই সে ঘাটের মাঝি
ওগো গোয়ালিনী।

রাধে গো,
নিত্য নিত্য যাও গো রাধে
মথুরা ভুবনে রাধে, মথুরা ভুবনে,
খেয়ার বিকি দিয়ে যাও
নইলে তোমায় ছাড়ব না
সাঙ্গ করে দেব বেচাকিনী,
ওগো গোয়ালিনী।
রাধে গো,
লুটব তোমার দধির ভাণ্ড
ভাঙব দধির হাড়ি
খেয়ার বিকি দিয়ে যাও,
নইলে তোমায় ছাড়ব না
সাঙ্গ করে দেব বেচাকিনী।

রাধে গো,
তোমার ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি,
চোখের কোণে প্রেমের ফাঁসী,
লজ্জা সরম নাই কি তোমার ডর,
খেয়ার বিকি দিয়ে যাও,
নইলে আঁচল ছাড়ব না
সাঙ্গ করে দেব বেচাকিনী,
ওগো গোয়ালিনী।

সূচী

সারিগান-২: আমার গোঁসাই রে নি

আমার গোঁসাই রে নি দ্যাখছ খাজুর গাছতলায়,
গোঁসাই ল্যাজ নাড়ে আর খাজুর খায়।
গাছের আগায় কলসী তাতে খাজুরের রসি,
উপর মুখে চাইয়া থাকে তলাতে বসি।
গোঁসাই গাছ বাইয়া উঠতে নারি জিহ্বা রসে টল্‌টলায়।
গোঁসাই যার বাড়িতে যায়, গোঁসাই উঁকি মাইর্‌যা চায়,
পাকের ঘরের ধারে কাছে জঙ্গলে লুকায়।
গোঁসাই ফাঁক পাইলে বেড়া ভাঙ্গে শিকা ছিঁড়া অন্ন খায়।
গোঁসাই রসেতে ভরপুর ছাড়ে এক টানা তিন সুর
অন্য গোঁসাইর দলে ভিড়ে রাত হলে দুপুর,
আবার বাড়ি বাড়ি ঘুইর্‌যা গোঁসাই, শেষ রাইতে আখ্‌ড়াতে যায়।

সূচী

সারি-৩: ও আমার দরদী, আগে জানলে

ও আমার দরদী —!
আগে জানলে তোর ভাঙ্গা নৌকায় চড়তাম না।
এই ভাঙ্গা নৌকায় চড়তাম না, আর দূরের পাড়ি ধরতাম না;
আমি নবলাখ বাণিজ্যের বেসাত এই নায় বোঝাই করতাম না॥
ছিল সোনার দাঁড় পবনের বৈঠা ময়ূরপংখী নাওখানা
চন্দ্র সুরয গলুই ভরি ফুল ছড়াতে জ্যোছনা॥
সঁওঁ সঁওঁ সঁওঁ সঁওঁ দরিয়াতে ওঠে ঢেউ,
এই তুফানেতে কেউ গাং পাড়ি দিও না।
ওরে বিষম দইরার পানি দেইখ্যা ভয়েতে প্রাণ বাঁচে না॥
লবঙ্গলতিকার দেশে যাবার ছিল বাসনা
ওরে মাঝ দরিয়ায় নাও ডুবিল উপায় কি তায় বল না॥
কল্ কল্ ছল্ ছল্ করে জল টলমল্
আগে চল্ আগে চল্ নাই বল্ তবু চল্
ওরে মাঝি তুই কেন হলি আজি বিমনা—?
ও তোর সামনে নাচে বিজলি লয়ে কন্যা সোনার বরনা॥

সূচী

সারি-৪: ও মোর কানাইরে কেমন কইরা পাউরি

ও মোর কানাইরে,
কেমন কইরা পাউরি দিমু নাইয়ারে।
হলুয়া কাশ্যার ফুল,
নদী হইল্ একা কুল
কেমন কইরা হমু দরিয়া পার রে।
যে নাইয়া করাইবে পার,
তাকে দিমু গলার হার,
পার হইয়া দিমু জাতি কুল রে॥

সূচী

সারি- ৫: কানাই পার করে দে

ও কানাই পার করে দে
ও চলে চলে না
হিলে হিলে হিলে না
আহা মরিবে বেশ বেশ বেশ
কানাই পার করে দে আমারে
আজিকার মথুরার বিকি দান করিব তোমারে
তুমি তো সুন্দর কানাই তোমার ভাঙ্গা না
কোথায় রাইখব দৈয়ের পসরা কোথায় রাখি পা।
শুনি কানাই বলে তখন শুন রসবতী
ভরা কালে ভরা গাঙে ও কন্যা কেন এলি যুবতী
আগা নায়ে রেখে দধি মাঝখানেতে বোইসো
ফুটিক ফুটিক ফেল জল লাজে কেন ভাইস
সর্ব সখী পার করিতে নেব আনা আনা
রাধিকারে পার করিতে নেব কানের সোনা।

সূচী

সারি-৬: আমার কাংখের কলসী

আমার কাংখের কলসী গিয়াছে ভাসি
মাঝিরে তোর নৌকার ঢেউ লাগিয়া।
মাঝিরে তোর বৈঠার ঢেউ লাগিয়া॥

ধীরে নৌকা বাইয়া যদি   নদী হইতে পার
তবে কি ভাসিত জলে কলসী আমার॥
আমার সহে না দেরী   আমি উপায় কি করি
গৃহে যাবার সময় যে গেল বইয়া॥
এইবার যদি ঢেউ লাগিয়া কলসী হয়রে তল
মাঝিরে তোর দেশে যাওয়া হইবে রে বিফল।
কাঙাল উকিলে বলে মনরে কলে কৌশলে
নৌকা শুদ্ধু রাখিব বাঁধিয়া॥

অন্যরূপ

আমার কাঞ্চের কলসী গেলো হের ভাসি
মাঝিরে তোর বৈঠায় ঢেউলা দিয়া।
মাঝি তীরে বাইতো দার কলসী ভাসলো কি আমার
বেয়ে বেয়ে কলসী যায়রে ভাসিয়া।
আমার সহে না দেরি বলো উপায় কি করি
গৃহে যাবার সময় যায় গো বহিয়া।
আমার কাঞ্চের কলসী—
মাঝি ধরি তোমার পায় কলসী বেধে কিনারায়
কুল নদী আমার আসে ধাইয়া।
যদি দেখিবারে পায় আমার জীবন রাখা দায়
ব্যাথার ব্যথী নাই কেউ সংসার জুড়িয়া
আমার কাঞ্চের কলসী—
মাঝি আমার দিকে চাও ঘাটে নৌকাখান ভিড়াও
কলসী দাও না আমার হাতে আনিয়া
আমার অন্তরেতে ক্লেশ বলো বন্ধুর কোন দেশ
সেই দেশেতে আমায় পৌঁছাও নিয়া॥

সূচী

সারি-৭: সুজন মাঝিরে কোন ঘাটে

সুজন মাঝিরে কোন ঘাটে লাগাইবা তোমার নাও॥
এ পারেতে দরদী নাই ঐ পারেতে যাইবার চাই
হয়না আমার পারে যাওয়া চণ্ডলিয়া চলিয়া যাও
উড়ায় আমার বুকের পাষাণ কাঁপায় হা হুতাশে॥

তোমার দেখা পাব না বলে নিত্য ভাসি নয়ন জলে
হয়না আমার তোমায় পাওয়া চঞ্চলিয়া চলিয়া যাও॥

সূচী

সারি-৮: এ নাওয়ে নাইরল লইয়া যায়

এ নাওয়ে নাইরল লইয়া যায়
ঝিলমিল ঝিলমিল করে রে
সুনা মিঞার নায়॥
এ নাওয়ের কাড়ালী ভালা
ভালা তার আইগ্গাল
কি রে সাবাশ সাবাশ হিও
আরে পাইকা বইঠা মারছে যারা
সকলি ডাইকল॥
মাঝে মাঝে ময়না মিঞা আগায় তুতা ঘাটু
ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নাচে গুজা করি হাঁটু॥
ভাসিল রঙের খেলুয়া
যাইত সুরমার গাঙ্গে
ঢুল বাজে করতাল বাজে কত রঙ্গে ঢঙ্গে
হায়রে কত রঙ্গে ঢঙ্গে
আল্লার নাম লইয়া রে
নবীর নাম লইয়া রে
ও রে ও পাইকল ভাই
বইঠায় মার টান
হেইয়া হো হো হো হেইয়া॥

কথা: গিয়াসুদ্দিন আহমেদ, সুর: বিদিত লাল দাস
সূচী

সারি-৯: যাত্রা করাইয়া মোরে দেগো নন্দরাণী

যাত্রা করাইয়া মোরে দেগো নন্দরাণী
মাগো কালীদহে যাব আমি কালীদহে যাব॥
যাত্রা করাও নন্দরাণী বেলার দিকে চাইয়া

আইজের যাত্রা করাইয়া দাও তেল সিন্দুর দিয়া॥
যাত্রা করায় নন্দরাণী মুখে দিয়া পান
ঘর হইতে বাহির হইল পুন্য মাসের চান॥
ভাত যে রান্ধিবা মাগো না ফেলাইয়ো ফেনা
কালীদহে যাইতে মাগো না করিয়ো মানা॥
সাজ সাজ বইলা রে নগরে পড়ল সাড়া
কৃষ্ণের সাজন দেইখ্যা সাজে গোয়ালপাড়া॥

সূচী

সারি-১০: কুন মেস্তরী নাও বানাইল, কেমন

কুন মেস্তরী নাও বানাইল, কেমন দেখা যায়
ঝিলমিল ঝিলমিল করে রে ময়ূরপঙ্খী নায়॥
চন্দ্র সূর্য বান্ধা আছে নায়েরই আগায়
দূরবীনে দেখিয়া পথ মাঝি মাল্লায় বায়॥
রঙ বেরঙের যত নৌকা ভবের তলায় আয়
রঙ বেরঙের সারি গাইয়া ভাটি বাইয়া যায়॥
হারা জিতার ছুবের বেলা কার পানে কে চায়
মদন মাঝি বড় পাজি কত নাও ডুবায়॥
বাউল আব্দুল করিম বলে বুঝে ওঠা দায়
কোথা হইতে আসে নৌকা কোথায় চলি যায়॥

কথা: আব্দুল করিম   দ্র: ছুবের = তাড়াহুড়ো
সূচী

সারি-১১: বন্ধু দাঁড়াও রে প্রেমের বাতাস

বন্ধু দাঁড়াও রে প্রেমের বাতাস লাগাও গায়
সড়কেদি বন্ধু যায়, বাবনর মাইয়া তামসা চায়
খিড়কি খুলিয়া হাওয়া খায়॥
দেখতে যে কদম্বের ফুল খোপা কইরা বানছে চুল
দিয়া তাতে নানান রঙের ফুল॥
লাল বর্ণ শাড়ি গায় চ্যান্ডাল দিল দুটি পায়
শাড়ির অঞ্চল বাতাসে হিলায়॥

দ্র: সড়কেদি = রাস্তা দিয়ে, বাবন = ব্রাহ্মণ
সূচী

সারি-১২: সখী পারঘাটে চল্ যমুনায়

সখী পারঘাটে চল্ যমুনায়
তরী লইয়া মাধব আইলো
বেলা গইয়া যায়॥
সব সখীগণ ডাইক্যা বলে
নৌকা আনো মাঝি
মথুরার হাটে যাইতে
বেলা গেলো আজি॥
আস্তে আস্তে বাইয়া নাও
পারে ভিড়াইলো
সঙ্গিনী সহিতে নায়ে
রঙ্গিনী উঠিলো॥
মাঝি বলে আগে সবে
দেও খেওয়ার কড়ি
জন প্রতি নয় আনা
তবে পার করি॥
নয় আনা চাওরে মাঝি
আমরা সুনয়ানা
পার করো মোরা সবে
দিয়ে যাবো সোনা॥

সূচী

সারি-১৩: পার করিয়া দেওরে মাঝি

পার করিয়া দেওরে মাঝি
মথুরাতে যাই
মথুরাতে গিয়া যদি
কানাইর দেখা পাই॥
সবেরে পার করতে গেলে

লইব আনা আনা
তোমারে পার করতে গেলে
লইব কানের সোনা॥
মইধ্য গাঙ্গে নিয়া কৃষ্ণ
নায়ে দিলো লাছা
চমকিলো রাধার পরাণ
ভাঙলো নায়ে পাছা॥
একে আমার ভাঙা তরী
বাইনে চুয়ায় পানি
ধীরে ধীরে বাই নৌকা
তুমি সিঁচ পানি॥

সূচী

সারি-১৪: আইজ রণে সাজিলো সোনাভাই রে

আইজ রণে সাজিলো সোনাভাই রে
সাধু ভাই
আইজ রণে সাজিল সোনা ভাই॥
ছত্রিশবাবু আড়ং জমাইছে
সোনার চান্দ রূপার বৈঠা
মইষ্ পুইড়ায় পাইছে
ওকি চল ল ল ল ল ল ল হিঃ হিঃ॥
সখি সয়না প্রাণে আর
সর্ব অংগ ফুলের বাণে
বিন্ধিল আমার
আহা বেশ বেশ বেশ
এ্যালং মাছের ত্যালং ত্যালং
পাইব্যা মাছের উসা
নয়া ছেড়ীর পুরান জমাই
নিত্যি করে গুসা গো॥
কই মজে কই-এর ত্যালে
মাগুর মজে ঝোলে
আরে রসিক মরে প্রেমের জ্বালায়
ফড়িং মরে ফালে গো॥

সূচী

সারি-১৫: দূতী গো আমার মন ভালো

দূতী গো আমার মন ভালো না
কালার সনে প্রেম করিয়া
সুখ হইল না॥
পিরিত রতন পিরিত যতন
পিরিত গলার হার
পিরিত কইরা যে জন মরে সফল জীবন তার॥
আমি একখান পিরিত করলাম
কার না করলাম ক্ষতি
গোকুল নগরের মাঝে
কার না মা বইন সতী॥
মিছামিছি লোকে দোষে
বন্ধু নাই মোর ঘরে
সেই কারণে বউ নারীরা
জ্বইল্যা পুইড়্যা মরে॥

সূচী

সারি-১৬: হো ঐ দেখো কে যায়

হো ঐ দেখো কে যায় রে
নিশান টাঙাইয়া নাও বাইয়া॥
ও রে জিজ্ঞাস কইর‍্যা দ্যাখনা তারে
কোন বা দেশী নাইয়া
বাইছালী খেলাইয়া মধুর সুরে
যায় গান গাইয়ারে॥
ওরে নিদ্রা নাই বিশ্রাম নাই রে
ভাত পানি না খাইয়া
বিনা পয়সায় বেগার খাটে
কি বা সুখ সে পাইয়া রে॥
ও রে দেখিয়া নাওখানি ভাই রে

কহে মজিদ মিঞা
নাওয়ে বার্নিশ দিছে রং লাগাইছে
চকমকিবার লাইগ্যারে॥

সূচী

সারি-১৭: শুন ললিতে কই তোমারে

শুন ললিতে কই তোমারে
শ্যাম পিরিতের লাঞ্ছনা
হায় পিরিত আমার ছাইড়ো না॥
পিরিত রতন পিরিত যতন গো
হায় গো পিরিত গলার হার
পিরিত কইরা যে জন মরে
সফল জীবন তার
হায় পিরিত আমার ছাইড়ো না॥
লোহার সনে কাষ্ঠের পিরিত গো
হায় গো জলে ভাসে দুই জনা
জলের সনে মীনের পিরিত
জল বিনে মীন বাঁচে না॥
হায় পিরিত আমার ছাইড়ো না॥
এক পিরিত কইরাছিলো গো
হায় গো রাধে কইতে পারে
নন্দের ছেইলা ভাইগ্না লইয়া
ফিরছিলো বনে বনে।
হায় পিরিত আমার ছাইড়ো না॥
এক পিরিত কইরাছিলো গো
হায় গো রাধের সনে কানু
কোন যুগে করছিলো পিরিত
আইজ ও তনু ঝুরে গো
হায় পিরিত আমার ছাইড়ো না॥

সূচী

সারি-১৮: যাওয়ার আগে আশা গো জাগে

যাওয়ার আগে আশা গো জাগে
একবার ফিইরা চাও
ঐ বিদেশে লিখবেন চিঠি বন্ধু
আমায় কথা দাও॥
তোমারো কাজরো লাগে না বিজোরো
টানিয়া মারো বাবু হাত
ঐ বিদেশে লিখবেন চিঠি বন্ধু
আমায় কথা দাও॥
মারো টানো পানি তোমারো কাজরো
কি কাজটা করো ভাই
ঐ বিদেশে লিখবেন চিঠি বন্ধু
আমায় কথা দাও॥
রোজো কা বালি টানি বন্ধু টানি
তোমারো জোরো হায়
ঐ বিদেশে লিখবেন চিঠি বন্ধু
আমায় কথা দাও॥

সূচী

সারি-১৯: গাজী গাজী বল ভাই বদর

গাজী গাজী বল ভাই বদর বদর ভাই। (ধূয়া)
পাছার মাঝি হইল ভালা
বাইছা সব সমান
মাচ্ তালাতে ফালাইয়া বৈঠা
কেরামতি টাকা
আসমান করিয়া সাক্ষী
পারের দিকে চাইয়্যা
গাজীর নামে ফেলাইয়া বৈঠা
যাই সারি গাইয়্যা।

সূচী

সারি-২০: ওরে ও সুন্দইর‍্যা নাওয়ের মাঝি

ওরে ও সুন্দইর‍্যা নাওয়ের মাঝি
কোন্ দিন ছাড়িবারে নাও
আমি যেন জানি।
আকাশেতে ওঠেরে চাঁদ
সঙ্গে তারা লইয়া
আর কতকাল রইব আমি
দিশাহারা হইয়া।
বরাবর মাঝি ঐনা বরাবর
ডালিম গাইছ্যা বাড়ি আমার
পূব দুয়াইর‍্যা ঘর।
আমার বাড়ি গ্যালেরে মাঝি
বইতে দিমু পিড়া
খাইতে দিমু তোমায় আমি
শালিধানের চিড়া।
শালি ধানের চিড়া দিম্ রে
বিন্নি ধানের খই
মোটা মোটা শবরি কলা
গামছা বান্ধা দই।
(ও মাঝি রে) —
বনের যত পশুপাখি
জোড়ায় জোড়ায় চলে আসি
বিধি দোষে আমার জোড়া
লেখা নাই কপালে রে।

সূচী

সারি-২১: নাও ছাড়িয়া দে পাল উড়াইয়া

নাও ছাড়িয়া দে পাল উড়াইয়া দে
ছলছলাইয়া চলুক রে নাও মাঝ দইরা দিয়া চলুক॥
উড়ালি বিড়ালি বাওয়ে নাওয়ের বাদাম নড়ে
আথালি পাথালি পানি ছলাৎ ছলাৎ করে
আরে খল খলাইয়া হাইসা উঠে বৈঠার হাতল চাইয়া॥
ঢেউয়ের তালে পাওয়ের ফালে নাওয়ের গলই কাঁপে

তিরতিরাইয়া নাওয়ের খোইয়ায় রোদ তুফান মাপে ***
তিরলি তিরলি ফুলে ভোমর ভোমরী খেলে রে
বাদল উদালী গায়ে পানিতে জমিতে হেলে ***
তুরতুরাইয়া আইল দেয়া দিব্যি হাতে লইয়া॥
শালী ধানে শ্যামলা বনে হইলদা পংখী ডাকে
চিটমিটাইয়া হাসে রে চাঁদ সোরষা ক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে
সোনালী রূপালী রঙে রাঙা হইল নদী
মিতালি পাতাইতাম ঐ মনের মিতা পাইতাম যদি
আরে ঝিলমিলাইয়া ঝালর পানি নাকে থইয়া দিয়া পানি॥

সূচী

সারি-২২: সোনা বউয়ের মনের ভাব বুঝা

সোনা বউয়ের মনের ভাব বুঝা নাহি যায়
হায় মরি হায়, সোনা বউয়ের মনের ভাব
বুঝা নাহি যায়॥
সোনা বউ, সোনা বউ মুখ ক্যানে ভারি,
গঞ্জের হাটে কিন্যা দিবাম
ময়নামতী শাড়ী॥
সোনা বউ জলে যায় নীলাম্বরী গায়
জলের কল্‌সী কাঙ্খে লইয়া
ছোড়ানী লুটায়॥

সূচী

সারি-২৩: সুন্দইর‍্যা মাঝির নাও উজান চলে

সুন্দইর‍্যা মাঝির নাও উজান চলে ধাইয়া
আগায় পাছায় নিশান ওড়ে
নেয় যুবতীর মন কাইড়্যা॥
আগা পাছা গলুই দুইখান কাইখ্যা মাছের ঠুইটা
পঙ্খীর পঙখা ওড়ে যেমুন বাইছার হাতে বৈঠা,
লাহোর ভাইঙ্গা পবন বেগে ছোটে কলকলাইয়া
খোদারই কুদ্‌রতে ডিঙ্গা চলে জল ছিটাইয়া॥

পাছার মাঝি হাইলা ভাল বাইছা সব সমান
মারে তালেতে ফালাইয়া বৈঠা কেরামতি টান,
আসমান করিয়া সাক্ষী, পারের দিকে চাইয়া
তারা সমানে মিলাইয়া গলা যায় সারি গাইয়া॥

সূচী

সারি-২৪: রূপসী নদীর নাও

রূপসী নদীর নাও
সুজন মাঝির নাও
তরতরাইয়া যায়
হায়রে, কোন বা দ্যাশে
উজান বাইয়া যায় রে॥
হেঁই সামালো হেঁইও
আরে তাগত দিয়া বাইও
ফুলমতির কেরামতি
পাছত্ ফেলাইও॥
বুড়া মিঞার ব্যাটা রে ভাই
কাইল্যা চাচার নাতি
জান দিয়া বাইওরে নাও
খুইলা বুকের ছাতি॥
বৈঠা মাইরো হেঁইও
শক্ত হাতে বাইও
ময়নামতী উজান গাঙে
শন্সনাইয়া যায়॥

সূচী

সারি-২৫: প্রাণদূতী—এ, এ, এ, আরে তোমার

প্রাণদূতী—এ, এ, এ, আরে তোমার কানাইরে আনরে।
কানাইয়ার শোকে তনু আমার হইল ঝর ঝর
তুমি নি আনিয়া দিবায় বন্ধুয়ার খবর।
(আরে) যাও যাও ওগো দূতী বন্ধু আন চাইয়া

দেখি লইমু বন্ধুয়ার রূপ নয়ান ভরিয়া।
দূতী বলে শুন কানাই তুমি আমার কথা
অবলা ত্যজিয়া তুমি বসি রইছ কোথা?
কিশোরী দূতীর কথা শুনি বোল হায় হায়
ষোলশ গোপিনী কানাই কেমনে পালায়?
কানু যায় রাধার ঘরে ধরি দূতীর গলে
রাধা কানুর মিলন হইল কদম্বের তলে।
তন রাধা মন কানু শাহানূরে বলে
রাধা কানুর মিলন হইল আড়াই হাতের তলে।

কথা: সৈয়দ শাহনূর
সূচী

ঝুমুর

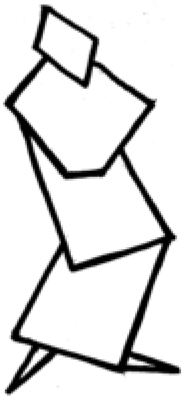

প্রথম পাতা

ঝুমুর-১: বড় মজা গো আইন পাশে

বড় মজা গো আইন পাশে,
　　　　　　গত ফাগুন মাসে
হউক না বুড়া কানা খোঁড়া
যদি না তার গাল বসে,
ছ বছরের শিশু এনে
দিয়ে দে সিন্দুর ঘসে,
　　　　　　গত ফাগুন মাসে॥
কাপড় দিবার কথা ছিল হে
পাৎ পাইড়া ফুরান শাড়ি,
হাতে লাই মোর পয়সা কড়ি,
লাচাই মনকে ভুলালি, গত ফাগুন মাসে।
তুমি আগে চল বিন্দে,
আমি যাব পিছনে
সে যে আমার আমি যে তার
সদাই সংগে শিব জানে
　　　　　　যাব বিন্দাবনে।
কেবা নারী রসবতী এ মথুরা নগরে,
রাখো শ্যামকে বন্দী করে,
হৃদয়ের কারাগারে, গত ফাগুন মাসে।

সূচী

ঝুমুর-২: হের সহচরী যায় বিভাবরী

হের সহচরী যায় বিভাবরী
এলো না কপটের মূল রে,
কোকিল কুহরে বিঁধিছে অন্তরে
মদন বিরহ শূলরে॥
এলো না ত্রিভঙ্গ শ্যাম পরাণ আকুল রে।
সুমধুর স্বরে ভ্রমর গুঞ্জরে,
কুঞ্জে চুমি নব ফুল রে,
সুধাকর কর অনল প্রখর
গরল ভেল তাম্বুল রে॥
অঙ্গের ভূষণ বৃশ্চিক যেমন,
সাপিনী নিল দুকুল রে,
কন্টক সমান শয্যা অনুমান,
দহিছে কুঞ্জ মঞ্জুল রে।
মরি যার তরে সে মজিল পরে,
পরপ্রেমে প্রেমাকুল রে।
ভব প্রীতা ভণে মানস দর্পণে,
হেরি সে রূপ অতুল রে॥

সূচী

মানভূমের ঝুমুর-৩: দহের মাছ না পড় ভাই

দহের মাছ না পড় ভাই ডাঙ্গালে,
সাঁতার দিছ ভব ডাঙ্গালে,
সাঁতার দিছ ভব জলে॥
যদি হবে ইচ্‌লা পুঁটি,
যেতে হবে গুটি গুটি,
ঘুরাই ঘুরাই মারবে ঘুন– জালে
সাঁতার দিছ ভব জলে॥
যদি হবে রুই কাতলা,
ঘুঁচাও মনের মাত্‌লা,
অনন্ত কই রাখ পদতলে,
সাঁতার দিছ ভব জলে॥

সূচী

ঝুমুর-৪: বলি ও ননদী, আর দু মুঠো চাল

বলি ও ননদী,
আর দু মুঠো চাল ফেলে দে হাঁড়িতে
ঠাকুর জামাই এল বাড়িতে লো ননদী,
        ঠাকুর জামাই এল বাড়িতে।
ইষ্টিশনের বাবুর মতো মিষ্টি পান খেয়ে,
দেখেন তোরে দেখছে কেমন, ড্যাব্‌ডেবিয়ে চেয়ে,
আমি তাই তো বলি,
চুল বেঁধে সাজ হলুদ রাঙা শাড়ীতে,
        ঠাকুর জামাই এল বাড়িতে॥
পাঠাই কারে জেলে পাড়ায়, আনতে হবে মাছ,
আর, কিনতে হবে রাঙা আলু, পটল গোটা পাঁচ
আবার এমন সময় মিনসে দেখি,
সাবান ঘসে দাড়িতে।
        ঠাকুর জামাই এল বাড়িতে।

সূচী

ঝুমুর-৫: কিষ্টো কালার কী রূপ দেইখ্যেঁ

কিষ্টো কালার কী রূপ দেইখ্যেঁ রাধা পাগল হইল,
কাল রূপের কী দেইখ্যেঁ সে প্রেমে যে মজিল॥
কুল-বঁধু হইয়ে কেনে কুল যে ভাঙিল,
বাঁশীর সুরে এমন কইরে কেনে পাগল হইলো,
        কাল রূপের কী দেইখ্যেঁ সে প্রেমে যে মজিল॥
কী কারণে রাধা যে রে ঘরের বাহির হইল,
কালার প্রেমের আগুন যে রে নিজের বুকে জ্বালাইল,
        কাল রূপের কী দেইখ্যেঁ সে প্রেমে যে মজিল।
ঘর ছাড়া হইয়ে রাধা পথে বাহিরিল,
মন-উদাসী হইয়ে সে যে নয়ন জলে ভাসিল,
        কাল রূপের কী দেইখ্যেঁ সে প্রেমে যে মজিল।
পোড়ামুখীর গতি নাইরে সর্বনাশ ডাকিল,
সাধ কইরে যে কিষ্টো-কালার প্রেমের ফাঁন্দে পড়িল।
        কাল রূপের কী দেইখ্যেঁ সে প্রেমে যে মজিল।

সূচী

ঝুমুর-৬: রাঙা মাটির পথে লো

রাঙা মাটির পথে লো
মাদল বাজে বাজে বাঁশের বাঁশী।
ও বাঁশী বাজে বুকের মাঝে লো
মন লাগে না কাজে লো
রইতে নারি ঘরে ওলো
প্রাণ হল উদাসী লো॥
মাদলে আর তালে তালে
অঙ্গ উঠে দুলে লো
দোল লাগে শাল পিয়াল বনে
লোটন খোঁপার ফুলে গো
মহুয়া ফুলে লুটিয়ে পরে
মাতাল চাঁদের আলো লো॥
চোখে ভালো লাগে যাকে
তারে দেখব পথের বাঁকে।
তার চাঁচর কেশে বেঁধে দেব
ঝুমকো জবার ফুল লো।
তার গলার মালার কুসুম কেড়ে
পরব কানের দুল লো
নাচের তালের ইশারাতে
বলব ভালোবাসি লো॥

সূচী

ঝুমুর-৭: রাধা রাধা নাম ধরে

রাধা রাধা নাম ধরে
বাঁশী ডাকে প্রেম ডোরে
ফুল নারে বিধিল মদন গো
ফুল শরে হিয়া বিধিল মদন গো॥
কি করিবে কুল লাজ

পাই যদি রসরাজ
হৃদি মাঝে তারে ধরিব যতনে গো।
কহে রাধা উৎকণ্ঠিতা চল ত্বরা ও ললিতা
ভবপ্রীতা ভাবে সে নীল রতনে গো॥

কথা: ভবপ্রীতানন্দ ওঝা
সূচী

ঝুমুর-৮: ওলো মালিনী লো সই

ওলো মালিনী লো সই
সারা রাতি ফুল কুড়ালি
পয়সা পেলি কৈ?
মধু ছিল ফুলে ফুলে
চুপি চুপি লিল তুলে
তুই শুধু রইলি পড়ে
তোরে লিল কৈ?
ফুলে ছিল যে প্রেমের ভ্রমর
কামড়ে তার মরমর হল যে লাগর।
লিল মধু বেছে
পড়ে রইলি তুই পিছে
কেঁদে কেঁদে মরলি মিছে
না পেলি তুই থৈ॥

সূচী

ঝুমুর-৯: বুড়োর কোওয়াতে ঠুকারে দিল

বুড়োর কোওয়াতে ঠুকারে দিল টাকেতে।
তখন বুড়ো ঘাটে বসে টান দিচ্ছে হুকোতে॥
বিয়েন বেলা বুড়ি বুড়োর সঙ্গে ঝগড়া করে
ঘর থেকে বার করে দিলে বুড়োর ঘাড়ে ধরে
তাইতো বুড়ো রেগে এসে বসল পুকুর পাড়েতে॥
আমি যখন পুকুর ঘাটে কাচছিলুম শাড়ী
আবার ফোকলা দাঁতে হেসে বলে বস আমার পাশেতে।

এমন সময় বুড়ি এসে দাঁড়াইল গাছতলায়
রেগেমেগে বুড়ি তখন ছুটে এসে
ঠিলে বুড়োকে ফেলে দিল জলেতে॥

সূচী

ঝুমুর-১০: বড়লোকের বিটি লো

বড়লোকের বিটি লো লম্বা লম্বা চুল
এমন খোঁপায় বেঁধে দেব লাল গাঁদা ফুল॥
দেখেছিলেম সারানে ওরে সারানে
আমার সঙ্গে দেখা হবে বাবুর বাগানে॥
ওরে লাল ধুলোর সারানে ওরে সারানে
ভালোবাসা দারুণ ছিল মাথার সিঁথেয় নে॥
ওরে যা কেনে কুথায় যাবি ওরে ও যাবি
দুদিন বাদে আমার ছাড়া আর কার বা হবি॥

সূচী

ঝুমুর-১১: বর এলো মাদল বাজায়ে

ওলো বর এলো মাদল বাজায়ে লো
চন্দনের টুপা দিয়ে দে কনেকে সাজায়ে॥
দুরুজপুরে রিস্কো টেনে মরে বরের বাবা
তাই সাত কুড়ি টাকা ছাড়া নাই যে দাবীদাবা।
ঐ টাকাটা না পেলে দিবেক বিয়ে কাচায়ে॥
ও লো ও বরযাত্রী গুটা দশেক ছেলে বুড়ো মিলে
রেগে মেগে ভাগতে পারে মদ না খেতে দিলে।
আবার মাংস খাবে বলে শুনি দাঁত রেখেছে শানায়ে॥

সূচী

ঝুমুর-১২: আমার ভাইয়ারে বিয়া দিলি

আমার ভাইয়ারে বিয়া দিলি এ কোন ঘরেরে
উপোসেতে দিন কাটে মোর ছেঁড়া টেনা পরে॥

কর্ত্তার আমার নাইরে জুড়ি
দোষের মধ্যে করেন চুরি
জেলখানাতে থাকে বছর ধরে॥
ভাসুর আমার ভাল মানুষ
শুধু রাত্রে থাকেন বেঁহুশ
কারণ সুধা চলে নারে॥
শ্বশুর নিন্দা করতে নাই
এমন মানুষ কোথায় পাই
সদায় জপে কৃষ্ণ নামরে।
কাটে তিলক সর্ব অঙ্গে
কামড় দেয় মরগীর ঠ্যাঙ্গে
ধরিয়া মারে বিনা দোষে আমারে॥

সূচী

ঝুমুর-১৩: শোনো গো আয়ান দাদা

শোনো গো আয়ান দাদা তোমার শ্রীমতী রাধা
জাত কুল মান আচার বিচার কিছুই রাখলে না
দাদা গো কিছুই রাখলে না॥
তুমি দাদা সাদা সিধা বাতাসেতে থাক সদা
কুলনাশিনী তোমার রাই গৃহে থাকে না॥

সূচী

ঝুমুর-১৪: ওরে হাড় মোর জ্বলিয়া গেল

ওরে হাড় মোর জ্বলিয়া গেল দেওরারে
তোমার দাদার পাল্লায় পড়ে জাতি কুল মান গেল রে॥
আউস কইরা দিছে বিয়া পাঁচ ভায়ের সংসারে।
শ্বশুর ভাসুর দেওর ভালো মিনসে কপালপোড়া রে॥
ইলসা মাছের মাথা দিয়া হবে কচুর শাক
তাইতো ভাসুর টাকা দিলেন করতে বাজার হাট।
আর মিনসে আনে লেটা মাছ আর তেলা কচুর পাতারে॥
ভাইয়ের ছেলের মুখে ভাতে গেলাম বাপের বাড়ি
মিনসে আমার মাকে বলে কেমন আছো দিদিরে॥

সূচী

ঝুমুর-১৫: যখন ফুল কলী ছিল

যখন ফুল কলি ছিল
তখন ভ্রমর আইল কে লো
এখন ভ্রমরা কোন ফুলে মজিল
পুরানো পিরীতি ছাড়ি নতুনে মজিল
হায় রে ভালা ভালা॥
কলি ফুটে ফুল হইল
বাস সব উড়ি গেল
এখন ভ্রমরা নতুন কলি পাইল
পুরানো পিরীতি ছাড়ি নতুনে মজিল
হায় রে ভালা ভালা॥
পহিলী পিরীতির কালে
হাতে চন্দ্র আনি দিলে
এখন ভ্রমরা কেনে দাগা দিলে
পুরানো পিরীতি ছাড়ি নতুনে মজিলে
হায় রে ভালা ভালা॥

সূচী

ঝুমুর-১৬: কামরাঙা টকমিঠে মাছরাঙা

কামরাঙা টকমিঠে মাছরাঙা মন্দ
হেসে কথা কই বলে মরদ করে সন্দ॥
পাতকুয়ো নাই বাড়ির কাছে
চাপা কল তো দূরে আছে
আবার চান করতে গেলে ননদ করে গাল মন্দ॥
ওরে ভাত রাঁধি আলু ভাতে
ঝিঙে পটল রইল ক্ষেতে।
আবার ঘোমতা মাথায় না থাকিলে ভাসুর করে দ্বন্দ্ব॥
খায় হাঁড়িয়া ভরে হাঁড়া
আমি বাঁধি ঘুংঘুরা
আমার মাদল বাজে ধিন তাক ধিন নাচি দিয়া ছন্দ॥

সূচী

ঝুমুর-১৭: বন্ধুনীরে সোনার চাঁদ

বন্ধুনীরে সোনার চাঁদ
আর মাইর না অভাগী পরান॥
তোমার চোখটা দেখি
লাল গুলাগুল রে
তুমি মারছ নাকি গাঁজায় টান।
আর মাইর না অভাগী পরান॥
তোমার ঠোঁটটা দেখি
লালটি লালটি রে
খাইছ নাকি সাঁচি পান।
আর মাইর না অভাগী পরান।
তোমার গালটা দেখি
গন্ধ গন্ধ করে
তুমি মাখছ নাকি লাক্স সাবান।
আর মাইর না অভাগী পরান॥
তোমার সইলডা দেখি
ভিজা ভিজা রে
তুমি করছ নাকি গঙ্গা চান।
আর মাইর না অভাগী পরান॥

সূচী

ঝুমুর-১৮: তুহার জন্যে জরিমানা

তুহার জন্যে জরিমানা
তুহার জন্যে জেলখানা
তবু শুনিব না মানা
না শুনিব রে মানা
করিব রে আনাগোনা॥
তুহার জন্যে বিহার যাব
তুহার জন্যে ছাতার যাব

তুহার জন্যে ঝাড়গা যাব
তুহার জন্যে বরগা যাব
তবু শুনিব না মানা
না শুনিব রে মানা
করিব রে আনাগোনা॥
তুহার জন্যে প্রান দিব
তুহার জন্যে হত্যা দিব
তুহার জন্যে দিব্যি দিব
তুহার জন্যে সবই দিব
তবু শুনিব না মানা
না শুনিব রে মানা
করিব রে আনাগোনা॥

সূচী

ঝুমুর-১৯: সাইকেলে বিহাই যাইছেন ঘরে

সাইকেলে বিহাই যাইছেন ঘরে
দুটো ঠ্যাং ফাক করে
জানিনা রে আজ কপালে কি
ঘটে কি বা না ঘটে॥
সাইকেলে কি নিছেন বটে
আমার বিহাই যাইছেন ঘরে
দুটো ঠ্যাং ফাঁক করে
জানিনা রে আজ কপালে কি
ঘটে কি বা না ঘটে॥
সাইকেল লয় রেলগাড়ি
চলি যাবে তাড়াতাড়ি
বিহাই যাইছেন বাড়ি
বিহান ঘরে দেখছেন ঘড়ি
সাইকেলে বিহাই যাইছেন ঘরে
দুটো ঠ্যাং ফাঁক করে॥

সূচী

ঝুমুর-২০: আরে মন না দিবি বিটি

আরে মন না দিবি বিটি যৈবন কেড়ে লিব
আরে যৈবন না দিবি বিটি মন কেড়ে লিব
মন দে যৈবন দে॥
সে পাখী একটা পাখী পিরিত পাখী
দুইটা ডানায় উড়ে তায়
একটো ডানা মন বটে অন্যটি যৈবন হে॥
মন যদি দিবি বিটি একটো ডানা পাব
একটো ডানা পেলে বিটি কেমনে উড়িব
যৈবন যদি দিবি বিটি একটো ডানা পাব
একটো ডানা পেলে বিটি কেমনে উড়িব
মন দে যৈবন দে দুগ্গা ডানা লাগাইং দে
এই আকাশে উড়িব পিরিত পাখী হব
তোকে সঙ্গে করে লিব
কানার বাঁশী সঙ্গে লিয়ে বৃন্দাবনে যাব॥

কথা ও সুর: অরুণ চক্রবর্ত্তী
সূচী

ঝুমুর-২১: এক খিলি পান ছিল

এক খিলি পান ছিল
কে গো তাতে দোক্তা দিল
পান খায়ে ঘুরিল রে মাথা
গুরুবারের হাটে
দেখলাম বেগুন বড় সস্তা॥
পিঞ্জরাতে পোষা পাখি
রেখেছি যতনে রাখি
এখন পালাবে সে গগনে
ভাব কোরো সাবধানে॥
ছাগল গরু কে ছাড়িছে
বেগুন ক্ষেতে ঢুকেছে
এখন খাচ্ছে গরু বেগুন পাতা
বল তুদের মালী কোথা॥

সূচী

ঝুমুর-২২: কারো কই ভালো লাগে

কারো কই ভালো লাগে
কারো লাগে খোলসে
কেউ খায় ঝোলে ফেলে
কেউ খায় ঝলসে
কেউ খায় তেতো পুঁটি
ভাজা নয় শুক্তো
ঘটি বাটি বলে জাত
বাঙ্গালেরা থুকতো॥
টেংড়ী ও গুগলী খায় আর চাঁদা চৈতন
পদ্মার বুক ভরে মেছো বান বইত
কাঁচা পাস ডাঁসা খাস
চুষে খাস পাখনা
আস-ফাস খাস জাতা
বলে বিনি মাগনা॥
তোদের ডোবাই সার
আমাদের বড় বিল
তোদের পুকুরে প্যাঁচা
আমাদের গোদা চিল
তোমাদের কচু ঘেঁচু
আমাদের সজনে
হেরে ভূত হয়ে যাবি
মেলা কথা কসনে॥

সূচী

ঝুমুর-২৩: এ ঘরেতে তিনটি খুঁটি

এ ঘরেতে তিনটি খুঁটি
মশাই এখন চালো ঘুটি
দেখিব তোমার খেলা

হরি হে ঘরে থাকা হবে কি গো পাকা॥
ঘরেতে তিনটি খুঁটি
দেখে লিব নাটিখুটি
মশাই এখন চালো ঘুটি
না হলে তো দাঁত কপাটি
ও গোঁসাই সবই তো তিন
বাজা না তাধিন তাধিন॥
স্বর্গ মর্ত পাতাল
সাধু অসাধু মাতাল
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
সুরাসুর সুরেশ্বর
ও গোঁসাই সবই তো তিন
বাজা না তাধিন তাধিন॥
ইরা পিঙ্গলা সুষুম্না
গঙ্গা যমুনা পদ্মা
একটি নয়গো ত্রিনয়ন
খুঁজে দেখ ব্যাকারণ॥

সূচী

ঝুমুর-২৪: পুতুল খেলার বিয়ে লো সই

পুতুল খেলার বিয়ে লো সই
পুতুল খেলার বিয়ে
গায়ে হলুদ দিব মোরা
উলুধ্বনি দিয়ে॥
আমার পুতুল হবে বর
তোর পুতুল কনে
কিন্তু ভাই গয়নাগাটি
লিব গুনে গুনে॥
আমার বরের মাসি পিসি
মন্ডা লুচি পেলে খুশি
তবে দিব আমি
তেল আলতা শিশি॥

কে বাজাল বাঁশুরী
বল না রে হরি হরি
পুতুল খেলার এ বিয়েতে
পড়েছি এক ফাঁদেতে॥

সূচী

ঝুমুর-২৫: জানো না রে মন

জানো না রে মন
মুদিলে দু নয়ন
চারিজন মিলে কাঁধে
তুলে লিবে ধন॥
শ্মশানেতে তোরই গমন
হরি হরি বল রে মন
শ্মশানেতে ফেলে আসবে
চিল শুকুণী সবাই খাবে
আনন্দে খাইবে শৃগালগণ॥
পথের কাঁটা পার হল
বলবে রে ঐ বন্ধুগুলো
নাই রে আর কথা নাই
মানে তা বুজুর্গ সৈভ্যজন॥

সূচী

ঝুমুর-২৬: হরি ঘরে থাকা হল যে জ্বালা

হরি ঘরে থাকা হল যে জ্বালা
ভেঙ্গে গেছে দরজা অসংখ্যটা নালা॥
ইঁদুর কুড়ে মাটি বাতাস উড়ায় ঝাকি
সময় পেলে মারে লাথি গো চামচিকি॥
পচে গেছে দড়ি হোচট্ খেয়ে পড়ি
উইচিংড়া আরশোলা ঘরে করে খেলা॥
ৰান্ধবী ভৈরবী অথবা বৈষ্ণবী
সবই একাকার একাকার সবই॥
দরজা অসংখ্য হলে আসবে হেলে দুলে
আসিবে অনেক তাক্ ধিনা ধিন ধিন তাক॥

সূচী

ঝুমুর-২৭: রাম রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ

রাম রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ
রামকৃষ্ণ জয় হে
শুভ দে বড় দে
জয় জয় শারদে॥
ভগ বয় বারিণী
জয় ভব তারিণী
রবময় ব্রহ্মবারি
জয় গঙ্গা মাহিণী॥
প'ঞ্চবট তট জয়
অনুরাগ রজ জয়
কাশীপুর মহাশয়
মহাধাম জয় হে॥
জয় বিবেকবাণী জয়
জয় অবেধ জ্ঞানী জয়
কথামৃত কথা জয়
সর্ব ধর্ম ময় হে॥
ভাগবত ভক্ত জয়
রামকৃষ্ণ লোক জয়
সরনাগতি ভক্তি
মহা নাম জয় হে॥

ঠিক করবার দরকার
সূচী

ঝুমুর-২৮: ঝিঙ্গা ফুলি সাঁঝেতে

ঝিঙ্গা ফুলি সাঁঝেতে
পেইয়ে পথের মাঝেতে
কাদা দিলি কাদা দিলি
তু কেনে কাদা দিলি সাদা কাপড়ে॥
ইখন আমার হবে কি

গাইয়ের লোকে কবে কি
বিনা দোষে ফেলিলি ফাঁপরে॥
মুখ মুছে তু ঘর যাবি ওরে সিয়ানা
আমি কুথা কাদা ধুব দেখিন দে না
ও তু দেখিন দে না
কলসি দড়ি গলায় বেন্ধে
মরব ডুবে কোন পুকুরে॥
মাথার উপর ধম্ম আছে ও রে সিয়ানা
লুকেন কথা পরানডারে কুইয়ে দে না
ও তু কুইয়ে দে না
তুকে লিয়ে যাব আমি
ঘুচে যাবে আমার শরম রে॥

কথা ও সুর: প্রচলিত
সূচী

ঝুমুর-২৯: আমার মন ভেঙ্গে গেলি

ছেলে আমার মন ভেঙ্গে গেলি
বল কি বা পেলি
তবে আমায় কেন ছাড়লি
বল আমায় কেন ছাড়লি॥
মেয়ে *তুহার নাম হল ভারি*
তুহার হল রে পসারি
টাকা পয়সা সোনাদানা
না না না না না না না না
কখোনো করি নি তো মানা॥
ছেলে বেশ তো সবই বুঝলাম
তোমার কথা সবই মাইনলাম
সবই ঠিক আছে
দেশে আইন আছে
বল আমায় কেনো ছাড়লি
তাহলে কেন ছাড়লি॥
মেয়ে *তুহার সময় এখন কোথায়*

নাম কইরব বড় হব

ইটাই তখন মাথায়

বড় হব বড় হব॥

ছেলে দেখলি তোকে ছাড়া কাউকে

আর ভাল লাগে না॥

মেয়ে *তাহলে তো তোকে ছেড়ে*

আমি তো কোথাও যাব না॥

সূচী

ঝুমুর-৩০: তুমি আসল তাল কানা বন্ধু

তুমি আসল তাল কানা বন্ধু

পিরিত জানো না

সারা নিশি জেগে বসি

তুমি এলে না॥

তোমার লাগি কালো শশী

জল ফেলে জল নিতে আসি

শুনে তোর মোহন বাঁশী

ঘরে রইতে পারি না॥

তোমার প্রেমের এমনই রীতি

তুমি মজাও কূলে কুলবতি

রাধার বেদন বুঝতে যদি

গঙ্গাকুঞ্জে যেতে না॥

কথা ও সুর: ভক্ত দাস

সূচী

ঝুমুর-৩১: ট্যাংরা তবু কাটন যায়

ট্যাংরা তবু কাটন যায়
মাগুর মাছটা ক্যাট ক্যাটায়
আবার সিঙ্গি মাছটা মারছে কাটা
পরাণ যায় জ্বলিয়ারে।
হায় রে কি মাছ ধরেছ বঁড়শী দিয়া
ও দরদী কি মাছ ধরেছ বঁড়শী দিয়া
ভ্যাদা মাছে কাদা খায়
পুঁটি মাছের পরান যায়
আবার বৃষ্টি হলে কই মাছটা
চলে ডাঙা দিয়ারে॥
গুরু বলে মিথ্যা নয়
চ্যাং ধরেছি গোটা ছয়
আমি ঝোল খাইব দুটো বেগুন দিয়ারে॥

সূচী

ঝুমুর-৩২: আমি যাব না রথের মেলাতে

আমি যাব না রথের মেলাতে
ও জামাইবাবু যাব না রথের মেলাতে॥
তোমার সঙ্গে গেলে পরে
দিদি আমার গোসা করে
ঘুমের ঘোরে চিমটি কাটে
টান মারে কেশেতে॥
গতবারের মেলাতে
তুমি দিয়াছিলে শাড়ী
তাই নিয়ে দিদির সাথে
হল আড়াআড়ি
আবার রাগ করে খেল না সে
রাতে এল না বাড়িতে॥
অন্তরে তার আগুন জ্বলে
তুমি কিছু দিলে
তাই তোমায় করি মানা

যাও আমারে ভুলে
বলনা আর মানায় ভাল
পরলে বেনারসীতে॥

সূচী

ঝুমুর-৩৩: আমার বউ কথা শুনে না

আমার বউ কথা শুনে না
আমি কি করি কি করি রে
পড়ি কি মরি ভাই রে
এত লোকের মরণ হয়, আমার কেন হয় না॥
ও - শ্যমলা বরন বউটি আমার, মুখে ভারী চোট
বিয়ের পর এত ঝামেলা, প্রাণেতে সয় না
আমি মারতে গেলে উলটা মারে একি যাতনা॥
ও মনের কথা হয় না বলা বলতে লাগে ভয়
গলায় দড়ি দিয়ে গিন্নী ডুবে মরতে কয়।
বলে তোমার মত মরদ আমার ভালো লাগে না
পরপুরুষের ঘর বাঁধবো ঘরে রব না॥

সূচী

ঝুমুর-৩৪: খেজুর গাছে হাঁড়ি বাঁধো মন

খেজুর গাছে হাঁড়ি বাঁধো মন
নইলে রস গড়িয়ে গোড়া পচে অকালে হবে মরণ॥
মাটির একখান হাঁড়ি নিয়ে রশি দিয়ে বেঁধে তারে
ওপরে কর তারে ঝুলন ঝুলন॥
গাছের জোয়ার আসিলে, গাছ কাটো কৌশলে
টোনার দড়ি ছিঁড়ে যেন পড়োনা তলে
নইলে তলে পড়ে তোমার দেখি অকালে হবে মরণ॥
সুরসিক গাছি যারা গাছের ওপর ওঠে তারা
দুহাত ভরে তারা করতেছে রস আস্বাদন॥
অরসিক গাছি যারা গাছের ওপর ওঠে তারা
টোনার দড়ি ছিঁড়ে তারা তলে পড়ে, হয় মরণ॥

সূচী

ঝুমুর-৩৫: নদী যদি মদ হত

নদী যদি মদ হত
মাতালে প্যাট ভরে খাইত রে
আর চ্যাখনা হত বালি
কি করলি মা কালী
বড় দাদা গো, চামচিকা মাদলই বাজায়॥
পাটায় পাটায় ইঁদুর চড়ে
ইঁদুরে বেড়াল খায়
বড় দাদা গো, চামচিকা মাদলই বাজায়॥
হাতি যদি পাঁঠা হত
এক পাঁঠাতে গেরাম খেত রে।
আর কাঁকর হত চালই॥
কি করলি মা কালী
বড় দাদা গো, চামচিকা মাদলই বাজায়॥

সূচী

ঝুমুর-৩৬: এল রে চৈতন্যের গাড়ি

এল রে চৈতন্যের গাড়ি সোনার নদীয়ায়
নিত্যানন্দ টিকিট মাস্টার
শ্রীঅদ্বৈত ইঞ্জিনিয়ার
শ্রীগৌরাঙ্গ হয়ে ড্রাইভার সে গাড়ি চালায়॥
জগৎময় নামটি দয়াময়
গরিব দুখীর কি সুবিধা
যেতে কারো নাই বাধা
বিনা পয়সায় টিকিট বিক্রি করে ঐ রামানন্দ রায়॥
খ্যাপারে ঘণ্টা হল
টিকিট কই নিলি?
আসবে শমন করবে দমন
শুন খ্যাপা মন – তাই বলি॥

অন্য রূপ

এল রে চৈতন্যের গাড়ি সোনার নদীয়ায়
রাই কোম্পানির জংশন হল শ্রীবাসের আঙ্গিনায়॥
শ্রীচৈতন্য ইঞ্জিনিয়ার নিত্যানন্দ টিকিট মাস্টার
শ্রীগৌরাঙ্গ হয়ে ড্রাইভার সেই গাড়ি চালায়॥
(তাই) গরিব দুঃখীর কি বা সুবিধা
(এদের) গাড়ি চরতে নেই মানা
এল নববিধা ভক্তিমাশুল
টিকিট পাওয়া যায়॥
গোঁসাই শরৎ বলে যাহার কাছে
আমাদের রাই কোম্পানির চাপরাশ আছে
গাড়ি সেই তো চড়ে ফাস্ট কেলাসে
নিত্যধামে চলে যায়॥

কথা: শরৎ গোঁসাই
সূচী

ঝুমুর-৩৭: বাঁক্যে গেল মীনার মায়ের মন

বাঁক্যে গেল মীনার মায়ের মন
যেমন কুকুরের ল্যাজের মতন॥
রাজা মহাজনের দেনা মীনার মা কিছুই জানে না।
আর নিতই খুঁজে বসনভূষণ॥
পাব বলে ছিল আশা মীনার মায়ের ভালবাসা
এটা এখন নিশির স্বপন॥
যদি দিতম পয়সাকরি খ্যাতে পাত্যম ভাতমুড়ি
ইটা এখন উপরি যতন॥
দ্বিজ গদাধরে বলে মীনার মায়ের কথায় চল্যে
এখন আমার নিকটে মরণ॥

কথা: গদাদগর চৌধুরী (দ্বিজ গদাধর)
সূচী

ঝুমুর-৩৮: চর্যে গেল দেহ-জমিটা

চর্‌্যে গেল দেহ-জমিটা
ছটা বলদ বাড়াল ল্যাঠা॥

শুধি কিসে রাজকর ভাবনা হয় নিরন্তর
ফসল পাওয়া গেল না একমুঠা॥

বাকি কর হলে পরে জবর রাজা জোর করে
লুটে নিতে পারে জীবন-পাটাটা।

বিলাসপুরে নিলাম ঋণ শোধ করা হল কঠিন
কোন্ দিন বিকাবে ভিটাটা॥

জমিদার নটা দ্বার বেড়ার হল মিছার
তাতে কি আবাদ হয় খেদ মিটা।

আত্মীয়স্বজন সবে দুঃখ শুনে মৌনভাবে
কেউ ত নিবে না দুঃখের ভাগবাটা॥

রসনা যে চৌকিদার মেজাজ ভাড়ি কড়া তার
দুঃখ জানা ভার চায় কেবল পায়েস-পিঠা।

দয়া নাই মন-দারোগার নালিশ চলবে না আমার
কামিনীকাঞ্চন তার বেশি মিঠা হে।

কুসঙ্গীর সঙ্গে মিশে কাজ হারালাম সঙ্গী দোষে
বিশেষ ঘেরিল ঘুমের ঘটা হে॥

অলস হল অপার সজাগ হওয়া ভার
জেগে উঠতে লাগল না দুখের ছিটা।

বলে দ্বিজ গদাধরে সার হলাম চিন্তা করে
হরি আমার দয়া করে দাও মিঠা॥

কথা: গদাদগর চৌধুরী (দ্বিজ গদাধর)
সূচী

ঝুমুর-৩৯: বল গো দূতী, বল আমারে

বল গো দূতী, বল আমারে
কাল রাতে আমার ঘরে চোর সিমাইছিল॥
চোরের নাম নীলমণি চুরি করে খায় ক্ষীরননী
আবার দৈটা খাঁয়ে ভাঁড়াটা ভাঙে দিল॥
চোরের নাম কালসোনা কদমতলায় করে থানা
চিন্‌হাপ দিয়ে চোরে পরানে মারিল॥
দ্বিজ গদাধর বলে আমার সব কিছু নিল চোরে
আমার ভাবের ঘরে দুখিনী করিল॥

দ্র: সিমাইছিল: ঢুকেছিল
চিন্‌হাপ: চিহ্ন (পরিচয়)
কথা: গদাদগর চৌধুরী (দ্বিজ গদাধর)
সূচী

ঝুমুর-৪০: খালভরা হামকে সাঁতাচ্ছে

খালভরা হামকে সাঁতাচ্ছে
খাবার বেলা গাবুর গুবুর খাচ্ছে।
ঘরে আছে, খাচ্ছে শুচ্ছে পরের ঘরে মাউকাচ্ছে।
পরের ঘরে কিবা মজা পাচ্ছে॥
যখন যাই জলকে খাল ভরায় হুলকে
যদি রাঁধি ঝালঝোল তাতেও করে গণ্ডগোল
পাঁস সের মাছেও না কুলাচ্ছে॥
দ্বিজ গদাধর বলে এভাবে আর কদ্দিন চলে
খালভরার হাঁড়ি টাঙ্গা আছে

দ্র: সাঁতাচ্ছে: ভয় দেখাচ্ছে
মাউকাচ্ছে: মশগুল হচ্ছে
হুলকে: গোপনে উঁকি দিচ্ছে
কথা: গদাদগর চৌধুরী (দ্বিজ গদাধর)
সূচী

ঝুমুর-৪১: হামকে নাই দিলে মহ্‌ল সিঝা

হামকে নাই দিলে মহ্ল সিঝা গো
মোকে দিলি বঙ্গরা ভাজা।
শালাই, মহুল, তেঁতুল বীচি হামি কুড়াঞে আন্যেছি
দেখ ধনি, হামি কেসেন সঝা লো॥
সাজাইয়ে বাটি বাটি খাল্যেক অরা দুমা বিটি
শাস -ননদীর দেখ মজা গো।
দ্বিজ গদাধর বলে দোষ কি নিজেও নিলে
কাজ কি দুসমনের কাছে খুঁজা গো॥

দ্র: মহ্ল সিঝা: মহুয়া সিদ্ধ বঙ্গরা: কাপাস বীজের ভাজা
শালই: শাল ফল কেসেন সঝা: কেমন সাধাসিধা
খাল্যেক অরা: ওরা খাওয়া-দাওয়া করল
কথা: গদাদগর চৌধুরী (দ্বিজ গদাধর)
সূচী

ঝুমুর-৪২: মিছে কর ভালাভালি নতুন ঝিঙ্গাফুলের

মিছে কর ভালাভালি নতুন ঝিঙ্গাফুলের কলি হে
অকালে ছুঁয় না বঁধু ঝরে পড়বে এখনে।
ও প্রেম জানে না অরসিক জনে
ও প্রেম বুঝে না বদ রসিক জনে
ভ্রমরা খায় ফুলের মধু গুবরে পোকায় কী জানে॥
ভালবাসার মুচকি হাসি তুমি প্রেম শিখালে হাসিখুশি গো
জানিতাম না পিরীতির জ্বালা কিন্তু জানালে আমারে॥
ভালবাসায় হেলেদুলে মুখে মুখে চুম খাইলে হে
সরলে গরল ঢালিলে এই অবলা জীবনে॥
ভালবাসার এমনি গুণ, আমার পাঁজরে লেগেছে ঘুণ হে
দ্বিজ টিমা বলে যেবা ভুলে ইশারা টানে বাঁকার নয়নের কূলে॥

কথা: স্বম্বর পাঠক (দ্বিজ টিমা)
সূচী

ঝুমুর-৪৩: পর পিরীতি এমনি ল্যাঠা

পর পিরীতি এমনি ল্যাঠা
যেমন শিয়া কুলের কাঁটা গো

ছাড়িলে না ছাড়ায় সেটা
যেমন লেগেছে হিয়ায়।
বরং জাতি ছাড়া যায় গো
পিরীতি ছাড়া দায়॥
পর পিরীতি এমন ধন
আমার কিছুতে না মানে মন   গো
মন প্রাণ করে উচাটন
ধৈর্য ধরা নাহি যায়॥
যে করেছে পর পিরীতি
কেঁদেছে সে দিবারাতি   গো
ভাবিয়া না পাই স্মৃতি
না হেরি উপায়॥
পর পিরিতে টিমা ভুলে
পড়ি ভব মায়াজালে   গো
ঝাঁপ দিও না অগাধ জলে
কেউ সাঁতার জান নাই॥

কথা: স্বম্বর পাঠক (দ্বিজ টিমা)
সূচী

ঝুমুর-৪৪: লাল শালুকের ফুল ফোটে আঁধার

লাল শালুকের ফুল ফোটে আঁধার রাতে
যার সাথে যার ভাব থাকে মরিলে কি ছুটে?
বঁধু, এত রাত কিসে, শ্যাম এত রাত কিসে?
পথে ঘাটে বিপদ হলে জানব কেমনে?
একে ত ভাদর আঁধার রাতি বিজুলি চমকে
এ হেন সঙ্কটে বঁধু এলে হে ক্যামনে?
ভাল হল এলে বঁধু, বস পালঙ্কেতে
পা ধুয়াব নয়ন জলে, মুছাইব কেশে॥
দ্বিজ গদাধরে বলে আনন্দিত চিত্তে
অভাগিনী জেগে আছে তোমারই আশাতে॥

অন্য রূপ

লাল শালুকের ফুল ফোটে আধা রাতে
যার সঙ্গে যার ভাব বঁধু মরিলে না টুটে
বঁধু এত রাত কিসে?
মেঘ আঁধার রাতি বিজলি চমকে
এমন সঙ্কট পথে আইলে কী মতে
বঁধু এত রাত কিসে?
এস এস বঁধু বসহে পালঙ্কে
চরণ ধোয়াব তোমার মুছাইব কেশে
বঁধু এত রাত কিসে?
যখন তোমার কাছে থাকি, কথা বল হেসে
সকল জ্বালা যাই গো ভুলি তোমারি পরশে।
বঁধু এত রাত কিসে?
দ্বিজ হরি ভাবে চিতে, ভাবে দিনে রাতে
এমন সুন্দর কইন্যা পাইলে কি মতে।
বঁধু এত রাত কিসে?

সূচী

ঝুমুর (বারোমাইস্যা)-৪৫: মাঘ ফাগুনে মোকে ছাড়ি গেলা

মাঘ ফাগুনে মোকে ছাড়ি গেলা পিয়া — এ হো
পড়লি বসন্ত মজহল ধাধাকিয়া।
কৈসনে বাঁধব ছতিয়া॥
চৈত বৈশাখ মাসে পিয়াসে মোর জিওয়া — এ হো
তড়ফয়ে ঘনে ঘনে, শুখয়ে মোর হিয়া॥
জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে বড়ি গরমিয়াঁ — এ হো
কে মোকে ডোলায়ে দেলা শীতল বেনিয়া॥
পড়লি শ্রাবণ মাস বরষে পনিয়া — ঝরঝর হো পনিয়া
ঘন গরজে গগন চমকে বিজলিয়া॥
ভাদর ভেদল মোকে উগই চান্দানিয়া — এ হো
চালা দেওরা দেখে যাব, লাচই পেলনিয়া।
আশ্বিনে লাগলি আশা আরে মোর পিয়া — এ হো
সঙ্গীসহ ঝুমুর রঙ্গে নাচে টুয়েক দিহা॥
কার্তিক অঘনে নতুন ধানে গেল মাতিয়া — এ হো

ইঁচলি মাছে বুঢ়া ঝিঙ্গাই খায়ে লিহা পিয়া।
পৌষ মাসে মুলা-মুড়ি বেইগন পোড়াইয়া — এ হো
বড়ি জাড় লাগই মোকে বাঁকা পিঠা খাইয়া॥
এহে বার মাস পুরি গেলা, ভাবই দ্বিজ টিমাকে জিওয়া।
মনেক আশা মনে হামর সবকাই বুঝিহা॥

কথা: স্বম্বর পাঠক (দ্বিজ টিমা)
সূচী

ঝুমুর-৪৬: অল্প বয়স দেখি

অল্প বয়স দেখি পিরীতি করল সখী
আমর জড়ানো পিরিত ভাঙি গেল গো॥
কাঁহে নিদা-বৈরাগী ভেল॥
পাকা কদম দেখি ফাবড় মারিল সখী
কচি কদম পড়ি গেল।
দ্বিজ মাধব বলে পাকা কদম খাবো বলে
কচি কদমে দাগা দিল গো।
আমার মনে আশা রয়ে গেল গো।
কাহি নিদা-বৈরাগী ভেল॥

সূচী

ঝুমুর-৪৭: যখন ডালিমে দেয় মুকুল

যখন ডালিমে দেয় মুকুল, সুগন্ধে ছুটে অলিকুল গো
প্রস্ফুটিত হইলে ফুল, অলি বসে মধুপানে॥
নব-নবীন যৌবনে গো প্রবোধিলে প্রবোধ না মানে গো মনে॥
কচি ডালিম জলের পারা ডাঁসা ডালিম রসে পুরা গো
পাকা ডালিম মধুভরা পাকলে খায় রসিক জনে॥
যখন ডালিম ফুলের জালি তখন উড়ে চলে অলি গো।
হইলে ডাঁসা মনের আশা পাকলে খাও আড়াই দিনে॥
ভালবাসা আড়াই দিন নারীর জন্ম পরাধীন গো
ভেবে টিমা বলে পড়েছ জালে বাঁচবে কেমনে॥

কথা: স্বপ্নর পাঠক (দ্বিজ টিমা)
সূচী

ঝুমুর-৪৮: জলকে এসে আমার কাল হল্য

জলকে এসে আমার কাল হল্য
জলের ঘাটে বেলা ডুবিল।
গুণের বঁধু ইশারাতে কী জানি বলিল
ঘরে যেতে মন সরে না কী করি ভাবি বল
জলের কলসি উছলে পর‍্যে ভিজে আমার আঁচল॥
ফুলশরে জরজর অন্তর বেয়াকুল
কী করি হায় হল্য না উপায় মন বড় চঞ্চল।
বিপিন ভণে বঁধুর জন্যে চোখ হল্য ছলছল॥

সূচী

ঝুমুর-৪৯: ভাব কর‍্যে শ্যাম হল্য ভাবনা

ভাব কর‍্যে শ্যাম হল্য ভাবনা
এ ভাব কইর‍্ব না হে কইর‍্ব না।
প্রেমের মালা বিষের জ্বালা সে জ্বালা আর পাইর‍্ব না
তুমার সঙ্গে প্রেমতরঙ্গে আর আমি ভাইসব না॥
প্রেমের পাখায় ভর কর‍্যে প্রেম-আকাশে উইড়ব না
প্রেম-দরিয়ায় পিরিত-ভেলায় আর আমি শ্যাম ভাইস্‌ব না॥
ভাবের পথে অনেক কাঁটা সে পথ মাড়াব না
বিপিন ভণে জেনে শুনে আগুনে হাত দিঅ না॥

সূচী

ঝুমুর-৫০: পা দুব না আর প্রেমের

পা দুব না আর প্রেমের ফাঁদে
পা দিয়া পরান কাঁদে।
কত ছলে কথা বলে হে হাতে দিলে স্বর্গের চাঁদে
তারপর ডুবালে বঁধু বিরহের অতল খাদে।

মন জ্বালানো কথা জান, জান না প্রেম নিভাতে
কাজ চুকিয়ে চল্যে গেলে ফেললে আমায় বিপদে॥
বিপিন বলে কভু ভুলে পড় না প্রেমের ফাঁদে॥

সূচী

ঝুমুর-৫১: ভুল বুঝে শূল দিস না

ভুল বুঝে শূল দিস না অন্তরে
তুমায় ভুলতে লারি ক্ষণ তরে।
তুমার নামটি বুকে লেখা আছে সনার আখরে।
তাই তো তুমার ফুলবনে আমি মরি গুঞ্জরে॥
তোমা ছাড়া দিশাহারা নাই কেহ মোর সংসারে
বিপিন বলে শেল দিও না, যেও না আমায় ছেড়ে॥

সূচী

ঝুমুর-৫২: ছাতা টাঁড়ের মেলার দিনে

ছাতা টাঁড়ের মেলার দিনে, বঁধু আসবে হে মনে কর্যে
থাকব্য আমি তুমার আশে সুবেশে সুঅলংকারে॥
ভাবের বঁধু প্রেমের মধু দিব তুমায় আদরে
তুমায়-আমায় মিলন হবে ছাতা টাঁড়ের মেলাতে॥
বনফুলের মালা গেঁথে সাজাব ফুলহারে।
অনেক কালের ভালবাসা রেখেছি পরান ভর্যে॥
বিপিন ভণে শ্রীচরণে দিব হে উজাড় করে॥

সূচী

ঝুমুর-৫৩: কুল নাশি তুই মাশুল কই

কুল নাশি তুই মাশুল কই দিলি
ও তুই মনকে ক্যানে ভুলালি॥
মুখের মধু দিয়ে বঁধু খাওয়ালি পানের খিলি।
তারপর অন্তরে ক্যানে তুষের আগুন জ্বালালি॥

ঘর বাঁধতে দিলি না তুই মাঝ রাস্তায় কাঁদালি
একূল ওকূল গেল আমার মাঝ দরিয়ায় ডুবালি॥
হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্গে দিলি মুখে চুনকালি
বিপিন ভণে অকারণে লোকহাসি তুই করালি॥

সূচী

ঝুমুর-৫৪: চোখ ঠার শ্যাম ক্যান অবলায়

চোখ ঠার শ্যাম ক্যান অবলায়, ঘরে ননদ বাঁকা চোখে চায়
তোমার টানে মন কি মানে ঘরে থাকা হল্য দায়।
তবু ঘরের বাইরে আসতে লারি লোকলজ্জা বিঁধে হিয়ায়॥
তুমার সাথে নিরালাতে মিলব ক্যামনে হায়।
তুমার তরে ঝুরে মরি বুক ফাটে পিয়াসায়।
আকুল ব্যাকুল হয়্যে পড়্যেছি হে দুটানায়
বিপিন ভণে তুমার প্রেমে কুল রাখা হয়েছে দায়॥

সূচী

ঝুমুর-৫৫: এমন সুন্দর যৌবন ক্যান প্যারী

এমন সুন্দর যৌবন ক্যান প্যারী রাই
কী হবে তোর রূপরতন যদি গন্ধ না বিলায়।
ভাব কর গো প্রাণসখী যৌবন বয়ে যায়॥
যৌবনের মধুর আনন্দ যে না পায় তার কপাল মন্দ
বিপিন বলে তোর রূপরস বিলিয়ে দিলেই প্রাণ সরস
ও ভাব কর গো প্রাণসখী যৌবন বয়ে যায়॥

সূচী

ঝুমুর-৫৬: দ্যাখ্ বুঝে দ্যাখ্ মিছা নাই

দ্যাখ্ বুঝে দ্যাখ্ মিছা নাই বলি
আমি তোর তরে পাগল হলি।
তোর কারণে আজ এখানে এসেছি আমি বলি

তোর কারণে দেশান্তরী হবো গো কুসুমকলি॥
তোর কারণে গ্রাম শহরে ঘুরেছি অলিগলি
তোর কারণে রাতিদিনে উঠিছে প্রাণ আকুলি॥
তোর কারণে এ সংসারের দিয়েছি জলাঞ্জলি
বিপিন ভণে তোর কারণে দিয়েছি পরান ঢালি॥

সূচী

ঝুমুর-৫৭: ও ধনি, তুই প্রাণের সজনী

ও ধনি, তুই প্রাণের সজনী।
নীলাম্বরী শাড়ি পর‍্যে দুলায়ে মাথার বেণী
আলতা রাঙা দুটি পায়ে বাজবে নূপুর রিনিঝিনি॥
বাহু ডোরে বাঁধবো তোরে বুকেতে লিব টানি
করব দুজন প্রেম আলাপন নিরালায় মধুর বাণী॥
পানের খিলি মুখে তুলি দিব তোমায় সজনী
বিপিন বলে নদীর কূলে মন মজাব মোহিনী॥

সূচী

ঝুমুর-৫৮: বায়না ছিল ডুর‍্যা শাড়ি ফুলকাটা

বায়না ছিল ডুর‍্যা শাড়ি ফুলকাটা রুমালি
স্নো পাউডার মাথার জালি কই তুই দিলি আনি॥
পকেটে তোর নাই পয়সা আমি এসব কী জানি
মিছা রে তোর ভালবাসা কই দিলি রে কানপাশা।
বিপিন বলে শ্যাম নাগরের মুখেতে কথা খালি॥

সূচী

ঝুমুর-৫৯: শুন বঁধু সুখবর

শুন বঁধু সুখবর ভাব কইরবার এই ত বতর
বতর গেলে বতর খুঁজে পাবে না আর ফিরে।
ভাব কর হে প্রাণের বঁধু ফুলের মধু জমেছে ভাণ্ডারে॥
মধু চাকের মিষ্টি মধু খাওয়াব তোমারে বঁধু
এই অধরের সুধা-মধু বিলাব আদরে॥
রূপ রস আর মধু গন্ধ এই যৌবনের সব আনন্দ
বিপিন বলে উজাড় করে দিব গো তুমারে
ভাব কর হে প্রাণের বঁধু ফুলের মধু জমেছে ভাণ্ডারে॥

সূচী

ঝুমুর-৬০: যৈসন পূর্ণিমাচাঁদ করে ঝিকিমিকি

যৈসন পূর্ণিমাচাঁদ করে ঝিকিমিকি গো
তৈসন ধনি শোভে তোর মুখ গো॥
যৈসন উজরে কনকচাঁপা ফুল গো
তৈসন ধনি তোর অঙ্গ গোর গো॥
ঝলকে আমার চোখে যৌবনা তোহার গো
সে হো দেখি মন লুব্ধ মোর গো॥
ভবপ্রীতা কহে ধনি কি কহি অধিক গো
তোর রূপে মোর মতি ভেল ভোর গো॥

কথা: ভবপ্রীতানন্দ ওঝা
সূচী

ঝুমুর-৬১: কাইট্হ্য না ভাই গাছ-পাল্হা কাইটহ্য

কাইট্হ্য না ভাই গাছ-পাল্হা কাইটহ্য না
খাল কাইট্যে কুমহীর আইন্হ্য না॥
একটি গাছ কাইটহ্য যদি
তবে কাটা খালটা হবেক লদী
অকালে বহিবে জীবন তরাবে কন্ জনা॥
ভাইবে দেখ সৃষ্টির কাল
আগে আইসেছিল জাঙ্গাল
সে জাঙ্গালে জঙ্গাল ভাই ভাইবহ্য না॥

উইড়্ছে মানুষ দৌইড়্ছে গাড়ি
উল্ইগছে বিষ কাঁড়ি কাঁড়ি
সে বিশের নীলকণ্ঠ গাছ বিনে কেউ হবে না॥
ভণয়ে আল্কুশী
পর্হ মালা না লিয় ফাঁসী
বাঁচ মাকে ভালবাসি মাকে পর কইর্হ না॥

কথা: কুচিল মুখোপাধ্যায় (আল্কুশী)
সূচী

ঝুমুর-৬২: এ হে মানভূমের রে দাদা

এ হে মানভূমের রে দাদা সবাই কবিয়াল
তাই বে-তাইল্যা জীবন এথা যৈবন বে-সাম্হাল॥
ভাদরে ভাদ্রিয়া সুরে
কি জানি কী মধু ঝরে — মধু ঝরে
মায়া ছেলাই বুকে ঠুঁকই তাল॥
মকরে টুসু গানে
কি যাদু জানে কে জানে — কে জানে
শুখা কাঠেও ফুটে পলাশ লাল॥
চৈতি আর জাঁত পালা
জিজাঁই দেই ভাই লদীনালা — লদীনালা
রহ্ইনের ধূলা দেখাই লাল॥
ভাবে বইসে আল্কুশী
জন্মিতে পাই যদি জেথা খুশী — যেথা খুশী
এথাই যেন ঘটে সব্বকাল॥

কথা: কুচিল মুখোপাধ্যায় (আল্কুশী)
সূচী

ঝুমুর-৬৩: আষাঢ় শরাবন মাসে

আষাঢ় শরাবন মাসে
ভিজা আইড়ে ভ্রমর বসে
সেহ ভ্রমর উইড়ে বসে ডালে

কত কি দেখিব কলিকালে॥

দেখ মাথাতে পুঁয়ালের বিঁড়ি
তায় ছাইড়েছে অলগ্‌-টিড়ি
দহলিছে ঠম্‌কে চাইল্যে॥

কে কালা কদম তলে
বাঁশিয়াতে মন ভুলালে
আলকুশী ভাভিছে বিরলে॥

কথা: কুচিল মুখোপাধ্যায় (আল্‌কুশী)

সূচী

ঝুমুর-৬৪: চৈত বৈশাখ মাসে নানা গাছের

চৈত বৈশাখ মাসে নানা গাছের পাতা খসে হে
রইলি বঁধু তোমার আশে পথেরি পানে।
তবু নাই পড়ে মনে
প্রেমের আগুন জ্বলে দ্বিগুণ হে, বল নিভে কেমনে॥

জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে শুনি কত রকম বাঁশীর ধ্বনি হে
সুরেতে প্রাণ উদাসিনী তোমার বিহনে॥

শ্রাবণ ভাদরের আভা কেমন চাঁদে করে শোভা
সেই মত আমার শোভা হইত যৌবনে॥

আশ্বিন কার্তিক মাসে যৌবন বহে নিশি শেষে
উলটি পালটি করি মনের গুমানে॥

আঘন পৌষে কত রঙ মনের মতন পেলে সঙ
আমার মত পোড়ামুখী নাই ভুবনে॥

মাঘ ফাল্গুনে কেমন বলিছে মনোরঞ্জন হে
প্রেমে মন মজালে পস্তাও জীবনে॥

সূচী

ঝুমুর-৬৫: চল বঁধু বাজার যাব

চল বঁধু বাজার যাব কাপড়-চুপড় কিনে লিব
গোটা দুয়েক লিব লালে লাল।
বন্ধু নাই দিবি ত চল্যে যাব কাল॥
কানে লিব ঝুমকা ফুল টেসেল লিব লাইলন চুল
বেনী দুটা গাঁথব ঝাল্যে ঝাল॥
হাতে লিব কাঁচের চুড়ি বাঁধিব খুঁটখাড়ি
মনোরঞ্জন করিস না গোলমাল॥

সূচী

ঝুমুর-৬৬: আষাঢ়-শেরাবন মাসে নওল মেঘ

আষাঢ়-শেরাবন মাসে নওল মেঘ ঘেরলি
ওহো রে পানিকে বুঁদা না বরিষে
ও পেরান্, দিন যাবে কেইসে॥
চাষীএ বুনিল ধান, ধান হল্য আকাড়ান
দুখ দেল ছলে
কেয়সে বাঁচম্ রে পেরান্ দারুণ আকালে।
সিকি-পুহা চাল নাহি মিলে॥
মহিষাহি পামরে গায়
ভাবিয়ে ভাবিয়ে তনু যায়
ছুয়াপুতা পুষব কৈইসে॥

দ্র:বুঁদা: বিন্দু
সূচী

ঝুমুর-৬৭: শেরাবন ভাদর মাসে

শেরাবন ভাদর মাসে
চাষী বুলে ঘরে ঘরে কামের মাসে
কত ছল করে গো কামিনে-মুনিষে।
বড় রীত ভাদর মাসে॥
কামিন বহুত আদরে
বিহানে ছঁচ-গোবর করে
কেউ কাঁখে ঘাইলা, দাঁতে মিশি ঘষে॥

মহিষাহি পামরে গায়
যাব যাব সবাই বলে
শেষে ফাঁকি দিছে, আন ঘরে যাছে॥
বড় রীত ভাদর মাসে॥

দ্র:বুলে: ঘুরে বেড়ায়, ঘাইলা: কলসী
সূচী

ঝুমুর-৬৮: তুমি মাছের ঢঙ জানো না

তুমি মাছের ঢঙ জানো না হে
পুহি ভাল্যে আঁখি ঢলে যাবে তুমি বুঝতে পারবে না।
তুমি মাছের ঢঙ জানো না॥
দু হাতেতে কেঁচো গাঁথি মাঝে মাঝে কেঁচো রাখি
খুঁটির টোপ খেয়ে যাবে তুমি বুঝতে পারবে না।
আজ ধরব কাল ধরব বল্যে নানা রকম টোপ দিলে
বঁধু বুঝেও কি আর বুঝো না
কাঁটা সূতা ছিঁড়ে নিয়ে যাবেক জীবে পাবে যাতনা
ধরবার যদি থাকে আশা, লাগাবি ভাই ঝিঁক্ কাঁটা
রূপলাল বলে ঐ ঘাটাতে মাছ উঠে না।

সূচী

ঝুমুর-৬৯: তোর বৌটা যখন যায় রে

তোর বৌটা যখন যায় রে জলে কিষ্টা থাকে পথ আগুলে
কী বলে গুনগুন।
বতর পাইলে লিয়ে কোলে দমাদম খায় চুম রে॥
শুন রে দাদা শুন রে, শুন রে দাদা শুন
তোর সাধের বৌয়ের গুণ রে॥
ললিতা দিদি বৃন্দা পিসী এরাই কানা পাঁড়িকা সাজি
বৌকে করল ধুম
ঘোর আঁধারে যায় বাহিরে রাত যখন নিঝুম রে
মোরা দুজন মা ও বিটি তোর বৌয়ের তো পায়ের চটি
যেমন তেলে বেগুন
কিছু বললে রাগে জলে যেমন কাটা ঘায়ে নুন রে।
তোর দাদার সহ্য কঠিন তোর দোষেই এতার বৌটা ভুঁড়িন
কুলটায় নিপুণ।
ললিতকিশোর কয়, কুটিলা তোর কূটনীতি দারুণ রে॥

কথা: ললিতকিশোর মাহাতো
সূচী

ঝুমুর-৭০: পরে নীল শাড়ি কাঁখেতে গাগরী

পরে নীল শাড়ি কাঁখেতে গাগরী
চাহে ফিরি ফিরি মৃদু গতি যায়
সখা, বল না, বারি নিয়ে কেবা যায়?
নাসিকা অতুল জিনি তিলফুল
নোলক দুলিছে কেমন তায়
সখা, বল না, বারি নিয়ে কেবা যায়?
পৃষ্ঠে লম্বিত বেণী যেন কালফণী
দংশিল আমার হিয়ায়
বাম কক্ষে সোনার কলসী কত ছলে হেরি
সোনার নূপুর বাজিছে পায়
সখা, বল না, বারি নিয়ে কেবা যায়?
বর্জুরাম দাসের বাণী, ও যে রাইকমলিনী
ভাবিতে ভাবিতে দিন যায়॥

সূচী

ঝুমুর-৭১: আমার শ্যাম বিনে ভেবে ভেবে

আমার শ্যাম বিনে ভেবে ভেবে তনু হল্য ক্ষীণ।
আর সইতে লারি এই যইবন জ্বালা
প্রাণ সখা হে, বাতাসে নিবিল আলা॥
জলেরই উপরে বৃক্ষ আকাশে তার মূল
গাছে পাঁচটি ফুল ফুট্যেছে তার একটি বকুল॥
বঁধু— ই কেমন ফুল
নীল নীল সাদা জবা হয় গো পদ্ম ফুল॥
ও ফুল তুলত্যে গেলে মন হয় যে বেভুল
বর্যুরাম ভণে মনে মনে — ই কেমন ফুল।
ও ফুল তুলত্যে গেলে মন হয় যে বেভুল॥

সূচী

ঝুমুর (ভাদুরিয়া)-৭২: সামেক ধিয়ানে বাতুল গিয়ানে

সামেক ধিয়ানে বাতুল গিয়ানে
পানিয়া পিয়ইতে হিটকল রে নন্দসুভাই
সইয়নে ঝটকলি পঁইরিয়া চটকলি
ছিটকলি খিড়কিঞ লটকল রে নন্দসুভাই।
সখি আঁখি মিটকল বহি পানি সটকল
চলে জৈসন চিঙ্গড়ি ছিটকল রে নন্দসুভাই।
ভীমে ধরাই অটকলি সাত পুরুষ উটকলি
পটকলি ঘইলা মটকল রে নন্দসুভাই॥

সূচী

ঝুমুর-৭৩: দিদি, হায় গো সতিন বাদী

দিদি, হায় গো সতিন বাদী, ডুবালি ডভায়
শইন্‌লা সিজ্‌হা ঢাল মাড়ে রাঁধ ছট্‌কি চাঁড়ে চাঁড়ে
বড়কারা আসছে সিঁনাই।

নাই হল্যে বড়্কারা যাবেন রাগাই॥
ইচ্‌লা মাছে কঁচ্ড়া তেল
ব্যাসার বাঁটিস হেলদেল
মরদের মন সংসারে যে নাই॥
শকুন্তলা দাসী বলে সাঁঘাই হব্যেক এই বারে
ছ ছেল্যার মা হঁয়ে সাঁঘাই হতে লাজ পায়॥

দ্র: ডভায়: ডোবা, শইন্‌লা সিজ্‌হা: সজনে সিদ্ধ
মাড়ে: ভাতের ফেন, চাঁড়ে চাঁড়ে: তাড়াতাড়ি
বড়কারা: গুরুজনরা, সিঁনাই: স্নান করে
কঁচ্ড়া তেল: মহুয়া ফলের তেল, ব্যাসার: সরষে
সাঁঘাই: দ্বিতীয় বিয়ে

সূচী

ঝুমুর (ভাদরিয়া)-৭৪: শালবনে কুহু দেলা

শালবনে কুহু দেলা
পিয়াল বনে কুহু দেলা, মহুলবনে
মহুলবনে ছুপি কুহুন, কুহুদেলা কনে
মহুলবনে॥
হঁদ মেলা, ছাতা মেলা
ভালি-ভালি গেলেইক বেলা, এমন দিনে
এমন দিনে কহিকুহুন, নেহি আওয়ল কেনে
মহুলবনে॥
কেইসনে রাখবঅ কুল
বহই নদি কুলুকুল, তুফান বানে
তুফানবানে বহি গেলে, কেসে বাঁধম্ মনে
মহুলবনে॥
ফুটলঅ অলতেঁ ফুল
মধুমাছি বেয়াকুল, খঁসাক্ ফুলে
খঁসাক্ ফুলে ভঁওঅর বঁধু, বইসলও জতনে
মহুলবনে॥
কাকরঅ তঅ নেখি মানা
কতেক্ লকেক্ আনাগোনা, ভাভে মনে
কানে কানে কহলও কি, সুনিলে জতনে
মহুলবনে॥

কথা: সুনীল মাহাত
সূচী

ঝুমুর-৭৫: কাঁসাইএঁ ভাঁসাইকে কঁচি কদম ফুল

কাঁসাইএঁ ভাঁসাইকে কঁচি কদম ফুল
কুমারি গুমরি কাঁদি বেয়াকুল
সিলাইএ বিলাইকে মালারে
ইজরি গুআইএঁ কারি না ধুয়াইকে
কারি কওএল কাঁদি গেলা রে
সখি পিরীতি কর বড়ি জ্বালা রে॥
সবন্নখা কুলেঁ পহিল দেখাসুনা
দামুদরেক ধারিঞ নিতি আনাগনা
ডুলুংএ ডুবলঅ বেলা রে
জমনইএ জননেক্ সাধ সেটি গেলা
নেংগসাইএ ভাঁসাওলঁ ভেলা রে॥
বইতরনিক পানিঞ ডুবলঅ তরণী
দারকেসসরে বসি ভাভি আর গুনি
খড়কাইএঁ ভাঁগলঅ খেলা রে
সংখঅ করকরিঞ সাঁখা ভাঁগিচুরি
হাড়াইএঁ দুখেক্ মেলা রে॥
সুনিলেক্ আঁইখে বহেই নিরবধি
রাঢ়ু কাঁচু দিঅ আঁইখে দিঅ নদি
পিরীতি ভাসান পালা রে
অজইএ সনজইএ নেহি মানই বাধা
বাঁধ ভাঙিচুরি দেলা রে
সখি পিরীতি কর বড়ি জ্বালা রে॥

কথা: সুনীল মাহাত
সূচী

ঝুমুর-৭৬: কান ঝুম ঝুম কানেক্ পাসাঞ

কান ঝুম ঝুম কানেক্ পাসাঞ
ভালবাসাঞ তর,
হাই রে পিরীতি জহর
জরঅ জরঅ গঅ, হামর ছতিক্ পাঁজর॥
উঝল্ পাঝল চইখে কাজল
নজরইরে নজর
হাই রে ফুলেকেরি সর্
হাই রে পিরীতি জহর
জরঅ জরঅ গঅ হামর ছতিক্ পাঁজর॥
তাক্ ধিন্ ধিন্, তাক্ ধিন্ ধিন্
বাজলঅ মাদইর
হাই রে ছতিআ ভিতর
হাই রে পিরীতি জহর
জরঅ জরঅ গঅ হামর ছতিক্ পাঁজর॥
ঝিপিক্ ঝিপিক্ ঝুনপুকি
নিসি দুপহর
হাই রে সুনিলে লহর
হাই রে পিরীতি জহর
জরঅ জরঅ গঅ হামর ছতিক্ পাঁজর॥

কথা: সুনীল মাহাত
সূচী

ঝুমুর-৭৭: হাই-ঝিরিঝিরি ঝিরিঝিরি

হাই-ঝিরিঝিরি ঝিরিঝিরি
ঝিরিঝিরি ঝনাঞ
পানি ঝরহও
মহমহ ফুলেকি বাস॥
মহমহ মহমহ ফুলেকি বাস গঅ
মহমহ ফুলেকি বাস॥
হাই- চুহি চুহি, চুহি চুহি
চুহি চুহি ফুলআক
মধু পিয়লঁ

তাওঅ না মিটেই পিয়াস।

তাওঅ না হামর মিটেই পিয়াস্ গঅ
তাওঅ না মিটেই পিয়াস্।
হাই লিহি চিহি — লিহি চিহি
লিহিচিহি বেরিয়া
সনাকর থারিয়া
সজনি আওলি পাস্।
সজনি হামর আওয়লি পাস গঅ
সজনি আওয়লি পাস॥
হাই-কুহু কুহু-কুহু কুহু
লত্পাত্ ভিতরেঁ
কুইলিঞ গাওয়লি
শুনিলেক্ মেটলি আস্।
সুনিলেক্ আঝু মেটলি আস গঅ
সুনিলেক্ মেটলি আস॥

কথা: সুনীল মাহাত
সূচী

ঝুমুর-৭৮: আসাড়েঁ পানি নাঞ

আসাড়েঁ পানি নাঞ
শরাবনেও নাঞ
ভাদর আসিনেও দাগা দেলি বরিসাঞ
ধান গেলি সুখাই॥
বছর বছর পানি নাঞ
ই বছরেও নাঞ
চালে ধনি পুরুব দেসেঁ
জাব্ খাটেলাই, ধান॥
গুঁদলি কদঅ মাড়ুয়া বিরহি
গেলি সুখাই
সুরুজেক ছটাঞ আগুন
দিসা উড়ি জাই, ধান ॥
সগগেক্ আসেঁ চাষবাস

মানভুঞএ বাস
ভাভিগুনি সুনিলেকর, হিআ পাটি জাই
ধান খেলি সুখাই॥

কথা: সুনীল মাহাত
সূচী

ঝুমুর-৭৯: শরাবনঅ মাসে দিন গেলা

শরাবনঅ মাসে
দিন গেলা আসে
ঝিরিঝিরি ঝিরি পানিআ বরিসে
সজনিরে-সজনিরে
দিন গেলে দিন ঘুরতও কেসে॥
উতলা সাঁঝে
হিয়াকেরি মাঝেঁ
ঝিঙাফুল ফুটি মিটি মিটি হাঁসে॥
এঁধরিয়া রাতি
নিঝাইকে বাতি
সাথিহারা রাতি বহলি পিয়াসে॥
সুনাগঅ বয়সা
সুনিলেক ভরসা
নদি ছলছল্ মিলনঅ পিয়াসে
সজনি রে সজনি রে
দিন গেলে দিন ঘুরিকে না আসে॥

কথা: সুনীল মাহাত
সূচী

ঝুমুর-৮০: ধঁপা ধঁপা চাঁপা ফুল

ধঁপা ধঁপা চাঁপা ফুল
ঝলকত কানে দুল
মলকত গে ধনি তহরি জৌবন।
আষাঢ়-নদীয়া যৈসন॥
হরিণী এইসন আঁখি
তাহে কাজরা আঁকি
বিধি দেলে গে ধনি চাহনি কা বাণে
হামর পিয়াসী নয়ানে॥
চলনে কাপয়ে উরু
যৈসন ঝড়ে কলাতরু
কালো চুল গে ধনি ভ্রমরা যৈসন
দেখি দেখি ললকত মন॥
পাতলি কোমর তরা
হাসি যৈসন ফুলপারা
হাজারীক গে ধনি চিত বেয়াকুল
দেখিস ধনি না বুঝিস ভুল॥

কথা: হাজারীপ্রসাদ রাজোয়াড়
সূচী

ঝুমুর-৮১: তিনপুর ঘর অতীব সুন্দর

তিনপুর ঘর অতীব সুন্দর জল পড়ি কাদা হয় সম্বৎসর
ঘর হতে তারা হয় গণন।
উইচিংড়া কেঁচা আরশোলা চামচিকা
মহাসুখে করে বিচরণ॥
সাধু বলে দাও — যাক মনের ভ্রম
গুরু বলে দাও — যাক মনের ভ্রম
বিনা বীজে গাছ আসমানে খাড়া শাখা ও প্রশাখা ত্রিভুবন বেড়া
নিত্য নব পল্লব হয় সৃজন।
সাদা লাল নীল ফুল ফোটে তিন
ফুলে ব্রহ্মা বিষ্ণু পঞ্চানন॥
এক সরোবরে বার মাস জল নিরবধি বয় তথাপি অতল
পানে তৃষ্ণা হয় নিবারণ।
কিন্তু বেহুঁশ হলে পড়ি গেলে জলে
হাঙর কুমীরে করে ভক্ষণ॥
সদর রাস্তার মাঝে দুই নয়ান ঝুলি রক্ষকদার তাথে বিষধর ফণী
দেখা মাত্র ক্রোধে করে দংশন।
দীন ললিতকিশোর ভেবে জর জর
অলি বা অহির তুণ্ডে যেমন॥

সূচী

ঝুমুর (বারোমাস্যা)-৮২: সীতা বড় দুঃখ পাইবে কাননে

সীতা বড় দুঃখ পাইবে কাননে গো
তোমায় নিয়ে না যাইব বনে॥
শুন শুন প্রাণ সীতা বলি তোমায় দুঃখের কথা
কেন রোদন কর যেতে বনে॥
সঙ্গে যদি যাবে তুমি সংকটে পড়িব আমি
বলি তোমায় শুন কানে কানে গো॥
বৈশাখে প্রচণ্ড ভানু কিরণে কম্পিত তনু
এ বদন হইবে মলিন গো॥
যেদিন হবে মাস জ্যৈষ্ঠ সেদিন কি হবে কষ্ট
এত দুঃখ সহে কি পরানে গো॥
যেদিন হবে আষাঢ় মাস জীবনের নাই আশ
নব মেঘ ডাকবে ঘনে ঘনে॥
শ্রাবণে মুষল ধারে কালো মেঘ অন্ধকারে
ঘোর বৃষ্টি হবে ক্ষণে ক্ষণে॥
মশা বেশী ভাদ্র মাসে দিবানিশি এত ক্লেশে
কেমনে সহিবে এ বদনে গো
আশ্বিন মাস এ আকালে বন ফল নাহি মিলে
তনু ক্ষীণ হবে তোমার আহার বিহনে।
কার্তিক মাসে নানা কর্ম লোকে করে নানা ধর্ম
এ নিয়ম না রহিবে বনে॥
অঘ্রান মাসের গুণে শীত বাড়ে দিনে দিনে
আগুনের আশা নাই বনে গো
পৌষ মাসে শীত ভার সইবে না শরীর তোমার
চন্দ্রমুখী যেও না কাননে গো।
কি বলিব সুবদনী বিধি মতে বাক্য মানি
গৃহে থেকে সেবা কর পিতার চরণে॥

যখন হবে ফাল্গুন বায়ু বইবে দ্বিগুণ
চৈত্র মাসে দেবী পূজার দিন গো॥
বনে না হইবে তাহা গৃহে কর দেবী পুজা
সব ধর্ম রাখ গো যতনে॥
রাক্ষস-ভাল্লুক-ব্যাঘ্র ঐ সব জীব অতি উগ্র
দুষ্ট জন্তু আছে কত বনে গো॥
দীন হীন সাগর ভণে শ্রীরামের ধরি চরণে
তোমায় ছাড়া সীতামণি রহিবে কেমনে গো॥

কথা: সাগর মাহাত

সূচী

ঝুমুর-৮৩: আঁধারি ভাদর রাতি

আঁধারি ভাদর রাতি দেখিয়ে তড়পে ছাতি
পতি নাহি পালঙ্ক উপরে।
সখিরে প্রাণ দহে মদনের শরে॥
একে তো অবলাবালা দোসরে যৌবনজ্বালা
কেমনে রহিব শূন্য ঘরে॥
শুন শুন সহচরি তোদিকে বিনতি করি
বাঁচাহ আনিয়া সে নাগরে।
বিনা সেই শ্যামঘন না রাখিব এ জীবন
ভবপ্রীতা হরিপদ ধরে॥

কথা: ভবপ্রীতানন্দ ওঝা

সূচী

ঝুমুর-৮৪: কে রসরঙ্গিনী সহিত সঙ্গিনী

কে রসরঙ্গিনী সহিত সঙ্গিনী যায় মাতঙ্গিনী গমনে সরোবরে
ফিরে ফিরে আমারে নেহারে॥
মুখ পূর্ণশশী তাহে মৃদুহাসি প্রকাশি পরান লয় হরে রে॥
গৌরাঙ্গে শোভন সুনীল বসন মেঘেতে যেমন দামিনী শোভা করে।
নিরখি নয়নে দহিছে মদনে
ভবপ্রীতা মনে ভাবে সে রাধিকারে॥

কথা: ভবপ্রীতানন্দ ওঝা
সূচী

ঝুমুর-৮৫: অধরে দশন দাগ

অধরে দশন দাগ মেটালি সিন্দুর রাগ
কৈসে ভেলো কৈসে ভেলো গে ধনি বেণীয়া উজার?
কি কৈসে ভেলো?
খসিল টিকলি তোর নিদে আঁখি লাল ঘোর
বহি গেলো গে ধনি নয়না কাজর
গৈসে বহিগেলো?

অধরে কুসুম ভ্রমে ভ্রমরে দংশিল ক্রমে
ফণী লোভে গে বেণী-ময়ুরা উজারে।

কী ফণী লোভে?

হাতে তাড়াইতে অলি মিটাল তিলকাবলী
আঁখি লোরে আঁখি লোরে গে বহলো কাজল॥

কী বহি গেলো॥

কথা: ভবপ্রীতানন্দ ওঝা
সূচী

ঝুমুর-৮৬: পিরীতি করিলাম ক্যানে

পিরীতি করিলাম ক্যানে আমি ভুলিব বা ক্যামনে
যে জ্বালা দিয়েছ তুমি ভুলিব ক্যামনে?
জীবনে ভুলিব ক্যামনে
পিরীতি করেছি দুজনে॥
প্রথম পিরীতি কালে কী আনন্দ করেছিলাম দুজনে
ঐ পিরীতি ভাঁঙে দিলে বল বাঁচিব ক্যামনে?
গোপন পিরীতি গোপনে আমরা রেখেছিলাম দুইজনে
গোপন পিরীতি গোপনে করব আমরা দুইজনে॥
রায় হাড়িরাম ভণে ধৈরজ না মানে মনে
আমায় তুমি ভুলে গেলে, ছাড়ে দিলে ক্যানে?

কথা: হাড়িরাম রায়
সূচী

ঝুমুর-৮৭: প্রেমের কথা বলতে নাই

প্রেমের কথা বলতে নাই, প্রেমের কথা কইতে নাই।
প্রেমের কথা বলতে গেলে তারা হয় ত সাধুজন।
প্রেম কর না রে মন
প্রেমে জাতিকুল যায় আর যায় জীবন॥
প্রেমরসকে রাখ জলে তাথে কমলফুল ফলে
ঐ ফুলে হাত বাড়ালে সংশয় জীবন।
এ প্রেমেরি এমনি ধারা
বহিছে নদী স্রোতের পারা
ঐ সায়রে ঝাঁপ দিলে তোমার নিশ্চয় মরণ॥
হাড়িরামের শেষ বাণী শুন গো রাই কমলিনী
একুল ওকুল দুকুল যাবে
শেষে হারাবে জীবন॥

কথা: হাড়িরাম রায়
সূচী

ঝুমুর-৮৮: প্রেম কি সহজে হয়, আগাম-দিগাম

প্রেম কি সহজে হয়, আগাম-দিগাম ভাবতে হয়।
জড়া প্রেম ভাঙিল কিসে তোর গো?
তোরে আমি বাসি না গো পর গো।
খুলে কথা আমার গোচরে বল্ গো॥
তোমার রূপের প্রেম মাধুরী
আমি কখন না-ভুলতে পারি
ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে
তোর মুখ, মুখের স্বর গো॥
আগে তুমি দিয়ে আশা
এবে কেন নৈরাশা গো?
পায়ে ধরি, বিনয় করি
বাসিও না পর গো॥
এহেন হাড়িরাম বলে
ভাঙা প্রেম কি জুড়া চলে?
মনে ভাব - ছিঁটা দুধে
বসে না গো সর গো॥

কথা: হাড়িরাম রায়
সূচী

ঝুমুর-৮৯: বিদেশী বঁধুয়ার সনে

বিদেশী বঁধুয়ার সনে
প্রেম কইর না কোন কালে হে
প্রেমের আগুন জ্বইলছে দ্বিগুণ
কি দিয়ে নিভাই
হায় রে সাধের যৌবন গো আমার
ধুলাতে লুটায়॥
কাল নাগিনী এসে আমায়
দংশিল হিয়ায়
বলো কি করি উপায়॥
হায় রে সাধের যৌবন গো আমার
ধুলাতে লুটায়॥
প্রেম কইরে চইলে গেলো

সে জন তোমার কে
বালির বাঁধা আড় ভাইঙেছে রে
আমার ভালোবাসাতে॥

সূচী

ঝুমুর-৯০: বাঘ মুণ্ডীর পাহাড়ে

বাঘ মুণ্ডীর পাহাড়ে
নানা রঙের ফুল ফুটে দিদি লো
হায় গো, দাঁড়াইয়ে তুলিতে মন করে॥
লাল লীল ফুল ফুটে
তুলিতে মন করে ও দিদি লো
হায় গো, দাঁড়াইয়ে তুলিতে মন করে॥
সাঁনঝের বেলী ফুল মোর
মাতালি মাতালি ও দিদি লো
তোর, মাথায় কে গো ফুল গুইঞ্জে দিলো॥
বঁধা গেলো বিদেশে
ফিরে নাহি আইসে ও দিদি লো
মুই ঘরে বইসে রাঁধি আর কাঁদি॥

সূচী

ঝুমুর-৯১: শাল তলে বেলা ডুবিল

শাল তলে বেলা ডুবিল
দিদি লিল লো॥
ও লিলেক দিদি লিল লো
শাল তলে বেলা ডুবিল
আরে লুধুড়ার লুদিতে
বাণ পড়িল দিদি লিল লো
শাল তলে বেলা ডুবিল॥
আরে আগাম জলে দাঁড়ানো রে সাঁঝলা
হাঁটু জলে কাপড় ভিন্‌জি গেল
আরে লুধুড়ার লুদিতে

বাণ পড়িল দিদি লিল লো

শাল তলে বেলা ডুবিল॥

আরে বারে বারে করি বারণ সাঁঝলা

সোনার ছাতা ধইরো না

আরে পশ্চিমের বাতাসে দক্ষিণের মেঘেতে

সোনার ছাতা ভাঙিল

আরে লুধুড়ার লুদিতে

বাণ পড়িল দিদি লিল লো

শাল তলে বেলা ডুবিল॥

সূচী

ঝুমুর-৯২: যে দেশে বঁধুয়া গেইলো

যে দেশে বঁধুয়া গেইলো

সে দেশে বসন্ত এলো

ফুলের মধু ফুলেতে শুকালো রে

বিন্দাবন সই বিফলে মজিলো॥

বঁধু আমার প্রাণ ধন

কে বা হইরে নিলো মন

হরির মন কেবা হইরে নিলো রে

বিন্দাবন সই বিফলে মজিলো॥

বুঝি আমার প্রাণ যায়

পিরীতি কি ছাড়া যায়

বিরহিনীর বিন্ধিছে শূল প্রাণে লো

বিন্দাবন সই বিফলে মজিলো॥

সূচী

ঝুমুর-৯৩: মেঘ আঁধার রাতি

মেঘ আঁধার রাতি

চমকে বিজুলী

এমন সংকট পথে

আইলে বা কি মতে

বঁধু এত রাত কিসে॥
লাল শালুকের ফুল
ফুটে আধা রাইতে
যার সঙে যার ভাব থাকে
মরিলে কি ছুটে
বঁধু এত রাইত কিসে॥
এলে বঁধু ভালো হলো
বসো পালঙ্কেতে
পা-ধুয়াবো নয়ন জলে
মুছাইবো কেশে
বঁধু এত রাইত কিসে॥

সূচী

ঝুমুর-৯৪: আগুধারে আয়না রেইখে

আগুধারে আয়না রেইখে
পেছুধারে গুইন্‌জে বেলকলি
দেখো হাম ক্যয়সেন সাজুনী॥
মায়ের কথা না শুনিলি
বাপে দুইটো গাইর্ গো দিলি
দৌড়া দৌড়ি বাজার যাইকে
কিনিলাম হাঁসুলী
হাম ক্যয়সেন সাজুনী॥
কলি কালের বহুবিটি
উলটি বাঁধলো ঝুঁটি
পায়ের নূপুর ছুমুর ছুমুর
ছমকি বাজিলো
হাম ক্যয়সেন সাজুনী॥
কি কহব নীলমণি
ক্যয়সেন মজা দেইখবি ধনি
নিজ পতি ছাড়ি দেইকে
পর-সঙ্ মজিলি
হাম ক্যয়সেন সাজুনী॥

সূচী

ঝুমুর-৯৫: কে জানে ভাই কোথায় আছে

কে জানে ভাই কোথায় আছে দুর্গাপুর না টাটার কাছে
লোকে পাছে বলে মিছে আমি বিশ্বাস করি না।
কোথায় প্রেমের কারখানা
জগৎ করি আনাগোনা তবু দেখা পেলাম না॥
নারী পুরুষ সবাই জানে কারখানাটা নির্জনে হে
দেখতে যেতে হয় দুজনে কিন্তু সাথী পাওয়া না॥
প-এ প্রাণ দিয়ে রাতে র-এ রঙ্গ রসে আছে মেতে
ম-এ মত্ত হয়ে নাকি ও ভাই চলে মেশিনখানা॥
ভালোবাসা এক্সপ্রেস ট্রেনে যাওয়া নাকি যায় সেখানে
কিরীটী বলে যাই কেমনে ও ভাই টিকিট মিলে না॥

কথা: কিরীটীভূষণ মাহাত
সূচী

ঝুমুর-৯৬: নদী পারে বিহা হইল

নদীপারে বিহা হইল কাঁদিতে জনম গেল
কেলেকেচে করে জামাইটায়।
দিদি বুঝে নাই গো বুঝে নাই
খালভরাই ঠুংরু দেখায়॥
ধান ভানিতে নাইকো ঢেঁকি কাজেকম্মে গটাই ফাঁকি
আধা রাইতে কুল্‌হি বুইল্‌তে যায়।
ভাঙ্গা ঘরে দেখায় তারা অঙ্গের ভঙ্গী ক্ষ্যাপার পারা
নেশা খাইলে মুখে লাগাম নাই॥
হেন কৃত্তিবাস ভণে হড়্‌হচ্‌ রাইতে দিনে
আমারেই ছিল কপালটাই॥

কথা: কৃত্তিবাস কর্মকার
সূচী

ঝুমুর-৯৭: কী বাঁশে বাঁধিব ঘর

কী বাঁশে বাঁধিব ঘর জল পড়ে ঝর্‌ঝর্‌ হে
ছিঁড়া কাঁথা ভিজে ঘরের কুনে॥
বছর বছর ছাহি ঘর হাওয়ায় উড়ে হর্‌ হর্‌
ই বছর দিব বুঝি টালি বেলমাতে দেখে আলি॥
তথা ডাইসে বনাচ্ছে কত টালি বেলমাতে দেখে আলি
মাটি চাই চিটা পালি তবে হবেক ভাল টালি হে॥
গাঁজে গাঁজে হাঁটু ধইরে যায়
কেরাসিনে দিয়ে লাতা ঘুরাঁই দিল লোহার চাকা
খাপে খাপে বইনে গেল টালি॥
কৃত্তিবাসের ভাঙ্গা ঘর টালি খাপরার বড় দর হে
গরিবটাকে কর না সহায়॥
ঘরের কুনে দিয়ে মট্‌কা ছাঁহে দিবে ওহে ছট্‌কা
যেমন পিঁদাড় দিগে থাকে ঘরের চালি॥

কথা: কৃত্তিবাস কর্মকার
সূচী

ঝুমুর-৯৮: ই বছরে বেজায়ঞ টান

ই বছরে বেজায়ঞ টান কেইসে বাঁচত পরান
বার মাসেক করি কোন উপায়॥
এহো মিঞাক মাঞ ছোওয়া পুতাক্‌ পরান বাঁচা দায়॥
শতদিন খাটি খাটি বিহীন সাঁঝ লেট ঘাঁটি
কেরিয়া চাম্‌ ঘামে সমগায়॥
নদী নালা শুখি গেলা জিয়তে মরণ হেলা
পিঁয়াসে হিয়া শুখি যায়॥
ঠুন কহত মাঞ মাঞ ঘারেঁ ভুজি ভাঙ নাই
ছোওয়া পুতা কাঁদে বিছানায়॥
কৃত্তিবাসেক বার হইল হেরাওল সভে তাল
ভুখেঁ দুখে মরণ ডাঙায়॥

কথা: কৃত্তিবাস কর্মকার
সূচী

ঝুমুর-৯৯: ভালবাসার নাই রে মন

ভালবাসার নাই রে মন দিস না নিশান সারাখন
স্বামী পাইলে ভুলে যাবি, মনে হবেক কি তখন
ও প্রেম করব না রে ধন
তোর সঙ্গেতে প্রেম করিলে ধনি হবে অঘটন॥
হাসায় খেলায় মনকে লোভায় দদুদিন পরে যাইব কাঁদায়
মনের মতন সাথী পাবি, আমায় ছুবি না তখন॥
মনোরঞ্জন বলে ওরে ঘুরিস না আর পেছু ধরে গো
সরল প্রাণে গরল দিয়ে ও মন করিস না হরণ॥

কথা: মনোরঞ্জন পাণ্ডে
সূচী

ঝুমুর-১০০: টাঙ্গিয়া ঝলকায় লাগর যাছন্

টাঙ্গিয়া ঝলকায় লাগর যাছন্ গো
বাইর্‌লেন কুঁক্‌ড়ী ডাকে
সোজা গেলেন কুলীর বাটে গো
চুটিয়া ফুঁকিয়া।
ভাত খাবার বেলা হইল্য
এখনো লাগর না আইল
কোন বাটে কেন্দ যাছেন
মহুল বনে গো॥

সূচী

ঝুমুর-১০১: ধম্‌সা বানাঞ দে, একটা মাদল

ধম্‌সা বানাঞ দে, একটা মাদল কিনেঁঞ দে
আর গাঁউলি এক-দুকলি ঝুম্যর শিখাঁঞ দে
হামি গাইব বাজাব
মইচ্ছা পড়া জীবনটাকে বেদম পাজাব।
টাট্‌কা খরা ভখে মরা দেখুত আকালে
অখাড়ে কি জাহান দিব এতই সকালে
হামি গাইব বাজাব
লাচনি বহু বেহুলাকে দহরা লাচাব।

বাঁইচতে জানি ছাঁইচতে জানি টাঁইড়ের মুথা ঘাঁস
দামড়া দোঁয়াঞ চইষতে জানি
            এক বিঘা ভাগ চাষ
        হামি জাইগব জাগাব
নিজের হাথের ঘর সংসার নিজেই সাজাব।
পড়িয়া পতিত কাঁট্যে কুঁটেঞ বইনব বড়না ধান
ভুদুর ভুঁগ্যার ভদর ভঙ্গ ঘর চাইর পাশে সমান
        তবু জাইগব জাগাব
নিজের হাতের ঘর সংসার নিজেই সাজাব।

কথা: ভবতোষ শতপথী
সূচী

ঝুমুর-১০২: নারী জনম নিয়ে

        নারী জনম নিয়ে
    মা হঁঞে আর হাঁড়ি মাজেঁঞ
গটা জীবন বেকার গেল পরেরই অধীনে
আর না রহব ঘরে ঘোমটা মাথায় দিয়েঁ।
        শহরে বাজারে যাব
        কলে মিলে কাম লিব
দেশ ও বিদেশে যাব উড়াজাহাজ নিয়েঁ।
        লেখা পড়হায় গাড়ি ঘড়ায়
        মাঠে ঘাটে খেলা ধূলায়
পুরুষরাকে দেখাঞ দিব সনা জিতে আনেঞ।
        ব্যবসা বাণিজ্যে যাব
        কারো কথা নাই শুনিব
নিজেই নিজের ঘর সাজাব টাকাকড়ি আনেঞ।

কথা: মন্মথ মাহাতো
সূচী

ঝুমুর-১০৩: হাজার টাকা বেতন হভেক তর

হাজার টাকা বেতন হভেক তর
বাবু—হাজার টাকা বেতন হভেক তর
বি. এ. পাশ কর—-
হাজার টাকা বেতন হভেক তর।
বাপে দিলঅ টাকাকড়ি
দিদি দিলঅ চেন্‌ঘড়ি
মাঞে দিলঅ টসরের চাদর।
মামা দিল জুতা ছাতা
মাউসি দিলঅ বই খাতা
কাকাবাবু দিলঅ ভাড়াঘর।
কলমঘঁষা কাজ পাবি
উড়াকলে বিলাত যাবি
দামী জামাকাপড় পরহেঁ যাবি শ্বশুর ঘর।

কথা: বিজয় মাহাতো
সূচী

ঝুমুর-১০৪: ও দিদি জান কিগো জান

ও দিদি জান কিগো জান না
তোমার ভগ্নীপতি, দিদি, কথা বলে না।
ওকে ভাল কথা বললে পরে
ওগো আমাকে সে ধরে মারে
ও ও দিদি গো
সে যে দিনে রেতে নেশা করে
আমার এইত দুষের ঘটনা গো ঘটনা।
ঘরের জিনিষপত্র যত ছিল
ওগো জুয়াতে সব হেরে গেল
ও ও দিদি গো
আমার বাঁচার চেয়ে মরণ ভাল
আমাকে যমে কেন লিছে না গো লিছে না।

সূচী

ঝুমুর-১০৫: ফুল ফইটলে মহক আসে

ফুল ফইটলে মহক আসে
ভাত ফুটাইলে বাস্‌না
রং-মন মহ্‌নি দিল-কি-রানী গুরুবারে যাইস না।
দহরা কি আর জড়া লাগে একবার মন ভাঁইগলে
পরাণ পাইরা উড়্যেঁ গেলে, আসে কি আর কাঁইদলে।
গটা দিন ত কাঁদেঞ গেল
রাইতে টুকুন হাঁস না।
সাগরে মিল্যেঁছে নদী নাঞ কুলের ভাবনা
যার সংঘে যার ভালবাসা আঁধার ঘরে জুসনা।
পিরিতের পাইব্‌ পোষ মান্যেঁছে
খুলুক পায়ের শিক্‌লি
ঠারে ঠুরে বল কথা—কন ঠিনে বল শিখ্‌লি
পাড়া পড়শীর মিছা কথায়
মাথার কিয়া খাইস্‌ না।

কথা: ভবতোষ শতপথী
সূচী

ঝুমুর-১০৬: যমুনা তটিনী তট নিকুঞ্জ

যমুনা তটিনী তট নিকুঞ্জ
বিকশিত তথা প্রসূন পুঞ্জ
গুঞ্জরে অলি মাতিয়া॥
সেথায় মুরলী বাজায় বাঁশরী
রাধা রাধা নাম ধরিয়া
চলে যায় গো রাধা চলিল রাধা
দামিনী গতি জিনিয়া
চঞ্চল চিত অঞ্চল পরে খসিয়া॥
একে তো ভাদর রাতি আঁধারি
দুঝে একাকিনী রাজকুমারী
ক্ষণে পথ যায় ভুলিয়া
সঙ্গেতে মদন দেখায় তখন
বিজলী আলোক জ্বালিয়া॥
শুনিয়া সঘনে মুরলী তান

চমকি চমকি উঠিয়ে প্রাণ
চরণ যাইছে টলিয়া
ভাবি শ্যামতনু দহিছে অতনু
তনু মন যায় জ্বলিয়া॥
রসে দুরু দুরু কাঁপিছে হৃদয়
পলক বিলম্ব প্রাণ-নাহি সয়
মনে হয় যাই উড়িয়া
ভবপ্রীতা মতি সচঞ্চল অতি
মাধব দরশ মাগিয়া॥

কথা: ভবপ্রীতানন্দ ওঝা
সূচী

ঝুমুর-১০৭: পাহাড়ে জঙ্গলে ঘেরা কত নদী

পাহাড়ে জঙ্গলে ঘেরা কত নদী নালা
    পুরুলিয়া জেলা, পুরুলিয়া জেলা।
কুহু কুহু কোকিল ডাকে, প্রেমেতে পাগলা
    পুরুলিয়া জেলা, পুরুলিয়া জেলা॥
পুরুলিয়ার লাল মাটি
    সোনার চেয়ে বেশী খাঁটি
আম কাঁঠাল মহুয়ার গন্ধে
        পরাণ উতলা॥
যতই দেখ লালে লাল
    পলাশ ফুলে ভরা ডাল
ভাদর মাসে পাকে তাল
        শালুক ফুলের মেলা॥
কাঁসাই কুঁয়াই দামোদর
    সুবর্ণরেখা দ্বারকেশ্বর
পারের বেলায় লাগে ডর
        দেবী লাগায় এপার ওপার ভেলা॥

গানটা পুরুলিয়ার ভুরশু গ্রামের
অমর চন্দ্র কুমারের কাছে পাওয়া

সূচী

ঝুমুর-১০৮: কানা শাকে বলে রে ভাই

কানা শাকে বলে রে ভাই
আমি যত শাকের হেলা রে
আমাকে খুঁজিয়া বেড়ায়
টানাটানির বেলা রে॥
ও ফুল তুলনা ও ফুল তুলনা
বিদেশী হে॥
ঝিঙ্গা ফুলে বলে রে ভাই
আমার ঝাঁকের তলায় বাসা রে
সাঁঝ সকাল বেলায়
আমার রানীর সঙ্গে দেখা রে॥
ও ফুল তুলনা ও ফুল তুলনা
বিদেশী হে॥
শনলা শাকে বলে রে ভাই
আমার উপরেতে বাসা রে
সকল সময় করলে আশা
মিটে না পিয়াশা রে॥
ও ফুল তুলনা ও ফুল তুলনা
বিদেশী হে॥
পদ্ম ফুলে বলে রে ভাই
আমার অগাধ জলে বাসা রে
সে ফুল তুলিতে গেলে
চামুর সঙ্গে দেখা রে॥
ও ফুল তুলনা ও ফুল তুলনা
বিদেশী হে॥

গানটা পুরুলিয়ার ভুরশু গ্রামের
অমর চন্দ্র কুমারের কাছে পাওয়া
সূচী

ঝুমুর-১০৯: এক গাছে ছয় ফুল কোন

এক গাছে ছয় ফুল কোন ফুলেতে যায় গো
কোন যে তিতা, কোন যে মিঠা, পদ্ম ফুলে মধু ভরা রে॥
ইহার অন্ত না মিলে তপ্ত পদ্ম ফুলে মধু ভরা রে॥
অনন্ত বলেন মায়া, অন্তে না মিলে কায়া
 সকলে বলে গো কোকিল
 নাম ধরে রাধা শুন হে বনমালী
  একথাটি তরে বলি॥

সূচী

ঝুমুর-১১০: পথ মাঝে নট সাজে সখি

পথ মাঝে নট সাজে সখি দাঁড়ায়ে বা কে গো।
কে কে কালো পারা বাঁশী ধরা কে গো।
মুখ ভরা হাসিটি গলে মালা দোলে গো।
 লে লে তুলে লে
 সখি পরানে দোলে গো
 সখি পরানে দোলে গো
ভনে গঙ্গাধর বলে লাজে কি আছে গো।
ছি ছি লাজে মরি আঁখি ঠারিছে গো॥

সূচী

ঝুমুর-১১১: রাই রূপ হেরি সুবল অঙ্গে

রাই রূপ হেরি সুবল অঙ্গে নীলাম্বর গো
কঙ্ক পঙ্কজ ভুজ পরে, ঢুলু ঢুলু প্রেম করে —।
পায়েতে নূপুরো শোভে সুমধুর সুর গো,
ব্রজগোপীর চরণ সুন্দর —
আকাশেতে চাঁদ শোভে পা নিয়ে শেঁয়াল গো
গৌরাঙ্গিয়া রইল দাঁড়ায়ে।

সূচী

ঝুমুর-১১২: না বুঝে করিলাম কাজ না

না বুঝে করিলাম কাজ না ভাবিলাম আগ্যে
দেখে সরল প্রেম করিলাম কতই না সুযেগে।
ও শেল রইল যুগে যুগে।
আমি নারী কেঁদে মরি তুমারি বিরহে
সরল গরল ভাবি কিবা অনুরাগে।
ও শেল রইল যুগে যুগে।
দুজনে করত প্রেম চিরদিনের সঙ্গে
শুনে বাঁশী হলাম দোষী তোমারে যে লেগে
ও শেল রইল যুগে যুগে।
কবে মিলবে হরি অভাগার ভাগ্যে
দ্বিজ টিমার আশ ঐ চরণ মাগে
ও শেল রইল যুগে যুগে।

কথা: স্বমবর পাঠক (দ্বিজ টিমা)
সূচী

ঝুমুর-১১৩: তুমি আমার অপরাধ ভাঙিল তুমার

তুমি আমার অপরাধ ভাঙিল তুমার গো।
অবলারি মন রাখে, মুখের কথায় পিয়াস লাগে মোকে।
তবে আমার অভাগিনী ঘুমুটা না দেয় গো
শত ছলে মন রাখে, মন আশ ছাড়ি গো
গরম পিয়াস লাগায় মোকে
ভুলিতে না পারি গো তুমারে।
বিনোন্দ সিংহ বলে, ঝুমুরি বনাই বলে
কত প্রাণে মারিল আমারে, ভুলিতে না পারি তুমারে।

কথা: বিনোন্দ সিংহ
সূচী

ঝুমুর-১১৪: আছ সব ঘটে, কপটে, ত্রিকূটে,

আছ সব ঘটে, কপটে, ত্রিকূটে, অতি নিকটে
চোখে চাইনা তাই পাইনা তুমি মানসপটে।
ঘরের মানুষ পর করেছি, পরকে আপন ভেবেছি

তাই তোমারে হারায়েছি, পুনঃ ফিরব কি ঘটে?
নিত্যদাস আজ তোমায় ভুলে পড়লাম রে আজ মায়া জালে
এমনি ফাঁদ, সে ছাঁদ কি খুলে সেই পিছল ঘাটে।

সূচী

ঝুমুর-১১৫: তবে কেন পরের জন্য প্রাণ

তবে কেন পরের জন্য প্রাণ কাঁদিছে—
পরকে আপন করব বল্যে দিয়েছিলাম হৃদয় খুলে
হৃদ পিঞ্জরের পুষা পাখি, আমায় দিছে ফাঁকি
যাচ্ছ্যরে কালিয়ার বিষে, উপরে মাখন মালিষে
নীলকণ্ঠ বলে বাঁচবে কিসে, মগজে বিষ উঠ্যেছে।

কথা: নীলকণ্ঠ
সূচী

ঝুমুর-১১৬: ভূষা কুটিতে নর, বিধ রলো

ভূষা কুটিতে নর, বিধ রলো হরিহর
অন্তকালে পন্থ ভুলি গেল
ও হেরে নবজন্ম বিধি কাহে দেল।
মিলিল বাঘিনী সঙ্গে, সাপিনী দংশিল অঙ্গে
বিষে সংসার ঘেরি লেল।
মাতাপিতা দূরে গেল, দাশী প্যারী ভেল
প্রভু সে কপট চিত ভেল।
দাস ব্রজরামে ভণে, হরির নাম সুধা বিনে
সংসারে মিছাই আল্ গেল।

কথা: ব্রজরাম দাস
সূচী

ঝুমুর-১১৭: শ্বেত সরোজে রহ পড়ে, কে

শ্বেত সরোজে রহ পড়ে, কে কামিনী বীণা করে
ও ত্রিভঙ্গ রূপধারী হরি পিয়ারে
ও কৃষ্ণের মনমোহিনী, ও ত্রিভঙ্গ রূপধারিণী॥
কপালে সিন্দুরের বিন্দু, মুখখানি সরোজ ইন্দু
কণ্ঠ কোকিল ভাষিণী
মৃদু স্বরে রে দেব ঋষি তারা বন্দিনী
ও ত্রিভঙ্গ রূপধারিণী॥
গলায় গজ মুক্তা হার, কোটি চন্দ্র শোভা তার
শিরে মণিভূষণ
ইশারাতে রে দেব ঋষি তারা বন্দিণী
ও ত্রিভঙ্গ রূপধারিণী॥
রাম রম্ভা জিনি ভুরু, ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু
পায়ে বাজে পঞ্জনি
নুনিবালা রে মাগে রাঙা চরণ দুখানি॥

কথা: ননীবালা
সূচী

ঝুমুর-১১৮: নারীর দুরন্ত মতি, আর মনোমত

নারীর দুরন্ত মতি, আর মনোমত পেলে পতি
কোথাকে না যায় গো রীতি নারীর থাকিতে জীবন।
নারী না হয় আপন, কত করিলে যতন, নারী না হয় আপন।
নারী বলে কুলবালা, তারা জানে কত লীলাছলা
নারীর অন্ত পায় না যেন নিজে নারায়ণ।
সিন্ধু উপসিন্ধু ছিল, তারা ভাই এ ভাই বাদ সাধিল
নারীর জন্যেতে তারা ত্যেজিল জীবন, নারী হয় না আপন।
দ্বিজ নরোত্তমা বলে, ভুলনা কেউ মায়া জালে
ইকুল উকুল দুইকুল যাবে শেষে, হারাবে জীবন।

কথা: দ্বিজ নরোত্তম
সূচী

ঝুমুর-১১৯: রজনী হৈল ভোর, কোকিলা করত

রজনী হৈল ভোর, কোকিলা করত সোর
 শবদে উঠিল রাই কিশোরী
 ডাকে বৃন্দে নাম ধরি—
সুচিত্রা চম্পক লতা, শুনোলো মরম কথা
 ডেকে আন ললিতা সুন্দরী
দীন বিনোদিয়া বলে, চলো যাব দধি ছলে
 ভেটিবারে শ্রীকৃষ্ণ মুরারি।

সূচী

ঝুমুর-১২০: আজি মর্ত্তবন, নন্দন কানন

আজি মর্ত্তবন, নন্দন কানন
 কৈলাস আজিই কে চাইরে
কৈলাসের মনি, জগৎ জননী
 হের না আসে ধরায় রে॥
ডাক ডাক ভাই মনের সুখে
 জয় মা বলে সবাই রে॥
রমা গনপতি, স্কন্ধ সরস্বতী
 দক্ষিন বামে শোভায় রে
মধ্যে মৃগপতি, পৃষ্ঠে ভগবতী
 অসুর পদে লুটায় রে॥
ডাক ডাক ভাই মনের সুখে
 জয় মা বলে সবাই রে॥
ভ্রাতা সবে মিলি, ভরহ অঞ্জলি
 মায়ের পদে পুষ্পাঞ্জলি, দিব চণ্ডীকায়
জয় দূর্গে বলি, দিব পুষ্পাঞ্জলি
 রাঙ্গা জবা দিব রাঙ্গা পায়॥
ডাক ডাক ভাই মনের সুখে
 জয় মা বলে সবাই রে॥
সম্বৎসরে দুঃখে, মায়েরি সম্মুখে
 কাঁন্দিব মিলি সবাই রে
এই তিন দিন, কেবা মাতৃহীন
 ভবপ্রীতা প্রেমে গায় রে॥

পুরুলিয়ার তোরাং গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা
সূচী

ঝুমুর-১২১: দিবা অবসানে, নিকুঞ্জ কাননে

দিবা অবসানে, নিকুঞ্জ কাননে
    কে বাজায় মোহন বাশী রে
রাধা নাম ধরে, ডাকে উচ্চস্বরে
    অতুল প্রেম প্রকাশি রে॥
কাননে বাজত বাঁশি
    বাঁশি ব্রজবধুর কুল নাশি রে॥
শুনি সে বাঁশুরী, বাঁচে কি নাগরী
    নাগরে না ভালোবাসি রে
হেন লয় মনে, গিয়ে কুঞ্জবনে
    সাধে পরি প্রাম ফাঁসি রে॥
কাননে বাজত বাঁশি
    বাঁশি ব্রজবধুর কুল নাশি রে॥
গৃহে ননদিনী, যেন ভুজঙ্গিনী
    শ্বাশুড়ি গরল রাশি রে
মিলিতে মাধবে, বাধা দেয় সবে
ভবপ্রীতা প্রেমে ভাসি রে॥
কাননে বাজত বাঁশি
    বাঁশি ব্রজবধুর কুল নাশি রে॥

পুরুলিয়ার তোরাং গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা
সূচী

ঝুমুর-১২২: নবম বৃহন্দ, ভবন মাঝ, বেষ্টিত

নবম বৃহন্দ, ভবন মাঝ, বেষ্টিত গুরু স্বজন সমাজ
                থাকি কূল ধর্ম ধ্যানে
কি অদ্ভুত তান, ভেঙ্গে দেয় ধ্যান, আচম্বিতে পশি কানে গো॥
ওগো সহচরী, শ্যামের বাঁশুরি, বল কি মোহিনী জানে গো॥
মন্ত্রের প্রভাবে বিবরে সাপিনী, তেমতি কুলেতে থাকিতে পারিনি

আকুল বাড়ায় প্রাণে
তেল কূলবালা, হইয়া উতলা, বাহিরে টানিয়ে আনে গো॥
ওগো সহচরী, শ্যামের বাঁশুরি, বল কি মোহিনী জানে গো॥
কূল ধর্ম বধূর অচ্ছেদ বন্ধন, ছিঁড়ে দেয় তার এমনি আকর্ষণ
কারো বাধা নাহি মানে
যতনে যেমন লোহারই বন্ধন, টেকে না চুম্বক টানে গো॥
ওগো সহচরী, শ্যামের বাঁশুরি, বল কি মোহিনী জানে গো॥
স্বরে ধরে সুধা গরল রাশি, কে গড়িল হেন কূলনাশা বাঁশি
কালা পেল কি সন্ধানে
দুর্য্যোধনার যাহা, হরে নিল তাহা, বাঁচিব বলো কেমনে গো॥
ওগো সহচরী, শ্যামের বাঁশুরি, বল কি মোহিনী জানে গো॥

পুরুলিয়ার তোরাং গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা
সূচী

ঝুমুর-১২৩: হায় বিধি

হায় বিধি কি করিলে
জনম জনম কাঁদালে কোল দিলে বুকেতে আমার
কোল দিলে বুকেতে আমার—ধনিরে আমার॥
হায় রে, মরি হায় রে হায়॥
চিরদিন রইব বলে ওগো সত্য করাইলে
নিজে তুমি গো করিলে অঙ্গীকার
ধনিরে না হলে আমার॥
বল তুমি কেমনে দিবানিশি কালের বনে
সে কি মনে না পড়ে তোমার
ধনিরে না হলে আমার॥
দীন নরোত্তমা বলে একি তুমার
কি কারণে ত্যাজিলে গো—কর পরিমাণ
ধনিরে না হলে আমার॥

সূচী

ঝুমুর-১২৪: শুন হে লম্পট নিষ্ঠুর শ্যাম

শুন হে লম্পট নিষ্ঠুর শ্যাম
নিতান্ত কি মোর হলি বাম।
কে জানে বঁধু হবি এমন
জানিলে কি মজিতেম প্রেমে তোমার সঙ্গে।
ভালোবাসা দিয়ে আপন করিলে
এখন মারিলে গলেতে ছুরি
কে জানে বঁধু হবে এমন
নরোত্তমা বলে দুঃখের কাহিনী
নাহি রোচে মোর ভোজন-পানি।

সূচী

ঝুমুর-১২৫: মোরে চোর বল কি

মোরে চোর বল কি জঞ্জাল
সিঁদ কাঠি নয় রূপসী, করেতে মোহন বাঁশী
ঐ যে রাধা নামে সাধা সদা কাল গো।
পূজেছিলাম ভগবতী, তুমারি প্রসাদে দূতী
তাই সিঁদুর মাখা ভাল গো।
করিতে দেবী পূজন, করি কমল চয়ন
কাঁটা দাগ হৃদয়ে বিশাল
দ্বিজ ভবপ্রীতা ভণে, খেলি হৃদি বৃন্দাবনে
রাধার সনে ত্রিভঙ্গ রাখাল গো॥

সূচী

ঝুমুর-১২৬: যার আমি করি ভরসা, পেতেছিলাম

যার আমি করি ভরসা, পেতেছিলাম ভালোবাসা
সে মিটাই নাই মনের আশা, আশায় নৈরাশা তুমার
ভাই রে, দেখ না রে মন কে বা কার॥
আকারে নৈরাকার, দুদিন আলোসে আঁধার
কেবলমাত্র আসা যাওয়া, দুদিনের পথ চাওয়া
মলয় পবনে মিশে যাওয়া, যেমন জ্যোৎস্না অন্ধকার॥
ভাই রে, দেখ না রে মন কে বা কার॥

ধন যৌবন আড়াই দিন, দুচোখ মেলে সংসার চিন
রবে না এমন চিরদিন, গৌরব তুমার॥
ভাই রে, দেখ না রে মন কে বা কার॥
দ্বিজ টিমা বলে, পর‍্যেছি ঘোর মায়াজালে
ওহে প্রভু কৃপা করে তুমি তরাহ আমায়।
ভাই রে দেখনারে মন কেবা কার
আকারে নৈরাকার মন, আলোসে আঁধার॥

সূচী

ঝুমুর-১২৭: যার অঙ্গের বসন, পরশে হরষ

যার অঙ্গের বসন, পরশে হরষ মন, দরশনে নয়ন জুড়ায়
বল তারে কি পাওয়া যায়
দিবানিশি জাগিছে হিয়ায়॥
লোকে বলে ভুল তারে, হায়, আমি কি ভুলিব তারে
সে ভুলে তো ক্ষতি নাহি তার, বল কি হবে পরের কথায়॥
দিবানিশি জাগিছে হিয়ায়॥
যাহার অভাব তিলে, সহিতে পারিকি ভুলে
প্রতি অর্থে সন্তাপ বাড়ায়, মনে হয় ডুবি দরিয়ায়॥
দিবানিশি জাগিছে হিয়ায়॥
যে তারে ভুলিছে কহে, সেজন সুহৃদ নহে
সে চাহে নাশিতে মোর কায়, রামকৃষ্ণ হেন জনে না চায়॥
দিবানিশি জাগিছে হিয়ায়॥

সূচী

ঝুমুর-১২৮: যার বাঁশির ছন্দে, কালিন্দী আনন্দে,

যার বাঁশির ছন্দে, কালিন্দী আনন্দে, খেলিছে তরঙ্গ কল কল
স্বরূপ মাধুর্য্য, কেড়ে লয় ধৈর্য্য, টানিছে পরানে পল পল॥
কে পুরুষ বল, বল বল বধু বল বল॥
কেশাবলি গঞ্জে, অলি পুঞ্জে পুঞ্জে, কেশ পাখা শিরে দেয় দল
ভ্রুকুটি কটিল, সকলই লুটিল, বদন মণ্ডলে টল টল॥
কে পুরুষ বল, বল বল বধু বল বল॥

মকর কুণ্ডলে, মম মিনে গিলে, পীত পট তড়িৎ উজ্জ্বল
বিশ্ব চিত চোর, নন্দী শশী কর, সুমধুর হাঁসি খল খল॥
কে পুরুষ বল, বল বল বধু বল বল॥
হোক কূলে দাগ, সেহ মহা ভাগ, নারী জনম হবে সফল
শ্রীরাম আকুল, চাই ভবকূল, চির দাসী হব সখী চল চল॥
কে পুরুষ বল, বল বল বধু বল বল॥

পুরুলিয়ার ভুরশু গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা
সূচী

ঝুমুর-১২৯: মথুরার পথে যেতে, একি ভেলাই

মথুরার পথে যেতে, একি ভেলাই আচম্বিতে
হুবুড়ি আওলো নদী বান॥
হায় রে সখী॥
কৈসে বেচব দধি, দুকুল ভরলো নদী
বান দেখি উড়লো পরান॥
হায় রে সখী॥
যে করিবে নদী পার, তারে দিবো গলার হার
জীবন যৌবন দিবো দান॥
হায় রে সখী॥
পার হলেক হাঁসি হাঁসি, বাটেতে টেকল আসি
বনন্দীয়া প্রেমে মজি গেল॥
হায় রে সখী॥

পুরুলিয়ার ভুরশু গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা
সূচী

ঝুমুর-১৩০: পেঁহুচল মধুপুরী, হাঁক পাড়ে ঘরি

পেঁহুচল মধুপুরী, হাঁক পাড়ে ঘরি ঘরি
সব নব যুবতীরা, রূপে রাশি রাশি॥
দধিলে মথুরা বাসী, আমরা দুঃখিনী বিদেশী॥
দর করে নিলো দধি, দাম দিলো আধাআধি
গণ্ডগোল বাড়ালে রাজা, দুয়ারেতে বসি॥

দধিলে মথুরা বাসী, আমরা দুঃখিনী বিদেশী॥
তুমি হে গোপেরই রাজা, সব গোপিনী হয়ে প্রজা
তোমার রাজ্যেতে রাজা, আছে ডাকাতই যে বসি॥
দধিলে মথুরা বাসী, আমরা দুঃখিনী বিদেশী॥
তুমি রাজা গুনিনিধি, বিচার না কর যদি
ভণে গৌরাঙ্গিয়া, রাজার পাপ রাশি রাশি॥
দধিলে মথুরা বাসী, আমরা দুঃখিনী বিদেশী॥

পুরুলিয়ার ভুরশু গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা
সূচী

ঝুমুর-১৩১: শক্তিশেলে যবে লক্ষণ পড়িল, কাঁদেন

শক্তিশেলে যবে লক্ষণ পড়িল, কাঁদেন শ্রীরাম রাজীব লোচন
ভাসেন নয়ন নীরে
ভাইরে লক্ষণ, কেন রে শয়ন, মধ্যরণ॥
উঠ উঠ বীর, ধর ধনু তীর, দশশির বাধিবারে রে॥
আজি কিরে লঙ্কাপতি বিনাশিলে, রিপু রক্তে কূল কালিমা ধুয়ালে
উদ্ধারিলে কি সীতারে
তেঁই ধরা পরে, ঘুমাইলে কিরে, রণশ্রম জুড়াবারে রে॥
উঠ উঠ বীর, ধর ধনু তীর, দশশির বাধিবারে রে॥
দেশে গেলে মাতা, জিজ্ঞাশি কথা, রাম এলি বাপ লক্ষণ রইল কোথা
কি বারতা দিব তারে রে
হায় রে অবোধ, কি দিয়ে প্রবোধ, প্রবোধিব বিমাতায় রে॥
উঠ উঠ বীর, ধর ধনু তীর, দশশির বাধিবারে রে॥
রঘু কূল পন আজি বৃথা যায়, বিভীষণ রাজা না হইল লঙ্কায়
ধিক ধিক এ জীবনে
ভবপ্রীতা ভণে, জীবনে মরণে, শমন কে এড়াতে পারে হে॥
উঠ উঠ বীর, ধর ধনু তীর, দশশির বাধিবারে রে॥

পুরুলিয়ার ভুরশু গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা
সূচী

ঝুমুর-১৩২: মনের হরিষে কুঞ্জ করিলাম সাজন,

মনের হরিষে কুঞ্জ করিলাম সাজন,
প্রাণনাথ বিনে সখী রে কুঞ্জ গেল অকারণ॥
হায় রে দারুণ বিধি কি দুখ ঘটালি
সুখের বাসনা নিশি পুরাতে না দিলি
সারা নিশি গত হল, চেয়ে দাখগো ললিতে ভানুর উদয়।
দেখ গো বৃন্দে দূতী আমার নাগর কুঞ্জে এল,
কালাকে দেখিয়ে অনল আমার দ্বিগুণ জ্বলে গেল।
শ্যামের অঙ্গ হেরি বিবর্ণ, বসন ভুষণ ছিন্ন ভিন্ন
নখাঘাত আছে বক্ষ পরে।
অরুণ উদয় আঁখি, মলিন বসন দেখি
আজ নিশি ছিলে কার কুঞ্জেতে।
শুধাও দেখি বৃন্দে দুতী
নাগর আমার কার কুঞ্জে ছিল।
বসন খুলিয়ে ফেল, চক্ষু পরিপূর্ণ জল
কেঁদে কমলিনী বলে,
সারা নিশি গত করি, প্রভাতে আইলে হরি
জ্বালা দিতে রমণী মণ্ডলে।
কালো জল না খাইব, কালো বসন না পরিব,
কালা চাঁদের মুখ না হেরিব।
কালো সখী যত আছ, এসনা আমার কাছ
কালো বরণ আর হেরব না নয়নে।
চরণ বলে কালায় তেজ্য দিয়ে, গৃহে কি ধন নিয়ে,
থাকবি রাই গো বল॥

সূচী

ভাওয়াইয়া

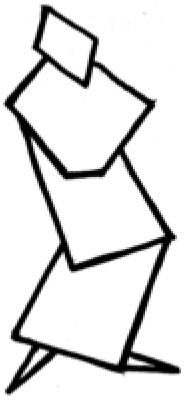

ভাওয়াইয়া-১: নারীর যৈবন শিমুল ফুল

নারীর যৈবন শিমুল ফুল বন্ধু,
ফুটিলে চারি ডালে,
বাতাসে ওড়াবে যৈবন রে।
যৈবন রহে না চিরকাল
বাতাসে উড়াবে যৈবনরে।

সূচী

ভাওয়াইয়া-২: প্রথম অঘ্রাণ মাসে নয়া

প্রথম অঘ্রাণ মাসে নয়া হেউতি ধান
কেউ কাটে কেহ মাড়ে কেউ করে নবান।
যার ঘরে আছে অন্ন আঁধে বাড়ে খায়,
যার ঘরে নাই অন্ন পরার মুখ চায়॥
এই মাস গেল কন্যা না পুরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল পৌষ মাস।
পৌষ না মাসেতে কন্যা লোক খায় আলোয়া
ভাল ফুল ফুটিয়াছে কেকিটি কমলা।
কেকেটি কমলা ফুটে আরো ফুটে মালী,
তরুণ বয়সের বেলা ছাড়িল সোয়ামী॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-৩: প্রাণ কান্দে মোর মৈষাল বন্ধুরে

প্রাণ কান্দে মোর মৈষাল বন্ধুরে।
মৈষ চড়ান মৈষাল বন্ধু ঘাটের উজানে
তোমার মৈষের ঘন্টির বাইজে মন উড়াং বাইড়াং করে রে।
মৈষ বান্ধ মৈষাল বন্ধু বাড়ির বগলেতে—
মুঁই নারীটা দেখা দিম্ সকালে বৈকালে রে॥
ভার বান্ধেন ভাড়াটি বান্ধেন,
মৈষাল, ছাড়িয়া আপন মায়া—
ওরে আজি কেনে দেখং মৈষাল

মোক্ ছাড়িয়া যাবার কায়া রে।
তোমরা যাইবেন দূর দ্যাশে
    আমার হৈবে কি—
দিনে রাইতে, ওরে মৈষাল,
কান্দি কান্দি ঝরি রে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-৪: ও কি নাগর কানাই তুই মোরে

ও কি নাগর কানাই তুই মোরে
উজান ছাড়ি ভাটির দ্যাশৎ
    কল্লেন মায়া বাড়ি,
ওরে যৈবন কালে দোনো জনায়
    হলং ছাড়াছাড়ি রে।
তোমার বাড়ি আমার বাড়ি
নাগর অনেক দূরের ঘাটা
ওরে ক্যামন করি হইবে দেখা,
    ঝোরে চোখের পানি রে॥
ভোমরা খালি উইড়্যা পড়ে,
নাগর ফুলের মধুর বাদে,
ওরে তুই ভোমরার বাদে আসি,
মোর না পরান কান্দেরে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-৫: নাইয়া রে, চাপাও নৌকা

নাইয়া রে,
চাপাও নৌকা কমলা সুন্দরীর ঘাটে রে॥
    নাও বায়া যাও নাইয়া রে
তোর সে মনের সুখ,
ওরে, নায়ের বাদাম   তুলিয়া নাইয়ারে
আরে দেখাও চান্দ মুখ রে॥
মনে বড় দুখ নাইয়া রে,

চিত্তে বড় দুখ—
ওরে, নদীর পাথারের মত,
আরে ভাঙ্গে নারীর বুক রে॥
নদীর মাঝে থাক নাইয়া রে,
নায়ের কাণ্ডারী
ওরে অভাগিনী নারীর নাইরে নাইয়া,
যৈবনের ব্যাপারী রে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-৬: অ মোর, তনের বন্ধুরে

অ মোর
তনের বন্ধুরে,
অ মোর মনের বন্ধুরে,
অ মোর প্রানের বন্ধুরে,
মোক্ ছাড়ি নিদয়ার বন্ধু,
কোন্টে গেইলিরে॥
না পুরিল আশ-রে বন্ধু,
না পুরিল আশ,
দিন ঘুরিল
আতি ঘুরিল,
ঘুরিল বরষ মাস॥
আস্‌মানেতে তারা জ্বলে,
মনোত্ জ্বলে আগুন,
সে আগনি অরে বন্ধু, নিভাইবার নাই॥
কোন্টে গেইলি,
কোন্টে রইলি,
মোক্ ছাড়িলু তুই।

সূচী

ভাওয়াইয়া-৭: তিস্তানদীর পারে পারে

তিস্তানদীর পারে পারে
ও মোর বাই গে
না জানি মৈষাল বন্ধু মোর,
ভইষ চড়েবার আইসে॥
আজি খড়ি কাটিয়া দে,
রে মৈষাল,
বোঝা বান্দিবার দে।

হাত ধরোঁ মিনতি করোঁ
রে মৈষাল,
মাথাৎ তুলিয়া দে॥
হাত ধরোঁ মিনতি করোঁ
রে মৈষাল,
আজি আগ্ বাড়েয়া দে॥
আগ্ বাড়েয়া দে,
রে মৈষাল,
বাড়ীৎ পহুছেয়া দে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-৮: ওকি তুই মোরে নিদারুণ

ওকি তুই মোরে নিদারুণ মোর কালিয়ারে॥
লজ্জা নাহিরে ওরে কানাই লজ্জা নাইরে তোরে
ওরে কাপড় চুরি করিয়া গাছোৎ
তুলিয়া রাখালু ক্যানে রে॥
হাত ধরোঙ তোরে কানাই পাঁও বা ধরঙ তোরে
ওরে গাছের কাপড় পরিয়া দে
মুই যাও এলা ঘরে রে॥
একেত শীতের দিন তাতে আছোঙ জলে
ওরে এত কষ্ট দেখিয়ারে
তোর দয়া না হয় মনে রে॥
দেরি ক্যানে করিস কানাই মানষি বুঝি আইসে
ওরে এত রঙ দেখিয়ারে কি
তোর আশা নাই মেটে রে॥
হাতের বাঁশী ফেলিয়ারে কানাই কাপড় পারিয়া দে
ওরে ডাঙায় উকঠাপড় পিন্ধি
যামি মুই নিজের ঘরে রে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-৯: ও কি কানাইরে কেমন করিয়া হব

ও কি কানাইরে — কেমন করিয়া হব দরিয়া পার রে॥
অখুটা সিমিলার নাও বৈঠায় না ধরে ভাও রে
ও হো হো কানাইরে কেমন করিয়া হব দরিয়া পার রে॥
যে নাইয়ায় করিবে পার— কানাইরে
তাক্ দিব আমি গলার হার রে
তাক্ দিব আমি চন্দ্রহার রে
ও হো পার হইলে মুই নারী তোমার রে,
ও হো হো কানাইরে কেমন করিয়া হব দরিয়া পার রে॥
এলুয়া কাশিয়ার ফুল নদী হইল কানাই হুলুস্থুলু রে
ওরে কানাইরে পার হইলে করিব রে যৈবন দান রে
ও হো কেমন করিয়া হব দরিয়া পার রে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-১০: ও শ্যাম চিকন কালা ধুইলে কি

ও শ্যাম চিকন কালা
ধুইলে কি মনের কালি উঠে॥
ধোয়া কাপড়ে লাগাইলে কালি
যে বা ধোপায় ধুইতে পারে রে॥
ধোয়া মনেতে লাগাইলে কালি
কোন্ বা ধোপায় ধুইতে পারে রে॥
তোমরা যাইবেন দূরদেশে,
সদাই মন মোর ঝুরি থাকে রে,
বালুস ভেজে মোর দুই নয়নের জলে রে
ধুইলে কি মনের কালি উঠে রে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-১১: আজি গাও তোল গাও তোল

আজি গাও তোল গাও তোল ও মইষাল বন্ধুরে,
গাও তোল গাও তোল বন্ধু গাও তোল ডাংগিয়া
কি ও হোরে — কোন বা চোরা
নিয়া যায় মোক্ চুরি না করিয়া রে॥

মইষ চরান মোর মইষাল বন্ধু মইষের গলায় দড়ি
কি ও হোরে — বিধাতা বঞ্চিত হইল
মোরে একলায় যাইবেন ছাড়ি রে॥
মইষ চরান মোর মইষাল বন্ধু বড় বাসের খোপে
কি ও হোরে কোন বিধি নিদারুণ হইলেক্
দংশিল কাল সাপে রে॥
রোজায় ঝারে বৈদ্যো ঝারে ঢেকিয়ার আগাল দিয়া
কি ও হোরে — মুই অভাগী ঝারোঙ বন্ধুক্
ক্যাশের আগোল দিয়া রে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-১২: ওকি একবার আসিয়া সোনার চাঁদ

ওকি একবার আসিয়া সোনার চাঁদ মোর যাও দেখিয়া রে
ওদিয়া ওদিয়া যান রে বন্ধু ডারা না হন্ পার
ও রে থাউক্ বোল্ তোর দিবার থুবার দেখা পাওয়া ভার রে॥
কোড়া কান্দে কুড়ী কান্দে কান্দে বালিহাঁস
ও রে ডাহুকীর কান্দনে সই মুই ছাড়নু ভাইয়ার দ্যাশ রে॥
আইলোৎ ফোটে আইল কাশিয়া দোলাৎ ফোটে হোলা
ও রে বাপ মায় ব্যাচেয়া খাইচে স্বোয়ামী পাগেলা রে॥
লোকে যেমন ময়নারে পোষে পিঞ্জিরায় ভরিয়া
ও রে ওই মত নারীর যৈবন রাখে চোঙ্ বান্ধিয়া রে॥

কথা: জসিমুদ্দিন
সূচী

ভাওয়াইয়া-১৩: ও কন্যা হস্তে কদমের ফুল

ও কন্যা হস্তে কদমের ফুল, তিন কন্যা জলোক্ যায়
কার বা কেমন গুণ কন্যা হে॥
আগের জনায় য্যামন ত্যামন রে, ও কন্যা পাছের জনা ওরে মন্দ
মধ্যের জনকার কেশী খাটো
আগের জনায় ভালো কন্যা হে॥
কোন বা দ্যাশে ঘর বন্ধু হে, ও বন্ধু কিসের ব্যাপার কর
সত্য করিয়া কও হে বন্ধু
বিয়াও নাহি কর বন্ধু হে॥
উজান দ্যাশে ঘর কন্যা হে, ও কন্যা ভাটির ব্যাপার করি

সত্য করিয়া কইলাম কথা
বিয়াও নাহি করি কন্যা হে॥
বলদ নড়াওঁ বলদ চড়াওঁ রে কন্যা বলদোক্ মারোঙ্ ওরে কোড়া
বলদের পৃষ্ঠে তুলিয়া নিচোঙ
সারিন্দা দোতরা কন্যা হে॥
তালের মত গুয়া বন্ধু হে বন্ধু কুলার মত পান
বাটা ভরা সুপারী আছে
আমার বাড়ি যান বন্ধু হে॥
কোন দুয়াইরা ঘর কন্যা হে ও কুন্দি তোমার ঘাটা
সত্য করিয়া কও হে কন্যা
কোন্টে হমো দেখা কন্যা হে॥
পূব দুয়াইরা ঘর বন্ধু হে ও বন্ধু পশ্চিম দিয়া ঘাটা
সত্য করিয়া কইলাম কথা
বাড়িতে হমো দেখা বন্ধু হে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-১৪: ও ওরে বাবার দেশের ওরে কুরুয়া

ও ওরে বাবার দেশের ওরে কুরুয়া
আজি ক্যানে কান্দেন তোমরা চন্দন বৃক্ষের ডালে রে॥
ওরে ফানুসিয়া পঙ্খী তুই চিটুল বিদুয়া মুই রে
আজি কিবা খবর ওরে কইওরে আমার আগে॥
ওরে লোহা দিয়ে বান্ধিনু ঘরে — মুখের কথা তোমার না সইল ভর রে
সেও ঘর মোর ভাংগিয়া নিল ঝরে॥
ওরে যৈবনেতে কাঁদো মাখি একেলা পালঙ্কে থাকি রে
বালিস ভেজে মোর চার পোর রাইতে কাঁদি॥
কুরুয়া পাঁও ধরঙ তোরে কুরুয়া মাথা খান্ মোরে,
কুরুয়া দোহাই তোমারে
আজি উড়ান্ উড়ান্ উড়ান্ কুরুয়া উড়ান্ ওড়ে।
ওরে আকাশেতে পাংখা মেলি
বাবার দ্যাশে তোমরা যান চলি রে
মুই নারীটা চায়ারে থাকিম দূরে
বাবার কাছে যায়া কইবেন তোমরা
আজি আগুন জ্বলে তোমার বেটির কপালে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-১৫: আমি মরিবরে দরিয়ায় ঝম্প দিয়া

আমি মরিবরে দরিয়ায় ঝম্প দিয়া
প্রাণ বধিব গলায় কাটারি দিয়া
কাগায় করে মোর জড়ায়ে জড়ি
চিটুল বয়সের বিধি করিলেন আড়ি॥
            আরে ও পরাণের নাথ
আজি ক্যানে দ্যাখোঙ নাথ বিষের মত
            আরে ও দারুণ বিধাতারে বিধাতা
হাউস না মিটিল নারীর পিন্দিয়া শাঁখা
            আরে ও মোরে বাপ্ছা ওরে দাদা
সুখের সময় বিধি ভাঙ্গিলেন ওরে জোড়া।

সূচী

ভাওয়াইয়া-১৬: ও দ্যাওয়া বাও তোলাও রে

ও দ্যাওয়া বাও তোলাও রে—
ওরে বাছা যাদুমণি, নৌকা ঠেকিল বালুচরে॥
উত্তরে করিছে ম্যাঘ ম্যাঘালী
দক্ষিণে ঝেলেকে দ্যাওয়া
পূর্ব না হইতে আইসে এ দ্যাওয়ার ঝরি
ভিজিয়া মইল পরার ব্যাটা
ভিজিয়া মৈল শীতিয়া মৈল
কাইনচা চাপিয়া প্রাণনাথ বৈস
ব্যাড়ার ঝেলেকে এ চাকু দ্যাও ফ্যালে
মোকা কাটিয়া ঘরে আইস॥
পশ্চিমে সাজিল ম্যাঘরে ম্যাঘী
পূর্বে সাজিল কালি
আংগুল কাটিয়া চন্ডীকে পূজিব
তাও যাব শ্যাম বন্ধুয়ার বাড়ি॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-১৭: ওরে ও — মোর চাঁদ ওরে সোনা

ওরে ও — মোর চাঁদ ওরে সোনা

সুখের সময় তোমরা ছাড়িলেন ক্যানে বন্ধুরে॥

ওরে হইলেন বন্ধু ছাড়াছাড়ি

ক্যানে নিলেন প্রাণ কাড়ি রে॥

ভাওয়াইয়া গানের সুরে রে

ছবি তোমার মনে জাগে রে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-১৮: ও নাগর কানাইয়ারে আজি দরিয়াতে

ও নাগর কানাইয়ারে॥

আজি দরিয়াতে নাই মৎসরে

ওহো রে নাগর কানাই বগিলা ক্যানে পড়ে

তোর সঙ্গে নাই মোর পিরীতি

মনটা ক্যানে মোর ঝোরে

রে নাগর কানাইয়ারে॥

ঘোড়া-শালে ঘুড়ী বন্দী রে

ওহো রে নাগর কানাই মৎস বন্দী জালে

পুরুষ ভোমরা জাতি, বন্দী নারীর কোলে

রে নাগর কানাইয়া রে॥

গাছ মধ্যে বট বৃক্ষ রে

ওহো রে নাগর কানাই বাড়িয়া যায় লতা

আমি তো নাই ভাংগী রে পিরীতি ভাঙ্গিছে বিধাতা

রে নাগর কানাইয়া রে

বাপক নাই কঙ লাজে কানাই রে

ওহো রে নাগর কানাই ভাইওক্ নাই কঙ ডরে

সরু সুতার ভিজা বস্ত্র যৈবন হালিয়া পড়ে

রে নাগর কানাইয়া রে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-১৯: ও মোর কালারে কালা ওপারে ছকিলাম বাড়ি

ও মোর কালারে কালা—
ওপারে ছকিলাম বাড়ি, কলা রুইলাম কালা সারি সারি রে
(কালা) কলার বাগিচায় ঘিরিল সেই না বাড়ি রে॥
কলার না খোপে খোপে, গুয়া রুইলাম কালা থোপে থোপে রে
(কালা) গুয়ার গোড়ে গোড়ে পান দিলাম গাড়ি রে॥
বাইরা-খোলান ভরি ব্যাল চাম্পা কালা দিলাম গাড়ি রে
(কালা) ফুলের মালা আনি দিব বন্ধুয়ার গলে রে॥
বাড়িটার দক্ষিন খোলা পূর্বদিকে কালা সাধুর দোলারে
(কালা) সেই না দোলায় শাওনে ভরে জল রে॥
বন্ধুধন মোর দূর দ্যাশে মইলাম পইল কালা চিকন ক্যাসে
(কালা) নারীর হিয়া বল কতই ধৈরজ ধরে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-২০: ওরে নদীর পারের কুরুয়া রে মোর

(ওরে) নদীর পারের কুরুয়া রে মোর
জামের গাছের সুয়া
(আজি) কেনে কান্দেন অমন করি
চোক্ষের জল ফ্যালেয়া রে
কোরা রে মুইও কান্দং চিটুল বিদুয়া হয়া॥
(ওরে) ঢাল্ — কাউয়াটার কান্দন শুনি
মনের আগুন জ্বলে
পতি যে মোর গেইচে মরি
আদর নাই মোর ঘরে রে
কোরা রে মুইও কান্দং চিটুল বিদুয়া হয়া॥
(ওরে) জলে কান্দে জল কোরা রে
কুড়ির লাগিয়া
মুই অবাগী কান্দং বসি
পতিকে হারেয়া রে
কোরা রে মুইও কান্দং চিটুল বিদুয়া হয়া॥
(ওরে) না মিটিল মনের আশা
ভাঙিল যে মনের বাসা
ভরা যৈবন কেমনে চাপিম
পতিকে ছাড়িয়া রে
পতি মোর কোটে গেইলেন আবাগীক্ ফ্যালেয়া

সূচী

ভাওয়াইয়া-২১: ও পতিধন আইস আইস

ও পতিধন আইস আইস হে পতিধন বৈস॥
শ্যাওড়া গাছে যেমন ঘুঘু রে বাসা
দূরের বন্ধুর মোর কিসের আশা হে পতিধন আইস॥
মেঘের তলে যেমন রে ছায়া
দূরের বন্ধুর মোর মতন মায়া হে পতিধন আইস॥
ধরলা পাড়ে যেমন ধূধূ রে বালা
সেই মত প্রাণে মোর বিষম জ্বালা হে পতিধন আইস॥
তোর্সার পারে যেমন চিট্‌কারে মাটি
সেই মত ভোমরারে মোর গালার কাটি হে পতিধন আইস॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-২২: পবন আমি নারী ভাসিলাম

পবন আমি নারী ভাসিলাম গঙ্গার জলে,
পবন রে॥
আর জলে যেমন ফ্যানা ভাসে
ও হো হো পবন— জলের ফ্যানা জলে মেশে
পবন রে॥
আর দরিয়াতে কুটা ভাসে
ও হো হো পবন— সেও একদিন কিনার চাপে
পবন রে॥
যৈবন হাসে যার আশে
ও হো হো পবন— সেও রইল পরবাসে,
পবন রে॥
পবন যদি আপন হইত
ও হো হো পবন— দিনের খবর দিনে বলত
পবন রে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-২৩: মোর সোনা ছাড়িয়া ওরে গেইচে

মোর সোনা ছাড়িয়া ওরে গেইচে,
বন্ধু হে — আগ দুয়ারে রুইয়ারে কলা।
বক্‌দুলে চুসিয়া খাইবে রে।
বন্ধু হে — চোচার ভাগী হইবেন তোমরা রে॥
দাঁতে কাটিয়া দিতেন ওরে গুয়া
বন্ধুহে মুখে তুলিয়া খাব।
তোর মতন আর সোনার বন্ধুরে
মইলে আর কোথায় পাব।
হাউদা দেখিয়া হস্তী ওরে কান্দে
বন্ধুহে ঘোড়া কান্দেরে ঘোড়শালে।
মোর অভাগীর মন কান্দেরে
বন্ধুয়া ঐ নিধুয়া পাথারে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-২৪: আর গেইলে কি আর আসিবেন

আর গেইলে কি আর আসিবেন মোর মাহুত বন্ধু রে?
আরে হস্তি নড়ান হস্তিরে চড়ান হস্তির গলায় দড়ি
আরে ও সত্যি করিয়া বলরে মাহুতরে কোন বা দেশে বাড়ি?
হস্তি নড়াঁও হস্তিরে চড়াঁও হস্তির পায়ে বেড়ি
আমি সত্য করিয়া কইলাম নারী গৌরীপুরে বাড়ি।
তোমরা গেইলে কি আর আসিবেন মোর মাহুত বন্ধু রে?
আরে হস্তি নড়ান হস্তিরে চড়ান হস্তির পায়ে বেড়ি
আরে ও সত্যি করিয়া কনরে মাহুত ঘরে কয়জন নারী রে?
হস্তি নড়াঁও হস্তিরে চড়াঁও হস্তির গলায় দড়ি
আমি সত্য করিয়া কইলাম কন্যা বিয়া নাহি করি রে॥

আর এক রূপ

তোমারা গেহিলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধু রে॥
হস্তিরে নড়ান্ হস্তিরে চড়ান্ টাকুয়া বাঁশের আড়া
ওরে কি সাপে দংশিলেক বন্ধুয়াক্
বন্ধুয়া হইল মোর খোঁড়ারে।
রোজায় ঝাড়ে বৈদ্যে ঝাড়ে ঢেকিয়ার আগাল দিয়া
ওরে মুই নারীটা ঝাড়োং বন্ধুয়াক্ কেশের আগাল দিয়া॥
হস্তি নড়ান্ হস্তি চড়ান্ হস্তির গলায় দড়ি
ওরে সত্য করিয়া কন্‌রে মাহুত কোনবা দেশে বাড়িরে।
হস্তি নড়ান্ হস্তি চড়ান্ হস্তির গলায় দড়ি
ওরে সত্য করিয়া কন্‌রে মাহুত ঘরে কয় জন নারীরে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-২৫: তোর্সা নদী উথাল পাথাল

তোর্সা নদী উথাল পাথাল কার বা চলে নাও
নারীর মন মোর উথাল পাথাল কার বা চলে নাও
সোনা বন্ধুর বাদে রে মন কেমন করে গাও রে॥
বন্ধুয়া মোর বাণিজ গেইছে উজানিয়ার দেশে
সেই না দেশে পুরুষ বান্ধা পরে নারীর ক্যাশে
নানান জনের নানান কথা শোনোং না কঁও রাও (করো রাগ)॥
একনা তারা দুকনারে তারা তারা ঝিলমিল করে
এমন মজার রাতি যায় রে মন না রয় ঘরে
মনতে মোর লক্ষ রে কথা কার বা আগে কঁও॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-২৬: ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে

ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে
ফাঁদ বসাইছে ফান্দি রে ভাই পুঁটি মাছো দিয়া
ওরে মাছের লোভে বোকা পড়ে উড়াল দিয়া রে॥
ফান্দে পড়িয়া বগা করে টানাটুনা
ওরে আহা রে কুংকুরার সূতা, হল লোহার গুণা রে॥

ফান্দে পড়িয়া বগা করে হায় রে হায়
ওরে আহা রে দারুণ বিধি সাথী ছাইড়া - যায় রে॥
আর বগা আহার করে ধল্লা নদীর পারে রে॥
উড়িয়া যায় চখুয়ার পংখী বগীক বলে ঠারে
ওরে তোমার বগা বন্দী হইছে ধল্লা নদীর পারে রে॥
এই কথা শুনিয়া রে বগী দুই পাখা মেলিল
ওরে ধল্লা নদীর পারে যাইয়া দরশন দিল রে॥
বগাক্ দেখিয়া বগী কান্দেরে
বগীক্ দেখিয়া বগা কান্দেরে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-২৭: ও নদীরে মোর তিস্তা রে

ও নদীরে মোর তিস্তা রে
তোর যেমন থৈ থৈ বেলা
সেই মতন মোর নিজের জ্বালা রে।
জ্বালায় যায় শরীর হায় মোর কাঁদা রে *******
নদী দিয়া কত নৌকা চলে
চাইয়া থাকি নদীর জলে রে
ও মোর তিস্তারে
কাংখের কলসী থুইয়া কৈ ফিরি রে।
জলের ছলে আমি ঘাটে আসি
কোন বা নাইয়া বাজায় বাঁশী রে
কলঙ্কিনী বাদে মোর কাঁদাও রে।

সূচী

ভাওয়াইয়া-২৮: প্রাণ কান্দে মন কান্দেরে

প্রাণ কান্দে মন কান্দেরে আমার কান্দে আমার হিয়া
হায়রে দেশের বন্ধু বিদেশ গেল আমায় পাশরিয়ারে॥
অভাগিনীর কপাল দুষে আইল বৈশাখ মাস
অভাগী আর সাত নালিতা দিতাম কার মুখরে।
বৈশাখ গেল জৈষ্ঠ আইলো গাছে পাখল আম

আমি কার মুখে রস লাগাইতাম   গরে নাই মোর শামরে।
জৈষ্ঠ গেল আষাঢ় আইল   বহে নদী নালা
আমার যৈবন তরঙ্গ বারি   সয়না প্রেম জ্বালারে॥
আষাঢ় গেল শাওন আইলো   মনে ছিল আশ
হায় রে না আসিল প্রাণ বন্ধু   গেল বার মাস রে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-২৯: ও নাগর যাও কোন দেশে

ও নাগর যাও কোন দেশে যাও আমার পরান কান্দে
মুই যে অবলা নারীগো বন্ধু পরলাম একলা ফান্দে   রে।
তুমি যে মোর যৌবন বন্ধু তুমি যে মোর হিয়া
ঐ বিহঙ্গী ডানারে বন্ধু নীল আসমানের তারা
না হেরিলে তোমায় গো সই নয়ন বারি ঝরে রে॥
তুমি যে মোর কানের ঝুমকা কণ্ঠের ও মণিহার
তুমি যে মোর মধুর ভ্রমর সৃষ্টির স্বর্ণকার।
মোর বাগিচার ফুলের বন্ধু তুমি তার বনমালিরে॥

সূচী

৩০: ও কি ও বন্ধু কাজল ভোমরা

ও কি ও বন্ধু কাজল ভোমরা রে
কোন দিন আসিবেন বন্ধু কইয়া যাও রে।
ও কি ও বন্ধু কাজল ভোমরা রে॥
বট বৃক্ষের ছায়া যেমন রে
মোর বন্ধুর মায়া তেমন রে
বন্ধু কাজল ভোমরা রে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-৩১: ও কি পতিধন, প্রাণ বাঁচেনা

ও কি পতিধন প্রাণ বাঁচেনা যৌবনের জ্বালায় মরিরে
আকাশেতে নাই রে চন্দ্র কি করিবে তারায়॥
যে নারীর পতি নাইরে কি করিবে তার রূপ রে॥
পুরুষের বসন্তকালরে হাতে মোহন বাঁশী
নারীর বসন্তকালরে চলে উজান ভাটি
গাছের বসন্তকালরে চুপি চুপি ফুটিয়ে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-৩২: যে জন প্রেমের ভাব জানে না

যে জন প্রেমের ভাব জানে না
তার সঙ্গে নাই লেনা দেনা
খাঁটি সোনা ছড়িয়ে হয় নকল সোনা॥
কুট্টা কাটায় মানিক পাইল রে
অথাল পানিতে ফেলাইয়া দিল রে
সাত রাজার ধন মানিক হারায়ে
কুট্টা কাটায় মন যে মানে না॥
পিপড়া বোঝে চিনির দাম
ও বানিয়া আহা চেনে সোনা
খাঁটি প্রেমের মুল্য কে জানে ধরায় আছে ক'জনা॥

সূচী

চট্কা (ভাওয়াইয়া)-৩৩: প্রেম জানে না রসিক কালাচান্

প্রেম জানে না রসিক কালাচান্
ও কালা হায় রে জুড়িয়া থাকে মন
কত দিনে বন্ধুর সনে হব দরিশন।
ও কালা রে নদী ওপারে তোমার বাড়ি
যাওয়া আইসার অনেক দেরী
যাব কি রব কি সবায় করে মানা।
হাইটা যাইতে নদীর জল
খাকলাউ কি খুকলুং কি খাল্লাউ খাল্লাউ করে রে।
হায় হায় প্রাণের কালা রে॥
ও কালা রে একলা ঘরে শুইয়া থাকঙ পালঙ্ক উপরে
মন মোর আবিল বিল বিল করে
গরোত্ ফিরতে মরার পালং
কাররোৎ কি করোৎ কি কাড়াউ কাড়াউ করে রে।
হায় হায় প্রাণের কালা রে॥
ও কালা রে তোমার আশায় বসিয়া থাকোঙ বট বৃক্ষের তলে
মন মোর উড়াউ পাড়াঙ করে।
ভাদর মাসে দেয়ার ঝরি
টাপপাস কি টুপপুস ঝমঝমাইয়া পড়ে রে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া(চট্কা)-৩৪: হায় মোর দিন যায় ভাবুতে

হায় মোর দিন যায় ভাবুতে
রসিয়া বন্ধু আসিবার কথা
বৈশাখ দিনতে॥
ওরে বৈশাখের বসন্তকাল হয় রে
গাছের পাতা নড়ে
ও মুই গোয়ালপাড়িয়া গানের সুরে
মনটা না রয় ঘরে॥
ওরে শিমুল গাছের ডালে পড়িয়া
হায় রে কুড়ুয়া কররে রাও॥
ও মোর রসিয়া বন্ধু না আসিলে

মনটা না রয় ঘরে॥
ওরে বিহুর দিনে চেংড়া চেংড়ি
নাচিয়া নাচিয়া যায়
যদি আশিক হয় মোর রসিয়া বন্ধু
মুই ও নাচিনু হায়॥

অন্য রূপ

আই মোর দিন যায় ভাবুতে
রসিয়া বন্ধু আসিবার কথা
বৈশাখ বিহুতে॥
ওরে বৈশাখের বসন্তকালে
গাছের পাতা নড়ে
ও মোর গোয়ালপাড়িয়া গানের সুরে
মনটা না রয় ঘরে॥
আরে শিমুল গাছের ডালে পড়িয়া
হায় রে কুড়ুয়া কররে রাও॥
ও মোর রসিয়া বন্ধু না দেখিয়া
ঝম্‌ঝমায় মোর গাও॥
ওরে বিহুর দিনৎ চেংড়া চেংড়ি
নাচিয়া নাচিয়া যায়
যদি আশিক হয় মোর রসিয়া বন্ধু
মুই ও নাচিনু হায়॥

সূচী

ভাওয়াইয়া(চট্‌কা)-৩৫: বন্ধু মোর কালিয়া

বন্ধু মোর কালিয়া
কন যাইয়া মোর বাবার আগে ঘটক ধরিয়া॥
দিনে দিনে সোনার যৈবনরে
ও মোর গত হইয়া যায়
মাও আছে মোর অবুঝ হইয়া
বাপে না দেয় বিয়া॥
ফুল ফুটিলে ভোমরা যেমন রে

ঐ না পরে উড়াল দিয়া
যাইতে আইতে চোরা গোলা
দেখে চাইয়া চাইয়া রে॥
বাপেরে না কন লাজেরে
ও মুই মাউ কো কয় লাজে
দাদাকে না কয় ভাবুছি
মোর দরদি হইয়া॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-৩৬: মইষাল মইষাল ডাকি বন্ধুরে

মইষাল মইষাল ডাকি বন্ধুরে
এইনা মাঠের ধারে
তেলাকুচা কালা দেহ
পোড়া কেনে রইল রে॥
মন কান্দে মইষাল বন্ধু রে॥
জ্বইলা কেনে মরো মইষাল রে
ডাগর ডাগর পদ্ম পাতায় তুইলা মাথায় ধরো॥
মন কান্দে মইষাল বন্ধু রে॥
আদর কত করব বন্ধু রে
বসবার দেব পিঁড়া
তিলের নাড়ু হাতে দেব
পাতে দেব চিঁড়া
মন কান্দে মইষাল বন্ধু রে॥
মুড়ির মোয়া আরো দেব রে
দেব সবরী কলা
শীতল কুয়ার জল দেব
ভিজাইতে গলা
মন কান্দে মইষাল বন্ধু রে॥
আমার ভিটায় যাইয়ো বন্ধু রে
নাকের বরাবর
পাটের শোলায় বেড়া বান্ধা
খেজুর পাতার ঘর রে
মন কান্দে মইষাল বন্ধু রে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া (চট্কা)-৩৭: ওকি বাপ রে মাও

ওকি বাপ রে মাও
না পারি মুই কাম করিবার॥
ডাইল হান্ধিনু ডাইল হান্ধিনু
হাঁটু পানি দিয়া রে হাঁটু পানি দিয়া
ও তোর নয়া জামাই সাঁতার কাটে
ডাইলের উপর দিয়া॥
কচুর শাকদে পাক করি মুই
তাতে না দেই আদা
তাহার জন্য মার মারিল
ছোট্‌ঠাকুরের দাদা॥
শ্বশুর করে ঘুসুর ঘুসুর
ভাসুর করে গোঁসা
ওরে কি জ্বাল জ্বালাইল স্বামী
ধরল চুলেরা মুঠা॥
হাল বাহিয়া আল্ স্বামীধন
তুই সে প্রাণের নাথ
লাঙ্গল জঙ্গল
****

অন্য রূপ

ওকি বাপ রে মাও
ওকি মাও রে বাপ
না পারি মুই কাম করিবার॥
ডাইল আন্ধিনু ডাইল আন্ধিনু
হাঁটু পানি দিয়া রে হাঁটু পানি দিয়া
ও তোর নয়া জামাই সাঁতার কাটে
ডাইলের উপর দিয়া॥
আমার সতীনগুলায় কয়
আমার মিতীনগুলায় কয়
মুই সুন্দরী আন্ধন জানি না॥
মাঠের থিকা আইলো গোঁসাই
ভাল্ করিলু কাম রে
ভাল করিলু কাম
এখন আন্ধন বারান বালাই থুইয়া
পানি খুঁটিয়া খাই॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-৩৮: ওরে নিমের দোতরা তুই মোর

ওরে নিমের দোতরা তুই মোর এ
নিম কাঠের দোতরাতে তুই
চামড়ার ছাউনি
ঝিলিমিলি সুরের বরন
পাগল আর দুরন্ত রে॥
নিমের সর্ব অঙ্গরে তিতা
সবে দেখ খাইয়া
সেই নাকি তার মিষ্ট এমন

কিসের পরশ পাইয়া॥
সুরে তোমার মধু ঝরে
রঙ ধরে মোর অন্তরে
শুকনা গাঙে বন্যা জাগে
তোমার সে সুর শুনে॥
নিমের দোতরা তুমি
সুন্দর তোর হিয়া
ওরে সুখের দিনে তুমি মোরে
যাইও না ছাড়িয়া॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-৩৯: ধীরে বোলাও গাড়িরে গাড়িয়াল্

ধীরে বোলাও গাড়িরে গাড়িয়াল্ —আস্তে বোলাও গাড়ি।
এক নজরে দেখিয়া নেও মোর দয়াল বাপের বাড়িরে গাড়িয়াল্—
আস্তে বোলাও গাড়ি॥
অল্প বসে ও মোর গাড়িয়াল্ মায়ের কোলা ছাড়ি, —
বুক্যেতে পাষাণ বান্ধি ও মুই যাওঁ সোয়ামীর বাড়িরে গাড়িয়াল্
আস্তে বোলাও গাড়ি॥
বাপ্ ছাড়িনু মাও ছাড়িনুরে—ছাড়নু আশ্ পড়শী,
আলোন্ বসে ও মোর গাড়িয়াল্—হনু পরার দাসীরে—গাড়িয়াল্
আস্তে বোলাও গাড়ি॥
তোমার গাড়ির চাকারে গাড়িয়াল্—কান্দে ঘুরি ঘুরি—
ঐ মোন্ করি এ্যালাওঁ কোন্টে মাওমোর—কান্দিছে ডুকুরিরে গাড়িয়াল্
আস্তে বোলাও গাড়ি॥
ময়রা কান্দে, ময়রী কান্দেরে—কান্দে কোড়া কুড়ি—
না দেখি কান্দিবে মাও মোর —আন্ধার ঘরোত্ পড়িরে গাড়িয়াল্
আস্তে বোলাও গাড়ি॥
শুনেক্ শুনেক্ ও মোর —গাড়িয়াল্—কওঁরে চরণ ধরি
অত্তি করি—ফাগুন চৈতে আরো, আইসেন গাড়ি ধরিরে গাড়িয়াল—
আস্তে বোলাও গাড়ি॥

দ্র: এ্যালাওঁ কোন্টে = এখন বোধ হয়
কথা: শ্যামাপদ বর্মণ
সূচী

বাওয়াইয়া-৪০: গাড়ি বয়য়া যান্ গাড়িয়াল্ ও

গাড়ি বয়য়া যান্ গাড়িয়াল্ ও –
গাড়িয়াল্ – ঐনা পন্থ দিয়া –
নাইওর্ যাবার চায়ছে মন্টা
তোর গাড়ি দেখিয়া (গাড়িয়াল –ও)।
গরুর্ গলায় ঘুঙ্গরা বাজেরে –
ও গাড়িয়াল্ – ঝুমুর্ ঝুমুর্ করি, –
মনে কয় মোর গাড়িৎ চড়ং
আন্ধন বাড়ন – ছাড়ি (গাড়িয়াল – ও)।
(আজি) ছোট্ট বোইনের বাদে গায়ড়াল ও –
ও গাড়িয়াল – সদায় ঝুড়ে হিয়া –
দুস্টা বাপের মন্টা এ্যামন্
নাইওর না যায় নিয়া (গাড়িয়াল – ও)।
(আজি) বায়রা খুলিৎ বিড়িয়া গাড়িয়ালও –
ও গাড়িয়াল – দেখংবারে বার্ –
মনে কয় আসিবে বাপ্ মোর্ –
নাইওর্ নিগিবার (গাড়িয়াল – ও)।
আইস্ বার কথা ভাদর মাসেও
ও গাড়িয়াল – গাড়িনা ধরিয়া –
ভাদর গেলো আশ্বিনো যায় –
পন্থের দিকে চায়া (গাড়িয়াল – ও)॥

কথা: শ্যামাপদ বর্মণ
সূচী

বাওয়াইয়া-৪১: কোন্ বনে যাও কাজল ভোমরা

কোন্ বনে যাও কাজল ভোমরা রে।
কোন্ বনে যাও – কাজল ভোমরা –
বাতাসে উড়াইয়া –

ওরে, — মনের সুখে মন ভুলানী
গুন্‌গুন্ গান্ গাইয়া রে॥
ফাগুন চাঁদিনী রাতি —
জোনাক্ ভৌইভোই করে
ও তোর গুন গুনানী গানে ভোমরা —
মন যে না রয় ঘরে রে॥
কোন্ বনে যাও — মধুর আশায় —
ওরে কাজল্ ভোম্‌রা —
ও তুই ঘর ছারি যাইস্ পরের ঘরে —
এ্যামোন্ মায়া ছাড়া রে॥
ও তোর বাড়ির কাছে ফুলের বনে
মধু আছে ভরা —
ওরে তাক্ ছাড়ি যাইস্ দুরের বনে —
নিঠুর ভোমরা রে —
তাক্ ছাড়ি যাইস্ দুরের বনে —
পাষাণ ভোমরা রে —
কোন্ বনে যাও কাজল ভোমরা রে॥

কথা: শ্যামাপদ বর্মণ
সূচী

ভাওয়াইয়া-৪২: রসিক কানাইরে পার করিয়া দেরে

রসিক কানাইরে —
পার করিয়া দেরে কানাই
বেলা ডুবিয়া যায়।
গোকুলে হামার বাড়ি
হাম্‌রা যে গো কুলের নারী
বসি আছি পার ঘাটেতে
পার হবার আশায়॥
ছাড়ো ছাড়ো কালা ছল্ চাতুরি
পার করিয়া দে তুই তাড়াতাড়ি —
বেলা গেলে — বাড়ি ফিরা
হবে রে বিষম্ দায়॥

পাছোৎ আসি কত আগে গেলো তায় –
ঘাটোৎ আছি বসি, খালি হামেরায় –
রঙ্গো ছাড়েক্ ওরে কানাই –
ধরঙ্ তোমার পায়॥
ওরে এ্যাকেতো আন্ধার রাতি –
নাই রে কানাই সঙ্গী সাথী
বিপদে পরিলে পথে –
কি হবে উপায় ?

কথা: শ্যামাপদ বর্মণ
সূচী

ভাওয়াইয়া-৪৩: গানুয়ারে বিধির বিপাকে পড়ি

গানুয়ারে –
ওরে গানুয়া –
বিধির বিপাকে পড়ি গেলু গানুয়া দ্যাশ ছাড়িরে
ও প্রাণ – গানুয়া – কান্দে দ্যাশবাসী –
তোমাকো নাগিয়া।
দোতরা প্রাণের সাথী, সেও দোতরা কান্দে দিন রাতিরে –
ও প্রাণ গানুয়া – মন পুড়ে তার –
থাকিয়া থাকিয়া।
কুনটে থাকিল্ তোর মান্সাই নদী
পাড়ে পাড়ে তার এ্যালুয়া বাড়ি রে –
ও প্রাণ গানুয়া – এ্যালুয়া বাড়িৎ গানুয়া –
কান্দে রে কোড়াকুড়ি।
গাড়ি বয়া যায় – গাড়িয়াল ভাই
মনেতে সুখ নাই রে –
ও প্রাণ গানুয়া – চিল্মারী বন্দরে –
মন না বৈসে।
রঙিলা নাওয়েরো মাঝি –
ডুকুরে কান্দিছে আজিরে –
ও প্রাণ গানুয়া – সোনার বৈঠাখান্ –
আজিরে হস্তে নিয়া।

তিস্তা নদীর পাড়ে পাড়ে –
রাজহংস পৈঙ্খা পরেরে –
ও প্রাণ গানুয়া – হংসের গলায় নাই আইজ্ –
গজরে মতিমালা।

কথা: শ্যামাপদ বর্মণ (আব্বাসউদ্দীন স্মরণে লেখা)
সূচী

ভাওয়াইয়া-৪৪: মাও জননী মোর উত্তরবাঙ্‌লা

মাও জননী মোর
উত্তরবাঙ্‌লা হে।
মাও জননী উত্তরবাঙ্‌লা
রূপে নারায়নী
ওরে, তুই জননী মাও রে হামার্
তামাম্ ধনের রানী হে
মাও জননী মোর উত্তরবাঙ্‌লা হে॥
উত্তরে তোর আকাশ ছোঁয়া
হিমালয়ের চুড়া
সেইখানেতে নাচে ভোলা
খায় ভাঙ্ ধুতুরা রে
মাও জননী মোর উত্তরবাঙ্‌লা হে॥
তার নীচোত্ মা কত পাহাড়
কত ঝর্ণাধারা
পাহাড়ী নদী সাগর মুখে
বয় যে আপন হারা রে
মাও জননী মোর উত্তরবাঙ্‌লা হে॥
তার নীচে মা সমান ভূমি
নাই রে সীমা যার
বারো মাসে সোনার ফসল
(ফলে) সরস বুক্যে তার
মাও জননী মোর উত্তরবাঙ্‌লা হে॥
দিনে সুরুজ্ ছড়ায় সোনা
রাইতে রূপার চান্

মায়া ভরা আলোতে তার
জুড়ায় যে পরাণ রে।
মাও জননী মোর উত্তরবাঙ্‌লা হে॥

কথা: শ্যামাপদ বর্মণ
সূচী

ভাওয়াইয়া-৪৫: ও ভাইরে ওরে রাম রহিমোক্‌

ও ভাইরে ভাই
ওরে রাম রহিমোক্‌ জুদা না করেন
বিবাদ করেন না ভাই
রামো যায় ভাই রহিমো তায়
কোন্‌ এ ফারাক্‌ নাই
ভাইরে ভাই॥
ও ভাইরে ভাই
ওরে আল্লা হরি একেরে ভাই
ভিন্ন কোনো নাই
আল্লা হরি একের দুই নাম
তফাৎ কিছুই নাই
ভাইরে ভাই
বোকায় ডাকে অনে বিপদ
আপদ কেলেঙ্কার
উম্‌রায় করে জাত পাত যত
ধর্মের বিচার
ভাইরে ভাই॥
ও ভাইরে ভাই
ওরে মন্দিরো থাউক্‌ মস্‌জিদ ও থাউক্‌
ঝগড়ার কিবা কাম্‌?
দুই ঘরোৎ দুই ভাইয়ে জপো
আল্লা হরির নাম
ভাইরে ভাই॥

কথা: শ্যামাপদ বর্মণ
সূচী

ভাওয়াইয়া-৪৬: বুক্ক পানিত্ নামি কন্যা বুক্ক

বুক্ক পানিত্ নামি কন্যা বুক্ক মাঞ্জন করে
কোন ঠাকার বৈদেশি মইষাল দোতরাত্ ঠোকর মারে॥
জল ভর সুন্দরী কইন্যা কাছারত্ নাগে ঢেউ
একেলায় আইসাছেন ঘাটে সঙ্গী নাই কি কেউ?
একেলায় পাঠাইছে বিধি একেলা ঘরে থাকি
এ ভরা যৈবনের ভার একেলায় ধরি রাখি॥
কেমন তোমার বাপ-মাও কইন্যা কেমন তোমার হিয়া
একেলায় আইসাছেন ঘাটে বুক্কে পাষাণ দিয়া॥
ভালে হামার বাপ-মাও মইষাল ভালে হামার হিয়া
একেলায় আইসাছি ঘাটে বুক্কে ছিরফল নিয়া॥
বাপ ভাই ছাড়িয়া কইন্যা জঙ্গলে বোনে ঘুরি
ঐ ছির্‌ফলের নাগ্য পাইলে ছাড়ি মইষালগিরি॥
কাঁটার গছত্ ছিরফল মইষাল তাতে ভেংরুলের হাড়ি
কেমন কিরি ঐ না ছিরফল খাইবেন তোমরা পাড়ি॥
নল খাগড়া কাঁটা বাড়ীত্ অসের ব্যাপার করি
তোমরা যদি সহায় থাকেন ছিরফল খামো পাড়ি॥

দ্র: ‘বুক্কে ছিরফল নিয়া’ — ছিরফল অর্থাৎ শ্রীফল: মেয়েটির শরীরের বর্ণনা।
সূচী

ভাওয়াইয়া-৪৭: আমায় পাগল করিয়া গেল নিজে

আমায় পাগল করিয়া গেল নিজে পাগল হইল না
ওসে আমার কথা শুইনা গেল নিজের কথা কইল না॥
কইরা মোরে জনম দুখী হইল কি সে নিজে সুখী
আমায় দুঃখের বোঝা দিয়া গেল নিজে বোঝা বইল না॥
কার কাছে কই দুঃখ রে সেই নাই রে ব্যথার ব্যথী
অভাগিনীর দুখের জনম রে পোহায় না রে রাতি॥
কূলের আশা দিয়া মোরে ভাসাইল কুলসায় ওরে
নিজে কূলে উইঠ্যা গেল আমায় কূলে লইল না॥

কথা ও সুর: আব্দুল লতিফ
সূচী

ভাওয়াইয়া-৪৮: আমি না জানি পিরীতির এত

আমি না জানি পিরীতির এত জ্বালা
সই জ্বইল্যা পুইড়া মইলাম গো
পরাণ গেল॥
কি যেন মোহিণী জালে
পাগলিনী হইলাম গো
ঘরের বাহির করিল॥
সাধ কইরা সে খাইয়া পিরিত
আমায় কি দোষে ছাড়িল
এমন দারুণ বিচ্ছেদের অসি
বক্ষেতে বিন্ধিল গো
কোথায় গিয়া লুকাইল॥
বনে লাগে দাবা আগুন
সবে দেখে চাইয়া
আমার হৃদের মাঝে তুষের আগুন
জ্বলে রইয়া রইয়া
জ্বলিয়া না নিভিল॥

কথা: প্রচলিত, সুর: কানাইলাল শীল
সূচী

ভাওয়াইয়া-৪৯: প্রাণবন্ধুর বিরহে মন মোর

প্রাণবন্ধুর বিরহে মন মোর
ছট্‌ফট্‌ ছট্‌ফট্‌ করে
উড়া পংখীর পাংখা যেমন
ছট্‌ফট্‌ ছট্‌ফট্‌ করে॥
বন্ধুর লাগি একলা তখন
মনের দুঃখে কান্দি যখন
ওরে দুই নয়নে পানি আমার

ঝর্‌ঝর্‌ ঝর্‌ঝর্‌ করে॥
বন্ধুর লাগি মনটা সদাই
করে উড়ো উড়ো
শাশুড়ী ননদের ভয়ে পরাণ
কাঁপে দুরু দুরু
বন্ধুর কথা মনে হলে
বুকে ওঠে আগুন জ্বলে
ও তার প্রেমানলে পোড়া দেহ
ধরফর ধরফর করে॥

কথা ও সুর: আব্দুল লতিফ
সূচী

ভাওয়াইয়া-৫০: ও মোর দান্তাল হাতির মাহুত

ও মোর দান্তাল হাতির মাহুত রে
যেদিন মাহুত শিকার যায় নারীর মন ঝুরিয়া রয় রে।
ও মোর সারিন হাতির মাহুত রে
যেদিন মাহুত উজান যায় নারীর মন মোর পুড়িয়া রয় রে।
আকাশেতে নাইরে চন্দর কি করে তোর তারা
যেবা নারীর পুরুষ নাই রে ও তার দিনে অন্ধিহারা।
পুকুরীতে নাইরে পানি নৌকা ক্যামনে চলে
যেবা নারীর পুরুষ নাইরে ও তার রূপে কি কাম করে।
ও মোর মাখ্‌না হাতির মাহুত রে
যেদিন মাহুত আসাম যায় নারীর মন ঝুরিয়া রয় রে।
ও মোর টুই হাতির মাহুত রে
যেদিন মাহুত জঙ্গল যায় নারীর মন মোর কান্দিয়া রয় রে॥

দ্র: সদ্যধৃত হাতির শিক্ষার সময় মাহুতের
গান (সুখবিলাস বর্মার বই থেকে)
সূচী

ভাওয়াইয়া-৫১: অকি গাড়িয়াল ভাই কতয় রব

অকি গাড়িয়াল ভাই, কতয় রব আমি পন্থের দিকে চায়া রে॥
যেদিন গাড়িয়াল উজান যায় নারীর মন মোর ঝুরিয়া রয় রে
অকি গাড়িয়াল ভাই হাকাও গাড়ি তুই চিলমারীর বন্দরে রে॥
আর কি কব দূখের জ্বালা গাড়িয়াল ভাই, গাঁথিয়াছি কহন মালা
অকি গাড়িয়াল ভাই কত কলি মুই নিথুয়া বাখারে রে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-৫২: পর্থম যৌবনের কালে না হৈল্

পর্থম যৌবনের কালে না হৈল্ মোর বিয়া
আর কতকাল রহিম্ ঘরে একাকিনী হয়া
রে বিধি নিদয়া॥
হাইলা পৈল্ মোর সোনার যৌবন মলেয়ার ঝরে
মাও বাপে মোর হৈল বাদী না দিল্ পরের ঘরে
রে বিধি নিদয়া॥
বাপকে না কও সরমে মুই মাওক্ না কও লাজে
ধিকি ধিকি তুষির অঘূণ্ জ্বলছে দেহার মাঝে
রে বিধি নিদয়া॥
পেট ফাটে তাও মুখ না ফাটে লাজ সরমের ডরে
খুলিয়া কোলে মনের কাথা নিন্দা করে পরে
রে বিধি নিদয়া॥
এমন মন মোর করে রে বিধি এমন মন মোর করে
মনের মত চেঙ্গরা দেখি ধরিয়া পালাওঁ দূরে
রে বিধি নিদয়া॥
কহে কবে কলঙ্গিনী হানি নাইক মোর তাতে
মনের সাধে করিম্ কেলি পতি নিয়া সাথে
রে বিধি নিদয়া॥

দ্র: ১৯০৪ এ প্রকাশিত এটাই প্রথম মুদ্রিত
ভাওয়াইয়া গানের পদ।

সূচী

ভাওয়াইয়া-৫৩: বুক্কের উপোর কি গো মামি

বুক্কের উপোর কি গো মামি বুক্কের উপর কি,
তোমার মামা কইরবে খেলা নাটিম কুন্দেছি
ভাগিনা গাই ছেকিয়া দে॥
নাবির কাছোত্ কি গো মামি নাবির কাছোত্ কি
তোমার মামা কইরবে খেলা ডিগি দিয়াছি
তোমার ডিগিত্ কতয় পানি মামি নামিয়া দেকি॥
আমার ডিগিত্ ভাগিনা কিসোত্ নামিবার চাও
চৈত্-বৈশাক মাসে ভাগিনা চউড়ে (লগি) না পায় থাও॥
আশ-পড়শির গাই ছেকিতে মামি নিছোং আনা আনা
তোমার গাই দোয়াইতে মামি খসাইম্ কানের সোনা॥
আমার বাড়িত্ যান ভাগিনা বইসবার দিব পিড়া
জল পান খাইতে দিব শালি ধানের চিড়া॥

দ্র: নাটিম অর্থাৎ লাট্টু।
মেয়েটির (মামির) শরীরের বর্ণনা।
সূচী

ভাওয়াইয়া (চট্কা)-৫৪: আগা নাও যে ডুব ডুব

আগা নাও যে ডুব ডুব পাছা নাওয়ে বইস
ঢোঙায় ঢোঙায় ছ্যাকঙ জল রে ও কইন্যা পাছা নাওয়ে বইস॥
জল ছেকিতে জল ছেকিতে সেঁউতির ছিঁড়িল্ দড়ি
গলার হার খসেয়া কইন্যা হে ও কইন্যা সেঁউতির নাগাইম দড়ি॥
তোক সে বলঙ ছাওয়াল কানাই তোর সে ভাঙা নাও
ভাঙা নাওয়ের খেওয়া দিয়া হে ও কইন্যা কেমন মজা পাও॥
ভাঙাও নোঁয়ায় ছেঁড়াও নোঁয়ায় সোনা রূপায় গড়া
রাজার হস্তীক্ পার করিছঙ রে ও কইন্যা তোর বা কত ভাড়া॥
এক সুন্দরীক্ পার করিতে নিছঙ আনা আনা
তোক সুন্দরীক্ পার করিতে রে ও কইন্যা নেগাইম্ কানের সোনা॥
সোনাও খসাইম্ রূপাও খসাইম্ খসাইম্ কানের সোনা
ভরা গাঙের খেওয়া দিয়ারে ও কইন্যা শরীল্ হইল্ মোর কালা॥

প্রথম লাইন: আগা নাওয়ে ডুব ডুব ...
সূচী

ভাওয়াইয়া-৫৫: ওরে কোন দ্যাশে যান

ওরে কোন দ্যাশে যান
মইষাল বন্ধু রে॥
কোন দ্যাশে যান মইষাল বন্ধু
মইষের পাল লইয়া
ওরে আইজ ক্যানে বা মইষাল তোম্‌রা
মইষের বাথান থুইয়া রে॥
এতদিন আছিলেন মইষাল
মইষ চরাইছেন মাঠে
ওরে মুইও নারী আলে ছালে
আইস্যা নদীর ঘাটে রে॥
মইষ চরাইছেন তোমরা মইষাল
ঐ বিন্না ঠারীতে
ওরে মুইও নারী কাপড় ধুইনু
যমুনা নদীতে রে॥
দোতরা বাজান তোমরা মইষাল
মইষের পিঠৎ চড়ি
ওরে মুইও নারী বাজান্ শুনি
কাপড় ধোওয়া ছাড়িরে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-৫৬: ওকি ঘাটের নাইয়া

ওকি ঘাটের নাইয়া
ভব নদীর পারে কয়দিন থাকিম বসিয়া॥
ঘুট্ ঘইট্যা আন্ধার রাতি
গায় দিবে মোর জ্বলেয়া বাতি রে
আজ কতই কাঁদিম্ আর
আনধারোৎ বসিয়া রে
ঘাটের নাইয়া—
কহ মোরে পারে কয়দিন থাকিম্ বসিয়া॥
সাথে নাই মোর বাপ ভাই
বন্ধুবান্ধব মোর কাছয় নাই রে
আজ কতই থাকিম্ আর

কান্দিয়া কান্দিয়া রে
ঘাটের নাইয়া—
কহ মোরে পারে কয়দিন থাকিম্ বসিয়া॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-৫৭: আরে ও ভাবের দোতরা

আরে ও ভাবের দোতরা
নবীন বয়সে মুইকে করলি রে বাউদিয়া॥
তুই দোতরাখান লইয়ান হাতে
নিষদ্ করে মোর পাড়ার লোকে
হায়রে নিষদ্ করে মোর দয়াল বাপ রে মায়॥
তোর লাইগ্যান মোর গেরাম বাদী
থানায় দিলরে এজ্‌হারী
দারোগান বাবু আমার হাতে দড়ি॥
তুই দোতরা রাখিস মান
রূপা দিয়া মুই বান্ধাইমু কান
নয়া গাছের মানিক রে কালা॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-৫৮: আমি জানি না গাওয়াইয়া

আমি জানি না গাওয়াইয়া
প্রেমের এতো যন্ত্রণা॥
দোতরার সনে গীদলের পিরীতি রে
দোতরা ছাড়া গীদল চলে না, গাওয়াইয়া
প্রেমের এতো যন্ত্রণা॥
ঢোলের সনে বায়েনের পিরীতি রে
ঢোল ছাড়া বায়েন চলে না, গাওয়াইয়া
প্রেমের এতো যন্ত্রণা॥
হস্তীর সনে মাহুতের পিরীতি রে
হস্তী ছাড়া মাহুত চলে না, গাওয়াইয়া
প্রেমের এতো যন্ত্রণা॥

বাঁশির সনে কানাইয়ের পিরীতি রে
বাঁশি ছাড়া কানাইয়া চলে না, গাওয়াইয়া
প্রেমের এতো যন্ত্রণা ॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-৫৯: অবোধ মন রে

অবোধ মন রে
এই ভবে তোর আপন কায়া কে
দুই চক্ষু মুঞ্জিয়া গেইলে হইবে অন্ধকার ॥
বাপ তো আপনার নয় রে
ও মন, কেবল জন্মদাতা
মাও তো আপনার নয়
সংসারের মাতা ॥
ভাই তো আপনার নয় রে
এক বিন্দু কায়া
পুত্র পরিবার যত
এই ভবের মায়া ॥
দেহার ভিতর ময়না পাখি রে
কখন যায় উড়িয়া
মাটির এ পিঞ্জিরা রইবে
মাটিতে পড়িয়া ॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-৬০: ওকি গাড়িয়াল মুই চলং

ওকি গাড়িয়াল মুই চলং রাজ পন্থে ॥
আরে বাও কুমঠা বাতাস যেমন
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে
আরে ও রে সেই মত মোর গাড়ীর চাংকা
পন্থে পন্থে ঘোরে রে ॥
আরে বেয়ানে উঠিয়া গরু
গাড়ীত্ দিয়া জুড়ি

আরে ওরে সোনা মালার সোনা বাদে
চান্দের দ্যাশে ঘুরি রে॥
আরে গাড়ীর চাংকা ঘোরে আরে
মইধ্যে করে রাও
আরে ওরে সেই মত কান্দিয়া উঠে
আমার সর্বগাও রে॥
আরে দ্যাশ বিদ্যাশে বেড়াং রে মোর
সোনার সোনা বাদে
আরে ওরে সে ও সোনা অবশেষে
ঘরৎ বসি কান্দে রে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া (চট্কা)-৬১: চ্যাংড়া রে বাপুই চ্যাংড়া রে

চ্যাংড়া রে বাপুই চ্যাংড়া রে
গাছৎ উঠিয়া মুইকে জলপই পাড়িয়া দে॥
তুই দুইটা নে রে চ্যাংড়া
মুইকে দুইটা দে রে॥
তুই চ্যাংড়া না করলি বিহা
মুই নারী রইলাম চায়া রে
গাছের জলপই দেখিয়া মোর
জিব্রার পানি পড়ে রে॥
তুই আমি ছোডোকালে
পড়তাম মোরা এক ইস্‌কুলে রে
মোর বাড়ী
কুচ্ বিহার বন্দরে রে॥

সূচী

চটকা (ভাওয়াইয়া)-৬৪: সই যাবে নি গো যমুনায়

সই যাবে নি গো যমুনায় জল আনিবার ছলে
কি রূপ দেখিয়া আইলাম কদম্বের মূলে॥
একদিন রাতে স্নানের বেলায় মনে কি ধরিল
সোনার কলসী কাঁখে লইয়া যমুনাতে গেল॥
সখিগণের সঙ্গে রাধা জলকেলী করে
কলসী স্রোতে ভাইসা গেল   বসন নিল চোরে॥
গলা জলে থাইকা রাধা বসনখানি চায়
কালা বলে এইরূপে কি বসন দেওয়া যায়॥
কোমর জলে থাইকা রাধা চাহিল বসন
শ্যাম বলে রাধে তোমার নাইকো শরম॥
তখন হাঁটুজলে থাইকা রাধা চাইল বসনখানি
কৃষ্ণ বলে দেখি তোমায় তীরে আইস ধনী॥
তীরে উইঠ্যা রাধা বলে বসন দাও হে শ্যাম
কৃষ্ণ বলে আগে রাধা যৌবন করো দান॥

অন্য রূপ

ও সই যাবেনি গো যমুনায় জল আনিবার ছলে
কি রূপ দেখিয়া আইলাম কদম্বেরি মূলে।
একদিন রাধে স্নানের বেলায় কিনা কাম করিল
দেখ সোনার কলসী কাঁখে লইয়া যমুনাতে গেল।
কাহার পিন্ধন লাল নীল কাহার পিন্ধন সাদা
সুন্দর রাধিকার পিন্ধন কৃষ্ণ নামটি লোখা।
সখীগণ সঙ্গে রাধা জলকেলী করে,
কলসী গেল সুতে ভাইস্যা বসন নিল চোরে।
গলা পানিত থাইক্যা রাধা বসনখানি চায়
কালা বলে এইরূপে কি বসন দেওয়া যায়?
কোমর পানিত থাইক্যা রাধা চাহিল বসন
শ্যাম বলে রাধে তোমার নাই কি শরম?
তখন হাঁটুজলে থাইক্যা রাধা চাইল বসনখানি
কৃষ্ণ বলে দেখি তোমায় তীরে আইস ধনি।
তীরে উইঠ্যা রাধা বলে বসন দাও হে শ্যাম
কৃষ্ণ বলে আগে রাধা যৌবন কর দান।

সূচী

ভাওয়াইয়া-৬৩: ও সুখের ময়না রে

ও সুখের ময়না রে
ঘাটে তারে দেখলাম সোনার পাখি
পরান আমার কেমনে বাইন্ধা রাখি॥
কুন গিরস্থের কন্যা রে সে
কোন বিরিক্ষের ফুল
নাইয়া উইঠ্যা সোনার কন্যা শুকায় মাথার চুল
কেমনে রে ওরে ময়না একলা ঘরে থাকি
ঘাটে তারে দেখলাম সোনার পাখি॥
এক যে ভালো মায়ের স্নেহ আরেক ভালো মাটি
এই মাটিতেই ফসল ফলাই শোয়ার শীতল পাটি
অরেক ভালো বটের তলায় পঙখা বাঁশের বাঁশী
সবার ভালো সে যে কন্যার বাঁকা ঠোঁটের হাসি রে
পাগল কইরাছে তার আঁখি
ঘাটে তারে দেখলাম সোনার পাখী॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-৬৪: ধিক্ ধিক্ ধিক্ মৈষালরে ধিক্

ধিক্ ধিক্ ধিক্ মৈষালরে ধিক্ গাবুরালী
এহেন সুন্দর নারী ক্যাম্‌নে যাবু ছাড়ি মৈষাল রে॥
তোমরা যাইবেন মইষ বাথানে আমার বাদে কি—
মৈষাল রে, পেন্দোনে শাম্‌লাই ধুতি—
আমার দাঁতের মিশি॥
তখনে না কইচোং মৈষাল না যাইস্ গোয়ালপাড়া
মৈষালরে কাড়িয়া লবে হস্তের বাঁশী
ছিড়িবে গলার হারা॥

সূচী

ভাওয়াইয়া (চট্‌কা)-৬৫: আই মোর সতীনগুলা কয়

আই মোর সতীনগুলা কয়
মুই বলে আন্ধোন জানোঙ না॥
এক তোলা কচুর শাক
তিন হাঁটু তার পানি
বাপে বেটি হাসিয়া মরি
ও মোর কচুয় শাকের পানি।
আই মোর সতীনগুলা
আই মোর ঘেগী সতীন কয়
আই মোর বুচি সতীন কয়
মুই বলে আন্দোন জানোঙ না॥
ময় দিচোঙ মসল্লা দিচোঙ
হরিতকি কুটিয়া
তাহার মধ্যে গন্ধি পোকা
আরো দিচেঙ বাঁটিয়া
নাতেন সোয়াদ হইবে না॥

সূচী

ভাওয়াইয়া (চট্‌কা)-৬৬: কিসের মোর রাধন কিসের মোর

কিসের মোর রাধন কিসের মোর বাড়ন
কিসের মোর হলদী বাটা
মোর প্রাণনাথ অন্যের বাড়ী যায়
মোরে আঙিনা দিয়া ঘাটা॥
ও প্রাণ সজনী কার আগে কব দুস্কের কথা॥
আর যদি দ্যাখোঙ্ আর যদি শোনঙ্
    অন্য জনের সঙ্গে কথা
এ হেন যৌবন সাগরে ভাসাব,
পাষাণে ভাঙ্গিব মাথা॥
ও প্রাণ সজনী কার আগে কব দুস্কের কথা॥
মোর বন্ধু গান গায় মাথা তুলি না চায়,
মুঁই নারী যাও জলের ঘাটে
থমকি থমকি হাঁটোঙ চোক্ষে ইশারা করোঙ
তবু বন্ধু না দেখে মোরে

ও কি হায় রে বন্ধুপাগল হইতে পারে॥

নিদের আলিসে হাত পড়ে বালিশে

মনে করঙ বন্ধু বুঝি আছে,

চ্যাতোন্ হয়া দেখোঙ বনধু নাই বগলে

বুক থান মোর ছ্যাংছ্যাং হইচে

প্রাণ সজনী কার আগে কব দুস্কের কথা॥

সূচী

ভাওয়াইয়া (চট্‌কা)-৬৭: ভাল করিয়া বাজান রে দোত্‌রা

ভাল করিয়া বাজান রে দোত্‌রা

সুন্দর কমলা নাচে।

সুন্দর কমলার পায়ের খাড়ু

নাচিয়া যাইতে বাজে রে॥

সুন্দরী কমলার পরনের শাড়ী

রোদে ঝলমল করে রে॥

সুন্দরী কমলার নাকের নোলক

নাচিয়া যাইতে ঢেংগালে রে।

সুন্দরী কমলার কানের মাক্‌রি

ঝলমল ঝলমল কানের করে রে॥

সুন্দরী কমলার গালার মালা
নাচিয়া যাইতে পড়ে রে।

এ বাড়ী হতে ও বাড়ী গেনু

ঘাটায় ছিপ্ ছিপ্ পানি

গাবুরের ভিজিল জামা জোড়া

কইন্যার ভিজিল জামা জোড়া

সূচী

ভাওয়াইয়া-৬৮: হাত ধরিয়া কঁও যে কথা

হাত ধরিয়া কঁও যে কথা

ও হায় শোন বৈষ্টম বাউদিয়া

ঐ যে অল্প বয়সে মোর স্বামীটা গেইচে মরিয়া

আহা শোনেক বৈষ্টম বাউদিয়া।
তুই মোর মনবাঞ্ছা পূর্ণ কর বৈষ্টম বাউদিয়া॥
মোর মত দুঃখিনী নারী ও হায় ত্রিভুবনে নাই
আর সাধন মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া সিদ্ধ কর্‌ গোঁসাই
শোনেক বৈষ্টম বাউদিয়া
তুই মোর মনবাঞ্ছা পূর্ণ কর বৈষ্টম বাউদিয়া॥
সত্য করিয়া কও যে কথা ও হায় কিসের এ জীবন
আর ভজন বিনে সাধন নাইরে বলে কোরান পুরাণ।
শোনেক বৈষ্টম বাউদিয়া
তুই মোর মনবাঞ্ছা পূর্ণ কর বৈষ্টম বাউদিয়া॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-৬৯: ও মোর বানিয়া বন্ধু রে

ও মোর বানিয়া বন্ধু রে
দিবার চাইলেন নাকের নোলক
ছাড়িয়া গেইলেন রে॥
যে জন সোনার বানিয়া হয়
নিত্তিত করিয়া সোনা কেনো মোকে
ওজন করিয়া দেয়॥
হাতের নিলেন কোচের নিলেন
ঠেকাইলেন মোক নিধুয়া হাতে
চোক্ষের পানি পিরীতির কথাতে॥
যে জন সোনার বানিয়া হয়
সোনায় রূপায় মিশল করিয়া
নোলোক বানেয়া দেয়॥
ওরে বানিয়া বন্ধু রে
কবজ গড়েয়া দে
ওরে বিয়ার সোয়ামী মরিয়া গেইচে
স্বপনে আইসে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-৭০: ও প্রাণ সাধুরে সাধু অল্প

ও প্রাণ সাধুরে সাধু অল্প বয়সের নারী
    বাপো মায়ের সাধু ময়া ছাড়িরে
তোমার সঙ্গে সাধু ভাসিলাম জলে রে॥
ও প্রাণ সাধুরে সাধু পূবীয়া পশ্চীয়া বাও
টলমল সাধু তোমার নাও রে
ধীরে চালান্ সাধু তোমার ভাঙ্গা নাও রে॥
ও প্রাণ সাধুরে গুণের বইন মোক্ না দেখিয়া
রাইতোত্ বিছানাত্ বসিয়া
কাঁদবে বইন্ মোর ডুকুরি ডুকুরিয়া রে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া (চট্কা)-৭১: আবো নওদিরাটা মরিয়া মোর সে

আবো নওদিরাটা মরিয়া মোর সে হইছে হানি
    আন্ধার ঘরেতে পড়ি থাকোঙ পড়ে চৌখের পানি
        আবে, টপ্পাস কি টুপ্পুস করিয়া
আবো সগাঁয় বেড়ায় টারিটারি নীল শাড়ী পিন্দিয়া
তোলা আছে ঢাকাই শাড়ী কাঁয় যাইবে পিন্দিয়া
ওকি ঢাস্সাম কি ঢুসসুম ওকি ঘসসর কি ঘসসর করিয়া॥
আবো আসিল যে ঝস-কাল শুইয়া নিদ্র যাঁঙ
মোর নদারী খাকিল বালেতে বসিল্ হয়
গাও হাকাইল হয় ক্যারোরোৎ কি কারোরাৎ করিয়া
আসিল যে বাইষ্যা কাল মাছ মারি আনিনু
মোর নদারী থাকিল হয় নীল শাড়ীখ্যান পিন্দিল হয়ে
পাছোত্ গেইল হয় চলেলোৎ কি চলোলোৎ করিয়া
আবো মোর নদারী মরিয়া মোর সে হইচে দুঃখ
    নদীর কাছাড়ের মত ভাঙিয়া পড়ে বুক
আবো হিড়িড়িম্ কি হারারাম
ওকি দিড়িড়িম কি দারারাম করিয়া॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-৭২: রায় ডাক নদীর ঘাটং বসি

রায় ডাক নদীর ঘাটং বসি
দোতরা বাজাও আপন খুশী
দোতরায় মোক্ করিছে বাড়ী ছাড়া॥
মোর দোতরায় মৈষালী ডাঙ্গে
পাড়ার চেংড়ার মনটা ভাঙ্গে
বগলং ডাকায় চক্ষু ঈশিরা।
দোতরায় মোক করিছে বাড়ী ছাড়া॥
ও মোর মৈষাল বন্ধুরে
না বাজান তমান খুটারে-দোতরা
নারীর মন মোর করিলরে ঘরছাড়া॥
ওর এ্যাথেতে সুতারো বাইজনরে
কিনা সুরে বাজে
তোর দোতরার বাইজন শুনি
মন না রয় মোর ঘরে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া (চট্কা)-৭৩: ও মুঁই বুঝনুং বুঝনুং বৈদেশী

ও মুঁই বুঝনুং বুঝনুং বৈদেশী বন্ধুয়ার মনটারে
ও মোক ঝুমকা বানেয়া দে॥
ও মুই ঝুমকার ভরাতে হাঁটিবার না পাও বন্ধু
পিঠোৎ কোরিয়া নে মোরে॥
ওরে ঘরের পাঁচিলাত্ ভাঙ্গা না কোদাল খান
নোলক বানেয়া দে মোরে॥
ও মুই বসিয়া দেখিয়া বসিনু কাইন
দিন মানে না পড়ে হাতের গাইন।
একদিন যদি মরা কামাই করে
তিনদিন মরা মোর বসিয়া থাকে।
আরে যে জন্য মোর বন্ধুয়ার ধন
জোড়ায় জোড়ায় মোক কাপড় কিনিয়া দেয়॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-৭৪: ওকে গাড়িয়াল ভাই, উজান উজান

ওকে গাড়িয়াল ভাই, উজান উজান করে গাড়িয়াল
উজানে বাঘের ভয়
গাড়ি ধরিয়া গাড়িয়াল বাড়ি ফিরিয়া যায়।
ভাত ও মাগো খাইয়া গাড়িয়াল মুখে না দেয় পান
চালের বাতায় ধরিয়া কন্যা জুড়িছে কান্দন।
না কান্দ না কান্দ, কন্যা, ভাঙ্গিব রসের গোড়া
আর একদিন ফিরিয়া আসিলে আসিলে সোনা দিয়া বান্ধিবরে গলা।

সূচী

ভাওয়াইয়া-৭৫: মন মোর কারিয়া নিলু বন্ধুয়া

মন মোর কারিয়া নিলু বন্ধুয়া রে
মন কারিয়া নিলুরে মোর তোর ভাওয়াইয়া গান
তোর না গানের সুরে পাগল করল মনরে।
মন কারিয়া নিলুরে মোর বন্ধু সোনার চান
তোর না পিরিতে বন্ধ ঘরত না রয় মনরে।
মন কারিয়া নিলুরে মোর বন্ধু গলার মালা
তোর না পিরিতে পড়ি শরীল হইল মোর কালারে।
না করিম আর ঘর গেরাস্তি না কান্দিম তোর বাদে
সঙ্গে নাও মোর প্রাণের সোনা যাইম চলি তোর সাথেরে।

সূচী

ভাওয়াইয়া-৭৬: বন্ধু আমার নয়নমণি গো আমার

বন্ধু আমার নয়নমণি গো আমার গালার মালা
প্রেম করিয়া দিয়া গেলা জ্বালা।
ও বন্ধুরে বন পুরে যায় সবাই দ্যাখে
মনের আগুন কেও না দ্যাখে
ছল করে প্রাণ হরে নিল কালা।
জল দিলে হয় দ্বিগুণ জ্বালা গো
আমার মন হয় উতলা।
ও বন্ধুরে কি সাপে দংশিল মোরে
ঝারিলে বিষ উজান ধরে
প্রামের বিষে অঙ্গ হল কালা।

সূচী

ভাওয়াইয়া-৭৭: ওরে জীবন ছাড়িয়া যাইস মোরে

ওরে জীবন ছাড়িয়া যাইস মোরে
তুই জীবন ছাড়িয়া গেলে আদর করবে কে?
ভাই বল ভাতিজ্যা বল সম্পত্তিরোরে ভাগী
আগে করবে ধনের আশা
পিছে করবে দেহার গতি।
চিত্রগুপ্তের খাতা লয়ে বেড়ায় বাড়ি বাড়ি
পরমায়ু শেষ হলে হস্তে দিবে দড়ি।
দুই জনাতে মুক্তি করে আনল ভবের হাটে
তুই জীবন ছাড়িয়া গেলি নিধূয়া পাথারে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-৭৮: একবার আসিয়া কালাচাঁদ মোরে যাও

একবার আসিয়া কালাচাঁদ মোরে যাও দেখিয়া রে
কোঁড়া কান্দে কুঁড়ি কান্দি, কান্দে বালিহাঁস
আর ডাউকির কান্দনে মুই সই ছাড়ুন ভাইয়ার দেশ রে।
আর আইলত কান্দে আইল কাশিয়া দোলাও কান্দে হোলা
বাপমায়ে বেচায় খাইলে সোয়ামী পাগলা।
লোকে যেমন ময়না পোষে পিঞ্জরে ভরিয়া
ঐ মত নারীর যৌবন রাখি চোখ বান্ধিয়া।

সূচী

ভাওয়াইয়া-৭৯: ওকি দৈয়ল রে, আর কতকাল

ওকি দৈয়ল রে, আর কতকাল রাখিব সোনার যৌবন।
দোলা মাটির কালা দৈয়ল হলফল, হলফল করে।
বহুদিনের গোপন পিরিত মন না রয় মোর ঘরে।
না যান না যান ও মোর দৈয়ল না যান মোর ছাড়িয়ে
এ হেন সোনার পিঞ্জরা দৈয়ল, ওকি দৈয়ল রে।
শেষের কথা কও রে দৈয়ল, দৈয়ল শেষের কথা কও
নিদান কালে ওরে দৈয়ল, যেন তোমার চরণ পাও।

সূচী

ভাওয়াইয়া-৮০: ও নাগর কানাই রে

ও নাগর কানাই রে—
বেলা গেল সন্ধ্যা হল ও কানাই রে
ও সে জ্বালে মোমের বাতি
না জানি মোর প্রাণনাথ, আস্‌বে কত রাতি।
রাত্র এক ফর হইল, কানাই রে, বেড়ানে দিলে মন
রাঁন্ধিয়া বাড়িয়া রন্ন, জাগব কতক্ষণ।
রাত্র দুই ফর হইল, কানাই রে, ও সে গাছে ডাকে শুয়ো
গা তুলে খাও বাটার পান, নারী কাটে গুয়ো।
রাত্র চার ফর হইল, কানাই রে, কোকিল ছাড়ে বাসা
রাধিকার সঙ্গে প্রেম করিয়া, না পূরিল আশা।

সূচী

ভাওয়াইয়া-৮১: প্রাণ বঁধু রে আসিলো কাত্তিকো

প্রাণ বঁধু রে—
আসিলো কাত্তিকো মাসে
গোম সরিষা ক্ষেতে ক্ষেতে
বতর গেলে কি করিবে চাষ রে।
উজানি দুপুর বেলা
ভোক নাগে বন্ধু এলামেলা
ভোক বীতি গেলে না লাগে তিরিষা।
তোম্‌রা যাইমেন দূর দেশে
না করেন বন্ধু পরার আশে
আপন হস্তে আন্ধি খান ভাত।
কোঁছার কড়ি সাধু না করেন ব্যয়
পরার নারী সাধু আপন নয়
আপন হস্তে আন্ধি খান ভাত।
তোমরা যাইমেন পরবাস
ঘরে উইয় বন্ধু ফুলের গাছ

ফুলের লোভে ভোম্‌রা পাক পাড়াবে।
দাঁড়ি মাঝি ষোল ঝন
না বলেন সাধু দুর্বচন
মুখের প্রেমে নৌকা বয়া যামেন হে।
পূবিয়া পচ্ছিয়া বাও
ঘোনা চা'য়া সাধু আটকান নাও
মুখের প্রেমে নৌকা বয়া যাবেন হে।
আইস্‌তে যাইতে বছর বারো
এ যৌবন কি রাখতে পারোঁ
থাকেন কন্যা ঈশ্বর ভাবিয়া॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-৮২: বক্ষ বইয়া পড়ে নারীর ঘাম

বক্ষ বইয়া পড়ে নারীর ঘাম রে।
যে জন বঁধুয়া হবে
ঘাম মুছিয়া কোলে লবে
বক্ষ বইয়া পড়ে নারীর ঘাম রে।
শাক তোলোঁ মুঞ্‌ঞ নাতারি রে
শাক তোলোঁ মুঞ্‌ঞ পাতারি রে
আজি শাক তোঁল মুঞ্‌ঞ বাড়ির চতুদ্দিগে রে।
এক নোটা ভুলিতে
ফির নোটা ভরিতে
ওরে ছিঁড়ি গইল্‌ মোর গলার চন্দ্রহার রে।
মাও নাই যে বলিম
ভাই নাই যে কহিম
আজি কে তুলিয়া দিবে গলার চন্দ্রহার রে।

সূচী

ভাওয়াইয়া-৮৩: আরে ওরে চিকন কালা, আরে

আরে ওরে চিকন কালা, আরে ওরে প্রাণের কালা
ছাড়িয়া দে অঞ্চলের কানী মোর, যায় বেলা।
ওরে ছাড়িয়া দে অঞ্চলের কানীরে
ও কালা গগনে দুপুর বেলা।
ওরে ছাড়িয়া অঞ্চলের কানীরে
ও কালা, ঝাড়িয়া বান্দং মুই মাথার চুল
তুই কালা মজালুরে জাতিকুল।
ওরে জল ভরা মোর হইল না রে
কালা, কলসি রইল মোর কাখতে
এলা যাও মুই আসীন বৈকালে।

সূচী

ভাওয়াইয়া (চট্‌কা)-৮৪: গহীন গাঙ্গে ধরো নায়ের হাইল,

গহীন গাঙ্গে ধরো নায়ের হাইল, সোনার বন্‌দুরে॥
জষ্টি ও শাওন মাসে
বিলোত্‌ পড়িয়া কোড়া কান্দে
কোড়ার কান্দন না সয় পরাণে।
পাকীর মইধে গাঙ্‌ সারো
নারীর মইধে চেকোন কালো
পুরুষ মইধে আসিকো ভোমরা॥
মাচের মইধে কই মাচ ভালো
নারীর মইধে চেকোন কালো
সুপেরি কুটিনু ঘুচিঘুচি, নং এলাচি, ছাচিপান
বাটার পান মোর বাটায় অইলো তোলা॥
যে নাইয়া করিবে পার
তাক দেইম্‌ মুই গলার হার
পার করিলে যৈবন করিমোঁ দান॥

সূচী

ভাওয়াইয়া(চট্‌কা)-৮৫: আরে ছন্‌ছন্‌ ছন্নাত

আরে ছন্‌ছন্‌ ছন্নাত
ডাইলোত্‌ বোলে ফোড়ন কম হয়॥
খাবার বসিয়া না খাবার পায়, মোর পরাণের নাত
থরে বিথরে গাইল পাড়ি কয়, ট্যাংনা গাড়ীর জাত॥
বিচনা পাইড়বার গেইলে বিচনা হয়া যায় জড়ো
পেন্টি নিয়া দউড়িয়া আইসে শক্ত দিয়া কয় মারো॥
বিচেনাত্‌ শত্‌বার গেইলে সরিয়া শুত্‌বার কয়
ও মোক সরিয়া শুতবার কয়
মোর সোয়ামীর গোসা দ্যাকি প্রাণে নাগে ভয়॥

দ্র: ট্যাংনা গাড়ীর জাত - হিংসুটে, পেন্টি - গরু তাড়াবার লাঠি
সূচী

ভাওয়াইয়া(চট্‌কা)-৮৬: ওরে পতিধন

ওরে পতিধন
বাড়ী ছাড়িয়া না বনে
কালা মুরগীটা উষুম বসিচে॥
ওরে তোমার দাদার বউয়োক কইচোঁ
ধান বানিয়া বশোত্‌ থুইচো
কলসী কতক চাড়ায় দ্যায় সেন পানি॥
ও পতিধন
হাত-বাস্‌কোতে গুয়াপান
চাপ কুটিতে থুইচোঁ ছোড়ানী॥
চাড়ায় দ্যায় সেন—মাটির বড় পাত্রে দিয়েছেন
ছোড়ানী—চাবি॥

দ্র: উষুম – তা দিতে, বশোত্‌ থুইচো—লাউয়ের খোলে রেখেছ
সূচী

ভাওয়াইয়া(চট্‌কা)-৮৭: পানিয়া মরা মোক মারিলু রে

পানিয়া মরা মোক মারিলু রে
পানিয়া মরা মোক মারিলু, ছাওয়াক মারিলু খাইতে
আটো করিয়া বিছানা পাড়ি, পাও ধরাইম্‌ তোক আইতে॥

মোক মারিলু পানিয়া মরা, ভাংলু নতের গুণা
কাইল যাইম মুঁই বাপের বাড়ি, কারে খাবো চুমা রে॥
আলোকনতা, বাঁশের পাতা, ভুঁইকুমড়ার ছাল
মরা ভুঁইকুমড়ার ছাল
এই কয়টা আনিয়া মরা, মোর কমরোত ডল॥

দ্র: পানিয়া মরা – স্বামীকে তাচ্ছিল্য করে ডাকা, আলোকলতা, বাঁশপাতা আর মিষ্টিকুমড়ার ছাল একসাথে বেঁটে ক্ষত স্থলে লাগানো হয় ব্যথা কমানোর জন্য।

সূচী

ভাওয়াইয়া(চট্কা)-৮৮: একটা কথা শোনেক মোরে রে

একটা কথা শোনেক মোরে রে
নাল বাজারের চেংরা বন্ধু রে
ও তুই কিসোৎ গোসা হলু রে
নাল বাজারের চেংরা বন্ধু রে॥
নদীর বসন্তকালে রে, ও ঝরিয়া পড়ে মাটি
নারীর বসন্তকালে রে, ঐ না পুরুষ গলার কাটি রে॥
মাছের বসন্তকালে রে, ঐ না করে উজান ভাটি
নারীর বসন্তকালে রে, ঐ না পুরুষ গলার কাটি রে॥
পক্ষীর বসন্তকালে রে, গাছে বানায় বাসা
নারীর বসন্তকালে রে, ঐ না হাসিয়া কয় কথা রে।
গাছের বসন্তকালে রে, ও ঝরিয়া পড়ে পাতা
নারীর বসন্তকালে রে, ঐ না হাসিয়া কয় কথা রে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া(চট্কা)-৮৯: ওরে ঢালুয়া খোপা মটুক চুল

ওরে ঢালুয়া খোপা মটুক চুল
শাড়ীর আঞ্চল উড়ায় বাতাসে নারে
ওরে মোর নারীর নব যৈবন
তাকে দেখিয়া সোনা মোর ঢুল খেলায় রে॥
ওরে পূবের বেলা পৈল ভাটি

এলাও বন্ধুর ক্যানে মোর নাই দেখা রে
ওরে আলে ছালে পাচিলা বাড়ি
যায় দেখোঙ্ বন্ধু মোর আসির ধরেছে॥
ওরে অঙ্গলে বান্ধিয়া গুয়া
পাইচ্লা বাড়িত্ শাক তোলোঙ্ মুঁই ভুলকি মারিয়া॥
ওকি চোকি ঝিলিক ধরি
নব রঙ্গের বিষ ধরিল মোর হৃদয় মাঝারে
কি বন্ধুক দেখিতে
ওরে ভাসুর গেল ওঝার বাড়ি
দেওরা রইল বগলে বসিয়া না রে
ওরে ভাবের বন্ধুয়াক কঙ্ মুঁই ইশারা করিয়া
এলা যাও বন্ধুয়া, কাইল মোক যান দেখা দিয়া॥

সূচী

ভাওয়াইয়া(চট্‌কা)-৯০: নাউয়ের আগা হলপল হলপল করে

নাউয়ের আগা হলপল হলপল করে রে
নাউয়ের আগা য্যামন ভাইরে হলপল হলপল করে
ঐ মতোন নারীর যৈবোন দিনে দিনে বাড়ে রে॥
নাউয়ের আগা হলপল হলপল, কুমড়ার আগা সরু
বাচিয়া বাচিয়া করেন পিরীত, যাহার মাঙ্গা সরু রে॥
নাউয়ের আগা হলপল, ছিমার আগা ঢোলে
কুনদিন আসি সোনা বন্দু নিবে আমাক কোলে রে॥

দ্র: মাঙ্গা - কোমর, ছিমার - শিমের
সূচী

ভাওয়াইয়া(চট্‌কা)-৯১: আমার বাড়ি ছাড়িয়া কোথা যনে

আমার বাড়ি ছাড়িয়া কোথা যনে
দোহাই আল্লার মোর মাথা খনে
কাল মুরগীটা ওসন বইস্যাছে॥
কন্যা, আশা দিলি, ভরসা দিলি
কলার মোথত্ মোক বসাইয়্যা থুলি

সারারাত মোক মশা কামড়াইছে॥
কন্যা, আগমনিগুমটা না বুঝিয়া
ভাতের উতালটা দিনু ঢালিয়া
সোনার অঙ্গ মোর ফোসা পইর‍্যাছে॥

দ্র: আগুমনিগুমা - আগম নিগম
সূচী

ভাওয়াইয়া(চট্‌কা)-৯২: এলা দিনের বাগতিক ভালো নোয়ায়

এলা দিনের বাগতিক ভালো নোয়ায় রে
ও মুই ক্যামনে বাঁচিয়া রঁও॥
ঘরে মোর ভাত নাই, পেন্দনে কাপড় নাই, ওহো
এলা মুই সরমে বাঁচোঙ্‌ নারে
ওরে কি দিনো দিলেন বিধি, ওহো॥
বৌয়ের হাতের পৈছা খাড়ু ওহো
ও মুই ব্যাচেয়া খাইচোঙ্‌ রে
এলা কেমন করিয়া বাঁচিয়া রমো, ওহো॥
বৈশাখে বিত্‌রী হেম্‌তী ভাদরে ওহো
ওরে মাঝিয়াৎ সরিষা কাঁদে
ওরে আধখানাতে মোর চলে না রে
ও মুই ক্যামনে বাঁচিয়া রও॥
প্যাটের ভোক মোর প্যাটোতে কাঁদে রে
ও মুই গগনে পাতোঙ্‌ রে হিয়া
বিধি দোহার ভিতি চায়া দেকোঙ্‌, ওহো
মোর বাতি বুঝি নেবে রে
ও মুই ক্যামনে বাঁচিয়া রঁও॥

দ্র: বিত্‌রী - আউশ ধান, হেম্‌তী - আমন ধান, মাঝিয়াত্‌ - মেঝেতে
কথা: আব্দুল করীম
সূচী

ভাওয়াইয়া(চট্‌কা)-৯৩: ওকি দাদা রে

ওকি দাদা রে
যৈবন দ্যাকিলে ছাতি মোর ফাটে॥
বড় দাদা মোর ব্যাপারী
তাঁইও করে কোষ্টার পাইকারী
মোর দিকি কাঁইও না দ্যাকে॥
মায়ে বলে ছোট ছোট, বাপে না দ্যায় বিয়া
আর কত বা দিন আইকমোঁ
যৈবন অঞ্চলে বান্ধিয়া রে॥
ছোট দাদা মোর আকোয়াল
তাইও চরায় গরুর পাল
মোর দিকি কাঁইও না দ্যাকে॥

দ্র: কোষ্টা - পাট, আকোয়াল - রাখাল

সূচী

ভাওয়াইয়া(চট্‌কা)-৯৪: মুখ কোনা তোর ডিবডিবও

মুখ কোনা তোর ডিবডিবও
ও ভাওজী, গুয়া কোন্‌টে খালু
গলাত হইল রুদ্রমালা, রূপ কোন্‌টে পালু, ভাইজী ও॥
জোর ভুরু কপালের লেখা ও
ও ভাইজী, দীঘল ক্যাশের মায়া
রসিক তোমার নয়নতারা, তোমার হিয়াত ছায়া, ভাইজী ও॥
কাঞ্চা সোনার বরণ তোমার ও
ও ভাইজী, মনোত্‌ শতেক আশা
কোন রসিয়ার বাদে তোমার কদমতলার বাসা, ভাইজী ও॥
ভাদরমাসী জল পায়না ও
ও ভাইজী, দেহা রঙ্গে ফুটি
তোমার বাসনা পাইলে কালে, কানাই আইসে ছুটি, ভাইজী ও॥
ও দেহা তোর রইবে না আর ও
রসিক কানাই ছাড়িয়া গেইলে, পড়বে গলার কাটি, ভাইজী ও॥

সূচী

ভাওয়াইয়া(চট্‌কা)-৯৫: জামাই, ঝুনুকা বানেয়া দে

জামাই, ঝুনুকা বানেয়া দে
ঝুনুকার ভরে হাটিবার না পারোঁ
জামাই, ঝুনকা বানেয়া দে॥
জামাই এইলো হামার অসিয়া
বেটিক ছাড়ি কছে তাঁই তিন চাইর খান বিয়া
জামাই ঝুনুকা বানেয়া দে॥
অসিয়া বন্দুর অসিয়া কতা
দিবার চাইচে তাঁই আলোয়া পাতা
দিন হইলে বন্দু থাকে আতারে পাতারে
আইত হইলে তাঁই বোগোলে আইসে
জামাই ঝুমুকা বানেয়া দে॥
অসিয়া বন্দু রে
তোমার জন্নে আচি বসি কলার খোপাতে
জামাই ঝুনুকা বানেয়া দে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া(চট্‌কা)-৯৬: দ্যাওয়ায় কইরাছে ম্যাঘ ম্যাঘালি, তোলাইল

দ্যাওয়ায় কইরাছে ম্যাঘ ম্যাঘালি, তোলাইল পুবাল বাও
ধীরে ক্যানে বাওয়াও তরী হে, ও তুমি ধীরে ক্যানে বাও॥
হাড়িয়া মেঘা, কুড়িয়া মেঘা, মেঘা হাড়িয়া মেঘার নাতি
গিস্‌সি আইসে দেওয়ার ঝাড়ি হে
ও দ্যাওয়া তোলাইল পুবাল বাও
ধীরে ক্যানে বাওয়াও তরী হে॥
হাঙ্গর কুমীর বন্ধু আমার নদীক কিসের ভয়
সান্তারিয়া দরিয়া হব পার
ও কন্যা নদীক কিসের ভয়
সান্তারিয়া দরিয়া হব পার॥
কালা শাড়ী পেন্দনে চাঁদ তোর ভোগধান বাসায় গাও
শোনেক শোনেক সোনার কন্যা হে
ও কন্যা নাওয়ে দিছেন পাও
এখন তুমি কিসের ভয় পাও॥
তুমি তো সুজন ওরে নাইয়া আমার কথা শোন

শিমুল খুটার নৌকা তোমার হে
ও নৌকা তলায় জলের ভারে
শিমুল খুটার নৌকা তোমার হে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া(চট্‌কা)-৯৭: ও শাশুড়ী মাই না পারি

ও শাশুড়ী মাই না পারি মুই ভাত রান্ধিবার
মুই ত মোড়লের বিটি
ভাত রান্ধিবার না জানি
ভাত খাও ত ধর আন্ধুনী।
ও শাশুড়ী মাই, না পারি মুই গোবর ফ্যালাইবার
গোবর ফ্যালাইলে হাত গোন্ধাই
খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হয়
ঝাঁটা মারি মুই গরুর কপালে।

সূচী

ভাওয়াইয়া(চট্‌কা)-৯৮: আমার বাঙ্‌লায় করে মন ফাঁপর

আমার বাঙ্‌লায় করে মন ফাঁপর
চল যাই কইলকাত্তা শহর।
শহরে ভাড়া করলাম ঘর দোতালার উপর
দিনে দিনে গিন্নীর মন করে ফাঁপর।
গিন্নীর ভ্যানিটিব্যাগ, সোনার গয়না গায়
ও গিন্নী বাইন্‌তে বলে লেকে ঘর।
ও গিন্নীর ডুরে শারী, রেশমী চুড়ি
তবু তার মন না রয় ঘর।

সূচী

ভাওয়াইয়া(চট্‌কা)-৯৯: আমার শ্বশুর করে খুশুর খুশুর

আমার শ্বশুর করে খুশুর খুশুর ভাশুর করে গোঁসা,
নিদয় হেন স্বামী আস্যা ধরল চুলের খোঁপা।
আমার শাশুড়ী আছে ননদী আছে আছে ভাইগ্না বউ
(হারে) এমন কইর‍্যা মাইর মারিল আউগাইল না কেউ।

সূচী

ভাওয়াইয়া(চট্কা)-১০০: হাওয়া গাড়ী চলিয়া গেল বন্ধু

হাওয়া গাড়ী চলিয়া গেল বন্ধু আইল কৈ
জলপাইগুড়ির চিড়ামুড়ি গৌরীর হাটের দৈ
খাবার বেলা মনে পড়ে গো আমার চেংরা বন্ধু কৈ।
জলপাইগুড়ির রেশমী চুড়ি পয়সা পয়সা দাম
তারই মধ্যে লেখা আছে আমার চেংরা বন্ধুর নাম।
ওকি হাওয়া গাড়ী চলিয়া গেল বন্ধু আইল কৈ!

সূচী

ভাওয়াইয়া-১০১: তুই মোর নিদয়ার কালিয়া রে

তুই মোর নিদয়ার কালিয়া রে
ও মোর কালিয়া দয়া নাই তোর প্রাণে রে॥
আঙিনা সাম্‌টিয়া, ঘরো না লেপিয়া, ঘরো না মুছিনু রে
ও মোর কালিয়া বেড়াইয়া নাই মোর ঘরে রে॥
ছ্যাকা না পাড়িয়া, কাপড় ধুইয়া কাপুড় শুকানু রে
ও মোর কালিয়া পিন্দিয়া দেখাইম্ মুঁই কাকে রে
ও মোর কালিয়া পেন্দাইয়া নাই মোর ঘরে রে॥
ভাত না চড়েয়া ভাত না রাঁধিনু, ভাত না বাড়িনু রে
ও কালিয়া খাওয়াইয়া নাই মোর ঘরে রে॥
সুপারি কাটিয়া, পান না সাজেয়া, খিলি না বানানু রে
ও মোর কালিয়া কার মুখোত্ দিম তুলিয়া রে॥
বিছিনা বাড়িয়া বিছিনা পাড়িনু, মুসরী টানানু রে
ও মোর কালিয়া শোওয়াইয়া নাই মোর ঘরে রে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-১০২: না খাই তোর গুয়ারে

না খাই তোর গুয়ারে
না খাই তোর পানরে
না করোঁ তোর বৈদেশী পিরীতি রে॥
বৈদেশী পিরীতি রে
মাটীর কলসী রে
ভাঙ্গি গেইলে না লাগিবে জোড়া রে॥
উত্তর হাতে আইল্ ভারী
কথা পুছোঁ মিঞ্ঞ সারাসারি
কও ভারি মোর কালা কেমন আছে॥
মোর কালা মানুষ ভাল্
না বুঝে কালা সঞ্ঝা কাল্
না বুঝে একলা নারীর কাম রে॥
ঢেঁকিকো কাটিম্ রে
ছাইলকো পুতিম্ রে
কেম্নি শুনিম্ মুঞ্ঞ চ্যাংড়া বন্ধুর গান রে॥
মোর কালা খাইবে ভাত
কোট্ঠে নাইম্ মুঞ্ঞ কলার পাত
কোট্ঠে নাইম্ মুঞ্ঞ জীয়া মাগুর মাছ রে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-১০৩: সুন্দরী বাহির হও, দেখোঁ চন্দ্রমুখ

সুন্দরী বাহির হও, দেখোঁ চন্দ্রমুখ রে॥
হাজার টাকার গাড়ী রে গরু
লক্ষ টাকার তুই সুন্দরী
ও সুন্দরী কিসের দুঃখে তোরা
নাইওর যাবার চান রে॥
বাচ্চা কালের কামাই দিয়া
তোক সুন্দরী করছোঁ বিয়া রে

ও সুন্দরী বাহির হও তুই
দেখোঁ চন্দ্রমুখ রে॥
এক ঘটি জলের ছলে
বারাও সুন্দরী জলের ঘাটে রে
ও সুন্দরী ছাড় তোমার
বাপা-মায়ের দ্যাশ রে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-১০৪: ছাড় রে ভবের খেলা, পশ্চিমে

ছাড় রে ভবের খেলা, পশ্চিমে ডুবিল বেলা
বেলা ডুবিলে হবে অন্ধকার॥
ওরে ছাড় এ জীবনের আশা, মিছাই বান্ধিনু বাসা
বাড়ী ঘর তোকে কি ধন দিতে পারে॥
ওরে নিরলে বসিয়া ভাবি, মায়াজালে বান্ধি রে সবি
কাঙ্গালকে কাঁই বারে দিব সোনা॥
ওরে হায়রে নিদয়ার কালা, ছাড়িলেন এ ঘরের জ্বালা
ছাড়াছাড়ি হইনোঁ দোন জনা॥
ওরে আকাশেতে তারা জ্বলে, মনেতে মোর আগুন জ্বলে
সেই আগুনের নিবাইয়া মোর নাই॥
ওরে ভাওয়াইয়ার গানের সুরে, মন মোর কান্দিয়া ঝুরে
কান্দিয়া মরিবার যে চাই॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-১০৫: কুরুয়া হায় হায়

কুরুয়া হায় হায়
আজি দ্যাকাও কুরুয়া মোর বাবার দ্যাশের ময়াল রে॥
সোনার নাংগোল উপার ফাল
তাক দিয়া মোর কুরুয়া জুড়চে হালো রে
মোর সোনার কুরুয়া ধুলায় বা আন্দিহারো রে॥
মোর শাড়ীর আচল দিয়া তোর কুরুয়ার
ঝারি দেইম্ মুঁই ধুলা রে
ওরে কুরুয়া হায় হায়॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-১০৬: কোন বনে ডাকিল কোকিল রে

কোন বনে ডাকিল কোকিল রে
ও মোর কোকিল হিয়ায় নাগালু ময়া রে॥
সুবর্ণের পালঙ্কের কোকিল আচনু মুঁই শুতিয়া
ওরে তুই ক্যানে ডাকিলু কোকিল মুকে গান ভরিয়া রে॥
শাল শাইলের বুক্কে কোকিল বসিয়া কাঁদাও বন
কি বা গান শুনাইলেন মোরে ঘরে না অয় মন রে॥
মনোত্ ফোটে চম্পা কুসুম, বনোত্ ফোটে হোলা
ওরে দূরের বন্দু দূরোত্ অইলো কিসের ভালোবাসা রে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-১০৭: ওরে বগিলা রে

ওরে বগিলা রে
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ি যাও রে উজানি দেশ॥
তুঞি যাইস্ আগে আগে
তোর বন্ধু যায় রে সাতে সাতে রে
বৃক্ষডালে করিস পরবাস॥
ওরে মুঞি নারী ফাল্গুন মাসে
জ্বলিয়া মরোং হা-হুতাশে রে
পতিধন গেইছে পরদেশ॥
ওরে গধাধরের উজানেতে
দেবাধর্মার পাটের কাছে রে
বঁধু গেইছে বনিক করিবার॥
ওরে দেখা হইলে কবু তারে
বঁধুয়া তোর বাঁচেনারে
তোক না দেখি হইল রে মনমরা॥
ওরে পরবোধ না ধরে মনে
পরাণ বঁধুয়া বিনে
আউলি পরে মাথার মটুক কেশ॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-১০৮: কুকিলার কুহু কুহুরে,

কুকিলার কুহু কুহুরে,
(আরে মোর) মইওরের ফ্যাকম
কোন দেশে থাকিয়া ও মোর বন্ধু দেখালু স্বপন
বালাই দেঙ্ তোর পিরীতের মাথাত রে॥
ধন কাঙ্গালী সাউধের ছাইলারে
(আরে মোর) ধনক্ নাইগা মন,
ঘরে থুইয়া কাঞ্চা সোনা (ও মোর বন্ধু) বৈদেশে গমন
বালাই দেঙ্ তোর পিরীতের মাথাত রে॥
গছ মধ্যে শিমলার গছরে
(আরে মোর) সরগে ম্যালেরে ডাল
নারী হয়া এ যৌবন (ও মোর বন্ধু) রাখিম্ কতকাল
বালাই দেঙ্ তোর পিরীতের মাথাত রে॥
নদীর পাড়ত্ বটের গাছ
ঐট্ঠে বন্ধুয়া মারে মাছ
ওরে কিসের আঙিনা সাম্‌টিম্ মুই
এক নজর দেখি আইসোঙ্ মুঞ্‌ঞ॥
বন্ধুয়া যাইবে পাকের হাট
কিনিয়া আনিবে নাকের নত
ওরে কিসের বিছানা করিম্ মুঞ্‌ঞ
এক নজর দেখিয়া আইসোঙ্ মুঞ্‌ঞ॥
বন্ধুয়া যাইবে পোড়ার হাট
কিনিয়া আনিবে ছাপর খাট
কিসের বারা বানিম্ মুঞ্‌ঞ
ওরে এক নজরে দেখিয়া আইসোঙ্ মুঞ্‌ঞ॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-১০৯: জল ভর রে সুন্দর কইনা

‘জল ভর রে সুন্দর কইনা জলে দিয়া ঢেউ
একলা ঘাটে আইসাছ, কন্যা, সঙ্গে নাইকো কেউ’॥
‘তুমি তো রাজার ছাইলা বিভাও করতে পার
পরার রমণী দেখে কেন জ্বলে পুড়ে মর’॥
‘আমি তো রাজার ছাইলা বিভাও করতে পারি
তোমার মত সুন্দর কন্যা মিলাইতে নারি’॥
‘সাধু, আমার মত সুন্দর কন্যা যদি মিলাইতে চাও
গলায় কলসী বেঁধে জলে ঝম্প দেও’॥
‘কোথায় পাব কলস, কন্যা, কোথায় পাব দড়ি
তুমি হইলেন যমুনার জল আমি ডুবে মরি’॥

দ্র: মৈমনসিংহ গীতিকার মহুয়া পালার গান
সূচী

ভাওয়াইয়া-১১০: ও কি হায়, পরাণের মাধব

ও কি হায়, পরাণের মাধব রে
যখন করিলাম পেম তুমি আর ও আমি
এখন কেন সে সব কথা লোকের মুখে শুনি॥
যখনে করিলাম পেম সান বাঁধা ঘাটে
আশমানের চন্দ্র সূর্য তুলে দিল হাতে॥
বেলা গেল সঞ্জে হল, সঞ্জে লাগাও বাতি
ফুলশাখে বিছানা পাতে জাগ্‌ব কত রাতি॥
রাত এক পহরের কালে, চালে ডাকে চুয়ো
পান খেয়ে যাও, প্রাণের বন্ধু, আড়ে কাটা গুয়ো॥
রাত প্রভাতের কালে পূবে উদয় ভানু
রাধিকার অঞ্চল ধরে বিদায় মাগে কানু॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-১১১: এ পারে আমার বাড়ি, ওপারে

এ পারে আমার বাড়ি, ওপারে বন্ধুর বাড়ি
মধ্যে হইল ক্ষীরল নদীর খেওয়া।
ওরে কাজল ভ্রমরা গবুর রাখোয়াল রে

মুঁই নারী কোলে বাচ্চা ছাঁওয়া॥
না জানোঙ্ সাঁতার, না জানোঙ্ পংরিবার
না জানোঙ্ ভুরা বাহিবারে
ওরে আগম দরিয়ার মাঝে কে দিবে খেওয়া রে
আমি নারী কেমনে দেব পাড়ি॥
বালুতে রান্ধিনু, বালুতে বাড়িনু
জলে ভাসেয়া দিনু হাড়ি
ওরে বিহার সোয়ামী মৈলে মাছ-ভাত মুঁই খাইম্ রে
ও বন্ধু মরিলে হব আড়ি॥

মির আলি আখতারের কাছ থেকে সংগ্রহ করা
সূচী

ভাওয়াইয়া-১১২: কোড়া শিকারী মোর বিনোদ রে

কোড়া শিকারী মোর বিনোদ রে
নলের আগুন তলে তলে, খাগড়ার আগুন জ্বলে
মোর নারীর মনের আগুন বাইরে ভেতোর জ্বলে রে॥
কোড়া মারো অই না বিনোদ রে
ঘর বান্ধিয়া বিলের মাঝে
তোমার জন্নে আমার প্রাণ ঘরে নাহি থাকে রে॥
জৈষ্টিক শাওন মাসে রে বিনোদ
কোড়ার ডাক ভাসে।

মির আলি আখতারের কাছ থেকে সংগ্রহ করা
সূচী

ভাওয়াইয়া-১১৩: চৈখের মনি কাজল ভোমরা ও

চৈখের মনি কাজল ভোমরা ও
ভোমরা কোন বা দ্যাশে ধাও
বুক্যের আঙ্গল পাতিয়া দ্যাঙ্ মুঁই কোনেক জিরিয়া মাও॥
শাওনে আছে বান বরিষা ও
ভোমরা ফাল্গুনে পশ্চিয়া
চৈতের চিতাত ফুল মোর পরিবে ঝরিয়া॥

না যান না যান, ভোমরা ও
ভোমরা না যান ছাড়িয়া
তুই বিনে ফুলের মধু পরিবে খসিয়া॥

মির আলি আখতারের কাছ থেকে সংগ্রহ করা
সূচী

ভাওয়াইয়া(চট/কা)-১১৪: আম পারং মুঁই ঝোপায় ঝোপায়

আম পারং মুঁই ঝোপায় ঝোপায়
আমের পাতা নড়ে
ওরে পুরানা পিরীতির কথা
য়্যালাও মনে পড়ে রে॥
তোর মৈষালের দুঃখ দ্যাখিয়া
মুঁই কিনিয়া দিনু ছাতি
ওরে বাপা মায় রাখিবে নাম
মৈষালের দরদীরে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-১১৫: শোন গো রূপসী কন্যা গো,

শোন গো রূপসী কন্যা গো, কার লাগিয়া গাঁথ ফুলের মালা
তোমার খোপায় পরা রুপার কাটা গো, হাতে কাকন মালা॥
কলসি কাখে জল ভরিতে নিত্য আস জলের ঘাটে
তোমার চিকন-চাকন গঠন-গাঠন গো হাতে বরণমালা॥
কোন্ বিদেশিয়ায় হরণ কইরা মাণিক নিল লুটে
একলা ঘাটে ভাবে বসে কথা নাহি ফোটে॥
তার রূপের ছায়া পড়ে জলে, রূপে যেন আগুন জ্বলে
ওর মুখে মিটিমিটি হাসি গো, এই পরাণ ফালা ফালা॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-১১৬: প্রাণের বন্ধুয়া রে

প্রাণের বন্ধুয়া রে
সহেনা দারুণ পরাণে
আমার প্রাণ বাঁচে না তোমার বিহনে॥
আমি প্রাণ সপিলাম তোমার কাছে
তুমি বিনে আর কে আছে
আমার জীবন-মরণ তোমার চরণে॥
আমি কুলের মাথায় কালি দিয়া
কলঙ্কের হার গলায় লইয়া
আমি পাগল হইলাম তোমার কারণে॥
আমি বনপোড়া হরিণীর মত
ঘুইরা বেড়াই অবিরত
আমার কাল করিল কলির যৌবনে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-১১৭: পিরীতি না করেন বন্ধু রে

পিরীতি না করেন বন্ধু রে
ও বন্ধু পিরিত বড় মায়া
শীতের বেলায় ল্যাপ তোষক আর
রোদে বৃক্ষছায়া বন্ধুরে॥
পিরিত গলার কণ্ঠী বন্ধুরে
ও বন্ধু হৃদয় ফুলের মালা
একবার পড়িলে কালে
না যায় আর ফেলা বন্ধুরে॥
পিরিত যদি করেন বন্ধুরে
ও বন্ধু ঠগের চেংরির সনে
ভাই-ভাতিজা শুনিলে কালে
দুঃখ পাইবে মনে বন্ধুরে॥
রূপের ডালি সাজে চেংরিরে
ও বন্ধু পাড়ায় বেড়ায় ঘুরি
কাজল-পরা চোখ দ্যাখেয়া
মন করবে চুরি বন্ধুরে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-১১৮: ও মোর চ্যাংরা বন্ধুরে

ও মোর চ্যাংরা বন্ধুরে
গাবুর বয়সে দোতরার ডাং মন ক্যামন করে।
মুইত হইচ্য অ্যালা গাবুর চ্যাংরী
দোতরার ডাং তোমার মন নেয় কাড়ি।
ভাওয়াইয়া গান তোলেন চিকন সুরে
জাংলা খুলি গান শোনং মন না রয় ঘরে।
তোমার বাড়ি হামার বাড়ি বেশি দূরে নয়
নদী কোনা পার হইলে বাড়ি দ্যাখা যায়।
ঘাস কাটিবার যান তোমরা নৌকাত চড়ি
যাওয়া আইসা দ্যাখং তোমার চাংরাত বসি।
তোমরা হইলেন নদীর ওপার মুই নদীর এপারে
মনের কাথা কবার না পাং তোমার কাছে।
ও কি মোর চ্যাংরা বন্ধুরে
গাবুর বয়সে দোতরার ডাং মন ক্যামন করে।

সূচী

ভাওয়াইয়া-১১৯: মনের হাউসে বান্ধিনু খোঁপা

মনের হাউসে বান্ধিনু খোঁপা
খোঁপা আউলাইল বাতাসে।
আয়না দেখিনু, সিতা পরিনু
দেখাইয়া নাই মোর ঘরে
খোঁপা আউলাইল বাতাসে।
বিছানা পারিনু মশারি টাঙ্গানু
শোয়াইয়া নাই মোর ঘরে রে
খোঁপা আউলাইল বাতাসে।
শোয়াইয়া নাই মোর ঘরে রে।
ভাত না রান্ধিনু, ভাত না বাড়িনু
খাওয়াইয়া নাই মোর ঘরে রে

খোঁপা আউলাইল বাতাসে।
মনের হাউসে বান্ধিলাম খোঁপা
খোঁপা আউলাইল বাতাসে।

সূচী

ভাওয়াইয়া-১২০: আজি নদী না যাইওরে

আজি নদী না যাইওরে বৈদ
নদী না যাইওরে বৈদ, নদীর ঘোলারে ঘোলা পানি
আজি নদীর বদলেরে বৈদ বাড়িতে ধোন্ গাও রে বৈদ
মুই নারী তুলিয়ারে দিব পানি।
এক নোটা তুলিয়ারে বৈদ দুই নোটা তুলিতে রে বৈদ
খসিয়া পড়িল্ মোর গলার চন্দ্র মালা
বাপ নাই মোর ভাবিবারে বৈদ মাও নাই মোর কান্দিবে রে বৈদ
ভাই নাই যে তুলিয়ারে দিবে মালা।
তোরসা নদীর পারে রে বৈদ রাজ হংসা পঙ্খী পড়েরে বৈদ
পঙ্খীর গলায় গজমতির মালা
রাজ হংসার কান্দনেরে বৈদ বাড়িঘর মোর না নাগে মনরে বৈদ
মনটা মোর উড়াঁও-বাইরাঁও করে।

সূচী

ভাওয়াইয়া-১২১: ও তোর টাকা খাইয়্যা মুখত্

ও তোর টাকা খাইয়্যা মুখত্ বান্ধিনী
ডাঙাও তোর গেয়া
য়্যামন ব্যাসালেন জামুই আর মুলুকত
বরকি পালেন গেয়া
ও মোক টাকার লোভত বুড়াক দিলেন
আর মুলুকত বর নাই পালেন
মোক্‌কি সবাই স্যানে বুড়িয়াই।
ও আই কাহ কাছে জ্যাঠাই খুড়াই
কাহ কছে বুড়িয়াই বুড়িয়াই
নাওদারী কবার গে মানষি নাই।

ও আই বুড়া বরের ফ্যাদলাং
দিন রাইতে লাগে পান
গুয়া ভুকাইতে কি যাবে জান।

সূচী

ভাওয়াইয়া-১২২: তিস্তার পারের কন্যা তুমি হে

তিস্তার পারের কন্যা তুমি হে
কন্যা ছাড়লেন তিস্তার মায়া
বাপো-মাও দূরদেশে তোমাকে খাইছে বেছাইয়া॥
তিস্তা নদীর পারে পারে এলুয়া কাশিয়া
বাড়ি আস পরশি, বন্ধু ছাড়িলেন পাইয়া সুন্দর স্বামী
তিস্তার পারের কন্যা তুমি ছাড়িলেন তিস্তার মায়া॥
কুরা কান্দে কুরী কান্দে কান্দে বালি হাঁস
কান্দে ঐ না তিস্তার পারে
প্রভাতে চকোয়া কান্দে ঐ না বালির চড়ে
তিস্তার পারের কন্যা তুমি ছাড়িলেন তিস্তার মায়া॥
বাপো-মাওয়ে দূর দেশে তোকে খাইছে বেছাইয়া
তিস্তার পারের কন্যা তুমি ছাড়িলেন তিস্তার মায়া॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-১২৩: তোরে ছাড়িয়া রইতে পারিনা রে

তোরে ছাড়িয়া রইতে পারিনা রে
ওরে গাড়িয়াল বন্ধু রে
গাড়ির চাকায় পড়িয়া গাইল
ও দিয়া ও দিয়া চলিয়া জাহান রে
তোমায় ছাড়িয়া রইতে পারিনা রে
ওরে গাড়িয়াল বন্ধু রে॥
ওরে তোমার বন্ধুর এমন মায়া
বুঝাইতে না-পারি হিয়া
তোমার বন্ধুর অটুট হিয়া
মন বান্ধিছে পাষাণ দিয়া

ওরে শেওড়ার গাছত ঘুঘুর বাসা
তোমার বন্ধুর কিসের আশা রে
তোমারে ছাড়িয়া রইতে পারিনা রে
ওরে গাড়িয়াল বন্ধু রে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া (চট্‌কা)-১২৪: আই মোর পায়ে বা ঘুংরা

আই মোর পায়ে বা ঘুংরা বাজেরে
আই মুই কামনে বাইরা যাং
ঘরে মোর শ্বশুর আগদুয়ারে ভাসুর
ও মোর শিয়রে ননদী জাগে
আই মুই পিরীতির আগে পিরীতিরও বাদে
ও ঘুংরার বায়না দিনু
আরে না জানিয়া রসিয়া বানিয়া
কালাই বা ভরেয়া দিছেরে॥
ও মুই ঠাসিয়া ধরং চিপিয়া ধরং
ও আস্তে ফেলাওং পাওরে॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-১২৫: ওরে দাঁড়াও কালা মোর ঐ

ওরে দাঁড়াও কালা মোর ঐ না রাজপন্থে রে
ওরে জনমের মতো দেখিয়া ন্যাও মোর প্রাণ কালা রে॥
আমার কালা বাড়ি আইসে
পিড়া দিলে কালা মাটিত্ বইসে রে, প্রাণ কালা রে
কালা, হাতে হাতে গুয়া দিলে না খায় রে॥
আমার কালা মানুষ ভালো
না বোঝে কালা সন্ধ্যা সকাল রে, মোর প্রাণ কালা রে
কালা না জানে যৈবনের পিরিতি রে॥
আমার কালার কটূর হিয়া
মন বান্ধ্যাছে কালা পাষাণ দিয়া রে, মোর প্রাণ কালা রে॥

মির আলি আখতারের কাছ থেকে সংগ্রহ করা
সূচী

ভাওয়াইয়া-১২৬: এপারে আমার বাড়ি ওপারে বন্ধুর

এপারে আমার বাড়ি ওপারে বন্ধুর বাড়ি
মদ্যে হইল্ ক্ষীরল্রে নদীর খ্যাওয়া
মোর বন্ধু কাজল-ভোমরা গরুর আখোয়াল রে
মোর নারীর কোলায় রে কেচু ছাওয়া
না জোনোং চলিতে না জানোং সাত্রিতে
না জানোং মুই ভুড়ারে বাইবারে
আইগম্ দরিয়ার মাজে কায় দিবে খ্যাওয়া রে।
পার হঃয়া যাইম্ বন্ধুক্ দেখিবারে
না দ্যাখং বন্ধুর মুখ
মনে মোর নাইরে সুখ
না শোনং আর কাজলারে বন্ধুর গান
যে জন করিবে পার
তাকে দিম্ মুই গলার হার
পার হইলে যৈবনরে দিম্ দান।
পুবে তোলাইচে বাও
খ্যাওয়া ঘাটে নাইরে নাও
ক্যামনে করং সোনা বন্ধুক্ পার
বুকের দুই তন কাটিয়া, এ ভুড়া বান্দিয়া রে
মন কয় মোর
করিয়ারে আইসং পার॥
বালুতে রান্দিনু বালুতে বাড়িনু
জলেতে ভাসেয়ারে দিনু হাড়ি
বিয়ার সোয়ামী মরিলে মাছ ভাত মুঞি খাইম্ রে
বন্ধু মরিলেরে হব রাড়ি॥

সূচী

ভাওয়াইয়া-১২৭: আজি আউলাইলেন মোর বান্দা ময়াল

আজি আউলাইলেন মোর বান্দা ময়াল রে
হাতির পিটিত থাকিয়ারে মাহুত কিসের বাটুল মারো
ওরে পরের ঐ কামিনীকে দেখিয়া
জ্বলিয়া কেনে মরো রে॥
হাতির পিটিত থাকো রে মাহুত
হাতির মায়া জানো
নারীরো বেদনা রে মাহুত
কিবা তোমরা জানো রে।
বৈদ্যাশিয়া মাহুত তোমরা রে
তোমার কিসের মায়া
নারীর মন ভাঙ্গিয়া রে মাহুত
যাইবেন ছাড়িয়া রে॥

সূচী

ভাটিয়ালী

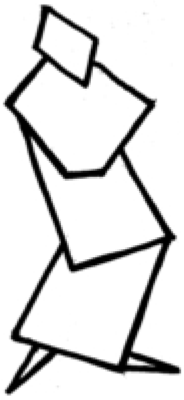

ভাটিয়ালী-১: বন্ধু বাঁশী দাও মোর

বন্ধু বাঁশী দাও মোর হাতেতে,
আজ নিশি বাজায়ে নি, নিও প্রভাতে।
তোমার বাঁশী তুমি নেবে,
সন্দেহ কি মনেতে।

তুমি বাজাও জয় রাধা বলে,
আমি বাজাই কৃষ্ণ বলে,
জানুক সকলে।
তুমি গুণী কি আমি গুণী
রাষ্ট্র হউক এ জগতে।
বাঁশীতে রন্ধ্র আছে সাত,
কোন রন্ধ্রে কি গুণ ধরে
দেখব আজি রাত।
কোন রন্ধ্রেতে যায় গো ঋষি,
কালিদহের কুলেতে।
কোন রন্ধ্রেতে বইছে উজান,
কোন রন্ধ্রেতে যোগীঋষি
যোগে ছাড়ে ধ্যান,
কোন রন্ধ্রেতে যায় রূপসী
জল ফেলে জল আনিতে।

সূচী

ভাটিয়ালী-২: ওরে ও রঙ্গিলা নায়ের মাঝি

ওরে ও　রঙ্গিলা নায়ের মাঝি
এই ঘাটে লাগায়ারে নাও
নিগুম কথা কয়ে যাও শুনি।
তোমার　ভাইটাল সুরের সাথে সাথে
কান্দে গাঙ্গের পানি,
ও তার　ঢেউ লাগিয়া যায় ভাসিয়া
কাঙ্খের কলসখানি॥
ওরে　পূবালী বাতাসে তোমার
নাওয়ের বাদাম ওড়ে
ওরে　আমার শাড়ীর অঞ্চল
ঝলমল ঝলমল করে॥
তোমার নি পরান রে মাঝি
হরিয়াছে কেউ
ওরে　কলসী ভাসায়ে জলে
শুইনাছনি ঢেউ॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৩: নদীর কূল নাই কিনারা নাই রে

নদীর কূল নাই কিনারা নাই রে।
আমি কোন্ কূল হতে কোন্ কূলে যাব
কাহারে শুধাই রে॥
ও পারে মেঘের ঘটা
কনক বিজলি ছটা
মাঝে নদী বহে শাঁই শাঁই রে।
আমি এই দেখিলাম সোনার ছবি
আবার দেখি নাই রে।
বিষম নদীর পানি
ঢেউ করে হানাহানি
ভাঙ্গা এ তরণী তবু বাই রে।
আমার অকূলের কূল দয়াল বন্ধুর
যদি দেখা পাই রে॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৪: ও গুণের নাইয়ারে

ও গুণের নাইয়ারে! ও গুণের নাইয়ারে!
কী গান শুনাইয়া গেলে গুণ্ গুণ্ গুণ্?
সেই অবধি বনে কি মনে ঘুসিয়া
জ্বলেরে আগুণ॥
গহীন গাঙের পানির মাঝে উথাল পাথাল ঢেউ (রে);
মোর প্রেম সাগরে উঠল তুফান না জানিল কেউ (রে)।
মোর বন্ধু রইল পরবাসে;
কি হবে গো ফাগুন মাসে?
কাঁচা বাঁশে ধরল ঘুণ॥
জলে নাচে জল তরঙ্গ মাঠে সোনার ধান (রে),
কোন রাখালিয়া বাজায় বাঁশী রে প্রাণ করে
আন্‌চান (আমার)।
চম্পা ডালে বইস্যারে কোকিলা করে রাও
আমি চাইয়া দেখি পার হইয়া যায় ভীন গেরামের
নাও (রে)।
আমার সোনা বন্ধু কোই রইল গো
না জানি তার কি হইল গো?
হায়! বিধি কি নিদারুণ॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৫: ও আমার মন ভুলানো প্রাণ কাঁদানো

ও আমার	মন ভুলানো প্রাণ কাঁদানো সব খোয়ানো
ও আমার	সব পাওয়ানো বাঁশীরে, —
তোর জ্বালাতেই হলাম ঘরের বার (আমি)
ও তুই	ঘরের বাহির কল্লি আমায়
ও বাঁশী	কল্লি কূলের বার রে॥
যখন কালা বাজায় বাঁশি
মন প্রাণ উদাসী (গো)
আমি	জল ফেলে জল আনতে আসি
কাঁদতে বসি নদীর ধার॥
ও আমার	মন পুড়ান বন পুড়ান ঘর পুড়ান
ও আমার	প্রাণ জুড়ান বাঁশীরে,
তোর জ্বালাতেই হলাম ঘরের বার (আমি)
ঘরের বাসা ভাঙ্‌লি বাঁশী বনের বাসা দিয়া
ও তুই	মনের বাসা ভাঙ্‌লি আমার ভালবাসা দিয়া রে
বনের বাসা দিয়া (ওরে)
পরাধীনা রাধা তোমার
বল	কত দুঃখ সহিবে আর (গো)
আমি	ঝাঁপ দিয়া যমুনার জলে রাখব না এ প্রাণ আর॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৬: আমায় এত রাতে কেনে ডাক দিলি

আমায় এত রাতে কেনে ডাক দিলি
প্রাণ কোকিলা রে;
আমার নিভা ছিল— মনের আগুন জ্বালাইয়া গেলি॥
আম ধরে থোকা থোকা তেঁতুল ধরে বেঁকা,
আবার আসবে বলে শ্যাম কালাচাঁদ নাহি দিল দেখা॥
আমার শিয়রে শাশুড়ী ঘুমায় দুরন্ত নাগিণী,
আমার পৈথানে ননদী শুয়ে জ্বলন্ত ডাকিনী॥
আমার শাশুড়ী ননদী যদি থাকে রে জাগিয়া
এখনি মারিবেরে তোরে পাথরে ফেলিয়া।
আম গাছে আম ধরে জাম গাছে জাম,
আমি পথের দিকে চায়া দেখি আসে কিনা শ্যাম।
বন্ধুর বাড়ি আমার বাড়ি মধ্যে নলের বেড়া,

ওরে হাত বাড়াইয়া দিতে পান কপাল দেখি পোড়া॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৭: সোনা বন্ধুরে কোন দোষেতে যাইবা

সোনা বন্ধুরে —!
কোন দোষেতে যাইবা ছাড়িয়া?
আমি, কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা হইলাম সারা
কেবল তোমারি লাগিয়া রে॥
সুখ-বসন্ত দিলরে দেখা
আর তো যৈবন যায়না রাখা, গো,
আমি আছি বন্ধু তোমার আশায় চাইয়া রে॥
পিরিত কইর‌্যা এই ফল অইল
জগতে কলঙ্ক রইল, গো,
কেবল রইল বন্ধু তোমার লাগিয়া রে॥
যেই না দ্যাশে যাইবারে তুমি
সেই না দ্যাশে যাইবাম আমি, গো,
খঞ্জনপঙ্খী হইয়া (বন্ধুরে, সোনার বন্ধুরে)
করব দেখা যাইয়া রে॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৮: আমার বন্ধু বিনোদিয়া রে

আমার বন্ধু বিনোদিয়া রে প্রাণ বিনোদিয়া
আমি আর কতকাল রইব আমার
মনেরে বুঝাইয়া (রে)॥
চোখে তারে দেখলাম সইরে পুড়ল তবু হিয়া,
আমার নয়নে লাগিলে অনল নিবাইতাম কান্দিয়া (রে)॥
মরিব মরিব সই রে যাইব মরিয়া
আমার সোনা বন্ধুর রূপ দিও গরলে গুলিয়া (রে)॥
প্রাণ সইরে—
আগে যদি জানতাম বন্ধু যাইবে ছাড়িয়া
আমি ছাপাইয়া রাখতাম তোমায় পাঁজর চিরিয়া (রে)॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৯: প্রাণ সখিরে, ঐ শোনো কদম্ব তলে

প্রাণ সখিরে, ঐ শোনো কদম্ব তলে
    বংশী বাজায় কে!
বংশী বাজায় কে রে সখি বংশী বাজায় কে?
আমার মাথার বেণী খুইল্যা দিব তারে আইনা দে॥
যে পথ দিয়ে বাজায় বাঁশী সে পথ দিয়ে যায়
    সোনার নূপুর পরে পায়,
আমার নাকের বেসোর খুইল্যা দিব সেই না পথের গায়,
আমার গলার হার ছড়াইয়া দিব সেই না পথের গায়,
    যদি হার জড়িয়ে পড়ে পায়॥
যার বাঁশী এমন সে বা কেমন জানিস যদি বল
    সখি করিস্ নাকো ছল, আমার মন বড় চঞ্চল।
আমার প্রাণ বলে তার বাঁশী জানে আমার চোখে জল॥
তরলা বাঁশের বাঁশী ছিদ্র গোটা ছয়
    বাঁশী কতই কয়।
    নাম ধরিয়া বাজায় বাঁশী
        ঘরে রহন না যায়॥

অন্য রূপ

প্রাণ সখিরে,
ঐ শোন্ কদম্বতলে বংশী বাজায় কে!
বংশী বাজায় কে রে সখি বংশী বাজায় কে?
আমার মাথার বেণী বদল দেব তারে আইনা দে॥
যে পথ দিয়ে বাজায় বাঁশী যে পথ দিয়ে যায়
        সোনার নূপুর পরে পায়,
আমার নাকের বেসোর খুইল্যা দিব সেই না পথের গায়,
আমার গলার হার ছড়িয়ে দেব সেই না পথের গায়,
        যদি হার জড়িয়ে পড়ে পায়॥
যার বাঁশী এমন   সে বা কেমন   জানিস যদি বল
        সখি করিস্ নাকো ছল,
        আমার মন বড় চঞ্চল।

আমার প্রাণ বলে   তার বাঁশী জানে   আমার চোখের জল॥
তরলা বাঁশের বাঁশী   ছিদ্র গোটা ছয়
বাঁশী কতই কথা কয়।
নাম ধরিয়া বাজায় বাঁশী   রহন না যায়
ঘরে রহন না যায়॥

কথা: জসিমুদ্দিন

সূচী

ভাটিয়ালী-১০: আমার হাড় কালা করলাম রে

আমার হাড় কালা করলাম রে
(আরে আমার) দ্যাহ কালার লাইগা রে
অন্তর কালা করলাম রে, দুরন্ত পরবাসে॥
মন রে, হাইলা লোকের লাঙ্গল বাঁকা
জনম বাঁকা চাঁদ (রে)
তাহার চাইতে অধিক বাঁকা
যারে দিছি প্রাণ॥
মন রে, কূল বাঁকা গাঙ্ বাঁকা
বাঁকা গাঙের পানি (রে)
সকল বাঁকায় বাইলাম নৌকা
তবু — বাঁকারে না জানি॥
মন রে, হাড় হইল জার জার
অন্তর হইল গুঁড়া (রে আমার)
পিরীতি ভাঙ্গিয়া গেলে (হায় হায়)
নাহি লাগে জোড়া॥

সূচী

ভাটিয়ালী-১১: ও পংখি উইড়্যা যা রে

ও পংখি উইড়্যা যা রে সুরমা নদীর পার
দুই হাতে আগুলি যৈবন রাখব কত আর।
উজান গাঙে থাকো বন্ধু রে বন্ধু ভাটিয়াল গাঙে থানা
নিদয়া বন্ধুর লাগি মন হল দিওয়ানা।

সুজন বন্ধু বাইয়া নাও এইকখান কথা কইয়া যাও
ঘাটে লাগাইয়া ডিঙ্গা পান খাইয়া যাও।
রাঙা ঠোঁটে রাঙা পান   শরমে রাঙাইল প্রাণ
হাসির বিজলি দিয়া   পরান রাঙাও গো
ঘাটে লাগাইয়া ডিঙ্গা   পান খাইয়া যাও।
বসে রইলাম নদীর ঘাটে   রে বন্ধু   তোমায় পাইবার আশে
মাস যায় বছর যায়   প্রাণবন্ধু না আসে
সোনার বরন হইল কালা পিরীতির এমন জ্বালা
ভাটিয়ালি গান গাইয়া পরান জুড়াও গো।

সূচী

ভাটিয়ালী-১২: দেহ তরী দিলাম ছাড়ি

দেহ তরী দিলাম ছাড়ি
ও গুরু তোমার নামে
আমি যদি ডুবে মরি
কলঙ্ক তোমার নামে।
বাজারিরা বাজার করে
কত রঙ্গের বাতি জ্বলে
দোকানের সামনে।
তারা জ্বালাইয়া বাতি
করে ডাকাতি
সদর মোকামে
গুরু তোমার নামে।
বাজার দেখে লাগে ধন্দ
বুঝি আমার কপাল মন্দ
পইরাছি ফেরে
আমি নারাণগঞ্জ ছাইড়া আইলাম
মদনগঞ্জের মোকামে।
মদনগঞ্জ গেলে পরে
কাম কুম্ভীরে ধরবে তোরে
পরবি রে ফেরে
আগে সিদ্ধির গঞ্জ গিয়া শেষে
যাও নিত্য ধামে
গুরু তোমারো নামে।

সূচী

ভাটিয়ালী-১৩: নাইয়া রে সুজন নাইয়া

নাইয়া রে সুজন নাইয়া,
আমি নদীর কূল পাইলাম না।
ও নাইয়া রে
কাল মেঘে সাজ কইরাছে পরান যে মানে না
কিনারা ভিড়াইয়া ধৈর নাও যে নাও ডুবে নাও রে
ঢাকার সারে রঙ বাজারে রঙের বেচা কেনা
মদনগঞ্জে মদন ভরা ঐ ঘাটে যাইয়ো নারে
ও নাইয়া রে
ভাইবে রাধারমন বলে রে ঐ কূলে বসিয়া
ওরে সকল রে তোর রাইলে গুরু
দিন তো গেল বইয়া।

আর এক রূপ

কালো মেঘে সাজ কইরাছে পরান তো মানে না
সাবধানে চালাইয়ো তরী নাও যেন ডুবেনা বা
নাইয়া নদীর কূল পাইলাম না।
আরে ও সুজন নাইয়া, নদীর কূল পাইলাম না।
ঢাকা সহরে প্রেমবাজারে প্রেমের বেচাকেনা
মদনগঞ্জে মহাজনমারা ঐ ঘাটে লাগাইয়ো না   বা
নাইয়া নদীর কূল পাইলাম না।
ভেবে রাধারমন বলে নদীর পার বইয়া
পার হইমু পার হইমু কইরা
আমার দিন তো গেল গইয়া বা
নাইয়া নদীর কূল পাইলাম না।

সূচী

ভাটিয়ালী-১৪: সাগর কূলের নাইয়া রে

সাগর কূলের নাইয়া রে
অপর বেলায় তুমি কোথায় যাও বাইয়া রে
ও মাঝি রে
পারে তখন ভাসাও মাঝি রে আমায় যাও কান্দাইয়া
আমি আশায় আশায় রইলাম বসি তোমার আর দেখা নাই রে
ডেকে একে বলছ মাঝি আমার নায়ে আও
আমায় দেখে বলছ মাঝি তোমার নায়ে আর জায়গা নাই রে
ও মাঝি রে
কত বছর গেল মাঝি পার ঘাটায় বসিয়া
ওরে পারে তরী কূল না পাইল মাঝি
দিন তো গেল বইয়া রে।

সূচী

ভাটিয়ালী-১৫: আমার ভাবনার কিন্তু দূর হইল না

আমার ভাবনার কিন্তু দূর হইল না
শুনেন গো মুর্শিদ।
মুর্শিদো কারো বা আছে হাতী গো ঘুড়া
আমার আছে কানা মেড়া ও
মেড়ায় পুব চিনে চিম চিনে না
আমার ভাবনার কিন্তু দূর হইল না।
মুর্শিদ কার বা আছে দলান গো কুটা
আমার আছে ভাঙা ডেরা ও
ডেরায় মেঘ মানে তুফান মানে না
শুনেন গো মুর্শিদ
আমার ভাবনার কিন্তু দূর হইল না।
মুর্শিদ কার বা আছে ধুতি গো চাদর
আমার আছে ছেঁড়া তেনা ও
তেনায় লাজ ঢাকে তো আব্রু ঢাকে না।
শুনেন গো মুর্শিদ
আমার ভাবনার কিন্তু দূর হইল না।

সূচী

ভাটিয়ালী-১৬: গুরু তোরে কি ধন দিল

গুরু তোরে কি ধন দিল চিনলি না মন আর
তোরে রাং দিল কি সোনা দিল
ও তুই পরখ কইরে দেখলি না
ও তোরে গুরু তোরে
কি ধন দিল পরখ কইরে দেখলি না।
গুরু দিল খাঁটি সোনা
রাং বইলে তোরে জ্ঞান হইল না
ওরে দিন কানা
ওরে উপাসনা বিনে কি তোর
মিলবে রে রূপ বাসনা।
চন্ডীদাস আর রজকিনী
তারা প্রেমের শিরোমণি
রাং কইরাছে সোনা
তারা এক প্রেমেতে দুইজন মইল
এমন মরে কয়জনা।
গুরু তোরে কী ধন দিল চিনলি না।

সূচী

ভাটিয়ালী-১৭: আমি বড় দুঃখে দুঃখী

আমি বড় দুঃখে দুঃখী গো ভবে কেউ নাই আমার
তোমার শ্রী চরণে এনালি সামান দয়াল
গুরু ও আমার বাড়ির চারিধারে
ডাকাইতেরতো বসত করে
মনা ডাকাইত দলের সর্দার
গুরু ভয়ে প্রাণ একাসার।
শ্রী চরণে এনালি সামান।
গুরু আমার সাতপুরুষের ভিটাখানা
তাতে জমিদারের পাওনা দেনা

তারা আমায় কখন উচ্ছেদ করে
খাজনার যমরাজা তহসীলদার
শ্রী চরণে এনালি সামান।

সূচী

ভাটিয়ালী-১৮: আমি তোমার লাগিয়ারে

আমি তোমার লাগিয়া রে
ঘরবাড়ি ছাড়িলাম রে
সাগর সিঁচিলাম রে
মানিক পাইবার আশে।
বন্ধুরে তোমার পাগল আমি রে বন্ধু
জানে দেশের লোকে।
পাষাণ হইয়া মারলে ছুরি
অভাগিনীর বুকে
মানিক পাইবার আশে।
নদীর কাছে কইলে দুঃখু
পানি যায় উজাইয়া
বৃক্ষের কাছে কইলে দুঃখ
পত্র যায় ঝরিয়া।
বন্ধুরে দুঃখের কপাল সুখ হইল না
ফিরি দেশে দেশে
যুগলদাসে জন্মাবধি
চক্ষের জলে ভাসে।

সূচী

ভাটিয়ালী-১৯: থাকতে পার ঘাটাতে তুমি

থাকতে পার ঘাটাতে তুমি
পারের নাইয়া, দীন বন্ধুরে
আমার দিন কি এমনি যাবে বইয়া
আমি কি দীনভিখারী পারের কড়ি
ফেলাইছি হারাইয়া, দীন বন্ধুরে

আমার দিন কি এমনি যাবে বইয়া॥

বন্ধুরে

পার হইতে পার ঘাটাতে

ঘাটে দেখি যাইয়া

কত প্রেমিক জনা হইতেছে পার

        প্রেমের সারি গাইয়া, দীন বন্ধুরে

আমার দিন কি এমনি যাবে বইয়া॥

বন্ধুরে

প্রেম নদীর তরঙ্গ ভারী

ক্যামনে যাবো বাইয়া

ভাটি বেলায় পার ঘাটাতে

        কান্দিব দাঁড়াইয়া, দীন বন্ধুরে

আমার দিন কি এমনি যাবে বইয়া॥

অন্য রূপ

	থাকতে পারঘাটাতে তুমি পারের নাইয়া
দীনবন্ধু রে	আমার দিন কি এমনি যাবে বৈয়া॥
আমি	দীন ভিখারী পারের কড়ি ফেলাইছি হারাইয়া॥
ও বন্ধু রে	কত জনায় নিলে তুমি উজানেতে বাইয়া
আমি	ভাটি বেলায় পারঘাটাতে কান্দি গো দাঁড়াইয়া॥
ও বন্ধু রে	পার হইতে পারঘাটাতে ঘাটে দেখি যাইয়া
যত	প্রেমিক জনে হৈতাছে পার প্রেমের সারি গাইয়া॥
ও বন্ধু রে	প্রেমনদীর তরঙ্গ ভারী কেমনে যাইব বাইয়া
এ	দীনখ্যাপা বলে রইলাম আমি তোমার আশায় চাইয়া॥

সূচী

ভাটিয়ালী-২০: আমায় ভাসাইলি রে

আমায় ভাসাইলি রে আমায় ডুবাইলি রে
অকূল দরিয়ার বুঝি কূল নাই রে।
কূল নাই কিনার নাই নাই রে দইরার পাড়ি
তুমি সাবধানে চালাইও মাঝি আমার ভাঙা তরী।
অকূল দরিয়ার বুঝি কূল নাই রে॥
তোর নামের ভরসা কইরে তরী দিলাম ছেড়ে
হাল ধরিয়া বইস গুরু ভাঙা তরীর পরে রে।
অকূল দরিয়ার বুঝি কূল নাই রে॥
ওগো ভবনদীর তরঙ্গ দেইখে প্রাণে লাগে ভয়
ও মাঝি ভাই তোর নামের কলঙ্ক হবে যদি তরী ডুবে যায়॥

সূচী

ভাটিয়ালী-২১: এ ভবসাগররে কেমনে দিমু

এ ভবসাগররে কেমনে দিমু পাড়ি রে
দিবা নিশি কান্দি রে নদীর কূলে বইয়া।
মন রে জঞ্জালে পড়িলাম ভাই রে ভাঙা তরী লইয়া
আমার এই ভবে দরদী নাই রে দেখিলাম ভাবিয়া।
মন রে দিবা নিশি কান্দি রে নদীর কূলে বইয়া॥
পাছের নৌকার মাঝিরা ভালো
তারা বাইয়া আগে গেল
বালুর চরে ঠেকলাম ভাই রে ভাঙা তরী লইয়া।
মন রে এই ভবে আসিলাম ভাই রে ষোলো আনা লইয়া
আমার সর্বস্ব ধন নিল ভাই রে ডাকাইতে লাগে পাইয়া॥

অন্য রূপ

এ ভব সাগর রে, কেমনে দিব পাড়ি রে
দিবানিশি কান্দি রে নদীর কূলে বইয়া॥
ও মন রে, যার আছে রসিক নাইয়া
আগে তরী গেল বাইয়া রে
আমি ঠৈইকা রইলাম বালুচরে মাঝি-মল্লা লইয়া রে॥
ও মন রে, ভব সাগরের ঢেউ দেখিয়া রে

প্রাণ-পাখী যায় উড়িয়া রে

আমি হতভাগা পইড়া গো রইলাম ভাঙ্গা তরী লইয়া রে॥

সূচী

ভাটিয়ালী-২২: আরে গুণ গুণ গুণ গুণ

আরে গুণ গুণ গুণ গুণ গুণ গুণ ভ্রমরারে
ভ্রমরা উড়িয়া যাও কোন বনে
গুণ গুণ করিয়া অনল জালাইলে পরানে ভোমরা রে।
ভোমরা রে কাজল বরন দেহ তোমার কতই বা গুণ জানে
এক ফুলের মধু খাইয়া ছোটে অন্যের পানে॥
ভোমরা রে ওরে না হাসিয়া না কাঁদিয়া না করিয়া খেলা
না ভাসাইয়ো মন-নদীতে তোমার গুণের ভেলা॥

সূচী

ভাটিয়ালী-২৩: মাঝি তুমি মাঝ গাঙে

মাঝি তুমি মাঝ গাঙে নাও বাইয়া যাও
আমার দিকে একবার ফিরে তাকাও
এ উথাল পাথাল প্রেমের ঘাটে নাও ভিড়াও॥
সুজন মাঝিরে তোর মন পাইলাম না রে
নাগাল পাইলাম না
তুমি ভাটির স্রোতে বইলা শুধু উজান বাইলা না
নিঠুর মাঝি রে, তোর পিরিতের জন হব কি কখন?
আমি অন্তর জ্বালায় জইলা গেলাম কইতে পারলাম না।
তুমি তীরে এসে মনের খবর নিলা না।

সূচী

ভাটিয়ালী-২৪: বন্ধু কই রইলি রে অকূলে ভাসাইয়া

বন্ধু কই রইলি রে
অকূলে ভাসাইয়া বন্ধু কই রইলি রে॥
লহর দরিয়ার বুকে মইলাম সাঁতারিয়া

কি দুঃখ বুঝিবে বন্ধু কিনারায় দাঁড়াইয়া
বন্ধু কই রইলি রে॥
কূল নাই কিনারা নাই
উঠছে কত ঢেউ
এমন নিদন কালে
সঙ্গী নাই মোর কেউ
বন্ধু কই রইলি রে॥
বন্ধু তোমার আশায় বইসাছি
সকল হারাইয়া
কোন পরাণে এখন তুমি
রইলে পাসুরিয়া
বন্ধু কই রইলি রে॥

সূচী

ভাটিয়ালী-২৫: তোমার নাম লইয়া ধরিলাম

তোমার নাম লইয়া ধরিলাম পাড়ি
অকূল গাঙে সাই
তুমি ভাসাও কিবা ডুবাও
আমার ভাবনা কিছুই নাই॥
তুমি ডুবিয়ে উল্লুস নদীরে
ঠাঁই দিলা মাছের উদরে
আমায় ডুবাও যদি তেমনি করে
তারেই তো ভয় পাই॥
মাঝ দরয়িায় ডুবলে তরী
উঠলে তুফান ভারী
তোমার নামের দোহাই দিয়া
দইরা দিব পাড়ি
তুমি ভাসালে রূপ নদীরে
আপনি যেমন দয়া করে
আমায় ভাসাও যদি তেমনি করে
তবেই তো পার পাই॥

কথা ও সুর: প্রচলিত

সূচী

ভাটিয়ালী-২৬: ওরে মনমাঝি তোর বৈঠা

ওরে মনমাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি তো আর পারলাম না
আমি জনম ভইরা বইলাম বইঠা রে॥
তরী বৈঠায় বয় আর উজায় না
ওরে জাঙ্গি রাসি জটায় কাশি
ওরে হাইলেতে জল মানে না
নায়ের তলি খসা, গোড়া ভাঙ্গা রে
নায়তে ঘাব গায়নি মানে না॥

সূচী

ভাটিয়ালী-২৭: আসমানেতে দেয়া ডাকে

আসমানেতে দেয়া ডাকে গুর গুর গুর গুর গুর
বুকের মইধ্যে ঢেঁকি কুটে কুর কুর কুর কুর কুর
মাঝি যাইও না আইজ দূর॥
মাছ মারিয়া যে জন খায়
মাছ লইয়া যার ঘর
পানির লগে জালোয়ার পিরিত
পানিত কি বা ডর
আমার নাওয়ে কর ভর॥
পদ্মার পিরিতে আমার নাও এর
ছলাৎ ছলাৎ পানি
কইন্যা তুমি শুনছনি
আর ঢেউয়ের ঢলাঢলিরে
মোর পরান যে নেয় টানি
আমার সঙ্গে যাইবায় নি॥
আমি তো বুঝি মাঝি তোমার
কি বা আছে মনে
এই পাগলী পদ্মার পিরিতে তোরে

কেনে এমন টানে
তোমার কি বা আছে মনে॥

কথা ও সুর: হেমাঙ্গ বিশ্বাস
সূচী

ভাটিয়ালী-২৮: জলে ডুবি ডুবি মন করি

জলে ডুবি ডুবি মন করি সই গো
আমি মরণভয়ে নামি না ডুব দিলাম না
এমন প্রেমের নদীতে সই গো ডুব দিলাম না॥
নিত্য ঘাটে জল আনতে যাই
জলের ছায়ায় ঐ রূপ দেখি গো
নদীর পারে পারে ঘুইরা বেড়াই
আমি না পাই ঘাটের ঠিকানা।
আমি ডুব দিলাম না॥
জলে পদ্ম স্থলে পদ্ম ফুলে কত মধু আছে গো
ফুলের ভ্রমর জানে মধুর মর্ম
সই গো গুবরে পোকায় জানে না॥
চণ্ডীদাস আর রজকিনী, তারা প্রেমের শিরমণি গো
তারা এক প্রেমেতে দুইজন মরে
ভবে এমন মরে কয়জনা॥

সূচী

ভাটিয়ালী-২৯: হায় হায় করেন রাজা

হায় হায় করেন রাজা
শিরে মারেন ঘা
যত দুখ দিয়েছেন
ঐ ভরতের মা॥
কাঁদিতে কাঁদিতে রাজা
খড়ি নিলেন হাতে
দখিন দরজায় রামের
বনবাস লিখিতে॥

লিখন দেখিয়া রাম
ভাবেন মনে মনে
চোদ্দ বছর পিতা মোরে
পাঠালেন এই বনে॥
আগে আগে রাম যান
পশ্চাতে জানকী
তাহারো পশ্চাতে চলেন
লক্ষ্মণ ভানকি॥
উপরে সূর্যির আলো
নীচে কাদা বালি
চলিতে না পারেন সীতা
ননীর পুতুলি॥
রাম ভাঙেন কৌডাল আর
লখন ধরেন শিরে
তাহার পশ্চাতে সীতা
চলেন ধীরে ধীরে॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৩০: ও নাতিন লো, তোর

ও নাতিন লো, তোর বাড়িতে যাব আমি
তোর স্বামী কেমন জানা।
মোর সোয়ামী বড়ই ভালো না না তুমি বৈকালে যাইও
ঘাটে লাগাইয়া ডিঙ্গা জোর বাদামটা নাইয়ো
নানা জোর বাদামটা নাইয়ো॥
ও নাতিন লো, তোর বাড়িতে যাব আমি
তোর শ্বশর কেমন জানা।
মোর শ্বশুর বড়ই ভালো না না তুমি বৈকালে যাইও
ঘাটে লাগাইয়া ডিঙ্গা জোর বাদামটা নাইয়ো
নানা জোর বাদামটা নাইয়ো॥
ও নাতিন লো, তোর বাড়িতে যাব আমি
তোর শাশুড়ী কেমন জানা।
মোর শাশুড়ী বড়ই ভালো না না তুমি বৈকালে যাইও

ঘাটে লাগাইয়া ডিঙ্গা জোর বাদামটা নাইয়ো
নানা জোর বাদামটা নাইয়ো॥
ও নাতিন লো, তোর বাড়িতে যাব আমি
তোর দেবরটি কেমন জানা।
মোর দেবরটি বড়ই রসিক না না তুমি বৈকালে যাইও
ঘাটে লাগাইয়া ডিঙ্গা জোর বাদামটা নাইয়ো
নানা জোর বাদামটা নাইয়ো॥
ও নাতিন লো, তোর বাড়িতে যাব আমি
তোর ননদী কেমন জানা।
মোর ননদী ঝগৈরা করে না না তুমি বৈকালে যাইও
ঘাটে লাগাইয়া ডিঙ্গা জোর বাদামটা নাইয়ো
নানা জোর বাদামটা নাইয়ো॥
ও নাতিন লো, তোর বাড়িতে যাব আমি
তোর পাড়াপড়শী কেমন জানা।
মোর পাড়াপড়শী সবাই ভালো না না তুমি বৈকালে যাইও
ঘাটে লাগাইয়া ডিঙ্গা জোর বাদামটা নাইয়ো
নানা জোর বাদামটা নাইয়ো॥

সূচী

ভাটিয়ালি-৩১: বন্ধু তোর লাইগারে আমার তনু

বন্ধু তোর লাইগারে আমার তনু জরজর
মনে লয় ছাড়িয়া যাতিাম থুইয়া বাড়ি ঘর॥
অরণ্য-জঙ্গলার মাঝে আমার একখান ঘর
ভাইও নাই, বান্ধব নাই মোর, কে লইব খবর॥
বটবৃক্ষের তলে আইলাম ছায়া পাইবার আশে
ডাল ভাইঙ্গয়া রইদ্র উঠে আমার কর্মদোষে॥
নদী পার হইতে গেলাম নদীর কিনারে
আমারে দেখিয়া নৌকা সরে দূরে দূরে॥
সৈয়দ শাহ নূরে কান্দাইন নদীর কূল বইয়া
পার হইমু পার হইমু কইরা দিন তো যায় চলিয়া॥

কথা: সৈয়দ শাহনূর
সূচী

ভাটিয়ালী-৩২: গুরু দয়াল গুরু তুমি

গুরু দয়াল গুরু   তুমি ভব পারের নাইয়া
আমার জীর্ণ তরী   নাই কান্ডারী
আমায় কে নিবে আর বাইয়া
ভবনদীর অকূল পাথার
আমি তো জানি না সাঁতার
কে নিবে তরাইয়া
তোমার নামেতে কলঙ্ক রবে
ও তরী যায় যদি ডুবিয়া॥
ভবনদীর দুরন্ত ধার
দাঁড়িতে টানতে চায় না দাঁড়
ষোলো আনা লইয়া
ওগো মনমাঝি বড় পাজি
আমায় যাইতে চায় ফেলাইয়া॥

সূচী

ভাটিয়ালি-৩৩: ধলেশ্বরী নদীরে উপথে যাও যদি

ধলেশ্বরী নদীরে উপথে যাও যদি রে
হইও আমার প্রাণবন্ধুয়ার ঠাই॥
দিনের মতে দিন ফুরাইল মাসের পরে মাস
আমার প্রাণবন্ধুয়া বিদেশ গেছে ফিরনের নাম নাই॥
ও সে যাইবার কালে কইয়া গেছে জল্‌দি ফিরব বাড়ি
আমার লাইগ্যা কিন্যা আইনব বাবুর একটি শাড়ি
মালা আনব, চুড়ি আনব, আনব টিপ ঢাকাই
এখন সে সব কথা ভুইলা বন্ধু দিল বাঁশী চুলার ছাই॥
ঘরেতে নাই দানা পানি কেম্‌নে দিন কাটে
ওরে পাগলী ছিক্‌নে হইয়া ফিরি তোমার ঘাটে ঘাটে
ওরে বন্ধুর পন্থ চাইয়া শুধু বক্ষের জলে নাই
ই সব কথা কইও রে নদী তুমি আমার ভাই॥

সূচী

ভাটিয়ালি-৩৪: ওরে পদ্মা ওরে মেঘনা বল

ওরে পদ্মা ওরে মেঘনা বল আমারে বল
আর কত কাল ঝরাইবি তুই আমার চোখের জল॥
তোর কূলেতে ঘর বান্ধিলাম ভাঙ্গলি রে সেই বাসা
নাও ভাসাইলাম তাও ডুবাইলি আর কি আছে আশা
তুই আর কি নিবি আমার দেবার নাই কোন সম্বল॥
স্বজন নিলি সুজন নিলি পুত্র পরিবার
সব নিয়া মোর সোনার পুরী করলি রে ছারখার
কুলনাশিণী রাক্ষসী তুই জিজ্ঞাসি তোর কাছে
আর কি নিবি এ জগতে আমার কি কেউ আছে
এবার নিজে ডুইব্যা দেখব রে তোর সর্বনাশার কল ॥

সূচী

ভাটিয়ালি-৩৫: আমায় ঘর ছাড়া করিলি রে

আমায় ঘর ছাড়া করিলি রে
আমায় পাগল বানাইলি রে
আমি হইলাম রে দিওয়ানা তাহার
পান সুপারী খাইয়া॥
তারি আশায় ঘর ছাড়িলাম
কুলের মুখে কালি দিলাম
এখন চোখের জলে বুক ভাসে মোর
পন্থের পানে চাহিয়া॥
কথা ছিল বন্ধু আমার ধরবে নাইয়ের হাত
উড়াইব দক্ষিনা বায়ে রঙবেরঙের ফাত্
সেই কথা সে গেল ভুলে
আইলাম আমি নদীর কূলে
ও সে আমায় থুইয়া কারে লইয়া
গেল তরী বাইয়া॥

সূচী

ভাটিয়ালি-৩৬: তোমার নামে ভরসা করে সাঁই

তোমার নামে ভরসা করে সাঁই
অকূল দুরিয়ার মাঝে ভাঙ্গা তরী বাই॥
তুমি সাহর, তুমি পুহর, তুমি দাও সামান
নৌকা তোমার, বৈঠা তোমার, তোমার হাতেই হাল
তুমি দয়া ক'র যদি তবেই তো কূল পাই॥
তোমার গাঙে ডোবাও তুমি কতো ধনীর ভরা
এ কূল ভাঙিয়া গড়ো ও কূলেতে চড়া
তুমি ভাসাও তুমি ডোবাও তুমি যে দাও কূল
তুমি হাসাও তুমি কাঁদাও তুমি ভাঙ্গো ভুল
তুমি বিনে রাখে মারে সাধ্য কারো নাই॥

সূচী

ভাটিয়ালি-৩৭: ওরে গঙ্গা নদী

ওরে গঙ্গা নদী
তুই যে রূপের রাণী
তোর রূপ দেখে মোর মন ভরে না
জুড়ায় না পরাণি॥
নিত্য নিত্য দেখি চাইয়া
উজান ভাটি অবাক হইয়া
তুমি কোন দেশে যাও
কার কাছে কোন
কোন সে কথা কানে॥
রূপসী তোর রূপ দেখে আর
দেইখ্যা রূপের ধারা
আমার মন যে হয় বিবাগী
হয় যে বাঁধন হারা
রূপ দেখে তোর কত নাইয়া
পিট্তেছে ভাটিয়ালি গাইয়া
আমি জনম ভইরা দেখি তোরে
মিটে না সাধখানি॥

সূচী

ভাটিয়ালি-৩৮: শ্যামের বাঁশী নিষেধ করি তোরে

শ্যামের বাঁশী নিষেধ করি তোরে রে
আর বেজো না রাধার নাম ধরে রে
আমি গৃহে আর রইতে নারি
বাঁশীর রব শুনিয়া॥
যখন থাকি গৃহ কাজে
তুমি ডাকো, মরি গো লাজে
আমি পোহাই নিশি
কান্দিয়া কান্দিয়া॥
আমি পরম ভোলা ভালা
শাশুড়ী ননদির জ্বালা
আরো জ্বালায় শ্যাম নাগর কালিয়া॥
ভেবে রাধারমন বলে
বাঁশীর দোষ নাই কোন কালে
সে যে বাজায় বাঁশী
শ্যাম চিকন কালিয়া॥

কথা: রাধারমন
সূচী

ভাটিয়ালী-৩৯: আপন কর্মদোষে সব হারালি মন

আপন কর্মদোষে সব হারালি মন
দোষ দিবি তুই কারে॥
মন রে, ঈঙ্গলা পিঙ্গলার গাছ
তাহার মাঝে শতেক ডাল
তাহার মাঝে বগুলার বাসা রে
আহারের লোভে রে
জমিতে নামিলি রে
গলায় পড়িল মায়া ফাঁসি রে॥
মন রে, আকাঠা মান্দারের নাও

উল্টা বৈঠা বাইয়া যাও
ঝলকে ঝলকে উঠে পানি রে
জিজ্ঞাসিও গুরুজীর ঠাঁই
এই দেহের ভরসা নাই
মাঝ দরিয়ায় তরী ডুইব্যা যায়রে॥
মন রে জোড়ার উপর জোড়া রে
মারৈল খাইল ঘুণে রে
পড়বে খইস্যা ছত্রিশ বান্দের জোড়ারে
যতই রে তোর ভাঙ্গা নাও
পুবানে পশ্চিমে বাও
শ্রী গুরু নাম বিনে কে তরায় রে॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৪০: মন তোর মানব তরী

মন তোর মানব তরী বোঝাই ভারী
উজান পাড়ি চলে না রে॥
পাছার মাঝি হয় যে জনা দেয় মন্ত্রণা
বাধ্য করে ছয়জনা রে
মাস্তুলে নাই জাঙ্গা টানা হাইল্ মানে না
ছিঁড়া বাদাম হাওয়া নাই রে॥
করে তুই লাভের আশা বুদ্ধিনাশা
দস্তা সীসা চিন্‌লি না রে
রূপগঞ্জের বাজারে যাইয়া বেহুঁশ হইয়া
কিনলে কেবল সোনার দরে॥
তিন ধারে উঠেরে জল করে কল্‌কল্
গুণ দিয়েছো পূবের পারে
পারে থেকে লোকে হাসে কোন বা দেশে
গিয়া তরী ডুবে মরে॥
দয়াল নামের সারি গেয়ে ভাটি বেয়ে
উজানে যাও সাহস করে
জালালুদ্দীন ভেবে সারা নাই কিনারা
মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে॥

[সূচী](#)

ভাটিয়ালী-৪১: ও জীবন রে ছাড়িয়া

ও জীবন রে ছাড়িয়া যাসনে মোরে
তুই জীবন ছাড়িয়া গেলে
আদর করবে কে জীবন রে।
ধান ভানে ধানুয়া ভাই রে
পড়িয়া রইবে নাড়া
তুই জীবন ছাড়িয়া গেলে
মাইনষে কইবে মরা জীবন রে॥
পদ্মপাতায় পানি যেমন রে
ও জীবন টলমল টলমল
তুই জীবন ছাড়িয়া গেলে
আদর করবে কে জীবন রে॥
দুইন জনে যুক্তি করিয়া রে
বন্ধু আইলাম ভবের ঘরে
তুই জীবন ছাড়িয়া গেলে
মাইনষে কইবে মরা জীবন রে॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৪২: তোর অন্তরে দয়া মায়া নাই

তোর অন্তরে দয়া মায়া নাই
শ্যাম বন্ধুরে॥
পিরীতি শিখাইয়া মোরে
জনম ভরা কান্দাইলে
কেন্দে কেন্দে কাল নিশি পোহাই, বন্ধুরে॥
তোর পিরিতের এমনি ধারা
জীয়ন্তে হইয়াছি মরা
আমি তাপিত্ অঙ্গ কেমনে জুড়াই॥
এমন সরল হিয়া
পাষাণেতে বান্ধিয়া

আমার প্রতি হইলে নিদয়, বন্ধুরে॥
ঘুরি আমি পাগল বেশে
শুধু তোমার উদ্দেশে
আমি মান দিয়া নি যুগল চরণ পাই॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৪৩: লোকে মন্দ কয়

লোকে মন্দ কয়
আমার প্রাণে নাহি সয়
তুই বন্ধের পিরিতে রে
গোকুল কলঙ্কিনী॥
সখি গো
অন্ধকারে চান্দের আলো
সর্পের মাথার মণি রে সখি
সর্পের মাথার মণি
হারাইয়া ধন হইলাম পাগল
আগে তো না জানি রে
গোকুল কলঙ্কিনী॥
সখি গো
পাড়ার লোকে মুচ্‌কি হাসে
কত মন্দ শুনি রে সখি
কত মন্দ শুনি
কুল নষ্টারে দেখলে লোকে
করে কানাকানি রে
গোকুল কলঙ্কিনী॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৪৪: বন্ধু আমার নির্ধনিয়ার ধন

বন্ধু আমার নির্ধনিয়ার ধন
তারে দেখলে জুড়ায় জীবন যৈবন
না দেখলে মোর হয় মরণ॥

যেদিন হইতে বন্ধুহারা
আমি হইয়াছি পাগলের ধারা গো
আমার দুই নয়নে বহে ধারা
কে করে আমায় বারণ॥
বনের আগুন সবে দেখে
আমার মনের আগুন কেউ না দেখে গো
আমি বনপোড়া হরিণের মত
পুড়িয়া ছাই হই যখন॥
শিখাইয়া দারুণ পিরীতি
আসলো না মোর প্রাণনিধি গো
হায়রে আক্কল আলীর নিরবধি
সার হইলো কেবল কান্দন॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৪৫: কই রইলো সুজন মেস্তুরি

কই রইলো সুজন মেস্তুরি
মন মাঝি ও॥
বিনা কাষ্ঠে বিনা লোহায়
নাও গড়াইলো চৌদ্দ পোয়ায়
তাতে দিলো চৌদ্দ জন প্রহরী॥
বিনা তেলের বাতি রে
ঐ নায়ে জ্বালাইয়া রে
নায়ের হাইল্ ধইরা যায় মনুরা ব্যাপারী॥
হাওয়াতে গড়াইয়া তরী
দীঘেপাশে সমান জুরি
দিতে চাও মন হুজুরার পাড়ি॥
একুশ হাজার ছয়শও রে
সেই নায়ের গাঁথুনীরে
নায়ে কেমন কামলায় করছে কারিগরী॥
নয় দরজায় রাখছে খোলা
এক দরজায় মারছে তালা
কলবে লটকাইয়া দিছে ঘড়ি॥

ছয় ডাকাইতে রে
এক যুক্তি হইয়া রে
হায়রে লুইটা নিলো মনার তেরো জুরি॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৪৬: জীর্ণ তরীর ভাবনা গেলো না

জীর্ণ তরীর ভাবনা গেলো না
ঢেউয়ের পানি তো হাইল মানে না॥
কেমনে দিবো ভব পাড়ি
নদীতে ঢেউ বয় রে ভারী
অকূলে পইড়াছে তরী
তরী কূলের দিশা পাইলো না॥
কোন মিস্তুরী গড়লো তরী
মাস্তুলে নাই জাঙ্গা দড়ি
বাইনে বাইনে চুয়ায় পানি
বুঝি প্রাণে বাঁচা হইলো না॥
সারা জীবন বাইলাম তরী
ও তার নাই কিনারা নাই কাণ্ডারী
বল্ গুরু কি উপায় করি
সাধের পালে হাওয়া বইলো না॥

সূচী

ভাটিয়ালি-৪৭: আরে ও ভাইটাল গাঙের নাইয়্যা

আরে ও ভাইটাল গাঙের নাইয়্যা
দুঃখিনীর এই খবর কইও বন্ধুর বাড়ি যাইয়্যা
ও নাইয়্যারে কইও, কইও মোর বন্ধুর কাছে
মোর প্রতিনিধি হইয়্যা।
আইব বইল্যা আইলনা বন্ধু গ্যাল দিন বইয়্যা।
হেমন্ত শীতান্ত গ্যাল মোর কান্দিয়া কান্দিয়া
রে বন্ধু বইয়্যা রইলাম বন্ধুর পথ চাইয়্যা।
মনের আগুন জ্বইল্যা উঠ্‌ল বসন্তের বাও পাইয়্যা রে

কইও, কইও তুমি মোর বন্ধুরে বুঝাইয়্যা রে।
ও বন্ধু মোর মাথার কিড়া দিয়া
বন্ধু আইস্যা যদি দিত দেখা
আমি মরিতাম হেরিয়া।

সূচী

ভাটিয়ালি-৪৮: হারে ও সুন্দর মাঝি রে

হারে ও সুন্দর মাঝি রে –
আমার কথা লইওরে মাঝি আমার কথা লইও
ঝড় তুফান দ্যাখলে মাঝি কিনারে লাগাইও।
নদীতে উজান দ্যাখলে মাঝি ভাটিতে নাও বাইও
মাইঝ ভাটিতে নাও বাইও
বেশী ভাড়া পাইলেরে মাঝি
উজান বাঁকে যাইও।
হারে ও সুন্দর মাঝি রে
যদি উজান বাঁকে বাতাস পাও
তাইলে বাদাম তুইল্যা দিও রে মাঝি
পাল তুইল্যা দিও।

সূচী

ভাটিয়ালি-৪৯: কে যাস রে রঙিলা মাঝি

কে যাস রে রঙিলা মাঝি
সামের আকাশরে দিয়া
আমার বাজানরে কইও খবর
নাইওয়ের লাগিয়া রে।
গলুইতে লিখিলাম লিখন সিন্তার সিন্দুর দিয়া
আমার বাপের দেশে দিয়া আইস গিয়া
– রে রঙিলা মাঝি।
অমার বুকের নিঃশ্বাস পালে নাও ভরিয়া
ছয় মাসের পথ যাইবা ছয় দন্ডে চলিয়া
– রে রঙিলা মাঝি।

পরার ছেইল্যার লগে বাজান মোরে দিছিল বিয়া
এক দিনের তরে আমাক না দ্যাখল আসিয়া।

সূচী

ভাটিয়ালি-৫০: বিদ্যাশেতে রইলা মোর বন্ধু রে

বিদ্যাশেতে রইলা মোর বন্ধু রে
ও আমার পরাণ বন্ধু রে।
তোমার সঙ্গে আমার মনের
মিল যেন হয় পরপারে।
(আর) বিধি যদি দিত রে পাখা
উইড়া যাইয়া দিতাম দেখা
আমি উইড়া পড়তাম সোনা বন্ধুর দেশে।
আমরা ত অবলা নারী
তরুতলায় বাসা বান্ধি রে
আমার বদন চুয়ায়ে পরে ঘাম রে।
বন্ধুর বাড়ি গাঙের পার
গেলে না আসিবে আর
আমার বন্ধু জানে না সাঁতার রে।
বন্ধু যদি আমার হও
উইড়া আইস্যা দেখা দেও
তুমি দাও দেখা আমার জুড়াক পরাণ রে।

সূচী

ভাটিয়ালি-৫১: চাচা কইও মোর জরুর কাছে

চাচা কইও মোর জরুর কাছে
তার সেলাম জানাই পায়।
এখন বড় নৌকার মাঝি হইয়া
বইছিরে পাছায়।
যখন আমার কুদিন ছিল
ওসে ঠেলিল পাছায়
(ওসে) ঠেলিল বেশ করিল

ঠেকিল যে দায়।
চাচা কইও মোর জরুর কাছে
সেলাম জানাই পায়।

সূচী

ভাটিয়ালী-৫২: ও ঢেউ খেলে রে ঝিলমিল

ও ঢেউ খেলে রে ঝিলমিল সায়রে ও ঢেউ খেলে রে
আমার ছিগুরু শোয়া নাও কেমনে যাবে মারা॥
ঢেউয়ের আড়ি ঢেউয়ের বাড়ি ও ভাই ঢেউয়েরি কারখানা
সেই ঢেউটি নিয়া ধোইরো পাড়ি ও মন মাঝি কানা॥
ষোলো না বত্রিশের ঘর ও ভাই ঢেউ খেলে তার নীচে
আমার দয়াল গুরু বইসা আছেন পালগুরার ঐ নীচে॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৫৩: তোরা কে কে যাবি লো

তোরা কে কে যাবি লো জল আনতে॥
এই কলসী ভাসায়ে জলে টানতে
টানতে টানতে॥
এই ভিজা কাষ্ঠে আগুন দিয়া বৈসলা রাধা
রানতে কি কানতে
কদমতলায় বাজে বাঁশী অবলার মন
জানতে কি টানতে কি বান্ধতে
নূপুর হারায়ে পথে বসবি কি
জানতে না কানতে
কলসী না মানে মানা বাহু দিয়ে বান্ধতে
এত করে সাধতে তবু লাগে কানতে॥
আগে পিছে চলে সখী গো
নাচতে কি হাসতে কি ত্রস্তে কি ব্যস্তে
কাংখের কলসী দোলে
দোলতে কি ফেলতে কি খেলতে কি খেলতে
এই রাধিকা সুন্দরী চলে টলতে টলতে
কি যেন কি জানতে চাহে পদ প্রান্তে॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৫৪: ও মন গুরু ভজ রে

ও মন গুরু ভজ রে ওরে সোনার চাঁদ
দিল দরিয়ায় উঠলে তুফান কে দিবে আসান॥
গুরু ভজ গুরু চেনো গুরু কর সার
গুরু বিনা এই দরিয়ায় বন্ধু নাই রে আর॥
ভাই বলো বন্ধু বলো কেউ তো কারো নয়
দিনেক দুই চার দেখাশোনা পথের পরিচয়॥
আইছ ভবে যাইতে হবে তার কৈরাছ কি
দিয়া আইছ দারুণ করাল মনে পড়ে নি॥
এ দেহদরিয়ার মাঝে কিসের করছ খেলা
পিছের দিকে চাইয়া দেখো ডুইবা যায় তোর বেলা॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৫৫: ওরে ও পরানের মাঝি আমার

ওরে ও পরানের মাঝি আমার কথা লইও॥
ঝড় তুফান আইলে রে ডিঙা কিনারে লাগাইও॥
পশ্চিমা সায়রের বামে ঢেউয়ে খেলায় পানি
সে পথে চালাইতে ডিঙা পরান টানাটানি।
বাতাসে পাল তুলি বন্ধু ঐ পথে না যাইও॥
না যাইও না যাইও রে বন্ধু হালা পানির বাঁকে
হাঙর কুমীর সেথা বন্ধু খাপে বইসা থাকে।
সামনে যদি আসে বালাই পীরের দোহাই দিও॥
হাইরা কোণে বাইরার মেঘ তার উপরে দেয়া ****
ঝিলিক ছটা দেখ যদি না দিও রে খেওয়া
দিঘল পাড়ি জোগাইতে মেঘের গতি চাইও॥

কথা: আশুতোষ চৌধুরী
সূচী

ভাটিয়ালী-৫৬: আরে ও ভাটিয়াল গাঙের নাইয়া

আরে ও ভাটিয়াল গাঙের নাইয়া
ঠাকুভাইরে কইও আমায় নাইওর নিত আইয়া॥
ঐ না ঘাটে বইয়ার কান্দি দ্যাশের পানে চাইয়া
চক্ষের পানি নদীর জলে যাইত্যাছে মিশিয়া॥
কোন পরানে আছে রে ভাই আমায় পাসরিয়া
জঙ্গলারি বাঘের মুখে গেল নি পাশ দিয়া
এইবার সাথে নাহিরে নিলে গলায় কলসী বাইন্ধ্যা
ঐ না গহীন গাঙের তলায় মরিব ডুবিয়া॥
জালালে কয় আর কতদিন থাকব রইয়া সইয়া
জল শুকাইলে নিবের নাইও বাঁশের পালং দিয়া॥

কথা: জালালউদ্দিন
সূচী

ভাটিয়ালী-৫৭: মাঝি বাইয়া যাও রে

মাঝি বাইয়া যাও রে
অকূল দরিয়ার মাঝে আমার ভাঙা নাও॥
ভেন্নাকাশ্ঠের নৌকাখানি মাঝখানে তার গুড়া
নৌকার আগার থাইক্যা পাছায় গ্যালে গলুই যাবে ক্ষইয়া॥
দীক্ষা শিক্ষা না হইতে আগে করছ বিয়া
তুমি বিনে খতে গোলাম হইলে গাঁইটের টাকা দিয়া॥
বিদ্যাশে বিপাকে যারো বেটা মারা যায়
পাড়াপড়শী না জানিয়ে জানে তারো মায় রে॥

অন্য রূপ

মাঝি বাইয়া যাও রে
অকূল দরিয়ার মাঝে আমার ভাঙা নাও
মাঝি বাইয়া যাও রে॥
ও মাঝি রে
মহাজনের ধনরত্ন ভাঙ্গা নায়ে ভরি
লাভ করিতে আইলাম ভবে হইয়া ব্যাপারী॥
ও মাঝিরে
দুষ্টু ভারী ছয়টি রিপু কথার বাধ্য নাই
গোলমাল করিটে চাহে ডুবাইতে সবাই॥

ও মাঝিরে
মালের কোঠায় দাও রে চাবি আর তো সময় নাই।
নইলে, লাভে মূলে হারাইবে, জীবনের কামাই॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৫৮: হেঁইও রে হেঁইও

হেঁইও রে হেঁইও
সামাল সামাল সামাল ওরে সামলে তরী বাইয়ো॥
বেলা গেল সন্ধ্যা হল কালো ম্যাঘে গগন খাইলো
থাইক্যা থাইক্যা গর্জে দেয়া তীরের পানে ধাইয়ো॥
নাইকা খোইয়া নাইকাখানি ছলাৎ ছলাৎ উঠে পানি ***
তুমি সাবধানে ধরিও হাল তিনের বাইয়া যাইয়ো॥ ***
লাহোরো সায়রে ভাইরে কূলের নাই রে দিশা
গগন নামিয়া গ্যাছে নদীতে যে মিশা
নাইগ্যা আমার সঙ্গী সাথী দুকূলে মোর কালো রাতি
ছেঁড়া বাদাম হার মানে না সাবধানে নাও বাইয়ো।
ঢেউ খেলে রে এই দরিয়ায় নাইগ্যা দাঁড়ের পাড়ি ***
ভাঙা আমার ছোট্ট নাওয়ে বোঝাই দিতে পারি। ***
কেমন কইরা হেকানদারি ফিরামু এই ভাঙা তরী
গোঁসাই নিদানকালের নিদানে জান পারের নিশান দিও॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৫৯: আমি ভাবি যারে

আমি ভাবি যারে
পাই না গো তারে
সে যেন কতই দূরে॥
আমি দ্যাশ বিদ্যাশে ঘুরিয়া বেড়াই
কেবল তার কথাটি মনে করে
সে যেন কতই দূরে॥
আমার আশায় আশায় জনম রে গেল
তার সঙ্গে না আমার দেখা হোলো গো

আমি একা রইলাম পড়ে॥

আমার এমন বান্ধব আর কে আছে রে

আমায় কে দিবে তার সন্ধান করে॥

সে যেন কতই দূরে॥

কে আমার হইয়া রে সখা

দেখাইবে আমার প্রাণসখা

আমি প্রাণ দিব সই তারে।

আমার এ রূপ যৌবন দিয়া রে

আমি চেয়ে থাকব তার রূপ নেহারে॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৬০: ময়ুরপঙ্খী লৌকা আমার ম্যাঘনার চড়ে

ময়ুরপঙ্খী লৌকা আমার ম্যাঘনার চরে বাড়ী

ওরে বাও বাতাসের লগে মুই লাগাই আড়াআড়ি॥

হীরামনি আর তোতামনির বাণিজ বেসাত ছাড়ি

ওরে মনের সুখে গাইয়ে মুই নাও দোরানের সারি॥ ****

আসমানে এক কন্যা তার পিন্দনে লাল শাড়ী

ওরে রূপ লইয়া তার কান্ড শুরু যে পরে কাড়াকাড়ি

সুন্দরীয়া কন্যা তার দুগ্খে আলতার গাও

তারই আশায় পরান বানধা বাইরে আমার নাও॥

লৌকা আমার হেইলা দুইলা চলে পাখনা নাড়ি

বাটছালাতে আমার সাথে পবন যায় হারি॥ ***

কথা: গিরীন চক্রবর্তী

সূচী

ভাটিয়ালী-৬১: বৈঠা জোরে বাও রে বন্ধু

বৈঠা জোরে বাও রে বন্ধু বৈঠা জোরে বাও

উজান গাঙে তুফান ভারী টলমল টলমল নাও॥

আকাশ কোণে ঝিলিক মারে বাতাস সোঁ সোঁ ফোঁসে

কাল নাগিনী গর্জে ওঠে যেন দারুন রোষে॥

মেঘ আঁধারী দিন রে বন্ধু বাদলা নাহি ধরে

গোড়ার উপর তুফান পানি কলকল করে ***
পরান পুরের বাঁকে রে ভাই পোড়া কানি গাঁও
উজান গাঙে তুফান ভারী টলমল টলমল নাও॥
কোন না দেশে ঝড় উঠ্যাছে কোন না দেশে ঢেউ
কোন পাগলে লাগায় ভেলা জানল না তা কেউ।
ধিকি ধিকি পুইড়া গেলাম তুষেরই অনলে
চম্পাবরন মুখখানি তার ঝলমল ঝলমল জ্বলে
বাতের কূলে ৰটের মূলে এই ঘাটে লাগাও রে বন্ধু॥

কথা:সুরেশ বিশ্বাস
সূচী

ভাটিয়ালী-৬২: সুজন কান্ডারী ধারে রে

সুজন কান্ডারী ধারে রে
চিন্যা ল মন ডান কি বাঁও
মন মাঝি তুই ক্যামনে যাবি
এ পচা নাও॥
মন রে যে জন জাতে পাটুনি হয়
তার তুফানে আর কি ভয়?
মতে সতে ঢেউ কাটিয়ে
টের গলুইতে হয়॥
মন রে যে বাতাস বুইঝা নৌকা ছাড়ে
ভাটি ছাইড়্যা উজান ধরে
বাইয়া যায় সে প্রেম পাথারে
তার কি লাগুর পাওয়া যায়॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৬৩: আরে ও সুন্দইরা মাঝিরে

আরে ও সুন্দইরা মাঝিরে
আমার কথা লওি রে মাঝি, আমার কথা লইও
ঝড় তুফান দ্যাখলে মাঝি, কিনারে নাও লাগাইও।
নদীতে উজান দ্যাখলে মাঝি, ভাটিতে নাও বাইও।

সোয়ারী পাইলে রে মাঝি, উজান বাঁকে যাইও।
উজান বাঁকে যাইওরে মাঝি উজান বাঁকে যাইও।
উজান বাঁকে বাতাস পাইলে, বাদাম তুইল্যা দিও॥
আমার কথা লওি রে মাঝি, আমার কথা লইও॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৬৪: ওরে ও ভ্রমরা নিশীথে যাইও

ওরে ও ভ্রমরা নিশীথে যাইও ফুলবনে
রে ভ্রমরা নিশীথে যাইও ফুলবনে॥
জালায়ে চান্দের বাতি
জেগে রব সারা রাতি গো
আমি কব কথা শিশিরের সনে
রে ভ্রমরা নিশীথে যাইও ফুলবনে॥
যদি বা ঘুমাইয়ে পড়ি
সুমনের পথ ধরি গো
তুমি নীরব চরণে যাইও
রে ভ্রমরা নিশীথে যাইও ফুলবনে॥
ডাল যেন ভাঙ্গে না
আমার ফুল যেন ভাঙ্গে না
ফুলের ঘুম যেন ভাঙ্গে না
নীরব চরণে যাইও
রে ভ্রমরা নিশীথে যাইও ফুলবনে॥

অন্য রূপ-১

নিশীথে যাইও ফুল বনে রে ভ্রমরা।
নিশীথে যাইও ফুলবনে॥
নয় দরজা করি বন্ধ
লইয়ো ফুলের গন্ধ হে
অন্তরে জপিয়ো বন্ধুর নাম হে ভ্রমরা
নিশীথে যাইও ফুলবনে॥
জ্বালাইয়া দিলের বাতি, অমন
ফোঁটা ফুলে নানা জাতি হে

কত রঙ্গে ধরবে ফুলের কলি হে ভ্রমরা
নিশীথে যাইও ফুলবনে॥
অধম শেখ ভানু বলে
ঢেউ খেলাইও আপন দেশে
পদ্ম যেমন ভাসে গঙ্গার জলে রে ভ্রমরা
নিশীথে যাইও ফুলবনে॥

অন্য রূপ-২

নিশীথে যাইও ফুল বনে রে ভ্রমরা।
নিশীথে যাইও ফুলবনে॥
নয় দরজা করি বন্ধ লইয়ো ফুলের গন্ধ
অন্তরে জপিয়ো বন্ধের নাম॥
জ্বালাইয়া দিলের বাতি ফুটুক ফুল নানা জাতি হে
কত রঙ্গে ধরব ফুলের কলি।
ডাল পাতা বৃক্ষ নাই এমন ফুল ফুইট্যাছে সাঁই হে
ভাবুক ছাড়া বুঝবে না পণ্ডিতে॥
অধীন শেখ ভানু বলে ঢেউ খেলাইও আপন দিলে
পদ্ম যেমন ভাসবে গঙ্গার জলে॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৬৫: আরে মন মাঝি তোর বৈঠা

আরে মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি আর বাইতে পারলাম না॥
আমি জনম ভইরা বাইলাম বৈঠারে
তরী ভাইটায় রয় আর উজায় না॥
ওরে জঙ্গি বসি যতই কসি
ওরে হাইলেরে জল মানে না।
নায়ের তলি খসা, গোড়া ভাঙ্গারে
নায় তো গাব গয়নি মানে না॥

অন্যরূপ

আমার মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি আর বাইতে পারলাম না।
আমি জনম ভইর‍্যা বাইলাম বৈঠা রে

তরী ভাইটায় বই আর উজায় না॥
ওরে গাঙ্গী রশি যতই কষি,
ওরে হাইলাতে জল মানে না।
আমার নায়ের তলি খসা, গুঁড়া ভাঙ্গা রে
নাও গাব গাবানি মানে না॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৬৬: আমার গলার হার খুলেনে, ওগো

আমার গলার হার খুলেনে, ওগো ললিতে,
আমার হার পরে আর কি ফল আছে গো
প্রাণ বন্ধু নাই ব্রজেতে॥
গলার হারে কি আর শোভা আছে
যার শোভা তার সঙ্গে গেছে গো
এখন কৃষ্ণনামের মালা গেঁথে
দে না আমার গলেতে॥
আর বিশাখা নে হাতের বালা
চম্পকা নে গলার মালা গো
সুচিত্রা নে কানের পাশা
আশা নাই আর বাঁচিতে॥
প্রাণের বন্ধু যদি আসে দেশে
বলিস তোরা বন্ধুর কাছে গো
রাই কৃষ্ণ শোকে প্রাণ ত্যজিছে
যমুনার জলেতে॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৬৭: ওরে বন্ধুরে মনের কথা কইবার

ওরে বন্ধুরে মনের কথা কইবার
ওরে বন্ধুরে
মনের কথা কইবার আগে
আঁখি ঝইরা যায়।
আমার মত ব্যথা লইয়া

পাষাণ ভাঙ্গি যে হায়॥
আশা দিয়া ঘর বান্ধিনু
সোনার বালুর চরে
তুমি না আইলারে বন্ধু
ঘর যে নিল ঝড়ে রে বন্ধু
ঘসিয়া ঘসিয়া জ্বলে দুঃখেরি অনল
মোর পরাণ জ্বালায়।

সূচী

ভাটিয়ালী-৬৮: এমন প্রেমের নদীতে সই গো

এমন প্রেমের নদীতে সই গো ডুব দিলাম না।
নদীর কুলে কুলে বেড়াই পাইনা তো ঘাটের ঠিকানা।
নিত্য ঘাটে আসি বসি জলের ছায়ায় ঐরূপ দেখি গো
জলে নামি নামি নামি করি মরণ ভয়ে নামি না॥
জলে পদ্ম, স্থলে পদ্ম, পদ্মে কত মধু আছে গো
কালো ভ্রমর জানে মধুর মর্ম, গোবরা পোকা জানে না॥
চন্ডীদাস আর রজকিনী তারা প্রেমের শিরোমণি গো
তারা এক মরণে দুইজন মরে এমন মরে কয়জনা॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৬৯: আমি যে গহীন গাঙের নাইয়া

আমি যে গহীন গাঙের নাইয়া
সাঁঝের বেলায় নাও বাইয়া যাই   আপন মনে চাইয়া॥
ভাটির টানে বইয়া চলি   ভাইটালি সুরে গাইয়া
দূর দ্যাশে ভাই পাড়ি দিচ্ছি   আমার বধুর লাইগ্যা॥
পূবালী বাতাসে আমার   নাওয়ের বাদাম ওড়ে
চান্দের আলোয় গাঙের পানি   ঠিকরাইয়া পড়ে।
ভাটির টানে বাইয়া চলি   বৈঠা ফেলিয়া॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৭০: চিকণ গোয়ালিনী রসের বিনোদিনী

চিকণ গোয়ালিনী   রসের বিনোদিনী
এই রূপ যৌবন তোমার   জোয়ারের পানি॥
নিত্যি নিত্যি যাও গো রাধে   আমারে ভাড়াইয়া
আজি খেয়ার কড়ি লইব   নৌকাতে বসাইয়া॥
সকলেরে পার করিতে   লইব আনা আনা
তোমারে পার করিতে গেলে   লইব কানের সোনা॥
তুমি যে গোয়ালের কন্যা   তোমায় আমি জানি
মথুরাতে বেচ দধি   মিশাইয়া পানি॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৭১: আমার দিন তো গেলো সইন্ধ্যা

আমার দিন তো গেলো সইন্ধ্যা হইলো   ওরে পাগল মন
ও তুই বোবার মত রইলি বইস্যা   সারাটি জীবন।
ও তোর ঘরের মানিক নিলো চোরে   ডুইব্যা রইলি ঘুমের ঘোরে
কি হারাইলি নয়ন খুইল্যা   দেখলি না তখন॥
এখনো সময় আছে   খোদার কাছে তুইল্যা দুইটা হাত
বলো দয়া করো আল্লা   আমার সকল ইমান থাক॥
দেখবি রে মন খোদার নামে   আসান পাবি সকল কামে
বলো মুখে আল্লাতালার   নামটি সারাক্ষণ॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৭২: ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন নিজ মহিমাতে

ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন নিজ মহিমাতে
মুক্তিদাতা ত্রাণকর্তা তিনি এ জগতে।
আছে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল যার
সমুদায় তার অধিকার
        সমুদ্র কি শুষ্কভূমি পবন বৃষ্টি ঝড়॥
আছে হস্তি ঘোড়া ছাগল ভেড়া
সিংহ মহিষ গণ্ডার
আছে কেদো বাঘ ভালুক শৃগাল
        খরা হরিণ কাঠবিড়াল।

আছে মাছরাঙা বক কালোপেঁচা
কপোত ঘুঘু হাঁড়িচাঁচা
কাক কোকিল ময়না টিয়া
চখা চখি কাদাখোঁচা॥
আছে বাবুই চাতক ময়না ময়ূর
তোতা হরিয়াল নাককাটি
নরুণঠুকি কাঠঠোকরা
বাজ বৌরী হাঁস পানকৌড়ি।
আছে জলচর খেচর ভূচর
কীট পতঙ্গ বিশ্বময়
আছে চিল শকুন মুর্গী কৈতর
ইঁদুর বাঁদর-নর।
ছোপাত কয় সমুদয় ঈশ্বরের হাতে
ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন নিজ মহিমাতে॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৭৩: তরী বাইও সুজন নাইয়া

তরী বাইও সুজন নাইয়া
তুমি যাও না তরী বাইয়া
ছয়জনায় ছয় দিকে টানে
ছয় দিকে বসিয়া রে॥
আকাঠা কদম্বের নৌকা
জল উঠে বাইন চুয়াইয়া
তুমি ধীরে ধীরে বাইও তরী
নদীর কিনার ভিড়াইয়া রে॥
লাভ করিতে আইলাম ভবে
ষোলো আনা লইয়া
আমি লাভে মূলে সব হারাইলাম
কামিনীর কূল পাইয়া রে॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৭৪: লিলুয়া বাতাসে রে প্রাণ

লিলুয়া বাতাসে রে প্রাণ না জুড়ায় না জুড়ায় রে॥
মানা করি দক্ষিণ হাওয়া লাগিস্ না মোর গায়
যার প্রেমে পোড়া অঙ্গ তারে প্রাণে চায় রে॥
মনে করি শান্তি পাবো শুইয়া বিছানায়
দুই চক্ষু মুদিলে ঘরে কে বা গুণগুণায় রে॥
সুনামগঞ্জের মানুষ আমি জানে সব জনায়
কি বা দোষ পাইয়া বন্ধে কুনাম রটায় রে।
মীরাজ আলী কেন্দে বলে বসে নিরালায়
ব্রজে যেন প্রাণবন্ধু আসে পুনরায় রে॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৭৫: বদর বদর বদর বইলা মাঝি

বদর বদর বদর বইলা মাঝি
নাও খানা দাও ছাড়ি
অকূল দরিয়ায় দিমু পাড়ি॥
শোনো মাগো ও বনবিবি অধম তোর ছাওয়ালে
গত বছর পুতেরে মোর বাঘে খাওয়াইলে
এই বছরে ভালোয় ভালোয় ফিরতে যেন পারি॥
হেই, নাও খোলো মাঝি ভাই গুণে গুণে যাওয়া চাই
দড়াদড়ি কইর‍্যা তাড়াতাড়ি নাও ছাড়ো ভাই
ভরা পানি হাতছানি বাই চলো গুণ টানি
বাই চলো গুণ টানি বাই চলো যাই॥
বরাত যদি সঙ্গে থাকে শোনো মাঝি মিঞা
বিবির বরে পদ্ম মধু ফিরবো সাথে নিয়া
সকল মাঝি মাল্লা ফিরবো নাওখানারে ভরি
অকুল দরিয়ায় দিমু পাড়ি॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৭৬: মন মাঝি তোর বৈঠা নে

মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে

আমি আর বাইতে পারলাম না

আমি জনম ভইরা বাইলাম বৈঠা রে

তরী ভাইট্টায় বয় আর উজায় না॥

ওরে জঙ্গি রসি যতই কষি

ওরে হাইলে রে জল মানে না

আমি আর বাইতে পারলাম না॥

নায়ের তলী খসা গোড়া ভাঙ্গা রে

নায় তে গাব গয়নি মানে না।

আমি আর বাইতে পারলাম না॥

অন্য রূপ

মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি আর বাইতে পারলাম না

নৌকা ভাটই সয় আর উজয় না †
সারা জনম বাইলাম বৈঠা রে †
তবু তোর মনের নাগাল পাইলাম না
(ও তোর মনের নাগাল পাইলাম না)
আমি আর বাইতে পারলাম না॥

ভাঙা দাঁড় আর ছেঁড়া দড়ি রে
নৌকার হালে(র) জল আর মানে না
অকূল বেলায় ছাড়লাম পাড়ি রে ††
(ও) নদীর কূল কিনারা পাইলাম না ††
আমি আর বাইতে পারলাম না॥

সুত্র :
১। গোল্ডেন আওয়ার : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সারেগামা।
ছবি : নবজন্ম, কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার,
সুর : নচিকেতা ঘোষ
২। মাটির গান : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সারেগামা।
ছবি : বড় মা , কথা : প্রণব রায়,
সুর : পবিত্র চট্টোপাধ্যায়)

† হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গানে এই দুটি লাইন নেই

†† হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গানে এই দুটি লাইন এই ভাবে বিন্যস্ত

অপার বেলায় ছাড়লাম পাড়ি রে

ও নদীর কূল কিনারা পাইলাম না
(ও গাঙের কূল কিনারা পাইলাম না)

সূচী

ভাটিয়ালী-৭৭: ছোড ছোড ঢেউ তুলি পানিত্

ছোড ছোড ঢেউ তুলি পানিত্
ছোড ছোড ঢেউ তুলি
লুসাই পাহাড় উত্তুন লামিয়ারে
যারগৈ কর্ণফুলি॥
এ কূলো দি শহর বন্দর নগর কত আছে
আর এক কূলত্ সবুজ রোয়ার মাথত্
সুনালী ধান হাসে
গাছের তলাত্ মল্কা বানুর গান
গুরা পোয়া গায় পরান খুলি॥
কত না গিরস্তের বউ ঝি পানি নিতো যায়
কত পাখি গাছের আগত্ বই
কত গন্ হুনায়
হাল্দা ফাডা গন্ হুনাইয়া রে
সম্পান যার গৈ পাল তুলি॥
পাহাড়ী কন্ সুন্দরী মাইয়া ধেউয়ের পানিত্ যাই
সেয়ান করি উডি দেখের্
কানর ফুল তার নাই
যেই দিন কানর ফুল হাঁজাইয়ে
হেই দিন উত্তুন নাম কর্ণফুলি॥

দ্র:উত্তুন: থেকে; যার গৈ: যাচ্ছে এ কূলো দি: এ কূল দিয়ে;
মালল্কা বানু: এক নায়িকার নাম;
গুরা পোয়া: ছোট ছেলে (ওড়িয়াতে গোটি পুয়);
হাল্দা ফাডা: চট্টগ্রামের গান; ফুল হাঁজাইয়ে: কানের ফুল হারিয়ে;
গন্ হুনায়: গান শোনায়; সেয়ান করি: চান করি;

সূচী

ভাটিয়ালী-৭৮: আমি কেমনে রাখিবো গো শ্যামের

আমি কেমনে রাখিবো গো শ্যামের পিরীতি
আমি নাহি জানি কাকুতি মিনতি গো,
শ্যামের পিরীতি॥
যখন ফুলে মালা গাঁথি
আসা যাওয়া নিতি নিতি গো
শ্যাম দেখা দিয়া নিভায় প্রেমের বাতি গো
শ্যামের পিরীতি॥
যখন ফুলের মধু ছিলো
কত ভ্রমর আইলো গেলো গো
ফুলের মধু খাইয়া ভ্রমর যায় উড়িয়া গো
শ্যামের পিরীতি॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৭৯: নয়ন ভুলিয়া রইলো

নয়ন ভুলিয়া রইলো
গৌরাঙ্গ রূপে প্রাণ নিলো গো নিলো
নিলো গো নিলো
ও প্রাণ নিলো গো নিলো॥
যে ঘাটে জল ভরতে আইলাম
সে ঘাটে গৌরাঙ্গ গো আইলো
লোকের মুখে কলঙ্কিনী
আমায় বানাইলো
ও প্রাণ নিলো গো নিলো॥
মন প্রাণ কুলমান
সকলি গৌরাঙ্গে গো নিলো
বিজলী চটকে রূপ
আমায় দেখাইলো
ও প্রাণ নিলো গো নিলো॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৮০: উপায় কি সখি তোরা বলে

উপায় কি সখি তোরা বলে দে আমায়
কুঞ্জেতে না এলো শ্যামরায়।
তোরা বলে দে আমায়॥
কোটি কোটি জন্মান্তরে
না জানি আইলাম কি করে
বন্ধে মোরে
সেই জন্যে কান্দায়।
থাকতো যদি ভক্তির ডোরী
রাখতাম চরণ বন্ধন করি
তবে কি আর বংশীধারী
একা ফেলে যায়॥
তোরা বলে দে আমায়॥
আইজ আসবে কাইল আসবে বলে
সাজাই কুঞ্জ নানা ফুলে
প্রভাত কালে
ভাসাই যমুনায়।
বিফল হইলো সকল আসা
শ্যাম আসিবার নাই রে আশা
কেন বিধি করে নিরাশা
এই জনমের দায়॥
তোরা বলে দে আমায়॥
মনে লয় কাটারি দিয়া
কপালখানি বিদারিয়া
দেখি কি লিখিল বিধাতায়
শ্যাম পীরিতের এমনি ধারা
সেই প্রেমে মজিলে তোরা
পঞ্চানন কয় হইলাম সারা
এই জনমের দায়॥
তোরা বলে দে আমায়॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৮১: চিন্তা রোগের ঔষধ কিছু

চিন্তা রোগের ঔষধ কিছু
আছে নি সংসারে রে সখি
তোরা বলে দে আমারে॥
প্রভাতে নিশীথে চিন্তা চিন্তা দ্বিপ্রহরে
হায়গো, চিন্তারে ছাড়িলে আমায়
চিন্তায় তো না ছাড়ে গো সখি
তোরা বলে দে আমারে॥
চিন্তা হইতে চিতা ভালো চিতায় মরা মানুষ পোড়ে
হায় গো, জীয়ন্তে জ্বালাইয়া মারে
চিন্তায় যারে ধরে গো সখি
তোরা বলে দে আমারে॥
শরৎ বলে চিন্তা ছাড়া কেহ নাই সংসারে
যারে চিন্তিলে যায় ভব চিন্তা
তুমি চিন্তা করো তারে গো সখি
তোরা বলে দে আমারে॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৮২: নিরিখ বান্ধো রে দুই নয়নে

নিরিখ বান্ধো রে দুই নয়নে
ভুইলো না মন তারে
ঐ নাম ভুল করিলে যাবি মারা
পড়বি রে বিষম ফেরে॥
আগে নিজেকে চেনো
তোমার গুরুকে মানো
দেহ পাশ করে আনো
সে যে সই মোহরের নকল গুরু দিবেন
তোমায় দয়া করে॥
প্রেমের গাছে একটি ফল
রসে করে টলমল
কত ভ্রমর হয় পাগল
সে ফল গুরু এনে শিষ্যকে দিলে
অমর হয় রে সংসারে॥

ফকির কালুশা তাই কয়
ও মন বলি যে তোমায়
সেই প্রেম সামান্য তো নয়
সেই মানুষের লাগিয়া রে মানুষ
জঙ্গলে বাস করে॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৮৩: মন মাঝি তোর জীর্ণ তরী

মন মাঝি তোর জীর্ণ তরী
কিনারা ভিড়াইয়া ধর্।
নায়ের মাঝি ষোলো জন
তারা কেউ তো নয় আপন
দাড়ে বৈঠায় ছয়জন বইছে
গুণ টানে নয় জন।
আর এক মাঝি
ডাক দিয়া বলে রে
নায়ের হাইল্ কাঁটা ঘুরাইয়া ধর্॥
নায়ের বাইন ছুটিলো
নায়ের জাকন মরিলো
ভয় পাইয়া মাঝি মাল্লা
পলাইয়া গেলো
সুরুজ রে তুই অন্তিম কালে রে
মন তুই রাধার নামে বাদাম ধর্॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৮৪: শুন রে সুবল ভাই

শুন রে সুবল ভাই
আমর দুঃখের সীমা নাই
যার কারণে রাত্রদিনে
নয়নে নিদ্রা নাই॥
সুবল রে

পুড়িলো পুড়িলো দেহ
পুইড়া হইলো ছাইরে, সুবল
জল দিলে নিভে না অনল
কি দিয়া নিভাই রে
        নয়নে নিদ্রা নাই॥
সুবল রে
মাতা ছাড়িলাম পিতা ছাড়িলাম
ছাড়লাম গুণের ভাই রে, সুবল
বাড়ী ছাড়লাম ঘর ছাড়লাম
দেশ বিদেশ ঘুরাই রে
        নয়নে নিদ্রা নাই॥
সুবল রে
রাধা আমার প্রেমের গুরু
আমি তার কানাইরে, সুবল
না জাইনে পিরীতি কইরে
কত কষ্ট পাই রে
        নয়নে নিদ্রা নাই॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৮৫: তারে চিনলি নারে মনা

তারে চিনলি নারে মনা
তারে বুঝলি না রে মনা
আছে দেশ অতি গরম
লোহা দিলে হয় রে নরম
অগ্নিকুণ্ডে জ্বলছে বাতি
        কাঠখড়ি লাগে না॥
চিতায় যেমন মরা পোড়ে
সবার আছে জানা
কোন চিতাতে জ্যান্তে পোড়া
        মরা মাইনষের ধার ধারে না॥
সেই দেশের এক যুবতী
ইশারায় করে ডাকাতি

হুঙ্কারে সে রাক্ষসিনী
মানুষ ছাড়া কিছু খায় না॥
সেই দেশে গেলেরে মন
তবিল্ ছাড়া কেউ যেও না॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৮৬: ডুবলো রে তরঙ্গে জাহাজ

ডুবলো রে তরঙ্গে জাহাজ
ভব নদীর কালো জলে
এমন বান্ধব কে আর আছে
ঐ সে চরে টেনে তোলে॥
কালো জলে উঠলো লহরী
দূরবীন ধরে পথ দেখি না উপায় কি করি
পাপ জলে ভিজিলো কয়লা
টিপ্ জ্বলে না দমের কলে॥
সে জাহাজে সারেঙ হয় মনা
খালাসী তার ষোলোজনা
তারা কেউ নয় আপনা
ছয়জনে ছয় দিকে টানে
অর্ধেক জাহাজ জলের তলে॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৮৭: আসল কোঠায় তালা না লাগাইয়া

আসল কোঠায় তালা না লাগাইয়া
রে পাগল মন দালান কোঠায় রইয়াছো ঘুমাইয়া।
মনরে যত করো আমার আমার কেউ তো কারো নয়
পথিকে পথিকে যেমন পথের পরিচয়
ওরে সুন্দর কামিনী পাইয়া রইয়াছো ভুলিয়া
যমদূতে নিবে তোরে মাথায় বাড়ি দিয়া॥
মনরে কে বা কার কার বা কে কার লাগিয়া কান্দো
সময় থাকতে আগেভাগে নিজের সম্বল বান্ধো
কি বলিয়া আইছো রে মন গেলায় কি করিয়া
দেখতে দেখতে গেলো বেলা সারাদিন ফুরাইয়া॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৮৮: বড় ভুল করেছি মূলে

বড় ভুল করেছি মূলে
গুরু আমায় যে ধন দিলো
সব হারালাম অকূল জলে॥
না জেনে ঢাকার সন্ধান
ঢাকাতে দিলাম দোকান
না জানি তার আদান প্রদান
সব নিলো মোর লুটে॥
ছয়জন রাখলাম কর্মচারী
ঢাকারই কারবারে
কামকে দিলাম মাতব্বরী
সব গেলো মোর গোলমালে॥
ঢাকেশ্বরীর পূজা করো
মন বিল্বদলে
যত্ন করে ডাকলে তারে
ঢাকেশ্বরী নেবে কোলো॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৮৯: লোকে মন্দ বলে রে

লোকে মন্দ বলে রে
ঐ না ঘাটে গেলে রে
রূপের পাগল হইলাম রে
জলের ঘাটে গিয়া
কালিয়ার এই কালো রূপ
যার পানে যায় চাইয়ারে, সখি
রূপের পাগল হইলাম রে
জলের ঘাটে গিয়া॥
সই গো সই
তোরা সবে যাও গো গৃহে
ভরা কলসী লইয়া সখি
বাড়ীত্ গিয়া কইও খবর
কুম্ভীরে যায় লইয়া রে॥
সই গো সই
রূপ দেখিয়া হইলাম কানা
প্রাণবন্ধুর লাগিয়া, সখি
শুধু দেহ থুইয়া নিলো বন্ধে
পরান কাড়িয়া রে॥
অধীন শ্যামচাঁদ বলে
ভাবিয়া চিন্তিয়া, সখি
পিরিত কইরা সুখ হইলো না
কালিয়ার লাগিয়া রে॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৯০: যার মনে লাইগ্যাছে যারে

যার মনে লাইগ্যাছে যারে
তারেই ভজুক তারা গো সই
তারেই ভজুক তারা
আমর লাইগ্যাছে কেবল
নন্দের চিকন কালা গো সই
নন্দের চিকন কালা॥
সবাই বলে কালা কালা

কালা আমার সোনা গো
কালাই আমার নাকের বেসর
        গলার মোহন মালা গো সই
গলার মোহন মালা ॥
হোক না সে শঠ্ লম্পট
আমার চক্ষে ভালা গো
আমার চক্ষু দিয়া তোরা
        দেখছো নি সই তারে গো সই
দেখছো নি সই তারে ॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৯১: আমায় নিয়ে ব্রজে চলো ভাই

আমায় নিয়ে ব্রজে চলো ভাই রে নিতাই
আমি বহুদিন হয় ব্রজ ছাড়া
        আমার প্রাণে শান্তি নাই রে ॥
না জানি কোন অপরাধে
আমাকে রেইখেছো বেঁধে
আমার মনে লয় তাই পাখী হইয়া
        উইড়ে যদি যাই রে ॥
পরান বাঁধা যার যেখানে
যা চায় সে তারই টানে
আমি রাধার কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া
        প্রাণ জুড়াইতে চাই রে ॥
শ্রীরাধার বিরহানলে
সদা আমার অঙ্গ জ্বলে
লোকে আমায় পাগল বলে
        মরমী কেউ নাই রে ॥
মনের কথা মনেই জাগে
কইবো তাহারে আগে
গিরীন্দ্র কয় অন্তে যদি
        যুগল চরণ পাই রে ॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৯২: উজান দেশের মাঝি রে ভাই-ধন

উজান দেশের মাঝি রে ভাই-ধন
ভাটির দেশে যাও
বাজানেরে কইও খবর
দেখা যদি পাও ॥
নন্দের চোখে বিষ হইয়াছি
শাশুড়ীর চোখে শাল
ডাইনের কপাল বাঁয়ে গেছে
আমার দুস্কের কাল ॥
আমার কেন্দে কেন্দে জনম গেল
পন্থের পানে চাইয়া ॥
এই না গাঙে দিয়া রে মাঝি
এই না গাঙে দিয়া
কত নায়ও আসে ও যায়
আমি থাকি চাইয়া ॥
এবার যদি না নেয় নাইওর
নায়ে ছইয়া দিয়া
কয়দিন বাদে আইবার কইও
বাঁশের পালঙ লইয়া
আমি নাইওর যাবার সাধ মিটাব
বিষের বড় খাইয়া ॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৯৩: মাঝি নাও লাগাও কূলে

মাঝি নাও লাগাও কূলে
তোমার সনে করব পিরিত
তোমার দোন জালে
মাঝি নাও লাগাও কূলে ॥
অ মাঝি রে –

আমার বাড়িত্ যাইতে রে মাঝি ভাই
আঁড়ু আঁড়ু পানি
জল গামছা ভিজিয়া গেলে
ধুতি দিয়ম আমি॥
অ মাঝি রে –
আমার বাড়িত্ গেলে রে মাঝি
বসতে দিব পেড়া
জলপান যে করিতে দিব
চিকন ধানের চুড়া।
চিকন ধানের চুড়া নয় রে
বিনি ধানের খই
মদন পুরই গা গারাইং কেলা
গোয়াল পাইড়গা দই॥
মাঝি নাও লাগাও কূলে॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৯৪: ও রে সুজন নাইয়া

ও রে সুজন নাইয়া –
কোন বা কন্যার দেশে যাও রে
চান্দের ডিঙি বাইয়া॥
লক্ষ টাকার মানিক জ্বলে
কার চাহনির মানিক জ্বলে
আবছা মেঘের পত্রখানি
কে দিল পাঠাইয়া॥
কোন সে কন্যার দীর্ঘ নিঃশ্বাস
আইল বাউরী নায়ে
চোখের জলে তোমার নামটি
লেখে এ মোর গায়ে॥
নদীর জলে আর সে কি হায়
কোন সে প্রিয় ডেকে তোমায়
সাঁঝের পিদীম ভাটায় জ্বালে
কে তোমারে চাইয়া॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৯৫: হায় রে বন্ধু নাই রে

হায় রে বন্ধু নাই রে দেশে
পত্র লইয়া যাওরে কোকিল আমার বন্ধুর উদ্দেশে॥
আঙ্গুল কাটিয়া কলম বানাইলাম রে
নয়নের জল কালি
কলেজা ফাঁড়িয়া লিখন লিখিয়া
পাঠাইলাম বন্ধুর বাড়ি॥
আমার বন্ধু চৈলে গেছে বৈদেশ নগরে
মাসে মাসে দিতাম চিঠি, কইয়া গেছে মোরে॥
আমার বন্ধু বসত করে নিদয়ারই ঘরে
সেই বন্ধুর কারণে আমার পরাণ কাইন্দ্যা মরে॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৯৬: গেল আসি বলে

গেল আসি বলে
এতকালে এল না সে পথ ভুলে॥
দিবানিশি ভাসি আমি রে
তার তরে নয়ন-জলে
ভাল জেনে ভাল বেসেছিলাম
জানি এমন বলে॥
কাঁদতে কি আমায় দেবে
কঠিন পাষাণ না হলে
আমি সুধা ভ্রমে খেয়েছি বিষ
মরি তাই জ্বালায় জ্বলে॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৯৭: যার তার সনে প্রেম কইরো

যার তার সনে প্রেম কইরো না তো সখী
না হইলে এক মন
প্রেম করিয়া করিও ওজন॥
প্রেম করা মানুষ মারা
জাতি সাপের ল্যাজে ধরা
উলটিয়া ছোবল দিলে গো সখী
বাঁচবে না জীবন॥
প্রেম করিয়া করিও ওজন॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৯৮: ও কোকিলা রে

ও কোকিলা রে
আমার নিভানো আগুন জ্বলে মোর স্বরে॥
দেখলে তোর রূপের কিরণ
মনে পড়ে বন্ধুর বরণ
আমার দুটো মনের কথা শোন, কোকিলা রে॥
পড়লে নয়ন কাল রূপে
পরান আমার উঠে ক্ষেপে
আমার এ ব্যথা কি বুঝবে অপরে॥

সূচী

ভাটিয়ালী-৯৯: আরে ও কলসী কাঁখের নারী

আরে ও কলসী কাঁখের নারী
সোনার যয়বন হাইল্যা পড়ে বদন-ভিজা শাড়ি॥
একা কেনে আইলে রে ঘাটে নবীন কিশোরী
যদি কোন সদাগরে তোমায় করে চুরি॥
কেমন তোমার মাতা-পিতা, কেমন তোমার হিয়া
তোমারে পাঠাইছে ঘাটে কলসী কাঁখে দিয়া॥
দুপুর বেলা একলা ঘাটে রূপের পসারী
প্রেম-সাগরে ঢেউ তুলিলে কেমনে হাইল ধরি॥
যাও ফিরিয়া রূপের কইন্যা, যাও ফিরিয়া ঘরে
এই দেশে নাই প্রেমের মানুষ তোমায় যতন করে॥

সূচী

ভাটিয়ালী-১০০: বিশখে, শ্যাম শোকেতে আমার এ

বিশখে, শ্যাম শোকেতে আমার এ মরণ
আমার মরণ কেন হয় না নিবারণ॥
মরণের আর নাই রে বাকি
কাছে আয় গো প্রাণ-সখী
আমার কর্ণমূলে শোনাও কৃষ্ণনাম॥
আমি মইলে এই করিও
না পোড়াইও, না ভাসাইও
আমায় বাইন্ধ্যা রাইখো তমালের ডালে॥
ভাইবে রাধারমণ বলে
প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে
যেমন তুষেরই অনলের মত জ্বলে॥

কথা: রাধাররমণ
সূচী

ভাটিয়ালী-১০১: আমি কার কাছে কইব মনোদুঃখের

আমি কার কাছে কইব মনোদুঃখের বেদনা
পুরান বাক্সের তালা, নতুন চাবি ঘুরে না
মনে মন মিশাইয়া গো, বন্ধুর মন আর পাইলাম না॥
ফুলতলাতে চাবি লইয়া
প্রান-বন্ধু যায় গো চইল্যা
এখন তালা খুইলবার পারি না॥
ও তালা খুলবার আশে বইস্যা রইলাম গো সখী॥

সূচী

ভাটিয়ালী-১০২: পাখী, তোমার পায়ে ধরি, মিনতি

পাখী, তোমার পায়ে ধরি, মিনতি গো করি —
আর আমায় জ্বালাইও না,
আমার মাথা খাও — জ্বালাইও না।
বউ কথা কও বলে গো ডাইকো না॥
পাখী ডাকে সন্ধ্যাকালে,
আমি সন্ধ্যা দিতে যাই গো ভুলে।
যদি ডাকি নিশি কালে,
আমি কাইন্দ্যা ভিজাই বিছানা॥

সূচী

ভাটিয়ালী-১০৩: আমি কি হেরিলাম জলে গো

আমি কি হেরিলাম জলে গো
নবীন কালিয়া রূপ।
কি হেরিলাম, কি হেরিলাম,
কি হেরিলাম গো॥
কালা ভঙ্গি কইর‌্যা দাঁড়াইয়াছে
চওড়া তমালতলে।
কালা যার পানে চায়,
তারে মারে যুগল নয়নে গো॥
কেহই বলে মেঘই মেঘই,
কেহই বলে কালা।
তোমরা নি দেখ্যাছ সই,
মেঘের গলার মালা গো॥
যদি কালা মেঘ হইতো,
যাইতো রে ঝরিয়া।
তবে কেমনে দেখিতাম রূপ
কদম্ব হেরাইয়া গো॥

সূচী

ভাটিয়ালী-১০৪: সুবল রে প্রাণের সুবল

সুবল রে —
প্রাণের সুবল, রাইকে এনে দেখা॥
ভাই বলি তোরে রে সুবল, দাদা বলি তোরে।
ব্রজেশ্বরী রাইকিশোরী আইন্যা দে আমারে॥
সুবল রে —
হাতে ধইরা দেখরে সুবল আমার গায়ে।
বিনা কাষ্টে জ্বলছে আগুন আমার হৃদয়ে॥
সুবল রে—
তুষের আগুনের মত জ্বলে রে ঘুষিয়া।
জল দিলে না নিভে আগুন, নিবাইতাম কি দিয়া॥

সূচী

ভাটিয়ালী-১০৫: গুরুর ভাব নিয়ে বইসে থাক

গুরুর ভাব নিয়ে বইসে থাক সরল হইয়ে॥
জলে স্থলে অগ্নি দিলে,
বিপদ নাই তার কোন কালে॥
মায় যে জানে পুত্রের বেদন,
অজ্ঞান বালকের কালে।
দয়াল গুরু জানে শিষ্যের বেদন
প্রাণে প্রাণ মিশাতে পারলে॥
পক্ষী করে বৃক্ষের আশা,
বাদুরে ডাল ধরে ঝোলে।
ডাল ছাড়লে পরে পড়বি ফেরে,
না ছাড়লে যাবি তইরে॥

সূচী

ভাটিয়ালী-১০৬: ও পদ্মা নদীরে —

ও পদ্মা নদীরে —
সর্বনাশা পদ্মানদী, তোর কাছে শুধাই
বল আমারে, তোর কিরে আর কূল কিনারা নাই
নদীর কূল কিনারা নাই॥

পারের আশায় তাড়াতাড়ি
সকালবেলা ধরলাম পাড়ি।
আমার দিন যে গেল, সন্ধ্যা হল
তবু না কূল পাই॥
পদ্মা রে, তোর তুফান দেইখা পরাণ কাঁপে ডরে
ফেইলা আমায় মারিস না তোর সর্বনাশা ঝড়ে॥
একে আমার ভাঙ্গা তরী
মাল্লা ছয়জন শল্লা করি
আমার নায়ে দিল কুড়াল মারি,
কেমনে পাড়ে যাই॥

সূচী

ভাটিয়ালী-১০৭: উনুর ঝুনুর বাজে নাও আমার,

উনুর ঝুনুর বাজে নাও আমার,
নিহাইল্যা বাতাসে রে।
মুর্শিদ, রইলাম তোর আশে॥
পশ্চিমে সাজিল ম্যাঘ রে,
দ্যাওয়ায় দিল রে ডাক।
আমার ছিঁড়িল হাইলের পানস
নৌকায় খাইল পাক॥
ও রে মুর্শিদ, রইলাম তোর আশে॥
আগা বয়া ওঠে ঢেউ রে,
পাছা বায়্যা রে যায়।
আমার হির্‌য়ালাল মানিক্যের বারা
সোতে ভাইসা যায় রে॥
মুর্শিদ, রইলাম তোর আশে॥

সূচী

ভাটিয়ালী-১০৮: কোথায় রইলে প্রাণ বন্ধু, দেখা

কোথায় রইলে প্রাণ বন্ধু, দেখা দেও আমায়।
কত যুগ গেল বন্ধু, না পাইলাম তোমায়॥
বন্ধুরে, দেখা দেও আমায়॥
বন্ধু রে, মাছের মত ডুব্‌ব্যা রইলাম তোমারি আশায়
সে আশা নিরাশা হইল বন্ধু, তুমি রহিলে কোথায়।
বন্ধু রে, দেখা দেও আমায়॥
বন্ধু রে, আমারে ভাসাইলে তুমি নয়নের জলে
দিবানিশি পুড়াইলে পিরিতের অনলে।
এ দুঃখু কেউ সইবে না ধরায়।
বন্ধু রে, দেখা দেও আমায়॥

সূচী

ভাটিয়ালী-১০৯: কোনখানে যাও বইয়া রে নদী,

কোনখানে যাও বইয়া রে নদী,
কোন খানে যাও বইয়া।
কই থাকিয়া আইলা রে নদী,
কিসের লাগিয়া॥
উজান বাঁকে থাকে রে বন্ধু,
ভাইটাল বাঁকে ঘর।
আইতে যাইতে আপন হইছে,
চোখে দেখার পর॥
সেই না বন্ধু রইছে আপন হইয়া॥
উজান ভাটি সদাই তুমি বন্ধুর দেখা পাও।
যাইও তুমি আমার কথা কইয়া॥

সূচী

ভাটিয়ালী-১১০: বৈদেশী নাইয়া রে

বৈদেশী নাইয়া রে —
তোর কোন দোষে পালাইল রে বেপারী॥
ঘাট হইতে ছাড়লাম নাও,
হারে পবনে ছাড়িল বাও রে।

নায়ের মাস্তুল ভাঙ্গিয়া পড়ল জলে রে॥
যে ঘাটে ভিড়াব নাও,
সেই ঘাটে ডাকাইতের ভয় রে।
ও নায়ের আসল ধন তো লইয়া যাবে চোরে রে॥
পাছের নাইয়া ডাইকা কয়
হারে, মাঝি-মাল্লা হুসার হও রে।
না জানি কি করবে সন্ধ্যাকালে রে॥

সূচী

ভাটিয়ালী-১১১: মনের মানুষ না হইলে মনের

মনের মানুষ না হইলে মনের কথা কইও না।
কথা কইও না, কথার প্যঁচে থাইকো না॥
    পুরুষেরি এমনি ধারা
    চোরের লায়ে সাউধের পারা।
দেখতে দেখি সাউধের মত, কাজে দেখি না।
আপনার তালে তাল না পাইলে রঙ্গে নাইচ না॥
    মাকাল গোটা দেখতে ভাল
    উপরে লাল, ভিতরে কাল।
শিমুল ফুলে ভ্রমর বসে না।
চম্পাফুলে ঝাম্প দিও না, প্রাণ-সজনী গো।
মনের মানুষ না হইলে মনের কথা কইও না॥

সূচী

ভাটিয়ালী-১১২: হিসাব করে দেখলি না মন

হিসাব করে দেখলি না মন
            এই বয়সে কি লাভ কইলে॥
ছিলাম যখন মাতৃকোলে
            গেল রে মন ধূলায় খেলে।
মায়া-রসে ডুবে রইলে
            কাল কাটালে অজ্ঞান ছলে॥
আসল যখন সুখের যৌবন

লাভ হবারই কথা কইলে।
কাম-রসে কামিনীর কোলে
রঙ্গে রঙ্গে কাল কাটালে॥
আসল যখন বৃদ্ধাবস্থা
সাধন-ভজন সবই গেলে।
ভক্তি-স্তুতি দূরে থাকুক
উঠতে বসতে অক্ষম হইলে॥
কত আশা করেছিলাম
তিনকাল গেল বৃথা চলে।
কেবল মাত্র আছে ভরসা
গফুর আমার দয়াল বলে॥

সূচী

ভাটিয়ালী-১১৩: ও গো প্রাণ সই এবার সাধনের

ও গো প্রাণ সই —
এবার সাধনের ঘরের কুল পাইলাম না।
আরে ভেক দিলা কেবল গুরু,
— সাজ দিলা না॥
কত নৌকা আসে যায়,
কত নৌকা মারা যায় গো, প্রাণসই।
কেহর উনা, কেহর দুনা,
— আসলে কেউ বোঝে না॥
কঠিন পাইকা বুলি কয়,
যাহার মনে যাহা লয় গো, প্রাণসই।
রাধার মাধব, রাধার কেশব
— আসলে কেউ বোঝে না॥

সূচী

ভাটিয়ালী-১১৪: জান তরে মৈষে মারবো।

জান তরে মৈষে মারবো।
মৈষান মৈষান বলি রে আমি—
মৈষান কাঁচা সোনা, বন্দের থনে আইলো মইষ
বাড়ীত্ বাইন্দা থুইও রে।
আরে আমার বাড়ী যাইওরে মৈষান
বস্‌তে দিমু রে পীড়ি
আরে জলপান করিতে দিমু রে মৈষান
শাইল ধানের মুড়ি রে।
শাইল ধানের মুড়ি না রে মৈষান,
বিন্নি ধানের খই—-
আরে পেট্ মোটা সবরি কলা রে মৈষান,
গামছাবান্দা দই রে।

সূচী

ভাটিয়ালী-১১৫: ও বাঐ রে, ওরে ঝাঁকে

ও বাঐ রে, ওরে ঝাঁকে ওড় ঝাঁকে রে পড় তারে বল সাড়া
কইও মোর বঁধুয়ার আগে বাঐ, পিরীতি জানমারা, রে বাঐ—
কি জঞ্জাল করলি বনের বাঐ রে।
ওরে বাঐ রে, ওরে নলের আগে নল ফুল, ও ফুল বাঐ, বাঁশের আগে টিয়া,
কইও মোর বঁধুয়ার আগে বাঐ, না যেন করে বিয়া রে বাঐ,
কি জঞ্জাল করলি বনের বাঐ রে।
ও বাঐ রে, ওরে যখনে করিলাম প্রেম, বাঐ, তুমি আমি জানি,
ওরে এখন কেন সে সব কথা, বাঐ, লোকের মুখে শুনি রে—
কি জঞ্জাল করলি বনের বাঐ রে।
ও বাঐ রে, যেখানে করিলাম প্রেম, বাঐ, শানবাঁধা ঘাটে,
ঐ যে আকাশের চন্দ্র যেমুন তুইলা দিলা হাতে, রে বাঐ—
কি জঞ্জাল করলি বনের বাঐ রে।
ও বাঐ রে, হায় রে, ওপারে বুনিলাম ধান বাঐ, টিয়ায় কাইটা খাইল
ঐ যে কইও মোর বঁধুয়ার আগে যৌবন বইয়া গেল রে
কি জঞ্জাল করলি বনের বাঐ রে।
ও বাঐ রে, ওপারে কদমের গাছ, বাঐ, বায়ে হালে আগা
ওরে শিশুকালে কইরা প্রেম, বাঐ, যৌবন কালো দাগা
কি জঞ্জাল করলি বনের বাঐ রে।

বাঞঃ বাবুই পাখী
সূচী

ভাটিয়ালী-১১৬: আমার মনের মানুষ, প্রাণ সই

আমার মনের মানুষ, প্রাণ সই গো, পাই গো কোথা গেলে
আমি যাব সেই দেশে যে দেশে মানুষ মিলে।
যদি মনের মানুষ পেতেম
তারে হৃদ-মাঝারে বসাইতেম অতি যতন কৈরে
আমি মনসূতে মালা গেঁথে দিতেম তাহার গলে।
ভেবেছিলেম মনে মনে
সে যাবে না আমায় ছেড়ে, তারে আপন বইলে
সে যে ফাঁকি দিয়ে গেল চলে
এই কি মোর ছিল কপালে।

সূচী

ভাটিয়ালী-১১৭: আমা দিয়ে হবে না নাগর,

আমা দিয়ে হবে না নাগর, ঠিক ধরিয়ে বসেছি
ভাব না জেনে ভাবে মজে, হুজুকেতে মজেছি।
প্রেমের বাজার দেখ্‌তে ভাল
আমার ভাগ্যে না হইল
কত এল কত গেল, বসে বসে দেখ্‌তেছি।
বড় কইরে ছিলাম আশা
পূরাইব মনের আশা
যেমন তাল গাছে বাবুইর বাসা, মেঘের জলে ভিজতেছি।
বামন হইয়ে চান ধরা
আমার তেমনি প্রাম করা
মৃগী যেমন তৃষ্ণাতুরা মরুভুমে ঘুর্‌তেছি।

সূচী

ভাটিয়ালী-১১৮: মন না জেনে দিস্‌না নয়ন

মন না জেনে দিস্‌না নয়ন করি গো মানা
নয়ন দিলে যাবে জন্মের মতন গো, আর ত তারে পাবি না।
তোরা নয়ন দে গিয়ে তারে
জান্‌তে পার্‌বি দুই দিন পরে, কেমন ঘটনা
শেষে ঘরের বাহির হতে হবে গো, তবু তারে পাবি না।
নেওয়ার বেলা কত সন্ধি
নিয়ে করে কপাট বন্ধি, কেমন ঘটনা
ওর মত ভুলাইনে সন্ধি গো, জগতে কেউ জানে না।
প্রেম করিলে প্রাণ সজণী
আগে লও তার মরম জানি, নইলে হবে না
না জানিয়ে প্রেম করিলে গো, শেষে হবে যন্ত্রণা।
রাধায় বলে প্রাণ সজনী
সে যে মনোচোরার শিরোমণি, ভাবে যায় জানা
দেখ্‌তে ভাল, কথায় ভাল গো
ও তায় স্বভাব কিন্তু ভাল না।

সূচী

ভাটিয়ালী-১১৯: জাউলার মাথায় জালের বোঝা গো,

জাউলার মাথায় জালের বোঝা গো, আমার মাথায় গো ডালি
কেমনে যাইব আমি গো, হলক জাউলার বাড়ী?
আমার নসিবে ছিল।
বাইট্‌কামারি হলক জাউলা রে, বোয়ালমারি রে নাও
তোমরানি দেইখাছ রে আমার হলক জাউলার নাও
আমার নসিবে ছিল।
সাত ভাইএর বইন্‌ আমি রে পরমা সুন্দরী
বড় বউয়ে দিল ডালি রে আমার জলুয়া ভাতারী
আমার নসিবে ছিল।
ফুল তুলিতে গেলাম আমি গো ফুল বাগিচার মাঝে
সেখানে টলিল নসিব রে হলক জাউলার সাথে
আমার নসিবে ছিল।

সূচী

ভাটিয়ালী-১২০: একদিন দেইখাছি যারে, তারে ভোলন

একদিন দেইখাছি যারে, তারে ভোলন না যায় গো
সবাই বলে মেঘ মেঘ, মেঘ নয় গো আভা
তোমরা নি দেইখাছ সই, মেঘের আড়ে জবা গো
একদিন দেইখাছি যারে, তারে ভোলন না যায় গো।
চরণে নূপুর বাজে, হাতে মোহন বাঁশী
(অ) তার গলে শোভে বনমালা, মুখে মৃদু হাসি গো
চূড়ায় ময়ূরের পাখা করে ঝিকিমিকি
তারে মনে বলে প্রাণ সই, একবার দেখে আসি গো
একদিন দেইখাছি যারে, তারে ভোলন না যায় গো।
পিরীতি পিরীতি যতন, পিরীতি গলার হার গো
এমন পিরীতি যে জন করে, সফল জনম তার গো
একদিন দেইখাছি যারে, তারে ভোলন না যায় গো।
আমার নয়ন নিল কালরূপে, মন নিল বাঁশী গো
যারে শুইলে স্বপনে দেখি জাগিয়া না দেখি গো
একদিন দেইখাছি যারে, তারে ভোলন না যায় গো।

সূচী

ভাটিয়ালী-১২১: অরে অ নাগর অবলার দেশে

অরে অ নাগর অবলার দেশে বরিষা রৈয়া যাওরে।
আইল বরিষা ছৈলানি বাইরে
পেকচালা ভাঙ্গিয়া আইলা নাটুয়া গাবর রে।
আইল বরিষা কদম্বের মূলে
কদম্বের রেণু খাইয়া ভোম্‌রায় গুঞ্জরে রে।
আইল বরিষা খাবুর আর খুবুর করে
ঘরে রান্ধিয়া অন্ন কৈ খাইবা বইসা রে।
বরিষা ছয় মাস না যাইও দূরে
কাটারি কাটিয়া ফেলমু মুই নারী তোমারে রে।
মায় ত জিঞ্গাসা করে গ ঝি

বৈদেশী নাগরের সঙ্গে তোর সম্বন্ধ কি।
বৈদেশী না হয়, মা গ, মোর গলার হার
স্বদেশী কাটিয়া দিমু বৈদেশীর পায়।
পঞ্চগাভীর দুধ খায়, অ ননদিনী গ
কড়ার বল নাই তোর ভাইয়ের গায়।
হেলিয়া দুলিয়া পড়ে যেমন গৌরের সুন্ধি বেত
হায় গ রসের ননদিনী।

সূচী

ভাটিয়ালী-১২২: দুখ্খু কইওরে

দুখ্খু কইওরে—
নিঠুরের কাছে, সই, দুখ্খু কইওরে।
সইগো সই, যেই কালে পিরীতি করলাম যমুনার ঘাটে—
ছাড়ুম না, ছাড়ুম না বইলা হাত দিল মাথে রে।
সই গো সই, যখন গো পিরীতি করলাম তুমি আমি জানি।
এখন কেন সে সব কথা লোখের মুখে শুনি রে।
সই গো সই, বট বিরিখের তলে গেলাম ছেওয়া পাইবার আশে।
পাতা ভাইদা রৌদ্ গো লাগে আপন করম দোষে রে।

সূচী

ভাটিয়ালী-১২৩: ওগো উন্মাদিনী

ওগো উন্মাদিনী রাই
প্রেমডোরে বাঁধব তোরে, কাইল সকালে যদি লাগুর পাই।
কি ক্ষেণে জল ভরতে গো আইলা এত সকালে
রূপ দেখিয়ে ভুইলে গো রইলাম, দিলে না মানে।
সজনী তোর হাতে গো ধরি শোন বলি তোরে
এনে দেও মোর প্রাণের গো প্রিয়া মরণের কালে।

সূচী

প্রথম পাতা

বাউল

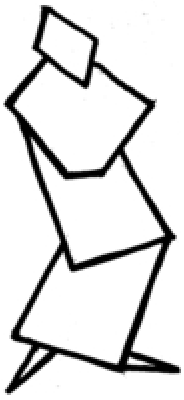

বাউল-১: পরজনমে হোয়ো রাধা - চারটে ভিন্ন রূপ

পরজনমে হোয়ো রাধা,
বনমালী গো
পরজনমে হোয়ো রাধা
কাঁদিও কাঁদিও আমারি মতো
তুমি কাঁদিও
বনমালী
বিরহ কুসুমমালা নিরালায় গাঁথিও
বুকে নিয়ে চিরতর ব্যাথা
পিয়া গো হোয়ো রাধা।
কাঁদিও কাঁদিও আমারি মতো
তুমি কাঁদিও
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম বদনে লিখিও
বুকে নিয়ে চিরতর ব্যাথা
পিয়া গো পরজনমে হোয়ো রাধা।
তোমার ঐ বাঁশীটি
আমার বীণাটি
বনমালী
একই সুরে ছিল সাধা।
তোমার ঐ চরণে
মীরার পরাণে
বনমালী
জনমে জনমে থেকো বাঁধা।
পরজনমে হোয়ো রাধা।

অন্য এক বাউলের গাওয়া

মরমিয়া গো, পরজনমে হোয়ো রাধা।
আমি মরিয়া হইব নন্দের নন্দন
তোমারে সাজাবো রাধা
পরজনমে হোয়ো রাধা।
ধাইয়ো ধাইয়ো আমারি মত তুমি ধাইয়ো
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম বদনে বলিয়ো
বুকেতে লইয়ো দুখের চিতা

পরজনমে হোয়ো রাধা।
ধাইয়ো ধাইয়ো যমুনারই কূলে কূলে ধাইয়ো
বিরহ কুসুমের মালা বিরলে গাঁথিয়ো
না মানিয়ো ননদিনীর বাধা
পরজনমে হোয়ো রাধা   বনমালী গো।
তোমার ঐ বাঁশীটি আমার এই বীণাটি
একই সুরে আছে সাধা
তোমার ঐ চরণে মীরার এই পরানে
জনমে মরণে হইলাম বাঁধা॥
পরজনমে হোয়ো রাধা
বনমালী গো   পরজনমে হোয়ো রাধা।

অন্য আরএক রূপ - এতে মীরার উল্লেখ নেই

পরজনমে আমারি মতো রাধা হোয়ো তুমি প্রিয়॥
সুন্দর বিরহ মনে হবে যেন   শ্যামরাই
        কেন কাঁদে ব্রজবালা॥
কাঁদিও কাঁদিও আমারি মতো   তুমি কাঁদিও
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম বদনে লিখিও
না মানিয়ো ননদিনীর বাধা
পরজনমে হোয়ো রাধা।
বুঝিবে যখন নারীর বেদন   শ্যামরাই
রাধার পরাণে কত ব্যাথা
পরজনমে হোয়ো রাধা॥
কাঁদাইছ শ্যাম তুমি কাঁদিবে তেমনি   শ্যামরাই
কাঁদিব না আমি কঠিন পাষাণ প্রিয়া॥
পরজনমে হোয়ো রাধা॥

অন্য আরও এক রূপ—ভনিতা সহ

বনমালী তুমি পরজনমে হইও রাধা
আমি মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন
        তোমারে বানাব রাধা॥
তুমি আমারি মতন জ্বলিও জ্বলিও
শ্যাম কলঙ্কের হার গলাতে বান্ধিও
তুমি যাইও যমুনার ঘাটে

না মানি ননদির বাঁধা॥

তুমি আমারি মতন কান্দিও কান্দিও
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম বদনে বলিও
তুমি বুঝিবে তখন নারীর বেদন
রাধার প্রাণে কত ব্যথা॥

ভাবিয়া শরৎ কহে কৃষ্ণপদ
প্রেমেরি ডোরে বান্ধিও
তুমি জ্বলিও তখন আমারি মতন
বুকে নিয়ে দুঃখের চিতা॥

সূচী

বাউল-২: মন যদি হয় নড়বড়ে কি

মন যদি হয় নড়বড়ে কি ধন পাবা গেলে সেই পাড়ে
হাড় গরল হও রে সরল বেড়াস না আর দৌড় পাড়ে।
কাছে আছে ধন চেন না রে মন
গয়া গঙ্গা তীর্থ কাশী কেমন মনের ভ্রম
এদেশ ওদেশ কর উদ্দেশ কি পাবে মানুষ ছেড়ে।
করে মানুষ ভজন মানুষ রত্ন ধন
এই মানুষে মানুষ আছে হলে না চেতন
কেউ হয় উদাসী বনবাসী গাছতলায় বাঁধে কুঁড়ে।
কারো অহংকার নৈরাশ হয় না মানুষকে বিশ্বাস
ভারত পুরাণ যত আছে মানুষে প্রকাশ
ফুলবাস বলে মানুষ নইলে পাবে না কিছুই টুঁড়ে।

কথা: ফুলবাসউদ্দীন
সূচী

বাউল-৩ (দেহতত্ব): সেই দেশের কথা রে মন

সেই দেশের কথা রে মন
ভুলে গিয়েছ।
ঊর্ধ্বপদে হেঁটমুণ্ডে যেই দেশেতে
বাস করেছ।

বিন্দু রূপেতে পিতার মস্তকে ছিলে
কাম বশে মাতৃগর্ভে প্রবেশিলে
শুক্র আর শোণিতে মিলে
বর্তুলাকার ধরেছ।
ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোমেতে
পঞ্চমাসে পঞ্চ প্রাণ ভৌতিক দেহেতে
সপ্তম মাসে গুরুর কাছে
মহা মন্ত্র লাভ করেছ।
তখন সূর্য চন্দ্রের না ছিল প্রকাশ
অন্ধকারে জলের নীচে ছিলেরে দশমাস;
ছিল নাভি পদ্মে মাতৃনাড়ী
তাই দিয়ে আহার করেছ।
দীন শরৎ বলে সাধনার ফলে
গর্ভ ঘোর কারাগার হইতে এই দেশে এলে
মিছে মায়ায় ভুলে রইলে
যাবার উপায় কি করেছ॥

দ্র: "উল্টা দেশ" হোলো নারীর গর্ভ
সূচী

বাউল-৪ (দেহতত্ত্ব): এমন উল্টা দেশ বা গুরু

এমন উল্টা দেশ বা গুরু
কোন জাগায় আছে।
ঊর্ধ্বপদে হেঁটমুণ্ডে সেই দেশে লোক
বাস করতেছে।
সেই দেশের যত নদনদী
ঊর্ধ্বদিকে জল স্রোতে বয় নিরবধি
আবার নদীর নীচে আকাশ বায়ু
তাতে মানুষ বাস করতেছে।
সেই দেশে যত লোকের বাস
মুখে আহার করে না কেউ, নাকের নাই নিঃশ্বাস
তারা মলমুত্র ত্যাগ করে না
আহার করে বাঁচতেছে।

দীন শরৎ বলে হইলাম চমৎকার—
চন্দ্র সূর্যের গতি নাই ঘোর অন্ধকার
আবার সেই দেশের লোক অবিরত
এই দেশেতে আসতেছে॥

দ্র: “উল্টা দেশ” হোলো নারীর গর্ভ
সূচী

বাউল-৫ (দেহতত্ব): বল কোন ফুলে শ্রীকৃষ্ণ আছে

বল কোন ফুলে শ্রীকৃষ্ণ আছে
কোন ফুলে শ্রীমতী রাধা
বৃন্দাবনে ফুল ফুটেছে
তিন রঙের নীল জরৎ সাদা॥
সেই ফুল ফুটে বারো বৎসর পরে
মাসে মাসে সে ফুল ঝরে
আমি ফুলের কথা কইব কারে
রসিক বিনে কইতে বাধা॥
এই ফুলেতে রসিক মেতেছে
ফলেতে তাই জীব ভুলেছে
সেই ফুলবনে মধুপানে
মত্ত ব্রজের বলাই দাদা॥
তাই গোঁসাই গুরুচাঁদ ভনে
একটা ফুল ফুটেছে ঐ নিগম ডালে
ফুলের কথা কর্ণে শুনলে
দাস রাধাশ্যামের লাগবে ধাঁদা॥

সূচী

গুরুবাদী বাউল-৬: গুরু তোরে কি ধন দিল

গুরু তোরে কি ধন দিল
চিনলি না মনা।
রাং দিল কি সোনা দিল
পরখ করে দেখলি না।

গুরু দিল তবক সোনা
রাঁগ বলে তুই জ্ঞান করলি না
ওরে দিলকানা,
ও তোর উপাসনা ঠিক না হলে
মিলবে না তোর সেই সোনা।
চণ্ডীদাস আর রজকিনী
তারা প্রেমের শিরোমণি
রাং করে সোনা
তারা এক প্রেমেতে দুইজন মরে
এমন মরে কয় জনা॥

অন্য রূপ

গুরু তোরে কী ধন দিল চিনলি না মন আর
তোরে রাং দিল কি সোনা দিল
ও তুই পরখ কইরে দেখলি না
ও তোরে গুরু তোরে
কি ধন দিল পরখ কইরে দেখলি না।
গুরু দিল খাঁটি সোনা
রাং বইলে তোরে জ্ঞান হইল না
ওরে দিন কানা
ওরে উপাসনা বিনে কি তোর
মিলবে রে রূপ বাসনা।
চন্ডীদাস আর রজকিনী
তারা প্রেমের শিরোমণি
রাং কইরাছে সোনা
তারা এক প্রেমেতে দুইজন মইল
এমন মরে কয়জনা।
গুরু তোরে কী ধন দিল চিনলি না।

সূচী

বাউল-৭: তুমি সর্বগুণাধার পরম ঈশ্বর

তুমি সর্বগুণাধার পরম ঈশ্বর
ভক্তিতে তরাতে প্রভু কেহ নাই আর।
চরণারবিন্দ দাও গো আমায়॥
সত্যযুগে হরি হয়েছিলেন বলি তারি
রামরূপে বনচারী তুমিগো চেতন।
দ্বাপর যুগেতে ঐ ব্রজপুরেতে
বাঁশীর স্বরে ভুলাইলে যত গোপীকায়॥
তাই ষড়ভুজ অঙ্গ হইলে গৌরাঙ্গ
ভাবনিধির ভাব কিছু বোঝা নাহি যায়।
কালিয়া বরন করিগো শরণ
অভয় চরণ দিয়ো খ্যাপারই মাথায়॥

সূচী

বাউল-৮ (গগন হরকরা): আমি কোথায় পাব তারে

আমি কোথায় পাব তারে,
আমার মনের মানুষ যেরে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশ্যে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।
লাগি এই হৃদয় শশী
সদা প্রাণ হয় উদাসী,
পেলে মন হত খুশী,
দেখতাম নয়ন ভরে॥
আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে,
নিভাই অনল কেমন করে,
মরি, হায়, হায়, হায় রে
ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ
কেমন করে দেখনা তোরা হৃদয় চিরে।
দিব তার তুলনা কি
যার প্রেমে জগৎ খুশী,
হেরিলে জুড়ায় আঁখি,
সামান্যে কি দেখতে পারে তারে?
যে দেখেছে সেই মজেছে ছাই দিয়ে সংসারে,

ও সে না জানি কুহক জানে
   অলক্ষে মন চুরি করে
কুলমান সব গেলরে
তবু না পেলাম তারে
বসত্ কোথায় না জেনে ভাই
   গগন মরে,
না জেনে ভাই গগন কেঁদে মরে,
আমার মনের মানুষ যেরে।

একটু আলাদা রূপ

আমি কোথায় পাবো তারে আমার মনের মানুষ যে রে –
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে॥
লাগি সেই হৃদয়শশী সদা প্রাণ হয় উদাসী
পেলে মন হত খুশী দেখতাম নয়ন ভরে॥
আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে নিভাই কেমন করে
মরি হায় হায় রে
ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে
ওরে দেখ না রে তোরা হৃদয় চিরে॥
দিব তার তুলনা কি যার প্রেমে জগৎ সুখী
হেরিলে জুড়ায় আঁখি সামান্যে কি দেখিতে পারে
তারে যে দেখেছে সেই মজেছে ছাই দিয়ে এ সংসারে॥
মরি হায় হায় রে –
ও সে না জানি কি কুহক জানে
অলক্ষে মন চুরি করে
কুল মান সব গেল রে তবু না পেলাম তারে
প্রেমের লেশ নাই অন্তরে –
তাইতে মোরে দেয় না দেখা সে রে॥
ও তার বসত কোথায় না জেনে তায় গগন ভেবে মরে
মরি হায় হায় রে –
ও সে মানুষের উদ্দিশ যদি জানিস কৃপা করে
আমার সুহৃদ হয়ে ব্যথার ব্যথিত হয়ে
আমায় বলে দে রে॥

কথা: গগন হরকরা
সূচী

বাউল-৯: আমি কৃষ্ণ বলে কাঁদব সদাই

আমি কৃষ্ণ বলে কাঁদব সদাই
ভাসব নয়ন জলে।
হরি নাই বা দেখা দিলে॥
কৃষ্ণ নিত্যদাস যে আমি
ভুলি না না ভুলালে
আবার আশ্রয় লয়েছে
রাতুল চরণতলে॥
আমার শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধে নাসা
জয় করেছে কালে
তাই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলে
নাচব বাহুতুলে॥
আমি ভালোবাসবো তোমায়
তুমি না বাসিলে
কহে দাস গৌরাঙ্গ ওহে শ্যামত্রিভঙ্গ
ছাড়লে কি আর চলে॥

সূচী

বাউল-১০: পাগল মন রে, মন কেন এত কথা বলে

পাগল মন রে মন কেন এত কথা বলে
সে যেন কোথায় রয়েছে কতদূরে
মন রে মন কেন এত কথা বলে॥
আমি বা কে
আমার মনটাই বা কে
আজো পারলাম না আমার মনকে বুঝাইতে॥
মনকে বলি মন চল সুপথে
মন যে চায় রঙের ঘোড়া ছুটাইতে।
মন রে মন কেন এত কথা বলে॥
আশি তোলায় সের হলে
চল্লিশ সেরে হয় মণ
মণে মণে মিল না হলে
মিলবে না ওজন।
আজ মন কেন এত কথা বলে॥

সূচী

বাউল-১১: লাল পাহাড়ীর দেশে যা

ও তুই লাল পাহাড়ীর দেশে যা
রাঙা মাটির দেশে যা
হেথাক্ তুকে মানাইছে না রে।
তুকে এক্কেবারে মানাইছে না রে।
লালপাহাড়ীর দেশে যাবি
হাড়িয়ার মাদল পাবি
মেয়ে মরদের আদর পাবি রে।
তুকে এক্কেবারে মানাইছে না রে।
নদীর ধারে শিমুলের ফুল
নানা পাখীর বাসা রে নানা পাখীর বাসা
সকালে ফুল ফুটবে বলে
মনে বড় আশা রে মনে ছিল আশা।
ভাদর মাসে ভাদু পূজো
ভাদু গানের ঘটা রে ভাদু গানের ঘটা
কালো মেয়েটার মন মজেছে

গলায় দেবে মালা রে গলায় দেবে মালা।

মরবি তো মরে যা

এক্কেবারে মরে যা

হেথাক্ তুকে মানাইছে না রে।

তুকে এক্কেবারে মানাইছে না রে।

কথা: অরুণ চক্রবর্তী

সূচী

বাউল-১২: আমি হৃদ্মাঝারে রাখব ছেড়ে দেব না

আমি হৃদ্মাঝারে রাখব ছেড়ে দেব না

ছেড়ে দিলে সোনার গৌর আর পাব না।

তাই ছেড়ে দেব না।

বৃন্দাবনের বংশীধারী আর নদীয়াতে গৌরহরি

তাই তুমি কালোবরন করলে হরণ

ঠাকুর আমার মাখলে কাঁচাসোনা।

তাই ছেড়ে দেব না।

জগাই মাধাই দস্যু ছিল

দরদি তাদের তোমার দয়া হল

ঠাকুর জগৎ ভরে নাম বিলালো

একবার আমায় জানাল না।

তাই ছেড়ে দেব না।

যাব ব্রজের কুলি কুলি

মাখব ব্রজের পদধুলি

আমি নয়নে নয়ন দিয়ে

ওগো সখি আর তো ফিরে চাইব না।

তাই ছেড়ে দেব না।

কেঁদে বলে শচীমাতা, নিমাই আমার গেল কোথা

ওগো বিষ্ণুপ্রিয়ার মনের ব্যাথা

ওগো তার আশাপূর্ণ হল না॥

তাই ছেড়ে দেব না।

সূচী

বৈষ্ণব বাউল-১৩: আমার শ্যাম শুকপাখী গো

আমার শ্যাম শুকপাখী গো
ধইরা দে ধইরা দে।
পাখী শিকল কেটে উড়ে গেল গো
আমায় দিয়ে ফাঁকি গো॥
তারে কত না যতনে পুষিলাম
রাধা রাধা বুলি শিখাইলাম
এখন লয় না সে নাম দেয় না ধরা গো
ফিরায় না সে আঁখি গো॥
পাখীর পিঞ্জিরা বানাইলাম
বুকের পাঞ্জর কাটিয়া
এমন বেইমান পাখী গেল দাগা দিয়া।
সঁপে দিলাম জীবন যৌবন
তবু আমি না পাইলাম তার মন
সখী শ্যাম বিহনে বৃন্দাবনে গো
কি সুখে আর থাকি গো॥

সূচী

বাউল-১৪: মন চল যাই ভ্রমণে

মন চল যাই ভ্রমণে
কৃষ্ণ অনুরাগের বাগানে।
সেথা যাবি প্রাণ জুড়াবি
আনন্দ সমীরণে।
সে বাগানে তিনজনা মালী
একজন উড়ে, একজন সাহেব,
একজন বাঙালী,
তারা সেচ করে লাড়ে চারে
গাছ বাড়ে অতি যতনে।
সে বাগানে নিত্য ফোটে

পাঁচ রকমের ফুল,
সৌরভে প্রাণ আকুল করে
        গৌরবে আকুল।
ওরে আত্মারামের আত্মা ব্যাকুল
        করেছে তার আঘ্রাণে॥

অন্যরূপ

আমার মন চল যাই ভ্রমণে কৃষ্ণ অনুরাগের বাগানে
সেথা গেলে পরে প্রাণ জুড়াবে আনন্দ সম্মিলনে।
সেই বাগানের চারিদিকে বেড়া, আছে গাছ আসমানে খাড়া
সেই বাগানের, ও ভোলার মন, মেলে না গোড়া।
আছে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব পাহারা প্রবেশ করবার সন্ধানে।
সেই বাগানের দুইজনা মালী একজন উড়ে, ও ভোলার মন, একজন বাঙালি
তারা চেঁচে খুঁড়ে নেড়ে চেড়ে গাছ বাড়াচ্ছে যতনে।
সেই বাগানের নিত্য ফোটে পাঁচ ধরনের ফুল
তার সৌরভেতে প্রাণ মুগ্ধ করে, করে গৌরবে আকুল।
হবে আত্মারামের আত্মা ব্যাকুল শোভা করে আঘ্রাণে।
সে বাগানে ফলে মেওয়া ফল, তার কাছে তুচ্ছ চারি ফল
যে পেল সে নিল খেয়ে হল রে পাগল।
হল তার জন্ম সফল কর্ম সফল সে ফলের সেই নাম জানে।
সেই বাগানে আছে সরসী সুধা তুল্য জলরাশি
স্বচ্ছ জলে খেলছে সদা হংস আর হংসি।
কারো কোটি জন্মের পিপাসা যায় বিন্দুমাত্র জল পানে।
সেই বাগানের মনোহর শোভা সাধুর মুখে শুনেছি
        তার নাম দুর্লভা
        সেথা নাইকো নিশি নাইকো দিবা
        প্রভা পায় আপন গুণে।
        গোঁসাই এবার ভাবছে অন্তরে
        বললেন শোনো অনন্ত রে
        কোটি জন্মের বাগান আছে
        সেই পথের অন্তরে।
        তুই যাবি যদি সকাম নদী
        পার হবি বল কেমনে॥

কথা: অনন্ত দাস
সূচী

বাউল-১৫: তোমার পথ ঢ্যাক্যাছে

তোমার পথ ঢ্যাক্যাছে
মন্দিরে মস্‌জিদে,
ও তোর ডাক্‌ শুনে সাঁই, চলতে না পাই,
আমায় রুখে দাঁড়ায়, গুরুতে মুরশেদে।
ডুব্যা যাতে অংগ জুড়াই,
তাতেই যদি জগৎ পুড়াই,
তবে অভেদ সাধন মরল ভেদে॥

প্রেম দুয়ারে নানান তালা,
পুরাণ, কোরাণ তস্‌বি মালা,
হায় গুরু এই বিষম্‌ জ্বালা
মদন মরে খেদে॥

সূচী

বাউল-১৬: গুরু বলে কারে প্রণাম

গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন
তোর অতিথ গুরু
পথিক গুরু
গুরু অগনন॥

গুরু যে তোর বরণ ডালা,
গুরু যে তোর মরণ জ্বালা,
গুরু যে তোর হৃদয় ব্যাথা,
যে ঝরায় দু’নয়ন॥

সূচী

বাউল-১৭: প্রেম করা সই আমার হল না

প্রেম করা সই আমার হল না গো
ও প্রেম পেল ঐ ভক্তগণে

ধ্রুব প্রল্হাদ কয়জনা
প্রেম করা সই আমার হল না গো॥
প্রেম করেছিল শুনি দ্রৌপদী
আবার সেই রমণীর পঞ্চ স্বামী
হল তবু সে সতী।
আরো চিন্তার স্বরে প্রেম করিয়া
বিল্বমঙ্গল হয় কানা॥
শুনি প্রেম করেছিল বেহুলা সতী
সে মরা পতি কোলে লোয়ে
সতীর কতই দুর্গতি
ও নদীর কূলে কূলে ভেসে বেড়ায় গো
বেহুলা মরা পতি ছাড়ল না।
প্রেম করেছিল সাবিত্রী সতী
আর মরা পতি আটকে রাখে শুনি সে সতী
সেই যে বলি এমন সতী
বলে পতি বাঁচাও নইলে ছেড়ে দেব না।
প্রেম করেছিল চন্ডীদাস আর রজকিনী
ওরাই প্রেমের শিরমণি
তারা এক মরণে দুজন মরে গো
বলি এমন মরে কয় জনা॥

সূচী

বাউল-১৮: মানুষ মানুষ বিবিধ মানুষ

মানুষ মানুষ বিবিধ মানুষ
সতোরজোতম তিনগুণের গুণী
প্রেম ভালোবাসা, দুখের দুখনাশা
তাই ভালোবাসা সেজনারই আশা
মানুষের মাঝারে সেজন বিরাজ করে॥
তমোগুণে ক্রোধ ঘটায় অঘটন
রজো গুণে ভোগ বিলাসে মগন
প্রেম ভালোবাসা দুঃখীর দুঃখনাশা
মানবশ্রেষ্ঠ যে জন সতো গুণে গুণী॥

তোমার কত শক্তি অহঙ্কারে মত্ত
    একদিন দম ফুরাইবে সে কথা তো সত্য
মন চিত্ত শুদ্ধ করো, কাহারে না ডরো
মানুষের অসাধ্য কিছুই নাই শুনি।
তাই গোঁসাই অভিরাম বলে
        ওরে ভক্ত শোন
এই মানুষের সেবাই শ্রেষ্ঠ সাধন
তাই বিশ্বের সেই একপতি যুগে যুগে আসি
ভালোবাসার কথা শুনিয়ে যান তিনি।

সূচী

বাউল-১৯ (গুরুবাদী): গুরু না ভজিলাম সন্ধ্যা সকালে

গুরু না ভজিলাম সন্ধ্যা সকালে মন প্রাণ দিয়া রে,
ফুরাইয়া গেল মোর সাধের জনম আপন কর্ম দোষে রে।
প্রাণের বান্ধব রে দাও দেখা দয়া করে॥
আসিতে হবে মোর বারে বারে এই না ভব মাঝারে
আর না হবে মোর মানব জনম পাষাণে ভাঙ্গিলে মাথা রে।
প্রাণের বান্ধব রে দাও দেখা দয়া করে॥
যাহার লাগিয়া খাটিয়া মরিনু সেও তো ভুলিয়া যাবে রে,
প্রাণ পাখি মোর পলকে উড়িবে ছাড়িয়া সকল মায়া রে।
প্রাণের বান্ধব রে দাও দেখা দয়া করে॥

সূচী

বাউল-২০: পাগলিনী রাধা কাঁদে

পাগলিনী রাধা কাঁদে
আর কাঁদে যমুনা
রাধে গো, কৃষ্ণ বলে কাঁদে কয়জনা॥
কৃষ্ণের বাঁশী বাজতে থাকে
ঐ নীল যমুনার আঁকে বাঁকে
রাধে তখন কলসী কাঁখে
কি করবে তা জানে না॥
ওরে রাধারাণীর শরণ নিলে
তবে কৃষ্ণের দেখা মেলে
কৈ কৈ রাধে কোথা গেলে
কৃষ্ণপ্রেমের গিনি সোনা॥
তাই নীল বসনে অঙ্গ ঢাকা
আর কি ঘরে যায় রে থাকা
দু এক অঙ্গ বাঁকা
মন ছুটে পা চলে না॥
কৃষ্ণ যখন বাজায় বাঁশী
তাই তো কৃষ্ণ ভালোবাসি
ভবা কয় তাই উদাসী
কান্নাকাটির ধার ধারে না॥

সূচী

বাউল-২১: কৃষ্ণ প্রেম সুধাসিন্ধু

কৃষ্ণ প্রেম সুধাসিন্ধু
বিন্দু কি ভাই কথায় মিলে
বিন্দু তো নয় রে আপন
উদয় হয় সৌভাগ্য হলে॥
সে বিন্দুরে এক বিন্দু কণা
এ জগত ডুবায় দেখ না
ওগো কৃষ্ণদাসের এ ভাবনা
লিখলেন কণার কোণা বলে॥
তৃণাদপি ভাবটি ধরে

কতই তারা যাজন করে
ওরে যোগে বিয়োগ হলে পরে
গরলেতে ধরে ফেলে॥
যুগল স্বভাব যারা
প্রেম সাগরে ভাসে তারা
তাদের নেইকো জন্ম মৃত্যু জরা
ত্রিভুবন তাদের করতলে॥

সূচী

বাউল-২২: ও মন অসনা

ও মন অসনা
মানব দেহটার গৈরব কইরো না।
এ দেহা মাটির ভান্ড,
ভাঙ্গলে হবে খান্ড খান্ড,
জোড়া দিলে জোড়া লইবে না।

যেমন আসমানেতে জহল পড়ে,
জলের ভুলুকা ধরে।
দেইখ্‌তে দেইখ্‌তে যায় মিশাইয়া
একাই এইসেছি ভবে
একাই যাইতে হবে
সঙ্গের সঙ্গী কেউতো হবে না॥
বৃক্ষডালে পাখির বাসা,
ডাল ভাঙ্গিলে হবে কিবা দশা
ঐ রকম মানুষের দেহারে।
একদিন আসিবে দুরন্ত শমন,
পরিবে কঠিন বন্ধন,
মিনতি করিলে ছাড়িয়া যাবে না।

অন্য রূপ

হরি বল মন রসনা
    মানব দেহের গৈরব কইরো না॥
এ দেহ মাটির ভাণ্ড

ভাঙ্গিলে হইবে খন্ড খন্ড
আর তো জোড়া লাগিবে না॥
বেলা গেলে হবে রাতি
পাবিনা তো খুঁজে সঙ্গের সাথী
কেমনে ভবনদী পার হবে বল না॥
টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ী
দেহ গেলে সব থাকবে রে পড়ি
শুকনো কাষ্ঠ ছাড়া সঙ্গী পাবে না॥
যার জন্যে তুই এলি রে ভবে
তার কথা তুই ভাববি রে কবে
ভাবলিনা শেষের পারের ভাবনা॥

সূচী

বাউল-২৩: ও মন কান্দ অকারণ

ও মন কান্দ অকারণ
যারে তুমি আপন ভাব
সে নয় আপন জন।
মনরে — সুখের দিনে যারা তোমার
থাকে সাথে সাথে
তাদের তুমি পাও না নাগাল
তোমার দুঃখের রাতে
সবই নকল ভালবাসা
আশায় আশায় থাকিয়া মেলে
তোমার নিরাশা, মনরে॥
মনরে— ঘর ছাড়িয়া বাইরে কেনে
বান্ধ তুমি ঘর
পরেরে আপন কর
আপনা কর পর।
সবই হয় যে তোমার ভুল
আঘাতে ব্যাথাতে তোমার ভাঙে জীবনকূল।
মনরে আগে না যদি তুমি কষি ধর হাল
ডুবে যাবে ভাঙা তরী হবে বেসামাল
সবই নকল জুয়াচুরি
মুখে মুখে মিঠা কথা ভিতরে চাতুরী॥

সূচী

বাউল-২৪: বড় দুঃখ পাইয়া রে ভাই

বড় দুঃখ পাইয়া রে ভাই
বাংলার বাউল গান ভুইলাছে
উপবাসী শুকসারী কৃষ্ণনাম ভুইলাছে।
গাঙের মাঝি গায় না ভাটিয়ালী
পদ্মার ঢেউ করলা মন উথালি পাথালি।
শহরের বাবু আউলের গান গায়
বাউল ভুখে মরত্যাছে।
বাংলার বাউল গান ভুইলাছে।
কোথায় গেল লালন জালান
হাসন রজা শরত ভাই
বলতে পার কোথায় গেলে
প্রাণের সে গান শুনতে পাই।
ছৌ নাচে না পুরুলিয়ার চাষা
ভদ্রলোক মুখোশ পরে
নাচ দেখায় রে খাসা।
মোদের টুসু ভাদু সারি জারি অন্ধকারে ঘুরতাছে।
ও বাংলার বাউল গান ভুইলাছে।

সূচী

বাউল-২৫: সাঁওতাল করেছে ভগবান

সাঁওতাল করেছে ভগবান গো।
আমি যদি ডাক্তার হতাম
    কত লোককে ফুঁড়ে দিতাম
পঁচিশ টাকা ভিসিট নিতাম
    দেখতিস আমার মান গো।
        সাঁওতাল করেছে ভগবান গো।
আমি যদি বাবু হতাম
    গাছতলাতে বাগান দিতাম

চেয়ারেতে বসে থাকতাম
দেখতিস কতো মান গো।
সাঁওতাল করেছে ভগবান গো।
আমি যদি বামুন হতাম
গোছা গোছা পৈতে নিতাম
ঠাকুরঘরে পূজো দিতাম
চাল কলা নিয়ে চম্পটন॥
সাঁওতাল করেছে ভগবান গো।

সূচী

বাউল-২৬: আমার বাউল গানের একতারাটা

আমার বাউল গানের একতারাটা উদাস হয়ে থাকে
খুঁজে ফেরে কোন সে দূরের কোথায় যেন কাকে।
কোন সে সুরের এ কোন মায়া যারে নাহি চিনি
শাওন মেঘের বাদল দিনে বাজে কিনিকিনি
ধরতে তারে খুঁজে ফেরে বারে বারে তাকে।
যে সুর আমার ছিল বাঁধা সাধের একতারায়
কোন সে ব্যাথায় এমন হল সুর খুঁজে না পাই।
ভরিয়ে হৃদয় গানে গানে চায় না ফিরে আমার পানে
ধায় সুদুরে কিসের টানে ঐ নীলিমার বাঁকে।

সূচী

বাউল-২৭: নোনা গাঙে নামালে কে

নোনা গাঙে নামালে কে সোনার বজরাখান
তরী জীর্ণ হবে কে সামলাবে আসবে যেদিন হর পবন।
তোর সাধের তরী যাবে রে মারা
মহা জলের মাল এনে তুই ডুবালি ভাঁড়া
তোর লাভের গুড় পিঁপড়েতে খাবে
দেনার দায়ে বাঁধবে প্রাণ।
ভব পারেতে যদি কেউ যায়
রাধা নামে বাদাম তুলে ধীরে ধীরে বায়।

যেমন চম্বুক লোহাকে টানে
তেমনি জলুই খসে হানবে প্রাণ।
ওরে মন তোরে বলি শোন
ভাটা থেকে ঘুরিয়ে নৌকো ধর দেখি উজান।
দাস রমন বলে বসগা হেলে ধরে গুরুর নাম নিশান।

সূচী

বাউল-২৮: মুখে আল্লা রসুল বলে

মুখে আল্লা রসুল বলে খোদার দুয়া কজন পায়
অন্তরে যার নাইকো দয়া পায় কি কভু সে আল্লায়।
হায় হাসান হায় হুসেন করে পাঁচোয়াৎ নামাজ পরে
মোল্লা সেজে ভাবছ ঘরে আল্লা আছে মদিনায়।
অন্তরে যার নাইকো দয়া পায় কি কভু সে আল্লায়।
আছেন খোদা সবার মাঝে সবখানেতে এই এখানে
ডাকলে তারে দেন যে দেখা চোখের জলে সরল প্রাণে।
মদিনা বা মক্কায় গিয়ে কে এসেছে খোদায় নিয়ে
দেখব আমি সেথায় গিয়ে সেই মানুষটি রয় কোথায়
অন্তরে যার নাইকো দয়া পায় কি কভু সে আল্লায়।

সূচী

বাউল: হৃদ্মাঝারে রাখব দয়াল

হৃদ্মাঝারে রাখব দয়াল
কারোকে না জানতে দেব।
প্রেমের খুঁটি প্রেমের মাটি
তাই দিয়ে একখান ঘর বানাব
সেই ঘরেতে বসে দয়াল
জানালা কপাট এঁটে দেব॥
প্রেমের দড়ি প্রেমের গুড়া
তাই দিয়ে একখান খাট বানাব
সেই খাটেতে বসে দয়াল
প্রেম পাখাতে বাতাস নেব॥
প্রেমের জলুই প্রেমের পাটা

তাই দিয়ে একখান নাও বানাব
সেই নৌকাতে বসে দয়াল
গুরু শিষ্য পাড়ি দেব॥

সূচী

বাউল-৩০: পরের জায়গা পরের জমি

পরের জায়গা পরের জমি
ঘর বানাইয়া আমি রই
আমি তো এই ঘরের মালিক নই॥
ওরে ঘরখানা যার জমিদারি
আমি পাইনা তাহার হুকুমদারী
আমি পাই না জমিদারের দেখা
পরের দুঃখ কারে কই॥
জমিদারের ইচ্ছামত আমায়
দেয় গো জমি চাষ
তাইতো তাতে ফলে না ফসল
দুঃখ বারো মাস॥
আমি খাজনাপাতি সবই দিলাম
তবু জমি আমার হয় যে নীলাম
আমি চলি না তার মন জোগায়ে
দাখিলে মেলে না সই॥

সূচী

বাউল-৩১: দয়াল তোর ভেদভেদির

দয়াল তোর ভেদভেদির আর নাই সীমা
দয়াল তোর ত্রিজগতে নাই সীমা
দয়াল তোর অপার মহিমা।
ও তোর মাঝখানে হিন্দোলের বাসা
অগ্নিকুন্ডের নাই ঢিমা
তোর ভেদভেদির আর নাই সীমা
আড়াই পাক সংসারের মাঝে ও একটি ফুল ধইরাছে
জন্ম মৃত্যু দুখ সুখ সে ফুরালে কার আছে
****

সূচী

বাউল-৩২: রাত্রি বেলা বউ আমাকে

রাত্রি বেলা বউ আমাকে বাবা বলেছে।
ও একটা এঁড়ে গরু বেড়া ভেঙে খেজুর গাছে উঠেছে।
বড় গঙ্গায় আগুন লেগেছে
মাছগুলি সব ডাঙায় উঠে নাচতে লেগেছে।
ও একটা সীম গাছে বাদুরের বাসা
তা দেখে ছুঁচোয় কীর্তন করতেছে।
রাত্রি বেলা বউ আমাকে বাবা বলেছে।
ও বলি একবার নয় দুইবার নয় ভাই, সাত বার বাবা বলেছে।
দেখে এলাম হাওড়ার ঘাটেতে
দুটো দাঁড়কাকেতে ফিতে নিয়ে জাহাজ মাপতেছে।
ও একটা টিকটিকিতে কামান ধরে বুম্বাই সহর লুটতেছে।

সূচী

বাউল-৩৩: কথা কয় পাগলা ঘোড়া রে

মন আমার পাগলা ঘোড়া রে
কথা কয় পাগলা ঘোড়া রে
কৈথন কৈ লৈয়া যায়।
মনে হইল উদাস রে তোর পবন হইল আজি
তোমার দেহের ভিতর থাইকা ঘোড়া চালায় রাত্র দিন।
দেহের ভিতর রান্ধে বাড়ে দেহের ভিতর খায়
দেহের ভিতর থাইক্যা ঘোড়া কুৎকুতাইয়া চায়।
দেহের ভিতর রান্ধে বাড়ে দেহের ভিতর খায়
দেহের ভিতর ভুতের বাসা কুৎকুতাইয়া চায়।

সূচী

বাউল-৩৪: পাড়ে যাবি কে

পাড়ে যাবি কে ভবনদীর
ও নদীর কূলে যাওয়া হল ভাই
নদীর ঢেউ দেখে মন শিউরে উঠে
পারে যাওয়া হল ভাই
ওরে একখান নাওয়ে তলা ভাসা তাহে নাই ভাই গলুই আঁটা
আবার গাবকালি তার গায়ে মাখা মদন মাঝি চরণদার
আর বেলা গেল ভবের হাটে
আর দিনমান বসিল পাটে
আমি আর কতখন থাকব বসে   ফিরে এল অন্ধকার।

সূচী

বাউল-৩৫: গোলেমালে পিরিত কোরো না

গোলেমালে গোলেমালে পিরিত কোরো না।
পিরীতি কাঁঠালের আঠা
আঠা লাগলে পরে ছাড়বে না।
এক পিরিতে শিব শ্বশানবাসী
আর এক পিরিতে গোরা হোলো
নদের নিমাই সন্যাসী।
সে যে গীত গোবিন্দ পদ্মাবতী
এরাই কেবল কয়জনা।
পিরীতি জগড়ুমুরের ফুল
কিন্তু আলোক লতার মূল
সন্ধান না জানতে পারলে
জীবের পক্ষে ভুল।
ওযে চিটে গুড়ে পিঁপড়ে পড়লে
লড়তে চড়তে পারেনা।
একজন ব্রাম্হণের ছেলে
সেতো এমনি বিটকেলে
আর পিরিত করে ধোবার মেয়ের
পা ধুয়ে খেলে।
পিরিতের জাতের বিচার করতে গেলে
মিলবেনা চাঁদের কণা।

সূচী

বাউল-৩৬: সাধের লাউ বানাইল মোরে

সাধের লাউ বানাইল মোরে বৈরাগী
ও লাউয়ের আগা খাইলাম ডগা গো খাইলাম
লাউ দিয়া বানাইলাম ডুগডুগি।
আমি গয়া গেলাম কাশী গো গেলাম
সঙ্গে নাই মোর বৈষ্ণবী।
ও লাউয়ের এত মধু জানে গো যাদু
লাউ হল সঙ্গের সাথী।

সূচী

বাউল-৩৭: আমায় পিরিতে কৈরাছে

আমায় পিরিতে কৈরাছে বৈরাগিনী, ও সজনী
পিরিত রতন পিরিত যতন পিরীতি হয় অমূল্য ধন
আমি কি প্রেমের মর্ম জানি।
সখী অন্তরেতে বিচ্ছেদজ্বালা
লুকাইল কদমতলায়
মাঝে মাঝে বাজায় বাঁশীখানি।
স্কন্ধে আমার ভিক্ষার ঝোলা সজনী
গলেতে কলঙ্কের মালা
কর্ণে শুনি বন্ধুর নামের ধ্বনি।
তোদের অন্তরেতে থাকলে ছবি
জ্ঞান নয়নে দেখতে পাবি
মাঝখান হতে ভেসে যাব আমি।
আমি যদি যাই মরিয়া
সখী তোরা আমার হইয়া
ছাপাইয়া রাখিস দেহখানি।
আমার বন্ধু যেদিন আসবে দেশে
বলিস কেন বন্ধুর কাছে
আমি ঐ রেখেছি পিরিতের নিশানি।

সূচী

বাউল-৩৮ (দেহতত্ত্ব): ভান্ডতে ব্রহ্মান্ড দেখে

ওরে ভান্ডতে ব্রহ্মান্ড দেখে মন আমার
দ্বি প্রকার দ্বীপে বসে হৃদয় আকাশে
চৈতন্য চাঁদের উদয় যার হৃদয় আকাশে।
দিদির কোলে দাদু মরল যখন বাবার জন্ম হল
ঐ কোন স্থিতিতে স্পর্শ দিল
যখন আমার বয়স বৎসর ষোলো
ও মা হল সবার শেষে।
ভগ্নীর গর্ভে মা জন্মিল
তখন ভগ্নীপতি নাহি ছিল
বলো, কোন স্থিতিতে স্পর্শ দিল
জন্ম দিল কে এসে।
চেতনে যার হয় চৈতন্য
চৈতন্যে তার কোথায় উৎপন্ন
আমার গোঁসাই বলে ধন্য ধন্য
দুই তিথি একযোগ আসে হৃদয় আকাশে।
চেতনগুরু মারে লাথি
আঁধারঘরে জ্বলে বাতি
ও সেই বীজে পুরুষ প্রকৃতি
মন আমার ভবা আনন্দে হাসে।

সূচী

বাউল-৩৯: প্রেমসূর্যের উদয় হলে

প্রেমসূর্যের উদয় হলে
ঘুচবে রে ঘোর অন্ধকার
চেতনগুরুর কৃপা হলে রাত পোহাবে তার॥
এ মন রাত পোহাবে তার॥
বামাবোষ্টমীর কথা অতি চমৎকার
একাদশীর দিনে জন্ম হয়েছে তাহার

ভাদ্রে ভরা মরা নদী
তিরুই কাঠের ভেলায় বসে দাও সাঁতার॥
ময়রা মামী কূলের স্বামী বসে দেখিবে
তিনজনা তিন স্থানে বসে পড়ি কাঁদিবে
টাট্টু ঘোড়া ছেঁড়ে নাড়া
হয়ে যাবে বেদের পা।
এ মন রাত পোহাবে তার॥
ছোট মামার হাসি দেখে বড় মামার সুখ
বাবুর পাড়া শান্ত হল ঘুচবে মনের দুখ।
মদ্‌নাকাকা বেঁচে গেল কাশীতে জয়জয়াকার।
গোঁসাই হরিপোদাই বলে আগে কর পাড়া সার
এই কাঁচা কর্মের সুত্রে চড়ক ঘুরবে না রে আর।
এই ভবপার তোর কিসে লাগে
হবে নিত্য গোলকবিহার॥

অন্য রূপ

দিন দুপুরে চাঁদের উদয়
রাত পোহানো ভার
অমাবস্যার পূর্ণিমার চাঁদ
তেরো প্রহর অন্ধকার॥
ময়রা মামী কূলের স্বামী বসে রয়েছে
তার গর্ভেতে তিনজনার জন্ম হয়েছে
রাজবাড়িতে টাট্টু ঘোড়া
শিং বেরোলো দুটো তার॥
বৃন্দাবনে বলে গেল বামাবোষ্টুমী
একাদশীর দিনে হবে জন্মাষ্টমী
ভাদ্রমাসের তেরোই পৌষ
চড়ক পূজার দিন এবার॥
গোঁসাই হরিপদ বলে কথা শুনতে চমৎকার
এই কথা কে বুঝতে পারে সাধ্য আছে কার
কথা যে বুঝেছে সেই মজেছে
হয়ে গেছে বেদের পার॥

সূচী

বাউল-৪০: ছি ছি লজ্জা লাগিয়ো না

ছি ছি লজ্জা লাগিয়ো না কথা কহিতে।
সারা নিশি ছিলে কোথা এলে তুমি কোন পথে
কাজল তোমায় কইলাম আমি
কেন সিনদুরের দাগ দেখি বদনে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি কোথায় ছিলে হে রাধে?
কোথায় তোমার বনমালা বল আমার চিকন কালা
তোমার নীলাম্বরী শাড়ী কেন মোহনবাঁশী দুই হাতে
লজ্জা লাগিয়ো না কথা বলিতে।
দীন বরুণ কয় শোনো রাধা
তিনি ভক্তপ্রেমে আছেন বাঁধা
একা কৃষ্ণ নয় গো তোমার
বাঁধা সে যে ভক্ত।

সূচী

বাউল-৪১: অখন্ড মন্ডলাকারে ব্যাপ্ত চরাচর

গুরু অখন্ড মন্ডলাকারে ব্যাপ্ত চরাচর
যে জানতে চায় তারে জানাই শ্যাম ত্রিভঙ্গ বাঁকা।
এ রকম শাস্ত্র পাঠে ধর্ম যায় না শেখা
তেমনি মানচিত্রে দেখলে কাশী
বিশ্বনাথ কি হয় গোচর।
ধর্ম শোক তত্ব নীতি চেতনগুহাতে
হয় সহজে সহজ আনন্দ মহৎ কৃপাতে।
ও যে চলে মহাজনের পথে
তার নিকটে নয়ন তোল।

অন্য দুটো রূপ
পদ-২

অখন্ড মন্ডলাকারে ব্যাপ্ত চরাচর
গুরু তুমি পতিতপাবন পরম ঈশ্বর
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিনে
তোমায় ভজে নিশিদিনে
কত যোগী ঋষি পায়না ধ্যানে
আদি থেকে নিরন্তর॥
বিন্দু রূপে পরম আত্মা
ব্রহ্মান্ড সব তোমার সত্বা
তুমি মাতার মাতা পিতার পিতা
পরমান্য পরাৎপর॥
রবি শশি দুটি পাখা
আর হংসাকারে অঙ্গ ঢাকা
চর্মচক্ষে না যায় দেখা
ধ্যানে জ্ঞানের অগোচর॥
শরৎ বলছেন দয়াল হরি
অন্তে পাই যেন শ্রীচরণ তারি
বলতে বলতে যেন মরি
গুরুমন্ত্র দুঅক্ষর॥

অন্য রূপ : পদ-৩

সে যে অপ্রাকৃত অকৈতব ও যে সচ্চিদানন্দ
অখন্ড মন্ডলাকারে ব্যাপ্ত চরাচর॥
সে যে ত্রিভঙ্গ বাঁকা
বেদ আগম শাস্ত্র পাঠে ধর্ম যায় কি শিখা?
মানচিত্রে দেখবে কাশী, বিশ্বনাথ কি হয় গোচর!
ধর্মস্ব তত্বং নিহিৎ গুহাতে
হয় সহজ সহজানন্দ মহৎ কৃপাতে
সাধু মহাজন পথে
বুঝি তা নিকট নয়ন্তর॥
কইছেন গোসাঁই মনের খেদে
মালা রাখ হরিদ্বারে নাম নীলাচলে
(ও তোর) মনের মানুষ মণিপুরে
তুই আগে হোস্‌নে কাতর॥

সূচী

বাউল-৪২: বড় নাম শুনে এসেছি

বড় নাম শুনে এসেছি গৌর তোমার নাম শুনে
আমি চিরদিনের আশাধারী
ও দিন হতে ঘুচাও কেনে॥
কেউ যদি গো থাকতো আমার
তবে এমন করা সাগতো তোমার
দুখে সুখে তুমি আমার
ফেল না ঐ আগুনে॥
দুখ নেবে সুখ দেবে বোলে
তুমি আমায় ঘরের বাহির করেছিলে
ও তোমার বলা কথা গেছ ভুলে
নিজের কথাই নাই মনে।
তাই নাম পেয়েছ পতিত হতে
তোমার পতিত যদি পতিত থাকে দরদী
তোমায় কত কি যে বলবে লোকে
সইবে না খ্যাপার প্রাণে।

সূচী

বাউল-৪৩: ভালোবাসা মাকড়শার জাল

ভালোবাসা মাকড়শার জাল
ছিঁড়ে গেলে জোড় লাগে না
সংযোগেতে হাতী বাঁধে
বিয়োগে নিশ্বাস সহে না।
ভালোবাসা হয় গো যখন
তেঁতুল পাতায় হয় সঙ্কুলান
ছিঁড়ে গেলে ভালোবাসার বন্ধন
ত্রিজগতে স্থান মিলে না।
ভালোবাসার এমনি ধারা
হতে হয় জীয়ন্তে মড়া

জানে কেবল বাউল যারা
    ধুল থাকিতে উল মিলে না।
ভালোবাসা জানে কেজন
আর ভালোবাসা হয় গো কিসে
জানে কে সে আসে কিসে
    রাং বদলে পায় সে সোনা॥
যেজন মেরে মরে বাঁচতে পারে
ভালোবাসা বলিগো তারে
অধরচাঁদ তাই ভাবছে তারে
    কৃষ্ণদাসের সব তো শোনা।

সূচী

বাউল-৪৪: আমার জাত গেল

আমার জাত গেল পেট ভরল না লো   ওলো নাগরী
কেন দেখা দিয়ে নিদয় হোয়ে
    কোথায় লুকালে গৌরহরি।
একি উচিত হোলো তার
    এই গলেতে আমার
আর   নিজহস্তে পরাইল কলঙ্কেরই হার।
গেল ঢাক বেজে জগতের মাঝে
আমি হাত দিয়ে ঢাকতে নারি।
এ দুঃখ বলব কার কাছে
    মিছে মরলাম জল সেঁচে
আমার পাঁক কেটে ভাগ করে গেল গৌর লম্পটে।
ও তাই গৌর বিনে বাঁচব কিসে
আমার দুনয়নে বয় বারি।
তাই ভেবে নিত্যানন্দ কয়
মোদের নেইকো লাজভয়
বদন ভরে দেব আমরা গৌরচাঁদের জয়।
আমাদের মান অপমান সকল সমান
ও কেবল কুবির মন্ত্র জপ করি।

অন্য রূপ

আমার জাত গেল পেট
ভরল না গো নাগরী
আমায় দেখা দিয়ে নিদয় হোয়ে
        লুকালে গৌরহরি॥
আমার জ্বলে যায় জীবন
তবু পাইনে দরশন
স্থির করতে পারিনি ঘরে
করি কি এখন
আমার হৃদকমলে আগুন জ্বলে
        যন্ত্রণা হলো ভারী॥
এতো উচিত না কো তার
গলেতে আমার
নিজ হাতে গেঁথে দিলে
কলঙ্কের হার।
গেছে ঢাক বেজে জগতের মাঝে
        হাত দিয়ে ঢাকতে নারি।
দুঃখ বলব কার কাছে
আমি মলাম জল সেঁচে
পাঁক কেটে ফাঁক করে পালায়
সেই গৌর মাছে
আমি গৌর বিনে মলাম প্রাণে
        দু নয়নে বয় বারি॥
ভেবে যাদু বিন্দু কয়
আর নাইকো কুলের ভয়
বদন ভরে দেব আমি
কুবিরচাঁদের জয়।
আমার মান অপমান করে সমান
        কুবির মন্ত্র জপ করি।

আর এক অন্যরূপ

আমায় দেখা দিয়ে নিদয় হোয়ে
কোথায় লুকালে গৌরহরি।
জাত গেল পেট ভরে না গো   ওলো নাগরী॥
আমার জ্বলে যায় জীবন

আমি পাইনে দরশন
স্থির হতে পারিনা ঘরে করি কি এখন।
আমার হৃদ-কমলে আগুন জ্বলে
যন্ত্রণা হল ভারি॥
এ ত উচিত নয়কো তার গলেতে আমার
নিজহস্তে গেঁথে দিলে কলঙ্কেরই হার।
গেছে ঢাক বেজে জগতের মাঝে
হাত দিয়ে ঢাকতে নারি॥
দুঃখ বলব কার কাছে
আমি মলাম জল ছিঁচে,
পাঁক কেটে ফাঁক করে পালাল
ঐ গৌর লম্পটে।
ঐ গৌর বিনে বাঁচবো কিসে
দুনয়নে বয় বারি॥

সূচী

বাউল-৪৫: এ দেহ ঘরখানা হয় তিনতলা

এ দেহ ঘরখানা হয় তিনতলা।
আঠ কুঠুরী নয় দরজা
দেহঘরের কোনোখানে নেই তালা।
এ দেহ ঘরখানা হয় তিনতলা॥
ঘরের উপরতলায় কোটকাছারী
আর মাঝখানেতে রয় ব্যাপারী
আছে নীচের তলায় কর্মচারী
ধ্যান করে প্রেমের মালা॥
ঘরের নয় দরজায় নয় দুয়ারী
তারা সদাই বেড়ায় ঘুরি
ছয় ডাকাতে জেগে থাকে
তারা কখন করে চুরি॥
ঘরের মণিকোঠায় দিয়ে চাবি
মনের সুখে নিদ্রা যাবি
রবে না ছয় ডাকাতের ভয়ভাবনা
সুখে রইবি মনকালা॥

অন্য রূপ

আঠ কুঠুরী নয় দরজা
কোনো খানে নাই তালা।
        ঘরখানি হয় তিনতলা॥
ঘরের নয় দরজায় নয়জন দ্বারী
সদাই তারা ঘুরি ফিরি
ছয় ডাকাতে জাগলে পরে
তখন করবে চুরি॥
ঘরের মণিকোঠায় দিয়ে চাবি
ও তুই মনের সুখে নিদ্রা যাবি
সেই ডাকাতের ভয় রবে না
        সুখে থাকবি মনকালা॥
ঘরখানি হয় তিনতলা॥
ঘরের উপরতলায় কোর্ট কাছারী
মাঝের তলায় মন ব্যাপারী
নীচের তলায় কর্মচারী
        ধ্যান করে জপের মালা॥
ঘরখানি হয় তিনতলা॥

সূচী

বাউল-৪৬: তোমার মত বন্ধু তো আর

তোমার মত বন্ধু তো আর তো কেহ নাই।
আমি যেখানে যাই সেখানে খাই
তোমায় শুধু দেখতে পাই।
তুমি আমার প্রাণের বন্ধু
তুমি আমার চন্দ্রবিন্দু
        সত্য এ জানাই।

সূচী

বাউল-৪৭: সে যে মধুর মধুর কথা কয়

সে যে মধুর মধুর কথা কয়॥
তাহারি কাছে যেন কত মধু আছে
মধুর মুরতি তার সেযে মধুময়॥
মধুর মধুর সেতো বড়ই চতুর
প্রেমের ঠাকুর হলেও বড়ই নিঠুর।
দয়ারই সাগর আমার পাষাণ অন্তর
রসিক নাগর আমার সেযে রসময়॥
বড়ই এ চঞ্চল সেতো রাই পাগল
খামখেয়ালী তার চোখভরা জল।
শুনে না কথা সে যে বুঝে না ব্যথা
ভবা কয় নিতে হবে তার পরিচয়॥

সূচী

বাউল-৪৮: অন্তরে বৈরাগীর লাউ

অন্তরে বৈরাগীর লাউ বাজে সজনী
হৃদয়ে বৈরাগীর লাউ বাজে।
আমার মনো মাঝে কে বিরাজে কন্যা নামে বাজে।
ধরতে গেলে দেয়না ধরা করে লুকোচুরি
আমি কেমন করে অধরারে হৃদের ফাঁদে ধরি।
ধরতে পারি না পায় বাজে নূপুর পায়
বলি অন্তরে অন্তরে চোরা কেমনে লুকায়।
দিবা নিশি বাজে লাউ একলিম রাজায় বলে
আমি ফিরতে পারি না লাউ পা যে কেমন করে।

সূচী

বাউল-৪৯: লাগে না ফুল চন্দন

লাগে না ফুল চন্দন মন্ত্র তন্ত্র লাগে না
মন আমার গানে সর্ব শ্রেষ্ঠ সাধনা॥
সঙ্গীত সাধনা কর শক্তি পাবে মনে
মহা শক্তি বসিবে হৃদয় আসনে।
বিষধর সর্প ঠাকুর দেব পঞ্চাননে

হরিনাম গানে মত্ত   শিব নেত্র মুদে না॥
আকর্ষণ করে সবার মন আর প্রাণ
গাও ওরে মন আমার   গাও প্রভুর গান॥
ভুলে যায় এই গানে   সেই নিঠুর ভগবানে
না এসে পারে না   গানে সর্ব শ্রেষ্ঠ সাধনা॥
ভবার ভবানী গাঁথা   গানেরই ছন্দগুলি
মহা আনন্দে উচ্চস্বরে   বলে থাকি খালি খালি
প্রেম পাবনের গীতি   মধুর মধুর রচনা॥

সূচী

বাউল-৫০: তোমার বাড়ি কৈ গো নারী

তোমার বাড়ি কৈ গো নারী তোমার বাড়ি কৈ
তোমার বাবার বাড়ি এই গেরামে শ্বশুর বাড়ি ঐ
তবে তোমার বাড়ি কৈ গো নারী তোমার বাড়ি কৈ।
শিশু কাল আর শৈশব কাটে বাবার আশ্রয়ে
যৈবন কাটে স্বামীর কাছে শ্বশুরালয়ে।
পিতার কাছে আশ্রয় নাই আর এদের কাছে রই
তবে তোমার বাড়ি কৈ গো নারী তোমার বাড়ি কৈ।
জনম ভরে থাকলাম ঘুরে পরের হাঁড়িতে।
আপন ভেবে বাস করিলে তুমি পরের আশ্রয়ে
পরের ঘরে দেখ রে বাসা বাস করে চোরে
তবে তোমার বাড়ি কৈ গো নারী তোমার বাড়ি কৈ।

সূচী

বাউল-৫১: দয়াল গুরু গো, জ্ঞান অঞ্জন

দয়াল গুরু গো, জ্ঞান অঞ্জন নয়েনেতে দাও
অজ্ঞান তিমির, হে গুরু, নাশ কর।
ষোলকলা দিয়ে চক্ষু উন্মিলিত গুরু গো
কৃপা করে এসে চেতন করাও॥
ভ্রান্ত জীব আমি, ভ্রম তো গেলো না
এসে অসার সংসারে সার তো হল না

আসা যাওয়া ঘিরে বড়ো পাইছে লাঞ্ছনা
জঠর যন্ত্রণা আমার এ ঘুচাও॥
মায়ায় মহিত হয়ে ভুলি যে তোমারে
চৌরাশী লক্ষ জনি ঘুরি বারে বারে
কৃপা করে আময় আলো দেখাও॥
তুমি বিনা গুরু কেহ নাই জগতে
তুমি অগতির গতি দাও শুনি পুরাণেতে
আর যে আমার কেউ নাই দয়াল
তুমি যে আমার সর্বেরসর্বা।
তাই রাধাশ্যামের গতি করো শিঘ্র অতি
করি হে মিনতি গতি দাও।

সূচী

বাউল (দেহতত্ব) - ৫২: ক্ষ্যাপারে দেহ জানলে তবে

ক্ষ্যাপারে দেহ জানলে তবে জানবি বস্তুধন
আগে জেনে আয় আমার মন
মিছে কেনরে করো ভ্রমণ
এই ভব মাঝে বারে বারে করো রে ভ্রমণ
আগে জেনে আয় আমার মন
ওরে দেহ জানলে পরে জানবি বস্তুধন।
যে মন আমার মূলাধার চতুর্দল ক্ষ্যাপা রে
সুষুম্না রে সঙ্গে করে চলো চতুর্দল
মূলাধারে সুষুম্নাকে সঙ্গে করে
ওরে ব্রহ্মনাড়ীর ছিদ্র ধরে
ওরে করো রে তার অণ্বেষণ।
যে দ্বার দিয়ে অনময় সেই ব্রহ্মদ্বার গমন
প্রসিদ্ধি কুণ্ডলিনী আছে সর্ব রূপে পথে আচ্ছাদন
সেই কুণ্ডলিনী করবি যদি সংশোধন
তবে এবার চিত্রানাড়ীর সঙ্গেতে করাও মিলন।
ওরে আমার পাগলমন আগে দেহ জান
দেহ জানলে তবে জানবি বস্তুধন।
সবে জানে ক্রিয়া পিঙ্গলা সুষম্না

কিন্তু আছে এই দেহে সাড়ে তিন কোটি নাড়ী
সর্ব ত্রিকোটি নাড়ী আছে বলো ভাই কার জানা।
তার মধ্যে চৌদ্দটি হয় নারীপ্রধান
আছে অমাবুস্যা সরস্বতী হস্তী জিহ্বা শঙ্খিনী
পুষ্যা যশোস্বিনী পয়োস্বিনী জুহা বারিণী গান্ধারী বিষধরী
এই চোদ্দটি নারীর গরল হলা।
এই দেহ মাপে হাতে চোদ্দ প্রমাণ রয়েছে
এর ভেতরে ঘর দরজা সদর মফঃস্বল আছে
তাই পাঁচে ছয়ে দশে যেমন যোগাযোগ রয়েছে।
এরা আপনা কোন স্থানে বসে
সবে আছে গো মনের উল্লাসে
বল্লেন যেয়োনা যেমন এদের বশে।
তবেই হবে রে সাধন
দেহ জানলে তবে জানবি বস্তুধন।
আছে মন আমার সপ্ত সমুদ্র কত নদ নদী
আছে সুমেরু শিখর আদি মুলীয়াদী ঋষি প্রভৃতি
বিনয়েতে তাদের করত স্তুতি
গলিত সুধাধার তার মধ্যে করো স্থিতি।
কূলকুণ্ডলীনিকে ধরে শত চক্র ভেদ করে
পরম আত্মার পাশে শক্তিরে করো স্থাপন।
দেহ জানলে তবে জানবি বস্তুধন
দেহের নবগ্রহ নয়দিকে বিরাজ করে
আছে মন মানসরোবর আছে মস্তক উপরে
সেই সরোবরের কী রূপ গঠন বলি এ তোমারে
হয় গুরুপঙ্ক স্বাদহীন স্বরপদ্ম আছয়ে স্থির
আবার রসিক সুজন এমনি সেদিন
নীর রেখে ক্ষীর করে ভোজন
বল্লেন বাসনা থাকিতে দেহে ভ্রম উঠে
কভু সত্য কভু মিথ্যা এই সকল জীবে বলে
তবে বাসনা ত্যাজিলে হয়ে তত্ত্বজ্ঞানের উদয়
শতচক্র বল তখন কোথায় রয়
এখন শতচক্র ত্যাজ্য করে এ কি চিন্তাচক্রে বেড়ায় ঘুরে
গোঁসাই হাউরে বলেন ওরে ভব চক্রে করিতেছি কালযাপন।
ওরে মিছে কেনরে করো ভ্রমণ।

সূচী

বাউল-৫৩: মায়া চুম্বুককলে ফেলিছে

মায়া চুম্বুক কলে ফেলিছে গিলে জগতের জীবে
আবার সে কল জীব সকলে দেখলে ভোলে
ভোলে না তো শিবে
জগতের জীবে
সে মায়াচুম্বুক কলের গো এমনি আকর্ষণ
কীটপতঙ্গ স্থাবর জঙ্গল সবার ভরে মন
বললেন ব্রহ্মা বিষ্ণু আর ত্রিলোচন
যেমন পতঙ্গ ধায় অনল দেখে
মরণ না ভাবে হায় হায়
সেই জন্মস্থলের সদরের মুখে
মায়াচুম্বুক কলটি পাতা আছে ভাই
বলব আর কাকে
সেথা ব্রহ্মা বিষ্ণু আর ত্রিলোচন
সঙ্গী পায় না ভেবে
বল্লেন গোঁসাই গুরুচাঁদ হলেন সেই কলের মালিক
আমার ধন্য কম্পানী
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জুড়ে পেতেছে কল খানে
ভেবে তাই কহে রাধাশ্যাম
সেই কলের সন্ধান গুরুভিন্ন কে দেবে
জগতের জীবে
জীবের পক্ষে হয় না রক্ষে সেই কলেরই মুখে
মানুষ বধ করেছে মনের সুখে সবতো নেয় চুষে
যেমন পতঙ্গ ধায় অনল দেখে মরণ না ভাবে হায় হায়॥

অন্য রূপ

মায়া চুম্বুক কলে ফেলিছে গিলে জগতের জীবে
আবার সে কল জীব সকলে দেখলে ভোলে
ভোলে না তো শিবে॥
জীবের পক্ষে হয় না রক্ষে সেই কলেরই মুখে
মানুষ বর্ত ধরে সত্ব চুষে লয় মনের সুখে।

যেমন পতঙ্গ ধায় অনল দেখে মরণ না ভাবে হায় হায়॥
সে মায়াচুম্বুক কলের গো এমনি আকর্ষণ
কীটপতঙ্গ স্থাবর জঙ্গম সবার হরে মন
বললেন ব্রহ্মা বিষ্ণু আর ত্রিলোচন
সন্ধি পায় নাই কো ভেবে ॥
সেই জন্ম রাস্তা সদরের মুখে
মায়াচুম্বুক কলটি পাতা আছে ভাই
বলব আর কাকে
বুঝবে সাধক লোকে অন্যে কে বুঝবে॥
বল্লেন গোঁসাই গুরুচাঁদ হলেন সেই কলের মালিক
আমার ধন্য কম্পানী
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জুড়ে পেতেছে কল খানি।
ভেবে তাই কহে রাধাশ্যাম
সেই কলের সন্ধান গুরুভিন্ন আর কে দেবে
জগতের জীবে॥

সূচী

বাউল-৫৪: আমি চিরদিন যারে ভালোবাসি

আমি চিরদিন যারে ভালোবাসি
তারে সখা ভুলব কেমনে॥
আমি ভুলি ভুলি করি
ভুলিতে না পারি
হৃদে জাগে সদা অন্তরে॥
এত রস দিয়া বিজলী বাতিয়া
বিধি আমায় গড়েছে নির্জনে
দিয়ে ধনকুলমান
জীবন যৌবন
ঐ রাঙা চরণে
আমি ভুলব কেমনে॥
গোঁসাই হরলাল ভনে
কত পাপীতাপী তাড়াইলে
তুমি জগতকে মাতালে

আপনার কোরে
এই হরিনাম গানে।
তারে ভুলব কেমনে॥

অন্য রূপ

আমি চিরদিন যাকে বালবাসি সখা
ভুলিব কেমনে
আমি ভুলি ভুলি করি ভুলিতে না পারি
সদায় হেরি শয়নে স্বপনে॥
কত রস দিয়া বিজলী বাটিয়া
বিধি আমায় গড়েছে নির্জনে
হৃদয়ে ধন কুল মান জীবন যৌবন
ও রাঙা চরণে॥
গোঁসাই হরনাশ ভণে
গৌর দয়াময় এত নিদয় হলেন কেনে
কত পাতকী তরালে জগৎ মাতালে
এই হরিনাম গানে॥

কথা: হরনাশ গোঁসাই
সূচী
বাউল-৫৫: নদী ভরা ঢেউ বোঝে না তো কেউ

নদী ভরা ঢেউ বোঝে না তো কেউ
কেন মায়ার তরী বাও বাও গো।
ভরসা করি এ ভব কান্ডারী
অবেলার বেলা পানে চাও চাও রে॥
বাইতে জান না কেন ধর হাল
মন মাঝিটা তোর হল রে মাতাল
বুঝিয়ে বলো তারে
যেতে হবে পারে
হালটি ছাড়িয়া এখন দাও দাও রে॥
বাইতে ছিল তরী পাগলা ভবা
ভাঙ্গা তরী জলে ডুবা ডুবা।
চুবানি খেয়ে ধরেছে পায়ে
ওরে কান্ডারী এখন বাঁচাও বাঁচাও রে।

সূচী

বাউল-৫৬: আমি চিরতরে কবে বিদায়

আমি চিরতরে কবে বিদায় লইয়া
চলে যাব পরপারে॥
কত কথা ছিল কহিবার মতো
হোলো না কহা এই বারে॥
মনে পড়ে যদি এপারের কথা
ব্যথা ছাড়া বেদনায় গাঁথা
আমি পাই যদি সেই নিঠুর দেবতায়
আপনি কাঁদাইয়া কাঁদাবো তাহারে॥
প্রভু তোমারি মহিমা কহিতে গাই
তাই পৃথিবীর বুকে দিয়েছিলে ঠাঁই
আমি তোমারে করেছি কত অপমান
ক্ষমা করো প্রভু পাগলা ভবায়॥

অন্যরূপ

আমি চিরতরে কবে বিদায় লভিয়া চলে যাবো পরপারে
কত কথা ছিল কহিবার মত হল না কওয়া এবারে॥
মনে থাকে যদি এপারের কথা
ব্যথার ছড়া বেদনায় গাঁথা
পাই যদি সেই নিঠুর দেবতা
আপনি কাঁদিয়া কাঁদাবো তাহারে॥
হেসে চলে যাবো কাঁদিবে এরা
সে কাঁদনে আর দেব না সাড়া
মুক্ত হব আমি ছাড়ি বসুন্ধরা
কি যে বাঁধনে রয়েছি সংসারে॥
(প্রভু) তোমারি মহিমা করিতে গান
(তাই) পৃথিবীর বুকে দিয়েছিলে স্থান
(আমি) তোমারেই করেছি কত অপমান
ক্ষমা করো প্রভু পাগলা ভবারে॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৫৭: বাবলা পাতার কষ লেগেছে

বাবলা পাতার কষ লেগেছে
উঠবে না রং সাবানে
গুরু আমার মনের ময়লা যাবে কেমনে॥
যদি সে কয়লার কালি হয়
সে কালি জলে ধুইলে যায়
মনের কালি ভীষণ কালি
ধোয়া নাহি যায়॥
এ যার কুক্ষণে কুলগ্নে জন্ম
বললে কথা কই শোনে।
স্বভাব যায় না তো মরলে
ইল্লত যায় না ধুইলে
ছুঁচোর গায়ের গন্ধ যায় কি
আতর গোলাপ জল দিলে॥
কালো রঙ হয় কি গৌর
কাঁচা হলুদ লেপনে।
কিলাইলে কি কাঁঠাল পাকে
ওরে মধু মিলে কি বোলতার চাকে
সেটা গোবরে পোকায় কি জানে॥
গুরু আমার মনের ময়লা যাবে কেমনে॥
গোঁসাই বলেন অনন্তরে
কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাইলে
সেটা সুস্বাদ হয় না কোনো কালে
অপক্ক দোষে॥

কথা: অনন্ত গোঁসাই
সূচী

বাউল-৫৮: শুকসারী কথা

বৃন্দাবনবিলাসিনী রাই আমাদের
রাই আমাদের   রাই আমাদের
রাই আমাদের   রাই আমাদের॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতেরই আলো
সারী বলে আমার রাধা করে আলো
নইলে আঁধার কালো॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণের বাঁশী করে গান
সারী বলে আমার রাধার আছে ওতে প্রাণ
নইলে শুধুই এ গান॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ যশোদার জীবন
সারী বলে আমার রাধা জীবনের জীবন
নইলে শূন্য এ জীবন॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে
সারী বলে আমার রাধার চরণ পাবে বলে
তাই চূড়া হেলে॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ কদমতলায় থানা
সারী বলে আমার রাধা করে আনাগোনা
নইলে যেতনা জানা॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদন মোহন
সারী বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ
নইলে শুন্য মোহন॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল
সারী বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল
নইলে পারবে কেন॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতেরই গুরু
সারী বলে আমার রাধা বাঞ্ছাকল্পতরু
নইলে কে কার গুরু॥
শুক সারী দুইজনা তার দ্বন্দ্ব মিটে গেল
এবার বদন ভরে ভক্তগণে
সবে মিলে হরি হরি বল॥

সূচী

বাউল-৫৯: তাই গুরুকল্পতরুতলায় বসে

তাই গুরুকল্পতরুতলায় বসে
মিটাও মনের বাসনা।
গুরুপদ সার করিলে
কিছু করতে হয় না সাধনা॥
যা চাইবে তাই পাইবে
মনের আনন্দেতে কাল কাটাবে
ওরে অনর্থ নিবৃত্তি হবে
ওরে খ্যাপা ত্রিতাপ জ্বালা রবে না॥
গুরু কৃপায় কৃষ্ণপ্রাপ্তি
গুরুর উল্টে অধোগতি
কোথাও রে স্থান পাবি না॥
গুরু কে যে অবিশ্বাস করে
জন্ম হয় তার মুচীর ঘরে
তার প্রমাণ রুইদাস ধর ভক্তমানে
প্রমাণ আছে দেখ না॥
যে যার গুরুর সঙ্গ ধরে
চল চল মন ভবপারে
আমি খ্যাপা নই মন খ্যাপা
দাস রাধানাথ কান্দে মাথা ধরে
আমার গুরুতে বিশ্বাস হোলো না॥

সূচী

বাউল-৬০: আমি যার জন্যে পাগল

আমি যার জন্যে পাগল
আমি তারে পেলাম কই রে॥
ব্রহ্মা পাগল, বিষ্ণু পাগল
হরিদাস তার চেলা
তারা তিন পাগলে যুক্তি করে
পাতল ভবের মেলা॥
আরেক পাগল দেখে এলাম
শ্মশানে বাস করে
ও তার মাথায় জটা ত্রিশূল হাতে

শিঙ্গা তে গান করে॥

আরেক পাগল দেখে এলাম

ত্রিবেণীর ঐ ঘাটে

ও সে মরা মানুষ আহার করে

জ্যান্ত মানুষ পেটে॥

রাজা পাগল প্রজা পাগল

পাগল দাঁড়ের দাড়ি

উজির পাগল নাজির পাগল

পাগলের কাছারী॥

সূচী

বাউল-৬১: প্রেম করা কি জ্বালা

প্রেম করা কি জ্বালা

প্রেমের জ্বালায় অঙ্গ আমার

হল ঝালাপালা॥

শুনো শুনো ওগো মণি

আর প্রেম কোরোনা ওগো ধনী

এখন কালা কালির কালীদহে

ডুব দিয়ো না বালা॥

দ্বিজদাসের এই মিনতি

আর প্রেম কোরো না ওগো ধনী

এখন হৃদয় দুয়ার খুলে দিয়ে

মুখে মারো তালা॥

সূচী

বাউল-৬২: তাই আমি মনের কথা কইতে

তাই আমি মনের কথা কইতে গেলে

নাগর লোকের কাছে পাগল হই

আমি মনের কথা কারে বলব সই॥

তাই জলের মরায় আড়ায় বেঁধেছে

মনের কোপে সাপ নেউলে লড়াই লেগেছে

তাই সাপের মাথায় ফুল বাগীচা
আমরা সুগন্ধে আকুল হই॥
বলগো মরম সই॥
বোবায় গায়, খোঁড়ায় নাচে কানাইয়ে দেখে চাঁদ
কুম্ভ লঙ্ঘে গিরি আসমানেতে ফাঁদ।
আঠকুড়ার আঠারো বেটা
শুনে কথা অবাক হই।
কথা বুঝতে নারে কেউ
আমি মনের কথা কারে বলব সই॥
তাই পিতার যখন জন্ম নাই
তার বেটার কোলে বউ
আর সমুদুরে জল নাই
বাজারে মারে ঢেউ।
কথা বুঝতে নারে কেউ
তাই খ্যাপার কথা ঠারে ঠুরে
মরা মানুষে খাচ্ছে দই॥
আমি মনের কথা কারে বলব সই॥

সূচী

বাউল-৬৩: কে ধরেছে অধর ধরার কল

কে ধরেছে অধর ধরার কল
ও তার শুকনো ডাঙায় মিলবে জল॥
যদি জোয়ার আসে যায় শুকিয়ে
ও তার ভাটাতে হয় পূর্ণ জোয়ার॥
জানেন গোঁসাই গুরু গোবিন্দ
কর্মদোষে পেলাম না ভাই আতরের গন্ধ।
মুখ মেলিয়ে যে খেয়েছে বৃন্দাবনের মিঠে ফল॥
মানুষ গৌরাঙ্গ সন্তান
মাঝে মাঝে খেলা করে রসিক সে জন॥
সদানন্দ বলছে গানে
সাধু সঙ্গ হলে পরে
মিলতে পারে সে সব সন্ধানে॥

সূচী

বাউল-৬৪: আর চাই নে জনম চাই নে মরণ

আর চাই নে জনম চাই নে মরণ
তোমার চরণতলে রেখে দাও।
শুধু তোমার চরণতলে রেখে দাও।
আমি বড় দুখী তাই তোমারে ডাকি
সেই পলকে তবু ফিরে চাও।
আমারি এ চাওয়া তাই তোমারি দেওয়া
আমার এই নশ্বর দেহে একটু হাওয়া
দুদিনের তরে এসে বেড়িয়ে যাওয়া
এ ভুল চিরতরে মুছে দাও॥
পৃথিবীর মাঝে যত লুকানো স্বপন
মানুষের কারাগারে এমনই ভীষণ
ভবা পাগলার শুধু এই নিবেদন
মায়ার কঠিন বাঁধন কেটে দাও॥

সূচী

বাউল-৬৫: আমার মন চালাও রে কলের গাড়ী

আমার মন চালাও রে কলের গাড়ী
কাশীধামে দেখে এলাম মা
বাবা বিশ্বনাথ হয়েছে শুঁড়ি॥
বর্ধমানে দেখে এলাম মা
মদের দোকান সারি সারি
আবার তার পিছনে চাটের দোকান মা
তার পিছনে মাসীর বাড়ি॥
মাসীর বাড়ির মদ খেয়ে মা
টলে টলে ভেঙ্গে পড়ি
তখন কুকুরে দেয় মুখে মুতে মা
পুলিশে দেয় হাতে দড়ি॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে

আর যাব না মাসীর বাড়ি
আমার মাসীর বাড়ির মদ খেয়ে মা
মুছে গেল জমিদারি॥

সূচী

বাউল-৬৬: আমার হল না সাধনা ইষ্ট আরাধনা

আমার হল না সাধনা
ইষ্ট আরাধনা
গেলনা ভাবনা
কেবল যাতনা বাড়িল॥
আজ কাল করে গেল কত কাল
গায়ে নিয়ে কত সংসার জঞ্জাল
আমি আনন্দেতে এসে
সুধা খেতে এসে
বিষ খেয়ে শেষে বিকার ঘটিল॥
এখন সময় তোর আছে মুগ্ধ প্রাণ
সেই পরমপদে লভিতে বিশ্রাম
ওরে কালসঙ্গীধাম বেলা অবসান
জীবন রবি তোমার অস্তাচলে গেল॥
গোঁসাই নফর বলে শোন রে অবোধ মন
বহু কষ্টে হয় সে ধন উপার্জন
ওরে দুরন্ত কিতান্ত নিকটে শমণ
এখনো সময় আছে হরি বোল বল॥

সূচী

বাউল-৬৭: জীবন নদীর ঘূর্ণিপাকে

জীবন নদীর ঘূর্ণিপাকে আর কতকাল বাইবি খেয়া-মন
ঈশান কোণে মেঘ জমেছে দেখনারে তোর শিয়রে শমন॥
মায়া পাশে ডুবে রলি মানিক ভেবে রাঙ কুড়ালি
এবার যোগ বিয়োগে শূন্য পেলি সব খোয়ালি জনমের মতন॥
ভাঙ্গা দ্বার, জীর্ণ তরী, ঝর তুফান উঠছে ভারী
এবার ডুববেরে তোর সাধের তরী, কেউ হবে না সাথীরে তখন॥

কথা: কানু বর্মন
সূচী

বাউল-৬৮: বন্ধু তুমি আসিও খবর পাইয়া

বন্ধু তুমি আসিও খবর পাইয়া
শুনবে যখন জন্মের মতন
গিয়াছে পাখী আমার উড়িয়া তুমি আসিও॥
আমি বন্ধুর পাইনা খবর
ভুইলা গেছে আমায় সবে
ছিল যারা প্রাণের প্রাণ
কেমনে থাকি তাদের ভুলিয়া॥
কাজল কালো বন্ধু তোমার
মুখে মিষ্টি হাসি
কোন পরানে আছ ভুইলা
হইয়া পরবাসী।
তোমার গলে থাকুক মালা
দিয়াছি যাহা তোমায় খুলিয়া॥
তুমি আসিও খবর পাইয়া॥

সূচী

বাউল-৬৯: ইঁদুর মারা কল রয়েছে

ইঁদুর মারা কল রয়েছে জগত মাঝারে
কলে কেউ কারেও ফেলেনা ধরে
দাদা গো আপন ইচ্ছায় সব পড়ে।
সে যে এমনি মজার কল
কল ধরে কত বল
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল
আদি যায়গো রসাতল।
আবার লোভী আমি কলে পড়ে
দাদাগো প্রাণ হারায়ে উঠতে নারে॥
সে কলের এমনি যোজনা
ব্রাহ্মণ তার সন্ধান জানে না।
আবার শিব জানে কি না জানে
ভাই বলতে পারি না।
আবার শিব না জানে সে সব তত্ব
জীবে জানবে কি করে।
সে কলের নাম নিত্য সুখী
ওগো তার তত্ব বলবো কি
সে কলেতে পড়ে আমি জনম দুঃখী
আমার ভজন সাধন সব হারালাম
দাদাগো ঐ চাপা কলে পড়ে॥

সূচী

বাউল-৭০: গিন্নী আমায় দাওনা চা করে

গিন্নী আমায় দাওনা চা করে
চা না খেলে মাথা ধরে
হাই উঠে বারে বারে
চাকুরী আমার দুর্গাপুরের স্ট্রীল কারখানা॥
পাঁচশো টাকা মাহিনা গিন্নী কিসের ভাবনা
তোমায় রাখবনা আর কুঁড়ে ঘরে
নিয়ে যাব দুর্গাপুর শহরে॥
দোকান থেকে আন গিন্নী আড়াইশো আটা
গরম গরম ভেজে দাও গিন্নী দুখান পরটা

সাড়ে দশটা বেজে গেল যাব আমি দুর্গাপুর শহরে
গিন্নী আমায় দাও না চা করে॥
গিন্নী তুমি করো না মন ভারী
বাজার থেকে এনে দেব টিংকলের শাড়ী
শাড়ী পরে বেড়াবে তুমি বেনাচিতীর বাজারে॥

সূচী

বাউল-৭১: তারে যে দেখেছে সেই মজেছে

তারে যে দেখেছে সেই মজেছে ছাই দিয়ে সংসারে।
ও সে না জানি কি কুহক জানে অলক্ষ্যে মন চুরি করে॥
কুল মান সব গেল তবু না পেলাম তারে।
ও তার বসত কোথায় না জেনে ভাই গগন কেঁদে মরে॥

সূচী

বাউল-৭২: আমায় না ডুবালে জলে দয়াল

আমায় না ডুবালে জলে দয়াল, না রাখিলে কূলে
তুমি একবার আসিয়া অধমকে দাও পথ চিনাইয়া
আমি সাধন ভজন জানি না তাই আছ আমায় ভুলিয়া॥
তুমি চোখ দিয়াছ দেখিতে, না দেখিলাম চাহিয়া
মুখ দিয়াছ ডাকিতে, পাই না তোমায় ডাকিয়া॥
তুমি কান দিয়াছ শুনিতে, না শুনি কান পাতিয়া
পা দিয়াছ হাঁটিতে, পাই না তোমায় হাঁটিয়া।
তুমি আছ কি না আছ ভাবি দোটানাতে পড়িয়া॥

সূচী

বাউল-৭৩: পাখী যখন দেবে উড়াল

পাখী যখন দেবে উড়াল মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে
অচিন দেশে নিঠুর পাখী যাবে হাওয়ায় উড়ে।
কাঁদলে কি আর পাবি তারে দুধের বাটি হাতে করে।
জংলা পাখী পোষ মানে না জেনে শুনে পুষলি তারে।

আদর করে সোনার খাঁচায় রাখলি কত যতন করে
ও সে নীল আকাশে যাবে উড়ে খাঁচার মায়া ছেড়ে॥
কাঁদিস আমার আমার করে কার লাগি মরিস ঘুরে
কার বা কেবা পাখী ওরে অবুঝ বুঝলি নারে।
ও তুই নকল মায়ায় ভুলে আসল চিনলি নারে॥

সূচী

বাউল-৭৪: আর একবার আসিয়া যাও মোরে

আর একবার আসিয়া যাও মোরে দেখিয়া
আমি নয়ন ভরে একবার দেখতে চাই॥
ভাবের গুলি উলটা মারে পোড়া কপাল বুঝি নাই॥
না পাইলাম তোমার মন না পারিলাম দিতে
তুমি না শোনালে মনের কথা দিলে না বলিতে॥
কত দেশ-বিদেশে ঘুরে এলাম কত মানুষ চিনে এলাম
নানা রঙের মাঝে তবু তোমার কথা ভুলি নাই॥
না পারলাম কাঁদতে আমি না পারিলাম হাসতে
না পারিলাম প্রেম পিরিতের গহিন গাঙে ভাসতে॥
তবু ভালবাসার টানে শুধু বেঁচে আছি প্রাণে
আশায় আশায় আছি, যদি তোমার দেখা পাই॥

সূচী

বাউল-৭৫: ও আমার দয়ালরে আমার বান্ধবরে

ও আমার দয়ালরে আমার বান্ধবরে
ভজন বিনা পায় কে তোমারে
আমি কাঁঠাল দিয়ারে দয়াল ভজিব তোমারে ॥
মনটা আমার সোজা থুইয়া দয়াল চলে বাঁকা পথেরে।
জনম ভরে আসল খুঁজে পেলাম নকল এই ভবে।
কেবা আপন কেবা হে পর কূল পেলাম না তা ভেবে॥
তুমি ছাড়া নাইকো আপন এ ভব সংসারে
দয়া করে দয়াল গুরু তুমি দেখা দাও আমারে॥

সূচী

বাউল-৭৬: এ বিরহজ্বালা মোর সহে না

এ বিরহজ্বালা মোর সহে না বন্ধু
কারে কব দুঃখের কথারে॥
আমি জ্বইলা মরি তুষের অনল সম
ধিকি ধিকি অন্তরে॥
না জানিয়া না শুনিয়া কইরাছি পিরিত
সাপের ফণীর মত এমনি তারি বিষ।
আবার ভুল করিয়া ছোবল মারে
আমার হিয়ার মাঝারে।
কারে কব দুঃখের কথারে॥
যে মজেছে সে বুঝেছে পিরীতির কি জ্বালা
যৌবন আমার যায় ফুরাইয়া সে হইল কালা
অমন পিরিতের কপালে মারি
মুইয়া কালার ঠিকারে॥
কারে কব দুঃখের কথারে॥

সূচী

বাউল-৭৭: এমন মানুষ পেলাম না রে

এমন মানুষ পেলাম না রে যে আমারে ব্যথা দিল না।
নয়ন জলে বুক ভাসালাম কেউ মুছে দিল না হায় রে ॥
ও মুখ দেখিয়া মনের ভাষা কেউ তো বোঝে না রে—
মাগো তুমি আছ কোথায় আর কি পাব ফিরে॥
তোমার গর্ভে জনম নিয়া তোমায় চিনলাম না – মাগো
ও গানের সুরে বনের পাখি ওড়ে না আকাশে
কি যেন কি বলে বাতাস আমায় আভাসে
বনলতা বোঝে যাহা হায় রে মানুষ বোঝে না॥

সূচী

বাউল-৭৮: ওরে ভুল, ওরে ভুল, ওরে ভুল

ওরে ভুল, ওরে ভুল, ওরে ভুল
পিরীতি হোলো ভাঙ ধুতুরার ফুল   ফুল রে॥
নেশা থাকে যতক্ষণ, পিরিত থাকে ততক্ষণ
নেশার গুলি কেটে গেলে চোখে সরষের ফুল॥
প্রথমদিনে তার সাথে, দেখা হোলো নিশিরাতে
গান গেতে গেতে ফুটেছিল প্রেমেরই মুকুল॥
এখন আমায় চিনে না যে যৌবনে আগুন দিয়েছে
আসে না কাছে ভালবেসে মধুর কথা নেইকো মুখে॥
সকাল বেলায় সুরজ আলো দেখায় বধু অনেক ভাল
বিকেলে মলিন হোলো জাতে না পায় কুল॥

সূচী

বাউল-৭৯: মেনকা মাথায় দিল ঘোমটা

মেনকা মাথায় দিল ঘোমটা।
বেছে বেছে করলি জামাই   চিরকালের নেংটা   লো নেংটা॥
তৈরী এ সোনার পুতুলী বুড়ো বরে বিয়া দিলি
রাস্তায় যেতে ঢলে পড়ে বাতাসে দন্ত নড়ে
মেনকা সে যে ভালো হাতীর গলায় ঘণ্টা   লো ঘন্টা॥
সততরি কাছে বাঘাম্বরা নির্দম বেটা গাঁজায় দেয় দম
আবার হাতে ত্রিসূল মাথায় জটা ঠিক ভিখারির ঢংটা   লো ঢংটা॥
শ্মশানে মশানে থাকে ওই তো ভূতের রাজা
ভবপিতা ভেবে বলে মেনকা গেলি ভুলে দেখে সাদা রংটা   লো রংটা॥

সূচী

বাউল-৮০: গুরু পদে প্রেম ভক্তি হইল না

গুরু পদে প্রেম ভক্তি হইল না মোর হইবার কালে
আর হবে কিরে তোর সাধন ভজন অনুরাগের সময় গেলে॥
হাটবাজারে গেলে পরেরে কত মানিক মুক্তা মেলে
ওরে শেষ বাজারে গেলে পরে কি যেন ঘটে কপালে॥
কাননে এক বৃক্ষ ছিল রে ও ফল ধরতো কালে কালে
ওরে অকালে ফল ধরলে পরে বিনাশ হয় তার ফলেমূলে॥

যখন ফুলে ছিল রে মধু ভ্রমর আসতো দলে দলে
শুকনো ফুল ঝরিয়া গেল ও গাছ রইবে কেমন করে॥

সূচী

বাউল-৮১: প্রেমের মড়া জলে ডোবে না (১)

প্রেমের মড়া জলে ডোবে না
আবার যে জন প্রেমের ভাব জানে না
তার সাথে প্রেম চলে না॥
রজকিনীর কাপড়কাচা
চণ্ডীদাসের বড়শি বাওয়া গো
ও সে বার বছর বাইলো বড়শি
বড়শিতে মাছ ধরিলো না॥
রজকিনী কথা কইলো
চণ্ডী বলে মাছ ধরিলো গো
আবার মাছ ধরিল ভাল হল
এদেশে আর রব না॥
চণ্ডীদাস আর রজকিনী
তারাই প্রেমের শিরোমণি গো
তারা এক মরণে দুজন মরে
এমন মরে কয়জনা॥

সূচী

বাউল-৮২: বারে বারে আর আসা হবে না

বারে বারে আর আসা হবে না।
এমন মানব জনম আর পাবে না॥
তুমি ভেবেছ কি মনে এই ভুবনে
তুমি যাহা করে গেলে আসিয়া হেথায়
চিত্রগুপ্ত লিখে ভরিলেন খাতায়
বিচার করিবেন ঐ বিধাতায়
তাঁর চোখে ফাঁকি-বুকি কিছুই চলে না
তুমি যাহা বদনে করনা প্রকাশ

অপ্রকাশ তার কাছে কি যে সর্বনাশ॥
সে জুড়িয়া আছেন বসে হৃদয় আকাশ
তুমি তার কুলে কালি আর দিওনা॥
সাবধানে চল মন হও হুঁশিয়ার
বেলা তো ডুবিয়া যায় আসে অন্ধকার
দেখ মানুষ দেবতা হয়, হয় অবতার
ভবা কহে চোখ মেলে চেয়ে দেখ না॥

সূচী

বাউল-৮৩: বিশ্বাসবাবু গেছেন মারা

বিশ্বাসবাবু গেছেন মারা   সত্যবাবুর খবর নাই
তোমরা কি তা জান না রে ভাই।
স্নেহলতা প্রীতিরাণী অনেক আগেই মরেছে
মদনবাবুর অত্যাচারে প্রেমকুমার সরেছে।
বেআক্কেলের মক্কেল সেজে ইনসাফ আলী ইমাম সাঁই॥
দুঃখীরামের লাঠির ঘায়ে গেল দুঃখরঞ্জন মরিয়া
শান্তির মা স্বর্গে গেল অশান্তির পথ ধরিয়া
দয়ানন্দ মায়ারাণী হাসপাতালে নিলেন ঠাঁই॥
বুদ্ধিমন্ত্রের শ্রাদ্ধ খেয়ে নেমেছি রাস্তায়
আমার জ্ঞানেন্দ্রনাথ পড়েছিল ওই অজ্ঞান অবস্থায়
যেদিন বিবেকবাবুর বিকৃত লাশ রাস্তার মাঝে দেখতে পাই।
ঢাকায় যেতে আরিঙ্গার ঘাটে   দেখা নকুলখ্যাপার সাথে
কাঁধে তাহার ভিক্ষার ঝোলা লাঠি একখান হাতে
বড়ই ব্যথা পেয়ে বললেন তিনি   এই সমাজে মোর জায়গা নাই
তোমরা কি তা জানো না রে ভাই।

সূচী

বাউল-৮৪: স্রোতের মাঝারে হাবুডুবু খাই

স্রোতের মাঝারে হাবুডুবু খাই
মহাচিন্তার অকূলে॥
আমার মন দোলে আর প্রাণ দোলে।

এই জীবন নদীর কূলে কূলে
আমার মন দোলে আর প্রাণ দোলে॥
কেউ তো থাকে না চিরদিন
আমরাও যাব এই যাত্রাপথে
পথিক যত নবীন কবি
হাসি কান্নার সময় আসে
বয়ে যাবে ঐ অনন্তজলে॥
আসি তরঙ্গে নাচিয়া রঙ্গে
কত যে এল কত যে গেল
যাবে না কিছুই সঙ্গে
কি যে আশায় ভাসিয়া চলেছি
আপনার পথ দিয়ে॥
এই তো হোলো দেখাশোনা
আসা যাওয়ার পথে পরিচয় মাত্র
তাছাড়া কিছু নয়।
কে কোথাকার কোথায় চলে যাব
ভবা কয় মায়ামণ্ডলে॥

অন্য রূপ

মন দোলে আর প্রাণ দোলে
জীবন নদীর কূলে কূলে॥
স্রোতের মাঝে হাবুডুবু খাই
মহা চিন্তার আকূলে॥
কেউ তো থাকে না চিরদিন
আমরাও যাব সেই যাত্রাপথে
পথিক যত নবীন প্রবীণ
হাসি কান্না খেলা সম উল্লাসে
ডুবে যাবে ঐ অনন্ত জলে॥
(আছি) তরঙ্গে নাচিয়া রঙ্গে
কতো যে এলো কতো যে গেলো
নাহি কিছু সঙ্গে
কি যে আশায় ভাসিয়া চলেছি
আপনারে সব ভুলে॥
এই তো হল দেখশুনা

আশা যাওয়ার পথে পরিচয় মাত্র
তা ছাড়া তো কিছু না
কে কোথাকার কোথা চলে যাই
ভবা কয় মায়া-ভূমন্ডলে॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৮৫: গড়িয়ে নলিন পিরীতি

গড়িয়ে নলিন পিরীতি
হানলে কেমনে
পিরীতি করব দুজনে।
আশা ছিল রে মনে
পিরীতি করব দুজনে।
পিরিত পিরিত করব দুজনে॥
শোনো শোনো প্রাণসখা
বলি আর কি তোমার পাব দেখা
তোমার অসময়ের মুচকি হাসি
বোঝা গেল রে অনুমানে॥
মধু ভরা কমল ফুলে
বলি বসল না তো গেল চলে
বলি সে ফুলে মিলবে না মধু
ফিরে আসতে হবে এখানে॥
বিনোদিনীর এই যে বাণী
বলি ঠিক বলেছে বিনোদিনী
কালো ভ্রমর জানে মধুর মর্ম
গুবরে পোকায় কি জানে॥

সূচী

বাউল-৮৬: বলি কাম থাকিতে প্রেম

বলি কাম থাকিতে প্রেম হবে না
আমার ব্রজগোপীর ভাব দিয়ে
যদি না পায় মরণে॥
প্রেম কথাটি শুনতে ভালো
যদি না পায় মরণে॥
প্রেম রয়েছে কামের খাঁচায়
খুঁচাইলে তার পাবে দেখা
সেই রসেতে যে জন মাখা
মরে না সে মরণে।
যেমন দর্পণে মাথায়ে তরা ****
ঠিক রেখো দুই নয়নতারা
তবেই যাবে মানুষ ধরা
ওই দিবানিশি প্রাণপণে॥ *****
কামরূপেতে যার বাসনা
তার হবে না উপাসনা
কাম থাকিতে প্রেম হবে না
আমার ব্রজগোপীর ভাব দিয়ে॥
যেমন চণ্ডীদাস আর রজকিনী
এরাই প্রেমের মহাজনী
প্রশ্ন তোলে কি *****
বিরাজ করে তিনজনে॥
তাই গোঁসাই খ্যাপাচাঁদে ভণে
প্রেমের সেই মর্ম জানে
দেখো কামে প্রেমের মাখামাখি
দেখো অপরাজিতা পুষ্পবনে॥

সূচী

বাউল-৮৭: পাতালভেদী নল বসিয়ে

পাতালভেদী নল বসিয়ে
বাহির করে প্রেম জল
কল বসানোর ধন্য একি ফল
শীতল পানি কলের জল

কল বসানোর ধন্য একি ফল॥
সে যে এমনি মোদের কল
ওরে ধরে করব বল
দুখপোহাতী সর্বজীবের প্রাণ বাঁচা ঐ জল
আবার ঐ জলেতে হয় গো পূজন
ঠিক রোপনে হয় ফসল॥
বলি মানবদেহ এমনি একটা কল
আছে ভিতরে তার জল
নল বেয়ে জল পড়বে যখন
প্রাণ হবে রে শীতল॥
যখন বলি মহারাণী
বিরাজ করে চতুর্দল॥
গোঁসাই গোবিন্দের বচন
ভক্ত তুই গুরুর কথা শোন
অসাবধানে কল ফলাতে চাসনা বাছাধন।
পা পিছলে পড়ে গেলে
তখন তোর কি হবে বল॥

সূচী

বাউল-৮৮: বসুন্ধরার বুকে বরষারই ধারা

বসুন্ধরার বুকে বরষারই ধারা
ধরাভরা হাহাকার।
তেরোশো পঁচাশি সনে
দামোদরের বাঁধ ভেঙে পড়ে
বালক ছেলে কোলে করে
ইস্কুলে পালাই॥
শক্তিঘাটায় দেখলাম বিরাট এক সাঁকো
লোহার খুঁটিখাম্বা তলে আছে ফুটো
কত গরুগাড়ী কত বুড়োবুড়ি
নদনদী গেল ভেসে॥
বাণ উঠল ভাই ঘরে ঘরে
দেওয়াল চাপা মানুষ মরে

বালক ছেলে কোলে করে
ইস্কুলে পালাই॥
বর্ধমান বাঁকুড়া মেদনিপুর মালভূম
দুমকা পাটনা আর মুর্শিদাবাদ বীরভূম।
ষোলোকোশ জুড়ে লোহার খুঁটি গেড়ে
জলকে রেখেছে ঘেরে॥

সূচী

বাউল-৮৯: কোন্ স্বভাবে হইল নারী

কোন্ স্বভাবে হইল নারী
কোন্ অভাবে নাই তার দাড়ি
নীলাম্বরী পরনে কিনা
বিধি কি অবিধির মতে
ধরল এইসব নমুনা।
মানুষ নশ্বর কি অবিনশ্বর
যুক্তি তর্কে ধরে না।
সবাই বলে সেই পারে যাই
পারের কোন উদ্দিশ নাই—
শুনিতে পাই এই সব ঘোষণা।
বাউল কবি রসিদ বলে
কেবা আছে সৃষ্টির মূলে
দৃষ্টি খুলে পাওয়া তো যায় না।

কথা: রসিদউদ্দিন
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৯০: মানুষের জন্যেতে মানুষ ঘুরিয়া বেড়ায়

মানুষের জন্যেতে মানুষ ঘুরিয়া বেড়ায়
মানুষের ভিতর মানুষ দেখিতে পাবি সর্বদায়।
কাছে মানুষ আছে জানতে পার গুরুর কাছে
রঙ্গের খেলা খেলতে আছে ধর ভক্তিলতায়।
বিশ্বাসের আকড়া দিয়ে মানুষ ধর পাকড়াইয়ে

কু-বাতাসের ঝাক্‌ড়া দিয়ে ভাঙ্গেনা লতার মাথায়।
চৌদিকে দাও সত্য বেড়া ফিরবে তাতে ছাগল ভেড়া
কাসিমে জল ঢাল ঘড়া ফুটিয়ে ফুল মিলবে পাতায়।

কথা: কাসিম আলী
সূচী

বাউল-৯১: ভবা কি জাত সবাই জিজ্ঞেস

ভবা কি জাত সবাই জিজ্ঞেস করে
ভবা পড়ল ফাঁপরে—
ভবা নয় রে যেমন তেমন
নহি আমি ন্যাকা রে॥
এরা জানে না ওঙ্কারে আকার যিনি
তিনিই বিশ্বজননী—
লোকে করে কানাকানি
জাত-ফুটুনির আমদানি।
মুক্ত স্বভাব দিই যে জবাব
জন্ম দিল কে আমারে॥
ছুঁলেই জাত যায়
এ ছোঁয়াচে রোগ মরল না হায়
ভুক্তভোগী এমন রোগী বহু বহু
এই দুনিয়ায়—
সূর্য চন্দ্র আকাশ বাতাস
সবার জন্য এদের প্রকাশ
বিলায় কিরে জাতটি ধরে?
যাঁর উদরে জন্ম নিলাম
সে মা আমার স্বর্গধাম
মহাসুখে করছে বিশ্রাম
কেমন মায়ের পরিনাম।
তুমিও মরবে আমিও মরব
যার যেমন কর্মকাম
নিয়তির কলকাঠি কটকটানি
কাটে না রে॥

জন্ম সবার পৃথিবীতে
কি বাকি আর আছে জানতে
অজান্তে মৃত্যু সবার
সব একাকার আদি অন্তে
ভবা তাই বেজায় খুশি
জাত ফুটুনির ঘোর বিদ্বেষী একান্তে।
হার মেনে যাই হার মানি না
তাই সবার সঙ্গে মিলে না রে॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৯২: ধান্দাবাজির ধোকায় পড়ে আন্দাজে করলে

ধান্দাবাজির ধোকায় পড়ে আন্দাজে করলে সাধন
কোন সাধনে মিলবে রে সেই পরম ধন।
তুমি কোন রূপেতে পাবে তারে
নিরাকার সাঁই নেরঞ্জন।
যদি মক্কায় গিয়ে খোদা মিলত
শিব মিলত কাশীতে
যদি বৃন্দাবনে কৃষ্ণ মিলত
কেউ ফিরত না দেশেতে।
শুনেছি জাহেরে বাতুনে মওলা
ভক্ত নিয়ে করেন খেলা
কোন রূপে তাঁর নিত্যলীলা
কে পেল তার দরশন।
যদি ভোগ খেয়ে ভগবান মিলত
খোদা মিলত সিন্নিতে
তবে বড়ো করে ভোগ লাগায়ে
বাদশায় পারত কিনিতে।
সে যে কোন মোকামে থাকে বদ্ধ
কি ধন দিলে হয় রে বাধ্য
যে বস্তু তার প্রিয় খাদ্য
করছ কি তার আয়োজন।

আবার মণ্ডপেতে মূর্তি গড়ে
ধ্যান কর জপের ঘোরে
আসমানেতে হাত তুলিয়ে
সেজদা কর জমিনে।
তুমি দেখ নাই যার মুরতি
তার সঙ্গে কি হয় পিরীতি
এ বল্লভের পাগলা গীতি
বুঝিবে পাগল যে জন।

কথা: বল্লভ
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৯৩: নিজগুণে কৃপা করে চরণ দাও

নিজগুণে কৃপা করে চরণ দাও আমায়
তবে দয়াময় তোমায় জানা যায়॥
স্বভাব দোষে আমারই মন
বাগ ছেড়ে বিবাগে গমণ
হীন হয়েছি ভজন সাধন
দাও চরণ স্বকরুণায়॥
সাধনে পারগ যে জন
ভক্তি বলে পায় সে চরণ
কে বলে করুণাময়॥
জগৎকে করিত তারণ
প্রতিজ্ঞা তোমার নিরূপণ
গুরুরূপ কায়া ধারণ
কৃপা সিন্ধু জানি তোমায়॥
পতিত যদি পতিত রবে
প্রতিজ্ঞা পালন কৈ হবে
দুদ্দু কয় কলঙ্ক রবে
পতিতপাবন নাম কই রয়॥

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৯৪: আপনাকে আপনি চেনা যায় কিসেতে

আপনাকে আপনি চেনা যায় কিসেতে
যে চেনা আল্লাকে চেনা
ফরমায় নবির হাদিসেতে॥
রোজা কিয়া নামাজ পড়া
কলমা কি হজ জাকাত দেয়া
তাম্বি ভারি পাঙ্গাগানা
নিজ পরিচয় কই তাহাতে॥
কাবাতে নিয়ত নিরূপণ
আপন কাবার নাই অন্বেষণ
খলিলের কাবায় কি কখন
আল্লাজীরে পায় দেখিতে॥
আপনাকে আপনি ভুলে
পশ্চিম তরফ খাড়া হলে
দুদ্দু কয় রূকু সেজদা দিলে
খোদার দিদার কই তাহাতে॥

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৯৫: ভাব মন অধমতারণ সত্যশরণ যার

ভাব মন অধমতারণ সত্যশরণ যার নামেতে পাষাণ গলে
যিনি এই গগন তপন পাতাল ভুবন শূন্য পবন স্থলে জলে।
কি বা আশ্চর্য কথন নাই তাঁর চরণ সমভাবে বেড়ান চলে।
যিনি এই গাছ গাছড়ায় দালান কোটায় পত্র-কুটির ঘরের চালে
তিনি তোর দেলের মাঝে বসে আছে ভালোমন্দ কথা বলে।
যিনি সেই চিন তাতারে রুম সহরে বর্মা কাশ্মীর ঝিল নেপালে
তিনি তোর ভাতের গ্রাসে খাটের পাশে নাচিয়ে বেড়ান লয়ে কোলে।
যিনি তোর উপবীতে চাপদাড়িতে বেদ পুরাণ কোরান বাইবেলে
তিনি তোর খোল খমকে ঢোলে ঢাকে আল্‌খাল্লায় ফুরফুরি ঝোলে।
যিনি সেই মসজিদ গির্জায় ব্রাহ্মসভায় শ্মশানে কি গাছের তলে
তিনি মোহন্ত আখ্‌ড়ায় তুলসীতলায় সর্বস্থানে ভূমণ্ডলে।
যিনি সেই ব্রহ্মপুত্রে পেঁড়ক্ষেত্রে ঘোষপাড়া কি বিন্ধ্যাচলে
তিনি শ্রীবৃন্দাবনে কাশীধামে মক্কা মদিনা চিথুলে।

যিনি সেই জ্ঞাতি হিংসায় বিবাদ ঘটায় যুদ্ধ বাধায় সন্ধিস্থলে
তিনি যে অধীনতা স্বাধীনতা যা বল তা সবার মূলে।
যিনি সেই গড়ের মাঠে মনুমেন্টে রেলের রোডে ধূমকলে
তিনি যে নেড়া মাথায় জুলপি খোঁপায় টাকপড়া কি আলবার্ট চুলে।
যিনি তোর ভাত ব্যঞ্জনে চুনে পানে দুধিদুগ্ধ শাক অম্বলে
তিনি তোর ধুতি চাদর জামার ভিতর কোট পেন্টুলুন শাল রুমালে।
যিনি সেই নাটক যাত্রায় ঢপ অপেরায় কবিকঙ্কণ কবির দলে
তিনি পাঁচালির ছড়ায় হাফ আখড়ায় ঝুমুর খেমটা বাঈ মহলে।
যিনি সেই কথকতায় রসিকতায় বক্তৃতায় কি পণ্ডিত টোলে
তিনি তোর ছেঁড়া ছালায় কৌপীন ঝোলায় গোধুড়ি কিম্বা কম্বলে।
ফিকিরচাঁদ বলে তোরে কড়ে ধরে মূল হাড়ালি ভুলের মূলে
থুয়ে ধন চালের বাতায় জল যে হাত্ড়ায় তাকেই লোকে পাগল বলে।

কথা: ফিকিরচাঁদ
সূচী

বাউল-৯৬: আমার এই পেটের চিন্তে

আমার এই পেটের চিন্তে
        এমন আর চিন্তে কিছু নাই—
চাউল ফুরাল ডাইল ফুরাল
        সদাই গিন্নি বলে তাই॥
যখন আমি নামাজ পড়ি
তখন চিন্তা ওঠে ভারি
কীসে চলবে দিনগুজারি
        সেজদা দিয়ে ভাবি তাই—
ও সদা পেটের জ্বালা জপমালা
আমি তসবি মালায় জপি তাই॥

সূচী

বাউল-৯৭: দেখে তোমার কাজগুলা

দেখে তোমার কাজগুলা
যায় না কো সাঁই দয়াল বলা।
তোমার দয়াল নামের এমনি গুণ
পান্তা ভাতে মেলে না নুন
কেউ খায় ঘৃত মাখন
কার কান্ধে দাও ঝোলা।
কার নাহি জোটে খেটে খুটে
পড়ে থাকে ছেড়া চটে
দিবারাতি নানান কষ্টে
শোক-অনলে হয় কয়লা।
কেউ সুখ-সাগরে ডুব দিয়া রয়
কারো কেঁদে কেঁদে জনম যায়
ফুলবাসউদ্দীন ভাবে বসে
কার নামে জপি মালা।

কথা: ফুলবাসউদ্দীন
সূচী

বাউল-৯৮: চোখ বুজে দেখি আমি নাই

চোখ বুজে দেখি আমি নাই
তবু যে মায়াতে ভুলে যাই॥
কতো কিছু দেখিয়াছি দুই নয়নে
কিছু মুছে গেছে কিছু রয়েছে মনে।
ফাঁকির খেলা সবই এই ভুবনে
শ্মশানেতে হবো পোড়া ছাই॥
ভালোবাসা চেয়েছিল বুক
অভাগা বলিয়া মোরে পৃথিবী করেছে বিমুখ।
যতবার চেয়েছিনু সুখ চেয়ে পেয়েছি যে দুখ।
মুখ ফুটে বলিবার পাই নি ভাষা
হৃদয়ের মাঝে কতো গোপন আশা
ভেঙ্গে যাবে অসীমের সুখেরই বাসা
রবে শুধু বিরহেরই ঠাঁই॥

কথা/সুর: অসীম সরকার
সূচী

বাউল-৯৯: কোন আজানায় দিবি রে ফাঁকি

কোন অজানায় দিবি রে ফাঁকি   উড়ে পাখি
ভাঙ্গবে রে তোর সুখের বাসা বুঝেও বুঝলি নাকি॥
চোখের সামনে মরল দাদু মরল রে তোর পিতা
দুচোখে তুলসী দিলে বক্ষে দিলি গীতা
ভুলে গিয়ে সে সব কথা কেন পরলি না আর রাখী॥
রাজা উজির ধনী মানিক সমান সব শ্মশানে
এ দেহ তোর হবে রে ছাই তাই রাখিব মনে।
ভুল করিয়া বাঁধি বাসা ভাঙ্গন নদীর চরে
ভাঙ্গিবে রে তোর সুখের বাসা কাল বৈশাখীর ঝড়ে
অধম অসীম বলে ডাকো তারে থাকিতে প্রাণ পাখি॥

কথা/সুর: অসীম সরকার
সূচী

বাউল-১০০: ত্রিজগতে হয় না মায়ের তুলনা

ত্রিজগতে হয় না মায়ের তুলনা
মায়ের ঐ রক্তে দিন ভাই কেহ ভুলো না॥
গর্ভ হতে রক্ত পেলি দুগ্ধ খেলি জন্মিয়া
তোর মুখে ফুটাল হাসি মায়ের হাসি দিয়া।
তুই যে মায়ের বুকের আশা
পেলি মায়ের মুখের ভাষা
মায়ের ভালোবাসায় নাই ভাই কোনো ছলনা॥
প্রসবকালে কতো মাতা হারায় তাহার জীবন
নিজের মুখের খাদ্য দিয়ে বাঁচায় তাহার পুত্রধন।
ব্যথা দিয়ে মায়ের প্রাণে
কি হবে গুরু ভজনে
অসীম বলে পরকে বুঝাই নিজের বোঝা হোলো না॥

কথা/সুর: অসীম সরকার
সূচী

বাউল-১০১: আমি মানুষ হইয়া আবার আসিব

আমি মানুষ হইয়া আবার আসিব
মানুষেরই সঙ্গে মিশে মানুষ ভালো বাসিব॥
আমার আচরণে যারা পেল এবার ব্যথা
আমি ক্ষমা চাহি তাদের কাছে লুটাইয়ে মাথা
আমার মনে থাকলে তাদের কথা
আমি তাদের ব্যথা নাশিব॥
আমার গান শুনিয়া পেল যারা
        চলারপথের আলো
তোমরা ভুলিয়ো মোর জীবন পথে
        থাকলে কোনো কালো
অধম অসীম বলে মন্দ ভালো
আমি সবার মাঝে হাসিব॥

কথা/সুর: অসীম সরকার
সূচী

বাউল-১০২: ও গো নবীর আইন গম্য

ও গো নবীর আইন গম্য ভারি
ও তাই না জানিলে বিপদ হবে তাহারি॥
নবীর নামে সারে দুনিয়াদারী
জীবজন্তু আর কিয়া ভিখারি
ও সে চক্ষুদানী হবে, নজর খুলে যাবে
    ব্রহ্মাণ্ডের খবর হবে গো তাহারি॥
এক আইনে যারে বললে খোদ খোদা
খোদা ছাড়া নবী নাইক জুদা
ও সে বীচে বিসমিল্লা, যারে কও আল্লা
    মণিকোঠার বারামখানা গো তাহারি॥
দেলবর শা দরবেশে কয় বাণী
খোদা চন্দ্র হয়েছে ধনী

ও সে নবীর বারামখানা, দিন কর ঠিকানা
স্বরূপ বলে আমার দিন আখেরি॥

কথা: দেলবর শা
সূচী

বাউল-১০৩: হাওয়ার গাড়ী চইলা গেল

হাওয়ার গাড়ী চইলা গেল আমার বন্ধু আইল না
তুমি আমার আমি তুমার বুঝেও বোঝো না॥
খাইতে দিব হালুয়া লুচি মুখের শোভা পান
শুইতে দিব ফুল বিছানা যৈবন করব দান॥
ঢাকাই শাড়ি রেশমী চুড়ি অনেক টাকা দাম
খোপায় দিব ফুলের মালা গাইব মধুর গান॥
এস বন্ধু বাজাও তুমার দোতারারি সুর
আদর করে পুরিয়ে দেব মনের যত দুখ॥

সূচী

বাউল-১০৪: খাট পালঙ্কে শুইয়া রে

খাট পালঙ্কে শুইয়া রে মন
ব্যাথা লাগে সোনার গায়
ক্যামনে সেদিন শুইবা রে মন
মাটির বিছানায় খালি মাটির বিছানায়॥
টাকা পয়সা জমি বাড়ি
যাইতে হবে এসব ছাড়ি
যেই দিন হইবে সমন জারি
সেই দিন করবা কি উপায়॥
দুই দিনেরই দুনিয়া বাড়ি
কিসের করো অহঙ্কার
চোখ বুজিলে দেখবা রে মন
হইবে সকলই আঁধার॥

সূচী

বাউল-১০৫: বাঁকা নদীর পিছল ঘাটে

বাঁকা নদীর পিছল ঘাটে
ও পার হবি কী করে
ও পার হবি কী করে।
ও সেথায় কামকুম্ভীর রয়েছে সদায়
বাপরে বাপ সদায় হাঁ করে॥
আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে যে করে গমন
ও তার হয় না রে মরণ
যে যায় তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি
ও তার প্রাণ হারাবার তরে॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতের ঘাট
ও তার কীবা পরিপাট
দেখলে সেই ঘাটের ছবি অবাক হবি
যাবি দুই বাপ বেটাতে মরে॥
মদন-মাদন-শোষণ-স্তম্ভন ও মোহন এই পঞ্চসার
ও সারের মহিমা অপার,
যদি সেই যুদ্ধে যাবি তীর ছুটাবি
তবে চাবি লাগা ঘরে।
সেথা গন্ধকালী বসে আছে
(ঐ দ্যাখ দ্যাখ) বলি খাবার তরে॥

উৎস: সুধীর চক্রবর্তীর বই
অন্য রূপ

বাঁকা নদীর পিছল ঘাটে পার হবি কি করে রে।
সেথা দেখলে ছবি, অবাক হবি, যাবি দু বাপ বেটাতে মরে রে॥
সেথা ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে করতে হয় গমন
তবে হয় না মরণ।
যাবি দৌড়োদৌড়ি তাড়াতাড়ি
প্রাণ হারাবার তরে রে॥
মদন, মাদন, শোষণ, স্তম্ভন, মোহন
পঞ্চবাণের করবে সন্ধান,
সেথায় যুদ্ধে যাবি তীর ছুড়িবি,
চাবি দিবি ঘরে রে॥
সে নদীর সাহানবাঁধা ঘাট,
তার কিবা পরিপাট,

সেথায় গন্ধ কালি বসে আছে,
তোরে বলি দেবার তরে রে॥
সাপের মুখে ভেক নাচিয়ে যেতে চাও সেথা,
সেটা অপূর্ব কথা!
গোঁসাই বিপ্র কেঁদে বলে বুঝবি কি তার পরে রে॥

সূচী

বাউল-১০৬: দীন দুনিয়ার মালিক খোদা

দীন দুনিয়ার মালিক খোদা
তোমার দিল কি দয়া হয় না॥
কাঁটার আঘাত দাও গো যার
তার ফুলের আঘাত সয় না॥
সব দিয়ে যার সব কেড়ে নাও
তার তো প্রাণে সয় না॥
সেই দুখেতে বন্ধুকে মোর
কবরে শুয়াই রে
দুম যেন মোর যায়॥
যে পথেতে কাঁটায় ঘেরা
কোন বা পথে চলবে।
যে মুখে তার ব্যথায় ভরা
কোন বা মুখে বলবে॥

দীন = ধর্ম
কথা/সুর: প্রচলিত
সূচী

বাউল-১০৭: নাচো গো নাচো কালী

নাচো গো নাচো কালী নাচো গো
আমারি বুকে না হয় শিবেরই বুকে॥
নূপুরের সুর ও ধ্বনি
বাজিবে ঐ রিনিঝিনি
আনন্দে ভরিবে ওই দশদিকে॥
এল এল এলোকেশ

মেঘমালা দুলবে যে ঐ
হাসিয়া নাচিয়া মাগো
কহিবে মাভৈঃ মাভৈঃ।
হাসিবে দেবতাগণ
কাঁপিবে অসুরগণ
নাচো কালী তুমি এই পুলকে॥
রক্তচন্দন আর রক্ত জবা
বিল্বপত্রসনে পাগলা ভবা
দেব গো অঞ্জলি
জয় কালী কালী
করতালি দেব গো মা বলে ডেকে॥

কথা: ভবা পাগলা সুর: পবন দাস
সূচী

বাউল-১০৮: গুরুজী তাই জানে রে

গুরুজী তাই জানে রে
মনফকিরা মনেরই কথা॥
বাঁশগাছেতে লঙ্কা ধরে
বেগুণ গাছে সিম রে॥
ওরে পাগল, সকালে সম্বন্ধ হোলো
দুপুর বেলায় বিয়ে রে॥
সাগরেতে জল নাই রে
বাজারে মারে ঢেউ
তার বাবার যখন হয় নাই জনম
বেটার কোলে বৌ রে॥
তালগাছেতে শোলের ফুল আসে
শিয়ালে ধরে খায়
আবার পদ্মলোচন এমনি খ্যাপা
পলি নিয়ে খায় রে॥

কথা: পদ্মলোচন সুর: পবন দাস
অন্য রূপ

মন ফকিরা মনের কথা গুরুজী তা জানে রে।
পুষ্করিণীতে নাই পানি বাজারে মারে ঢেউ রে॥
আমার বাপের যখন জন্ম হয় নাই বেটার কোলে বউ রে
নগরে মনুষ্য নাই বসতি চালে চালে
আধলাতে পেতেছি দোকান বিকাবে কোন কালে রে॥
গাভীর পেটে হয় নাই বলদ লাঙ্গল বিকায় হাটে
চাষার যখন হয় নাই জনম, জলখাবার যায় মাঠে রে॥
কাকের বাসায় কোকিল ছানা এই তো কদাচার রে
আবার বোবা বলে খুব বলেছ, রাতকানা যায় ছুটে রে॥
মদন সা ফকির বলে লাগলো দিশে দিশে রে
এই কথাগুলোর অর্থ জানলে দিশে যাবে ছুটে রে॥

সূচী

বাউল-১০৯: চঞ্চল মন আমার শোনে না কথা

চঞ্চল মন আমার শোনে না কথা
ঘুরিয়া বেড়ায় ঐ আকাশেরই গায়
বিদেশীর সনে দিন কাটাই বৃথা।
শুন ওরে মন তোমারে বলি
আনন্দে কহরে কালী কালী
তোমার স্বপন ভাঙিবে তখন
বুঝিবে তখন তুমি চঞ্চলতা॥
বাঁধন ছাঁদন দিয়ে রাখা নাহি যায়
মন তুমি হও স্থির ধরি তব পায়
তোমার এ মন্দির ভেতর বাহির
চঞ্চল করিলে ভবা দাঁড়াবে কোথায়॥

কথা: ভবা পাগলা সুর: পবন দাস
সূচী

বাউল-১১০: মন মতিকে গৌরাঙ্গে

মন মতিকে গৌরাঙ্গে বিয়ে দে না।
পাড়ার লোকের মন ভালো না
আমার মন মতিকে দেয় কমুন্ত্রণা
তাইতে মতির মন ঘরে থাকে না
মন মতির হোলো ভাবনা॥
শুদ্ধ মতি যৌতুক দিয়ে
মন মতি কন্যার দাও না বিয়ে
আসবে সীতাপতি শ্রীবাস গদাধর
লয়ে ভাবের গহনা॥
গৌরের সঙ্গে কর সম্বন্ধ
পাবি রে ভাই কি আনন্দ
নিত্যানন্দ হবে কুটুম্ব
নিরানন্দ রবে না॥

কথা: প্রচলিত সুর: পবন দাস
সূচী

বাউল-১১১: আমার গোপন প্রেমের কথা রে

আমার গোপন প্রেমের কথা রে
ও কথা কইতে গেলে ঝরে দুটো আঁখি॥
এই করিলা ভালো বন্ধু
পিরিত করে চলে গেল
বন্ধু আর না ফিরে এল রে॥
ভরা বাদলে ভরা ভরা নদী
দুকূল ভাঙে গাঙ বন্ধু
চার দিনকাল প্রাণ সোহাগা
শুনাই বাঁশীর গান রে॥

কথা/সুর: পবন দাস
সূচী

বাউল-১১২: চল্ গুরু চল্ দুজন যাই পারে

চল্ গুরু চল্ দুজন যাই পারে
আমার একলা যেতে ভয় করে॥
পার ঘাটাতে মাল্লা ছয় জনা
সহীবিনে তারা আমায়
পার করে দেয় না
মাঝি বলে পার করে দি
মাল্লারা নিষেধ করে॥
আমার দেহ ছিলো শ্মশানের সমান
গুরু তুমি মন্ত্র দিয়ে
করলে ফুল বাগান
আবার সেই বাগানে ফুল ফুটেছে
গোঁসাই অধর চাঁদ বিরাজ করে॥

সূচী

বাউল-১১৩: আমার ঐ নিতাই চাঁদের

আমার ঐ নিতাই চাঁদের দরবারে
একমন হলে সেই যেতে পারে
দুমন হলে পড়বি ফেরে
পারবি না যেতে পারে॥
চারদশে হয় চল্লিশ সেরে মণ
রতি মাসা কমি হলে লয়না মহাজন
আবার সদর হুকুম আছে ব্রজে
রাধারাণী পার করে॥
কাঠুরেতে মানিক চেনে না
ময়রার বলদ চিনি বয় তার স্বাদ জানে না
আবার সোনার বেনে সোনা চেনে
পরখ করে লয় তারে॥
সদর আমিন শ্রীরূপ গোঁসাই সনাতন
আনন্দ বাজারে তারা প্রেমের মহাজন
ও প্রেম দাঁড়ি ধরে ওজন করে
ঘষে মেজে লয় তারে॥

অন্যরূপ
সদর আমিন ... এর আগে:
যে জন চাক্তি গুড়ের ভিয়েন জানে না,
কাঁচা রসে ভিয়ান করে ওলা বাঁধবে কি করে।
সূচী

বাউল (ফকিরি)-১১৪: লাইলাহা ইল্লালার নকশা আছে

লাইলাহা ইল্লালার নকশা আছে যার দিলে
খুদা পাক্ রসুল্লাহ সঙ্গেতে ফিরে॥
ছয়তলাতে তালা দিলে অধরাকে ধরা যায়
হুহু শব্দে বীণা বাজে তোমার দিল দরিয়ায়
হুহু শব্দর কর ঠিকানা ষাইবি রে সোনার মদিনা
পাইলে পাইতে পার আত্মায় আত্মায় মিশিলে॥
একুশ হাজার ছয়শ টিকার নাসিকাতে আসে যার
এই কথাটি মর্শীদ ধরে তোমরা সবে জ্ঞান ভাই
আড়ি পেতে আল্লা আছে মিমে মহম্মদ আছে
এই কথা বলতে মানা লিখা আছে পাক্ পুরাণে॥
রস্না কূলের আব্দুল ফকির বলে দিল এই সভায়
বেহেস্তে যাবার পথ পরিস্কার করনা ভাই
বেহেস্তে যাবার কালে লয়ে যাবে কোলে করে
নইলে দোজখ যেতে হবে তাতে কিছু বাধা নাই॥

উৎস: সুধীর চক্রবর্তীর বই
সূচী

বাউল (ফকিরি)-১১৫: ঐ মনের মানুষ আছে

ঐ মনের মানুষ আছে
        খামোশ হৃদয় মাঝে
                গোপন ভাবে।
মানুষ মানুষ বলে সবে
মানুষ ধর মানুষ পাবে॥
মানুষ ধরে দেখ নিজে
পাবে মানুষ হৃদয় মাঝে
ঐ থেকো না আর মিছে কাজে

মানুষ আছে ধরতে হবে॥
মানুষ আছে রংমহলে
মানুষ ইমলে কলমার কলে
নইলে জনম যায় বিফলে
আখেরাতে পস্তাইবে॥
আলির ডালসিধ হইল যখন
হুকুম দিল সাঁই নিরঞ্জন
তখন সেজ্‌দা করে ফেরেস্তাগণ
সেই মানুষ আসিল যবে॥
মহম্মদ কয় কাতর হালে
ফকির সাহার চরণ তলে
মানুষেরই হুঁশের বলে
সাবেদ পেয়ে দেখলাম ভবে॥

উৎস: সুধীর চক্রবর্তীর বই
সূচী

বাউল (ফকিরি)-১১৬: বন্ধুর বাড়ি হতে রে মন

বন্ধুর বাড়ি হতে রে মন
আইছি অনেক দিন গো আমি।
যাব কবে মরি ভেবে দেহ হল হীন॥
বন্ধু যখন আসবে নিতে
তার সঙ্গে ভাই যাব চলে
থাকবে না আর এই মহলে
সবাই বাসে ঘিন্॥
রোজা নামাজ পঞ্চ বেলা
গলে লাগাও তিরিশমালা
বন্ধু দেখে হবে ভোলা
খেলবে কত রসের খেলা
বয়সের নবীন॥
দায়েম শাহের রচনা
মিঠাই মণ্ডা ঘিয়ে বোনা
তেলে ছাঁকা তাও নেব না
বুঝে মিঠাই কিন্॥

উৎস: সুধীর চক্রবর্তীর বই
সূচী

বাউল-১১৭: আমি সাড়ে তিন হাত জায়গা কিনে

আমি সাড়ে তিন হাত জায়গা কিনে
বাঁধব শেষের ঘর
একা ঘুমিয়ে রব আপন মনে
সবাই যখন করবে পর॥
ঐ ঘর হবে কাঠে ঘেরা
রবে গামছা মাটির হাঁড়ি
রইব শুয়ে ফুল হয়ে
সকল মায়া ছাড়ি
কাঁদবো না আর বিধির কাছে
মানুষ জন্ম পেয়ে আর॥
দাওনা আমায় একটুকু ঠাঁই
আমার ভাগ যে আছে
করব না আর কোন দাবি
বাবা মায়ের কাছে
আসব না আর ডাকলে খেতে আমি
ভাতের থালা দেখে॥

কথা: রত্নাকর মন্ডল, সুর: তরুণ মন্ডল
সূচী

বাউল-১১৮: ইঁদুর কলে বিড়াল পড়েছে

ইঁদুর কলে বিড়াল পড়েছে
বিড়াল লোভে পরে মরেছে
বাবুর বাড়ি দুধের হাঁড়ি
চাট্‌বে বলে এসেছে॥
বিড়াল উঁকি উঁকি চায়
তার স্বভাব ভালো নয়
সারা পেয়ে গোপন আলী
লাঠি নিয়ে যায়

ওসে লাঠির ভয়ে কদম গাছের
মগ ডালেতে চড়েছে॥
সে যে এমনি জাতি কল
কলের তিনটি আছে নল
ছয় তারে নয় দরজা আঁটা
মধ্যে রসের ফল
মনোজ ভেবে বলে তাই
ওগো শোন শোন ভাই
এই মায়ার কলে পড়লে কারো
রক্ষা নাহি রয়
তাই নেংটি পড়া ডমরুবালা
দেখে কোপনী এঁটেছে॥

কথা: মনোজ ঠাকুর, সুর: তরুণ মন্ডল
সূচী

বাউল-১১৯: শুধু ধন থাকিলে হয় না ধনী

শুধু ধন থাকিলে হয় না ধনী
কৃষ্ণ ধন যার নাই রে তায়
কেবা ধনী কেবা গরীব
বোঝা বড়ো দায়॥
প্রার্থীব ধন টাকা কড়ি
অর্থ সন্কট বিষয় বাড়ি
যেতে হবে সকল ছাড়ি
করিয়া বিদায়
সেদিন সাথের সাথী
এই হরিনাম
ধন সম্পদ কি সংগে যায়॥
কৃষ্ণধনে যার ভরা হৃদয়
সে যে বড়ো ধনী ভায়
তার সংগে কার তুলনা হয়
সারা বিশ্বময়
সে যে প্রেম সাগরে ভেসে ভেসে
মহানন্দে ঢেউ খেলায়॥

হও না তুমি উজির রাজা
শ্মশান ঘাটে একই সাজা
দেখবে তখন কেমন মজা
হবে ভস্মময়
এসব দেখে শুনে জ্ঞান হল না
অসীম রইল মন মায়ায়॥

কথা ও সুর: অসীম সরকার
সূচী

বাউল-১২০: আনন্দবাজারে দেখলাম অমি

আনন্দবাজারে
দেখলাম অমি রোববারে
একটা ভালো পাত্রী আছে
পাত্র একটা চাই
বিজ্ঞাপন দেখে আমি
চিঠি লিখি তাই॥
লম্বা গড়ন ফরসা রঙ
বয়সটা তার কুড়ি
নেই তার চাকরির আশা
নেই তার কোন জুড়ি
মনটা আমার উঠল মেতে
যদি তাকে পাই॥
সময় মত হাজির হলাম
দেখতে সেই মেয়ে
সদ্য ফোটা গোলাপ সে যে
দেখলাম আমি চেয়ে
কত ঘটক বিদেয় হল
দেয়নি মেয়ের খোঁজ
ভালো মেয়ের খবর আসে
বিজ্ঞাপনে রোজ
রাজত্ব আর রাজরাণী
পেয়ে গেলাম তাই॥

কথা ও সুর: মনোজ ঠাকুর
সূচী

বাউল-১২১: ফরিদপুরের খেজুরে গুড়

ফরিদপুরের খেজুরে গুড় বরিশালের বালাম চাল
বর্ধমানের মিহিদানা মুখে দিলে ভরে গাল॥
নদীয়ার সরভাজা দুধের রসমালাই
ঢাকার সোনপাপড়ী খেলে প্রেম জমে তাই
পদ্মার টাটকা ইলিশ সাথে
দিও গো বেলডাঙার ঝাল॥
মেদনিপুরের বোঁটা ছাড়া গোটা মিঠা পান
যশোরের সুপারী বিনা জমে কি তখন
টোল পড়া ঐ মুচকি হাসি
হয় যে প্রেমের নেশায় লাল॥
দার্জিলিং-এর কমলালেবু মালদহের আম
গোপালগঞ্জে থোকায় থোকায় ধরে কাল জাম
খাওয়া পড়ায় বাঙালী এক
তবু বাংলার একি হাল॥

কথা: মনোজ ঠাকুর, সুর: তরুণ মন্ডল
সূচী

বাউল-১২২: আমি মনের মানুষ পামু কই

আমি মনের মানুষ পামু কই
তারে দুইখান কথা কই
নুন খাইয়া গাল পুইড়া গেছে
ভয় লাগে তাই দেখলে গো॥
কান টানিলে মাথা আসে
শুনেছি গুরুর কাছে
যার দুকান কাটা এমন ব্যাটা
জুটলে মরন হবে সই॥
পিরীতির উকিল যারা
রীতি নীতি জানে তারা

তাই পুলিশি মনটা আমার
আসামীর আশায় রই॥
পুকুরে কি খালে বিলে
হয়না ইলিশ কোনো কালে
তাই ভাবসাগরে প্রেম বাজারে
চার পা দিয়া আমি রই॥

কথা: মনোজ ঠাকুর, সুর: তরুণ মন্ডল
সূচী

বাউল-১২৩: আমারে নি পড়ে তোমার মনেরে

আমারে নি পড়ে তোমার মনেরে বন্ধু
দূর বিদেশে গিয়া
তোমার কথা আমার মনে
উঠে রইয়া রইয়া
নিশীথে শুইয়া॥
তুমি রইলে দূরদেশে
রাখিয়া পাগলের বেশে
ওসে বুঝাইলে মন বুঝ মানে না
কারে বোঝাই কি দিয়া
নিশীথে শুইয়া॥
আমার হৃদয়ে এঁকেছি ছবি
তোমার রূপের ঝিকিমিকি
ঘুমের ঘোরে চমকে উঠি
তোমারে না পাইয়া॥
যে দেশেতে থাকো বন্ধু
চিঠি মোরে দিও কিন্তু
তোমার চিঠির আশায় রইছি বইসা
পন্থপানে চাহিয়া
নিশীথে শুইয়া॥

কথা ও সুর: প্রচলতি
সূচী

বাউল-১২৪: জলের ঘাটে বাঁশী বাজে

জলের ঘাটে বাঁশী বাজে গো কমলা
আমরা জলে যাই॥
কারো পড়ন লাল নীলা
কারো পড়ন সাদা
শ্রীমতি রাধিকার হাতে
কৃষ্ণের নামটি লেখা গো কমলা॥
কারো হাতে ঘটি বাটি
কারো হাতে ঝাড়ি
শ্রীমতি রাধিকার হাতে
সুবর্নের কলসী গো কমলা॥
ঘাট পিছল পথ পিছল
আরো পিছল মাটি
আছাড় খেয়ে ভেগে গেল
সুবর্নের কলসী গো কমলা॥
আগের সখী যেমন তেমন
পাছের সখী কালা
মধ্যের সখীর নীলাম্বরি
বাতাসে উড়ায় গো কমলা॥

কথা ও সুর: প্রচলতি
সূচী

বাউল-১২৫: পিরীতি সকলে বোঝে না

পিরীতি সকলে বোঝে না
পিরীতি বিষম জ্বালা
চন্ডীদাস যার রূপে ভোলা
যেমন লাইলীর প্রেমে মজনু আলা
লাইলীর নাম সে ছাড়ে না॥
যে মজেছে রূপের সনে
তার কি লেখা ভাগ্যে জানে
সে যে ভয় করে না আর ঝড় তুফানে
পার হয়ে যায় যমুনা॥
অখিলে কয় মনরে কানা
পিরীতের ঢেউ গায়ে লাগে না

এ জগত পিরীতের মেলা
ভাঙলে মেলা আর পাবে না
পিরীতি সকলে বোঝে না॥
আত্ম সুখে সুখী যারা
প্রেম রতন তার মেলে না॥

কথা ও সুর: অখিল ঠাকুর
সূচী

বাউল-১২৬: জীবনটা যে পুতুল নাচের

জীবনটা যে পুতুল নাচের পুতুল খেলা
ওযে হাতের সুতার টানে সবাই নাচে সারা বেলা॥
সে যখন ছেড়ে দেবে হাতের সুতার টান
শেষ হবে রে নাচন কুদন রবে না আর প্রান
রঙ্গ রসের ভুবনখানি তারই নাট্যশালা॥
কিসের এত গর্ব রে তোর সাজের পোষাক পরে
নাচ ফুরালে নিঃস্ব হবি সবই নেবে কেড়ে
ভাঙলে দেহ ফেলে দেবে হবি পথের ধুলা॥

কথা: সমীরণ মিস্ত্রী, সুর: তরুণ মন্ডল
সূচী

বাউল-১২৭: ও প্রিয় হে কলঙ্কিনী রাধা

ও প্রিয় হে কলঙ্কিনী রাধা
মাইয়া তুই জলে না যাইও, ঘাটে না যাইও
কদমতলায় বইস্যা আছে কানু হারামজাদা॥
মাইয়া যাইও না যাইও না মাই তুই কদমতলা দিয়া
কানাইয়া পাতিছে ফাঁদ রাধিকার লাগিয়া॥
কলসীতে পানি নাই যে যমুনা বহুদূর
কেমনে যাইবে রাধা পায়েতে নুপূর॥

অন্য রূপ

কামরূপী লোকগীতি: মাই হে কলঙ্কিনী রাধা

মাই হে কলঙ্কিনী রাধা
কদম গাছে উঠিয়া আছে

কানু হারামজাদা
মায় তুই জলে না যাইও॥
কি ও হাটে না যাও বাটে না যাও
ঘাটে না যাও লাজে
আইবো তাই নাম রেখেছি
কলঙ্কিনী রাধে
মায় তুই জলে না যাইও॥
যাইও না রে যাইও না রে
কদম তলা দিয়া
কানাইয়া পাতিছে ফান্দ
রাধিকার লাগিয়া
মায় তুই জলে না যাইও॥
কলসীতে পানি নাই
যমুনা বহু দূর
হাঁটিতে না পারে রাধে
ভড়িতে এলেম পুর॥

কথা ও সুর: প্রচলিত
সূচী

বাউল-১২৮: পোনে ছটা বেজে গেল

পোনে ছটা বেজে গেল ছটা দশে গাড়ী
কৃষ্ণনগর যেতে হবে তোমার বাপের বাড়ি ও গিন্নী
শোনো তুমি সাজগোজ করো তাড়াতাড়ি
রিস্কালা বসে আছে করে মুখ ভারী
দেরী হয়ে যাবে গিন্নী দেবাক ট্রেন ছাড়ি।
নতুন জামাই আমি যাব শ্বশুরবাড়ি
হাতে লোবো আমি মিষ্টি দইয়ের হাঁড়ি
শাশুড়ি না শ্বশুরমশায় খুশি হবে ভারী॥
পাড়াপড়শীরা সব কাছে এসে বসবে
আদরের শালীরা গায়ে গা ঘসবে
পাশের বাড়ির বান্ধবীরা করছে কানাকানি॥

[সূচী]

বাউল-১২৯: ও রে মনে নাই বিবেচনা রে

ও রে মনে নাই বিবেচনা রে
ও রে পৈখ্যা ধারলি আমারে॥
তুই না বলিলি ও রে পৈংখ্যা
খেতিস ধানের চাল রে
মারায়ের লেখাজোখা নাই॥
তুই না বলিলি ও রে পৈংখ্যা
সাত থালের কাড়া কাড়া রে
সেথায় গিয়ে দেখি পৈংখ্যা
গোটা কয়েক ল্যাজ কাটা ভেড়া রে
মারায়ের লেখাজোখা নাই॥
তুই না বলিলি ও রে পৈংখ্যা
সাত তলা বাড়ি রে
সেথায় গিয়ে দেখি পৈংখ্যা
একটা তাল পাতার কুড়া রে
মারায়ের লেখাজোখা নাই॥

কথা: প্রচলিত, সুর: পবন দাস
সূচী

বাউল-১৩০: আগে ঘরের খবর না জেনে

আগে ঘরের খবর না জেনে কেন গেলি ভজন সাধনে।
ভজন সাধন সহজ কাজ নয় মন আগে দমন কর মদনে॥
ঘরে ছয় রিপুতে বেড়ায় ঘুরে সাধন পথে বিঘ্ন করে
তারা তোর ঘরে বসত করে তোর কথা সে কে শোনে
ঘরে থাকতে জ্ঞান নয়ন প্রহরী দিন দুপুরে হচ্ছে চুরি
তুই হয়ে মানুষ এমনি বেহুঁশ মনের মানুষ হারালি অজান্তে॥
বসত কর আলগা ঘরে কপাট নাই তার নয়টা দ্বারে
পঞ্চ ভূতে নিত্য করে হাসায় কাঁদায় স্বপনে
মদনা বেটা বড়ই দুষ্ট মন ময়নাটা করলে নষ্ট
মদন নাগ তোর দূরদৃষ্টি কৃষ্ণ পাবি কেমনে॥

সূচী

বাউল-১৩১: পরানটারে যদি বান্ধিতে

পরানটারে যদি বান্ধিতে পারিতাম
তোরে কি কন্যা ভালোবাসিতাম
এই আনচান আনচান মনটা আমার
খাঁচায় বন্দি করিতাম॥
এক হাতে হয় না তালি
বাজাই তবু খালি খালি
মনটা তোর চোরাবালি
আগে কি জানতাম
আমি খাল কাটিয়া ভাবের ঘরে
মোহ কুম্ভীর আনিলাম॥
ফাঁদে যখন পরে হাতী
ব্যাঙেও তারে মারে লাথি
স্বভাবের এই তো রীতি
শেষে বুঝিলাম
আমি বামন হইয়া চান্দের আশায়
চান্দেতে হাত বাড়াইলাম॥
ভালোবাসা জানে যারা
ব্যথার ব্যথীক হয়রে তারা
তোর যে পাষাণ হিয়া
আগে কি জানতাম
আমি ভালবাসার ঘর বানাইয়া
আন্ধারে রাত কাটাইলাম॥

কথা ও সুর: প্রচলিত
সূচী

বাউল-১৩২: মন চাষা চিনলানা তুমি

মন চাষা চিনলানা তুমি
আমার এই স্বর্ণ ভূমি
জমিতে আবাদ করলে

ফলত রসের চিন্তামনি॥
খাল কেটে জল আনলে ঘরে
কাম নদী সাগরের পানি
নদীতে বান ডাকিল
জোয়ার এল
ভেঙ্গে নিল ষোলআনি॥
চিনা কাওয়া আউশ আমন
ফল ফলে সামান্য জমি
আবার সেই জমিতে আবাদ করে
বাউল হইল ছয় গোস্বামী॥

সূচী

বাউল-১৩৩: বৈশাখী রসের কথা

বৈশাখী রসের কথা
রাখিলাম সাতনলে তা
পরানের বন্দে আমার আইল না
জৈষ্ঠ্যে পাকিল আম
না আসিল বন্দে শ্যাম
পরানের দুঃখ আমার গেল না
বৈশাখী আসিল গাছে ফল পাকিল
পরানের বন্দে আমার আইল না॥
আষাঢ়ে গাঙের পানি
না আসিল গুনমনী
ভরা নদীতে নাও বাইল না
শ্রাবণে রাখিলাম শশা
ভাদরে তালের রসা
আশ্বিন মাসেও বন্দে আইল না॥
কার্তিকে জোয়ার ভাটা
অঘ্রানে দৈন্য কানা
বিন্নির চিড়া বন্দে খাইল না
পৌষে মাঘের শীতে
দড়িল কলি জাতে

একা ঘুমাইলে নিদ্রা এসে না॥
আসিল বসন্ত ফাগুন
ভ্রমরা করে গুনগুন
বাগানে ফুটিল ফুল কতো নমুনা
চৈত্রে বসন্তের শেষ
অভাগীর বন্ধু বিদেশ
ঝরিয়া পড়িল ফুল আইল না॥

কথা ও সুর: প্রচলিত
সূচী

বাউল-১৩৪: কবে হবে বিয়ে

কবে হবে বিয়ে
চলে যাব পালকিতে
কারোর সাথে কোন কথা হবে না
এখন আমার বিয়ে হল না॥
চারজনাতে কাহার যাবে
সঙ্গে যাবে পালকি
কারোর যদি হয়গো ইচ্ছা
সেজন যাবে বরযাত্রী
মদ খেয়ে বলবে হরি
বাজবে বিয়ের বাজনা॥
সাজবে ভালো ফুলের মালা
মিটবে সেদিন বিয়ের জ্বালা
ফুলশয্যা বিয়ের মিলন
শ্মশান হবে বিছানা॥
আনন্দ তাই ভেবে আগুল
কবে বলো ফুটবে গুরু
আমার বিয়ের ফুল
হাঁসবে কাঁদবে দেখবে সবাই
আমার দেখা হবে না॥

কথা: আনন্দগোপাল দাস
সূচী

বাউল-১৩৫: জোয়ার গেল পড়লাম ভাটায়

জোয়ার গেল পড়লাম ভাটায়
পাকল মাথার চুল
এই তো বুঝি ফুটল রে সখী   হায় হায়
আমার বিয়ের ফুল॥
পাও চলে না হাইটা যাইতে
কোমর যে মোর ব্যথা
বায়ুর জোড়ে মাথা ঘোরে
চোখে লাগে ধান্দা।
হাঁসতে গেলে দন্ত নড়ে
কথায় করি ভুল॥
আসবে আমার বিয়ার দুলা
বাঁশের পালকি নিয়া
সখী তোরা সাজায়ে দিস
মঞ্চ গয়না দিয়া
মাগো তুমি আর কাইন্দ না
আমার পানে চাইয়া
রইল যত ভাই বোনে গো
রাইখ বুকে কইরা
পাড়া পড়শী খুলিয়া নিস
আমার কানের দুল॥

কথা ও সুর: মুজিব পরদেশী
সূচী

বাউল-১৩৬: সাইকেলে দুদিক চাকা

সাইকেলে দুদিক চাকা মধ্যে ফাঁকা
ভাই চাপতে হবে ঠ্যাং তুলে
আয় আয় চড়বি কে ভাই
কলির সাইকেলে॥

সাইকেল ডবল বেনলা
বুড়ো ছোকরা দেখলে পরে
মন হয় উতলা
শেষে বেল বাজাতে মন বলে॥
সাইকেলে হার্ড পাম্প দিও না
টায়ার টিউব ঠিক রেখো ভাই
বাস্ট যেন হয় না
আস্তে আস্তে প্যাডেল করো
হাত রেখে দুই হ্যান্ডেলে॥
ভেবে ক্ষ্যাপা বাউল কয়
সাইকেল মানব দেহ হয়
লিক করে পাম্প বেড়িয়ে যাবে
কখন কোন্ সময়
ও তোর সাধের গাড়ী রবে পড়ি
টানবে কুকুর শেয়ালে॥

কথা ও সুর: প্রচলিত
সূচী

বাউল-১৩৭: ও আমার একলা যেতে ভয় করে

ও আমার একলা যেতে ভয় করে
চলো গুরু যাই দুজন পারে
ভবে যেতে গুরু আসতে গুরু
গুরু আমার যা করে॥
দেহ ছিল শ্মশান সমান
গুরু এসে মন্ত্র দিয়ে
করল ফুল বাগান
এখন সেই বাগানে ফুল ফুটেছে
অধরচাঁদ বিরাজ করে॥
পারের নাবিক আছে ছয়জনা
পারের কড়ি না থাকিলে
নৌকায় নেবে না
এখন ভবপারে যাই কি করে
তুমি নাও মোরে কৃপা করে॥

কথা ও সুর: প্রচলিত
সূচী

বাউল-১৩৮: যা দেখি তা উল্টাপাল্টা

যা দেখি তা উল্টাপাল্টা
দেখ দেখ ডুমুরে ফুল ফুটেছে
কলির হাওয়া দেখি দাদা
পাল্টিয়ে গেছে॥
বাজার দরে লেগেছে আগুন
আর কুড়ি টাকা লাগে কিনতে
তিন টাকার বেগুন
দেখেশুনে ব্যপার স্যাপার
মনে হয় চোখে ছানি পড়েছে॥
আগে ভোরেরবেলায় ডাক দিত কত কাক
আজ মধ্য রাত্রে ডেকে বলে
ও মানুষ তুই জাগ
আবার মধ্য রাতে সাধুর বেশে
চোর যে ধরা পরেছে॥
মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
হয়েছে অচল
ছেলে হল শুঁড়ির বন্ধু
বাবার চোখে জল
দেখে শুনে শ্যাম ক্ষ্যাপা
পাগল হয়ে উঠেছে॥

কথা: শ্যাম কর্মকার
সূচী

বাউল-১৩৯: কাইন্দা কাইন্দা রাত পোহাইলাম

কাইন্দা কাইন্দা রাত পোহাইলাম
সে তো ফিরা আইল না
মনের আগুন রইল মনে
কেউ তো বুঝলো না॥

আওলা কেশে পাগল বেশে
পথ চাহিয়া রইলাম বসে
তারই প্রেমে বাধা রইলাম
সে যে আমায় ভোলে না॥
যাও পাখি যাও রে উড়ে
কইও গিয়া প্রাণবন্ধুরে
বাটার পান মোর বাটায় রইল
পইরা রইল বিছানা॥

কথা ও সুর: মুজিব পরদেশী
সূচী

বাউল-১৪০: নতুন বউয়ের পিরিত ভারি

নতুন বউয়ের পিরিত ভারি
আনল ডেকে তার করে
খাস্ খবরে পেলাম খবর
এলাম ছুটে ধার করে॥
এসে দেখি সবই মিছে
বউ দাঁড়িয়ে আমার পিছে
পিরিত জ্বালায় তার করেছে
বুকে বাজার ঠার করে॥
পিরিত জ্বালায় মরি জ্বলে
চাকরি হল নড়বড়ে
ফুরিয়ে যায় মাস ফুরালে
নগদ কড়ি কড় গো রে॥

কথা: অপরিমেয় দাশগুপ্ত, সুর: সন্ধ্যারাণী
সূচী

বাউল (ফকিরি)-১৪১: বাজারে হাতী দেখা হয়েছে

বাজারে হাতী দেখা হয়েছে
চার কানায় দেখে এসে
আপন আপন বলতেছে॥
একজনে বলে ‘কই সবার কাছে

হাতী দেখা হয়েছে
নরম নরম সুপারির গাছ খাড়া রয়েছে
তার উপর মোটা নীচে সরু
মাথা কুমড়োর মত ঝুলতেছে’॥
আর একজন কয় ‘তোমার কথা নয়
আমি ঠিক বলি তোমায়
চারদিকে কাঁথা ঝোলে কুলোখানির প্রায়’
যত অজ্ঞানেতে গল্প করে
তাতো সব দেখি মিছে॥
আর একজন কয় ‘শোনো বিবরণ
তোমরা যা বলো এখন
একটি কথা নয়কো সাচ্চা বলো অকারণ
হাতী পাকাঘরের থাম্বা যেমন
খাড়া হয়ে রয়েছে’॥
গেল্লা করে আরেকজনা কয়
‘বড় অসইলো তো হয়
দেখলাম হাতী আখ একগাছি
নীচে পাতা রয়’।
গোপাল কয় খেদেতে
চার কানাতে আচ্ছা মজা লাগিয়েছে॥

উৎস: সুধীর চক্রবর্তীর বই
সূচী

বাউল (দেহতত্ত্ব)-১৪২: মন রে সেই দেশের কথা

মন রে সেই দেশের কথা এখন ভুইলা গিয়াছ
ঊর্ধ্বপদে হেঁটমুন্ডে সে দেশে বাস কইরেছ॥
বিন্দুরূপে পিতার মস্তকে ছিলে
কামবশে গর্ভাবাসে প্রবেশ করিলে
শুক্র আর শোণিতে মিলে
বর্তুলাকার ধরিয়াছ॥
ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোমেতে
হল পঞ্চমাসে পঞ্চপ্রাণ ভৌতিক দেহেতে
সপ্তম মাসে গুরুর কাছে

মহামন্ত্র লাভ করেছে॥
চন্দ্র সূর্যের নাইরে প্রকাশ
জলের নীচে অন্ধকারে ছিলে দশ মাস
ছিল নাভিপদ্মে মাতৃনাড়ী
তাই দিয়ে আহার কইরছ॥
দীন শরৎ বলে সাধনার ফলে
অন্ধকার কারাগার হতে এদেশে এলে
মিছে মায়ায় ভুইলে রইলে
যাবার উপায় কি করেছ॥

কথা: দীন শরৎ, উৎস: সুধীর চক্রবর্তীর বই
সূচী

বাউল-১৪৩: হিসাব আছে এই মানব-জমিনে

হিসাব আছে এই মানব-জমিনে
গড়েছে তিন কারিগর মিলিয়ে শহর
টানা দিয়ে তিনগুনে
শুভাশুভ যোগের কালেতে
জীব মায়াগর্ভে প্রবেশ করে ক্ষিতির পথেতে
উলোট্ দল কমল যথা বিশেষ মতেতে॥
এইবার সৃষ্টিকর্তা গড়লেন আত্মা
জীবের কর্মসূত্রের ফল জেনে
প্রথম মাসে মাংস শোণিতময়
দুই মাসে নর নাভী কড়া অস্থির উদয়
তিন মাসে তিন গুণে জীবের মস্তক জন্মায়
চতুর্থেতে নেত্র কর্ণ ওষ্ঠ চর্মলোম
পঞ্চমেতে হস্ত পদাকার
পঞ্চতত্ব এসে করলেন আত্মাতে সঞ্চার
সেইদিন হলো জীবের আকার ও প্রকার
ছয় মাসেতে ষড়রিপু বসিল স্থানে॥
সপ্তমেতে সপ্তধাতু যে
এরা আপন আপন শক্তি লয়ে বসিল এসে
অষ্টমেতে অষ্টসিদ্ধি এল ভোগের কারণে
নয় মাসেতে নয় দ্বার প্রকাশ

দশ মাসে দশ ইন্দ্রিয় না রহে গর্ভধামে॥
গোঁসাই কালা বলছেন শোন্ রে গোপালে
বায়ু কর্তা নেত্র এলো বাহির মহলে
এইবার জীব মূলে ভুলে কাঁদিছে পড়ে ভূতলে
সে কাঁহা কাঁহা কাঁহা কাঁহা বলে
জীবের সম্বন্ধ তাই ঠিক থাকে না
যখন উদয় যেখানে॥

উৎস: সুধীর চক্রবর্তীর বই
সূচী

বাউল-১৪৪: তুমি ঘুমালে যিনি জেগে

তুমি ঘুমালে যিনি জেগে থাকেন
সেইতো তোমার গুরু বটে
সে যে আছে দেহের মাঝে
তারে ভালোবাসো অকপটে॥
জীব চলে বলে ফিরে
শুধু তো তাহারই জোরে
সুখ দুঃখ আদি করে
সকলই ঘটায় এই ঘটে॥
করিলে তাঁর সাধনা
সকলই যাইবে জানা
হবে না আর আনাগোনা
এ ভব সংসার সংকটে॥
সে যেদিনে ছেড়ে যাবে
তোমারে তো শব করিবে
কেনা বেচা ফুরিয়ে যাবে
এত সাধের ভবের হাটে॥

উৎস: সুধীর চক্রবর্তীর বই
সূচী

বাউল-১৪৫: হরিনাম মহামন্ত্র আনল কে ভবে

হরিনাম মহামন্ত্র আনল কে ভবে

এনাম পরশ রতন ঠেকবে যখন

সব সোনা হবে॥

আমি শুনেছিলাম গুরুজীর নিকটে

নদীয়াতে থাকত দু ভাই সন্ন্যাসী বটে

তারা গাইত এ নাম পথে ঘাটে

ঐ নামে থাকত ডুবে॥

এল রে গৌর নিতাই

তাদের নামাবলী নাই

হরিনামের তিলকমালা দুলছে রে গলায়

তারা নেচে নেচে বাবুকুলে

হরিনাম বিলায় জীবে॥

হরিনাম এমনি মধুর রস

দুশটা পশু ছয়টা অসুর হয় সহজে বশ

নামে প্রভু হয়গো অবশ

অল্পেতে মুর্ছা যাবে॥

ঐ দেখ জগাই আর মাধাই

কতো পাপী তাপী অপরাধি

পার হয়ে সব যায়

এবার জয়দেব বলে হে দয়াময়

আমার উপায় কি হবে॥

কথা ও সুর: প্রচলিত

সূচী

বাউল (ফকিরি, কুবিরের গান)-১৪৬: আগে ছিল জলময় পানির উপর খাকি রয়

আগে ছিল জলময় পানির উপর খাকি রয়

খাকির উপর ঘরবাড়ি সকলরে।

ভাই রে যে আল্লা সেই কালা সেই ব্রহ্মবিষ্ণু

ও সেই বিষ্টুর পদে হল গঙ্গার সৃষ্টিরে।

ভাইরে হিন্দু মলে গঙ্গা পায় যবন থাকে জমিনায়

শাস্ত্রমতে বলি শোনো স্পষ্টরে।

যখন এই খাকি একাকী সরে দাঁড়াবে

তখন সব নৈরাকার হবে।

সংসার যাবে রে গঙ্গা গঙ্গাজলে মিশবে।

বুঝে দেখো দেখি হবে কি খাকি পালাবে

যবন মলে কব্বর কোথা পাবে রে।

এই সংসার অসার হবে ঘরবাড়ি কোথা রবে

এই কথাটির বিচার করো সবে রে।

পানি আছেন কুদরতে খাকি আছেন পানিতে

খাকির ওপর স্বর্গমর্ত্য পাতালের এই কথা

আব আতস খাক বাদ চারে কুলে আলম্ পয়দা করে

হিন্দু যবন জানে না কিছু বোঝে না বিরাজে এই সংসারে।

উৎস: সুধীর চক্রবর্তীর বই
দ্র: খাকি = মাটি, কুদরতি=দৈবশক্তি, কুলে আলম্ = ঈশ্বর
সূচী

বাউল-১৪৭: দুই ভুবনের দুই বাসিন্দা চিরকাল

দুই ভুবনের দুই বাসিন্দা চিরকাল

রেললাইন রহে সমান্তরাল

রহে সমান্তরাল॥

পিরিতের ঘর বানাইয়া অন্তরের ভিতর

দুই দিগন্তে রইলাম দুইজন সারাজীবন ভর

হইলনা তো সুখের মিলন

হইলনা শুক সারির দর্শন

এমনি কপাল॥

নয়নের জল শুকাইয়া বিচ্ছেদের অনল

এই অন্তরের অন্তর্জ্বালা

বাড়াইলো কেবল

হইলনা তো মিলন সাধন

চিনলো না মোর মনের বন্ধন

এমনি আড়াল॥

কথা: প্রচলিত
সূচী

বাউল-১৪৮: যে খোঁজে মানুষে খোদা

যে খোঁজে মানুষে খোদা
সেই তো বাউল
বস্তুতে ঈশ্বর আল্লা
খুঁজে পায় তার উল্॥
পূর্ব পুনর্জন্ম না মানে
চক্ষু না দেয় অনুমানে
মানুষ ভজে বর্তমানে
হয় রে কবুল॥
বেদ তুলসী মালা টেপা
এ সব তারা বলে ধোঁকা
শয়তানে দিয়ে ধাপ্পা
সব করে ভুল॥
মানুষে সকলি মেলে
দেখে শুনে বাউল বলে
দীন দুদ্দুশায় কি বলে
লালন সাঁইজীর কূল॥

সূচী

বাউল-১৪৯: আমি বিনা কে বা তুমি

আমি বিনা কে বা তুমি
দয়াল সাঁই
যদি আমি নাই থাকি তবে
তোমার জায়গা ভবে নাই॥
যথায় বাগান তথায় কলি
যথায় আগুন তথায় ছালি
কথায় শুধু ভিন্ন বলি
আসলে এক বুঝতে পাই॥
মস্ত বড় প্রেম শিখিয়ে
তুমি গেছো আমি হয়ে
ভুলের জালে ঘেরাও দিয়ে
ঘুম পাড়ায়ে খেলছো লাই॥
জালালে কয় সে ঘুম থেকে

ঘরপোড়া যার স্বপ্ন দেখে
গলা ভাঙছি তারে ডেকে
        শক্তি নাই উঠে পালাই॥

সূচী

বাউল-১৫০: দেশ ভরেছে বাবু বাউলে

দেশ ভরেছে বাবু বাউলে
তারা জামা জোড়া পরছে এখন
ডোর কৌপীন খুলে ফেলে—
        দ্যাখো বাবু বাউলে॥
কোথায় গেল সে আংরাখা
কোথায় গেল মালা
কোথায় গেল পায়ের নূপুর
কোথায় গেল ঝোলা॥
তারা ঘুরছে এখন পার্কে লেকে
রেডিও নিয়ে বগলে।
বটের বাউল কোথায় পাব
বট ভেঙেছে ঝড়ে
সাধনা নাই শখে সবাই
বেতারে গান করে।
রাধাময় কয় যা আছে তা
ক্যাম্‌নে রাখি আগুলে॥

কথা: রাধাময় দাস
সূচী

বাউল-১৫১: বলো আমার বাবা কোথায় গেল?

বলো আমার বাবা কোথায় গেল?
দেখিতে দেখিতে আমার দিন গত হল।
শুধাই বৃদ্ধ মাতার কাছে
বাবা আমার কোথায় গেছে?
মা বলে তোর ঘরের ভেতর ছিল।

সহোদর বলে ভাই
হাটে মিলে নাই
ভগ্নী বলে অগ্নিবেশে
ঘর করেছে আলো।
বাবার দেহ বাবার মায়
বাবার দোহাই দিয়ে বেড়াই
পিতা পুত্রে আলাপ নাই   যে ভালো—
ইতিপূর্বে মাতৃগর্ভে দেখা হয়েছিল॥
আত্মতত্ত্ব যে জেনেছে
বাবার খবর সে পেয়েছে
সত্য করে আমার কাছে বলো।
বলো বাবার রূপবর্ণ
নাম রূপ তার ভিন্ন ভিন্ন
অনন্ত কয় বিশেষ চিহ্ন
বাবা আমার কালো নয়, ধলো॥

টীকা পরের পাতায়

ঘর → দেহ, গানের বক্তব্য পিতৃবস্তু অর্থাৎ বীর্য যার রঙ সাদা।

সূচী

বাউল-১৫২: বসত তাদের শুনি ভাণ্ডের মাঝেতে।

বসত তাদের শুনি ভাণ্ডের মাঝেতে।
দুই দেশেতে তারা দুইজন বসত করে—
কী প্রকারে দেখা রাস্তার মাঝারে।
কেউ বলে গেছে এই পথে
কেউ বলে গেছে ঐ পথে
নানা মুনির নানা মত কোন পথে বলো?
কেউ বলে নেমেছে জলে
কেউ বলে তব অনিলে
কেউ বলে অনলে পুড়ে গেল॥
*****

টীকা পরের পাতায়

শুক্রাণু আর ডিম্বাণুর মিলন কথা।
আব-আকাশ-খাক-বাত এই চার উপাদানে সব কিছু গড়া,
তাই অনল-অনিল-জলের উল্লেখ।
উৎস: সুধীর চক্রবর্তীর বাউল ফকির কথা
সূচী

বাউল-১৫৩: কে তোমারে এ বেশ-ভূষণে

কে তোমারে এ বেশ-ভূষণে
সাজাইল বলো শুনি।
জিন্দা দেহে মরার বসন
খির্‌কা-তাজ আর ডোর-কোপিনী।
জিন্দা মরার পোশাক পরা
আপন ছুরাত আপনি সারা
ভবলোককে ধ্বংস করা
দেখি অসম্ভব করণি।
যে মরণের আগে মরে
শমনে ছোঁবে না তারে
শুনেছি সাধুর দ্বারে
তাই বুঝি করেছ ধনি॥
সেজেছ সাজ ভালই তরো
মরি যদি বাঁচতে পারো
লালন বলে যদি ফেরো
দুকূল হবে অপমানি॥

দ্র: লালনপন্থী বাউলদের খিলাফতের
প্রস্তুতি পর্বে তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করবার সময়ের গান॥
সূচী

বাউল (ফকিরি)-১৫৪: আল্লা কি মসজিদ বানাইলেন দুনিয়ার

আল্লা কি মসজিদ বানাইলেন দুনিয়ার ভিতরে।
তিন গম্বুজ তিনটি সিঁড়ি ভিতরে তার খোদার ঘড়ি
রেখেছে নয় দরজা ছয়জনা মৌলবী ফিরে
আল্লা কি মসজিদ বানাইলেন দুনিয়ার ভিতরে॥

দেহের মসজিদে নামাজ পড়লে রত্ন মিলে
সেই মসজিদের মতল্লি হয়ে
থাকো তাহার মসজিদ আগলে।

দ্র: টীকা পরের পাতায়

দেহ হলো মসজিদ।

শরীরের নয় দরজার (দুই চোখ, দুই নাসারন্ধ্র, দুই কান, মুখবিবর, পায়ু ও উপস্থ) প্রসঙ্গ ... এদেশের দেহবাদীদের খুব পুরানো কথা, কিন্তু ছয়জন মৌলবী বলতে যে শরীরের ছয় রিপু (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য) বোঝানো হয়েছে সেটা রীতিমত ব্যাঙ্গমূলক।

উৎস: সুধীর চক্রবর্তীর বই
সূচী

বাউল-১৫৫: এ দেশ জাত বাখানো সৈয়দ

এ দেশ জাত বাখানো সৈয়দ কাজী দেখি রে ভাই
যেমন বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ সবাই॥
ব্রাহ্মণের দেখাদেখি
কাজী খোন্দকার পদবী রাখি
শরীফি কওনায় ফাঁকি দিয়ে সর্বদাই।
জোলা কলু জমাদার যারা
ইতর জাতি বানায় তারা
এই কি ইসলামের শরা
করিস তার বড়াই?
এদেশের মুসলমানে বড়াই করে
আমরা বাদশাই জাতির খান্দান রে।
সহস্র বৎসর পূর্বে ভাই
মুসলমানের গন্ধ দেখি নাই
যত অনার্য শূদ্র ওরাই
ধর্ম ভারত হয় রে॥

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল-১৫৬: ওগো সুখের ধান ভানা

ওগো সুখের ধান ভানা
ধনী এমন ব্যবসা ছেড়ো না—

কর কৃষ্ণ প্রেমের ভানা-কুটা কষ্ট তোমার থাকবে না॥
তোমার দেহ-ঢেঁকশালে অনুরাগের ঢেঁকি বসালে
ভজন-সাধন পাড়ুই দুটো দুদিক দিলে
আবার নিষ্ঠা-আঁসকল লাগালে
        ঢেঁকি চলবে ও যে টলবে না—
        ওগো সুখের ধান ভানা।
রাগ ও বৈধী দুজন ভানুনী তাদের নাম কৃষ্ণমোহিনী
তাদের একজন সদ্‌গোপের মেয়ে একজন তেলেনি
তারা ধান ভানে ভাল জানো ভাল
        তাদের গায়ে সোনার গহনা॥
ঘরে বৃদ্ধা শ্রদ্ধা সেকেলে গিন্নি
শুদ্ধমতি শুতি কুলো-চালুনি
এবার কাম-কামনা ঝেড়ে ঝুড়ে
        তুষ-কুঁড়ো চেলে নাও না॥
রাগ-বিবেকের মুষল আঘাতে
বাসনা-তুষ যাবে ছেড়ে পাড় দিতে দিতে —
চাল উঠবে ঘেঁটে বিকার কেটে
    ঠিক যেন মিছরিদানা॥
শ্রীগুরু-মহাজনের ধান তাতে হবে রে সাবধান
ষোলআনা বজায় রেখে করবে সমাধান
তুমি লাভালাভে কাল কাটাবে
        আসল যেন ভেঙ্গ না॥
গোঁসাই বলে অনন্ত তুই ধান ভান্‌তে জানিস না
        ও তোর ঘটবে যন্ত্রণা—
পাপ-ঢেঁকি তোর মাথা নাড়ে গর্তে পড়ে না।
দেখিস যেন বেহুঁশারে হাতে ঢেঁকি ফেলিস না।

কথা: অনন্ত দাস
সূচী

বাউল-১৫৭: দেখলাম এক রমণী প্রেম পাগলিনী

দেখলাম এক রমণী প্রেম পাগলিনী আছে জগতে
সে হয়ে উন্মত্ত লয়ে প্রেমতত্ব ফিরছে পথে পথে।
স্বামীর সহ হয়নি শুভমিলন
কেমন করে কী প্রকারে জানবে প্রেম কেমন—
হয় সেই যুবতী গর্ভবতী বিনা পতি সঙ্গমেতে॥
ধন্য রমণী কেমনে জানি প্রসব করে তিন সন্তান
দুইটি গৃহবাসী একটি উদাসী করতে পিতার সন্ধান—
সেই রমণী হয়ে জননী মজে পুত্রের প্রেমেতে॥
ত্রিজগতের কর্তা যিনি আদি বিধাতা
তিনজনকে তিন কর্ম দিয়ে করলেন তিন কর্তা—
কেউ সৃষ্টিকর্তা কেউ পালনপিতা
কেউ প্রলয়কর্তা শেষেতে॥
অজ নামে সন্তান যিনি তিনি সৃষ্টি করে
ক্ষীরোদ সাঁই নামে সন্তান পালন করে সবারে—
অপর সন্তান করেন সমাধান মহাকাল নামেতে॥
দাস রাধাশ্যাম বাতুলের মতো কহে সৃষ্টিতত্ব
জীবের অসম্ভব কিন্তু শাস্ত্রসঙ্গত—
আমার যত কিছু প্রকাশিত গুরুর চরণ কৃপাতে॥

কথা: রাধাশ্যাম দাস
সূচী

বাউল-১৫৮: জগৎপ্রসবিনী যে জননী সেই মহামায়া

জগৎপ্রসবিনী যে জননী সেই মহামায়া
হয়েছে প্রেম-পাগলিনী স্বামীর সঙ্গ না পাইয়া।
পরমপুরুষ আদি যিনি তাঁর যে তিন শক্তি
তিন শক্তির মধ্যে প্রধান যে সেই মায়াশক্তি—
তিনি আদ্যাশক্তি ভগবতী
নামটি অভয়া॥
ইচ্ছাময় সেই পরমপুরুষ স্বয়ং ভগবান
তাঁর ইচ্ছাতে প্রসবে মা তাঁর তিনটি সন্তান—
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের বিধান
তিনকে দিলেন বিচারিয়া॥

ঐ মহাশক্তি রমণীর প্রতি হয় দৈববাণী
তিনের মধ্যে চিনে লহ কে হয় তব স্বামী—
শ্রীজগৎপতি পিতা ও আমি
তুমি দেখ ভাবিয়া॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিনকে ডেকে বলেন সতী
তিনজনের মধ্যে একজন হও মম পতি—
শিব বলেন মা শক্তি একশো আটবার যদি
ত্যাগ কর মা কায়া॥
গোঁসাই গুরুচাঁদ মহাশক্তিমান সর্বতত্ব অবগত
কৃপা করি জানিয়েছেন তায় মায়েরই তত্ব—
রাধাশ্যাম কয় চাই না অর্থ
মা চাই তব পদছায়া॥

কথা: রাধাশ্যাম দাস
সূচী

বাউল-১৫৯: ওরে মন জানব তুমি কেমন

ওরে মন জানব তুমি কেমন গড়নদার
কেমন স্বর্ণকার—
ওরে গড়ে দে তুই উপাসনার সোনার অলংকার॥
নিষ্ঠা-নিক্তিতে ধরে
সোনা জমা নে ওজন করে
দেনাপাওনা ষোলআনা সূক্ষ্মের উপরে—
ছেড়ে খুঁটিনাটি ময়লা মাটি গলিয়ে খাঁটি কর এবার।
আগে জ্বালো বিবেক-হুতাশন
ষড়রিপু-কয়লা তাতে কর রে ক্ষেপণ—
তাতে সাধুসঙ্গ-সুবাতাস দে
আঁচ হবে তোর চমৎকার॥
আমি নিষেধ করে দিতেছি দোহাই
যেন অসৎসঙ্গ-তামাদস্তা খাদ দিওনা ভাই—
গলিয়ে আঁচে ভাবের ছাঁচে ঢেলে তারে করবি তার॥
সোনা কি অমনি গলে শুধু অনলে
তাতে দে অনুরাগ-সোহাগার ভাগ যতনে ফেলে—

গড়ে দে আমার চমৎকার কৃষ্ণভক্তি-রত্নহার॥
ব্রজের ভাব সুনির্মল
তাতে কেটে দে ডায়মল—
গোপী-ভাবের ঝালা দিলে করবে রে ঝলমল॥
দিয়ে শুদ্ধরতি গাঁথলে মোতি
হবে অতি সুবাহার॥

সূচী

বাউল-১৬০: তিন গর্ভে আছে এক ছেলে

তিন গর্ভে আছে এক ছেলে
ছেলে সবাইকে কয় মনের কথা
আমায় কয় না প্রাণ খুলে॥
তারা তিনজনা নারী
অতি পরম সুন্দরী
যেমন মাতা তেমনি ছেলে
গঠন ফকিরি
হল বিনা বাপে ছেলে পয়দা
বিনা বীজ বিনা ফুলে॥
যার চিকন নজর হয়
তারা ছেলে দেখতে পায়
মোটা নজর হলে ছেলে
পলকে হারায়
ও তোদের চিকন কথা চিকন বার্তা
চিকনে চিকন মেলে॥
ভেবে হরলাল তাই কয়
যদি ছেলে দেখতে পাই
ভজন সাধন ছেড়ে দিয়ে
পড়বো ছেলের পায়
মনে বাঞ্ছা করি ছেলে ধরি
ইচ্ছা হয় করি কোলে॥

সূচী

বাউল (ফকিরি)-১৬১: সেই ফুলেরই সৌরভেতে

সেই ফুলেরই সৌরভেতে
প্রেমিকগণ সব ছুটেছে
পাঁচটি ফুল তার ফুটেছে
মুহম্মদের একটি ডালে
পাঁচটি ফুল তার ফুটেছে॥
সেই ফুলেরই খুস্‌বু যিনি
সে যে খুদা দিনমণি
ফুলের পাতায় মা জননী
ফতেমা তায় রয়েছে॥
সেই ফুলেরই অর্থ যে জন
ইমাম হুসেন দুইটি রতন
পাঁচ ফুলে হয় পাঁচ পান যতন
এক রঙেতে মিশেছে॥
সেই ফুলেরই একটি বিন্দু
খুদা আপন দীনবন্ধু
পার করিবেন ভবসিন্ধু
অধরা নাম ধরেছে॥

সূচী

বাউল (ফকিইর)-১৬২: গান করিলে যদি অপরাধ হয়

গান করিলে যদি অপরাধ হয়
কোরান মজিদ কেন ভিন্ন এলহানে গায়॥
রাগ রাগিণী সুর
রাহিনী বলিয়া মশহূর
এত আলাপন আছে নিরাপন তাতে কেন হারাম নয়॥
আরবী পারসি সকল ভাষায়
গজল মরসিয়া সিদ্ধ হয়
নবীজী যখন মদিনায় যায় ‘দফ’ বাজায়ে মদীনায় নেয়॥

বেহেস্তের সুর নাজায়েজ নয়
দুনিয়ায় কেন হারাম হয়
দুদ্দু কয়, শুনি গানের ফতোয়া কোথা পায়॥

কথা: দুদ্দু শা, উৎস: সুধীর চক্রবর্তীর বই
সূচী

বাউল-১৬৩: সোনা দিয়া বান্ধায়াছি ঘর

সোনা দিয়া বান্ধায়াছি ঘর
ঘরে করল জড়োজড়
আমি কি করে বাস করব এই ঘরে
তুই সে আমার মন॥
তিন তক্তার এই নৌকাখানি
গাঙে গাঙে চুয়ায় পানি
আমি কি করে সেচিব নৌকার পানি রে
তুই সে আমার মন॥
আসি রাতে ভবের মাঝারে
স্বপ্ন দেইখা রইলি ভূলে
আমার এই স্বপ্ন কি মিথ্যা হতে পারে রে
তুই সে আমার মন॥
মন রে পারলাম না বুঝাইতে রে
হায়রে তুই সে আমার মন॥

সূচী

বাউল (ফকিরি)-১৬৪: কৃষ্ণ পক্ষ কালো পক্ষ

কৃষ্ণ পক্ষ কালো পক্ষ
কোন পক্ষতে মধু আছে গো
কালো ভ্রমর জানে মধুর স্বাদ সই গো
গুবরা পোকা জানে না সই গো
ডুব দিলাম না
এমন ভবের নদীতে সই গো
ডুব দিলাম না॥

প্রেম কইরাছেন ইউসুফ নবী
তার প্রেমে জুলেখাবিবি গো
ও তারা এক মরনে দুইজন মরে সই গো
এমন মরে কজনা
ডুব দিলাম না॥
চণ্ডীদাস আর রজকিনী
তারাই প্রেমের শিরমণি গো
ও তারা এক মরনে দুইজন মরে সই গো
এমন মরে কজনা
ডুব দিলাম না॥

সূচী

বাউল-১৬৫: পর বিনে জগতে কে আপন।

পর বিনে জগতে কে আপন।
পরের জন্য যার প্রাণ কাঁদে
সেই তো জানে পরের মন॥
যেমন লোহা-কাঠ সংগ্রহ করি
সমুদ্রেতে ভাসায় তরী
তার কে হয় কার আপন।
তরী একবার ভাসে একবার ডোবে
তবু না ছাড়ে প্রেমের বাঁধন॥
যেমন মেয়েরা যায় পরের বাড়ি
পরকে লয় আপন করি
হয় মহামিলন—
তারা একবার হাসে একবার কাঁদে
না ছাড়ে প্রেমের বাঁধন॥
খ্যাপা বলে পর আপনার করা
হতে হবে জীয়ন্তে মরা
হয়েছিল চণ্ডীদাস একজন —
তারা একমরণে দুজন মল
এমনি তাদের প্রেমের মিলন।

সূচী

বাউল-১৬৬: তারে দেখতে যদি পাই

তারে দেখতে যদি পাই
চিত্তের অন্ধকার সন্ধ মেটাই।
শুনেছি যা শুনব না তা
বর্তমানে দেখানো চাই॥
না দেখে আপন নয়নে
ভজিব বল কেমনে
বর্তমান দেখায় যে জনে
তাহার চরণে বিকাই॥
বাহিরে সে অন্ধকারে
চন্দ্র সূর্য হরণ করে
যে মনের আঁধার ঘুচাইতে পারে—
সেই দীক্ষাগুরু গোঁসাই॥
ভুলব না আর সোনা বলে
শোনা কথা সবাই বলে
শোনা কথায় তরী খুলে
হাঁটু জলে পাইনে থই॥
বহু মন সাধনার ফলে
গুরুচাঁদের কৃপা বলে
রাধাশ্যাম কয় দেখতে পেলে
সোনাতে বাসনা নাই॥

কথা: রাধাশ্যাম দাস
সূচী

বাউল-১৬৭: হরি তোমায় ডাকবার আমার

হরি তোমায় ডাকবার আমার
সময় হল কই?
আমি ঐ ভাবনায় সদা রই।
ভোরের বেলা মনে করি করব তোমার স্তব

ক্ষুধার লাগি খোকা উঠে লাগায় কলরব—
আবার ঐ গোলমালে গিন্নি জেগে
তার চাঁদবদনে ফোটায় খই॥
মনে করি গঙ্গাজলে করব তোমার স্তুতি
কলসি কাঁখে সারি সারি উদয় যুবতী —
আমি তাদের দেখে তোমায় ভুলে
অমনি আত্মহারা হই॥
যখন আমি বসি ভোজনে
একক ক্রমে পঞ্চগ্রাস দিই গো বদনে
তখন পাওনাদারের সাড়া পেয়ে শুক্তোনিতে মাখাই দই॥
যখন আমি মালা নিয়ে জপেতে বসি
তখন লম্বা হাতে বাজার ফর্দ উদয় প্রেয়সী
ঘরে চাল বাড়ন্ত লক্ষ্মীকান্ত
অমনি মালা ঝোলা সই॥

সূচী

বাউল (ফকিরি)-১৬৮: ফিরবি কবে রে মন মরি

ফিরবি কবে রে মন মরি এ রণ
ঘর বড় ঘড়িরে ভাই দেখিলাম ঘোর দরশন।
সেই খানেতে বিরাজ করে সাঁই নিরঞ্জন
মরি এ রণ॥
ছাঁচ চালের পানি রে ভাই ঘরের মড়কচাতে মরে
ভেবে দেখ ও পাগল মন আপন আপন ধড়ে
ফিরবি কবে রে মন॥
হাল জোয়াল মাঠে গেল বলদ গাভীর পেটে
কিরসেনের ও খোঁজ নাইতো, লাইলি গেল মাঠে
ফিরবি কবে রে মন॥
দায়েম শা ফকিরে বলে আমার লাগে ধাঁধা
ফিরবি কবে রে মন॥

কথা: দায়েম শাহ
সূচী

বাউল (ফকিরি)-১৬৯: মনের মায়ায় তগি ফেলেছে, প্রাণের

মনের মায়ায় তগি ফেলেছে, প্রাণের মায়ায় তগি ফেলেছে
ভবে বিষয় কাঁটার টোপ গেঁথেছে।
এই সে ভব সিন্ধু মাঝে চোদ্দ পোয়া দ'পড়েছে
চোদ্দ পোয়া পুষ্করণীর ঘাট করে সে বসে আছে
মনের মায়ায়॥
এক দু তিন চার হাত ডোরেতে চারদিকে চার বঁড়শি আছে
কোথাকার এক খেলোয়াড় এসে ফিচাক মেরে দাঁড়া ফেলেছে
মনের মায়ায়॥
জীবনে যার আখেরে গর্মি সেই কাঁটাতে ঠোকারেছে
আমোদে না গিলতে পেরে গলায় কাঁটা লাগান বসে আছে
মনের মায়ায়॥
দায়েম শা ফকির বলে ভাই কাঁটা ভাঙ্গার পথ রয়েছে
নবীর কলমা পড়ে মারো ঝাপটা ভাঙ্গবে কাঁটা ভয় কি আছে
মনের মায়ায়॥

কথা: দায়েম শাহ

সূচী

বাউল (ফকিরি)-১৭০: ওরে খ্যাপা সহজে কি ধন

ওরে খ্যাপা সহজে কি ধন মেলে কামেল মত্ত না হলে
কামরূপেতে কামেল হওয়া চাই জিন্দা মরতে হয়
নবীর তরিক ধরতে গেলে॥
আয়ুব নবীর ছিল চার বিবি তিন বিবি তালাক নিলে
একা রহিমা বিবি নবীর করণ মরণ শিকার না যায় ছেড়ে॥
আয়ুব নবীর আঠার বছর তাজা দেহ পোকায় খেলে
তবু নবী পড়তেন নামাজ রহিমা বিবির চুল ধরে॥
আয়ুব নবীর আঠারো বেটা এমনি আল্লা দিল গজব
মরে গেল সবকটা
দায়েম শা ফকিরে বলে তবু নবী হাত তুলে
আল্লার কাছে মুলাকাত করে॥

কথা: দায়েম শাহ

সূচী

বাউল (ফকিরি)-১৭১: ও তুমি দেল হুজুর না

ও তুমি দেল হুজুর না চিনলে পরে তোমার নামাজ হবে কি করে
দেল হুজুরে পড়ো নামাজ আপনার মকাম চিনে।
ওরে ভুলে যাবি ইস্কের জ্বালা উঠবে নুর তাজেল্লা
খ্যাপা সামনে দেখবি আল্লাতাল্লা ঠিক রাখো দুই নয়নে॥
খ্যাপা আপনার আপনি আসবি যাবি নামাজের ভেদ তবেই পাবি
ও তোর দয় লতিফা হইবে জিকির খ্যাপা মারাকাবায় বসিলে॥
আগে নয় দরজা বন্ধ করো মুখে লাইলাহা জিকির ছাড়ো
খ্যাপা দম থাকিতে আগে মরো পড়ো নামাজ সমানে॥
বে আকারে সিজদা দিলে খ্যাপা সেই সিজদা কি হয় দলিলে
আকার ধরে দাওরে সিজদা বসে থাকো এক ধ্যানে॥
দায়েম শা ফকিরে বলে মারো সিজদা হরফ চিনে
মারো সিজদা হরফ চিনে নবীর মিম্বর আছে যেখানে॥

কথা: দায়েম শাহ
সূচী

বাউল (ফকিরি)-১৭২: মন ঘোড়াকে বাগ ফিরাইতে নারলাম

মন ঘোড়াকে বাগ ফিরাইতে নারলাম না ভাই দিনে রাতে
মন সেয়ানা বুটের দানা খায় না ঘোড়া কোনমতে॥
বিসমিল্লাতে দিয়ে লাগাম, একশ ত্রিশ কর ভাই পালান
হাদিসের কসনি কসে লারলাম ভাই সাওয়ার হতে॥
পাঁচ কলমা গোঁজ গাড়ি নামাজ রোজা কর ভাই দড়ি
খয়রাতের দিলাম পিছাড়ী, ছিঁড়লো দড়া আচম্বিতে॥
দায়েম শা কয় সহিস হয়ে ঘোড়সওয়ার দিন গেল বয়ে
পুল পেরোবে কিবা লয়ে সে দিন দিবে কোঁড়া ঝাঁটা হাতে॥

কথা: দায়েম শাহ
সূচী

বাউল (ফকিরি)-১৭৩: রমনীর ছয় পিরিতে মজায় না

রমনীর ছয় পিরিতে মজায় না মন
তাই বলি শোন
পিরীতি করতে হয় কেমন॥

পিরিতে মজ মজ কুলমান ত্যাজিয়া
শততম মন মানের গোড়ায় ছাই দিয়া
ও তুমি কুল হারালে দেখতে পাবে
দেখবে তুমি ধ্যানের ছবি॥
পেছনে বেজাই ভেনী বাজে ঘন ঘন,
তাই বলি শোন
রমনীর ছয় পিরিতে মজায় না মন॥
প্রিয়ার পবিত্র বাণী লিখেছেন সাঁই কোরানে
সে জন প্রেমিক হবে দেখা হবে নির্জনে
সুজন দেখে ভজ তুমি গুরুজীর চরণ
তাই বলি শোন
রমনীর ছয় পিরিতে মজায় না মন॥
দায়েম শা কয় কাতর হালে যে জনা প্রেমিক হবে
যে জনা প্রেমিক হবে দেখিবে চন্দ্রানন তাই বলি শোন॥

কথা: দায়েম শাহ
সূচী

বাউল (ফকিরি)-১৭৪: আমি যার কাছে যাই কেউ

আমি যার কাছে যাই কেউ নাহি কয়
কী করে নামাজ আদায় হয়॥
একশো তিরিশ ফরজ মশলা বিচে
লিখেছেন সাঁই কোরানে শুনে
আমার ভাবনা হয়॥
আবার কোন্ ফরজে আল্লা আছে
আল্লার দিদার হয় গো কিসে
আল্লার দিদার হয় গো কিসে
শুনতে আমার ইচ্ছা হয়॥
ওরে সাতজনাতে জামাত হল
একজনা তার ইমাম হল —
বাকি দুই রেকাত নামাজ পড়িল
তিন রেকাতে ইমাম মারা যায়
কি করে নামাজ আদায় হয়॥

মুক্তারিগণ ভাবছে বসে
বাকি নামাজ পড়বে না মাটি দেবে
মাটি দেবে না গঙ্গায় দেবে —
ওরে দায়েম শা ফকিরে কয়
কি করে নামাজ আদায় হয়॥

কথা: দায়েম শাহ
সূচী

বাউল (ফকিরি)-১৭৫: জন্মিলে মরণ লেখা যায় সাধের

জন্মিলে মরণ লেখা যায় সাধের দুনিয়ায়।
দীন দুনিয়ার ধ্যানের ছবি
পয়দা হলেন দীনের নবী
যার তুলনা এ জগতে নাই।
মরণ তোমার বাঁধছে বাসা সোনার মদিনায়॥
হুকুমে এসেছে ভবে
তলব হলে যেতে হবে –
চিরদিন না রবে হেথায়॥
ভাইবন্ধু সব ছাড়িয়া
নির্জনে যাও বাসর লইয়া
সঙ্গের সাথী আর তো কেহ নাই॥
দায়েম শা ফকিরে বলে
দয়াল নবীর চরণ তলে —
যার তুলনা এ জগতে নাই
মা জননী কাঁদছে বসে সোনার দুনিয়ায়॥

কথা: দায়েম শাহ
সূচী

বাউল-১৭৬: মালা জপে পাঁচবেলা

মালা জপে পাঁচবেলা
কে কোথায় পেয়েছে আল্লা॥
মক্কা ও মদিনা গেলে

কই তাহার ঠিকানা মেলে
হাজীগণকে শুধাইলে
সেথা হয় মানুষের মেলা॥
যেয়ে দেখি জোম্মাখানা
তথায় যেয়ে খোঁজ পেলাম না
মানুষ খায় মানুষের খানা
আল্লা খায় না এক তোলা॥
খোদার তৈয়ারী ঘরে
খুঁজলে পড়ে মিলতে পারে
ঘর বানায়ে তার ভিতরে
বসে আছে সেই মওলা॥
কথা কিন্তু নাইকো ঢাকা
প্রমান তার আছে পাকা
নফসকে চিনলে পাবে দেখা
বলেছে রসূলউল্লা॥
পেশানি মসজিদ দেল কাবা
আদমতনে খুঁজলে পাবা
পাঁজজনাকে এক জায়গায় পাবা
বলতেছে নসর উল্লা॥

কথা: নসরুদ্দীন
দ্র: খোদার তৈয়ারি ঘরে = মানব দেহ
সূচী

বাউল (ফকিরি)-১৭৭: ও মন আপনায় চিনলে পাবে

ও মন আপনায় চিনলে পাবে মালেক রব্বানা
আমি আমি বলছো সবে কোথায় আমার ঠিকানা।
ফরমাইল ও আলী অজহু
মান আরাফা নফ সাহু
ফাকাদ আরাফা রব্বাহু
চিনে আমি বলনা॥
কেবা আমি কেবা তুমি
দুয়ে সেরেক করো না
আপনাকে চিনলে তারে

কোন চিন্তা রবে না ॥

অচিনে করিয়া চিন কর ভজন সাধনা
আন্দাজিতে ডাকলে পরে
বন্দেগী তার হবে না ॥

সকল দুনিয়ার মজার সাতে
নিশ্বাস বিশ্বাস করো না
মস্তান্নেসের সেগাছেড়ে
মজাক্করে হও দানা ॥

যে জন চিনেছে আপে
সেই জন বলায় দেও না
আয়নাল হক ফুকারে মনসুর
পেয়ে খোদে আপনা ॥

ফকির শাহ দয়া করে
দিলেন কিছু নিশানা
মহম্মদ শা মিলে থাক বলে
ধরা পড়ো না ॥

সূচী

বাউল (ফকিরি)-১৭৮: নামাজ রোজা কলমা পড়বো না

নামাজ রোজা কলমা পড়বো না
তাতে তোমার কিসের ভাবনা
আমি কেবল মাত্র চাইব দিদার
হুর গুলেমাল চাহিনা ॥

নামাজের মধ্যে রে আকার
দেখা ভীষণ গুনগার
ঐ জন্য আমারই ভাই
হয়ে ওঠা ভার।
তুমি পার যদি খুবই কর
আমায় কিছু বল না ॥

কলমা পড়লে হয় না মুখে
কলমা দেখতে হয় চোখে
ঐ জন্যে আমি রে ভাই রয়েছি ঠেকে

আবার না দেখে পড়লে কলমা
কুফারি তা ঘুচবে না॥
রোজা রাখার যে ঠেলা
দিন গিয়ে সন্ধ্যাবেলা
খাবার হয় পালা।
আবার তাহার মাঝে একটু ত্রুটি হলে
রোজা হবে না॥
মহম্মদ জানের এই মনের বাসনা
তা কেন বলব না
হকগুরুজি মোর আলমের পানা
আমি নিজের বেহেস্ত করব তৈরী
কারো বেহেস্তে যাবো না॥

সূচী

বাউল (ফকিরি)-১৭৯: বলব বলব মনে করি সে

বলব বলব মনে করি সে কথা বলব কি করে
তিনটি নামের একটি মানুষ একটি ঘরে বাস করে।
তাহার ঠিকানা বলি
জেলা হুগলী শহর দিল্লী
আবার জীবনপুরে ইস্টিশনে
দমকলে দম চলে ফিরে॥
হক জামালের জমিদারী
দম দমাতে হয় কাছারী
চারটি থানার খবরদারী
চার দারোয়ান চারধারে॥
জবরূত নাসুত লাহুত মালকুত
শুনে ফকির হয়েছে বহুত
ফকির বলে হয় না ফকির
হয় মনের মানুষ ধরে॥

কথা: মহম্মদ শাহ
সূচী

বাউল (ফকিরি)-১৮০: প্রেমের খেলা ইস্কের মামলা সবে

প্রেমের খেলা ইস্কের মামলা সবে জানে না
ইস্কেবাজী করে দেখ মালেক রব্বানা॥
আপন নুরে আপনি আশক
হলেন দেখ আল্লাজীর পাক
করে কত জাঁকজমক
হয়ে দেওয়ানা॥
আপন নুরে নবী পয়দা করে
দুনিয়ায় পাঠায় খোদা
দুই জনাতে জুদা হয়ে
থাকতে পারে না॥
মহাম্মদকে আনিবারে
জিব্রিল পাঠায় মক্কর করে
মক্করউল্লার মক্করকে কয়
প্রেমের ছলনা॥
আয়নলহক হক ফুকারে
মনসুর আপে চড়ে দ্বারে
প্রেমের খেলা কেমন করে
দ্বারের বাহানা॥
খলিলুল্লার আতশেতে
মুশা নবী কহতুরেতে
ইনুষ নবী মাছের পেটে
করে মিলনা॥
জোলেখা ইউসুফের তরে
শিরীর প্রেমে ফরেহাদ মরে
লাইলার প্রেমে কয়েশ আপে
হলেন দেওয়ানা॥
গুরুজিকে মহম্মদ কয়
প্রেম পিয়ালা পিয়াও আমায়
মস্ত্ কর আপন দয়ায়
বানাও দিওয়ানা॥

কথা: মহম্মদ শাহ
সূচী

বাউল (ফকিরি)-১৮১: ভেদের কথা ভেদির নিকট জানতে

ভেদের কথা ভেদির নিকট জানতে হবে রে
খোদার নুরে নবী হল ফেরেস্তা হয় কার নুরে॥
ও দাদা মনের বিচার কর্
কোন্ পর্দাতে আছে খোদা কোন্ দুয়ারী ঘর —
আরশে করশী আরশেয়ানা আছে বল কার পরে।
ও দাদা কোরান দেখে পড়
কোন্ হরফে রুহের খেলা কোন্ হরফে ধড় —
আবার মিম্বারের তিন ধাপ কেন হয় বল দেখি কার তরে॥
ও দাদা খবর তিনের শোন্
আহাদ আহম্মদ কোথায় ছিল কিরূপে তার তন্
আবার আহাদ থেকে আহমদ হলে ভালো করে দেখ তারে॥
ও দাদা আবার বলে যাই
লা পুরাতে আল্লা ছিল কল্‌মা বলে তাই —
নবী সঙ্গে বলরে কথা সেই কথা হয় কোন্ সুরে॥
ও দাদা ভেদের মর্ম বোঝ্
মিমের পর্দা কোথায় ছিল ভালো করে খোঁজ —
আবার কোন কলেতে তৈরি হল গড়ল কোন্ কারিগরে॥
ও দাদা বলছি কথা খাঁটি
কোন্ দরিয়ার পানি দিয়ে গড়ল কাদামাটি —
আবার ঐ মাটিতে পুতুল গড়ে আদম দিল নাম তারে॥
ও দাদা ইমরান বলে তাই
ভেদের কথা জানতে পীরের দরবারেতে যাই —
আবার নোক্তার ভিতর কোরান গোপন রয়েছিল কী করে॥

কথা: ইমরান ফকির
সূচী

বাউল (ফকিরি)-১৮২: সরলে গরল মিশে না সরলভাবে

সরলে গরল মিশে না সরলভাবে আছে যে জনা।
সর্পের মাথায় ব্যাঙা নাচে
তবু সর্পে আহার করে না॥
বুঝি সর্পের ওঝা আছে
তাই জন্যে মাথা তুলে না॥

পদ্মপাতায় পানি ফুটি টলমল
পদ্ম ভিজে না —
তার সাক্ষী আছে দধিভাণ্ড
উপরে ভাসে ননী ছানা ॥
ফকির মিয়াজানে কয় সরল পথে থাকলে মানুষ
ধইরবা রে মনা ॥
সরলে গরল মিশে না সরল পথে রয় যে জনা
সহজ পথে রয় সে জনা ॥

কথা: মিয়াজান ফকির
সূচী

বাউল (ফকিরি)-১৮৩: সাপ ধরিবার মন্ত্র আগে শিক্ষা

সাপ ধরিবার মন্ত্র আগে শিক্ষা লও রে ভাই
নামের মালা গলে দিয়ে কুঞ্জবনে যাই ॥
মাটির নীচে ধন আছে
সাপিনী তায় পাহারা দিছে
ছয়টা ইঁদুর ঘরের নীচে
পিড়ার মাটি নাই ॥
ব্যাঙে নাচে সাপের কাছে
সাপ পলাইল ধনের নীচে
মনিব হইয়া ব্যাঙে নাচে
ধরবার পা নাই ॥
নামের হলদি গায়ে দিলে
সরে যায় সাপ গন্ধ পাইলে
আবদুল্লা কয় পইড়া রইবা চরণতলে
মাথাটি লুকাই ॥

কথা: আবদুল্লা ফকির
সূচী

বাউল (দরবেশি)-১৮৪: সাধন কর ভজন কর তওবা

সাধন কর ভজন কর তওবা করে আইছনি
হাদিস পইড়া খোদার দিদার পাইছনি —
তৌহিদ কোরান কলেমা তোমার দিলকোরানে মিলাইছনি॥
দমের ঘরে অহি আছে দিলের খাতায় লিখছনি
পরের ছুরত দেখছ চাইয়া নিজের ছুরত দেখছনি॥
খালের বিলের পানি দিয়া মাটির দেহ লও ধুয়াইয়া
এস্কো নদীর পানি দিয়া মনের ময়লা ধুইছনি॥
তুমি পরের ব্যারাম সারাইতে যাও নিজের ব্যারাম চিনছনি
স্বভাব রোগে মরছে সাধু তাঁর ঔষধ খাইছনি॥
না চিনিয়া রুহ হায়াজি ছাগল গরু দাও কুরবানি
পেটকে খাওয়াও ক্ষীর নবনী রুহর খাদ্য খাইছনি॥
ইসমাইলের জন্মস্থানে উঠাও খোদার কাবা ঘর
তোমার জন্ম কোন্‌খানেতে রাখছনি রে তার খবর॥
তোমার সাফায়েত করেন যিনি তা সনে নাই চেনাচিনি
মোহম্মদের ছবিখানি বুর্জগে উঠাইছনি॥
নিজের জমির পতিত রাইখা পরের জায়গায় বাঁধছ ঘর
দুদিন পরে তোমার জায়গায় তুমি হইয়া যাইবে পর॥
আপন মানুষ থাকতে কাছে পইরা গেলি অনেক পাছে
রাধাবল্লভের আইসা গেছে বিদায় দিনের নিশানী॥

সূচী

বাউল-১৮৫: ওলো প্রাণ সজনী লো

ওলো প্রাণ সজনী লো
এ সংসারে দেহের গৌরব কেউ ক'রো না॥
দেহ আমার শান্তিপুরি
ঢাকাই শাড়ি চন্দ্রকণা
মরলে পরে কানাকড়ি
সঙ্গে তো কিছুই দেবে না॥
ভাঙলে যেমন পিতল কাঁসা
তেমনি হয় যৌবনের দশা
পিতল কাঁসা বদল চলে
যৌবন বদল আর চলে না॥

নবযৌবনের ভারে
দুদিন গেলে রঙ্গ করে
যেদিন দাঁত ভাঙ্গিবে চুল পরিবে
সেদিন তোমায় কেউ ছোঁবে না॥
স্বামী নিন্দা যারা করে
যমপুরিতে বেঁধে মারে
নীলকন্ঠ বলে কেঁদে কেঁদে হবি সারা
ভবপারের কূল পাবি না॥

সূচী

বাউল-১৮৬: মন তুমি কি চিরজীবি

মন তুমি কি চিরজীবি
দিন কি তোমার এমনি যাবে
দেহ পিঞ্জরে করে ভঙ্গ
প্রাণ বিহঙ্গ পলাইবে॥
দশাননের দশা স্মরণ
করে দেখ মন ত্রেতাকালে
দেবেন্দ্র যার গাঁথা তাহার
যমে বাঁধা যার অশ্বশালে
ব্রহ্মা যারে ছিলেন সদয়
অভয়া মা দিতেন অভয়
করেছিল তিলক বিজয়
সেও মরেছে সবান্ধবে॥
দুর্যোধন ভিমার্জুন
শতপঞ্চ ভ্রাতা যার
কোথায় বাঁচে অভিমন্যু
মা তুলসী গোবিন্দ যার
কোথায় বা সে রাজা কংস
কোথায় বা সে যদুবংশ
রবে না মন কোন অংশ
কালে ধ্বংস সবে পাবে॥
পিতা মাতা ভগ্নি ভ্রাতা

পুত্র মিত্র পরিবার
সুখের দিনে সবাই আপন
সে দুর্দিনে কে বা কার
পড়বি যেদিন ঘূর্ণিপাকে
মরবি ঘুরে পাঁকে পাঁকে
তুমি বা কার তোমার বা কে
সেদিন তোমায় কে তরাবে॥
ভাবলি না মন শেষের পন্থা
বিষয় চিন্তা অবিরত
ধনী দেশে দেশ বিদেশে
ভ্রমিতে কাল হল গত
করলি না মন সাধুসঙ্গ
কৃপামায়ের নাম তো সঙ্গ
সুখের স্বপ্ন হবে ভঙ্গ
চতুরঙ্গ পড়ে রবে॥
সতীশ ধনে পাপ আগুনে
দগ্ধ হলি দিবা নিশি
হরি সাধন রাখ না কড়ে
ডুবলি না মন রইলি ভাসি
পড়বি যেদিন কুশাসনে
মরবি যমের কূশাসনে
সেদিন দীনবন্ধু বিনে
সেদিনের ভার আর কে লবে॥

সূচী

বাউল (ফকিরি)-১৮৭: ঝকমারি করেছি আমি প্রেম করে

ঝকমারি করেছি আমি প্রেম করে কালার
হাড় হয়েছে বুড়ো মিন্‌সে আমার গলার॥
নবীন ছোকরা আমার স্বামী কোনওমতে নাইকো কম ই
বুড়োর জন্য ছাড়লাম আমি অষ্ট অলংকার॥
বুড়োর সঙ্গে প্রেম করে দিবানিশি নয়ন ঝরে
একবার এনে দেখাও তারে জুড়াক জীবন আমার॥

দেখ দেখি সই আগবেড়ে আমার বুড়ো আসছে কতদূরে
আমি থাকতে আর পারি নে ঘরে চেয়ে আছি আশায় তার ‖
হে কালী দয়াল আমার বুড়োকে রেখো যত্ন করে
আমায় যেতে যেন না হয় ফিরি মুর্শিদ গো
সেই নবীন ছোকরার ঘরে ‖

সূচী

বাউল (ফকিরি)-১৮৮: ভাটির গাঙের নাইয়া

ভাটির গাঙের নাইয়া
শুনালি গান গাইয়া
আমার ভাটির গাঙের নাইয়া ‖
সুন্দর তোমার নাও রে মাঝি
রঙ্গিল পাল উড়াইয়া
তীরে তীরে যাইও রে নৌকা
পিলারী লাগাইয়া ‖
শিমুল তাকির নৌকা রে মাঝি
নুনায় যায় খাইয়া
কাঙ্গালিনী সুফিয়া বলে
উঠবে পীড়া দিয়া ‖
তোমার হল সোনার তরী
আমার রুপের বৈঠা রে মাঝি
ভাটির গাঙে নাও রাখিয়া
যাও উজান বাইয়া ‖

কথা: কাঙ্গালিনী সুফি
সূচী

বাউল-১৮৯: মন চল রূপের নগরে

মন চল রূপের নগরে
ওরে পারাসারা করো পূতের দ্বারে ‖
সেথা গোলকপতি তার মূলে স্থিতি
সেই সতত বিরাজ করে ‖

রূপ ধরে চল মণিপুরে
সেথা আছে এক মহাজন পুরুষ রতন
দেখলে জীওন্তে রইবি মরে॥
আছে চৌষট্টি কোঠারি
আছে সারি সারি
ওরে মনি ময়চা দেওয়া সেই শহরে॥

সূচী

বাউল-১৯০: ভোলার মন আমার আনন্দে হরিগুণ

ভোলার মন আমার আনন্দে হরিগুণ গাও
যা নিয়েছ সরল মনে সকল ফিরে দাও
নইলে কৃষ্ণগুণ গাও নইলে ব্রজে চলে যাও॥
আজ এসেছ আড়াই দিনের পরে মাতামাতি কিসের তরে
অবার যে কটা দিন আছে বাকি কৃষ্ণগুণ গাও॥
এসেছ মন মাটি হতে আর যেতে হবে এই মাটিতে
অবার মাটি হবার আগে কেন মাটিকে দড়াও॥
আনন্দে হরিগুণ গাও নইলে খ্যাপাকে তরাও॥

উৎস: পূর্ণ দাসের গান
সূচী

বাউল-১৯১: চোর পড়েছে বাবুর বাগানে

চোর পড়েছে বাবুর বাগানে
বাবু ঘুমিয়ে সারা দিশেহারা
চাবি রেখেছে দারোয়ানে॥
চোর এমনি বুদ্ধিমান
ঘরের মালিক ছেড়ে দিয়ে
ধরে দ্বারের দারোয়ানে
বলে দে রে চাবি নইলে খাবি খাপি
চাবির রাজা রে সে গোপনে॥
চোর সকল সেরে যায় সেখানে
ও খ্যাপা শ্যামসুন্দরের বাগানে॥

উৎস: পূর্ণ দাসের গান
সূচী

বাউল (গুরুতত্ত্ব)-১৯২: গুড়ের মতন যে দেখছি গুরুধন

গুড়ের মতন যে দেখছি গুরুধন
ভিয়ান না করিলে গুড়ে সন্দেশ হয় না মন।
যেমন গুড় ভিয়ান করে
তেমনই গুরু সেবার তরে
ময়রা হয়ে থাকে পড়ে
সেই তো রসিকজন।
সেবায় রাজা ভিয়ানে খাজা
যে করে সেই মারে মজা
করতে নারলে থাকে প্রজা
বুদ্ধুর মতন॥

উৎস: সুধীর চক্রবর্তীর বই
সূচী

বাউল-১৯৩: নদের গোরা চৈতন্য যারে কয়

নদের গোরা চৈতন্য যারে কয়
সে শাক্ত ভারতীর কাছে শক্তি মন্ত্র লয়।
পরে গিয়ে রামানন্দের কাছে
বাউল ধর্মের নিশানা খোঁজে
তবে তো মানুষ ভজে পরমতত্ব পায়।
বাউল এক চণ্ডীদাসে
মানুষের কথা প্রকাশে
সেই তত্ব অবশেষে বৈষ্ণবেরা নেয়।
মর্কট বৈরাগী যারা
এক অক্ষরো পায় না তারা
গীতা ভাগবত শাস্ত্র পড়া পন্ডিত সবায়।
তিলক মালা কৌপীন আঁটার দল
জানে শুধু মালসা ভোগের ছল
দিন রাত কিছু না বুঝে মালা জপে যায়॥

দ্র: হাড়িরাম সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব বিরোধের প্রভাব এই গানে স্পষ্ট (সুধীর চক্রবর্তীর বই থেকে)
সূচী

বাউল-১৯৪: আল্লা সালাম ভগবান নাও গো

আল্লা সালাম ভগবান নাও গো প্রণাম
যদি থাকো মন্দিরে বা মসজিদে।
তুমি হিজলি মক্কা মদিনা তুমি গয়া কাশী গঙ্গা যমুনা
যেই তুমি রাম সেই তো রহিম।
নেইকো কোনো ধারা যিশু মহম্মদ আল্লা সালাম।
কৃষ্ণ কালী তুমি একই অঙ্গে
ভৃগুর পদাঘাত তোমারই বক্ষে
তুমি হিন্দু ইহুদী খ্রিস্টান।
তুমি পবিত্র গীতা বাইবেল কোরান—
সেই মহাশ্মশান সেই কবরস্থান
নেইতো কোনো ফারাক জল আর পানিতে
আল্লা সালাম।

কথা: দয়াময় হালদার
সূচী

বাউল (ফকিরি)-১৯৫: ঢাকা খুলে দ্যাখ রে খ্যাপা (তিনটে রূপ)

ঢাকা খুলে দ্যাখ রে খ্যাপা
থাকবে না তোর সাবেগ মন
ঢাকা শহর ঢাকা যতক্ষণ
বলি ওরে আমার পাগল মন॥
ঢাকার কথা শোন তোরে বলি
ঢাকার ভিতর আছে দ্যাখ্ তিপ্পান্ন গলি
সেই গলিতে চতুর মানুষ কেউ পড়ে না
পড়ে যত অন্ধ গো॥
ঢাকার ভিতর কূপ রয়েছে গুটা আটেক নয়
আটের কাছে যেমন তেমন একের কাছে ভয়

আসল ধন তুই হারিয়ে এলি
ফেলিয়ে এলি বিক্রী ধন॥
আবার খ্যাপা মনসুর ভেবে বলে
ঢাকেশ্বরী না বুঝে কেন ঢাকাতে গেলে
সবার ভাগ্যে মণিকুঠা
আমার ভাগ্যে ওলোর বোল॥

কথা: মনসুর ফকির
আগের গানের সঙ্গে এটির সাদৃশ্য লক্ষ্যনীয়

খ্যাপারে ঢাকা শহর যাবি কি করে
ও তুই ঢাকা খুলে দেখলে পরে যাবে রে মাথা ঘুরে॥
এবার ঢাকার কথা শোন তোরে বলি
ঢাকার ভিতর আছে ঢাকা তিপ্পান্ন গলি
আছে ঢাকার ভিতর গন্ধকালী বলি খাবার তরে॥
ঢাকায় চারদিকে আছে ঝরকুন্ডারি বন
অপ্রকটে আছে সেথা মদনমোহন
সেথা ডাকিনীটা দিবানিশি আছে বসে হাঁ করে॥
খ্যাপা বলে সনাতন রে
সেথা বেহুশারে গেলে পরে
বাপ-বেটায় মরে
আবার ঠাকুর গেল মরে
বাগাতে সে না পেরে।

কথা ও সুর: সনাতন দাস বাউল
অন্যরূপ, অন্য ভনিতা

ঢাকা শহর ঢাকা যতক্ষন
ঢাকা কুলে দেখলে পরে
থাকবে না তোর সাবেক মন॥
ঢাকার কথা শোন তোরে বলি
ঢাকার ভিতর আছে ঢাকা তেপ্পান্ন গলি
তাতে চতুর মানুষ কেউ না পড়ে
পড়ে যত অন্ধজন॥
ঢাকায় কূপ রয়েছে গোটা আট-নয়
আটের কাছে যেমন-তেমন
একের কাছে ভয়।

সেথায় বেহুঁশারে পড়লে পরে

তখনি হারাবি জীবন॥

ঢাকাতে আছে বহুতর কারবার

মহাজন অনেক আছে, ছুটকো দোকানদার

ও কেউ লোভে মূলে হারিয়ে বসে

কেউ লাভ করে অমুল্য ধন॥

চাঁদ সুদীন বলে, হায় কি কলরাম

ঢাকেশ্বরী না পূজে কেন ঢাকাতে এলাম!

সেথায় কেউ বা দেখেছে মণি-কোঠা

আমি দেখি উলুবন॥

কথা: চাঁদ সুদীন
সূচী

বাউল (ফকিরি)-১৯৬: ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ আকাশে

ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ আকাশে

প্রকাশ পাইল

ও যার ছায়া না ছিল

মুহম্মদকে চিনা দায় হল

ও যার ছায়া না ছিল॥

প্রথম শব্দ ব্যোম হইতে

ইচ্ছা সৃষ্টি হল তাতে

পুলিঙ্গ হয় 'হ' হইতে

জ্ঞানী বুঝি লইয়ো॥

প্রথম 'ম'-এ আগুন সৃষ্টি

পক্ষ 'ম'-এ পানি মাটি

যাতে ভরা নিম্‌কি মিষ্টি

'দ' প্রকাশিল॥

নবী দিল এ তালিম

আল্লা আহম্মদ বেল আমিন্‌

আরগ্ন কি হল আইন

প্রেমিক দেখিল॥

আদম যখন পানি মাটি ছিল

তখন নাকি নবী হল
নবী ও চারি কোথায় করিল
তাই চিন্তা হইল॥
কুরানেতে আল্লা বলে
মুহম্মদ নাই কোনই ছেলে
ভবে ছিল প-য়ে এক ছেলে
জগৎ বসি দেখিল॥
জব্বার মিশে মিমের সনে
নুর নবীকে নিল চিনে
ভুবন ঋষি চন্দ্র বিনে
মধ্যে দিবালোক॥

কথা: জাব্বার ফকির
সূচী

বাউল-১৯৭: হরি বিনে বন্ধু নাই রে

হরি বিনে বন্ধু নাই রে ভবে
সে যে পরমবন্ধু দীনবন্ধু মহাসিন্ধু ভবানবে॥
গুরুপদে লও গো স্মরণ শুদ্ধ করে মন
রিপু আদি অহং যত দিয়া বিসর্জন
দিবানিশি এই হরিনাম রসনাতে লবে॥
পড়ে একা ডাক রে মন ভক্তি অর্ঘ্য দিয়া
অনুরাগে ধর চিত্ত নামেতে মজিয়া
একবার নামে যদি হয় মতি পাইবে সে জগৎপতি
সেই মতি বিন অনিলে আর কবে হবে॥

সূচী

বাউল-১৯৮: শোন বলি পাগলের চেলা

শোন বলি পাগলের চেলা
পাগল হওয়া নয় সামান্য
দেবের মান্য পাগল ভোলা॥
এক পাগল হয় নারদ ঋষি

বীণা বাজায় দিবানিশি
আরেক পাগল বাজায় বাঁশি
বাসা করেছে কদমতলায়॥
আরেক পাগল হয় হনুমান
রামরূপে ধরেছে ধ্যান
বক্ষ চিরে দেখাইল নাম
ছিঁড়িল মুকুতা মালা॥
আরেক পাগল গৌরহরি
ডোরকোপিন ধারন করি
হরি হয়ে বলছে হরি
স্কন্ধে নিয়ে ভিক্ষার ঝোলা॥
যদি পাগল হওয়া ভালো লাগে
মন পাগলারে ধরগো আগে
ঐ পাগলা যার সঙ্গে থাকে
সব পাগলামি তাহার খেলা॥

সূচী

বাউল-১৯৯: গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়

গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়
তোরা দেখসে তায়
নদীর মৌজা ভারি ও নাগরী
আমি ডুবে মরি কিনারায়॥
মনে করি সাঁতরে পেরিয়ে যাই
হাঁটু জলে না নামিতে ভাই হাবুডুবু খাই
কে আছে তোর ব্যথার ব্যথী
তোরে হাত ধরে ডাঙায় তোলায়॥
মনে করি অগাধ জলে রই
নিতাই চাঁদকে প্রেম কুমীরে ধরেছিল সই
আবার কুমীর বলে ছাড়ব না ভাই
আমি পেয়েছি সেই পদাশ্রয়॥
গোসাঁই বলছে ভবারে
বাঁকা নদীর তুফান দেখে ভাই হলি অন্ধ রে
নদীতে মাসে মাসে জোয়ার আসে
ও তুই নেহার ধরে বসবি আয়॥

অন্য রূপ

দেখবি যদি ছুটে আয়
গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়
নদীর মৌজা ভারি ও নাগরী
আমি ডুবে মরি কিনারায়॥
আমার মন যমুনা উৎলে উঠেছে
অগাধ নদী পারি দিছে ভাই
রসিক সেয়ে যে—
আমার বুদ্ধির বল পারের সম্বল
আমার পারে যাওয়া হল দায়॥
মনে করি সাঁতরে পেরিয়ে যাই
হাঁটু জলে না নামিতে হাবুডুবু খাই
কে আছে মোর ব্যথার ব্যথী
আমায় হাত ধরে তোলে ডাঙায়॥
আমার গোঁসাই বলছেন ভবা রে
বাঁকা নদীর তুফান দেখে ভয় হয় অন্তরে
নদীতে মাসে মাসে জোয়ার আসে
সজনী দেখবি যদি ছুটে আয়॥

কথা: ভবানন্দ গোঁসাই
সূচী

বাউল-২০০: মানুষ ভজ মানুষ পুজো

মানুষ ভজ মানুষ পুজো
মানুষে শ্রীহরি বর্তমান
সে যে গোলকবিহারী নররূপ ধরি
যুগে যুগে তিনি প্রকাশ হন॥
মানুষ মাঝে মানুষের পরে
সতি দালুদ রাম ***
মানুষ প্রাপ্তি হবে পরমব্রহ্ম
মানুষ দেখতে পাবে রাধেশ্যাম॥
তাই মানুষ গৌরহরি
ধরায় অবতরী
ওরে সর্বজীবে করে প্রেমদান॥

সূচী

বাউল-২০১: বাংলার বাউল সুরসাগরে যেজন ডুবেছে

বাংলার বাউল সুরসাগরে যেজন ডুবেছে
তিনিই সাগর সেঁচে মাণিক তুলে
বাউল রত্ন হইয়াছে ॥
এমন রত্নই কোহিনুর মণি
তত্ব সম্রাট পরশমণি
সুর ব্রহ্মা স্বরূপিনী তার কন্ঠে সদা হয়েছে ॥
ধন্য বাউল লোকশিক্ষক
সমাজের হয় প্রতিরক্ষক
মুখপাত্র খাঁটি পরীক্ষক
সাধক বাউল হয়েছে ॥
দরবেশ রাধাচন্দ্র নিলেন কষে
কালাচাঁদকে ভালবেসে
তত্ববস্তু দিলেন শেষে প্যারিসে প্রমান রয়েছে ॥
বাউল দরবেশীর স্বর্গভূমি
বাংলাই বাউলের রাজধানী
বিশ্ববাসী হইল ধনী
তারা বাউলের পরশ পেয়েছে ॥

কথা: কালাচাঁদ দরবেশ
সূচী

বাউল (ফকিরি)-২০২: মানুষ মানুষ বল সবে মানুষ

মানুষ মানুষ বল সবে মানুষ ধর মানুষ পাবে
মনের মানুষ আছে খামুস হৃদয় মাঝে গোপনভাবে ॥
মানুষ ধরে দেখ নিজে
পাবে মানুষ হৃদয় মাঝে
থেক না মন মিছে কাজে
মানুষ আছে ধরতে হবে ॥
মানুষ আছে রঙমহলে

মানুষ মেলে কলমার কলে
নৈলে জনম যায় বিফলে
আখেরেতে পস্তাইবে॥
আলেফ দাল মিম হল যখন
হুকুম দিলেন সাঁই নিরঞ্জন
সেজদা করলেন ফেরেস্তাগণ
সেই মানুষ আসিল যবে॥
ফকির শাহের চরণতলে
মহম্মদ কয় কাতর হালে
মানুষের হুসের বলে
সাবেদ পেয়ে দেখলাম ভবে॥

কথা: মহম্মদ শাহ
সূচী

বাউল(ফকিরি)-২০৩: একই মায়ের সন্তান মোরা

একই মায়ের সন্তান মোরা
আমরা দুটি ভাই
হিন্দু নয় মুসলমান নয় রে
মানুষ নামে পরিচয়।
গৌরাঙ্গ নদিয়া এল
মুসলমান দীক্ষা দিল
ও দুনিয়ার নবি এসে
শান্তির বাণী সদাই দেয়।
সৃষ্টির মূলে একই ধারা
কেবল মিছে জাত জাত করে ঝগড়া করা
মাকে জিজ্ঞাসা করগো তোরা
মা জানে কত প্রসবব্যথায়।
জাতের বেড়া ভেঙে চল
করিস না ভাই গন্ডগোল
ফনীরে তুই হ সরল
তাই হাওয়া জানায়।

কথা: ফনী
সূচী

বাউল-২০৪: হিংসা ভরা হৃদয় নিয়ে

হিংসা ভরা হৃদয় নিয়ে
মিছে ধর্মের গল্প কর
আগে জাতির গৌরব ছাড়।
শূদ্র ভদ্র আর কায়স্থ
ঢুলি মালি জাতিভ্রষ্ট
শাস্ত্রেতে ভাই আছে স্পষ্ট
বিভাগ কেন কর।
ডোম চামার ঋষি মুচি
এক অন্নপান কর
আবার খেয়াঘাটে যেয়ে দেখি
এক নৌকাতে সবাই চড়।
শেখ সৈয়দ মোঘল পাঠান
নামে মাত্র এক মুসলমান
তবে কেন এত বিধান
রাস্তায় এসে কর।
বিয়ে শাদি হলে পরে
জাতির তল্লাশ কর
আবার মসজিদ ঘরে যেয়ে দেখি সব
এক জামাতে নামাজ পড়।
হিন্দু মুসলিম আর খ্রিষ্টান
সকলই এক মায়ের সন্তান
মায়ের কোলে লয়ে স্থান
মায়ের দুগ্ধ পান কর।
রজবে কয় পিতার নির্ণয়
কেউ নি করতে পারো
কোন জাতি মোর সাঁই নিরঞ্জন
আগে তাহার বিচার কর।

কথা: রজব
সূচী

বাউল (দেহতত্ত্ব)-২০৫: ওরে, মানব-দেহ কলকাতা কেতা চমৎকার

ওরে, মানব-দেহ কলকাতা কেতা চমৎকার
ও ভাই, তুলনা নাই তার॥
ও ভাই, লাল দীঘির পানি বড় মিঠা যে শুনি
কেউ বলে নুন্‌চা লাগে, ঘর্মের হয় হানি
ও পানি যে খেয়েছে সেই মজেছে, সেই হয়েছে ভবপার॥
কলকাতায় বায়ান্ন বাজার ও তার তেপান্ন গলি
মনের মানুষ খোঁজে আঁতিপাঁতি, কতই ঢলাঢলি
ও নামে সোনাগাছি, মানিকতলা, জোড়াসাঁকো আচ্ছা বাহার॥

অন্য রূপ

মানব দেহ কলিকাতার কেতা চমৎকার
তুলনা নাইকো তার॥
মনে বুঝে দেখ ভাই রতি তফাৎ নাই
আছে দুই গ্যাসের আলো দেখতে পাই
করে সোনার শহর দীপ্তাকার॥
হয় লালবাজারে জোর
দেখে চোখে লাগে ঘোর
চিনেবাজারে চিন্‌লে পাবে ধর্মতলার মোড়
আছে ভারি মজার রাজাবাজার
শেষে স্মরণ হয় সবার॥
খাসা বাজার চাঁদনী আছে দোকানদার ধনী
বহু রত্ন থরে থরে হীরে লাল চুনি
যায় জীবে ঠকে দেখলে চোখে
সাধুতে করে ব্যাপার॥
আছে বাজার টেরেটি ও সে বিষম নট্‌খটি
যাস না রে মন করি বারণ সব হবে মাটি
গেলে বউবাজারে পড়বি ফেরে
প্রাণ বাঁচান হবে ভার॥
সেই হাড়কাটা গলি আছে বর্তমান কলি

হাড়কেটে ঘাড় মচড়ে ধরে দেয় নরবলি
আছে পটলডাঙ্গা সানকি ভাঙ্গা
চোরবাগানে খবরদার॥
মাথাঘসার গলিতে যায় সবাই চলিতে
শঙ্কা লাগে সে সব কথা মুখে বলিতে
বাজার তালতলা থাকে না স্মরণ
মরণ কলিঙ্গের মাঝার॥
খাসা লালদীঘির পানি বড় মিষ্ট তা শুনি
কেউ বলে ভাই নোন্তা লাগে ধর্মে হানি
যে তার তার বুঝেছে সেই মজেছে
মিটেছে মনের বিকার॥
চাপা রয় চাঁপাতলা সেই চতুরং খেলা
নিত্য গুরু সদয় হবে সাঁকরীটোলা
আছে ইন্টালী পদ্মপুকুরে
তিন ঘাটে তিন অবতার॥
যদি বাগবাজারে যাও ভাই ভারি কাজ বাগাও
হরিনামের মন্ডা কিনে ঠান্ডা করে খাও
গেলে মুচীখোলা কলুটোলা
নিমতলা হইবে সার॥
মোছোবাজার ঠন্ঠনে কথা শক্ত টন্টনে
সামলে সুম্‌লে সিম্‌লে যেও নইলে ঢন্ঢনে
আছে মানিকতলা সোনাগাছি
জোড়াসাঁকোর খুব বাহার॥
সেই আহিরিটোলাতে ভাই বাঁউড়ি চালাতে
পার যদি লভ্য হবে নিত্য খেলাতে
দুই নয়ন মুদে যাবি সিধে
সামনে পাবি শ্যামবাজার॥
থাক শোভাবাজারে মজা পাবে আখেরে
দরমাহাটা পাথুরেঘাটা বোঝে বেশ কোরে
হয় ট্যাকশালাতে টাকার গঠন
সেইখানে মন চল আমার॥
বড়বাজার হাটখোলা হয় কতরূপ খেলা
আপন আপন গোপন কথা যায় নাকো বলা
আছে হাবড়ার ধারে কলের গাড়ি

যায়া আসা বারম্বার॥
সেই নারিকেলডাঙ্গায় কত রত্নধন মাঙ্গায়
কারু সপ্তচোঙ্গার বুদ্ধি লয়ে পোরে এক চোঙ্গায়
সে হাড়িয়ে আসল পুঁজিপাটা
বেলেঘাটা পায় না পার॥
খুঁজে দেখলাম মির্জাপুর পাবে রত্নধন প্রচুর
বাদুড়বাগান কুমারটুলী থাকল বহুত দূর
সেই কালীঘাটে সিদ্ধপটে
স্মরণ করে নমস্কার॥
আছে গঙ্গা ধারে গড়
কামান পাতা থরে থর
তার ভিতরে আছে কত রঙ্গীন রঙ্গীন ঘর
তার দ্বারে দ্বারে অস্ত্র ধরে খাড়া পাহারাদার॥
আছে বাজার বহুতর বাজার পোস্তা ভুরুপুর
ললাটেতে লাটের বাড়ি জিহ্বায় জজের ঘর
আটে কন্ঠাতে কালেক্টর বোসে
কাছারী কোরে গুলজার॥
আলিপুরে জেলখানা মনে বুঝে দেখ না
দেহের মধ্যে চিন্তা গারদ নাই তার তুলনা
পাবে মেডেকলেজ হিন্দুকলেজ
এই দেহের হবে বিচার॥
দেহতত্ত্ব পরিচয় দেহ উল্টাডাঙ্গা হয়
আজব কান্ড মনুমেন্টে মূল পদার্থ রয়
আছে চুলে চুলে চুনগলি
গুনে কে করে শুমার॥
এই মানব দেহখান আছে কত রূপ বাগান
কলকাতা তার কোথায় লাগে ইংরেজের নির্মাণ
আছে চৌদ্দ পোয়ায় চৌদ্দ ভুবন
খোদা খোদ করে তৈয়ার॥
রাজার বাহান্ন ধারা গলি তিপান্ন সারা
দেহের মাঝে দেখ খুঁজে আছে ঠিক করা
আছে যাদুঘর এই দেহের ভিতর
দেখলে মন ফিরবে না আর॥
এই জানবার খাঁটি কথা কই মোটামুটি

ভাঙবে যেদিন সোনার শহর সব হবে মাটি
আছে কসাইটোলা নাপেতবাজার
মেটেবুরুজের মাঝার॥
গোঁসাই কুবিরচাঁদ কয় কথা মিথ্যা কিন্তু নয়
ভান্ডতে ব্রহ্মান্ড আছে জানতে পারলে হয়
যাদুবিন্দু বোকা লাগলো ধোকা
উলুবনে দেয় সাঁতার॥

কথা: যাদুবিন্দু গোঁসাই
সূচী

বাউল (দেহতত্ত্ব)-২০৬: মেয়ে গঙ্গা যমুনা আর সরস্বতী

মেয়ে গঙ্গা যমুনা আর সরস্বতী
মাসে মাসে জোয়ার আসে ত্রিবেণী সংহতি॥
মেয়ে যখন হয় উতলা তিন দিন হয় তার লীলা খেলা
একজন ধলা একজন কালা একজন লাল মোতী
ক্ষ্যাপা, সেই নদীতে স্নান করিলে গৌরাঙ্গ মুরতি॥
মেয়ের গুণ কে বলতে পারে কিঞ্চিৎ জানেন মহেশ্বরে
একজন বুকে একজন শিরে রাখেন পশুপতি
মেয়ে সাধারণী সামঞ্জস্যা সামর্থা তিন রতি॥
সতী মেয়ে ঘরে থাকে ঘরে বসে জগৎ দেখে
সতী হয়ে ধরম রাখে ভজে উপপতি
তার সাক্ষী দেখো ব্রজের মেয়ে গোকুলের সতী॥
এবার মরে মেয়ে হবো প্রেম সাগরে ডুবে রবো
সাধুর কাছে জেনে লবো প্রেমের রীতিনীতি
গোঁসাই গৌর বলে রাখবো না আর বংশে দিতে বাতি॥

দ্র: ভণিতাতে অন্য রূপ:
‘দাস কমল বলে থাকবে না তার বংশে দিতে বাতি’
সূচী

বাউল (দেহতত্ত্ব)-২০৭: মানুষ তারে চিন্‌না নে

মানুষ তারে চিন্‌না নে
নবরঙ্গ দেহের মাঝে বিরাজ করে কে॥
মানুষ রে
যখনই ছিলি রে মানুষ পিতার মস্তকে
কোন সন্ধানে আইলি মানুষ জননীর উদরে॥
মানুষ রে
ছোট ছোট ঘরখানি খোপে খোপে বেড়া
তাহার মাঝে বিরাজ করে নবীন কিশোরা রে॥
মানুষ রে
বৃন্দাবনে তিনটি পুষ্প একটি পুষ্প সাদা
এক পুষ্পে ঠাকুর কৃষ্ণ আর এক পুষ্পে রাধা॥

সূচী

বাউল (দেহতত্ত্ব)-২০৮: ভবে এক সাধন করে

ভবে এক সাধন করে
পেয়েছি এক চাপা কল
ঐ কলেতে পড়ে আমার
গেলো দেহের বুদ্ধিবল॥
চৌদ্দ ভুবন জলের ভিতর
দেখো সব সৃষ্টি হয়
আমি গেলে সকল ভুলে
সঙ্গে সঙ্গে মরণ হয়
যত পীর পয়গম্বর আউলিয়া উলিয়া
কলের ভিতর চলাচল॥
সাধু যারা পাবে তারা
আমার দ্বারা হইলো না
আমার এই কাম-দেহের মন   মন রে আমার
সাধন ভজন জানে না
ও তাই মানলে সাধুর গুরুর বাক্য
হতো কিছু ফলাফল॥
অবহেলায় দিন বয়ে যায়
আমার এ মন বোঝে না

আমার এ মন বুঝলে পরে
চাপার কাছে যেত না।
অধম আকবর বলে জানলে পরে
যেতো না দেহের মুল্যবল॥

সূচী

বাউল-২০৯: আশ্চর্য্য এক মজার মানুষ

আশ্চর্য্য এক মজার মানুষ
দেখে এলাম শান্তিপুরে
ও সে কারো সাথে কয় না কথা
থাকে সে আপন গরজে॥
সেই মানুষের এমনি ধারা
ক্ষণেক জ্যান্ত ক্ষণেক মরা
গজায় দাড়ি বেউনী জোড়া
সপ্ত সাগর তার ভিতরে॥
সে মানুষের স্বভাব এত
হয় না কারো অনুগত
রাগেতে হয় ওষ্ঠাগত
সিঁদ কাটে ঘরের ভিতরে॥
হাড় নাই সে মানুষের দেহে
দাঁড়ায় যখন আহ্লাদেতে
চক্ষু নাই সে পায় দেখিতে
নাসিকা নাই ফোঁটা ঝরে॥
দাস রাধাশ্যাম ভনে
একথা ভাগবতে মানে
আমি ভাবি গো তাই মনে মনে
গুরুচাঁদের চরণ ধরে॥

কথা: রাধাশ্যাম গোঁসাই
সূচী

বাউল (দেহতত্ব)-২১০: ও তার বাইরে আলো ভিতরে

ও তার বাইরে আলো ভিতরে আঁধার
মানব দেহ কলিকাতা অতি চমৎকার॥
চৌষট্টি গলির মাঝে ষোলোজন প্রহরী আছে রে
তিনশত ষাইট নম্বরে হয় রাস্তা বাহাত্তর হাজার॥
মেজাজ খারাপ মির্জাপুরে লালবাজারে নিশান উড়ে রে
বৌবাজারে গেলে পড়ে প্রাণে বাঁচা বিষম ভার॥
চিড়িয়াখানা যাদুঘর মণি মঠ মহলের ঘর রে
বেলুড় মঠে কালীঘাটে আছেন তিনজন অবতার।
চিন্তাগারদ আলিপুরে হাটখোলা হুগলীর ধারে রে
খিদিরপুরে থরে থরে ঘাটে বাঁধা ইস্টিমার॥
ললাটে হয় লাটের বাড়ি জিহ্বাতে হয় জজ্ কাছারী রে
কপালগঞ্জ দুনিয়াধারী কয় জালালে সারাৎসার॥

সূচী

বাউল (দেহতত্ত্ব)-২১১: কাল চলে না অকালে

কাল চলে না অকালে
কর্মক্ষেত্রে জন্ম জীবের সুকর্মের ফলে
গর্ভে মরণ পাপের কারণ
মহাজনে তাই বলে॥
পিতৃবিন্দু মাতৃশোণিতে
সর্বজীবের সৃষ্টি হয় এই মতে
নানা বর্ণে গঠিত হয়
সপ্তধাতু মিলিলে॥
রবি গুরু শনি মঙ্গল বার
অষ্টাদশ কি বারো দিনে করিলে বিহার
অবশ্য পুত্র তাহার
সমান অংশ থাকিলে॥
মাতৃকার হয় সোম শুক্র বুধ
সহবাসে কন্যা জন্মে কে করিবে রোধ
অবশ্য হয় কন্যা তাহার
সমান অংশ থাকিলে॥
শরৎ বলে যমজ সন্তান হয়

দুই কুটাতে সমান ভাগে বিন্দু যদি রয়
এ সব কথার দিলাম প্রবোধ
রতিশাস্ত্রে যা বলে॥

সূচী

বাউল-২১২: তুমি এ জগতের গুরু

তুমি এ জগতের গুরু
তোমার গুরু কে দয়াল গুরুজী॥
ও গুরুজী
মাসে মাসে জোয়ার আসে
তিনটি নদীর ধারা
ভাটা লাগে কোন দিবসে
বুঝাও আমারে দয়াল গুরুজী॥
ও গুরুজী
যখন আমি জন্ম নিলাম
জন্ম দিলো পরে
মার বিয়ার দিন পিতার জন্ম
হইলো কেমনে দয়াল গুরুজী॥
ও গুরুজী
নদীর পারে বটবৃক্ষ
তাহার নীচে চিতা
মাএ পুত্রে দ্বারে আছে
সামনে আছে পিতা দয়াল গুরুজী॥

সূচী

বাউল-২১৩: শোলা ডোবে পাথর ভাসে

শোলা ডোবে পাথর ভাসে
হরি নামের নিশানা
নাগের সঙ্গে নেউলের পিরিত
সুহৃৎ হলে যায় জানা॥
অষ্টমীতে একাদশী

বিধবারা রইলো বসি
পূর্ণ শশী উদয় আসি
নিত্য করে ছলনা ॥
খাইলে পরে গর্ভ হয়
না খাইলে হয় পাপের উদয়
কৃপা করে হে দয়াময়
তাই আমারে বলো না ॥
সতীর পতি রয় বিদেশে
নিত্য রমণ করে এসে
পুত্র প্রসব করে শেষে
নিজ পতির ঘোষণা ॥

সূচী

বাউল-২১৪: এসে গৌর লীলার বাজারে

এসে গৌর লীলার বাজারে
অবাক যাই হেরে
একটা সুঁচের ছিদ্র মজার কথা ভাই
পার করে গজবরে ॥
একটা সোনার গাছেতে
ও জোড়া আম ধরে তাতে
আমের ভিতর জামের গাছ ভাই
জাম ধরে তাতে
আছে তার তলে এক বাঁকা নদী
হেম নামেতে প্রেম ঝরে ॥
একটা সর্পের মাথাতে
হংসডিম্ব দিয়েছে
তার ভিতরে চৌদ্দভুবন
বাজার বসেছে
আবার সেই বাজারের বেচাকেনা
হচ্ছে কেবল এক দরে ॥
গোঁসাই হরি পোদয় বলে
শোন রে মন কানা

তোর হাতে তুলে দিলাম রতন
যতন করলি না
সে ধন অযতনে হারায়ে
            পড়েছে কর্মফেরে॥

অন্য রূপ

এই গৌর লীলার বাজারে
অবাক যাই হেরে।
একটা সূচের ছিদ্র মজার কথা
পার করে গজবরে।
একটা সোনা গাছেতে
জোড়া আম ধরে তাতে
আমের ভিতর জামের গাছ ভাই
জাম ধরে তাতে।
আছে তার তলে এক বাঁকা নদী—
হেম নামেতে প্রেম ঝরে।
একটা সাপে নেউলে
আর একটা ইঁদুর বেড়ালে
এক যোগে বাস করে এরা
থাকে নির্মলে।
তাই দেখে এক মড়ায় হেসে
নিত্য গৌর রব করে।
একটা সর্পের মাথাতে
হংস ডিম্ব দিয়েছে
তার ভিতর চোদ্দ ভুবন
বাজার বসেছে।
সেই বাজারে বেচাকেনা
হচ্ছে কেবল একদরে।
এক যোগে বাস করে এরা
থাকে নির্মলে।
তাই দেখে এক মড়ায় হেসে
নিত্য গৌর রব করে।
একটা সর্পের মাথাতে
হংস ডিম্ব দিয়েছে

তার ভিতর চোদ্দ ভুবন

বাজার বসেছে।

সেই বাজারে বেচাকেনা

হচ্ছে কেবল একদরে।

গোঁসাই হরি পোদায় বলে

শোন রে মন কানা

তোর হাতে তুলে দিলাম রতন

যতন করলি না।

সে ধন অযতনে হারায়

জগৎ পড়েছে কর্ম ফেরে।

কথা:পদ্মলোচন
সূচী

বাউল (কর্তাভজা)-২১৫: আমার কাদা মাখা সার হলো

আমার কাদা মাখা সার হলো

ধর্মমাছ ধরবো বলে নামলাম জলে

ভক্তি জালটি ছিঁড়ে গেলো॥

কুসঙ্গের সঙ্গ নিলাম

কুক্ষণে বিল গাবালাম

ক্ষমা খালুই হারালাম

উপায় কি করি বলো

আমি বিল গেবে পাই চাঁদা পুঁটি

লোভ চিলে তা লয়ে গেলো॥

সত্য সেই ধর্ম বিলে

সুরসিক বাগ্‌দী দুলে

ছিটকী জাল ঠেলে ঠুলে

তারাই মাছ ধরলো ভালো

আমি হিংসা নিন্দা গুগ্‌লি ঝিনুক

তাও পেয়েছি কতকগুলো॥

মাছ ধরা পেচ্ পড়েছে

পাঁচটি ভুতে পাছ লেগেছে

ভয়ে প্রাণ চমকে গেছে

আরো বাদী জনা ষোলো
যাদুবিন্দু বলে চরণ ভুলে
হয়েছি এলোমেলো॥

সূচী

বাউল (কর্তাভজা)-২১৬: ভগ্ন ঘরে মগ্ন কেন রইলি

ভগ্ন ঘরে মগ্ন কেন রইলি মন
তাহে কুসঙ্গী হয় অনেক জন॥
ঘরের খুঁটিখাটি রসি রসা
জীর্ণ হয়েছে
ন-দরজা ভেঙে চালার
খড় উড়ে গেছে
গোঁজাগুঁজি দিয়ে তোমার
চলবে বল কতক্ষণ॥
ঘরের জোড়াতে সব গেরো ছিলো
আলগা হয়েছে
ইঁদুর কুড়েছে মাটি ঘরটি
হেলে পড়েছে
একটি বাতাস আইসলে জোরে
নিমেষে হবে পতন॥

সূচী

বাউল (কর্তাভজা)-২১৭: ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ সাগরে

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ সাগরে
আমার মন
তলাতল পাতাল খুঁজলে
পাবি রে প্রেম রত্নধন॥
ডুব্ ডুব্ ডুবলে পাবি
হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি
জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ॥

ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙায় ডিঙে
চালায় আবার সে কোনজন
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্
ভাবো গুরুর শ্রীচরণ॥

অন্যরূপ

ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন
তলাতল পাতাল খুঁজে পাবি না কো রত্নধন।
চুপ চুপ চুপ চুপে চাপে হয়ে থাকো সচেতন
আবার দুপ দুপ দুপ জ্ঞানের বাতি হৃদয়ে জ্বলবে সর্বক্ষণ।
খোঁজ খোঁজ খোঁজ হৃদয় মাঝে দেখতে পাবি বৃন্দাবন
আবার বোঝ বোঝ বোঝ বুঝলে হবে সহজ মানুষের করণ।
ডেঙ ডেঙ ডেঙায় ডিঙে চালায় আবার সে কোন জন
শোন মন মন মন এক মনেতে ধর গুরুর শ্রীচরণ।

কথা: কুবির গোঁসাই
সূচী

বাউল (গুরুবাদী)-২১৮: দয়াল গুরু গো ভবে আর

দয়াল গুরু গো ভবে আর আমার
নালিশের জায়গা নাই
আমি কোথায় থাকি কারে ডাকি
শূন্যে হেরি যেদিকে চাই॥
আমার নাইগো পিতা নাইগো মাতা
নাইগো জোড়ের ভাই
আমার মুখ দেখে দুখ বুঝে নেবে
এমন বান্ধব কোথায় পাই॥
আমি পথিক হয়ে পথে পথে
ঘুরিয়া বেড়াই
আমায় বোকা পেয়ে নাকে মুখে
ঘষে দিলো কলঙ্কের ছাই॥

সূচী

বাউল-২১৯: গুরু জাত উদ্ধারো

গুরু জাত উদ্ধারো
গুরু কাঙাল জানিয়া পার করো॥
আকাশেতে থাকো গুরু পাতালেতে খেলো
বুঝিতে পারি না গুরু তোমার মহিমা অপার॥
সর্প হইয়া দংশ গুরু ওঝা হইয়া ঝারো
পুরুষ হইয়া গো তুমি রমণীর মন হরো॥
ভাইবে রাধারমণ বলে অসার সংসার
সকলে তরাইলায় গুরু আমায় কেন ছাড়ো॥

সূচী

বাউল-২২০: ভবে এসেছো বসেছো মন তাস

ভবে এসেছো বসেছো মন তাস খেলিতে
একই ব্রহ্ম টেক্কার মর্ম জেনে নাও মন আগেতে॥
দুই রিপুতে হচ্ছে লীলা জেনে নাও দুরির খেলা
ত্রিগুণে হয় তিরির খেলা চৌকা চার ধামেতে॥
পঞ্চভূতে পাঞ্জাখানা ছয় রিপুতে ছক্কা খানা
সাত সমুদ্দুর সাত্তা খানা খুঁজলে পাবি দেহেতে॥
আট কুঠুরী চিন্‌বি যখন আট্টার মর্ম বুঝবি তখন
নবদ্বারের নওলাখানা চৌদ্দ হয় রঙেতে॥
দশ ইন্দ্রিয় দশ্‌শা খানা কাম গোলামে দিচ্ছে হানা
বিবেক বিবি মারো তাতে সাধ্য আছে কার্ পিঠ্ লইতে॥
রঙের গোলাম বিবির সাথে জ্ঞান সাহেবকে পেলে হাতে
ইস্তক বিন্থি হবে তাতে ভুলো না কাবার করিতে॥
জ্ঞানানন্দ কি করিলি খেলতে বসে হেরে গেলি
চিরকালই বান্ধা রইলি ঐ পাঞ্জা আর ছক্কাতে॥

সূচী

বাউল-২২১: কার লাইগ্যা বান্ধো

কার লাইগ্যা বান্ধো
এ ঘর বাড়ি রে মনুয়া
কার লাইগ্যা বান্ধো

এ ঘর বাড়ি॥

মনুয়ারে—
হাড়ের ঘরখানি চামাড়ার ছাউনী
বন্ধে বন্ধে জোড়া
তাহার মাঝে ময়ূর ময়ূরী
করেছে কতই খেলারে॥

মনুয়ারে—
শিশুকাল গেলো হাসিতে খেলিতে
যৈবন কাল গেলো তোর রসে
বিষয় মাঝে ভুইল্যা রইলি মন
গুরু ভজিবি তুই কবে রে॥

মনুয়ারে—
চুল তো পাকিলো দন্ত যে নড়িলো
যৈবন পড়লো তোর ভাটি
ধীরে ধীরে খসিয়া পড়িবে
রঙ্গিলা দালানের মাটি রে॥

মনুয়ারে—
দেহের মাঝে ফুলের বাগিচা
সৌরভে ফুল ফুটে
সুজন দেখিয়া করিও পিরীতি
মরলে যে বাঁচাইতে পারে রে।

সূচী

বাউল-২২২: বসায়ে শখের মেলা রসের

বসায়ে শখের মেলা   রসের খেলা
দিন দুই চার খেললো   ভালো॥
মেলা তো দেখে চোখে   মলো লোকে
কে বা কি উপদেশ পেলো
বাজিলো শেষের ঘড়ি   তাড়াতাড়ি
যে যার বাড়ি সেই চলিলো।
যদি ভাই বুঝে থাকো   ভেবে দেখো
ভব মেলার বেলা ডুবলো

এ সংসার রসের খেলা   রেখে পাগলা
ভবের বেলা বুঝিয়ে চলো॥
কাঙাল ফিকির চাঁদ পদে পদে
বলে ভাই হরি বলো
ঐ দেখো ডুবলো বেলা   ভাঙলো খেলা
দেখে মেলা বাড়ি চলো॥

অন্যরূপ

বসায়ে শখের মেলা, রসের খেলা, দিন দুই চার খেল্লে ভাল॥
মেলাতো দেখল চোখে, মেলা লোকে, কেবা কি উপদেশ পেল
বাজিল শেষের ঘড়ি, তাড়াতাড়ি, যাব বাড়ি, সেই চলিল॥
(সখের মেলা ভেঙ্গে গেল)
যদি ভাই বুঝে থাক, ভেবে দেখ, ভব মেলার বেলা ডুবল
সংসারে রসের খেলা, রেখে পাগলা, ভবের ভেলা খুঁজেতে চল॥
(পারে সব যাবেরে সেই)
এই কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদে জীবের পদে ধরে বলে, বলে ভাই হরি বল
ঐ দেখ ডুবল বেলা, ভাঙ্গল খেলা, এবার খেলা রেখে বাড়ি চল॥

কথা: ফিকিরচাঁদ
সূচী

বাউল-২২৩: মন পাখী বিবাগী হয়ে

মন পাখী বিবাগী হয়ে
ঘুরে মরো না
ভবে আসা যাওয়া কি যন্ত্রণা
তা কি জানো না॥
আছে দশ ইন্দ্রিয় রিপু ছয়জনা
হুঁশিয়ারে থেকো তাদের কথায় ভুলো না
তারা কুহক দিয়ে হৃদয়ে বসে
লুটিবে ষোলো আনা॥
আমার সুখের পাখী
সুখের ঘর করো না
নূতন ঘর বান্ধিয়া তাতে
বসত করলে না
ভবে আত্মতত্ত্ব পরমতত্ত্ব
সার করো উপাসনা॥

সূচী

বাউল-২২৪: হল্-করা বিলাতী তাস আর

হল্-করা বিলাতী তাস আর
খেলো না রে মন আমার
খেলো না রে মন॥
টেক্কা দিয়ে শিক্ষা করো
ইস্তক বিন্থি কাবার করো
সে যে তিরিতে ত্রিগুণ ধরে
        চৌকাতে হয় দিক সাধন॥
পঞ্চ তত্ত্বা পাঞ্জা মেরে
পাঁচ-পাঁচা পঁচিশের ঘরে
সে তাস খেল্‌লে পরে পড়বি ফেরে
        হারাইবি রত্নধন॥
সাহেব কহে নিত্যানন্দ
ম্যাম্ হবে গদাধর
ও তোর দীক্ষা গুরুর শিক্ষা হলে
        ললাটে হবে লিখন॥

সূচী

বাউল-২২৫: পিরিতের ভাব না জেনে

পিরিতের ভাব না জেনে
পিরিত কইরো না।
ও সে সুধা ছেড়ে গরল হবে গো
        তখন মরলে জ্বালা যাবে না॥
সুহৃত পিরিত করে তিনজনা
পিরিত করে সবাই
        ও পিরিত বোঝো কয় জনা
পিরিত করা নয় তো সোজা গো
        রসিকের সঙ্গ বিনা হবে না॥
এক পিরিতে নিমাই সন্ন্যাসী

আর পিরিতে রত্নাকর
হলো বাল্মিকী ঋষি
আবার এক পিরিতে মীরা দাসী গো
ও তার, সংসারে মন মজলো না॥

সূচী

বাউল-২২৬: এমন দিন কবে হবে পাব

এমন দিন কবে হবে পাব মনেরই মানুষ-রতন
আকারে নয়তো মানুষ প্রেম ধরম তাহার লক্ষণ।
প্রেম-রসের মানুষ যারা জীয়ন্তে মরেছে তারা
রিপুচয় তাদের সারা বয়েছে জীবন।
প্রাণ কাঁদে যার মানুষ তরে মানুষ এসে দয়া করে
সেই মানুষ বিরাজ করে দেখ এই চৌদ্দ ভুবন।
মানুষ ভেবে মানুষ হবে যেন সাপের খোলস ছেড়ে যাবে
ভাবময় দেহ পাবে হবে সেই দেহে প্রেমের সাধন।
শ্রীচৈতন্য মানুষের নাম গোলক বৃন্দাবন যাহার ধাম
কেউ বলে তারে নবঘনশ্যাম কেউ বলে গৌরবরণ।
এক মানুষ জগতের নাথ গৌর-নিত্যানন্দ-সীতানাথ
শ্রীবাস গদাধরের নাথ আছে সর্বতন্ত্রে নিরূপণ।
মহামায়া দিন কানা আমি দেখি মানুষ নানা
এখনো ভ্রম গেল না পাজি কে আছে আমার মতন।
গোঁসাই প্রসন্নেরই দাস অধম আমার এই অভিলাষ—
রাখ গুরু চরণের পাশ দয়ায় করাও মানুষ-দরশন।

কথা: প্রসন্নদাস গোঁসাই
সূচী

বাউল(ফকিরি)-২২৭: ও তুই মন্দিরেতে করিস পূজা

ও তুই মন্দিরেতে করিস পূজা
মসজিদেতে দিস আজান—
সত্যি করে বল দেখি ভাই
কোথায় আল্লা ভগবান।

যত শাস্ত্রজ্ঞানী মোল্লা পুরুত
কে দেখেছে তার সেই রূপ
যার রূপের ছটায় জগৎ ভাসে
তারে কি জানাবে বেদ কোরান।
নাগা কয় ঐ শাস্ত্র যত
শুধু বর্ণ পরিচয়ের মতো
ও তুই হৃদয় মাঝে ডুব দিয়ে দ্যাখ
তোরই মাঝে সে বিদ্যমান।

কথা: নাগাবাবা
সূচী

বাউল(ফকিরি)-২২৮: শুধু রে ভাই জাতাজাতির দোষে

শুধু রে ভাই জাতাজাতির দোষে
ফিরিঙ্গিরা রাজা হল এ দেশেতে এসে।
হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান
পরস্পরে হিংসায় দিল প্রাণ
তাই তো পাদ্রি খ্রিস্টান
যিশুখ্রিস্টের দীন প্রকাশে।
কোটি কোটি ভারতবাসী
এক হয়ে রইল না মিশি
কয়জন ফিরিঙ্গি আসি
এদেশ জুড়ে বসে।
হায় রে ধর্ম মানুষ জাতি
এই কি রে তোর রীতি নীতি
লালন সাঁই কয় দুদ্দুর প্রতি
ত্যাজ জাত জাতনেশে।

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল(ফকিরি)-২২৯: জাতাজাতির সৃষ্টি করে ভারতকে শ্মশানে

জাতাজাতির সৃষ্টি করে ভারতকে শ্মশানে দিলে
যতসব কায়েত বামুন অবশেষে এই বুঝিলে।
শূদ্র বৌদ্ধ ইতর মুসলমান
সবই তো এক মায়ের সন্তান
ভারতের মাটিতে সবারই প্রাণ
কেউ না দেখিলে।
রচিয়া জাতির বেড়া
দেবতায় করলে দেশ ছাড়া
মানুষ ছাড়িয়া নোড়া
সবাই পূজিলে।
এ দুঃখে মোর প্রাণ বিদরে
দুদ্দু কয় তাই বিনয় করে
দরবেশ লালন সাঁই যা বলে।

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল(ফকিরি)-২৩০: আগে মানুষ পরে ধর্ম জাতির

আগে মানুষ পরে ধর্ম জাতির নির্ণয়
ধর্ম জাতি আগে হলে শিশু বালক
কে না জানতে পায়।
দর্শন শ্রবণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুণে
দেখে শিশু হিন্দু যবন আর খ্রিস্টানে
বিচার আচার হিংসা ঘৃণা উদয় হয় মনে
এ সব জন্মগত নয়।
শিশু ছেলে জানে না কিছুই
ছুৎ অছুৎ ন্যায় অন্যায় হাচা মিছুই
যে শেখায় সে তাই শেখে ভাই
বয়সের হইলে উদয়।
মানুষে জাত ধর্ম সৃজন
ঈশ্বর কিংবা প্রকৃতি নয় কখন
দীন দুদ্দু বলে রে মিলন
কবে যে হয়।

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল-২৩১: গুরু কি উপায় বল না

গুরু কি উপায় বল না
তুমি সব খোল মন খোলো না॥
ভেবেছিলাম সঙ্গে যাব
সঙ্গে নেবে সঙ্গ পাব
সঙ সেজে কাটল বেলা
সঙ্গত আর হল না॥
গুরু কি উপায় বল না॥
চাঁদের গায়ে চাঁদ লাগল
হাজার চাঁদে দেখতে পেল
আরো হাজার চাঁদ জন্ম নিল
কলঙ্ক তো গেল না॥
গুরু কি উপায় বল না॥
হাজার বনে গাঁজার গাছে
গান ধরেছে পাঁকাল মাছে
গুরু কাদায় পড়ে কাঁদছে সে মাছ
সে মাছ কেউ ধরে না॥
তুমি দরজা খোলো জানলা খোলো
ছয় দারগা তাও ঘুমল
শরীর জুড়ে বইল নদী
নৌকা বাওয়া হল না
গুরু কি উপায় বল না॥

সূচী

বাউল (কর্তাভজা)-২৩২: দশটা ইঁদুর ছটা ছুঁছো ভাই

দশটা ইঁদুর ছটা ছুঁছো ভাই
করে এক ঘরে বাস সর্বদাই
ভারী নট্‌খটি বাঁধালে এরা

আমি কেমন করে প্রাণ বাঁচাই॥
নেংটে ইঁদুর নষ্ট বিলক্ষণ
করে দিবানিশি খটুস খাটুস কল্লে জ্বালাতন
আবার উপর কপাট কেটে এবার
ঘটালো বিষম বালাই॥
উড়ন পেকে ছুঁচো যে কয়জন
মনের আনন্দেতে ঘরে জুড়েছে কীর্তন
তারা কারো কথা কেউ শোনে না
আমি দেখে শুনে ভাবছি তাই॥
ঘরের মালিক ঘরে থাকে না
ছুঁচো ইঁদুর লাফালাফি দেখেও দেখে না
এবার কাঙাল যাদু বিন্দু বলে
আমি ছুঁচোর জ্বালায় কোথায় যাই॥

সূচী

বাউল-২৩৩: মুখের কথায় ধরা যায় না

মুখের কথায় ধরা যায় না তারে
মনের মানুষ চিন্তামণি
থাকতে চোখ দেখি না তারে
চিনবি কেমন করে॥
আকাশাদি পঞ্চভূতে ছয় ঋতুর মিলনে
ও তার হৃদমাঝারে বসে সেই মানুষ
ব্রহ্মাণ্ড চালনা করে
চিনবি কেমন করে॥
ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোমে প্রকৃতি সম্ভবে
ও যে ত্রিগুণে হয় তিনটি মানুষ
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ধরে
চিনবি কেমন করে॥
অসাধ্যেরি সাধ্য বিধান দিতেছে পথ ঘাটে
বাউল ফকীর কয় তার উপাসনা
কর দেখি মন দোষ কি তাতে
চিনবি কেমন করে॥

সূচী

বাউল-২৩৪: দোকানী ভাই দোকান সারো না

দোকানী ভাই দোকান সারো না
আর কত করবি বেচা কেনা॥
লাভের আশায় দিন কেটে গেলো
দোকানের সব মাল মসল্লা চোর ছয়জনে নিলো
ও তোর ঘরের মাঝে সিঁদ কেটেছে
তাও কি একবার দেখো না॥
পরেরে ঠকাতে গে নিজে ঠকিলি
যা ছিলো তোর আসল টাকা সকল খোয়ালি
ও সেই মহাজনের কি করিবি
তাগাদার দিন বলো না॥
ফিকিরচাঁদ কয় ফিকিরের কথা
এখন মহাজনের শরণ নিয়ে জানাও গে ব্যথা
তিনি বড় দয়াল শুনলে আওয়াল
তোরে নিদয় হবেন না॥

সূচী

বাউল-২৩৫: গুরু না জানালে কোনো কালে

গুরু না জানালে কোনো কালে হয় না শোনার কান
মধুর কৃষ্ণকথা জানবি যদি জানরে গুরু জান॥
আগে কর সরল চিত্ত
গুরু পদে হওরে মত্ত
গুরু দেবেন গূঢ় তত্ত্ব
কৃষ্ণের নাম শোনারই সন্ধান॥
কতবার নাম শুনলে কানে
তবু নামে রুচি হয় না কেনে
বল তার সনে সম্বন্ধ দিলে
হয় না প্রেমের টান॥
আমার গোঁসাই রাধারমণ বলে

ওরে কুমুদ তুই রইলি ভুলে
গুরু সার অন্ত না কইলে
তুই কারে করিস ধ্যান॥
গুরু না জানালে কোনো কালে হয় না শোনার কান
গুরুর অতীত ঠিক হইলে দেখবি বর্তমান॥

সূচী

বাউল-২৩৬: পাগল পাগল সবাই পাগল তবে

পাগল পাগল সবাই পাগল তবে কেন পাগল খুটা
দিল দরিয়ায় ডুব দিয়ে দেখ পাগল বিনে ভাল কেডা॥
কেউ বা রূপে কেউ বা রসে কেউ বা পাগল ভালবেসে
কেউ বা পাগল কেঁদেহেঁসে ভেবে মনে এইডা ঐডা॥
কেহ ধনে কেহ ও মনে কেউ পাগল অভাবের টানে
তারা তন্ত্র-মন্ত্র নাহি মানে লাগায় শুধু প্রেমের ল্যাঠা॥
মনমোহন কয় পাগল পাগল পাগলামি কি গাছের ফল
তুচ্ছ করি আসল নকল সমান সকল তিতা মিঠা॥

কথা: মনমোহন দত্ত, কুমিল্লা
সূচী

বাউল-২৩৭: দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ

দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ
কাঁচা সোনা
তারে ধরি ধরি মনে করি
ধরতে গেলে ধরা দেয় না॥
সে মানুষ চেয়ে চেয়ে
ঘুরতেছি পাগল হয়ে
মরমে জ্বলছে আগুন আর নিভে না
আমায় বলে বলুক লোকে মন্দ
বিরহে তার প্রাণ বাঁচে না॥
বহুদিন ভাব তরঙ্গে
ভেসেছি কতই রঙ্গে

সুজনের সঙ্গে হবে দেখাশুনা
তারে আমার আমার মনে করি
        সে যে আমার হয়ে আর হোলো না॥
পথিক আর ভেবো না রে
ডুবে যাও রূপ সাগরে
বিরলে বসে করো যোগ সাধনা
একবার ধরতে পেলে মনের মানুষ
        তারে চলে যেতে আর দিও না॥

সূচী

বাউল-২৩৮: মন তুমি পণ্ডিত না খণ্ডিত

মন তুমি পণ্ডিত না খণ্ডিত
ধাতু প্রত্যয় করে করে হয়ে গেলে খণ্ডতঃ॥
বেদ বেদান্ত পুরানশাস্ত্রে নানান শাস্ত্র পড়লে তো
ঘুচল কি তায় ত্রিতাপ জ্বালা
একবার মন ভেবে দেখ তো॥
কে আমীর নাই ঠিক ঠিকানা
গ্রন্থ পাঠে লোক রঞ্জিত
বল দেখি ভাই কি লাভ হল
গ্রন্থি ভেদ হল না তো॥
ঘট্ত পট্ত কেন ছাড় অভিমানতঃ
ভক্তি পথের কন্টক তোমার
জাতি বিদ্যা মহত্ব
দিন গেল দিনের কাজে
পাগলেরে ভজলি না তো॥

সূচী

বাউল-২৩৯: সহজ মানুষের দেশে

সহজ মানুষের দেশে, দেশে থাকিতে
(ওরে ক্ষেপা) যেতে পারবি না॥
থাকতে হিংসা কৈতবাদি

জাত কুল মান লজ্জা ঘৃণা
যেতে পারবি না॥
সুষুম্নার ঐ সরলপথে
হুঁসিয়ারে হবে যেতে
তোর দৈব রয়েছে সেই পথে
পড়লে নজর নিমিষেতে
হারিয়ে যাবে ষোল আনা॥
মানুষ ধরা নয় সামান্য
পারে না সমর্থ ভিন্ন
বড় সুখি আপ্ত শুন্য
অধর মানুষ ধরতে পারবি না॥
ভাব লয়ে যে জন ভজে
অধর মানুষ পায় সে ব্রজে
ভাবযোগ্য দেহ পায়
গুরু গোঁসাই কয় আপন গরজে।
সে পথ রাধেশ্যামে খুঁজে পায় না,
যেতে পারবি না॥

কথা: রাধেশ্যাম
সূচী

বাউল-২৪০: গুরু আমায় নিয়ে চল

গুরু আমায় নিয়ে চল
তোমার সেই দেশে॥
সেই দেশে গাছে নাই পাতা
ফুল ফোটে ফল ধইরাছে (দেখ)
ফলে হয় কথা
এবার ফলের মধ্যে কোন দেবতা
মড়ার মাংস ভালবাসে॥
সে দেশে কলমীর নাইকো তল
কোন সন্ধানে ভরে আনব উর্দ্ধ নদীর জল
এবার বোঁটা ছাড়া কমল ভাসে
(সেথা) মধুর লোভে ভ্রমর আসে॥

সেই দেশের আশ্চর্য্য লীলা
একটি হংস ডিম্বরূপে
খেলছে দুই বেলা
এবার নিত্য দেশের নিত্য লীলা
শরৎ পাইল না দিশে॥
সে দেশে নাই নিত্য মরণ
গুরু আমায় নিয়ে চল
তোমার সেই দেশে।

কথা: শরৎ বাউল
সূচী

বাউল-২৪১: বলি আর যেওনা ভাই বৃন্দাবন

(বলি) আর যেওনা (ভাই) বৃন্দাবন
নদে গিয়ে কর দরশন॥
আবার বৃন্দাবনে প্রবেশিলে
অমনি ধরে অমনি গিলে
(সেই) বৃন্দাবনে আছে বাঘিনী ছয়জন
(তারা) লম্ফ দিয়ে ঘাড়ে বসে
বধিবে জীবন॥
(সেথা) ঝাউবনে হাউ বসে আছে
(আর আছে) বাঘিনী ছয়জন॥
(তাই) আর যেওনা বৃন্দাবন
নদে গিয়ে কর দরশন॥

সূচী

বাউল(ফকিরি)-২৪২: বাওহারে এক জুতের ঘর

বাওহারে এক জুতের ঘর
মালটি সুন্দর, দুটি কাঠে বেঁধে ঘর কামিল কর॥
এক ঘরেতে গোলমাল, বসত করে ষোল জনে
একি চমৎকার
ঘরের মালেক একা বেটা, সে বসে আছে মটকার পর॥

উই, ইন্দুর, ছারপোকা, ছুঁচো, মশা, সর্প-বাঁকা,
ছয়জনা জঞ্জাল
দশ দ্বারে দশ চোরের আড়ি, বসত করা হল ভার॥
ঘরের মধ্যে মালের কুঠি, বার করে ইঁদুর কাটি,
এসব দুষ্টেরই কারবার
কামদেবতা চোর চালাচ্ছে, খিড়কী দ্বারে বারাম তার॥
মনরায় চোরের রাজা, দুষ্ট যত তারই প্রজা,
ভাঙ্গল সাধের ঘর
পাঞ্জু বলে স্বামীর সঙ্গে, ঘরে শয়ন করবো কবে আর॥

কথা: পাঞ্জু সাহ
সূচী

বাউল (ফকিরি)-২৪৩: পরকীয়া স্বকীয়া দুই

পরকীয়া স্বকীয়া দুই
শাস্ত্রে শোনা যায়
কোন্ গুণের তারতম্য হলে
কি রস কোথায় উপচায়॥
একই দেহে রক্ত মাংস সৃজন
একই বস্তু উভয়েই ধারণ
একভাবে উদয় নিরূপণ
তবে স্বকীয়ার কি দোষ হয়॥
পরকীয়ায় অধিক উল্লাস
কোন রসের হলে প্রকাশ
যার সঙ্গে রসিক নির্যাস
পরকীয়ার গুণ গায়॥
কি বস্তু কি কারণ ভেদে
স্বকীয়া পরকীয়া চাঁদে
দুদ্দু কয় তোমার ফাঁদে
মানুষ চাঁদ উদয় হয়॥

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল (ফকিরি)-২৪৪: পাত্র গুণে রস উপচায়

পাত্র গুণে রস উপচায়
পাত্রের প্রকার ভেদে
স্বকীয়া পরকীয়া হয়॥
হলে নারী ব্যভিচারী
বস্তু তবু নির্বিকারী
বস্তুর দোষ নয় তাহারই
এমত পাত্রের দোষ নয়॥
স্বভাব আর ভাব প্রকৃতি
সাধনের দায়ে করে স্থিতি
ভাব প্রকৃতির রীতি
মহাপ্রভু সেধে লয়॥
বিষ্ণুপ্রিয়ার শরীর দেহে
একই বস্তু আছে দোঁহে
দুদ্দু কয় কার মোহে
পড়ে আছি ঘোর ঘোলায়॥

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল (ফকিরি)-২৪৫: জীবন থাকতে মরতে হয়

জীবন থাকতে মরতে হয়
আমি না জানি সে কেমন মরা
শুনতে মনে ইচ্ছা হয়॥
জীবন থাকিতে মরণ
গোস্বামীর কলম নিরূপণ
মড়ায় মড়ায় করে সাধন
সে মরা কারে বলা যায়॥
করিলে অটল ভজন
সেথা আত্মসুখের কারণ
যেমন লোহায় লোহায় করে ঘর্ষণ
জীনন মরণ কৈ সে হয়॥
বাণে বাণে রণ করা
পূর্ব স্বভাব তাতে বয়

মাসি পিসি জ্ঞান নাহি রয়
পশু স্বভাব তারে কয়॥
রসিক রসিক বলে ঘোষণা
কোটির মধ্যে দু-এক জনা
অধীন দুদ্দু মরার ভাব জানে না
শুধু চটকে মাতায়॥

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল (ফকরিী)-২৪৬: পাপের কারখানা

পাপের কারখানা
গুরু বাক্য কেটে সাধু হবা
মনে ভেবো না॥
গুরু সুখে সুখি হবা
অন্তিম শ্রীচরণ পাবা
তাই বলে কুল নাশ করিলে
মদন জ্বালা গেল না॥
রস না জেনে রসিক হলে
গুরু নিষ্ঠা না করিলে
মদ খাওয়া মাতালের মত
মাত্‌লে চরণ পাবা না॥
বাঞ্ছা ছিল ভজন করে
ভবসিন্ধু যাব তরে
পাঞ্জু ফকির রিপুর দোষে
হয়ে গেল দিনকানা॥

কথা: পাঞ্জু শাহ
সূচী

বাউল (ফকিরি)-২৪৭: আমার সোনার নৌকায় লেগে নোনায়

আমার সোনার নৌকায় লেগে নোনায়
তরী হয়েছে বাম কানা॥
আমি কেমনে যাব ভবপারে
পাড়ি বুঝি আর জমে না॥
শুনতে পেলাম উজান বাঁকে
কত জাহাজ যাচ্ছে মারা সাঁঝের আঁধারে
আমি ভয়েতে যাই না নদীর কূলে
আমার তুফান দেখে প্রান বাঁচে না॥
এই যে নদীর নোনা পানি
আর তিনটে ধারা প্রবল শুনি
পাড়-ই তার ধার চিনে
দুধারেতে পড়ে নৌকা
কুম্ভ পাকে যেন ঘোরে না॥
আমি ভাবছি বসে নদীর কূলে
হয় কি না হয় এই কপাল পাড়ে যন্ত্রনা
লালন ফকির বলে ওরে গোপাল
গুরুর চরণ ছেড়ো না॥

কথা: গোপাল শাহ
সূচী

বাউল (ফকিরি)-২৪৮: দেহ-মেদ যজ্ঞ যে জন করে

দেহ-মেদ যজ্ঞ যে জন করে
যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ সেই যজ্ঞ
দেহবতি জারণ করে॥
বসুতে গ্রহতে মিলন
জানে সে রতি বিশ্লেষণ
জীবাত্মা অনিত্য দাহন
রতি গাঢ় হয় ভিয়ান-দ্বারে॥
অনলে ঘৃত আহুতি
খোলে তাতে পদ্ম জ্যোতি
আত্মস্মৃতি হয় বিস্মৃতি
পুরুষ প্রকৃতি জ্ঞান হরে॥

জীবন মরণ পারা
সহজ অধর ধরা
প্রেম-উল্লাসে মাতোয়ারা
অষ্ট সাত্ত্বিক হয় শরীরে॥
লালন শাহ কয় গোপী ভবন
দেহযজ্ঞ হয় নিরুপণ
রসিকের তাই হয় উদ্দীপন
দুদ্দু ভূতের যজ্ঞ করে ফেরে॥

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল-২৪৯: আছে মানুষ মানুষেতে

আছে মানুষ মানুষেতে
যে পারে দেখিতে চিনিতে॥
মান-হুঁশ হয়ে মানুষ লয়ে
ফিরছেন সদাই তিনি হুঁশেতে॥
মানুষই চোর মানুষেতে মানুষ মিলে —
মানুষেতে কই তা বলে!
মানুষেতেই মানুষ খেলে
মানুষকে ছলিতে॥
মানুষেতে মানুষ আছে
মানুষ নাচায় মানুষই নাচে
মানুষ যায় মানুষের কাছে
মানুষ হইতে॥
মানুষ বাঁকা মানুষ সোজা
মানুষ ভুত আর মানুষ ওঝা
মানুষ রাজা মানুষ প্রজা
মানুষকে পুজিতে॥
মানুষ ধার্মিক মানুষই দস্যু
মানুষই মানুষের পোষ্য
মানুষ গুরু মানুষই শিষ্য
দৃশ্য হয় সূক্ষ্মেতে॥

মানুষ ইতর মানুষই ভদ্র
মানুষ নরক আর মানুষি শুদ্ধ
মানুষ মুক্ত আর মানুষই বদ্ধ
মানুষের মায়াতে॥
মানুষ চন্ডাল মানুষই দয়াল
কেউ মনিব কেউ মুনিষ-বাগাল
মানুষ হয়ে নন্দের দুলাল
এসেছেন ঐ নদীয়াতে॥
মানুষ পিতা মানুষ মাতা
মানুষ ভগ্নী মানুষ ভ্রাতা
পুত্র মিত্র দারা সুত
গাঁথা প্রেম-সূত্রেতে॥
নারায়ণ মানুষ রূপ ধরে
নর-নারায়ণ হন দ্বাপরে
যুগে যুঘে অবতার তিনি
এই মানুষ রূপেতে॥
মানুষই মানুষকে মারে
মানুষ মানুষকে ধরে
মানুষ মানুষকে সারে
সারে-অসারেতে॥
মানুষ ডোবে মানুষ ভাসে
মানুষ কাঁদে মানুষ হাসে
মানুষ যায় মানুষ আসে
কেবল কর্ম প্রকাশিতে॥
যদি মানুষ হতে খোঁজ
তবে মানুষ মানুষ ভজ
ক্ষ্যাপা নিত্য বলে নিত্য পুজ
এই মানুষের চরণেতে

কথা: নিত্য ক্ষ্যাপা
সূচী

বাউল (ফকিরি)-২৫০: যদি কল্পনা করে অরূপীর সে

যদি কল্পনা করে অরূপীর সে রূপ দেখা যেত
তবে সাধন ভজন ছেড়ে লোকে কল্পনা করিত॥
কত জল্পনা করিত –
লোকে কল্পনার জল পান করি শিতল হইত॥
মাতৃশিশুর কাছে ছবি গড়ে দিত
'যদু তোর মা' এই বলিত
শিশু 'আমার মা' বলিয়া ছবির কোলেতে উঠিত॥
যদি কল্পনাতে রূপ গড়ে মা বলে কাঁদিত
তবে বুক কি জুড়াত
প্রাণের সাগর উথলিয়ে বক্ষঃস্থল ভাসিত॥
কাঙ্গাল বলে যদি লোকে সাধনা করিত
মায়ের চরণ পূজিত
তবে চোখে নাকে কানে জিহ্বায় সে রূপ দেখিত॥

কথা: ফিকিরচাঁদ
সূচী

বাউল-২৫১: আমার এই দেহ-নদী চলতে ভারি

আমার এই দেহ-নদী চলতে ভারি
বাঁধলে নদীর বাঁধ মানে না
আমার এই দেহ-নদী॥
যখন নদী বোঝাই ছিল
ঝড় তুফানের ভয় ছিল না
নদীর জল শুকাইল চর পড়িল
তবু নদীর বেগ গেল না
অমার এই দেহ-নদী॥
পাগলা কানাই বলছে দেহ মাঝে মালেক-সাঁই
ও নদীর চার রঙের আসে পানি
কোন জায়গায় তার সাক্ষাৎ হয়
আমার এই দেহ-নদী॥

কথা: পাগলা কানাই
সূচী

বাউল-২৫২: গিন্নী যে রন না ঘরে

গিন্নী যে রন না ঘরে আমরা করব কি
সদা যান তিনি ভ্রমনে ইচ্ছা হয় যেখানে
শুধালে আসছি বলে দেন ফাঁকি॥
মানে না কল্লে মানা এই ত ঠকঠকি –
দেখ সওদা শুলুক করতে যে লোক আসতেছে হেথায়
খিড়কি সদরের চাবি রাখিয়ে যান তিনি কোথায়
এরা দশ জনেতে যার যা ইচ্ছা করতেছে দেখাদেখি॥

কথা: লালশশী
সূচী

বাউল (ফকিরি)-২৫৩: মন আমার দেহঘড়ি

মন আমার দেহঘড়ি
সন্ধান করি কোন্ মিস্তিরি বানায়েছে
একটা চাবি মাইরা ছাইরা দিছে
জনম ভইরা চলতে আছে॥
মাটির একটা কেস্ বানাইয়া
মেশিন দিছে তার ভিতর
রংবেরংয়ের বার্ণিশ করা।
দেখতে ঘড়ি কি সুন্দর
দেহ ঘড়ি চৌদ্দ তালা
তার ভিতরে দশটা নালা
নয়টি খোলা একটি বন্ধ
গোপন একটি তালা আছে॥
এমন সাধ্য কার আছে ভাই
এই ঘড়ি তৈয়ার করে॥
যে ঘড়ি তৈয়ার করে
লুকায় ঘড়ির ভিতরে
তিন কাঁটা বারো জুয়েলে
মিনেট কাঁটা হইল দেলে
আর ঘন্টার কাঁটা রয় আক্কেলে
মনটারে তার ক্যামনে দেছে॥
ঘড়ি দেখতে যদি হয় বাসনা

চইলা যাও গুরুর কাছে॥
মেকার যদি হইতাম আমি
ঘড়ির জুয়েল পাল্টাইতাম
জ্ঞান নয়ন খুলিয়া যাইত
দেখতে পাইতাম চোখের কাছে॥

কথা: জালালুদ্দীন
সূচী

বাউল (ফকিরি)-২৫৪: নিশীথে যাইও ফুলবনে রে ভোমরা

নিশীথে যাইও ফুলবনে রে ভোমরা
নিশীথে যাইও ফুলবনে॥
নয় দরজা করি বন্ধ
লইয়ো ফুলের গন্ধ
অন্তরে জপিয়া বন্ধের নাম হে ভোমরা
নিশীথে যাইও ফুলবনে॥
জ্বালাইয়া দিলের বাতি
ফোটাফুল নানা জাতি
কত রঙ্গে ধরবে ফুলের কলি
অধম শেখ ভানু বলে
ঢেউ খেলাইও আপন দেলে –
পদ্ম যেমন ভাসে গঙ্গার জলে রে ভোমরা
নিশীথে যাইও ফুলবনে॥

কথা: শেখ ভানু
সূচী

বাউল (ফকিরি)-২৫৫: চার চিজে পিঞ্জিরা বাঁধি মোরে

চার চিজে পিঞ্জিরা বাঁধি মোরে করলায় বন্‌ধ
ও বন্ধু নির্ধনিয়ার ধন
ক্যামনে পাইমু রে কালা তোর দরিশন॥
তুমি আমি আমি তুমি জানিয়াছি মনে
বীচিতে জন্মিয়া গাছ বীচি ধরে ক্যান।

দুই হইতে এক হইল পিরিতের কারণ
এই ভাবিয়া আশিকের দিল করে উচাটন।
ও বন্ধু নির্ধনিয়ার ধন
ক্যামনে পাইমু রে কালা তোর দরিশন॥
সমুদ্দুরের জল উঠে বাতাসের জোরে
আবর হইয়া ঘুরে পবনের ঘোরে
মাটিতে পড়িয়া শেষে সুমুদ্দুরে যায়
(আর) জাতেতে মিলিয়া জাতে তরঙ্গ খেলায়।
ও বন্ধু নির্ধনিয়ার ধন
ক্যামনে পাইমু রে কালা তোর দরিশন॥
পরিন্দা জানোয়ার যদি কোন এক কালে
জাতি ছাড়া বন্ধ হয় শিকারিয়ার জালে
ক্যামনে জিন্দেগি কাটে বন্ধখানায় তার
মাশুক হইয়া কর তুমি আশিকের বিচার।
ও বন্ধু নির্ধনিয়ার ধন
ক্যামনে পাইমু রে কালা তোর দরিশন॥

অন্য রূপ

চাইর চীজে পিঞ্জিরা বানাই মোরে কইলাম বন্‌ধ রে বন্ধু নির্ধনিয়ার ধন
কেমনে পাইমুরে কালা তোর দরিশন।
সম্মুদুরের জল উঠে বাতাসের জোরে
আভর হইয়ে ঘুরে পবনের ঘোরে
জমিনে পড়িয়া শেষে সম্মুদুরে যায়
আর জাতে তে মিশিয়া জাতে তরঙ্গ খেলাইবে লোকে।
নির্ধনিয়ার ধন
কেমনে পাইমুরে কালা তোর দরিশন।
তুমি আমি আমি তুমি জানিয়াছি মনে
আর বীচিতে জন্মিয়া গাছ বীচি ধরে কেনে।
এক হইতে দুই হইল প্রেমেরই কারণ
সেই অবধি আশিকের দিল করে উচাটন।
কেমনে পাইমুরে কালা তোর দরিশন।
পরিন্দা জানোয়ার যদি কোনো এক কালে
জ্জাতি ছাড়া বদ্ধ হয়ে শিকারির জালে
কী রূপে জিন্দেগী কাটে বদ্ধ খাঁচায় তার

মাশুক হইয়ে করুম আশিকের বিচার।
নির্ধনিয়ার ধন
কেমনে পাইমুরে কালা তোর দরিশন।
পাগল আরকুমে কয় মাশুক বানিয়া
গুয়াং পাতাইয়া থুইছে কল্লুরে গাঁথিয়া।
আহার করিতে যদি না যাইত মন
না লাগিত প্রেমের ল্যাঠা না হইত মরণ
নির্ধনিয়ার ধন
কেমনে পাইমুরে কালা তোর দরিশন।

সূচী

বাউল-২৫৬: সুরীত কুরীত পিরিত তিন পিরিতের

সুরীত কুরীত পিরিত তিন পিরিতের ভাব
যার পিরিতে যে মজেছে হয় তার লাভ।
ভবের পিরিত অতি কুরীত সুপিরিত কেউ করে না
কোন্ পিরিতে প্রাপ্তি ঘটে ঘট খুলে কেউ দেখে না।
চটাচটি প্রেমঘটে তাই ধরে এঁটেসেঁটে
আর শেষ কালেতে পথেঘাটে ফেটে চোটে পড়ে সব।
মন বুঝে কর পিরিত, পিরিতে হয় আরতি
যেমন অর্জুনের রথে কৃষ্ণ পিরিতে হয় সারথি।
শুদ্ধ প্রেমে হনুমান রাম পদে সোঁপেছে প্রাণ
ও তার হৃদপদে রাম নাম লেখা আছে সব।
আর এক পিরিত করেছিল বৃন্দাবনের গোপিকা
তারা কৃষ্ণে সুখী কৃষ্ণে দুখী কৃষ্ণ প্রেমে রাধিকা।
তারা কৃষ্ণপ্রেমে অনুক্ষণ করে মনপ্রাণ সমর্পণ
নারাণ বলে ঐ রূপ প্রেম অটল পদে আছে সব।

সূচী

বাউল(ফকিরি)-২৫৭: অতীত কালে যারা জাতি সৃষ্টি

অতীত কালে যারা জাতি সৃষ্টি করেছে
তারা জানত এ জগতের কোন দেশে কোন জাতি আছে?
ছিল না এত বুদ্ধি জ্ঞান
পরস্পরের জানাজানির ছিল না বিধান
কালে এ সকল প্রমাণ
মানুষ জানতে পেরেছে।
এক স্কুলে একজনা গুরু
হিন্দু খ্রিস্টান মুসলমানের পড়া হয় শুরু
এক গুরুতে ধর্ম শিক্ষা
কত ভাবে বলে শেষে।
জাতি ধর্মের পরমায়ু ভাই
দেখছি কালে ফুরাবে সবাই
দুদ্দু ভেবে জানালে তাই
মানুষের চরণের কাছে।

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল-২৫৮: আনন্দবাজারে চলে যাও

আনন্দবাজারে চলে যাও
বাজারে বসতি করে
স্বরূপরূপে মন মাতাও॥
এই ভালো মন্দের মাঝখানে
সহজ রয় অতি গোপনে
মনের সনে নিরজনে
আকর্ষণে প্রাণ মাতাও॥
সহজে আনন্দবাজার
সহস্র খবর খুলেছে যার
সহজ আছে হৃদে তোমার
হেরে ত্রিতাপ জ্বালা জুড়াও॥
সহজ স্বরূপ জ্ঞানাঞ্জন
খুললে স্বরূপ দরশন
ত্যাজে অহং ভাবে মগন

রূপরসেতে মন মাতাও ॥
গোঁসাই নরহরি রটে
বসে অনুরাগের ঘটে
রূপসায়ারে পিছল ঘাটে
রূপের মানুষ হেরে নাও ॥

কথা: নরহরি গোঁসাই
অন্যরূপ

যাও রে, আনন্দবাজারে চলে যাও।
বাজারে বসতি করে স্বরূপ-রূপে মন মাতাও ॥
সহজ সে আনন্দবাজার
সহস্র খবর খুলেছে যার
সহজ আছে হৃদে তোমার
হেরে ত্রিতাপ-জ্বালা জুড়াও ॥
ভাল-মন্দর মাঝখানে
সহজ রয় অতি গোপনে
মনের সনে নিরজনে
আকর্ষনে প্রাণ জুড়ায় ॥
সহজ স্বরূপ জ্ঞানাঞ্জন
খুললে স্বরূপ-দরশন
ত্য’জে অহং ভাবে মগন
রূপে রসে প্রাণ মাতাও ॥
শ্রীরূপ ধরে ডুবে যাবে
তবে স্বরূপ-রত্ন পাবে
নিত্যানন্দ-হৃদি হবে
আরো কিছু পাবে যাও ॥
গোঁসাই নরহরি রটে
বসে অনুরাগীর ঘটে
রূপ-সায়ারের পিছল ঘাটে
রসের মানুষ হেরে নাও ॥

সূচী

বাউল-২৫৯: গুরু দেও দেখা দীন-হীনে

গুরু দেও দেখা দীন-হীনে
আমি পড়েছি গো তুফানে
কৃপা করি এই নিবারে
বসো এসে হৃদয়াসনে॥
সে যে অকুল পাথার
আমি কেমনে হব পার
তোমার নিজ-গুণে দয়া করে
গুরু পার করে নিয়ো অধীনে॥
শঙ্কাতে পড়েছি আমি
কৃপা দৃষ্টি কর তুমি
তুমি না তরালে আমি
পার হব কেমনে॥
হয়ে তব শরণাগত
ডাকিতেছি অবিরত
দুখ্খ কেন দেও গো এতো
আছি পড়ে শ্রীচরণে॥

সূচী

বাউল (ফকিরি)-২৬০: পূর্ণিমার চাঁদ ধরবি কে রে

পূর্ণিমার চাঁদ ধরবি কে রে
তোরা দেখ চেয়ে ত্রিবেণীর উত্তর দক্ষিণ
রবি শশী তার দুই কোণারে।
বাপের ঘরে রবির কিরণ
শশীর ঘরে মার দর্শন
তোরা দেখতে পেলে হবি সুজন
বাছাধন তাই চিনে নে রে।
কি করে চিনি চক্করে
উদর ভরে আধ অক্ষরে
তোরা রুহিনির চাঁদ ধরবি যদি
ফাঁদ পেতে নে হৃদয়পুরে।
শাহা শিরি আলীর হৃদয়পুরে
কেনো রয়েছ ঘুমের ঘোরে
ও তোর প্রেমের কক্ষে দেখ না চেয়ে
তোর নগর চাঁদ নগরের পরে।

কথা: শির আলী
সূচী

বাউল-২৬১: গুরু তোমার চরণ পাব বইল্যা

গুরু তোমার চরণ পাব বইল্যা রে
মনে বড় আশা ছিল
আমে আশা নদীর কূলে বইস্যা রে
আমার আশায় আশায় জনম গ্যাল॥
পার হব পার হব বইল্যা
আমি বইস্যা রইলাম নদীর কূলে
আবার ছয়জনা বোম্বাইটা জুইট্যা
আমায় পাক জলে ঘুরাইল॥
চাতক রইল ম্যাঘের দ্যাশে
চাতকী বাঁচে বা কিসে?
(আবার) জল বিনা চাতক মইল গো
আমার তেমনি দশা হইল॥

অন্যরূপ

গুরু, তোমার চরণ পাব বইল্যে
বড় আশা ছিল।
আশা-নদীর কূলে বইস্যে
আমার আশায় আশায় জনম গেল
আশা না পুরিল॥
আশা বৃক্ষ রোপণ কইরে
আমি বইস্যে রইলাম বৃক্ষতলে
ফল ফলবে বইল্যে।
ফল না ফলিতে বৃক্ষে
বৃক্ষের ডাল ভাইঙ্গা গেল
আশা না পুরিল॥
চাতক রইল মেঘের আশে
মেঘ বইয়া যায় অন্য দেশে
চাতক বাঁচে কিসে।
জল বিনে চাতক মইল—
আমার তেমনি দশা হইল
আমার আশা না পুরিল॥

সূচী

বাউল-২৬২: হারালাম একূল আর ও কূল

হারালাম একূল আর ও কূল
কবে ফুটবে আমার বিয়ার ফুল
যাব চলন করি বাঁশের দোলায় চড়ি
জাত বেহারার স্কন্ধে চড়ি, সফল হবে ভুল॥
আগে পাছে কাষ্ঠের বোঝা
ছেড়ে দিয়ে ভবের মজা
শ্বশুর বাড়ি যাব নদীর কূল॥
গেলে শ্বশুর বাড়ি, সবে ত্বরা করি
স্নান করাবে মোরে, করি গন্ডগোল
বরণ কুলাতে দিবে বর শয্যায় শোয়াইবে
আট কড়া কড়ি দিবে তুলসীর মূল॥
বর যাত্রীগণ করাইবে বরণ
জনমের মত দিবে তেনা চারি আঙ্গুল
উত্তর শিয়রি কৈরে হাত পা ভাঙ্গিয়া মোরে
অনল জ্বালিয়া শেষে করিবে নির্মূল॥
হয়ে মর্মাহত জ্ঞাতি বর্গ যত
যোগ্য পুত্র হবে তার অনুকুল
ঘৃত চন্দনাদি করিবে আহুতি
আগে পুড়িবে আমার মাথার চুল॥
ভাই বন্ধু যত সব দন্তের মত
শোকেতে কাঁদিয়া হইবে আকুল
অভাগিনী জননী জনম দুঃখিনী
বুকেতে বাঁধিবে দুঃখেরই বাটুল॥
যতেক নারী সবে গড়াগড়ি
ভূমেতে পড়িয়া এলাইবে চুল
(তখন) স্ত্রী গিয়া পাছ দুয়ারে
কাঁদবে বসে উচৈঃস্বরে
(হায়) কে খাওয়াবে মোরে, গেল জাতি কুল॥
বঙ্কিম বলে ভাই, সকলকে জানাই

এ বিয়া ফিরাইতে লাগবে হুলুস্থুল
যখন আসবে নিতে ঘটক রবি সুতে
পারবে না রাখিতে দেখাবে ত্রিশূল॥

সূচী

বাউল-২৬৩: বেলা গেল পারে চল

বেলা গেল পারে চল
(মন তোর) কোম্পানীর জাহাজ সরে যায়।
টিকিট মাস্টার রাই কিশোরী
তারে চিনা বিষম দায়॥
রেল গাড়ির টিকিট করে
পয়সা যে তোর নিল হরে
খালি জাহাজ ঘাটে এল
হুইচেল ধ্বনি শোনা যায়॥
ছয় পেসেঞ্জার টিকিট লয়ে
গাড়ি পেলে উঠবে যেয়ে
ভাঙ্গা জাহাজ ঘাটে বান্ধা
শেষে করবি হায় রে হায়।
এই সাধের জাহাজ খানি
হচরাঁদ তার আগুন মাঝি (?)
গোঁসাই হিরামন তার সন্ধ জানে
ডাকে তোরা পারে আয়॥
রেল জাহাজে চৈত্র মাসে
ওরাকান্দির মেলায় আসে
দুলাল কেন রলি বসে
টিকিট করগে সেই মেলায়॥

সূচী

বাউল-২৬৪: হায় রে মন তুই যাবি

হায় রে মন তুই যাবি শ্বশুর বাড়ি
ও তোর পথ খরচের জন্য দিবে অষ্টগণ্ডা কড়ি॥
তোরে দিবে করাল বিছানা, ভাঙ্গা চাটাই ছেঁড়া তেনা
আস্ত বাঁশের লাঠি একখানা অতি যত্ন করি
তোরে আচ্ছামত কসে বাঁধবে দিয়ে তিন হাতে দড়ি॥
প্রতিবেশী আছে যারা তোর চলনে যাবে তারা
জন চারি হবে বেহারা, নিবে স্কন্ধে করি
তারা কেহ নিবে কোদাল কুড়াল
কেহ নিবে জলের হাড়ি॥
তোরে জন্মের মত লয়ে যাবে
পিছে গোবর ছড়া দিবে
ভাই বন্ধুগণ কাঁদবে সবে করি গড়াগড়ি॥
দিবে তিল তুলসী ফুটা কলসী
দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি
শ্মশান ঘাটে নিয়ে তোরে
করে ফুল বিছানা চিতার পরে
শোয়াবে জন্মের তরে বলে হরি হরি
তোর জলপান করিতে মুখে
জ্বেলে দেবে খড়ি॥
প্রভু জগদীশ কয় ওরে দুলাল
চেয়ে দেখ সাধের শ্বশুর বাড়ি
বাঁচতে যদি চাস রে তবে সাধন কর
ঐ গুরুর চরণ, করিস না আর দেরী
নইলে তোর এই সোনার অঙ্গ
ছাই হবে সব পুড়ি।

সূচী

বাউল-২৬৫: ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়

ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়
ভক্ত হতে ইচ্ছে যার তার শক্ত হতে হয়॥
শক্তি হলে প্রকাশ সেই শক্তিতে প্রবৃত্তি বিনাশ
মান-অসম্মান বলিদান দিয়ে কর রিপু জয়॥

রিপু-জয় হলে হয় জ্ঞানের বৃদ্ধি
অনায়াসে তখন হবে সিদ্ধি
নইলে মন অ আ ই ঈ করতে হয়॥
সিদ্ধি হলে মন বৈষ্ণব লক্ষণ
তখন হিংসা আদি হয় রে বারণ
বিবেকী যখন হয় রে মন তখন ভক্তির উদয়॥
কাঙাল বলিছে ভক্তি হয় যখন
ওরে ভেদাভেদ থাকে না তখন
যায় প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জগৎ দেখে ব্রহ্মময়॥

অন্য রূপ

ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়
ভক্ত হতে যার ইচ্ছা তার, আগে শাক্ত হতে হয়॥
শাক্ত হইলে শক্তির প্রকাশ, সেই শক্তিতে হয় প্রবৃত্তি বিনাশ
মান অপমান বলিদান দিয়ে, কর রিপু জয়
রিপু হলে জয় জ্ঞানের বৃদ্ধি, তখন অনায়াসে হবে ভূতশুদ্ধি
সিদ্ধি না হলে জ্ঞানবলে, অ আ ই ঈ করতে হয়॥
সিদ্ধি হলে মন বৈষ্ণব লক্ষণ, তখন হিংসা আদি হবে রে বারণ
বিবেকী যখন হবে মন, তখন রে ভক্তির উদয়
কাঙ্গাল বলিছে, ভক্ত হয় যখন, ওরে ভেদ জ্ঞান না থাকে তখন
যার প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, জগৎ দেখে ব্রহ্মময়॥

কথা: ফিকিরচাঁদ
সূচী

বাউল-২৬৬: মানবদেহ কল্পভূমি যত্ন করলে রত্ন

মানবদেহ কল্পভূমি যত্ন করলে রত্ন ফলে
ভবে আসার আশা পূর্ণ হবে ওরে শুভ যোগে চাষ করিলে॥
কর্ম ধাতুর লাঙল ধরে ছয় বলদে চাষ করে
সময় হলে রত্ন মিলে জো থাকিতে বীজ বুনিলে॥
এই জমি তোর চৌদ্দ পোয়া ভগবানের কৃপায় গেল পাওয়া
মন্ত্র-বীজে নে সৃজে গাছ হলে বীজ জন্মমূলে॥
কালাচাঁদ পাগল বলে ফুল ফুটিবে জলে
ঐরূপ মিলে ভজন সত্য হলে হৃদকমল প্রেম উথলে॥

কথা: কালাচাঁদ
সূচী

বাউল-২৬৭: আমার যেমন বেণী তেমনই রবে

আমার যেমন বেণী তেমনই রবে চুল ভিজাব না
চুল ভিজাব না গো আমি বেণী ভিজাব না॥
জলে নামব জল ছড়াব জল তো ছোঁব না
এধার ওধার সাঁতার পাথার করি আনাগোনা
জলে ডুবব আমি কারো কথা শুনব না॥
ভোগ লাগাব ভুখে মরব না
সজনী গো –
আমি রাঁধিব বাড়িব ব্যঞ্জন কাটিব
তবু হাঁড়ি ছোঁব না॥
গোঁসাই রসরাজ বলে
নাগরী লো শোন লো নাগরী
রূপের যাই বলিহারি
আমি হব না সতী না হব অসতী
তবু আমি পতি ছাড়ব না॥

কথা: রসরাজ গোঁসাই
সূচী

বাউল (ফকিরি)-২৬৮: ওয়াণ্ডারফুল এই দেহ গাড়ি ক্ষুদে

ওয়াণ্ডারফুল এই দেহ গাড়ি ক্ষুদে খোদা ড্রাইভার
বাহাত্তর হাজার তারের জোড়া চারিদিকে ফিট্‌লদার।
দুইশ ছয়টা হাড়ের দ্বারা তিনশতটি খুঁটি গাড়া
ভিতরেতে হাওয়া ভরা রাখছে ফোরটি নাইন শোমার।
বার বুরুজ আট মুতারী চৌদ্দ কামান ষোলপুরী
রাখিয়াছেন সারি সারি অল আর ওউন পেসেনজার।
চব্বিশ হাজার ছয়শত বার চব্বিশ ঘন্টায় আছে শোমার
জল স্থল সাগর পাহাড় চলছে নদী ড্যাম কেয়ার।
গাড়ির পিছনেতে তিনটি তালা দুই তালা রাখছে খোলা

বাহির হইতেছে জল ময়লা ভর্তি ট্রেইন হইতে ক্লিয়ার।
লাহুত জবরুত নাছুত মালকুত
চাইর মোকামে চাইরজন মজুত
দেখা শুনা চলা বলার এই চাইরজন হেড ওয়ারকার।
জ্ঞানবাবু হেড কোয়ার্টারে কোর্টে বসে হেয়ারিং করে
দুই অডিটর রয় দুই ধারে লেখে আমলনামার লেটার।
মেশিন যখন হবে টেড়া রবে না গাড়ির চেহারা
ড্রাইভার সাজিবে চোরা পালাইবে রবে না আর।
সঙ্গী সাথী যারা রবে সকলই ছাড়িয়া যাবে
এ সত্তা আর রবে না ভবে আন্ডারগ্রাউন্ডে হবে ট্রান্সফার।

কথা: মজিদ তালুকদার
সূচী

বাউল-২৬৯: ওরে আমার মন কি দেখে

ওরে আমার মন
কি দেখে ঝাঁপ দিলি।
প্রেম সাগরের জলে স্নান করবি বলে
কর্মসুত্র ঠেলে কাম সাগরে ডুবলি।
টিটি পক্ষীর আশা যেমন
সমুদ্র বান্ধিতে পাথার করে
আনে বালু, ফেলে সমুদ্রেতে
তেমনি আশা ওরে নিশা খোর।
তুই বিড়াল হয়ে সিংহের সনে উপমা সাধাইলি।
এক নদীতে তিনটি ধারা বহে রীতিমতে
জীবের কিরে সাধ্য আছে
সে সন্ধান জানিত চন্ডীদাস বাঁচিতে।
ও তুই আলসে আলসে সকলি হারালি।
মায়ের স্তনে দুগ্ধ থাকে, চুষে খায় না লোকে
সে দুগ্ধের বোঁটা যদি ধরে চিনা জোঁকে
ও সে রক্ত চুষে খায়, দুগ্ধ নাহি পায়।
ঈশান বলে প্রেম সাগরের এই মত প্রণালী।
সে নদীতে বহে সদাই বারি

হের বসতি দিল যথা তথা
ব্যথা যায় না তার রীতি
বলি তাহার কাহিনী সংক্ষেপে
সে ভবানী কুল কুণ্ডলিনী মহামায়া কালী॥

সূচী

বাউল (ফকিরি)-২৭০: নমাজ আমার হইল না আদায়

নমাজ আমার হইল না আদায়
নমাজ আমি পড়তে পারলাম না
দারুণ খান্নাসের দায়।
ফজরের নমাজ কালে
ছিলাম আমি ঘুমের ঘোরে
জোহর গেল আইতে যাইতে
আসর গেল কামের দায়।
মগরেবের নমাজের কালে
গেলাম আমি গোআইল ঘরে
হাওর থাকি আইল না গাই
বাছুর আমার বান্ধা নায়।
এয়েসের নমাজকালে
বিবি বলেন চাউল ফুরায়
ছাইলা মাইয়ার কান্দন শুইনা
কান্দে পাগল দুরমীন শায়।

দ্র: খান্নাস =অভাব
ফজর, জোহর, আসর, মগরেব, এয়েসা = ভোর, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা ও রাত্রের নামাজ
কথা: দুর্বিন শাহ
সূচী

বাউল-২৭১: রসিক রসিক বলে সবাই

রসিক রসিক বলে সবাই
রসিক মেলে কয় জনা
যেমন জলছাড়া মীন বাঁচে না গো

তেমনি রস বিনে রসিক জনা॥

রায় রামানন্দ রসিক ভাল

পঞ্চরসের বিধান করে গেল

সে রস অন্যের ভাগ্যে মিলবে কেন

ও সে রস সাধন করে সাধুজনা॥

দিবানিশি রমণ করে

রসিক সুজন বলে তারে

রসিকের রমণ সাধন রমণ ভজন

রসিক তো রমণ ছাড়া থাকে না॥

কেবল স্ত্রী পুরুষে রমণ করা নয়

আত্মায় আত্মায় রমণ হলে রসিক তারে কয়

তারা শুধু আত্মাকে ভেদ করিয়া সদাই

লক্ষ্য পানে দেয় হানা।

কৃষ্ণ অধর বলছে বাণী

মনোহর তুই আর হসনে ঋণী

নেত্রকোণে গুণের করণ

যেন রমণ করা ভুল না॥

কথা: মনোহর দাস

সূচী

বাউল-২৭২: খোদে খোদ আল্লা রাধা দোস্ত

খোদে খোদ আল্লা রাধা দোস্ত মুহাম্মদ

অজুদে মজুদে সাঁই দমে কিয়ামত॥

কোরানে কয় নামাজ রোজা বেহেস্তে যাবার রাস্তা সোজা

হজরতে কয় লামাও বোঝা করে খেদমত॥

শরিয়তে করে সন্ধি তরীকতে বুঝ ফন্দি

হকিকতে ইমান বান্ধি কর এবাদত॥

আদমি আদমের জাত হরদমে কর ইয়াদ

লা-শরীকালা মৌজুত আল্লা ফতে মারফত॥

মনোমোহন পেরেশান খুঁজে হিন্দু মুসুলমান

করিম-কৃষ্ণ রহিম-রাম শিব হয় রত॥

বিস্‌মিল্লাতে বিষ্ণু হয় কির্দোগারে দয়াময়

ফতেমা করিম কালী আলেকহুম তৎসৎ॥
ইয়াহু পরমহংস সত্যের নাই কোন ধ্বংস
আব পানি জলের বংশ একে হরেক মত॥

কথা: মনোমোহন
সূচী

বাউল-২৭৩: মন তোর দেহ বাংলার জমিদারী

মন তোর দেহ বাংলার জমিদারী যাবে রে খাসে
তোর সেক্রেটারী কাম-চৌদুরী
কোটওয়ার্ডে দিতে চায় রে।
লাটের কিস্তি খেলাপ হয়ে গেল
ঐ নিলামের নোটিশ এলো
তোর স্থাপত্য ধন চুরি গেল
নিলাম রদ করবে কিসে।
ঐ সদর কর্মচারি ছয়জন চালাকি করি
স্টেইটের জমা হতে খরচ ভারী
দেখায় তারা মাসে মাসে।
আবার দেখেছি কত সন আছে
মহাজন নালিশ করেছে
তুই থেকে কুমতির কাছে
সব খেয়ালে সর্বনেশে।
শরৎ বলে মন-চৌধুরী
ছয়জনকে বরখাস্ত করি
কইরা জ্ঞান-বাবুকে সেক্রেটারী
কিস্তি-বন্দী করগে শেষে।

কথা: দীন শরৎ
সূচী

বাউল-২৭৪: মানুষ হইতে কয়জন পারে।

মানুষ হইতে কয়জন পারে।
কেবল মানুষ কুলে জন্ম নিলে
মানুষ বলে কইনা তারে।
যত সব পশুপাখি
ভূত পিশাচের নাই রে বাকী
কালেতে কতই দেখি
মানুষ জন্ম ধরে।
লক্ষ যোনী ভ্রমণ করে
মানুষ হয় তার পরে।
মানুষ পশু যায় রে চিনা
সবার কর্ম অনুসারে।
মানুষের আচার ভিন্ন
কার্যতায় পাবে চিহ্ন
সকলের অগ্রগণ্য নীতি সদাচার।
দেব দ্বিজ গুরু ভক্তি জীবে দয়া করে
পঞ্চ-রসে যে জন মাথা
শুদ্ধ মানুষ বলি তারে।
ভেবে দীন শরৎ বলে
মানুষে মানুষ মিলে
মানুষের দয়া হইলে
কত মানুষ তরে।
একটি মানুষ এসেছিল
নৈদ্যা শান্তিপুরে
কত মানুষ গেল মানুষের সঙ্গ ধরে।

কথা: দীন শরৎ
সূচী

বাউল-২৭৫: আগে জান রে মন কিসে

আগে জান রে মন কিসে হয় পিরীতি
না জানলে পিরীতির মর্ম শেষে হয় অধোগতি।
‘পি’ শব্দে হয় ইন্দ্রিয় দমন, ‘র’ শব্দে হয় রিপু দমন
‘তি’ অর্থে হয় রে ভক্তি - এই তিনে মিলে হয় পিরীতি।

আবার রতিতে আবদ্ধ হইয়া, ঘনীভূত রশ আস্বাদন করা
তবে হয় জীয়ন্তে মরা, শুদ্ধ হয় চিত্ত-মতি।
ভেবে দীন বরুণ কয়
কোন কোন ভাগ্যবানের এই পিরীতি হয়
সাধন ভজনে হয় রতির উদয় – ঐ রতিতে মিলে জগৎপতি।

কথা: দীন বরুণ
সূচী

বাউল (ফকিরি)-২৭৬: খাঁচার ভিতর কাকের ছানা খাওয়াইতেছি

খাঁচার ভিতর কাকের ছানা খাওয়াইতেছি ঘৃত চিনি
মন বেড়িতে ধরে নিয়া সামনে দিলাম দানা পানি।
আট কুঠুরী নয় দরজা ঝাঁঝরা কাটা দেখতে মজা
উপরেতে রাখছে সোজা তিনশ ষাটটা সূতা টানি।
পাঁচ মসল্লায় খাঁচা তৈয়ার তিন গুণে রচনা তাহার
জোড়াতালি কি চমৎকার চামড়া দিয়া দিল ছানি।
কাঁচা বাঁশে তৈরি করে, জুইত দড়ি লাগাইল পরে
থাকতে দিল তার ভিতরে আঁধার কোঠায় কালমণি।
কাকে কেবল কা কা করে, ঘরে বাইরে ঘুইরা মরে
জালাল কেমনে রাখবে তারে ভাবিছে তাই দিন রজনী।

কথা: জালালুদ্দিন
সূচী

বাউল (ফকিরি)-২৭৭: স্বরূপ রূপে দেখ তাকে

স্বরূপ রূপে দেখ তাকে
স্বরূপে রূপ রূপে স্বরূপ
ভজ এখন গুরু-রূপকে।
সাকার বর্জন করিবে
আকার ধরে ভজে যাবে
আকার রূপে সেই রূপ পাবে দেখে
বর্তমানে ভজ তাকে।
রূপের গোলা হয় ব্রহ্মান্ড

অংশ রূপে করে খন্ড–
আকার সংযোগেতে
ভান্ড মানবরূপ দেখালে জীবেকে।
সৃষ্টির উদ্দেশ হরণ পূরণ চাঁদপতি কয় –
শোন আর্জান শোন
মানব অবতার জীবের কারণ
দীক্ষা শিক্ষা দিচ্ছে জীবকে।

কথা: আর্জান শাহ
সূচী

বাউল (ফকিরি)-২৭৮: ও দেহের আয়নাতে লাগায়ে পারা

ও দেহের আয়নাতে লাগায়ে পারা
দেখ্‌পি খুদার রূপ চিহারা।
দেখ্‌পি অন্‌কা লহর
অচিন সহর –
সে জাগাতে অচিন মানুষ
তাতে কয়জনা হয় বিবাদী
তারে ধর্‌তে গেলে
না দেয় ধরা।
তিন তারে এক তার মিশাইয়ে
দেখ্‌পি খুদা মানুষ মূলে
তাতে একজন মানুষ
আছে বইসে –
দেখ্‌পি শূন্যের পরে আসন করা
দেখ্‌পি খুদার রূপ চিহারা।

সূচী

বাউল-২৭৯: গাছে ভাঁড় বেঁধে দে না

গাছে ভাঁড় বেঁধে দে না
যদি তুই রস খাবি নলিন দানা॥
ছোটো ছোটো গাছগুলো ভাই

কচি বলে বাদ দিয়ো না
তার তিন টানে ভাঁড় ছাপিয়ে যাবে
রস হবে নলিন দানা॥
বড়ো বড়ো গাছগুলো ভাই
বুড়ো বলো বাদ দিয়ো না
তার য-টোপ পড়বে ত-টোপ খাঁটি
গুড় হবে মিছরি দানা॥
হরাক্ষ্যাপা ঠিক পেল না তাই
চোট মারে সে হেথা সেথা
জিরেন কাঠে বসতে পারলে
কিছু কিছু যায় জানা॥

কথা: হরাক্ষ্যাপা
সূচী

বাউল-২৮০: দেহ-অট্টালিকা অতি মনোরম

দেহ-অট্টালিকা অতি মনোরম
তাহাতে বসতি করে একটুখানি দম।
সতর্ক থাকিও তুমি খুব হুশিয়ার
রক্ষই ভক্ষক কিন্তু খবরদার খবরদার
পাহারা দিও তোমার ঐ নব-দ্বার
চোরদস্যু ষোলজনা ঘুরে হরদম।
খাতাপত্র ঠিক রাখে বিবেক বৈরাগ্য
এদের মাহিনা দিয়ো তোমার সৌভাগ্য
অট্টালিকা মজবুত রবে বাস করিবার যোগ্য হবে
কি ক্ষতি করিবে বল শনি রবি সোম।
ভবার অট্টালিকায় একটি বালিকা
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে ঘুরে একা একা
পলকে ব্রহ্মান্ড দ্যাখে দিয়ে গা ঢাকা
সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকি, নাই লজ্জা শরম।

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল (ফকিরি)-২৮১: বস্তুকেই আত্মা বলা যায়

বস্তুকেই আত্মা বলা যায়
আত্মা কোন অলৌকিক কিছু নয়॥
বিভিন্ন বস্তু সমন্বয়ে
আত্মার বিকাশ হয়
জীবন রূপ সে পেয়ে জীবেতে রয়॥
অসীম শকতি তার
যে তাহার করে সমাচার
সাধিয়া ভবের কারবার বস্তুতে হয় লয়॥
অন্ধ গোঁড়ামির বিকারে
শুন্যেতে ভরলি ঘট রে
দুদ্দু কয় সে আপন ধান্দায় এখনো ঘুরে বেড়ায়॥

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল (ফকিরি)-২৮২: জ্যান্ত কালী ঘরের মাঝে দেখলি

জ্যান্ত কালী ঘরের মাঝে দেখলি না
পুতুল পূজে মলি হা রে দিন কানা।
জ্যান্তে তারে না চিনিয়া
খড়ের বুন্দেয় ধর্না দিয়া
কি পেলি বল রে ভায়া বল সোনা।
এমন মূর্খ হিন্দু জাতি
না জেনে কোথায় প্রকৃতি
পুতুল পূজে দিবারাতি মরে দেখ না।
যে শক্তিতে সৃজন সংসার
তারে কেউ চিনলে না এবার
দুদ্দু বলে জগত মাঝার কিরূপ কারখানা।

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল (ফকিরি)-২৮৩: সাধের গইয়া যায় রে দিন

সাধের গইয়া যায় রে দিন
আউলা সুতার টানারে টানাইবে কতদিন॥
ভাই রে ভাই
ঘর আউলা দুয়ার আউলা
আউলা দুই এক দিন
এক আউলা ভাঙিয়া দেখি
আরেক আউলার চিন॥
ভাই রে ভাই
খিল্ ভাঙিয়া তিল্ ফালাইলাম
মইধ্যে দিলাম আইল
এক ঠ্যাং-এতে তিন সন্ন্যাসী
হাইট্যা গেছেন কাইল॥

সূচী

বাউল (ফকিরি)-২৮৪: ল্যাঙড়ায় লাফাইয়া চলে

ল্যাঙড়ায় লাফাইয়া চলে
বোবায় শোনে যে কথা
কইতে পারো সেই মানুষের কথা॥
আলেফে আলেফ মিলায়ে
আলেফ দোনের কি কথা
মরা মাইন্ষের কোলে বসে
জিন্দা মানুষ কয় কথা॥
যে বাজারে বেচা কেনা
পিতল আর তামা কাঁসা
সেই দোকানী কি জানিবে
পরশ পাথরের কথা।
কালু শা ফকিরের কথা
শুনে লোকের হয় ধান্ধা
ভাঙা দিলে হবে খন্ড
যাবে যার দিলের ব্যথা॥

সূচী

বাউল-২৮৫: প্রেমের মরা জলে ডুবে না (২)

প্রেমের মরা জলে ডুবে না
তুমি সুজন দেইখ্যা কইরো পিরিত
মইলে যেন ভোলে না দরদী॥
প্রেম কইরাছে আয়ুব নবী
যার প্রেমে রহিমা বিবি গো
তারে আঠারো সালা কিড়ায় খাইলো
তবু রহিমা ছাড়লো না দরদী॥
প্রেমের মরা জলে ডুবে না
ও প্রেম করতে দুইদিন ভাঙতে একদিন
অমন প্রেম আর কইরো না দরদী॥
প্রেম কইরাছে ইউসুফ নবী
যার প্রেমে জুলেখা বিবি গো
ও সে প্রেমের দায়ে জেল্ খাটিলো
তবু সে প্রেম ছাড়ল না দরদী॥
প্রেমের মরা জলে ডুবে না
ও প্রেম করতে দুইদিন ভাঙতে একদিন
অমন প্রেম আর কইরো না দরদী॥
প্রেম কইরাছে মুসা নবী
যার প্রেমে দুনিয়ার খুবী গো
হায়রে পাহাড় জলে সুরমা হইলো
তবু মুসা জ্বললো না দরদী॥

সূচী

বাউল-২৮৬: আমি মরছি খুঁজে সেই দোকানের

আমি মরছি খুঁজে সেই দোকানের
সহজ ঠিকানা —
যেথা আল্লা হরি রাম কালী গড্
এক থালাতে খায় খানা॥

যেথা ভক্তি-যোগের আগুন জ্বেলে
গোরা রামকৃষ্ণ কড়াই ঠেলে
আর মহম্মদ জিন যীশু ছাঁকে
প্রেম-রসে মিহিদানা॥
যেথা জ্ঞান-ছানাতে কর্ম-চিনি
বুদ্ধ নানক মাখে
আর দয়ার সাথে ক্ষমার সাথে
ধর্ম-বড়া থাকে॥
যা পয়সা দিলে যায় না পাওয়া
আর বিন্ কড়িতে যায় গো খাওয়া
যেথা আসল মালিক চেনার হদিস্
জপ ধ্যানেতে যায় জানা॥
আমি মরছি খুঁজে সেই দোকানের
সহজ ঠিকানা॥

কথা: আশানন্দন চট্টরাজ
সূচী

বাউল (কর্তাভজা)-২৮৭: তোরাই কি রসিক মেয়ে

তোরাই কি রসিক মেয়ে
দয়া নাই ধর্ম নাই
জীর্ণ করিল পুরুষ খেয়ে।
শ্যামা সতী হয়ে
পতির বক্ষে নৃত্য করে ন্যাংটা হয়ে।
আদ্যাশক্তিরূপা মেয়ে ত্রিদেবতা প্রসবিয়ে
খট্টাঙ্গ পরে বসিয়েছিলেন রাজেশ্বরী
তাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ রুদ্র
আদ্য আছেন বোঝা বয়ে।
মান গৌরবে ছিলে প্যারি
পায়ে ধরে তায় সাধলেন হরি
হয়েছিলেন জটাধারী
করে শিঙে ডুম্বুরু লয়ে।
তবু রাই তারে করলে না দয়া

পাষাণ কায়া কঠিন হিয়া।
সংসারেতে মেয়ের জারি
মেয়ের গুণ কি বুঝতে পারি
মেয়ে এক রাজকুমারী
কুলের প্রদীপ কুল মজাইয়ে।
মেয়ে নিজ পতির মাথা কেটে
বেড়িয়ে গেছে কোটাল লয়ে।
অন্তে পতি বাহ্যে পতি
পুত্র পতি পশুপতি
অখিল ব্রহ্মান্ডের পতি
আছেন মেয়ের ঋণী হয়ে।
মেয়েরে লুকাইয়ে রেখেছেন
পতি রূপেতে রূপ আশ্রয় দিয়ে।
জন্মদাতা পিতা হতে
জন্ম মায়ের উদরেতে
পড়ে সেই মেয়ের হাতে
দায়ে পড়ে হয় করতে বিয়ে।
মেয়ে কোম্পানী ভিক্টোরিয়া রানী
বসেছে বাদশাই পেয়ে।
মেয়ে জগৎ কর্তা বটে
সবাই মেয়ের বেগার খাটে
মেয়ে নিলে মুলুক লুটে
হটে বেড়ায় পুরুষ ভয়ে।
খেদে চরণ ভেবে কুবির বলে
কাজ কি মেয়ের কথা কয়ে।

কথা: কুবির গোঁসাই
সূচী

বাউল (কর্তাভজা)-২৮৮: এই ধড়ের বিচার কর রে

এই ধড়ের বিচার কর রে মন ভাই –
চোদ্দ পোয়ার মাঝে কোথা কোনখানেতে বেরাজে সাঁই।
ঘরের মধ্যে বা কে বাহেরে বা কে আধর-চাঁদকে খুজে না পাই।

ধড়ের মাঝে হিন্দু যবন কোনখানেতে কোন জগৎ নিরুপণ
কোনখানে ব্রহ্মার আসন সেই কথা তোমারে শুধাই।
কর বর্ণ বিচার মন রে আমার কোথা উত্তম অধমের ঠাঁই।
ধড়ের কোথা গয়া কাশী কোনখানেতে বারাণসী
কোনখানেতে পূর্ণমাসী হেরে মনের আশা পুরাই—
আছে কোনখানে অযোধ্যাবাসী দিতেছে রাম সীতার দোহাই।
কোথা দোজক ভেস্তখানা ধড়ের কোনখানে মদিনা
কোনখানে কাফের বেদিনা কোনখানে কারবালা কশাই।
ধড়ের কোনখানেতে শহিদ হলেন হাসান হোসেন দুটি ভাই।
কোনখানে বৈকুণ্ঠপুরী গোলকনাথ গোলকবিহারী
কোনখানে গোবর্দ্ধন গিরি হেরে দুটি নয়ন জুড়াই।
ধড়ে বৃন্দাবন রয়েছে কোথা বিরাজ করেন কানাই বলাই।
ধড়ের কোথা সপ্তসাগর ভাসিছে কোথা মৎস্য মকর
কোনখানেতে সিংহ শূকর ইহার সকল ঠিকানা চাই।
ধড়ের কোন গাছে কোন পক্ষী বসে কৃষ্ণ গুণ গাইছে সদাই।
স্বর্গমর্ত্য পাতাল আদি কোনখানে পুলছেরত নদী
কোনখানেতে আল্লাহাদি হবেন সেই আখেরি কাজাই
কুবির বলে আমি চরণ ভেবে অতি সংক্ষেপেতে বুঝাই।

কথা: কুবির গোঁসাই
সূচী

বাউল (ফকিরি)-২৮৯: সত্য বলে জেনে নাও এই

সত্য বলে জেনে নাও এই মানুষ লীলা
ছেড়ে দাও নেংটি পরে হরি হরি বলা॥
মানুষের লীলা সব ঠাঁই এ জগতে তুলনা নাই
প্রমান আছে সর্বদাই যে করে সেই খেলা॥
শাস্ত্র তীর্থ ধর্ম আদি সকলের মূল মানুষ নিধি
তার উপরে নাইরে বিধি ভজন পূজন জপমালা॥
মানুষ ভজনের উপায় দীনের অধীন দুদ্দু গায়
দিয়ে দরবেশ লালন সাঁইর দায় সাঙ্গ করিয়ে পালা॥

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল-২৯০: যদি রেচক পূরক কুম্ভক করবি

যদি রেচক পূরক কুম্ভক করবি ভাই
তবে নাড়ীর কপাট খুলা মায়া
শিখে নেগা তাই॥
ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নাতে
রেচক পূরক কুম্ভক তাতে
দেখিস যেন এক নাড়িতে
ভাবিস্নে তিন সেরে যাই॥
সূর্যের পথে চন্দ্র চলে
চন্দ্রের পথে সুর্য খেলে
দেখিস যেন চন্দ্র বলে
সূর্য ধরে হস্না ছাই॥
সুষুম্নার উদয় অস্ত
না জানিয়ে হস্না ব্যস্ত
ব্যস্ত হলে ঘুচবে স্বাস্থ্য
অস্ত যাবে প্রাণকানাই॥
সুষুম্নাকে না চিনলে
কুম্ভক হয় না কোন কালে
চন্ডী বলে চিনতে হলে
চেতন গুরু ধরা চাই॥

কথা: চন্ডী গোঁসাই
সূচী

বাউল-২৯১: ক্ষ্যাপা প্রেম নদীতে স্নান করিতে

ক্ষ্যাপা প্রেম নদীতে স্নান করিতে যাবে সাবধানে
যাবে সেই পিছল ঘাটে অকপটে সাধনসন্ধি জেনে।
সেই প্রেম নদীতে ত্রিধারা বয় ত্রিধারায় অমৃত আছয়
পান করিয়ে হয় মৃত্যুঞ্জয় তারে কি করবে শমনে।

সেই প্রেম নদীতে জোয়ার আসে তিন দিন করে প্রতি মাসে
সেথা রসিক যারা আছে বসে স্নান করিবে সেখানে।
গোঁসাই ক্ষ্যাপা বলে এই প্রসঙ্গে কামগায়ত্রী রাখবি সঙ্গে
তখন পার হবি ভবতরঙ্গে সনাতন ভজ গা বসে এক মনে।

কথা: সনাতন দাস বাউল
সূচী

বাউল (ফকিরি)-২৯২: ভুলো না বৈদিকের গাঁজার ধোঁয়ায়

ভুলো না বৈদিকের গাঁজার ধোঁয়ায়
গাঁজাতে দুকুল যাবে মনুরায়॥
আগে গুরু নিষ্ঠা কর
অমৃতধন পেতে পার
তাইতে শ্রীগুরু ধর
সকলের বড়ো সেই হয়॥
এই দেহ মিথ্যা নয় মন
এই দেহেই আছে রতন
যে খোঁজে পায় অন্বেষণ
জীয়ন্তে মরে আত্মার ইচ্ছায়॥
প্রাচীন নূতন দুই পথ ভাই
সাধন-দ্বারে দেখতে পাই
লালন সাঁই বলেন সর্বদাই
দুদ্দু মোর চলিস সদায়॥

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল (ফকিরি)-২৯৩: দরবেশ তুমি আল্লাহ খোঁজ

দরবেশ তুমি আল্লাহ খোঁজ
ঋষি খোঁজে ভগবান
হয় না দেখছি কারো সাধ্যে
করিতে তার অনুসন্ধান॥
ছিঁড়া কাঁথা লেংটি ঝাঁটা

অষ্ট অঙ্গে দীর্ঘ ফোঁটা
মিছে সব ফন্দি আঁটা
সার করিল বন শ্মশান॥
ভগবান সে নয় জানোয়ার
কি দেখা পাবে গো তার
পাইলে পাইবে স্বরূপ সাকার
যে রূপ আছে বর্তমান॥
তন্ত্রমন্ত্র উপবাসে
প্রাণায়াম কি রূদ্ধশ্বাসে
থাকতে আছ কোনো বিশ্বাসে
করে শুধু হাওয়া পান॥
নিজকে যখন চোখে ভাসে
বাক্যে তখন সিদ্ধি আসে
সকল বন্ধন যাবে খসে
আগদোয়ারে উড়বে নিশান॥
তারে আর ভেবো না জুদা
খুদ নিয়ে হয়েছে খোদা
জালালুদ্দিন মন বেহুদা
ঘুরছে সদা পাহাড় ময়দান॥

কথা: জালালুদ্দিন
সূচী

বাউল-২৯৪: এ দেহেতে ছয়টা রিপু

এ দেহেতে ছয়টা রিপু
তারা কোনজন কে—
আমাকে বুঝাইয়া দে।
স্থূল প্রবর্তক সাধক সিদ্ধি
এ দেহতে আছে কোনখানে
আট বাঁক তার বার থানা
চৌদ্দ কামান কে?
চার কুঠুরী ষোল প্রহরী
এ দেহেতে আছে কোনখানে

আঠার মোকামের মধ্যে
বিরাজ করে কে?
গুরুর শিষ্য শিষ্য গুরুর
এ দেহতে আছে কোনখানে
তুমিই আমি আমিই তুমি
'আমি' শব্দ কে?
জোড় হস্তে কয় পাগল হরিদাস
গোঁসাই গুরুজীর চরণে
তুমি যে জগতের গুরু
তোমার গুরু কে?

কথা: পাগল হরিদাস
সূচী

বাউল-২৯৫: আত্মতত্ব বিচার কর দেখি ওরে

আত্মতত্ব বিচার কর দেখি ওরে মন-পাখি
তুমি কি পড়ে পণ্ডিত হয়েছ
তোমার স্বরবর্ণ আছে বাকি।
আত্মতত্ব স্বরবর্ণ সে তো নয় সামান্য
পরতত্ব ব্যঞ্জনবর্ণ ফলাতে গণ্য
সে যে স্বর ভিন্ন নয়—
স্বর হতে হয় দুয়েতে মাখামাখি।
যারে গুরুতত্ব কয় সে যে যুক্তাক্ষর হয়
স্বরবর্ণ জ্ঞান বিনে যুক্ত কেহ না বুঝায়
ও যার স্বরেতে ভুল লেগেছে গোল
কি হবে যুক্ত শিখি।
যেমন আগে স্বরবর্ণ তেমনি সজ্ঞান ভিন্ন —
পরের জ্ঞানে সাধন ভজন হয় না রে জান
বল পরের দেখায় কে দেখিতে পায়
যদি নষ্ট হয় আঁখি।
দেহের কোথায় চারি ধাম ভ্রমি অবিশ্রাম
সেতুবন্ধ দ্বারকা আর বদরিকা যার নাম
গেলে জগন্নাথে সর্বজাতে একত্র মিশে থাকি।

যেমন তথায় একাকার এই ভিন্ন দুই নাইকো রে আর
জাতিকুল মহৎ বিদ্যা সামাজিক ব্যাপার
যার লক্ষ হবে সব ঘুচিবে সূক্ষ্মভাব নিবে ছাঁকি।
লক্ষ্য হবে যার সে কি ভজে নিরাকার
স্বরূপে রূপ মিশায়ে রূপের সাধন কর—
রামকৃষ্ণ কয় অন্য জ্ঞান লবে না বৈদিকি থাকি।

কথা: রামকৃষ্ণ দাস
সূচী

বাউল-২৯৬: আপন ঘরের কোণে আছে মালিক

আপন ঘরের কোণে আছে মালিক
তারে চেন না
ঘর ছাড়া বাহিরে খুঁজলে এ জনমে পাবে না।
আন্দাজেতে হাতড়ে মরো
না দেখে তার পূজা করো
জিজ্ঞাস করলে কি বলতে পারো
কেমন তাহার রূপখানা?
তোমার কাছে থাকে তোমায় দ্যাখে
তোমার নাম ধরিয়া সদাই ডাকে
তুমি তাকে দ্যাখো না।
লক্ষ টাকা খরচ করে
মন্দির আর মসজিদ গড়ে
তাতে পড়ে নামাজ শরার সমাজ
করে পূজা উপাসনা।
ছেড়ে এই মানুষতত্ত্ব
বিপথে হলে মত্ত
স্যামুয়েল কয় মানুষ বর্ত
আমার ভাগ্যে হল না।

কথা: স্যামুয়েল মন্ডল
সূচী

বাউল-২৯৭: বাউল গানের হতেছে প্রচার

বাউল গানের হতেছে প্রচার
কত রাম শ্যাম বাউল সেজে
গান গেয়ে নিচ্ছে বাহার।
দেখি একজনা বাউল
তার কালো কোঁকড়া চুল
তার ভাঙা হাতে বেঁধে ঘড়ি
মারছে কত গুল।
ও সে নকল সুরে গাচ্ছে বাউল
লোকে বলছে চমৎকার।
বাউল বেতার শিল্পী হলে
তার লেজটি যায় ফুলে
লঘুগুরু মানে না আর
আপন মর্ম যায় ভুলে।
আবার হোটেলেতে বসতে পেলে
হয়ে যায় সব একাকার।

সূচী

বাউল-২৯৮: চল যাই শিকারে মানুষ চল

চল যাই শিকারে মানুষ চল যাই শিকারে।
বাঘের ডাকে অন্তর কাঁপে মধুপুরের গড়ে।
গুলি বারুদ বন্দুক লইয়া
ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা কর বিশ্ববিজ্ঞান পড়ে।
দেখবে কোন কলেতে চাবি দিলে
কোন কলেতে ধোঁয়া ছাড়ে।
প্রাণায়াম অভ্যাস কর কুম্ভক সাধনা কর
ধীরে ধীরে কর্ম সার সাধ্যানুসারে।
রেচক পূরক দুইধারে উঠাপড়া করে
জিওন মরণ তার ভিতরে কমাইতে বাড়াইতে পারে।
বাউলকবি রসিদ বলে দেহ মন্ডল কলে চলে
নদী নালা খালা বিলা কান্তারে প্রান্তরে।
দেহরাজ্যের আচার বিচার যে করিতে পারে
কি হবে তার তপে জপে স্বর্গে যাবে স্বশরীরে।

কথা: রশিদউদ্দীন
সূচী

বাউল-২৯৯: চাষীর মত দরদি আর কই

চাষীর মত দরদি আর কই গো
চাষীর মত দরদি আর কই।
চাষী ভাইদের আসল পুঞ্জি
লাঙ্গল জোয়াল ফলা মই।
মেঘে ভিজে রৌদ্রে পুড়ে
ঘাম বাইর হয় অঙ্গ জুড়ে
পতিত জমি আবাদ করে
মই দিয়া পার করে সই।
বীজ বুনিলে সময়েতে
সোনা ফসল ফলে ক্ষেতে
চাষীর হাতের ধান চালেতে
হয় মুড়ি চিড়া খই।
ধানের ক্ষেতের সবুজ মায়ায়
রং দেখা দেয় আকাশের গায়
চাষীর ছেলে স্কুলে যায়
হাতে বর্ণবোধ বই।
চাষীর হাতে সোনা ফলে
আয় চাষী ভাই দলে দলে
সবাই মিলে গলে গলে
ঐক্যবদ্ধ হয়ে রই।

কথা: মজিদ তালুকদার
সূচী

বাউল-৩০০: হরি কোন দেবতা থাকেন কোথা

হরি কোন দেবতা থাকেন কোথা
জানতে তাই ইচ্ছা করি।
হরির বরন কেমন গঠন কেমন কিবা রূপের মাধুরী

তিনি কি নিরঞ্জন কি নারায়ণ কি ব্রহ্ম কি ত্রিপুরারি।
হরির আহার বা কি বিহার বা কি
কোথায় ও তার ঘর বাড়ি—
তিনি নর কি পশু আশুতোষ কি নামধারী।
তিনি সত্য কি নিত্য পদার্থ তত্ত্ব ভাব বুঝতে নারি
তিনি কি কালী তারা ভয়ঙ্করা পরাৎপরা কি ঈশ্বরী।
তিনি শক্তি কি ঐ মহাশক্তি যুক্তি উক্তি তাই করি
তিনি কি রাধাকান্ত কি অশান্ত কৃতান্ত দমনকারী।
তিনি চোর কি সাধু পূর্ণ বিধু নিতাই কি গৌরহরি
তিনি কি যিশু ইশু অষ্টবসু গৃহী বনচারী—
তিনি রাম কি রহিম আল্লা করিম কোন রূপে অবতরি।
কলিতে গুরু শিষ্য ভাব প্রকাশ্য সেই রূপে কি রূপ ধরি
হাউরে বলে ভব ক্রমে কোন নামে জীব যায় তরি।

কথা: হাউরে গোঁসাই
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৩০১: মিছে ভাই জাতির বিচার আচার

মিছে ভাই জাতির বিচার আচার ব্যাভার
মিছে এই দুনিয়াদারি
দিনকয়েকের জন্য কেন কর এত বুঝতে নারি।
তাঁর কাছে নাহি ভিন্ন কেহ অন্য
সকলই তাঁর কারিগরি।
দেখ কৃষ্ণ বিষ্ণু মুসা ঈশা
নানক নিতাই জটাধারী
ওরে ভাই অন্নপূর্ণা বিবি ফতেমা
মোহাম্মদ পয়দা তাঁরই।
ওরে নাই ভেদাভেদ বর্ণবিভেদ
কিছু প্রভেদ কাছে তাঁরই—
মশা কয় ধোঁকায় পড়ে বোকা হয়ে
করি আমরা মারামারি।
আখেরে কিছু রবে না হবে কানা
‘আখের ফানা’ মনে করি—
এসো ভাই সবাই মিলে দিল খুলে
দেলের মলা দূর করি।

কথা: মীর মশাররফ হোসেন
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৩০২: এই ভারতের সন্তান মোরা

এই ভারতের সন্তান মোরা হিন্দু-মুসলমান
মোরা কেউ পড়ি হাদিস-কোরাণ
কেউ বা পড়ি বেদ-পুরাণ।
খাই একই জল একই হাওয়া
একই পথে আসা যাওয়া
মন্দিরে কেউ শঙ্খ বাজাই
মসজিদে কেউ দিই আজান।
একই পোশাক পরি মোরা
এক মাটিতে করি চাষ
সুখে দুখে কাঁদি হাসি
একখানেতে করি বাস।
এক খাটিয়ায় যাইগো চড়ে
কেউ শ্মশানে কেউ বা গোরে
একই সুরে গেয়ে বেড়াই
মুর্শিদি আর বাউল গান।

কথা: শেখ সামিউল হক
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৩০৩: কেমন করে সব নদীর জল

কেমন করে সব নদীর জল এক সাগরে যায়
আমি বুঝতে পারি না গো গুরু বলে দাও উপায়।
কোনটা ছোটো কোনটা বড়ো
তোমরা সবাই বিচার কর
ভেদাভেদ থাকে কোথা পড়লে নদী মোহনায়।
লাল নীল আর সাদা কালো
কোনটা মন্দ কোনটা ভালো
একই পথের পথিক সবাই যাবে ছুটে দরিয়ায়।

ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে ধরে
কেউ ওজু কেউ পুজো করে
কেউ ডাকে তারে পানি বলে জল বলে কেউ খায়।

কথা: শেখ সামিউল হক
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৩০৪: লোকে কয় মহিন বাঙাল কোন

লোকে কয় মহিন বাঙাল কোন জাতির ছেলে
মীর-খোন্‌কার না জোলা-কুলু মুচি কি জেলে।
সবাই বলে লোকটাকে চিনি
কোথায় বাড়ি কোথায় ঘর তাহা না জানি
গান করে দেশে-বিদেশে
চেনে ওকে সকলে।
ঘুরে বেড়ায় যেথায় সেথায়
মুচি-মেথর হিন্দু-মুসলিম সবার বাড়ি খায়
মানে না কোন জাত ব্যবধান
সমাজ ছাড়া চলে।
মহিন বলে জাত বুঝিনে ভাই
নারী-পুরুষ এই দুটি জাত ভেবে দেখতে পাই
এক চালের ভাত সবার বাড়ি
কি হইবে খেলে।

কথা: মহিন শাহ্‌
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৩০৫: জাতের ঠাকুর বিরাজ করে

জাতের ঠাকুর বিরাজ করে
বাংলাদেশের ভাঙ্গা ঘরে॥
কি অপরূপ জাতের স্বরূপ
আঁধার রাতে সুরুজের ধূপ
ভাত নাই আছে খুব বড়াই
ছায়া মাড়ালে সিনান করে॥

তেলি কুলি কাহার মুচি ডোম
এক জাতে কাটে কেবল লোম
বেদে পাটনি বোদ্দি সান্দার
কাপড় বুনায় কারিগরে॥
সেদিন পঞ্চাশের আকালে
সব জাতের বালাই ফেলে
যেয়ে মুচির বাড়ি ভাতের হাঁড়ি
আনছে শুনি চুরি করে॥
যদি আবার আকাল ফিরে আসে
জাত চড়িবে দশটার বাসে
জাতের ঠাকুর পড়বে ধরা
মহিন রয় ভদ্রাসনের মোড়ে॥

কথা: মহিন শাহ্
সূচী

বাউল-৩০৬: সব জাতির এক জারজ সন্তান

সব জাতির এক জারজ সন্তান
আমি হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান
রাম রহিমের মালা পড়ি
বৌদ্ধ যিশুর জপ করি
ধর্মের বাঁধা গন্ডি ছাড়ি
সর্ব সমান করিবে জ্ঞান।
মুসলিম সাথে যাই জামাতে
হিন্দু ধর্মে আছি মেতে
যিশুর চরণ চাই পূজিতে
বৌদ্ধ বাক্যের দেই রে মান।
হিন্দু মুসলিম শতধর্ম
একই মানুষ কতই কর্ম
নারী পুরুষ জাতির চিহ্ন
ঘোড়ার চিহ্নে রয় সজন।

সূচী

বাউল(ফকিরি/আলকাপ)-৩০৭: মহাতীর্থ সার পদার্থ মানব দরশন

মহাতীর্থ সার পদার্থ মানব দরশন
শিক্ষা পাবে তিমির যাবে হবে চক্ষের উন্মীলন।
একা ছিলেন খোদা মোক্তারন
সৃষ্টি করলেন মানুষ রতন
মানুষ বিনে কোনখানে সুখ পাবে না কদাচন।
মানুষ বস্তু না চিনিলে পাবে কোথায় খুঁজলে
হেলা করে আদমের
আজাজিল পড়েছে ফেরে
রাষ্ট্র সংসারে।
তার ভজন সাধন বরবাদ গেল
শয়তান হল সে কারণ।
খেপা নৈমুদ্দিন রটে
জ্ঞান হল না ঘটে
পলেম বিষম সংকটে
কর ঠিকানা মানুষ রূপে সাঁই রব্বানা
বিরাজ করতেছে।

কথা: নৈমুদ্দিন
সূচী

বাউল-৩০৮: একবার বিদায় দাও মা ঘুরে

একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি
আমি হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি
দেখবে ভারতবাসী॥
কলের বোমা তৈরী করে
দাঁড়িয়েছিলাম রাস্তার ধারে মাগো
বড়লাটকে মারতে গিয়ে
মারলাম আরেক ইংলন্ডবাসী॥
শনিবার বেলা দশটার পরে

আদালতে লোক না ধরে   মাগো
হল অভিরামের দ্বীপ চালান মা
ক্ষুদিরামের ফাঁসি॥
বারো লক্ষ তেত্রিশ কোটি
রইল তোমার বেটাবেটি   মাগো
তাদের নিয়ে ঘর করিস মা
বৌদের করিস দাসী॥
ওমা দশমাস দশদিন পরে
জন্ম নেব মাসির ঘরে   মাগো
তখন চিনতে যদি না পারিস মা
দেখবি গলায় ফাঁসি॥

কথা: পীতাম্বর দাস
সূচী

বাউল-৩০৯: মানুষ তোমার কোথায় অবস্থান—

মানুষ তোমার কোথায় অবস্থান—
আসো যাও নাই স্থিরতা অনুমান আর বর্তমান।
বুঝো না এই বারতা
মানো না তুমি বিধাতা
প্রকৃতি যে সেই তো মাতা কথাটি কি মূল্যবান।
কেবল আছ স্বার্থ চিন্তায়
পরমার্থ কি তাতে পাওয়া যায়
স্বার্থের বোঝা নিয়ে মাথায় চেনা যায় না সেই ভগবান।
কথায় কথায় কথা বাড়ে
পঞ্চভূত ঐ চাপল ঘাড়ে
সহজে কি সে ভূত ছাড়ে কুটিল করল সরল মন।
মানুষ হল সবার উপর
ভগবানের সৃষ্টির ভিতর
চিন্তা করবার নাই অবসর ভবা কয় মন শুনো শয়তান।

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৩১০: আমি সুখের নাম শুনেছিলাম

আমি সুখের নাম শুনেছিলাম
দেখি নাই তার রূপ কেমন।
আমার দুখনগরে বাটি পরিবার
দুঃখ রাজার বেটি—
দুজনায় দুঃখে করি কাল যাপন।
সুখের দেখা পাব বলে
এসেছিলাম ভুমণ্ডলে
ঘটল নাকো এই কপালে
কোনখানে সে হল গোপন।
আমি খুঁজে খুঁজে জগৎ মাঝে
পেলাম না তার অন্বেষণ।
মনে করি সুখের দেশে
সুখী হয়ে থাকব বসে
দুঃখু বেটা তাড়িয়ে এসে
কেশ ধরে করে শাসন।
আমি দুখের পথে দুখের মতে
দুখের নাম করি সাধন।
দুখের বসন ভূষণ পরে
ঘুরে বেড়াই দুখশহরে
দুখের বেলা দুই প্রহরে
দুখের অন্ন করি ভোজন।
দুখের শয্যা পেতে সন্ধ্যাকালে
দুঃখেতে করি শয়ন।
দুঃখ আমার মুক্তিগতি
দুঃখ আমার সঙ্গের সাথি
হৃদয়ে জ্বলে দুঃখের বাতি
দগ্ধ করে দিল জীবন।
আমার দুঃখের কথা রইল গাঁথা
করবে কে তা নিবারণ।
যাদুবিন্দু মনের দুখে
কুবির কুবির বলে ডাকে
একবার দেখা দাও তাকে
বিপদভঞ্জন মধুসূদন।
আমি তোমায় পেলে তোমারি বলে
দুখের শির করি ছেদন।

কথা: যাদুবিন্দু গোঁসাই
সূচী

বাউল-৩১১: মদিনাতে এল মহম্মদ

মদিনাতে এল মহম্মদ
গোকুলেতে এল শ্যাম
ইমান খেলা খেলে রসুল
লীলা খেলে ঘনশ্যাম ॥
হজরত আলি পাগল হল
নারীর প্রেমে মদিনায়
বাঁশির সুরে পাগল হয়ে
রাধা চলে যমুনায় ॥
একই কুলে জন্ম মোদের
হিন্দু আর মুসলমান
একই বীজে জন্ম সবার
একই স্তনে স্তন্যপান ॥
দেখে যারে হিন্দু মুসলিম
বৃন্দাবন আর মদিনায়
দুই রাখালে যুক্তি করে
ভেড়ি আর গরু চড়ায় ॥
মুসলমানের আল্লা যেমন
হিন্দুর হল ভগবান
জল পানি একই বস্তু
ভিন্ন কভু নয় রে আন ॥
মণি বলে হিংসা হিংসী
হল তাহার মূল কারণ
ভায়ে ভায়ে কোলাকুলি
কর সবে একমন ॥

কথা: মনীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৩১২: বলতে পার মানুষ তুমি কোন

বলতে পার মানুষ তুমি কোন জাতের ছেলে?
তোমার কর্তাবাবার নাম কি ছিল—
পৈতা দাড়ি টিকি টুপি কেবা রাখিত
আল্লা হরি যিশু কৃষ্ণ কাকে ডাকিত
তারা কোন্ খাবারে প্রাণ বাঁচাত?
বাস করে পশুর দলে—
যাদের বাসা ছিল পর্বতের গহ্বর
হায় রে আমার রঙেরই মানুষ তাদের বংশধর।
মানুষ জানবে যেদিন আদি খবর
খর্সা খাতিয়ান খুলে
জাতির নামে বজ্জাতি রূপ পর্দার আড়ালে—
ধোপার নীলে ধূর্ত শৃগাল নামটি বাড়ালে
এবার ধরবে সেদিন আফাজুদ্দিন হুক্কাহুয়া ডাক দিলে।

কথা: আফাজুদ্দিন
সূচী

বাউল-৩১৩: যে তোরে করেছে সৃষ্টি

যে তোরে করেছে সৃষ্টি
ভজ তাহারে
সে কি কারো জাতি কুলের
বিচার করে।
কিবা হিন্দু কিবা মুসলমান
কিবা ভগবত কিবা কোরান
না জানলে ভজনের সন্ধান
কে দেখতে পারে।
কি বা গৃহী কি বৈরাগী
কি সন্ন্যাসী কিবা যোগী
না হইলে সে অনুরাগী
কে পাবে তারে।
বলে গোঁসাই আশানন্দ
ভজ রে জগদানন্দ
পাবি রে পরমানন্দ
ব্রজ নগরে।

কথা: আশানন্দ গোঁসাই
সূচী

বাউল (ফকিরি/দরবেশ)-৩১৪: জাতির নামে বজ্জাতি সব জাতি

জাতির নামে বজ্জাতি সব জাতি কি নিবা সঙ্গে করে
সাদা কিবা কালো বরন জাত দেখেছ কি এক নজরে।
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি এই জেনেছ জাতির জান
লম্বা কি সে গোল আকৃতি কি করেছ তার প্রমাণ।
অদৃশ্য যা যায় না দেখা
কিসে হয় তার লেখাজোখা
জাত-জুয়াড়ি খেলছে যারা কি প্রমাণ করিল তারে।
জগন্নাথে দেখ যেয়ে জাতির আছে কি বিচার
ব্রাহ্মণ-চন্ডাল, চামার-মুচি সব দেখি একাকার
চন্ডালের অন্ন ব্রাহ্মণ খেল
তাইরে প্রভু দেখা দিল
শাস্ত্রমতে শোনা গেল জাতি থাকে কি প্রকারে।
মক্কা মন্দির গির্জা ঘরে জাতির আছে কি প্রমাণ
আরফতের মাঠে মন্দির-মঠে জাত বলে কে কারে শুধান
ঐশী প্রেমে হয়ে মত্ত
সবে ভাবে একাত্ম
ছোটো মনের কাজ নয়তো জাত-অজাত যে সঙ্গ করে।
আসবার সময় কি জাত ছিলে কি জাত হবা মলে
ছেঁউরিয়ার সাঁই দরবেশ লালন এই কথা পদে বলে
খোদা বক্‌শ্‌ বলে আমার নাই জাত
দরবেশ শুকচাঁদ শাহ দেখিয়েছিলেন পথ
নাইকো মোটে বাদ-বিসম্বাদ আছে পবনকে সঙ্গে করে।

কথা: খোদা বক্‌শ্‌ শাহ্‌
সূচী

বাউল-৩১৫: গুরুর পদে প্রেম ভক্তি হল

গুরুর পদে প্রেম ভক্তি হল না মন হবার কালে॥
আর কি রে তোর সাধন ভজন অনুরাগের সময় গেলে॥
আগ বাজারে গেলে পরে রে কত মণিমুক্তা মেলে
ওরে শেষ বাজারে গেলে পরে কি যেন ঘটে কপালে॥
কাননে এক বৃক্ষ ছিল রে ও ফল ধরত কালে কালে
ওরে অকালে ফল ধরলে পরে বিনাশ হয় তার ফলে মূলে॥
যখন ফুলে মধু ছিল রে ভ্রমর আসতো দলে দলে
ওরে আর কি আসিবে রে ভ্রমর কমলকলি শুকাইলে॥

সূচী

বাউল-৩১৬: মিছে জাত জাত করে করে

মিছে জাত জাত করে করে গন্ডগোল অজ্ঞানী নর যত
বিচার করিয়ে না দেখিয়ে হায় হয় বিবাদে রত।
এক হতে এই বিশ্বের উৎপত্তি
সৃষ্টির মূলে সব এক জাতি
নরাদি বিহঙ্গ কীটপতঙ্গ
এরা ভিন্ন জাতির নিশ্চিত।
মহাদাদি অনুসধে দুই জাতি
সত্য যার পৃথক আকৃতি
একথা শাস্ত্র সম্মত।
জিজ্ঞাসা করিয়া জাত পরিচয়
কেমনেতে ইহা সত্য প্রমাণ হয়
স্পর্শন ভোজনে জাতি ঘুচে যায়
বুঝতে নারি একি মত।
হিন্দু কি খ্রিস্টান মুচি মুসলমান
এর ভিন্ন জাতি কি জাতি তারে প্রমাণ
কেবল বহুত্বের শ্রেণীবিভাগ যেন
মূল একের বিকাশ জগৎ।
সম্পর্কিত ভোজনে জাতি ধ্বংস হয়
কি বিচারে তা হয় সুপ্রত্যয়
কেবল হিংসা দ্বেষ দলাদলি গোড়ায়
গোঁড়ামি ভন্ডামি এত।

দেখিয়ে যাহারে নাহি যায় চেনা
সে যে ভিন্ন জাতি বিকল ধারণা
শুধু শুনে শুনে বুঝি অনুমানে
নাহি সত্য অবগত।
ছোঁয়া খেলে যদি জাতি ধ্বংস হত
মেয়ের ছোঁয়া খেয়ে সবে মেয়ে হত
গরুর উচ্ছিষ্ট করিয়ে ভক্ষণ
জগৎময় গরু হত।
সচ্চিদানন্দ কয় কূতুহলে
জাতি নাশ নাহি হয় ছুঁলে খেলে
আদি বিশ্বমূলে দেখ চক্ষু মেলে
হবে কেচকেচি দূরীভূত।

কথা: সচ্চিদানন্দ
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৩১৭: আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম—

আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম—
গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান
মিলিয়া বাউল গান ঘাঁটু গান গাইতাম।
বর্ষা যখন হইত গাজীর গান আইত
রঙ্গে ঢঙ্গে গাইত
আনন্দ পাইতাম।
বাউল ঘাটু গান আনন্দেরই তুফান
গাইয়া সারি গান নাও দৌরাইতাম।
হিন্দু বাড়িন্ত যাত্রা গান হইত
নিমন্ত্রন দিত আমরা যাইতাম।
কে হবে মেম্বার কে গ্রাম সরকার
আমরা কি তার খবর লইতাম?
বিবাদ ঘটিলে পঞ্চায়েতের বলে
গরিব কাঙ্গালের বিচার পাইতাম—
মানুষ ছিল সরল ছিল ধর্মবল
এখন সবাই পাগল

বড়োলোক হইতাম।
করি ভাবনা সেদিন কি পাব না
ছিল বাসনা সুখী হইতাম।
দিন হতে দিন আসে যে কঠিন
করীম দীন বলে
কোন্ পথে যাইতাম।
গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান
বাংলার নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান
মিলিয়া বাউলা গান ঘাঁটু গান গাইতাম—
আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম।

কথা: আব্দুল করীম
সূচী

বাউল-৩১৮: মানুষ মানুষ সবাই বলে কে

মানুষ মানুষ সবাই বলে কে করে তার অন্বেষণ
পঞ্চম স্বরে মনের সুখে ডাকেন তারে ত্রিলোচন।
চৌদ্দ শাস্ত্র অষ্টাদশ পুরাণ চার বেদের সরাণ
কদাচিৎ কেউ পায় তার সন্ধান যার আছে উদ্দীপন।
কোটি সমুদ্র গভীর অপার যে জানে সে নিকট হয় তার
কলমেতে না পায় আকার শুদ্ধ রাগের করণ।
রাষ্ট্র আছে ভূমণ্ডলে মথুরাতে জন্ম নিলে
কত লীলা প্রকাশিলে সেই কৃষ্ণধন।
রাসলীলা হয় বৃন্দাবনে জানে কোন ভাগ্যবানে
রাধাকৃষ্ণ নাহি জানে জানে না সে গোপীগণ।
নন্দসুত বল যারে সেই এসে এই নদেপুরে
হরিনাম দেয় ঘরে ঘরে শচীর নন্দন।
রাধাঋণ শুধিবে বলে রাই অঙ্গে অঙ্গে মিশায়ে
হরি হয়ে হরি বলে
কোন হরিতে হরলে মন—
সব হারালাম কর্মদোষে দেখে শুনে লাগল দিশে
এই অকারণ।
পিতা আমায় যে ধন দিলে রত্নমনি তারে বলে
ভবকূপে দিলাম ঢেলে ছড়াইলাম অকারণ।

কথা: রামদাস
সূচী

বাউল-৩১৯: হিসাব দেখ এই মানব জমিনে।

হিসাব দেখ এই মানব জমিনে।
করেছেন তিন কারিগর মিলিয়ে শহর
টানা দিয়ে তিন গুণে।
সুভাশুভ যোগের কালেতে
জীব মার গর্ভে প্রবেশ করে ক্ষিতির পথেতে
উলট দল কমল যথা বিশেষ মতেতে।
এইবার সৃষ্টিকর্তা গড়লেন আত্মা
কর্মসুত্রের ফল জেনে।
প্রথম মাসে মাংস শোনিতময়
দুই মাসে নর নাভি কড়া অস্থির উদয়
তিন মাসে তিন গুণে মস্তক জম্মায়—
চতুর্থেতে নেত্র কর্ণ অস্থি চর্ম লোম গুণে।
পঞ্চমেতে হস্ত পদাকার
পঞ্চতত্ব এসে করল আত্মাতে সঞ্চার
সেই দিন হল জীব লোক আকার প্রকার—
ছয় মাসেতে ষড়-রিপু বসিল স্থানে স্থানে
সপ্তমেতে সপ্তধাতু যে মেদ-মজ্জা-শোণিত-শুক্র
রক্তমাংস হাড় হইল সে
অষ্টমেতে অষ্টসিদ্ধি এল ভোগের কারণে।
নয় মাসেতে নবদ্বার প্রকাশ
একটি দ্বার গোপন রইল
গুরুজি কহিলেন আভাস
পঞ্চবিংশতি তত্বসহ বাস।
দশ মাসেতে দশ ইন্দ্রিয়
না থাকে গর্ভ ধামে।
গোঁসাই কালা বলে শোন রে গোপালে
বায়ুকর্তা নেত্র এল বাহির মহলে
জীব মূলে ভুলে কান্দে পড়ে ভূতলে।
জীবের সম্বন্ধ আর ঠিক থাকে না
যখন উদয় যেখানে।

কথা: গোপাল দাস
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৩২০: মানুষ ভজন করবা যদি মনে

মানুষ ভজন করবা যদি মনে করেছ এই কামনা
মনফুলে ভজ মানুষ বনফুলে তা তো মেলে না।
বনফুল আর কুল্লের কারণ পূজা আর পার্বণে
মহতের অধিবেশনে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানে
উচ্চ অফিসার আসিলে মালাদান হয় তাহার গলে
মনের সুকৌতুক হলে দান-দক্ষিণা করে সে না।
বেলি বকুল টগর গোলাপ রজনিগন্ধা গন্ধরাজ
লাল করবী শ্বেত করবী শোভা করে তাহার মাঝ
গেঁদা ফুলে নেকলেস্ করে হৃদয় যদি তাতে ভোলে
নিষ্ঠামনে পরাইলে তবে হয় মানুষের সাধনা।
অন্তর মন্দিরে রেখে কর তাহার কল্পনা
আনপড় সঙ্গ ছাড় সত্যেরে দেয়ো আসনখানা
শুদ্ধ শান্ত গঙ্গাজলে ভজ মানুষ মন-কমলে
দরবেশ শুকচাঁদ সাইজি বলে দীন বক্শার হয় পূর্ণ-সাধনা।

কথা: খোদা বক্শ্ শাহ
সূচী

বাউল-৩২১: আল্লা হরি কি জাত ছিল

আল্লা হরি কি জাত ছিল
মরি মনোদুঃখে চর্মচোখে তারে দর্শন না হইল।
কেউ বলে মোর আল্লা বড়ো কেউ বলে মোর হরি বড়ো
কি দেখে ভজন কর আঁধারে সাপ ধর
দুভাবে পড়ে এক পথ ছেড়ে কে কোথায় ধর্ম করিল।
দেখো সব জিনিসে ঈশ্বর থাকে
ও সে দেয় না দেখা যাকে তাকে
দেশ ছাড়া আছে ফাঁকে কথা বলব কাকে
দেখো গঙ্গার জল আর পুষ্করিণীর জল

ইহার মধ্যে দ্বৈত বাধিল।
যেমন এক বাপেতে জন্ম হল
আবার এক না ভজে সবে মলো
এসব কারে বলব বল বললে সব বিফল
গোঁসাই গোপাল বলে কর্মফল
এক চিনে আর না ভজিল।

কথা: গোঁসাই গোপাল
সূচী

বাউল(পককিরি)-৩২২: মানুষ ভজন করব বলে মনেতে

মানুষ ভজন করব বলে মনেতে করি বাসনা
বনফুলে পুঁজি মানুষ মনফুল তো ফুটিল না।
মানবলীলা সব লীলার সার শুনেছি তাই শ্রবণে
কি রূপে ভজিব মানুষ তাহার সন্ধান জানিনে
সেবা কিংবা ভক্তি দিলে
তাই কি মানুষ ভজা বলে
চন্দন প্রদীপ আর বনফুলে কিসে হয় মানুষ ভজনা।
মানুষে মন্হুঁশ কামনা করি বল কেমনে
ফুল তুলিতে বেলা গেল মালা গাঁথব কখনে
মম মনসুতা নাইকো ভাল
কেমনে মালা গাঁথব বল
গাঁথতে গাঁথতে বেলা গেল কণ্ঠে পরাব কখনে।
ত্রিলোকের মনোহরা রূপ নরবপু তাহার স্বরূপ
পুঁজিলে কি মেলে মানুষ গঙ্গাজল তুলসী দিলে ধূপ
উচ্চ করে আসন দিলে
তাই কি মানুষভজা বলে
শুকচাঁদ সাঁই মোর কিসে মেলে দীন বক্শার সদা এই ভাবনা।

কথা: খোদা বক্শ্ শাহ
সূচী

বাউল-৩২৩: শত পুত্রের বাবা হয়ে গেছে

শত পুত্রের বাবা হয়ে গেছে হাবা
ধৃতরাষ্ট্র প্রমান আছে গো দেখি
সাধ কেন চিত্তে বেটার বাপ হতে
বেটা কি তোমায় করবে সুখী॥
অন্ধ মুনির পুত্র সিন্ধু মুনি ছিল
অন্ধ পিতারে রেখে জল আনিতে গেল
জল জল করে পরাণ ত্যেগিল
সে সব কথা পুরানেতে দেখি॥
চারি পুত্রের বাবা দশরথ রাজা
বাসি মরা হয়ে ঘৃতে রইল ভাজা
আবার বসুদেবের দেখ হল কারাদন্ড
পুত্র যার কৃষ্ণ কমল আঁখি॥
লঙ্কার অধিপতি রাবনেরে দেখি
শোয়ালক্ষ পুত্র নয়লক্ষ নাতি
কেহ রহিল না বংশে দিতে বাতি
সে সব কথা রামায়নে দেখি॥
গোঁসাই গুরুচাঁদ কৃষ্ণদাসে বলে
গুঁটিপোকার মত মনিবের এই লীলে
আপনি জড়ায় আপনারি লালে
শেষে বলে হায় হায় করিলাম কি॥

কথা: গুরুচাঁদ গোঁসাই
সূচী

বাউল-৩২৪: দেহতত্ত্ব জানবি যদি

দেহতত্ত্ব জানবি যদি
গুরুর চরণ ধর—
পাড়ে যাবি তুই নিত্য দেহে
চারি চন্দ্র সাধন কর॥
সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র দেহে আছে ঐ
হস্ত পদে কুড়ি চন্দ্র গন্ডস্থলে দুই
আছে অধরে ললাটে দুটো
অর্ধচন্দ্র তার উপর॥

চারি চন্দ্রের জান রে সন্ধান
একটি পবন একটি উলান রোহিণী আর কান
আবার চন্দ্র বীজে সুধা ঝরে
খেলে মানুষ হয় অমর॥
শরৎ বলে সমন রাহুতে
চন্দ্র সুর্য গ্রাস করে সেই সময়েতে
হলে দুই রাহু একদিকেতে
সেদিন আঁধার হবে এই দেহ ধর॥

কথা: দীন শরৎ
সূচী

বাউল-৩২৫: সাড়ে চব্বিশ তত্বের কথা

সাড়ে চব্বিশ তত্বের কথা
কও শুনি হে গুরুধন
দেহতত্ব জানতে আমার
মনের আকিঞ্চন।
এই যে আমার দেহ মাঝে
কোন চন্দ্র কোথায় বিরাজে
আবার কোন চন্দ্র আকাশে বল
কোন চন্দ্র পাতাল ভুবন॥
কোথায় আছে রবি শশি
চন্দ্র সুর্য তাই প্রকাশি
আবার কোন সময় পূর্ণ মাসি
কোন তিথিতে হয় গ্রহণ॥
চারি চন্দ্রের সাধন তত্ব
গুরু আমায় বল সত্য
আবার কোন চন্দ্রের হয় কি মাহাত্ম্য
জানতে চাই তার মূল কারণ॥
শরৎ বলে গ্রহণ কালে
কোন রাহু সে চন্দ্র গেলে
আবার কোন চন্দ্র করিলে সাধন
ভবে আসা যাওয়া হয় বারণ॥

কথা: দীন শরৎ
সূচী

বাউল-৩২৬: পাগলা মন রে আমার কথা

পাগলা মন রে আমার কথা শোন
এখনো তুই বুঝে চল
গুরু কৃষ্ণ ভুলে কাল কবলে
পাগলা কেন যাবি রসাতল॥
দৈব অপরাধ কীটে
ভক্তি লতা দেয় রে কেটে
উপশাখা গেল সেঁটে
মূলে ঢালো কৃপাসিন্ধু জল॥
যা গেছে তা গেছে চলে
যা আছে তা নাও সামালে
পুনঃ মালী যতন করলে
অবশ্য ফলিবে ফল॥
গোড়া কেটে ডগায় জল
সিঁচিলে না ধরে রে ফল
মদন রসে হয়ে বিহ্বল
হারাইলে বিদ্যাবুদ্ধি বল॥
গোঁসাই গুরুচাঁদ মূল শাখা
বাড়তে দেয় না উপশাখা
মূল বীজ না করিলে রক্ষা
রাধাশ্যাম দাসের কর্মফল॥

কথা: রাধাশ্যাম গোঁসাই
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৩২৭: তোরা কে যাবি শিকারে

তোরা কে যাবি শিকারে
বাঘের ডাকে অন্তর কাঁপে
গেলে মধুপুরের ঘরে॥

বাঘের নামটি ফুলেশ্বরী
মুখে যে তার ঘন দাড়ি
চক্ষু নাই তার অন্ধ নারী
গন্ধ পাইলে ধরে—
মরা মানুষ খায় না বাঘে
জ্যান্ত পাইলে আহার করে॥
সেই বাঘের নাকটি বোঁচা
কেউ তারে মেরো না কোঁচা
সেই বাঘের মাজা উঁচা
তাকায় আড়ে আড়ে—
দন্ত নাই বাঘিনীর মুখে
রক্ত খায় সে চুমুক মেরে॥
পঞ্চ জায়গায় পঞ্চ গুলি
যে লাগাতে পারে
সেই বাঘ ধরবার লাগি মদনা ব্যাটা
বেড়াইছে সন্ধান করে॥
জালাল ফকির বলছে ভেবে
কে যাবি বাঘ মারিতে
ভাবের বন্দুক প্রেমের গুলি
সেই বন্দুক নাও না তুলে হাতে॥

কথা: জালাল ফকির
সূচী

বাউল-৩২৮: মনে প্রাণে নয়নে তিনে ঐক্য

মনে প্রাণে নয়নে তিনে ঐক্য যার হবে
দেখ লক্ষ্য-বেধাঁর মত লক্ষ্য, ব্রহ্মরূপ সে দেখতে পাবে॥
পুরকেতে বায়ু যার চলে, অধঃ উর্ধ্ব গতিবিধি যায় দলে দলে
ঐ যে হাওয়ার সনে গেলে পরে মূলে ফুলে মিশিবে॥
মৃণাল হাওয়ার গতি, ত্রিগুণ ধারিনী শক্তি যথায় বসতি
তারে জাগালে যোগনিদ্রা সাধ্যধন বাধ্য হয়
তবে দ্বার পারাপার দাম দামোদরে
উর্ধ্বেতে হইবে গতি দ্বিদল পরে

তবে হবে দৃষ্ট প্রণব পুষ্ট ঘুচবে কষ্ট তাই ভেবে॥
লাল, জরদ, সবুজ আর সাদা
রকম রকম দেখবি সে রঙ বলি সর্বদা।
ঐ যে চাঁদের সুধা পদ্মের মধু সাধনে সাধু খাবে॥
হাউরে বলে স্বরূপ অন্তরে খেলছে সে রূপ নেহারের ঘরে।
যে জন একবার দেখে উপর চোখে অন্ধকার তার ঘুচিবে॥

কথা: হাউরে গোঁসাই
সূচী

বাউল-৩২৯: ব্রহ্মাকারা আনন্দধারা সহস্রারে দীপ্তাকার।

ব্রহ্মাকারা আনন্দধারা সহস্রারে দীপ্তাকার।
তাতে ব্রহ্ম-ক্ষেত্র নিত্যভূমি আনন্দময় সুধার ধার॥
আছে ত্রিকোণরূপে মহাযন্ত্র বিম্ব-ঢাকা চমৎকার।
তাহে পুরুষ-নারী রূপ-মাধুরী শম্ভু-অম্বু-বিন্দু-পার॥
হংস-তত্ত্ব, সাধন-তত্ত্ব, সোহং-তত্ত্ব সাধ্য তার।
তাতে নারীমূলে ত্রিশূল ফেলে শিবের আসন চমৎকার॥
কি মা শক্তি রক্তবরণ অতুলন রূপ প্রচার।
আছে পুরুষ রতন শুভ্রবরণ যোগাযোগে কর্ণধার॥
ভাবের ভাবুক পায় না ভাবি ঘরে দেখে অন্ধকার
হাউরে ভেবে বলে সেই কমল গলে যাওয়া সন্ধি তার॥

কথা: হাউরে গোঁসাই
সূচী

বাউল-৩৩০: সাধন জেনে করণ কর তবে

সাধন জেনে করণ কর তবে হবে ফকিরি
থাক ভাবের বসে রসে মিশে নিত্যধন বর্ত করি॥
ওরে পরপারেতে পরমবস্তু চেতন থেকো তাই ধরি
যেন রসের পাকে যাস নে বেঁকে ধারাতে মরবি ঘুরি॥
জলে কমল কমলে জল আসছে সদা মূল ধরি
খেলছে পিতৃফুলে ব্রহ্মনালে দশম দলে সেই বারি॥
নির্মল-সত্তা কর আত্মা স্বসুখ-সত্তা ত্যাগ করি

মিছে সঙ সেজ না ঢঙ কোরো না ভজবে যদি শ্রীহরি॥
হাউরে বলে ভালোবাসি হৃদয়শশী, সর্বদা পূর্ণ হেরি
আছে আদ্য পরে সুধাধারে রুদ্রদ্বার ব্রহ্মপুরী।

কথা: হাউরে গোঁসাই
সূচী

বাউল-৩৩১: স্বসিন্ধুপারে সে বিন্দুধার, কার সাধ্য

স্বসিন্ধুপারে সে বিন্দুধার, কার সাধ্য যেতে পারে।
আছে মূলেতে মূল সে ধারার মূল তত্ত্ব কর আধারে॥
ত্রিগুণধারিণী ফণি-মণি-ধন ধরে শিরে।
কর তার বলে বল, হবে সফল চলাচল ব্রহ্মদ্বারে॥
ভেদী হয়ে চলো উর্ধ্বে, সাধ্য-পদ্ম ভেদ করে।
হবে স্বরূপ-সাধ্য, সেরূপ বাধ্য আদ্য-পার বিশ্বান্তরে॥
প্রাণ-পুতলী মনমণ্ডলী যোগ কর ভক্তির জোরে।
হবে নিবৃত্তি প্রবৃত্তি-শক্তি প্রফুল্ল মণিচরে॥
বাঁচে যে জন মরে সে জন, প্রয়োজন ভাণ্ড জুড়ে।
ঘুরে তার আশাতে আসা ভবে দ্বারাদ্বার বারে বারে॥
হাউরে বলে সত্য স্বর্গ-মর্ত্য অন্তরে অন্তর করে।
হবে এই পারে পার, ভাবনা কি আর, গুরুর নাম চক্ষে হেরে॥

কথা: হাউরে গোঁসাই
সূচী

বাউল-৩৩২: আগে দেহের খবর জান গে

আগে দেহের খবর জান গে রে মন
তত্ত্ব না জেনে কি হয় সাধন।
দেহে সপ্ত স্বর্গ সপ্ত পাতাল—
চৌদ্দ ভুবন কর ভ্রমণ॥
এই দেহে হয় চব্বিশ তত্ত্ব
গুরুবর্ত করে দেখলি না রে
হয়ে অহংকারে মত্ত।
আছে চব্বিশের উপর তিন তত্ত্ব

যাতে মত্ত হয় রসিকগণ॥
আরো আঠারো চিজে দেহ গঠন হয়েছে
পিতার চার মাতার চার
দেখ রয়েছে।
আরো গুরু যে তায় দশ দিয়েছে
সে কথা কি নেই স্মরণ॥
বলি ওরে মন-কানা তোর ভ্রম তো গেল না
দেহের মধ্যে কে আপন-পর
তাও তো চিনলি না।
এবার যত্ন করে গুরু দ্বারে
চক্ষে দিলি না রে জ্ঞানাঞ্জন॥
এই দেহেতে আছে বাইশ মোকাম—
তার কার বা কোন স্থান
দেখ না খুঁজে কোথায় বিরাজে
তোর পরম গুরু আত্মারাম।
ক্ষেপা রাধাশ্যাম না জানিস তত্ত্ব-প্রমাণ—
গোঁসাই গুরুচাঁদের এই বচন॥

কথা: রাধাশ্যাম গোঁসাই
সূচী

বাউল-৩৩৩: দেহে কাম থাকিতে

দেহে কাম থাকিতে
সময়েতে
রস ভিয়ান কর।
তোর কাম-অনলে
রস জ্বাল দিলে
তরল রস হবে গাঢ়॥
রসের কথা বলি তোকে—
কাঁচা রস তোর যাবে টকে
জারণ-মরণ করো তাকে
মন ঠিক রেখে নাড়চাড়।
দেখ কাম হতে হয় রস আবর্তন

হয় কাম হতে প্রেম-অঙ্কুর॥
প্রেম-খোলায় রস চাপিয়ে
জ্বাল দিবে খুব হুঁসার হয়ে
উথলে যেন যায় না পড়ে
তাহলে শুধু হবে কর্মসার।
যদি সু-তাকে পাক নামাবি রে
স্বসুখ বাসনা ছাড়॥
করবে মন ভিয়ানদারি
বেচাকেনা হবে ভারী
ষোল আনা বজায় করি
যদি ব্যবসা করতে পার।
তবে মদনকে স্ববেশে রাখ
হবে ভিয়ানে মজবুত বড়॥
রসিক ময়রার সঙ্গ ধরে
রসের ভিয়ান জান গে যা রে
গোঁসাই গুরুচাঁদ কয় রাধাশ্যামরে
আমার এই বাক্য ধর।
এবার ব্রজের ভাবের ভিয়ান করে
মধুরত্ন লাভ কর॥

কথা: রাধাশ্যাম গোঁসাই
সূচী

বাউল-৩৩৪: সেই প্রাণের নিধি আছেন নিরবধি

সেই প্রাণের নিধি আছেন নিরবধি ধরবি যদি কর সাধনা।
তিনি আত্মরূপে থাকেন সহস্রারে কেউ চেনে কেউ চেনে না॥
পূর্ব কথা তুমি গিয়েছ তাই ভুলে
সেই অকূলে কূল দিয়ে যে তরাইলে
পড়ে মায়াজালে তারে হারাইলে
আত্মসুখে হয়ে মগনা॥
সেই ওবধি ভাই তোমাতে রয়েছে
সর্বদা ফিরিছে তোমার কাছে কাছে
অনুমানে বল আমায় ছেড়ে গেছে

বর্তমান আছে দেখ না॥
ভুল সংশোধন কর সাধুর কাছে
মৃতদেহে প্রাণ পেলে যেমন বাঁচে
গুরু আত্মরূপে এলেন তোমার কাছে
তুমি তো তারে চিনলে না॥
আমার গোঁসাই গুরুচাঁদ তাই ডেকে বলে
রাধাশ্যামরে তুই পাবি তারে জ্যান্তে মলে
ঘরে থেকে ঘরের মানুষ চিনলি না রে
বাইরে খুঁজলে তারে মেলে না॥

কথা: রাধাশ্যাম গোঁসাই
সূচী

বাউল-৩৩৫: মানুষে মানুষ রয়েছে মিশে।

মানুষে মানুষ রয়েছে মিশে।
তোর নাই জ্ঞান-নয়ন
ও রে অবোধ মন
সে মানুষ-রতন
তুই চিনবি কিসে॥
আলেকের মানুষ থাকে আলোকেতে
মোহ-আন্ধ জানে না পারে চিনিতে
করে স্থানস্থিতি এই মানুষেতে
পলকেতে যায় পলকেতে আসে॥
স্বচৈতন্য মানুষ থাকে হাওয়া ধরে
রূপ নয়ন দিয়ে এক নেহারে হেরে
গুরুর চরণ সদাই ভাবিয়ে অন্তরে
অ-ধর ধরতে পারে অনায়াসে॥
গোঁসাই গুরুচাঁদ বলে দিয়ে গালাগালি
থাকতে চক্ষু অন্ধ হলি মানুষ না চিনলি
ধিক রে তোর গলাতে চুনকালি
শত ধিক তোরে রাধাশ্যাম দাসে॥

কথা: রাধাশ্যাম গোঁসাই
সূচী

বাউল-৩৩৬: কাজ করে যে সেই সে

কাজ করে যে সেই সে কাজের কাজী হয়।
আছে কথায় ধন্য কাজে শূন্য
অমন কতশত পাওয়া যায়॥
কাজ করিলে হয় সে কাজী
ধরিয়া প্রেম-তরীর মাঝি
মনে-প্রাণে হয়ে রাজী
ওঠে প্রেমের নায়।
তারা প্রেমে ডগমগ হয়ে
রূপ দেখে রসে যেয়ে
গুরুর পদে বিক্রী হয়ে
সদায় হরিগুণ গায়॥
গুরুর মুখ-পদ্ম বাক্য
যার হয়েছে হৃদে ঐক্য
তার কাছে নাই বিচার-তর্ক
গুরুর বাক্য সার।
ও তার ধ্যানে গুরু জ্ঞানে গুরু
অন্তরে বাহিরে গুরু
রূপ নেহারে গুরু
গুরুর রূপে রূপ মিশায়॥
ধনী-মানী পণ্ডিত যারা
বিচার-তর্ক করেন তাঁরা
কথায় কথায় কার্য সারা
কাজে কিছু নয়।
ও তার ভুল হয়ে যায় গুরুতত্ব
না জানে তার কি মাহাত্ম্য
বই-পুস্তকে হয়ে মত্ত
বকাউল্লা নাম ফলায়॥
আর বেশ-ভূষা করিয়া গায়
লোক দেখাইয়া করে হায় হায়

লোকের কাছে ভাবুক জানায়
নামাবলী গায়।
গোঁসাই চণ্ডী বলে
রং ধরেছে মাকাল ফলে
আসল কাজের কাজী না হলে
যেতে হবে যমালয়॥

কথা: চণ্ডী গোঁসাই
সূচী

বাউল-৩৩৭: কি করে পার হবি ত্রিবিনায়।

কি করে পার হবি ত্রিবিনায়।
কপট সাধু যারা
যাচ্ছে মারা
ত্রিধারা ত্রিমোহনায়॥
ত্রিবেণী হয় ত্রিগুণে
তিন শক্তি বয় সেখানে
জীবের মুক্তির কারণে
যোগের দিনে হয় উদয়।
থাকে শক্তিপদে ভক্তি যাহার
মা তারে পারে লইয়া যায়॥
পূর্ণিমা-অমাবস্যায়
বান ডেকে বেগ বেশি হয়
বিষম তরঙ্গ-মালায়
নদীর জল ওঠে কিনারায়।
সেদিন কাম-কুম্ভীরের চোট অতিশয়
নামিলে কুম্ভীরে খায়॥
যোগসিদ্ধ যোগী যারা
সেই ঘাটে গিয়া তারা
হেরে নদীর ত্রিধারা
আনন্দে আত্মহারা হয়।
কেউ সাধন জোড়ে যাচ্ছে পাড়ে
কেউ ঘাটে হাবুডুবু খায়॥

ত্রিবেণী তিনটি জোড়া
তাহা বহে তিনটি ধারা
উল্টা আছে ঘেরা চাঁদোয়ায়!
গোঁসাই চণ্ডী কয়, তাহার কেশীঘাটায়
নিশিতে নরবলি হয়॥

কথা: চণ্ডী গোঁসাই
সূচী

বাউল-৩৩৮: খোঁজো সপ্ত স্বর্গ সপ্ত পাতাল

খোঁজো সপ্ত স্বর্গ সপ্ত পাতাল, মন
যাতে মিলিবে রতন।
খুঁজিতে খুঁজিতে যাবি মধুর বৃন্দাবন॥
আগে চতুর্দলে ধর গে গোড়া
ষড়দলে লাগবে জোড়া
রসিক হবি তোরা—
পরে মণিকোঠায় ধন পাইলে
পাবি সম্পত্তি তখন॥
ও তুই চলে যাবি ব্রহ্মপুরী
দিয়া হিংসা-নিন্দায় গলায় দড়ি
ভয় ভাবনা তুচ্ছ করি
ছয় রিপু তোর বশ হইবে
হবি আনন্দে মগন॥
ও তুই ব্রহ্মেতে চড়বি যখন
দেখবি বেদবিধি সব ঘোলের মতন
তন্ত্রমন্ত্র সব খসবে তখন।
গোঁসাই চণ্ডী বলে জন্মমৃত্যু
আর তোর হবে না কখন॥

কথা: চণ্ডী গোঁসাই
সূচী

বাউল-৩৩৯: তুই তারে ধরবি কেমন করে

তুই তারে ধরবি কেমন করে।
বেদবিধির উপর বসে আছে সে
সপ্ততলার পরে॥
বড় নিগুম ঘরে বসে আছে সাঁই
সেথা চন্দ্রসূর্যের অধিকার নাই
ও তার আপন রূপে আলো করে
বসেছে মন্দিরে॥
ও তার হস্ত নাই—ধরিতে পারে
নয়ন নাই—দেখে সবারে
চরণ নাই—চলিতে পারে
যেথা মনে করে॥
জানে চক্রভেদী শিক্ষা যারা
ধরলে ধরতে পারে তারা
চণ্ডী বলে ও পাষণ্ড তুই
গেলি না সে ঘরে॥

কথা: চণ্ডী গোঁসাই
সূচী

বাউল-৩৪০: হরিকে ধরবি যদি আগে শক্তি

হরিকে ধরবি যদি আগে শক্তি সহায় কর।
পরমব্রহ্ম সেই হরি
মানুষের হৃদয়-বিহারী সেই অধর॥
মূলাধারে জগৎ-মাতা
সহস্রাধারে জগৎ-পিতা
দুইজনে করলে একতা
জন্মমৃত্যু হবে না আর।
তন্ত্রমন্ত্র জপে সবে
তাই তে কি সেই যুগল হবে
তা হলে যোগী-ঋষি
রেচক পূরক কুম্ভক কেন করে অনিবার॥
গুরুর কাছে আছে জানা
ও সব কথা কইতে মানা
তবু প্রাণে সহ্য হয় না
গোঁসাই চণ্ডী বলে সাধন করবি কবে আর॥

কথা: চণ্ডী গোঁসাই
সূচী

বাউল (দেহতত্ত্ব)-৩৪১: ঘরের মাঝে অনেক আছে

ঘরের মাঝে অনেক আছে
কোন ঘরামি ঘর বেঁধেছে।
এক পাড়ে দুই থাম দিয়েছে
কোন ঘরামি ঘর বেঁধেছে॥
সেই ঘরের ছাউনি আছে
চামের এক বেড়া আছে
তার একটি বাতি আছে
নিভায় বাতি কু-বাতাসে॥
ঘরের মাঝে খুপরী আছে
খোপে খোপে মানুষ আছে॥
কেহ না যায় কারুর কাছে
যার যার ভাবে সে সে আছে॥

সূচী

বাউল-৩৪২: মন রে ঘুমাইছ কি হায়

মন রে ঘুমাইছ কি হায় বেভুলে
যায় যে রে তোর দিন
ও তোর রঙমহল চৌচালা ঘরে,
চোর যে দিছে সিঁদ্॥
ঘরেতে সাধাইয়া চোরায়
চতুর্দিকে চায়,
টাকাকড়ি থুইয়া চোরায়
মানিক লইয়া যায়॥
এতো চোরা চোরা নয় রে,
বিষম চোরার পাতি,
ফুঁ দিয়া নিভাইয়া দ্যে রে
ঘরের জ্বলা বাতি॥

আট কুঠুরী নয় দরজা
সদাই হাওয়া খেলে
হাওয়া বন্ধ হইলে পরে
অমনি যাবে চলে॥

সূচী

বাউল-৩৪৩: গুরু কৃপা করে বল আমায়

গুরু কৃপা করে বল আমায় মূল কথা
মানব দেহে বিরাজ করে
কোনখানেতে কোন দেবতা?
দেহের মধ্যে আঠারো মোকাম চৌদ্দ পোয়া দেহ,
হয় কিবা না হয়
কোথায় মন শুনব সমুদয়॥
আমার আঁধার ঘর আলো হবে
শুনলে গুরু সেই কথা॥
একটি কথা মনে জাগে
কিবা আহার তার কোথায় বিহার
তারা করে কোন যোগ
কেবা থাকে উর্দ্ধ ভাগে, অধঃমুখে কোন দেবতা॥
শ্রীরাধাবল্লভ বলে, দিবা নিশি সেযে ভাবে
গুরুর চরণ বলে, মন মাতঙ্গ সদাই খেলে
শুনলে যাবে মন-ব্যথা॥

সূচী

বাউল-৩৪৪: যেমন বেণী তেমনি রবে চুল

যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভিজাব না॥
ও জলে নামব, জল ছড়াব, জল তো ছোঁব না
এধার উধার সাঁতার পাথার করি আনাগোনা॥
যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভিজাব না॥
ওগো ভোগ লাগাব ভুখে মরব না।

রাঁধিব বাড়িব ব্যাঞ্জন বাটিব
তবু আমি হাঁড়ি ছোঁব না
যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভিজাব না॥
গোঁসদাই রসরাজ বলে শোন গো নাগরী
ওগো রূপের যাই বলিহারি।
আমি হবো না সতী, না হবো অসতী
তবু আমি পতি ছাড়বো না॥
যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভিজাব না॥

সূচী

বাউল-৩৪৫: আগে না জেনে—

আগে না জেনে প্রেম-ফল
        খেয়েছিলাম প্রেমের গাছে উঠে
জানলে খেতাম না
গাছে চড়তাম না
        এখন বিষের জ্বালায় বেড়াই ছুটে॥
সরল দেখে উঠলাম গাছে
নামাইতে কে আর আছে
বল সজনী দাঁড়াই কার কাছে।
সে প্রেম সরল নয় গো, গরল মাখা
জন্মাবধি স্বভাব-বাঁকা
খেয়ে উগরিতে নারি
উহু মরি মরি
        এখন বিষের জ্বালায় আমার পরাণ ফাটে॥
কে বলে সই পিরিত ভালো
পিরিত করে এই লাভ হলো
সোনার বরন কালি যে হলো
পিরিত কর্ণ-দ্বারে প্রবেশিয়ে
        ঢুকল গিয়ে হৃদমাঝারে।
শেষে ধরে আপন জোর
আমায় করে চোর
        অকলঙ্কে কলঙ্ক রটে॥

গোঁসাই হরি পোদায় রটে
পিরিতের ঐ স্বভাব বটে
কাজ কি রে তোর সে সব কট-কাটে॥
প্রেম চিনে না বাউলে ছোঁড়া
ঘরে ভাত নাই, লম্বা কোঁচা
পোদের শিকায় দোলে হাঁড়ি
হলো প্রেমের ছড়াছড়ি
ব্যাপার করে পোদো মাথার মুটে॥

কথা: পদ্মলোচন
সূচী

বাউল-৩৪৬: পাগল হয়ে কেউ যেও না

পাগল হয়ে কেউ যেও না পাগলের মেলায়।
এক পাগল মোদের গৌরাঙ্গ
আর এক পাগল তারই সঙ্গ
প্রেমের রসে পাগল হয়ে নাচিয়া বেড়ায়॥
অদ্বৈত নিতাই পাগল
সঙ্গের চেলারাও পাগল
গৌর প্রেমে পাগল হয়ে ধূলাতে লুটায়॥
আর এক পাগল ছিল
রূপ সনাতন গোঁসাই
স্বর্ণ শয্যা ত্যাগ করে সে গাছ তলাতে যায়॥

সূচী

বাউল-৩৪৭: এ বড় আজব কুদরতি

এ বড় আজব কুদরতি
আঠারো মোকামের মাঝে
জ্বলছে একটা রূপের বাতি॥
আজব কুদরতি॥
কে বলে কুদরতির খেলা
জলের নীচে অগ্নি জ্বালা

ডুবে দেখতে হয় নিরালা
যে জানে সে মহারথী॥
ছিয়া মণিলাল জহরা
সেই বাতি রয়েছে ঘিরা
খবর করতে হয় নিরালা
যে জানে সে সাধু ব্যক্তি॥
আজব কুদরতি॥

অন্য রূপ

সে বড় আজব কুদরতি
আঠারো মোকামের মাঝে
জ্বলছে একটা রূপের বাতি॥
আজব কুদরতি॥
কে বলে কুদরতির খেলা
জলের মধ্যে অগ্নি জ্বালা
জানতে হয় সেই নিরালা
নীরে ক্ষীরে আছেন জ্যোতি॥
আজব কুদরতি॥
চুণি মণি লাল জহরা
সেই বাতি রয়েছে ঘিরা
তিন সময় তিন যোগ সে ধরে
যে জানে সে মহারথী॥
আজব কুদরতি॥
থাকতে বাতি উজলময়
দেখনা যার বাসনা হয়
লালন বলে কখন কোন্ সময়
অন্ধকার হয় বসতি॥
আজব কুদরতি॥

সূচী

বাউল-৩৪৮: জনম দুখী কপাল পোড়া গুরু

জনম দুখী কপাল পোড়া গুরু
আমি একজনা॥
আমার দুখে দুখে জনম গেল
দুখ বিনে সুখ হইল না॥
শিশুকালে মইর‌্যা গেছে মা
গর্ভে রাইখ্যা পিতা মরল
গুরু চোখে দেখলাম না॥
আমায় কে করিবে লালন পালন
কে দিবে মোরে সান্ত্বনা॥
গিয়েছিলাম ভবের বাজারে
ছয় চোরাতে যুক্তি কইর‌্যা বাঁধল আমারে।
ও তারা একে একে খালাস পাইল
আমায় দিল জেলখানা॥

সূচী

বাউল (দেহতত্ত্ব)-৩৪৯: আছে এক মনের মানুষ

আছে এক মনের মানুষ
পরম পুরুষ দেহেতে বিরাজ করে।
আবার সে রক্ত দেখি উজান নদী
নদী বয় তার তিনটি ধারে॥
আবার সে ছয় মহলা ছয়টি খাসা
ছয় আসামী ঘুরে ফিরে
তারা বসে আছে সাধুর বেশে
ফাঁক পাইলে ডাকাতি করে॥
মনের মানুষ পরম পুরুষ
দেহেতে বিরাজ করে॥

সূচী

বাউল-৩৫০: যে জন ভব নদীর ভাব

যে জন ভব নদীর ভাব জেনেছে
তার কিসের ভয় আছে।
ও সে ভাটার সময় ভেটোয় নারে
জোয়ারে গুণ ধরে দিয়েছে॥
দিনের বেলায় জোয়ার এলে
বসে থাকে নদীর কূলে
যায় না তার কাছে
হলে নিশিযোগে চাঁদের উদয়
ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরে নিয়েছে॥
ভব নদীর অকূল পাথার
জলের ভঙ্গী কি চমৎকার
তিনটি ধারা আছে।
তার এক ধারার জল অতি সরল
তিন ধারায় এক পাক পড়েছে॥
যে চেনে সে ত্রিবেণীর ধার
প্রেমানন্দে দিচ্ছে সাঁতার
তার বিপদের ভয় কি আছে
ও সে পাঁকাল মাছের মত
পাঁকের মধ্যে ফাঁক পেয়েছে॥
ফটিক বলে, রসিক যারা
ভাব জেনে ঝাঁপ দিচ্ছে তারা
বিপদ নাই তার কাছে
ও সে স্বরূপেতে রূপ মিশায়ে
মনের মানুষ বলে কাঁদতেছে॥

সূচী

বাউল-৩৫১: অনুরাগে গাছ কাটিলেই কি গাছি

অনুরাগে গাছ কাটিলেই কি গাছি হওয়া যায়
ও সে খোলারসে বীজ মরে না
গাছি রাগ করে রস ঢেলে ফেলায়॥
প্রেমের গাছি হয় যে জন
ও সে মন দড়া দিয়ে গাছ করে বন্ধন

তীক্ষ্ণ দায়ে হৃদয় ভেদিয়ে
ফটিক রসের বহায় প্লাবন।
ওসে মনের সুখে রস জ্বালায়ে মিছরি বানায়॥
অধম যাদু বিন্দু কয়
কুবীর গোঁসাই সে রস পায়
আমার ভাঁড়ের খোলা রস যে ওঠে গেঁজে
ও সে রসে বীজ মরে না, মিছরি হয় না
ঘুঁটতে ঘুঁটতে জীবন যায়॥

কথা: যাদু বিন্দু
সূচী

বাউল-৩৫২: সহজ পথে হুঁচট লাগে দিনকানা

সহজ পথে হুঁচট লাগে দিনকানা
আপনি সহজ না হলে তো
সহজের পথ পাবিনা॥
এককানা হলি না রে মন
কানার দলে মিশে আছিস
আর আছে ছয়জনা॥
এবার সাতকানার এককানাতে পড়ে
প্রাণ হল কানায় কানা॥
থাকবি যদি সাধুর হাটে
কানায় খোঁড়ায় মিলে চল সাধুর নিকটে।
তখন অন্ধকারে দেখতে পাবি
রাঙ পিতল কোনটি সোনা॥
তুই সরল হয়ে ধর গা সাধুর পায়।
তোর দিব্য নয়ন করে দেবে হাত বুলায়ে গায়।
যাদু বিন্দু বলে এবার সাধুর চরণ ছাড়ব না॥

কথা: যাদু বিন্দু
সূচী

বাউল-৩৫৩: গুরু, কোন্ রূপে কর দয়া

গুরু, কোন্ রূপে কর দয়া ভুবনে।
অনন্ত অপার লীলা তোমার
মহিমা কে জানে॥
তুমি রাধা, তুমি কিষ্টো
মন্ত্রদাতা তুমি ইষ্ট,
মন্ত্র জানতে সঁপে দিলে
সাধু বৈষ্ণব চরণে॥
নবদ্বীপে গোরাচাঁদ
শ্রীক্ষেত্রে হও জগন্নাথ
সাধুবাক্য যাহাই হলো
দয়া হবে না স্বরূপ বিনে॥
বৃন্দাবন আর গয়া কাশী
সীতাকুন্ড বারাণসী
মক্কা মদিনে
তীর্থ-যদি গউর পেত
ভজন সাধন করে জীব কেনে॥
সাধু গুরুর চরণপদ্ম
সব তীর্থে আছে বর্ত
পাঞ্জু বলে অবোধ মন তোর
মতি সরল হবে কোন দিনে॥

কথা: পাঞ্জু শা
সূচী

বাউল-৩৫৪: তুমি আমারে ফেল না মুরশিদ

তুমি আমারে ফেল না মুরশিদ দয়াল হয়ে
আমি চাতকিনীর মত আছি
তোমার চরণ পানে চেয়ে॥
তোমার অধম তারণ নাম শুনেছি
শুনে কুল ছেড়ে বেহাল হয়েছি
ভবমাঝে পতিত হয়ে ফিরছি
কলঙ্কের ডালি বয়ে॥
গুরু, তোমার রূপে নয়ন দিয়ে

আমি যাই যদি নারকী হয়ে
দয়াল বলে কেউ ডাকবে না, ওগো মুর্শিদ
আমার হাল দেখিয়ে॥
গুরু শুনে তোমার নামের ধ্বনি
ডাক্‌তেছি এই রাত্রি দিন
অধীন পাঞ্জু বলে গুণমণি
আময় দয়া কর শ্রীচরণ দিয়ে॥

কথা: পাঞ্জু শা
সূচী

বাউল-৩৫৫: আমারে দেও চরণতরী

আমারে দেও চরণতরী
তোমার নামের জোরে পাষাণ গলে
অপারের কান্ডারী॥
পড়েছি এই ঘোর সাগরে
কুপাকে ডুবে মরি॥
ভক্ত অধীন নাম শুনেছি
ভক্তের পিছে ফিরছ হরি
ভক্তিহীন হয়েছি আমি
স্মরণ নিলাম তোমারি॥
পাপীতাপী সব তোমারি
আমায় ফেল না হরি।
অহল্যা এক পাষাণী ছিল
তোমার দয়ায় মানবী হল
পাঞ্জু কাঁদে ঘোর তুফানে
পারের উপায় কি করি॥

কথা: পাঞ্জু শা
সূচী

বাউল (মারফতি)-৩৫৬: রসের ভাব জেনে না নিলে

রসের ভাব জেনে না নিলে
সাধন যাবে রে বিফলে
সুধা বলে গরল ফেয়ে
মরবি রে জ্বলে॥
সে রসে সাঁই বিরাজন করে
তার ভেদ আছে, মন অতি গভীরে
ভেদ জেনে রস সাধলে পরে
রসিক তারে বলে॥
সাঁই গুপ্ত বেশে গোপনে বসে
বিরাজ করে অমৃত রসে।
অমাবস্যার দ্বিতীয়াতে বর্ত হয় কমলে॥
সেই যোগ ছেড়ে অযোগে সাধিলে
বিপদ ঘটে জীবের কপালে
পাঞ্জু বলে গোলেমালে
সাধন গেলাম ভুলে॥

কথা: পাঞ্জু শা
সূচী

বাউল-৩৫৭: আজব কারখানা ওরে বুঝা সাধ্য

আজব কারখানা ওরে বুঝা সাধ্য কার
সাঁই করে লীলা যে রে ভবের পর।
এই মানুষে রঙ্গরসে বিরাজ করে সাঁই আমার।
একটি ছিলেন দুইটি হলেন
নীরে ক্ষীরে যুগল তার॥
সাঁই পুরুষ প্রকৃতি ঘটে
হরেক রঙে দেন বাহার।
পাপীর ঘটে রঙ্গ দেখে
হাকিম ঘটে দেন বিচার॥
দরিদ্রের ঘটে বসে
ফিরতেছেন দ্বার-বেদ্বার
পাঞ্জু বলে মানব লীলা
করতেছেন সাঁই চমৎকার।
মানুষ ভজে মানুষ ধর
মন যাবি তুই ভব পার॥

কথা: পাঞ্জু শা
সূচী

বাউল-৩৫৮: চেতন থাকতে লও চিনে

চেতন থাকতে লও চিনে
কোন বাড়ী রে কার।
চেতন মানুষ দেহে বিরাজে
আট কুঠুরি ষোল দরজা
মধ্যে হীরার হার॥
দেহ মাঝে আছেন গুরু
নাম জপ কার? শিষ্য হলা কার?
সাঁই গুরুর সুজন চেলা
শব্দে গুরু রায়।
এ ব্রহ্মাণ্ড ভাঙিয়া গেলে
সে ভাঙিবার নয়॥
বাউল দরবেশে বলে গুরুর চরণ সার।
না ভজিলে গুরুর পদ বৃথা জীবন তার॥

সূচী

বাউল-৩৫৯: তারে ধরবি কেমন করে।

তারে ধরবি কেমন করে।
বেদবিধির উপর বসে আছে সে
সপ্ততালার পরে॥
বড় নিগুম ঘরে বসে আছেন সাঁই
সেথা চন্দ্র সূর্যের অধিকার নাই
তার আপনরূপে আলো করে
বসেছে মন্দিরে॥
তার হস্ত নাই ধরিতে পারে
নয়ন নাই - দেখে সবারে
চরণ নাই - চলিতে পারে
যেথা মনে করে॥

জানে চক্রভেদী শিক্ষা যারা
ধরলে ধরতে পারে তারা
চণ্ডী বলে, ও পাষণ্ড তুই
গেলি না সে ঘরে॥

কথা: চণ্ডী গোঁসাই
সূচী

বাউল-৩৬০: কিছু হবে না রে সময়

কিছু হবে না রে সময় গেলে।
সময়ে সাধন না হলে॥
এই বর্ষাকাল রইলি বসে
মীন চলে যায় জলে ভেসে
বর্ষা গেলে জল শুকালে
কি হবে পাছে বাঁধ বাঁধিলে॥
অকালে কৃষি করা
লাভ নাই তার মূলে হারা
যদি ফলে বীজধর্মে
ফুল ফুটে তার ফল না ফলে॥
পেয়েছ অমূল্য নিধি
ছয়জনা তার মায়াবাদী
চোরে নিল ধন, অমূল্য রতন
কি হবে পাছে চৌকি দিলে॥

সূচী

বাউল (দরবেশী)-৩৬১: ভক্তি ভরে ডাকলে রে মন

ভক্তি ভরে ডাকলে রে মন
পাবে খোদাতাল্লায়
ডাকার মত ডাকলে পরে
মিলবে রে মন তায়॥
ঘরেই বসে ডাকরে আল্লাহ্
সে ডাক শুনবে খোদাতাল্লাহ্

বৃথাই কেন মরবি ঘুরে
মক্কা শরিফ মদিনায়॥
পাপী হয়ে কত লোকে
মরল তারা জরাশোকে
খোদারই নাম মুখে নিয়ে
উদ্ধারিল এই দুনিয়ায়॥
ভেবে নেজামুদ্দিন কয়
খোদার নামের মাহাত্ম্য হয়
সেই নামেতে ডুবলে রে মন
পাপীতাপীর দেহ জুড়ায়॥

সূচী

বাউল-৩৬২: ও তুই পার করিয়া দে

ও তুই পার করিয়া দে ঘাটের ঘাটিয়াল রে
ও ঘাটিয়াল পাঁওবা ধঁরো তোরে রে॥
ও ঘাটিয়াল রে, ওরে সঙ্গে আছে ছয়জন চোর্
পয়মাল করছে গুজরান মোর্
অজগুবিতে ঘরত্ সোন্দেয়ারে॥
ওকি ঘাটিয়াল রে, ওরে জাগনা ঘরে নম্পোরে জ্বলা
শক্ত কামারের পোক্ত তালা
তাঁহো ভাঙ্গিছে এক্কে মোচড়ে
ও তুই পার করিয়াদে ঘাটের ঘাটিয়াল রে॥
ওকি ঘাটিয়াল রে, গুরুর ধন মোর আছুলো মেলা
সউগ নিগাইছে বাট্পার গিলা
পারের কড়ি এ্যাল কি দ্যাঁও তোমারে
ও তুই পার্ করিয়া দে ঘাটের ঘাটিয়াল রে॥

রংপুরের প্রচলিত গান
দ্র:পয়মল: ধ্বংস; গুজরান: ধন সম্পদ
অজগুবিতে: হঠাৎ করে; নম্প: প্রদীপ
গরত সোন্দেয়া: ঘরে ঢুকে; সউগ: সকলে
নিগাইছে: নিয়ে গেছে; গিলা: গুলো॥

সূচী

বাউল-৩৬৩: খুঁজে কি আর পাবি সে

খুঁজে কি আর পাবি সে অধরা,
সে নয়ন তারা
এই মানুষে মিশে আছে গোপী মনচোরা॥
লীলা সাঙ্গ করে গোরা
স্বরূপেতে মিশে আছে
মায়া-পসরা।
স্বরূপ রূপ রসে মিশে রসে হয়ে ভোরা॥
গোপী মনচোরা॥
রসে আলো হয়েছে তারা
রসেতে রূপ গিলটি করা
দর্পণের পারা॥
ও সে রসের নদী জোয়ার এসে
বহে তিনটি ধারা॥
কারুণ্য-তারুণ্যামৃত লাবণ্যেতে তিনটি অর্থ,
রসিক জানে তাহা।
তারা নদীর কূলে অধর ধরে, পাঞ্জু মণি হারা॥

কথা: পাঞ্জু শা
সূচী

বাউল-৩৬৪: জেতের বড়াই কি

জেতের বড়াই কি
ইহকাল পরকালে জেতে করবে কি॥
আমার মনে বলে অগ্নি জ্বেলে দিই জেতের মুখি॥
এক জেতের বোঝা লয়ে
চিরকাল কাটালাম মানী মানুষ হয়ে
মানের গৌরব, কুলের গৌরব, ধন্ধবাজি সব দেখি॥
মন ডাক আল্লা বলে
কুলের গৌরব ফেলে
অকুলের কুল মালেক আল্লা
তাইরি লেহ চিনি।
পাঞ্জু বলে, যত করলাম
সকলই ফাঁকি ফুঁকি॥

কথা: পাঞ্জু শা
সূচী

বাউল-৩৬৫: ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলে মরি

ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলে মরি
বাতাসে প্রাণ জুড়ায় না
গুরু কল্পতরু শীতল ছায়া
আমার অঙ্গে কেন লাগে না॥
সাধু জনে হরি বলে
বক্ষ ভাসায় নয়ন জলে
আমর ভাগ্যে যে তাও হল না।
ও আগুন জলে গেলে দ্বিগুণ জ্বলে
জল দিলে অনল নেভে না॥
ভাই বন্ধু দারা সুত
সবাই অর্থের বশীভূত
স্বার্থ ছাড়া কেউ চলে না
ভবে মরার কান্না কান্দে সবাই
জ্যাঁতার কান্না কেউ কান্দে না॥

সূচী

বাউল-৩৬৬: অরূপের রূপের ফাঁদে

অরূপের রূপের ফাঁদে
পড়ে কাঁদে
প্রাণ যে আমার দিবানিশি
বিরলে কাঁদলে বসে
আপনি এসে
দেখা দেয় সে রূপরাশি।
যদি চাই মেঘের পানে
সে রূপ ঘুরে বেড়ায় ভাসি
তারায় তারায় ঘুরে বেড়ায়
ঝলক লাগে হৃদে আসি॥

কাঙাল বলে ভালবেসে
দেখা দেয় যে জন এসে
প্রাণ ভরে তারে ভালবাসি॥

কথা: কাঙাল ফিকির চাঁদ (হরিনাথ মজুমদার)
সূচী

বাউল-৩৬৭: সাঁই দরবেশের কথা বলব কারে?

সাঁই দরবেশের কথা বলব কারে?
বলব কারে, বলব কারে, কারে বলব কী?
আপনার মন পরকে দিয়ে আপনি ঠকেছি।
ডহরেতে ধূলা ওড়ে, ডাঙ্গা ভাসে বানে
এমন সময় গুরু এলো, আসন দেই কোনখানে॥
উপরে দুমদুমি বাএজ গো, বামনী করে নাচ,
দিল্লীতে হয় মেঘ বরিষণ
ঢাকায় রাস্তা পিছল ঘাট
বলব কি তোরে॥

সূচী

বাউল (ফকিরি)-৩৬৮: ঘাটে লাগাও রে নাউ

ঘাটে লাগাও রে নাউ
কূলে লাগাও রে নাউ
আমি চিন্যা লই ব্যাপারীরে
নাউ ঘাটে লাগাও॥
বইলাম নৌকা ঘাটে ঘাটে নাহি পাইলাম কূল
এই গাঙ্গে ভাসাইয়া দিচ্ছি আমার যৌবনের ফুল রে
নাউ ঘাটে লাগাও॥
আগা বাইয়া ওঠে ঢেউ পাছা বাইয়া যায়
মলন কাষ্ঠ ধইরা মনুয়া কান্দে হায় হায় রে
নাউ ঘাটে লাগাও॥
আগা নৌকায় ঝামুর ঝুমুর পাছা নৌকায় ছইয়া
তারি মধ্যে বইসে মনুয়া তনু হেলান দিয়ারে
নাউ ঘাটে লাগাও॥

কথা: শাহনাল ফকির
সূচী

বাউল-৩৬৯: গোঁসাই এমন দরদী আমার কে

গোঁসাই এমন দরদী আমার কে আছে
আমার কেউ নাই রে।
ওকি গোঁসাই॥
একে মায়ের পঞ্চ ভাই
বিধি কল্লেক হামাক ঠাঁই ঠাঁই
আমার কেউ নাই রে॥ ও কি গোঁসাই॥
একে আমার কপাল পোড়া বিধি কল্লেক ভাই হারা
বন পোড়া যায় সবে দেখে॥
মনের আগুন কেউ জাএন না
আমর কেউ নাই রে॥ বন পোড়া যায় আগুণ

সূচী

বাউল-৩৭০: যদি ধরবি রে অধর

যদি ধরবি রে অধর
এই বেলা তোর মনের মানুষ
চিনে সাধন কর বড় নিগুম ঘরে
আছে রে মানুষ ও তার সন্ধান আগে কর॥
সাত পাঁচে ঘর বাঁধিয়ে করিছে কাছারি
তিন জনাতে বিরাজ করে মানুষ
ও তাঁর রূপ মনোহর॥
পাঁচ কুঠরীতে মুহুরী লেখাপড়া করে
পাঁচ-পাঁচা পঁচিশের ঘরে মানুষ খেলে আনিবার।
এক মানুষে তিনতি বরণ
জানে সর্বজন
নবদ্বারে ঘুরে ফেরে নিজে দীপ্তাকার।
রসিদ বলে জ্যেন্তে মরে
সাধন ভজন কর
সহজে যাইবে ধরা গুরুর চরণ ধর॥

সূচী

বাউল-৩৭১: এ মায়া-সংসারে ঘিরেছে আমায় সপ্তরথীতে

এ মায়া-সংসারে ঘিরেছে আমায় সপ্তরথীতে
আমি পড়েছি এই মায়াচক্রে চক্রব্যূহতে॥
আমার মন কুমতি দুর্যোধন, তার সঙ্গে রথী ছয়জন
আমার বধিতে আইল প্রাণ অন্যায় যুদ্ধেতে॥
কাম কর্ণ মহাবীর, তার শরে প্রাণ জরজর
মলাম ক্রোধ-দুঃশাসনের দুষ্ট শাসনেতে॥
ঘিরেছে লোভ-শকুনি, মোহ কৃপ, মদ অশ্বত্থামাতে
মাৎসর্য সে দ্রোণাচার্য দুর্জয় জগতে॥
শুনিয়াছি আগমমন্ত্র, নাহি জানি নিগমতন্ত্র
এ সময়েতে কোথায় পার্থ, অনুরাগ পিতে॥
ভজন-সাধন পান্ডব-সৈন্য, সঙ্গেতে মোর কেউ নাই অন্য
এখন আমার পূর্ণ তূণ শূন্য হল এ পাপ রণেতে॥
অভিমন্যু নিধনকালে ডেকেছিল কৃষ্ণ বলে
অনন্তের ভাগ্যে তাই ঘটিল, ভয় কি ভবেতে॥

সূচী

বাউল-৩৭২: যদি রূপনগরে যাবি

যদি রূপনগরে যাবি
অনুরাগের ঘরে মার গে চাবি॥
গাছের আড়ে গাছ রয়েছে
শিকড়ে তার ফুল ফুটেছে
ফুলে ফলে ঢেউ খেলিছে
        নজর করলে দেখতে পাবি॥
শোন ওরে মন তোরে বলি
তুই আমারে ডুবাইলি
পরের ধনে লোভ করিলি
        সে ধন রে তুই কদিন খাবি॥
নিরঞ্জনের নাইকো আকার

নাইকো রে তার আকার-প্রকার
বিনা বীজে উৎপত্তি তার
তারে দেখলে পাগল হবি॥
গোঁসাই প্রেমচাঁদে বলে
গাছ রয়েছে অগাধ জলে
শিকড়ে মূল, গাছ পাতালে
তারে খুঁজলে কোথায় পাবি॥

দ্র: গানটির সঙ্গে লালনের
"অনুরাগের ঘরে মার গা চাবি" গানটির মিল নজরে পড়ে
সূচী

বাউল-৩৭৩: ভজ ভজ মানুষ ভগবান

ভজ ভজ মানুষ ভগবান
মানুষ ভজলে পাবি নন্দের নন্দন
সে যে সদা সর্বদা বর্তমান॥
মানুষ রূপে গুরু, বাঞ্ছাকল্পতরু
মানুষ রত্ন পায়, মানুষ ডুবুরু
মানুষের আছে অতিক্রম উরু
আগে মানুষের গুরু মানুষকে জান॥
মানুষ রূপে হরি মানুষ ভবনে
মানুষ লীলা করছে এই মানুষের মনে
মান-হুঁস জানে মানুষের মান॥
মানুষ প্রেমে ভোলা নিত্যানন্দ ভৃত্য
কে বুঝিবে মানুষের চিত্তবিত্ত
মানুষ বটে সত্য, স্বতঃসিদ্ধ নিত্য
নিত্য নিত্যানন্দ রসে মত্তবান॥
গোঁসাই বলেন কথা, শোনরে বাউল
মানুষ বটে সত্য ভজনের মূল
এই মানুষ-বাগানে মনের ফুল তুল
মানুষ-মন্ত্রে ফুল কর সম্প্রদান॥

সূচী

বাউল(ফকিরি)-৩৭৪: বেদ ছাড়া ফকিরের এই

বেদ ছাড়া ফকিরের এই ধারা॥
মানে না কেতাব-কোরান, নবীর তরীক ছাড়া॥
মসরেক তরীক ধরে, চন্দ্র-সূর্য পূজা করে
পঞ্চরস সাধন করে, চন্দ্রভেদী যারা॥
সরল চন্দ্র, গরল চন্দ্র, রোহিণী চন্দ্র ধারা
রস-বীজ মিলন করে পান করছে তারা॥
সব চুলে মাথায় জটা, খায় সিদ্ধি ভাঙ ঘোঁটা
কথা কয় এলোমেলো, বুঝা যায় না সেটা॥
তাদের ভঙ্গী দেখে লোক ভুলে যায়
গানের বড় ঘটা।
এ দীন রসিক বলে বেতরীক
সে আউল-বাউল-নেড়া॥

সূচী

বাউল-৩৭৫: তোর মন যদি তুই না

তোর মন যদি তুই না চিনিস
তবে পরকে চিনবি কেমনে॥
পরকে চিনে আপন কর
পর আপন হবে সুমনে॥
পরকে চিনতে বাঞ্ছা কর
আত্মতত্ত্ব সেরে ধর
বাহিরকে ভিতরে পুর
তবে চিনবি সহজ অধর জনে॥
দেখবি নিগম মানুষ চোখে
থাকবি ঐ মানুষের সুখে
পড়বি না আর ভব-কূপে
মন দিবি রাঙা চরণে॥
কালাচাঁদ পাগলে বলে
শুনেছি সুধারায় মেলে
গুরুকৃপা না হলে
ভক্তিশূন্য আমার মিলবে কেনে॥

কথা: কালাচাঁদ
সূচী

বাউল-৩৭৬: গোল ছেড়ে মাল লও বেছে।

গোল ছেড়ে মাল লও বেছে।
গোলমালে মাল মিশান আছে॥
জান না মন রাগের করণ—
যেমন বালির সঙ্গে চিনির মিলন
সহস্র বর্ণে মিশেছে।
ওরে মত্ত হস্তী টের পেল না
চেঁউটি মরম জেনেছে॥
গোলমাল বলতে পারে যে
গোলের ভিতর মাল থাকলেও
চিনতে পারে সে।
ওরে পোদো হলো কানা বেড়াল
দই বলে কাপাস খাচ্ছে॥

কথা: পদ্মলোচন
সূচী

বাউল-৩৭৭: আমি মজেছি মনে

আমি মজেছি মনে।
না জানি মন মজলে কিসে, আনন্দে কি মরণে॥
ওগো এখন আমার ডাকা মিছে
আমার নাই যে হিসেব আগে পিছে
আনন্দে এই মন নাচিছে
তার নূপুর বাজে রাত্রে দিনে॥
আজব ব্যাপার তাজব লেগেছে
কই সে সাগর, কই এ নদী
এ তরঙ্গ দেখবি যদি
মিলা নয়ন হৃদয় সনে।
এত রঙ্গ দেখবি যদি, মিলা মন হৃদয়-নয়নে॥

সূচী

বাউল-৩৭৮: আমি বলি তোরে ও মন,

আমি বলি তোরে ও মন, গুরুর পদে রেখো স্মরণ।
যখন ত্রিবেণী শুকাবে, মীন পালাবে
ধরবে তোমায় এসে শমন॥
মায়াতে মত্ত হলে, গুরুবস্তু না চিনিলে
সত্যপথ হারাইলে, সব খোয়ালে গুরুতত্ব ভুলে
দেখ তোর দিনে দিনে দিন গত হল
অলস চেপে এল
যদি ধরবি শশী কাটাবি ফাঁসি
মহারাগে কর সাধন॥
ত্রিবেণীর ত্রয়োধারে মীনরূপে গুরু বিরাজ করে
কেমন করে ধরবে তারে, পড়বে ফেরে,
ভেবে দেখলে না রে
সামান্যে কি সাধ্য আছে, সে মীন ধরতে পারে।
নদীতে হচ্ছে জোয়ার, খুব খবরদার
বেহুঁশারীর হবে মরণ॥
মহতের সঙ্গ ধর, কামের ঘরে কপাট মার
রসিকের করণ কর, মানুষ ধর, মরার আগে মর
গোঁসাই রামলাল বলে মিছে কেন ঘোর
গোপাল বলে মোর কপালে
কতদিনে মিলবে চরণ॥

কথা: গোঁসাই গোপাল
সূচী

বাউল-৩৭৯: ভবে রসিক যারা জ্যান্তে মরা

ভবে রসিক যারা জ্যান্তে মরা
তারাই যাবে রে পারে।
যোগ চেয়ে রয়েছে বসে ভব-নদীর ধারে॥
নাইকো তাদের সুখের বাসনা

করে উল্টো পথে আনাগোনা
যে জন সন্ধান জানে না
লোভে বিপদে মরে॥
রসিক রসের মর্ম জানে
রস বিহনে বাঁচে না প্রাণে
যেমন ভাব জলে মীনে
স্থলেতে রইতে নারে॥
ঈশ্বরে রসিক সম্ভবে
জীবের ভাগ্য নাহি হবে
জীব ঈশ্বরে সাধিবে
রসিকের দিকে নজর করে॥
মদনে মদন মেরে
যাবে নির্বিকারে প্রেম-নগরে
রসিকের দেশে যাবে পরে
মা যদি দুয়ার ছাড়ে॥
আর যত আছে সাধন
অজাগল-স্তনের মতন
তাতে নাহি মিলে রতন
বৃথা যতন বলে তারে॥
প্রসন্ন গোঁসাইয়ের মত
রসিকের গুণ বলব কত
শিষ্যের সেবাতে রত
হরিদাসের মন হরে॥

কথা: প্রসন্ন গোঁসাই
সূচী

বাউল-৩৮০: অকৈতব মানুষের কথা কইতে লাগে

অকৈতব মানুষের কথা কইতে লাগে ভয়।
মনে হয়, ফল্গুনদী নিরবধি যেমন অন্তঃশীলা বয়॥
মানুষ মানুষ সকলেতে কয়
কথা মিথ্যা কিছু নয়
এই মানুষের প্রলয়েতে

তিন মানুষ হয়।
মানুষ স্বয়ং শক্তি
জীবের মুক্তি
যুক্তি করে জানতে হয়॥
রত্নবেদীতে নিধি বসে রয়
এ তিন মানুষের কেউ নয়
পূর্ণিমার চাঁদ ষোলকলা নিগমে উদয়।
ইহার নির্ণয় করে ধরো তারে
সে সকলের অগোচর রয়॥
ভাণ্ড হইতে ব্রহ্মাণ্ড হয়
যুগে আছে পরিচয়
হলে মরা, যাবে ধরা রসিক মহাশয়।
মদন কয়, সে মানুষ বেশে এই স্বদেশে
লাগিয়ে দিশে দেশে রয়॥

সূচী

বাউল-৩৮১: ও ভাই, এস প্রেমের গাঁজা

ও ভাই, এস প্রেমের গাঁজা খাবে কে।
ধরবে নেশা, ঘুচবে বাসা, লহ আশ্রয় ধর্ম-কলিকে॥
রাগের খরসান দিয়ে, মধুর রসের জল মিশায়ে
গোলাপ-তক্তি নিচে থুয়ে
কাট রিপুকে প্রেম কাটারিতে॥
কিন্তু কলকেয় দিও ঠিকরে
নইলে পড়ে যাবে ঠিক রে
ঠিক ছাড়া হোয়ো না ভাই—
কাজের কথা বলি তোমাকে॥
সাঁপিখানি করে লয়ে
কলকের তলাতে দিয়ে
প্রেমের গাঁজা খাও পিয়ে
নিষ্ঠা-দম রেখে গুরুর পদে॥
দীন পঞ্চানন কয়
প্রেমের গাঁজা যে জনা খায়
তার কি আবার নেশা হয়
অন্য গাঁজাতে॥

কথা: দীন পঞ্চানন
সূচী

বাউল-৩৮২: মনের কথা কইতে মানা

মনের কথা কইতে মানা
দরদী বিনা প্রাণ বাঁচে না॥
যে জন দরদের দরদী হয়
স্বাভাব দেখলে জানা যায়
নইলে ঘটে বিষম দায়
জীবনে দেয় হানা॥
নীরে মীন বরি হয় সফল
আনন্দে করে ঝলমল
অভাবে মরণ কেবল
বিফল পরাণ ধারণা॥
সমভাবে হয় পিরীতি
ভিন্নদেহ একই রীতি
উভয়ের সমান মনোগতি
কেবল গৌর-প্রাপ্তির বাসনা॥
যেদিন প্রেম-বন্যায় ধরা ভাসিবে
সেদিন আপনি তরী তীরে লাগিবে
ভাগ্যবান আরোহিবে
অভাগার হবে কেন বল না॥
গোঁসাই প্রসন্ন কয়
তার ভাবে সদাই রইতে হয়
শুভ যোগে চাঁদের উদয়
বুঝি হরির ভাগ্যে হল না॥

কথা: প্রসন্ন গোঁসাই
সূচী

বাউল-৩৮৩: আপন দেহের খবর জান

আপন দেহের খবর জান।
দেহের মধ্যে পরমবস্তু
বাইরে খুজলে পাবে কেন॥
রক্তধাতু, শুক্রধাতু, মা-বাপ দুইজন
ও তার শুক্রধাতু পরম পিতা
তাহারে ভজ না কেন॥
কুলকুন্ডলিনী সহায় রেখে
ঊর্দ্ধে বাদাম তোল
দশ ইন্দ্রিয়কে শিষ্য করে
জ্ঞান-বরশিতে টেনে আন॥
সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র পঞ্চতত্ত্ব গুরুর কাছে জান।
গোঁসাইচাঁদ বলে নিগম ঘরে
আছে গুরুর বস্তু-ধন॥

সূচী

বাউল(ফকিরি)-৩৮৪: ও কেউ দেখবি যদি সহজ

ও কেউ দেখবি যদি সহজ মানুষ, রূপের ঘরে যাও।
আছে নাছুত, মালকুত, জারুত, লাহুত—চার মোকামে চাও॥
সহজ মানুষের ধারা
ধারা ধরতে হবে জ্যান্তে মরা, পাগল পারা
তায় ধরতে গেলে সরে পড়ে, নয়ন মুদে রও॥
মানুষের বারাম দ্বিদলে
অকর্ষণে হেল*্রে দুলে নিঃশব্দে চলে
আছে চতুর্দলে লীলাখেলা, গুরুমুখে লও॥
ওরে এরফান আলী
হেলায় হেলায় দিন বয়ে যায়
মন, তোরে বলি
এবার সহজ মানুষ দীপ্ত করে সিদ্ধ হয়ে যাও॥

কথা: এরফান শাহ
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৩৮৫: ভিয়ান করলে সুধা

ভিয়ান করলে সুধা হয়।
রস-মৈথনে যুগলকলে প্রাপ্তি বস্তু বয়॥
মতি আছে সুমধুরে, চোয়াইয়ে ধর তারে
ভক্তি দিলে ভক্তের দ্বারে রতন পাওয়া যায়॥
সুধা আছে চন্দ্রমূলে, মধুর সুধা আছে ফুলে
গুরুর কাছে চেতন হলে সিদ্ধ হয় সেবায়॥
এরফান শাহার এই বাণী, ফলে ফুলে গুণমণি
এবার দুয়ে মেশাইলে দিবে পরিচয়॥

কথা: এরফান শাহ
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৩৮৬: দ্বিদলে হয় বারামখানা

দ্বিদলে হয় বারামখানা
চতুর্দলে সাঁই বিরাজ করে
মৃণালে হয় সদর থানা॥
দ্বাদশ দল ঐ হৃদমন্দিরে
অষ্টদল মানুষের সরোবরে
ষোলদলে কথা বলে
ডাকলে ওমনি যায় গো শুনা॥
গুরুমুখে পদ্মবাক্য
হৃদয়ে করো না ঐক্য
তবে আত্মা হবে শুদ্ধ
পুরবে মনের বাসনা॥
চাঁদ-চকোরে যুগল খেলে
নীরের সঙ্গে নূর চলে
শাহা এরফান বলে, লালপদ্ম
পেলে ভজলে হবে কাঁচাসোনা॥

কথা: এরফান শাহ
সূচী

বাউল-৩৮৭: সকলে সাধ্য সাধন বলে

সকলে সাধ্য সাধন বলে
সে কি মুখের কথায় মেলে।
যে জনা সাধন করে, সেই তো পারে
পারে না অনুরাগ না হইলে॥
সে তো নয় মুখের কথা
আছে যার ভক্তি গাঁথা
লাগে যার হৃদয়ে ব্যথা
মনের কথা সেই করে সাধনা।
ইন্দ্রিয়-বারি শাসন করে
থাকে জোয়ার ধরে
এবার ভাটির সময় খুব হুঁশিয়ারে
থাকতে হবে বাতি জ্বেলে॥
রূপ-রতি আশ্রয় কর
মহারাগে বারি ধর
অসাধ্যকে সাধ্য কর
নিরিখ ধর
তবে যাবে পারে।
এবার দম রেখে আরোপের ঘরে
থাক এক নেহারে
যদি টলবে নয়ন, হবে মরণ
আছে তার ঠিকানা দশম দলে॥
নবদ্বারে কপাট মার
স্বরূপ-সঙ্গে খেলা কর
তিন রসের ওলা ধর
তবে মানুষ ধর।
এবার আগম-নিগম না জানিলে
ধরবে কেমন করে।
রাগের ঘোরে গোপাল বলে কাজের কাজী না হইলে॥

কথা: গোঁসাই গোপাল
সূচী

বাউল-৩৮৮: কোনখানে চন্দ্রের বসতি

কোনখানে চন্দ্রের বসতি
কোন পাকে রজনী ঘোরে, কোন পাকে হয় দিনের গতি॥
পূর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ জানে সর্বজন
অমাবস্যায় চন্দ্রগ্রহণ কে করে তার অণ্বেষণ
চার চন্দ্রের নিরূপণ জানগা মন তার বিবরণ
জানলে পরে জীব দেহেতে ঘুচে যেত কুমতি॥
উদয়-অস্ত চন্দ্রের কর্ম জানিবে ভবে
দীপ্ত চন্দ্র পূর্ণচন্দ্র উদয় হইবে তবে
দুই পক্ষে একটি হয়, তার নাম যুগল কয়
আধ চন্দ্র গুপ্ত মেয়ে ব্রহ্মমূলে তার পতি॥
অমাবস্যায় পূর্নচন্দ্র যে করে উদয়
স্বর্গ-মর্ত-পাতালে তিন ধামেতে হবে জয়
সামান্যের কর্ম নয়, সাধিলে সিদ্ধ হয়
এবার গোঁসাই রামলাল বলে
গোপাল দেখতে পাবি তার জ্যোতি॥

কথা: গোঁসাই গোপাল
সূচী

বাউল-৩৮৯: বিরজার প্রেম নদীতে যে জন

বিরজার প্রেম নদীতে যে জন ডুবেছে
ওসে অটল মানুষ রতন পেয়েছে॥
সাধারণী আর সমঞ্জসা
সমর্থা প্রেম কুটিল বড়
নাই তার ভরসা
ইহার তিন মানুষের করিলে আশা
হবে তার নিরাশা।
জেনে লও এক মানুষ বসে আছে॥
ভাবের মানুষ রয়েছে তিন জন
প্রেমের মানুষ ছয়জন খেলে শুন বিবরণ।
উল্টা কলে যে চলে উজান
জেনো সেই ত আপন
রস পাবি তুই তার কাছে॥

ত্রিবেণী হয় নাভি-কমলে
তাহার মধ্যে ডুবতে পারলে
অধর চাঁদ মেলে
গোঁসাই রামলাল এসব ভেবে বলে
যেন যাসনে ভুলে গোপালে
তোর দেহের মধ্যে সব আছে॥

কথা: গোঁসাই গোপাল
সূচী

বাউল-৩৯০: দমের মানুষ দমে চলে

দমের মানুষ দমে চলে
আলেক মানুষ আলের উপর।
আর এক মানুষ গোপনে রয়
জেনে শুনে সাধন কর॥
তিন মানুষের খেলা রে মন
কারে বা কর অন্বেষণ
তিন মানুষের তিন রূপ করণ
সদ্‌গুরু, মন, আগে ধর॥
জন্মদ্বার আর মৃত্যুর দ্বারে
আর এক দ্বার আর কইব কারে
মৃত্যুর দ্বারে যে জন্মাইতে পারে
তার সাধন হবে অমর॥
তিন রতিতে তিন জনে রয়
আধরতি ‘মা’ গোপনে রয়
গোঁসাই রামলাল যথার্থ কয়
গোপাল, মরার আগে জীয়ন্তে মর॥

কথা: গোঁসাই গোপাল
সূচী

বাউল-৩৯১: বাবা আমার আদি মোসলমান

বাবা আমার আদি মোসলমান
মায়ের জাতির নাই প্রমাণ॥
তাজ মাথায় তসবি গলে
ঠিক বাবা যবনের ছেলে
বাবা ফেলে গেলে চলে
মায়ের দেহ হয় শ্মশান॥
সুন্নত দিলে হলে যবন
পইতা দিলে ব্রাহ্মণ
বামনি চিনবে কিসে এখন
করে দেও জাতের বিধান॥
আপ্ততত্ত্ব নাহি বুঝে
হিন্দু যবন বেড়াই খুঁজে
গঠন হল একই চিজে
ধান বুনলে হয় না কাওন॥
কোন দিক হিন্দু কোন দিক যবন
বিচার করলে পাবে এখন
ফুলবাসউদ্দীন বসে ভাবছে এখন
আমি কোন জাইত নাই মালুম॥

কথা: ফুলবাসউদ্দীন
সূচী

বাউল-৩৯২: হিন্দু যবন খ্রিস্টান

হিন্দু যবন খ্রিস্টান
ভেবে দেখ এক মায়ের সন্তান॥
আর পানি মাটি আগুন হাওয়া
চার চিজে দেহের কায়া
কেবল মাত্র আসা যাওয়া
দিচ্ছে খেয়া ঐ একজন॥
এক চিজেতে সব উৎপত্তি
কিসে হইল জাইত বেজাতি
কোন জাতি হবে বেহেস্তি
কোন জাতি নরকে যান॥

আর দীনহীন ফুলবাসের উক্তি
দ্বেষাদ্বেষী জাইত বেজাতি
কোন জাতি পাবে মুক্তি
সেই ভাগ্যবান॥

কথা: ফুলবাসউদ্দীন
সূচী

বাউল-৩৯৩: মেয়েকে চিনতে না পেরে ঘটল

মেয়েকে চিনতে না পেরে ঘটল বিষম দায়
মেয়ে সর্বনাশী জগৎ ডুবায়
মেয়েকে ভজতে পারলে পারে যাওয়া যায়॥
মেয়ে যাকে স্পর্শ করে
পাঁজরাকে ঝাঁজরা করে
কাঁচা বাঁশে যেমন ঘুণ ধরে
মেয়ে কটাক্ষ-বাণ হানে যারে
তার মাথার মনি খসে যায়॥
সেই ভয়েতে স্বয়ং শঙ্কর
রাখলেন মাথা বুকের উপর
জয়দেব আদি নবরসিক আর ছয় গোস্বামী
মাতাল মেয়ের সাধনায়॥
যে বিষেতে মানুষ মরে
সেই বিষেতে ব্যাধি সারে
সুজন বৈদ্য দেয় শোধন করে
তারা জারণ-বড়ি তৈরী করে
যত বিকারী রোগীকে খাওয়ায়॥
গোবিন্দ গোঁসাইয়ের বচন
যাতে জনম তাতেই মরণ
করতে পারলে তাতে হয় সাধন
হল কানা বিড়াল কৃষ্ণদাস যেমন
শিকায় দুধ দেখে কাপাস খেতে যায়॥

কথা: গোবিন্দ গোঁসাই
সূচী

বাউল-৩৯৪: বাহারে খবর আসে তারে তারে

বাহারে খবর আসে তারে তারে তারেতে
এ তার নহে সে তার ভাই যে তার মিশে তারেতে।
পূবে মুগুর মারলে তারে পশ্চিমে এসে উত্তর করে
সে কি তারের তার তারে কহ শুধায় তারেতে।

কথা: গৌর গোঁসাই
সূচী

বাউল-৩৯৫: পাপ না থাকলে পুণ্যির কি

পাপ না থাকলে পুণ্যির কি আর মান্য হত
যমের অধিকার উঠে যেত।
যদি দৈত্য দুশমন না থাকত কাম ক্রোধ না হত
মারামারি খুনখারাপি জঞ্জাল ঘুচিত
সাবাই যদি সাধু হত
তবে ফৌজদারি উঠে যেত।
দোষ গুণ দুইয়েতে এক রয় কর্মক্ষেত্রে পৃথক হয়
পৃথক পৃথক না থাকিলে দোষ গুণ কেবা কয়।
যদি অমাবস্যা না থাকিত পূর্ণিমা কে বলিত।
গুরু মূল গাছের গোড়া
আছে ত্রিজগৎ জোড়া
কীটপতঙ্গ সথাবর জঙ্গম
কোথাও নাই ছাড়া।
লঘু যদি না থাকিত গুরু কেবা বলিত।

কথা: গৌর গোঁসাই
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৩৯৬: আরে কুলাঙ্গার অসাধ্য ব্যাপার না

আরে কুলাঙ্গার অসাধ্য ব্যাপার না জেনে ভাব তার সাধতে যাসনে
না জেনে তত্ত্ব হোস নে উন্মত্ত অনর্থ ব্যাগার খাটিস নে।
না করিয়ে চন্দ্র সাধন করিস না ভজন পূজন
দুজন না হয়ে সুজন যোগ আসন যেন পাতিস নে।
অজ্ঞানতা আগে সেরে বসবি গিয়ে যুগল ঘরে
কামে পাগল হোস নে ওরে বারম্বারে করি মানা—
শুনতে হয় তার বলতে বারণ অগম্য সেই গুরুর করণ
জাফর বলে কর স্মরণ শ্রীগুরুর চরণ দুখানা।

কথা: জাফর
সূচী

বাউল-৩৯৭: কও শুনি হে গুরুধন

কও শুনি হে গুরুধন
কি কারণে হয় গো জীবনের অকাল মরণ?
গর্ভে মরা কেন গো হয়
জানতে চাই তার কারণ॥
রজঃগুণে জীবের সৃষ্টি হয়
সতঃ রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণে আশ্রয়
ভিন্ন আকার সন্তানেরই
কি জন্য করে ধারণ॥
কোন মাসে কোন তিথির মিলনে
সাহবাসে পুত্র জন্মে কন্যা কয় দিনে
কোন বায়েতে কন্যা জন্মে
কোন তিথিতে হলে মিলন॥
দীন শরৎ বলে কহ দয়াময়
জানতে চাই এ সব তত্ত্ব বাসনা যে হয়
যমজ সন্তান কেবা হয়
ভেঙ্গে বল তার মূল কারণ॥

কথা: দীন শরৎ
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৩৯৮: জালাল তুমি ভাবের দেশে চল।

জালাল তুমি ভাবের দেশে চল।
আল্লাকে দেখবে যদি
আগে চর্মচোখের পর্দা খোলো॥
গিয়া তুমি ভাবনগরে চেয়ে থাকো রূপ নেহারে
সজল নয়নে তারে ফটোগ্রাফ তোল॥
মন রঙে প্রেম তরঙ্গে দিলে কপাট কোলো
দেখবে তোমার মাবুদ আল্লাহ সামনে করে ঝলমল॥
দেখবে আল্লার রঙ ছুরত অবিকল তুই জালালের মত
তোর সঙ্গে অবিরত চলে চলাচল॥
তোমার রঙে রঙ ধরেছে হয়েছে এক মিল ও
তোরে দেখলেই তাকে মিলে
আর কারে তুমি দেখবে বল॥
মক্কা-কাশী বৃন্দাবনে পাহাড় পর্বত মদিনে
বন-উপবন শ্মশানে কত মানুষ গেল॥
কারে জানি দেখবে বলে পাষান মূর্তি হইল
কেউরে তোর আর দেখতে পায় না
আশায় আশায় জনম গেল॥
ছিয়া ছফেদ লাল জর্দা চারটি রঙ করিলে কাদা
আর একটি রঙ হইবে জুদা জালালউদ্দিন কইল
বিশ্বজুড়ে যত রঙ হইল
সকল রঙ করিয়া বর্জন
নিজের রঙটা গড়ে তোল॥

কথা: জালালউদ্দিন
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৩৯৯: মোর দেহ-কাষ্ঠের সারিন্দা।

মোর দেহ-কাষ্ঠের সারিন্দা।
তিন রূপে তিন রসের তারে
তিনভাবে এক সুর বান্ধা॥
গুরু মন-পবনের ছড়ে
যখন মেশে তারে তারে
মধুর সুরে বেজে ওঠে

বাজে ভোর-দুপুর-সন্ধ্যা॥

তিন তারে তিন দম

আল্লা নবী আর আদম

তিন সুরে এক নামের ধ্বনি

হাসি-খুশি আর কান্দা॥

মন-ঘোড়ারই পিঠে

তিন তার বসে ওঠে

সুর-গগনে ঘুরে বেড়ায়

মহিনের লাগে ধান্ধা॥

কথা: মহিন শাহ
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৪০০: আসল নামটি কি হয় তোমার

আসল নামটি কি হয় তোমার

জানতে আমি জিজ্ঞাস করি

এক বিনে যার দুই মিলে না

সেই শব্দ কই বিশ্ব জুড়ি।

ফলে কিন্তু নাম নাই তোমার

ডাকছে মানুষ নানা প্রকার

তবে তুমি কেটা আবার মিথ্যা নামের ছড়াছড়ি।

নিশ্বাস করে চলাচল

নষ্ট করে আয়ুর বল

নিরক্ষর ধ্বনি কেবল

সে কি নামের পড়াপড়ি।

আমাতে তোর কি অধিকার

আমি যে কেবলই আমার

এ ভাব সে ভাব স্বাভাব আমার

স্বভাবেরই মরামরি।

আমি গেলেই গেল সকল

জালাল কয় মোর নামটি কেবল

থাকবে বাকী ভুঁই রসাতল

ছুটবে যে দিন ধরাধরি।

কথা: জালালউদ্দিন
সূচী

বাউল-৪০১: এমন মানব দুর্লভ জনম পেয়ে

এমন মানব দুর্লভ জনম পেয়ে
হরি না ভজিলাম আসরে মজিলাম
যাহা বলে এলাম ভবে গেলাম ভুলিয়ে।
নবদ্বীপ হতে যে পুঁজি এনেছিলাম
দেবগ্রামে তোলা দিতে আসলে হারালাম
আছে বিক্রমপুরের হাট কি দিয়ে করি আর
দিবানিশি তাই আমি মলাম ভাবিয়ে।
ঢাকা হতে আমি করেছিলাম আশা
ভজব হরি বলে কর খোলাসা
আছে রংপুরের তামাসা তা দেখে হল নেশা
সেই হতে দুর্দশায় নিল ঘিরিয়ে।
সয়দা বাজারে সয়দা হবে কি
ছয়জনা গাঁটকাটা খেলছে ফাঁকি
সেই ফাঁকিতে হলাম ফাঁকি
আখেরিগঞ্জের বাজার গেল রে বয়ে।
গৌর গোঁসাই কয় শোন রে পাপ মতি
স্বাভাবকে সলা করে ঘটেছে দুর্গতি
শোন রে অবোধ মন বিনয় বচন
স্বাভাব ছেড়ে গুরুর চরণ ধর জড়ায়ে।

কথা: গৌর গোঁসাই
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৪০২: তনের লীলা দেখ খুলিয়া তালা

তনের লীলা দেখ খুলিয়া তালা মনভুলা
তনের লীলা দেখ খুলিয়া তালা।
তনের মাঝে চাইরটি নফ্‌ছ এস্কের গুণ-বান্ধিয়া কস্‌
নয় দরজা বন্ধ করি দেখ খেলা।

দশ পাইক ছয় পিয়াদা ছয় লতিফায় করে সওদা
দেখি শুনি কানে দিছ তুলা।
তনেতে আঠার ঘাট আটে দশে হইল বাট
গাইন হরফে হইল ঘরের চালা।
তনের মাঝে তনের মালিক ডুব মারিয়া তুল রে মানিক
তিনশ ষাইটে মারিয়াছে তালা।
তন জমিনে চাইর দরিয়া দেখরে মানুষ নয়ন দিয়া
একশত ছাব্বিশে বন্ধন কইলা।
মন হইল মহাজন খরিদ্দার হইল পবন
দিনে-রাইতে টেলির অফিস খোলা।
ঘরে আছে দুইটা সিঁড়ি চিনরে মানুষ মুর্শিদ ধরি
সিঁড়ি বাইয়া দেখরে প্রেমের খেলা।
শাহ আবদুর রকীব বলে ঝাপ মারিয়া গহীন জলে
আপন ঘাটে আইল সন্ধ্যাবেলা।

কথা: শাহ আবদুর রকীব
সূচী

বাউল-৪০৩: রেখে অন্তরে দ্বেষ বেশ দরবেশ

রেখে অন্তরে দ্বেষ বেশ দরবেশ হয়েছে রে মন আমার
পরেছ রঙিন বেহাল গাঁজায় মাতাল
ভজনের লেশ নাই তোমার—
তোমার রসনায় বাসনা করে মিছরি মাখন সরভাজার।
সে ধর্ম জানে যে জনা কভু থাকে উপবাসী
রূপ-সনাতন যে প্রকার।
বেশ করে বেঁধেছ খোঁপা চারি দিকে পুষ্পচাঁপা
আয়না ধরে দেখছ মুখের বাহার—
গলার মালা ছিঁড়ে মাথা নেড়ে যাবে ভবসিন্ধু পার।
বাড়ি বাড়ি ভাত তরকারি করে বেড়াও মাধুকরী
তাতে কি ভাই ঘুচবে মনের বিকার
গিয়ে রূপনগরে রূপের ঘরে
করলে না সেই রূপ নেহার।
রঙ্গে মেতে সঙ্ সাজিলে তাতেই কি সেই রত্ন মেনে
গোঁসাই কুবির কহিছেন বারে বার
যাদুবিন্দু ঢেঁকি দেখলে না সাধুর বাজার।

কথা: যাদুবিন্দু গোঁসাই
সূচী

বাউল-৪০৪: ওরে আমি ঘুমায়ে ছিলাম ছিলাম

ওরে আমি ঘুমায়ে ছিলাম ছিলাম ভালো
জেগে দেখি বেলা নাই বেলা নাই
কোন বা পথে চেতনগঞ্জ যাই॥
চেতনগঞ্জ করব বাসা
মনে ছিল বড় আসা গো
এবার ছয় ডাকাতে যুক্তি করে
আশার মুখে দিল ছাই॥
ঢাকার নারায়ণগঞ্জ যাবার আশে
আমি দাঁড়ায়ে আছি রাস্তার পাশে গো
এবার গাড়িতে চড়ব টিকিট কাটব
ভক্তি মাশুল কিছুই নাই কিছুই নাই॥
চেতনগঞ্জ ডাইনে রেখে
সাধের নৌকা দিলাম খুলে গো
আবার চেতনগঞ্জ বামে রেখে
ঢাকার গাঙ্গে নাও ডুবাই নাও ডুবাই॥
ঢাকার শহর চক বাজারে
দোকান দিলাম কামিনীর কূলে গো
ঢাকার শহর চক বাজারে
দোকান দিলাম রাস্তার কূলে গো
কাঙ্গালিনী সুফিয়া বলে
চালানোর মাল কিছুই নাই কিছুই নাই॥

কথা: কাঙ্গালিনী সুফি
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৪০৫: গুরু দয়া কর মোরে গো,

গুরু দয়া কর মোরে গো, বেলা ডুবে এল।
তোমার চরণ পাবার আশে বইলাম বসে, সময় বয়ে গেল॥

আমি অমূল্য ধন লয়ে হাতে ভবে এসেছিলাম ব্যাপার বলে।
ছয়জন বোম্বেতে জুটে আমায় পথ ভুলায়ে সে ধন লুটে নিল॥
আমার বেলা গেল সন্ধ্যা হল, যম-রাজা ডঙ্কা বাজাইল
মহাকালে ঘিরে এল, সঙ্গের সাথী কেহ না রহিল॥
আমার কি হবে অন্তিমকালে, আমি রয়েছি বিনা সম্বলে
অধীন পাঞ্জু বলে গুরু ভুলে সাধের জনম বিফলেতে গেল॥

কথা: পাঞ্জু শাহ
সূচী

বাউল(ফকিইর)-৪০৬: ধরা যায় না অধরে

ধরা যায় না অধরে—
যদি নিষ্ঠা হয় স্বরূপদ্বারে।
মূলাধারে সেই অটল বৃক্ষ তাহে দুইটি ফল ধরে॥
লাল শ্বেত দুটি ফুল পিতামাতা নাম ধরে।
অটলের বরাতি মানুষ গড়েছে ফল মৈথুন করে॥
অটল মানুষ নিজরূপে স্বরূপে সে রঙ ধরে।
পিতামাতা পদ্মফুলে ভাসছেন সমুদ্রে॥
মহাযোগে সমুদ্রে অটল রূপ ঝলক মারে।
পাঞ্জু বলে, তীর-ধারে ধর ভাটা জোয়ারে॥

কথা: পাঞ্জু শাহ
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৪০৭: রসের কথা অরসিকে বলো

রসের কথা অরসিকে বলো না,
কারে বলো না, কেউ তো লবে না।
যেমন কয়লাকে দুগ্ধে ডোবালে দুগ্ধের বরণ ধরে না॥
এক মহারাজ বাঞ্ছা করলে
তিত মিঠা করব বলে
করলে শতভার চিনি দিয়ে নিম্ববৃক্ষ রোপনা।
তাহে তিনগুণ তিত বৃদ্ধি হল
মিঠাগুণ তার হলো না॥

যেমন কাক-তোতা এক খাঁচাতে
যত্ন করো পোষমানাতে
বুলি ধরাইব বলে খেতে দাও মাখন ছানা।
তোতা বুলি ধরে নিবে, কাকের বুলি হবে না॥
এক দরিদ্র জংলা হতে
দাঁড়ায় বাদশার দ্বারেতে
বাদশা তারে দয়া করে দিল ডাব চিনিপানা।
ডাব কামরে খেতে দন্ত ভাঙে, ছুলে খেতে জানে না॥
রসনগরে বিষম নদী
ডুবলি নে মন জন্মাবধি
হীরুচাঁদের বাক্য ভুলে হলি টোপা-পানা।
অধীন পাঞ্জু বলে, ডুব দেও, মন, পাবি মতি-দানা॥

কথা: পাঞ্জু শাহ
সূচী

বাউল-৪০৮: মরি কি কলের বাতি

মরি কি কলের বাতি
দিবারাতি জ্বলছে এ শহরে।
লন্ঠনের মধ্যে পোরা
দেখ গে তোরা
ঝড়-বাতাসে নেভে না রে॥
টিপ দিলে বাতির কলে
বাতি জ্বলে বিনা তৈলে
সে ধরম জানে যারা, জ্বালায় তারা
অন্যে কি জ্বালাতে পারে॥
এ আলোর এমনি ধারা
অন্ধকারে তারাও হেরে অন্ধ যারা
এ রঙ-বেরঙের আলো জ্বলছে ভালো
অখন্ড মন্ডলাকারে॥
এ দীন পুণ্যে রটে, ঘোর সঙ্কটে
আলোয় শহর রক্ষা করে।
এ আলো নিবে যখন, জানবি তখন
শহর যে তোর টিকবে নারে॥

কথা: দীন পুণ্য
সূচী

বাউল-৪০৯: দেশ ছেড়ে যেতে হল

দেশ ছেড়ে যেতে হল কাম-মশার কামরে।
মশা উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে কানের কাছে গান করে॥
মশার কিবা মধুর গান
শুনে প্রাণ করে আনচান
জ্ঞান-চাপড়ে মারব মশা করেছি সন্ধান।
জ্ঞান হল না, মশা মল না
হে-হুঁশিয়ারী চাপড়ে॥
ঘরের ভাঙা দরজা
মশা পেয়েছে মজা
আচার-বিচার খুঁটিনাটি
ঘরের চারিদিকে গোঁজা।
মশা ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে যাচ্ছে
বেওয়ারীশ মহল পেয়েছে
দেহের রক্ত চুষে খাচ্ছে
প্রাণ বাঁচাই কি করে॥

সূচী

বাউল-৪১০: স্বরূপের বাজারে থাকি

স্বরূপের বাজারে থাকি
শোন রে ক্ষ্যাপা, বেড়াস একা
চিনতে নারলে ধরবি কি॥
কানার সঙ্গে বোবা কথা কয়
কানা গিয়া স্মরণ মাগে, কে পাবে নির্ণয়
আবার অন্ধ গিয়া রূপ নেহারে
তার মর্ম কথা বলব কি॥
মরার সঙ্গে মরা ভেসে যায়
জ্যান্ত ধরিতে গেলে হাবুডুবু খায়
মরা নয় সে রসের গোরা
তার রূপে দাও আঁখি॥

সূচী

বাউল-৪১১: এলো প্রেমরসের কাঁসারি

এলো প্রেমরসের কাঁসারি।
আয় সবে ভাঙা-ফুটো বদল করি॥
একটি নয় গো ছিদ্র নয়টা
রস বিহনে অন্তর ফাটা
জল থাকে না এনটি ফোটা
  আঠা দিয়ে যত সারি॥
সকলে ভরে গাগরি
দেখে দেখে ফেটে মরি
জাগন্ত ঘরে হয় গো চুরি
  এ জ্বালা কি সইতে পারি॥

সূচী

বাউল-৪১২: ইন্দ্রিয় দমন কর আগে, মন

ইন্দ্রিয় দমন কর আগে, মন
  না হলে সাধন হবে না, হবে না।
যে উপায়ে মন, তোর ঘুচিবে বন্ধন
  সেই উপায়ে মনকে রাজী কর না, কর না॥
পরের কথা শুনে হরি বলে নাচ
হরি কোথা আছে, তারে না দেখিছ
শুনেছ, শোনা কথা কহিছ
  নিশ্চিন্ত রয়েছ, পরিনাম ভাব না, ভাব না॥
আত্মরূপে হরি প্রতি ঘটে ঘটে
তারে না চিনিয়ে বেড়াইছ ছুটে
জ্ঞান-আঁখি যার ফুটে
অষ্টপাশ সে-ই কাটে
  শোনা কথা তুমি শুন না, শুন না॥
তপৃ-বীজ-তত্ব না জেনে কখোনো
  হরিকে পাবে না, পাবে না॥

সূচী

বাউল-৪১৩: আপন দেহের খবর জান রে

আপন দেহের খবর জান রে মন।
আছে তোর এই দেহে চৌদ্দ ভুবন॥
    সবাই বলে ৪০ সেরে হয় মণ
    এবার সে মণে মন-মাটির ওজন
    খাটবে না মন, চাই ১২০ সেরের ওজন
        আপন মনের সঙ্গে মিশাও মন॥
এবার এ মন সে মন একমন হলে
    পাবি গুরুর দরশন।
ও তোর কুমন আজ করলে সুমন
    শেষে মনের মত মিলবে মন॥

সূচী

বাউল-৪১৪: যে জন প্রেমের ভাব জানে না (২)

যে জন প্রেমের ভাব জানে না
তার সঙ্গে কিসের লেনা-দেনা॥
কানা চোরে চুরি করে
ঘর থাকতে সিঁধ দেয় পগারে
শুধু বেগার খেটে মরে
    কানার ভাগ্যে ধন মিলে না॥
কানা বিড়াল লোভী হয়ে
দধি বলে কাপাস খেয়ে
গলায় বেধে ছটফট করে
    শেষে ও তার প্রাণ বাঁচে না॥
নিম্ববৃক্ষ কর রোপণ
শতভার দুগ্ধ-সিঞ্চন,—
তবু কি তার স্বভাব যায় দূরে?
    ভিতরে মিঠা ঢুকতে পায় না॥
উল্লুকের হয় ঊর্ধনয়ন

সে দেখে না সুর্যের কিরণ
দেখ, পিঁপড়ে পায় চিনির মর্ম
    রসিক হলে যাবে জানা॥

সূচী

বাউল-৪১৫: গুরু-মহাজনের চেক

গুরু-মহাজনের চেক
সাধুর ব্যাঙ্কে নাও ভাঙায়ে
নিত্য প্রেম পরমার্থ তত্ত্ব
আত্মদান মোহর করিয়ে॥
নিয়েছ বীজ মন্থন করে
গুরু-জিহ্বা-লিঙ্গ দিয়ে
রাখ কর্ম যোনির পাত্রে
বাড়াও শ্রদ্ধাভক্তির পোষণ দিয়ে॥
ক, ল, ই অনুনাসিকায়
বুঝ তত্ত্ব সাধু যথায়
ভুলো না আর দ্বৈত কথায়
    মজ না যেন অন্য মন্ত্র নিয়ে॥
সেই বীজের অর্থ নিজে
কাজে দেখ না বর্ত করি হৃদি মাঝে
বীজে পঞ্চতত্ত্ব আছে
    বোঝ সৎসঙ্গ করিয়ে॥
ভাব, প্রেম, রূপ, রসে
বীজের অঙ্কুর উঠবে ভেসে
গোঁসাই নরহরি হেসে
    অনুরাগীকে যায় কহিয়ে॥

কথা: নরহরি গোঁসাই
সূচী

বাউল-৪১৬: যার জন্যে বাউল, কেন সে

যার জন্যে বাউল, কেন সে কাজেতে হচ্ছে ভুল।
নিয়ে জপের মালা, আঁচল ঝোলা
মিছে দেশ জুড়ে বলা বাউল॥
ত্যজে রত্ন-সিংহাসন, রূপ-সনাতন ভাই দুজন
করে করোয়া ধারণ
হয়ে হালসে বেহাল, দীনের কাঙাল
মন রে, তাদের কিসে ছিল অপ্রতুল॥
তুমি কেন ঘামাও মাথা, গায়েতে ছেঁড়া কাঁথ
ছিলে বা কোথা।
দেখি কপনি আঁটা, দীর্ঘ ফোঁটা
মন রে, তেমার মুখে দাড়ি, লম্বা চুল॥
শুনি হরিনাম রসের গাছে
চার ডালে চার ফল আছে
কে যায় তার কাছে।
শুনি পাতায় পাতায় চন্দ্র গাঁথা
খোঁজ না কোনখানে তার বৃক্ষের মূল॥
তোর গুরু বসে কোন ফুলে, মৃণালে মৃগ খেলে
সে ফুল ভাসে কোন জলে।
অধীন গোপাল বলে, সেই কমলে
কোন ভ্রমরা বসায় হুল।

কথা: গোপাল গোঁসাই
সূচী

বাউল-৪১৭: মানুষ কি যায় কথায়

মানুষ কি যায় কথায় ধরা।
ধ্যান করে পায় না যারে ব্রহ্মা-আদি দেবতারা॥
গুরুর কৃপায় বশ মানিবে ভজনবাদী ছয় চোরা
তোমার সাধন-সিদ্ধি তলিয়ে যাবে ছুটলে নয়নতারা।
ধরবি যদি অধর মানুষ ঠিক রেখো নয়নতারা॥
বিরজার পূর্বাপারে এক মানুষ বিরাজ করে
সেই মানুষ নেহার কর, চেতন মানুষ তারা
কামিনী সাপিনী কূলে হয়ে থাকো মরা

চোরা ঘুমের ঘোরে বিভোর হয়ে
লাভে-মূলে হবি হারা॥
যার গুরু কামেল আছে, ঠিক মানুষ সেই ধরেছে
সে অনায়াসে ঘাট পার হয়ে বসে আছে
গোঁসাইচাঁদ বলে, সে কাল-শমনের ভয় রাখে না॥

কথা: গোঁসাইচাঁদ
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৪১৮: টেনে চল উজান গূণ

টেনে চল উজান গূণ।
নইলে নৌকা ভাটার টানে হবে খুন॥
টান শীঘ্র ভাটা এল
নৌকা বালিচরে প'ল
ছয় চোরাতে চুরি করে নিবে মূলধন॥
টেনে যাও ত্রিবেনীর ঘাটে
বান্ধ নৌকা খুটা এঁটে
ঠিক রাখিও নাহি ছুটে
নিরিখ-নিরূপণ॥
টানো ওরে ছয় গুণারি
ভব-নদীর বিষম পাড়ি
মন-মাঝি হাল সোজা রাখ
উঠিল পবন॥
টেনে হাল সোজা করো
এল্লেল্লার বৈঠা মারো
ছয় গুণারি আড়িগুড়ি
করে জ্বালাতন॥
চলে উল-হায়াত নদী
নৌকা নুর মোহাম্মদী
রশীদ সেই নৌকায় উঠি
পারে যায় এখন॥

কথা: রশীদ
সূচী

বাউল-৪১৯: ডুব দিও না, পার পাবে

ডুব দিও না, পার পাবে না
    কাম-নদীতে আর।
সে যে অকূল নদীর তুফান ভারি
    কূল কিনারা নাই তাহার॥
ডুব দিও না, পারে থেকো
জোয়ার ভাটার খবর রেখো
বিবেক-হলদী গায়ে মেখো
    কুম্ভীরে ছোঁবে না আর॥
কিবা সাধ্য আছে তোমার
পাড়ি দিতে দাও হে সাঁতার
কিঞ্চিৎ পাড়ি দিতে পারো
    গুরু যদি দেয় কিনার॥
পঞ্চ রসের রসিক যারা
জোয়ার-ভাটা চেনে তারা
তাদের তরী যায় না মারা
    বেয়ে যায় সে প্রেমের দাঁড়॥
দুধ আর মিশায়ে জলে
জল চলে সে ঊর্ধ্বনলে
দ্বিজ কৈলাসচন্দ্র বলে
    রাজহংসে দেয় সাঁতার॥

কথা: দ্বিজ কৈলাসচন্দ্র
সূচী

বাউল-৪২০: ওরে ডুবছে নাও ডুবাইয়া

ওরে ডুবছে নাও   ডুবাইয়া বাও
        ওরে রসিক নাইয়া।
ওরে ভাঙ্গা নাও   যে বাইতে পারে

তারে বলি নাইয়া।
ওরে হাল ছোড়ো না ভয় কোরো না
পারাবারে যাইতে বাইয়া।
ও তোর ভাঙ্গা নাও লোনা পানি
ছাইড়া দিছে খাইয়া।
ওরে পথের মাঝে ফাঁদ পেতেছে
বাজীকরের মাইয়া॥

কথা: সুধারাম বাউল
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৪২১: আকাশের গায়ে আলো ফুটেছে

আকাশের গায়ে আলো ফুটেছে
এবার দয়াল ফুটেছে আখীর।
আমি প্রভাতে জাগিয়া দেখি
দয়াল আমার সম্মুখে জাহির
রে সম্মুখে জাহির॥
ফুল ঝরে, পাখী উড়ে, পাতায় শিশির
গলে রে রোদের তাপে আলোক নিশির
দয়াল আলোক শশীর।
তাই ভেবে কান্দে ঈশান, যাতনা গভীর
বড় যাতনা গভীর॥

কথা: ঈশান ফকির
সূচী

বাউল-৪২২: নিঠুর গরজী, তুই কি মানস-মুকুল

নিঠুর গরজী, তুই কি মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে?
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি সবুর বিহনে?
দেখ না আমার পরমগুরু সাঁই
যে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল, তাড়া-হুড়া নাই।
তোর লোভ প্রচণ্ড
তাই ভরসা দণ্ড

এর কাছে কোন উপায়?
কয় যে মদন
শোন নিবেদন
দিসনে বেদন
সেই শ্রীগুরুর মনে॥
সহজ ধারা
আপন হারা
তাঁর বাণী শুনে।
রে গরজী।

কথা: মদন বাউল
সূচী

বাউল-৪২৩: প্রেম করা কি সহজ কথা

প্রেম করা কি সহজ কথা, আগে স্বভাব রাখ দূরে।
তোমায় আমায় করব পিরিত এ জনমের তরে॥
ভাবের মানুষ প্রেমে বেহুঁস সদায় ভাসে প্রেম-সাগরে।
অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম কৈতবে যায় সরে॥
ভাব না জেনে প্রেমে মজে, যেমন সাপে ছুঁচো ধরে।
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু, —মারতে গিয়ে মরে॥
চন্দ্রে সুধা, পদ্মে মধু—বলো যুগল হয় কি করে।
চন্দ্র থাকে গগন পরে পদ্ম সরোবরে॥
মোমাছিতে চাক বানিয়ে রাখে মধু সংগ্রহ করে।
চন্দ্রে পদ্মে হচ্ছে মিলন কেবল ভাবের দ্বারে॥
কাম যেথা প্রেম সেথা, দেখ না নজর করে।
দুধেতে হয় ঘি উৎপন্ন মথনের জোরে॥
টলের ঘরে অটল মানুষ, দেখ না বিচার করে।
অটলে টল, টলে অটল, রমণদাস কয় ভবারে॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৪২৪: মনের মানুষ পাই যদি ভাই

মনের মানুষ পাই যদি ভাই
    হার করে গলায় রাখি।
মানুষ যে পায় মান-হুঁস বটে
    আসল সে যে, নয় মেকি॥
মানুষ রয় কল্প-বটে
    ঘুরে বেড়ায় ঘটে-পটে।
ইঙ্গিতে প্রাণ নেয় লুটে,
    তার ভাবের কথা কইব কি॥
দীনু ক্ষ্যাপা কয়, ঘুরে সে নয়নের দ্বারে
চামের চোখে, পাগল রে, চিনবি কি করে।
যদি ধরবি মানুষ, হোস্‌নে বেহুস!
এবার বংশী-বটে রাখ রে রাখ আঁখি॥

কথা: দীনু ক্ষ্যাপা
সূচী

বাউল-৪২৫: দেখবি যদি চিকণ-কালা শ্বাসের মালা

দেখবি যদি চিকণ-কালা শ্বাসের মালা জপ না
মন রে ভোলা, কাঠের মালা জপলে জ্বালা যাবে না॥
জীয়ন্তে মরবি যদি শ্বাসের সঙ্গ ধর না
আসা-যাওয়ার যে যন্ত্রণা জেনে কি তা জান না॥
যার চেতন-গুরু মেরেছে লাথি
        তার কিসের অভাব বল না
নিদান-কালে হরি বলে দ্বিদলে প্রাণ যাও না॥
ষটচক্র-ভেদী যবে হবে পাবে তব ঠিকানা
দেখবে আলোর ভিতর কালো মাণিক
        ঘুচবে ভবের যন্ত্রণা॥
গোবিন বলে, দেখলে পরে আসা-যাওয়া আর রবে না
একুশ হাজার ছয় শ’ বার জপ করে তা দেখ না॥

সূচী

বাউল-৪২৬: ডাকলে যারে দেয় না সাড়া

ডাকলে যারে দেয় না সাড়া
    কাজ কি ডেকে তায়।
সে যে শুনবে আমার মরমের কথা
    কি দেখে তা জানা যায়॥
কেমন গঠন, কেমন বর্ণ তার
কেউ তো কিছু বলতে নারে
    বিশেষ সমাচার
তবু কতজনে কত বলে
    শুনে আমার হাসি পায়॥
জন্মাবধি দেখি নাই যারে
বল দেখি তার অস্তি-নাস্তি
    জানব কেমন করে?
দেখি সবাই তারে ধরবার তরে
    অন্ধকারে হাত বাড়ায়॥
কেউ বা বলে স্বর্গে তার থানা
কেউ বলে সে কোথায় থাকে
    যায় না কো জানা
শুনে আমার মনে লাগলো ধাঁধা
    পাঁচজনাকার পাঁচ কথায়॥
কেউ বা তারে পাবার প্রত্যাশে
করে সাধন-ভজন, তীর্থ-ভ্রমণ
    রয় উপবাসে
কেউ বা পরে গেরুয়া বসন
    কেউ বা নিরামিষ্য খায়॥
তারে আল্লারসুল বলে মুসলমান
খৃষ্টানে কয় যীশুখৃষ্ট, হিন্দু ভগবান
ও সে একজনাই সকল বটে
    সন্দেহ কি আছে তায়॥
দেখলাম মনে বিচার করিয়ে
আছেন আপনি হরি বিরাট রূপে
    সাকার সাজিয়ে
ও সে কি বা সিন্ধু, কি বা বিন্দু
    তার ভিতরেই শোভা পায়॥
দাস গোবিন্দ বলে, গোলক মতিমান

তুই বাজার বুঝে কইবি কথা
    হবি রে সাবধান
সাচ্ কহে তো মারে লাঠি
    ঝুটাতে জগৎ ভুলায়॥

কথা: গোলক
সূচী

বাউল-৪২৭: হৃদয় কমল চলতেছে ফুটে

হৃদয় কমল চলতেছে ফুটে
        কত যুগ ধরি
তাতে তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা
        উপায় কি করি।
ফুটে ফুটে ফুটে কমল
        ফুটার হয় না শেষ
এই কমলের সে এক মধু
        রস যে তায় বিশেষ।
ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর
        পারে না যে তাই
তাই তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা
        মুক্তি কোথায় পাই॥

সূচী

বাউল-৪২৮: আপন মনের মানুষ মনে রেখো

আপন মনের মানুষ মনে রেখো যতনে।
    দিয়ে দর্পনে পারা, ঠিক রেখো নয়ন-তারা
        প্রেম-রসে অঞ্জন করা, আপনি লাগবে নয়নে॥
    মনের মানুষ মন-ছাড়া কেউ কোরো না
    কলে-বলে ষোল আনা, হিসাবে উসুল ভুলো না
        বম্বেটে বসে আছে ছয়জনে॥
    প্রাপ্ত ধন গেলে পরে
    ভাসবি অকূল পাথারে

সাথী সব যাবে ছেড়ে
কাঁদতে হবে নির্জনে॥
খুঁটো ধরে বসে আছে যে জনা
জাঁতার ঘেষ তার গায় লাগে না
কত তুফান কেটে যায়
তেমনি ধারা মত্ত থাক সাধনে॥
যেমন চুনে হলুদ দিলে পরে
দুই রঙ যায় আপনি সরে
শেষ কালেতে লাল রঙ ধরে
ঠাউরে দেখ চেতনে॥
গুরুবর্ত করেছে যে জনা
গুরু-শিষ্য একই আত্মা
যার জ্ঞান হয়েছে পরমাত্মা
বর্তমান করেছে কর্তা সুজনে॥
দীন কানাইলাল কয়, গেল বেলা
ভাঙল রে ভবের খেলা
ভাব সাগরে দাও গো মেলা
কাজ কি অন্য সন্ধানে॥

কথা: দীন কানাইলাল
সূচী

বাউল-৪২৯: ভাব-সাগরে ভাবের মানুষ

ভাব-সাগরে ভাবের মানুষ
বসে আছে ভাব ধরে।
খুঁজতে গেলে কই সে মেলে
আওয়াজ বুঝে নাও ধরে॥
ভাব ছাড়া সে কয় না কথা
পঞ্চভাব তার হৃদে গাঁথা
ভাবের মানুষ আলেক-লতা
আল-জিহ্বায় সে বেদ পড়ে॥
ভাবে আসে, ভাবে বসে
ভাবে লেখে, ভাবে দেখে

আন কথা তার নাইকো মুখে,
রয়েছে ভাব-নেহারে॥
থাকতে স্বভাব হয় না সে ভাব
স্বভাব গেলে কিসের অভাব
সেই ভাবেতে হয় মহাভাব
সেই ভাবে জ্যান্তে মরে॥
জাতি-বিদ্যা মহৎ-আনা
থাকতে দেহ ভাব হবে না,
ভবা রে, তুই স্বভাব-কানা
পড়েছিস কলির ঘোরে॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৪৩০: মন যদি চড়বি রে

মন যদি চড়বি রে সাইকেলে
আগে দে কোপনি এঁটে, আকপটে সাচ্চা কর দেল॥
ফুটপিনে দিয়ে পা
হপিং করে এগিয়ে যা
পিনের পরে উঠে দাঁড়া
বেদবিধির হবি ছাড়া
সামনে কর নজর কড়া
আগাগোড়া ঠিক রাখিস হ্যাণ্ডেল॥
সীটের পরে বসে (মন)
ব্যালান্স ধরবি কষে
যাবি উর্ধ্বশ্বাসে কুম্ভক-ন্যাসে
চাস না আশে পাশে, ছয় আর দশে
মূলমন্ত্রে কর প্যাডেল॥
কর সুপথে সুলক্ষ্য
ছাড়ি কুশাগ্র-কুতর্ক
দিবি রান হয়ে অধ্যক্ষ
ভিতর বাহির করে ঐক্য, হয়ে সুদক্ষ
বাজাবি তুই বিবেক-বেল॥

মাধবানন্দ ভাষে, ভবানী, তুই কর্মদোষে
ফুল মোশনে ব্রেক করে রইলি বসে
ভূমেতে পড়লি খসে অবশেষে
এমনি বোকা, বে-আক্কেল॥

কথা: ভবানী
সূচী

বাউল-৪৩১: বিশ্বাসী হও ঐ চরণে

বিশ্বাসী হও ঐ চরণে
সৌভাগ্যে পাওয়া যায় না
ওরে, বিশ্বাসে পায় অমূল্য ধনে॥
বিশ্বাসী সর্বত্র সুখী
অবিশ্বাসী সদাই দুখী
এবার অবিশ্বাসী আমায় দেখি
হারিয়েছি ঐ নিত্যধনে॥
অভিমানী ভক্তিহীনে
দুঃখ পায় সে চিরদিনে
আমার মন কাঁদে ঐ চরণ বলে
পেলে সভক্তি হই এই ক্ষণে॥
কালাচাঁদ পাগলে বলে
ভক্তি ভজিলে মিলে
আমি অভয় পাব কেনে
এই ভক্তিশূন্য অভাজনে॥

কথা: কালাচাঁদ
সূচী

বাউল-৪৩২: নদী নদী হাতড়ায়ে বেড়াও অবোধ

নদী নদী হাতড়ায়ে বেড়াও অবোধ, মন!
মিছে ভ্রমেতে কর ভ্রমণ॥
তোমার হৃদয়-রত্নাকরের মাঝে
আছে অমূল্য রতন॥

দেহে থাকতে সহজ মানুষ, ধরতে না পারে যে জন
তার বৃথাই জন্ম, নরের অধম, বিধাতারই বিড়ম্বন।
কাঞ্চন ত্যজিয়ে কেবা কাচেতে করে যতন
যেমন স্বর্গ ত্যজে ইচ্ছা করি লরকে করে গমন॥
যে যা বলে তারই কথায় দৌড়ে বেড়ায় ত্রিভুবন
তোমার ঘরের মধ্যে বিরাজ করে বিশ্বজয়ী সনাতন॥
কারুর কথা না শুনিবি, শুনবি স্বগুরুর বচন
তবে ঘরে বসি দিবানিশি, করবি তারে দরশন॥
ছাড়বি না পাইলে রসিক, প্রেমিক, সুজন মহাজন
ও তোর যে দিনে চৈতন্য হবে, লক্ষ্য করবি নিত্যধন॥
নিতাইদাস বাউলে বলে, শুন শুন সাধুজন
কেন আত্মতীর্থ ত্যাজ্য করে মিছে তীর্থ-পর্যটন॥

কথা: নিতাইদাস বাউল
সূচী

বাউল-৪৩৩: ধরবি যদি অধর মানুষ

ধরবি যদি অধর মানুষ
ভক্তিপদে দাঁড়াও মন
পার যদি মনফুলে নয়ন জলে
পূজগে গুরুর শ্রীচরণ।
চেতন থাকতে দেও না বেড়া
হুঁশিয়ারে দাও পাহারা
চৌকি রেখো নয়ন-তারা
ধরার এই কারণ॥
হিংসা, নিন্দা কৈতব যাবে
ভাব-যোগ্য দেহ হবে
তিমির-আঁধার ঘুইচ্যা যাবে
গুরুর কৃপা হয় যখন।
ধারার উপরে ধারা
ভক্তিপদে দাঁড়া
জলধরের এমনি ধারা—
ইচ্ছায় বরিষণ॥

গুরুপদে মেঘ সাজাইয়া
চাতকের ন্যায় থাক না চাইয়া
নব জলধর বরষিয়া
প্রাণ জুড়াবে ততক্ষণ।
ধারার উপরে ধারা
স্বভাব ছাইড়্যা ভাবে দাঁড়া
তার উপরে বিষম চড়া
সঞ্চারে উজান।
সে উজানে যায় যে ভেসে
চইল্যা যাবে বেহাল দেশে
ভাবের অনুরাগী ভাব-আবেশে
ইন্দ্রিয় বশে হয় সাধন॥

অন্যরূপ

ধরবি যদি অধর মানুষ ধরাকে ধররে মন।
মনফুলে নয়নজলে পূজগে মানুষের শ্রীচরণ॥
ধরার কাছে আছে ধরা
সেই মানুষটি জ্যান্তে মরা
মরার সঙ্গে হইয়ে মরা
খোঁজে যে বা জন।
হিংসা-নিন্দা-তমো যাবে
তবে দেহ শুদ্ধ হবে
তবে সে ফল হাতে পাবে
অধর ধরার এই লক্ষণ॥
আপন দিল-দরিয়ায় বুঝ
বুইঝ্যা প্রেমরসে মজ
তবে হবে ধরার খোঁজ
হবে উদ্দীপন।
চৈতন্যকে রাইখ্যা খাড়া
হুঁসার হয়ে দেও পাহারা
ঠিক রেখে নয়ন-তারা
সহজভাবে কয় মদন॥
শুদ্ধভাবে নিষ্ঠা কইরা
থাক রে মন চাতক হইয়া

নবঘন বারি পাইলে
শান্ত হবে রে ততক্ষণ॥

সূচী

বাউল-৪৩৪: মনের মানুষ অটলের ঘরে খুঁজে

মনের মানুষ অটলের ঘরে খুঁজে নাও তারে
নিগমেতে আছে মানুষ, যোগেতে বারাম ফেরে॥
শুদ্ধ শান্ত রসিক হলে, ধরা যায় সে নেহার দিলে
সেই নেহারে গোল বাধালে, এসে মানুষ যায় ফিরে॥
কত জন পার হব বলে, চলে যায় সে নদীর কূলে
হঠাৎ গিয়ে নামলে জলে, ধরে খায় কাম-কুম্ভীরে॥
মনে প্রাণে কর আর্তি, গ্রহণ করো কাম-গায়ত্রী
শিক্ষাগুরুর পদে ভক্তি, নইলে কি পাবি তারে॥
গোঁসাই মদনচাঁদের উক্তি, কর সাধন ছুঁসনে প্রকৃতি
তবে হবে ব্রজ-প্রাপ্তি, চন্ডী কালা, কই তোরে॥

কথা: চন্ডীদাস গোঁসাই
সূচী

বাউল-৪৩৫: কামের মধ্যে প্রেমের মর্ম, বুঝে

কামের মধ্যে প্রেমের মর্ম, বুঝে উঠা হল ভার
বুঝিবে রসিক জনা, অরসিক কি বুঝিবে তার॥
প্রেমের জন্ম হয় যে জলে
সেই জলেতে সাঁতার দিলে
সাঁতার না শিখিয়ে গেলে
মরণ হবে নদীর মাঝার॥
জোরে-জারে নামিলে জলে
সে যাইবে রসাতলে
গুরুত্যাগী তাই রে বলে
ভঙ্গ রতি হইবে যার॥
চন্ডী বলে দৈন্যভাবে
যাস্ না জলে মরবি ডুবে
গুরুবাক্য যে জন লবে
সে জন নদী হইবে পার॥

কথা: চন্ডীদাস গোঁসাই
সূচী

বাউল-৪৩৬: দিল-দরিয়ার মাঝে উঠেছে

দিল-দরিয়ার মাঝে উঠেছে
আজব কারখানা।
ডুবলে কত রত্ন পাবি
ভাসলে পরে পাবি না॥
মাঝে মাঝে জাহাজ গেছে
দাঁড়ি-মাঝি ছয়জন আছে
নয়জনা তার গুণ টানিছে
হাল ধরিছে একজনা॥
ধারে ধারে বাগান আছে
নানাজাতি ফুল ফুটেছে
সৌরভে জগৎ মেতেছে
আমার নাসা মাতলো না॥
দরিয়াতে ফুল ফুটেছে
তাতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব রয়েছে
তিনকে যে এক করেছে
তার কিসের ভাবনা॥
অনুরাগে যে বসে আছে
দিলের খবর সেই রেখেছে
মনকে সে ঠিক করেছে
করেছে হরির সাধনা॥
গোঁসাই গিরিলালে ভণে
চাকুরে, যাবি কোন সাধনে
ধর গা গুরুর শ্রীচরণে
নইলে যাওয়া হবে না॥

কথা: গিরিলাল গোঁসাই
দ্র: লালনের 'এই দিল দরিয়ার মাঝে' গানটা দ্রষ্টব্য।
(Lalon/9.tex)
সূচী

বাউল-৪৩৭: লাভ করতে এসে

লাভ করতে এসে
রইলাম বসে
        লাভে মূলে গেল।
কিছুই হল না
কিছুই হল না
এবার আসল ভেঙে
        উসুল দিতে হল॥
আসিয়ে বানিজ্যের আশে
লাভশূন্য রইলাম বসে
আসলে উসুল দিব কিসে?
হল জমা ছোট, খরচ বেশী
কাজ দেখে ভাবছি বসি
সকল দিয়ে বাকির দায়ে
        পূর্বধন যা ছিল
তোলা দিতে দিতে
        আমার সব ফুরাল॥
একমনে থাকি রে ঘরে
তবে কে কি করতে পারে?
আপনি সব দিয়ে যাই ছেড়ে।
আছে ছয়জন তার মন্ত্রীদার
দশজনা তার সমিভ্যার
আর পঞ্চজনে ছুটে ছুটে
        আপনার ফাঁদে আপনি পড়তে হল॥
গোঁসাই হরি কইছে এঁটে
পোদো, এলি ভবের হাটে
আপনার আপনি মলি রে ফেটে।
তুই চক্ষু থাকতে অন্ধ হলি
চোরের হাতে গলা দিলি
কোন দিন কাটা যাবে মাথা
তখন দাঁড়াবি কোথা
        বাঁচার চাইতে এবার মরাই ভালো॥

কথা: পদ্মলোচন
সূচী

বাউল-৪৩৮: অনুরাগ-উদয় হলে পাত্র

অনুরাগ-উদয়
হলে পাত্র অনুসারে হয়।
ও সে অন্যজনার হবে কেনে রে
যার ভাবে গদগদ চিত্ত নয়॥
যার হৃদয়ে নাই ভাব-নিধি
ঘেঁটে মরে বেদ-বিধি
তার হয় না মনশুদ্ধি
মিছে তর্ক করে বকে মরে রে
যেমন স্থুল তুষে অবঘাত হয়॥
রাগ-রূপাশ্রিত যে জনা
রাগ-পথে তার গমনা
কোটিতে একজনা
সে রাগের ঘরে বিরাজ করে রে
অনুরাগ ছাড়া তিল-আধ নয়॥
বিল্বমঙ্গল নাম ছিল
চিত্তে গাঢ় রাগ হল
মরা ধরে পার হল
সে শিক্ষা পেয়ে রাগ লয়ে রে
তার নিত্যবৃন্দাবন-প্রাপ্তি হয়॥
গোঁসাই গোপাললাল ভণে
গোপী-ভাবাশ্রয় বিনে
রাগ হবে রে কেনে
চাকুরে তোর নেই কোন ঠাওর রে
ও তোর ভাবের অভাব সমুদয়॥

কথা: গোপাললাল গোঁসাই
সূচী

বাউল-৪৩৯: কিছু হয় নাই আর হবে

কিছু হয় নাই আর হবে নাই
যা আছে তাই, যা আছে তাই॥
স্বপ্নে হয়েছিলাম রাজা
জগৎ জুড়ে আমার প্রজা
ঘুম ভাঙ্গিতে আর কিছু তার
দেখিতে নাহি পাই॥
বসে ছিলাম রাজসিংহাসনে
সিংহসম রাজশাসনে
ছিলাম আনন্দ মনে
মনের সুখে কাল কাটাই।
সিংহ বলে মানত সবে
পাশ মোরা দিয়ে দেখলাম ভেবে
সিংহ নই, সিংহের মামা
ভোম্বলদাসের মাসতুতো ভাই॥
ঘৃত-কলসী লয়ে মাথে
চলছে মুটে সরান পথে
ছাগল-গরু কিনতে বেচতে
মনে মনে মনকলা খাই।
বিয়ে করবো সেই ধনেতে
লেড়কা হলে বলবে খেতে
“নেহি খায়েঙ্গে” ঘাড় ফিরাতে
কলসী ভেঙ্গে সেই লাথি খাই॥
যা আছে তাই এর তত্ত্ব
বুঝলে হবে যত্ন-ণত্ব
জানলে পরে পরমার্থ
তত্ত্ব কথা তোরে জানাই॥
তেগাছাখান পিছু করে
লয়ে গেছে গ্রামের রাস্তা ধরে
যা সুধীর, কিছু দূরে
দেখতে পাবি কেউ কোথাও নেই॥

কথা:সুধীর
সূচী

বাউল-৪৪০: বোকা হয় গেলে ঢাকা শহরে।

বোকা হয় গেলে ঢাকা শহরে।
বিষম ঘোর লাগবে চোখে
    শহর দেখে
        ঘোরে ঘোর অন্ধকারে॥
দেবতা, ঋষি, মুনি
দেখে সেই শহরখানি
বুদ্ধিহীন হয় তখনি
        নিরূপণ করিতে নারে।
ফিরে আসবে কিসে
        ঝিমায় বসে
        বিদ্যা-বুদ্ধি নেয় হরে॥
অনেকে জানে সন্ধি
যে যাবে হবে বন্দী
বেড়াবে কান্দি কান্দি
        শহরের গলিতে পড়ে।
সেথায় বিধি-বিষ্ণুর
লাগে ধাঁধা
        তেমাথা রাস্তা হেরে॥
ঢাকাতে ঢাকেশ্বরী
এলোকেশী, দিগম্বরী
রণ-বেশ ভয়ঙ্করী
        আছেন তিনি অসি ধরে।
সেথায় সিদ্ধপীঠে
শ্মশান ঘাটে
        তরঙ্গ বয় রুধিরে॥
ভোলানাথ শক্তি পূজে
শহরের সন্ধি বুঝে
নিয়েছে খুঁজে খুঁজে
        নিজ কার্য-সাধন করে।
যাদুবিন্দু বোকা
গুবরে পোকা
        এইবার পড়েছিস যমের ঘরে॥

কথা: যাদুবিন্দু গোঁসাই
সূচী

বাউল-৪৪১: তারে খুঁজলে মিলতে পারে

তারে খুঁজলে মিলতে পারে
বাইরে খুঁজলে পাবি কোথা
দেখ আপন ঘরে॥
সেঠা দুর্গম রাস্তা, জলপন্থা
সেথায় কেউ যেতে নারে।
কালী-কুন্ডলিনী নামের ফণী
বিষের চক্কর শিরে॥
গুরুতত্ব ভক্তির জোরে
তারে কেহ কেহ ধরে।
লোভী-কামী যেতে নারে
সেই সকাম নদীর পারে॥
দাস নরহরি কয়, কিশোরী আছে
সপ্ত তলার পরে।
নেহার দিয়ে দেখ গে গিয়ে
যদি তিনি দয়া করে॥

কথা: নরহরি দাস
সূচী

বাউল-৪৪২: ব্রজ হইতে নইদে এসে লাগলো

ব্রজ হইতে নইদে এসে লাগলো ইস্টিমার
জুটলো রে চৈতন্যের হাটে অসংখ্য পাইকার।
ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষরে এনেছে মাল বোঝাই করে
শ্রীঅদ্বৈত ওজন কইরে ভরতেছে ভান্ডার।
মাল বিকায় সেই নিত্যানন্দ নেয় না রে যার কপাল মন্দ
যার কাছে নাই প্রেমের গন্ধ কাছে যায় না তার॥
পঞ্চরসের রসিক যারা এক নম্বর খরিদ্দার তারা
ও তার, তোলা জমা গুদাম ভাড়া লাগে না রে আর।
দীন শরৎ বলে নিতাই এলো নাম শুনে শমন পালাইলো
বদন ভইরে হরি বলো ভাবনা কি রে আর॥

সূচী

বাউল-৪৪৩: নদীয়াতে পড়লো ধরা

নদীয়াতে পড়লো ধরা
ঐ মানুষ নি চিনবি তোরা
হায় গো, এই মানুষে সেই মানুষে
রসে প্রেমে গিল্টি করা॥
আদিস্থান তার শ্রীবৃন্দাবন
পোস্টাপিস হয় নিকুঞ্জ বন
থানা মথুরায়
রাধার ঋণ শোধিতে দেশান্তরী
সোনার অঙ্গে কোপীন পরা॥
পবিত্র করিয়া ঐক্য
একান্ত শ্রীগুরুর বাক্য
হৃদয়ে ভরা
হায় গো শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ পদে
ডুবাইয়া দেও নয়ন তারা।
দীনহীন কাঙালের বেশে
সদাই ভাসে প্রেম রসে
দেখে যা তোরা
দেহের ভাগ্যি থাকলে গহুর মিলবে
দীনহীনের কপাল পোড়া॥

সূচী

বাউল (গুরুবাদী)-৪৪৪: হরদমে গুরুজীর নাম লইও

হরদমে গুরুজীর নাম লইও রে সাধু ভাই
দিবানিশি লইও রে নাম কামাই নাহি দিও রে॥
ভাই বলো বন্ধু বলো সম্পদের সাথী
ওরে অসময়ে নিদান কালে গুরুর নাম সারথী রে।
টাকা বলো কড়ি বলো সবই পুরান হয়
আমর দয়াল গুরুজীর নাম সদা নূতন রয় রে॥

সূচী

বাউল-৪৪৫: মানুষের করণ করো

মানুষের করণ করো
এবার সাধন বলে ভক্তির জোরে মানুষ ধরো।
হরি ষষ্ঠী মনসা মাখাল
মিছে কাঠের ছবি মাটির ঢিবি সাক্ষীগোপাল
বস্তুহীন পাষাণে কেন মাথা কুটে মরো?
মানুষে কোরো না ভেদাভেদ
করো ধর্মযাজন মানুষজন
ছেড়ে দাওরে বেদ।
মানুষ সত্যতত্ব জেনে মানুষের উদ্দেশে ফেরো।
ঘটে পটে দিওনারে মন
পান করো সদা প্রেমসুধা অমুল্যরতন।
গোঁসাই চরণ বলে কুবির চরণ যদি চিনতে পারো॥

সূচী

বাউল-৪৪৬: কেন ঝাঁপ দিলিরে মন

কেন ঝাঁপ দিলিরে মন
বাবার পুকুরে।
কামে চিত্ত পাগলপ্রায় তোরে॥
কেনে রে মন এমন হলি?
যাতে জন্ম তাইতে মলি?
ও তোর ঘুরতে হবে লক্ষ গলি
হাতে পায়ে বেড়ি সার করে॥
দীপের আলো দেখে যেমন
উড়ে পলো পতঙ্গজন
অবশেষে হারায় জীবন
তাই করলি হা রে॥
সিরাজ শা দরবেশে তাই কয়
শক্তিরূপে ত্রিজগৎময়
কেন লালন ঘোরে বৃথাই
আপ্ততত্ব না সেরে॥

সূচী

বাউল-৪৪৭: কোন সুরে বাজাও বাঁশী কোন

কোন সুরে বাজাও বাঁশী কোন রাগিনী
একা ঘরে কাঁদি বসে শুধু, বাহির হতে পারি নি॥
এমন জ্বালা জ্বালিও না শুন হে বন্ধু
এ-যে কূলহারা দিশেহারা অকূল সিন্ধু
মনের মাঝে নবীন সাঝে দিও পদখানি॥
বেহাগের আদি মাত্রা, পঞ্চম কিন্নরী
আমি যে বাঁচিয়া আছি জান শ্রীহরি
বাঁশীটি বাজাও নাচিয়া বেড়াও
ভবা কহে রাধার সাজে গৌর গুনমণি॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৪৪৮: এরা নির্দষীকে দোষী

এরা নির্দষীকে দোষী বানায়
দোষীকে কয় সাধু
কি করা যায় উপায় বিহীন, মৌচাকে নাই মধু॥
এহেনে কলিযুগে এলেন মুহাপ্রভু
সোনার মত মানুষটিকেও ছাড়ে নাই কেউ কভু
নদে ছাড়া করল তারা শুধু শুধু শুধু॥
ভবা কি ছাই, উনুনের ছাই, হব ছাই শ্মশানে—
এ কথা কি কেউ ভাবেরে সব অন্ধকার মরণে
এই-সা দিন নেহি রহেগা, কচু-কলা-কদু॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৪৪৯: মাগো আমায় দিও একখানি চিঠি

মাগো আমায় দিও একখানি চিঠি
সারা জীবনের পাঠশালায়
 পাঠ্য হবে সেটি ॥
নয়নের জল পড়িবে ঝরিয়া
পবিত্র স্নেহের চিঠিটি পড়িয়া
রাখিব বাঁধিয়া মনকে বোঝাইয়া
 করিব না আর ছোটাছুটি ॥
অন্তিম শয়ন যে দিন শুইবো
আবার জাগিয়া চিঠিটি পড়িব
মহানন্দে মায়ের সম্মুখে হেরিব
 চিঠিই আমার মা-টি ॥
চিঠিরো আখর লেখা বাণী দিয়ে
কালীরূপে চুপে আসে কালী হয়ে
সচক্ষে হেরিব মন প্রাণ দিয়ে
 মনে মহানন্দে খাব লুটোপুটি ॥
লোক নিন্দার ভয় করে না ভবা
চিঠিখানা পূজিব দিয়ে রক্তজবা
ভবার মনোভাব বুঝিবে কেবা
 একমাত্র জানে ঐ পাগলা বেটি ॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৪৫০: ভবার ভুল ধরতে গেলে তুমি

ভবার ভুল ধরতে গেলে তুমি করবে ভুল
মরা গাছে পাতা গজায়, গাছে গজায় ফুল ॥
মুখে সত্য সনাতনী সত্য মুখের বাণী
ভবার হৃদ সিংহাসনে বিরাজে রাজা রানী
বীণাপানি গানের ছন্দ শ্রীগোবিন্দ জাতি কুল ॥
অবিরত চিন্তাধারা ধরায় এসে হল
(এবার) মুক্ত কণ্ঠে কণ্ঠে কণ্ঠে কালী কালী বল
কালের ভয়ে বিনাশিনি কালীর এলো চুল ॥
ভুল করেই তো ভবে এলাম গেলাম গোল্লায় নামি
নাম ভরসা সৎ সাহসে চলি থামি থামি
নাম নামী একাধারে ভবার মাত্র মূল ॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৪৫১: ওরে মন ভাবের ঘরে চুরি

(ওরে মন) ভাবের ঘরে চুরি করলে চলবে না
লোক দেখান খুঁটিনাটি এ নয়নে সাধনা॥
মনকে কর খাঁটি সোনা, তার কথা তারে শোনা
(তুই) করিস না আর আনাগোনা, আনমনা হবি না॥
বাহিরের আড়ম্বরি, এ কেমন দোকানদারী
ঠকাঠকির ধার না ধারি, বাধ্য কর রে রসনা॥
চোরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার প্রজা স্বর্গেরই ইন্দ্র
ভবাপাগলা ছিল ভবেন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র পেলে না॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৪৫২: এই দহে কেউ নেমো না,

এই দহে কেউ নেমো না, আছে কুম্ভির হাঁ করে
আস্ত মানুষ গিলে খায় সে, মস্ত বড় বল ধরে॥
অতল অস্পর্শ সেথা, নৌকা দ্বন্দ্বে না পায় থা
যাত্রীগণ মদন চেতা, এসে সব ফেরে পড়ে॥
সু-দপ্তর সেই দেবী দহ, নৌকা ডোবে অহরহ
এলোকেশী মায়ামহ, আগ্‌যেয়ে দেহ ধরে॥
দেবী পূজা করবে আগে, আরহী হও শেষ ভাগে
নইলে উর্মী অনুরাগে, যাবে তোর জাল ভবে॥
জব্বার পীরের এই নিবেদন, শোন শোন ও যাত্রীগণ
পারের হেতু রেখ স্মরণ, নইলে সম্বল নিবে হরে॥

কথা: জব্বার ফকির
সূচী

বাউল-৪৫৩: এখনো সেই বৃন্দাবনে বাঁশি বাজে

এখনো সেই বৃন্দাবনে বাঁশি বাজে রে
(যার) বাঁশী শুনে বনে বনে, ময়ূর নাচে রে॥
আছে সেই রাধারাণী
বাঁশী শুনে পাগলিনী
অষ্ট সখীর শিরোমণি, নব সাজে রে॥
আছে সেই গাভীগুলি
গোচরণে ছড়ায় ধুলি
সখা সনে কোলাকুলি, রাখাল রাজে রে॥
এখনো সেই যমুনা
জল ভরিতে যায় ললনা
কদমতলা সেই ছলনা, কৃষ্ণ আছে রে॥
এখনো সেই ব্রজবালা
বাঁশি শুনে হয় উতলা
গাঁথে বন ফুল-মালা, বন মাঝে রে॥
আশা ছিল মনে মনে
যাব আমি বৃন্দাবনে
ভবাপাগলা রয় বাঁধনে, মায়ের কাছে রে॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৪৫৪: কি করে চাষ করব আমি

কি করে চাষ করব আমি ভাবনাতে ঘুম হয় না রে
একে আমার ডাঙ্গা জমি, তাতে হল আবাদ নামি
নাই আমার সিন্নি-দুনি, চাষ আছে নদীর ধারে॥
একটা জোয়ান একটা বুড়ো, ওঠে নাকো ঘাসের গুঁড়ো
অবশেষে লাগল হুড়ো, বলদ আমার ঠাঁই ঘোরে॥
একে আমার আঁওদ ছেঁড়া, খুঁজে পাই না আঁগড়ো দড়া
তাতে আবার বোঁটা নড়া, টিপে ধরা হয় না রে॥
চোদ্দ পোয়া মালের জমি, মাপে নাই বেশী কমি
হাল পড়ে শাল তামামি, লাগবে সুদ আইন হারে॥
আর এক কথা আছে মনে, যদি রাখতে পার রসিক চিনে
তবে রাজা শেষের দিনে, ত্বরাবেন কৃপা করে॥

দেশ বিদেশে করে আলাপ, হচ্ছে আমার কিস্তির খিলাপ
হঠাৎ কোনদিন শমন এসে, কড়ক দেবে নবদ্বারে॥
জব্বার চিস্তির এই ভাবনা, ভাবনা তার মিটল না
বরং দিনে দিনে হচ্ছে দেনা, শুধব তা কেমন করে॥

কথা: জব্বার ফকির
সূচী

বাউল-৪৫৫: রূপ ধুয়ে কেউ জল খেও

রূপ ধুয়ে কেউ জল খেও না
গুণের আদর করতে হবে
পচা দেহ যাবে পচে
যে কয় দিন আর রবে ভবে॥
হঠাৎ করে মোহের বশে মজনা
দিশা হারা এমন দেশে
শেষে কিন্তু পথ হারাবে
বুঝে সুঝে যত কিছু
নইলে কিন্তু ঠকবে পিছু
আম কাঁঠাল নয় গাছের লিচু
টক মিষ্টি নয় পেড়ে খাবে॥
মোহের বসে কতো জনা
রাং ধরে কেউ ভাবে সোনা
ভবাপাগলার আছে জানা
গুরুর কাছে স্বরূপ পাবে॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৪৫৬: সাধনার পথে কণ্টক ভরা

সাধনার পথে কণ্টক ভরা
হুঁশিয়ার হয়ে চলতে হয়
আঁকা বাঁকা পথে রেখো সাথে সাথে
মহানাম মন্ত্র সকল সময়॥

কত বিভীষিকা কত প্রলোভন
সাধনার পথে করে বিচরণ
মাঝে মাঝে পাবে বন্ধু দুজন
তাদের শরণে নাহি কোন ভয়॥
বিচলিত তুমি হয়ো না কখন
তুচ্ছ এ কথা ভবার বচন
মাতৃনামে রাখ ভরিয়া বদন
শমন দমন হবে সুনিশ্চয়॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৪৫৭: বিরলে বল রে ও মন

বিরলে বল রে ও মন কোন মহাজন
করলে এমন বিরামখানা।
গড়েছে পাঁচ মশলার সপ্ত তলার
উপর তলায় কি কারখানা॥

ভিতরে মিলান করে খিলাম ধরে
দিয়েছে দশদিকে টানা।
ঘিরেছে এক চাদরে দেখ সদরে
কারিগরের কি গুণপনা॥

দুধারে অস্ত্রধারী আছে দ্বারী
পাহারা আছে বত্রিশজনা।
দরজার উপরেতে দিনে রেতে
করছে হাওয়া আনাগোনা॥

দুই পাশে দুই জানালা নীচে নালা
উপর তলায় শ্যাম নিশানা।
কোথায় কে পড়ে থাকে থাকে
মাঝের থাকে নহবতখানা ॥

রঙ-বেরঙ করেছে হল মাঝখানে হয়
আয়না মহল এই দেখ না।
জলের কল জায়গায় আপনি জোগায়
করে সময় বিবেচনা॥

অন্তরে গ্যাসের আলো জ্বলছে ভালো
দেখছে কত অন্ধ কানা।
দীন বাউল বলে ঠাকুরের সেবা করে
সুখে কর কাল যাপনা॥

সূচী

বাউল-৪৫৮: প্রেম সরোবরের মাঝে ফুটেছে ডুমুরের

প্রেম সরোবরের মাঝে ফুটেছে ডুমুরের ফুল।
আবার আজগুবী এক ভ্রমর এসে তাহে হলো অনুকূল॥
এক ডালে তার রসের কোঁড়া
তাহে আছে মধু ভরা
আবার দিব বলে মন-ভ্রমরা হতেছে অতি ব্যাকুল॥
কে করিল আজব ছল
নারকেলের ভিতরে জল
গাছের গাছা, মাছের মাছা, আশমানেতে খাচ্ছে ঝুল॥
আলগোছাতে আলেক লতা
তার মালুম হয় না লতা পাতা
গোঁসাই শ্যাম চাঁদ কৈছে কথা বৃক্ষতলায় আছে মূল॥

সূচী

বাউল-৪৫৯: আছে ইয়ার ছয় জনা, তাদের

আছে ইয়ার ছয় জনা, তাদের কেয়ার কোরো না
তারাই তোমার ঘুচাবে এসে এই বাবুয়ানা।
কর হুকুম খাড়া, মেজাজ চড়া, অসৎ সঙ্গ-বিসর্জন॥
তত্ত্ব জ্ঞানের মায়া চেনের ঘড়ি একটা চাই
নইলে এ সংসারে যাতায়াতের টাইম কিসে পাই।
বিনা ঘড়িতে বাবুয়ানা নাই।
তখন কৃষ্ণ নামের মিষ্ট চুরুট মুখে রাখো সর্বক্ষণ॥
মধুর ভাবের হারমোনিয়ামে মধুর সুর লাগাও
ব্রজগোপীর মনোলোভা মধুর টপ্পা গাও
তাতে রাগ-রাগিণী আলাপ মেশাও

আতর গোলাপ অঙ্গেতে কর সিঞ্চন॥
অনন্ত তুই নিতান্ত বাতুল   সকলি তোর ভুল
বাঁশের বনে ফোটে কি কভু পারিজাতের ফুল।
তুমি ছেঁড়া চাটাইয়ে শুয়ে থেকে দেখো লাখ টাকার স্বপন॥

সূচী

বাউল-৪৬০: কি জেনে তুই হলি রে

কি জেনে তুই হলি রে বাতুল মূলেতে ভুল
দেখ না বুঝে।
এমন কোটি জন্ম করলে কর্ম সহজ কি
পাবি খুঁজে॥
দাম্ভিক জন ঘোর অন্ধকারে
ঠিক মানুষ চিনতে নারে
ফুল তুলসী লয়ে করে
ভড়ং করে পুতুল পূজে॥
আত্মজ্ঞানী করে পূজা
মূল না চিনে পায় সে সাজা
গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে
সে পাপী নরকে মজে॥
গোঁসাই গুরুচাঁদে ভনে
গুরু চিনে নে বর্তমানে
নইলে রাধাশ্যাম তুই পাবি কেমনে
সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনে ব্রজে॥

সূচী

বাউল-৪৬১: কাঁচা প্রেম চিরদিন থাকে

কাঁচা প্রেম চিরদিন থাকে না।
দিন কতক হয় মনের মতো তার পরে আর ভালো লাগে না॥
যেমন কুমোরে পুতুল গড়ে
কত সমাদরে
যতনে সেই প্রতিমা পূজা সবে করে

পূজা সাঙ্গ হলে আগের মতো ভক্তি কেউ আর করে না॥
তেমনি মানুষের পিরিত, দিন কতক হয়েছে সুহৃদ
    তার পর হয় বিপরীত রীত
    সুহৃদ ভাব আর থাকে না॥
পদ্মফুলের মধুর আশে গুনগুন স্বরে ভ্রমর আসে
ফুরাইলে পদ্মের মধু ভ্রমর বন্ধু আর আসে না।
অখন্ড এই গোলোক ধামে মানুষ রয় যুগল প্রেমে
    তেমনি রসময়ী শ্যামের বামে
        রসময়ের মুর্তিখানা॥

সূচী

বাউল-৪৬২: বাউলের আউল কথা

বাউলের আউল কথা
বাউল বিনা বোঝে কে।
বাউল হয়েছে যে
বাউলের মর্ম বোঝে সে॥
রূপ সনাতন বাউল ছিল
বাহান্ন লক্ষ ছেড়ে দিল
ব্রজের পথের ধূলা মাথে নিয়ে
        তারা রূপরসে ভাসে॥
যার ঘুচেছে সব আউল
সে চিনেছে ওলের মূল
ঘুচায়ে কুটকুটি গুল পান
        করে মধুর রসে॥
যত সব বিষয়ে গুল
তাতে আছে গন্ডগোল
বিষয় ওল বাদ দিয়ে
        বাউল বাউলে মেশে॥
আমার বাউল হতে ছিল সাধ
        মায়া ব্যাধি বিষম বাদ
কৃপা করি দাও প্রসাদ
        এই মোহন দাসে॥

সূচী

বাউল-৪৬৩: মালাতিলক ধরলে হয় না

মালাতিলক ধরলে হয় না বৈরাগী।
আমিষ ছেড়ে নিরামিষ ভোজন করলে হবে কি॥
বৈরাগী নয় এত সস্তা
কিনে নিবি বস্তা বস্তা
সদাই থাকিস তাই জানি॥
নইলে চোরে করবে চুরি
মুখে বলে হরি হরি
তোকে সারা জীবন খেতে হবে
পথে পথে ভিক্ষা মাগি॥
বৈরাগী-ধর্ম করবি পালন
ভক্তি কাষ্ঠে দে না জ্বালন।
অনুরাগের কড়াই ফেলে
প্রেমরস ঢালিয়ে কর না ঘি॥
যদি মনে থাকে গলদ
সাজতে হবে চাষীর বলদ
তোকে সারা জীবন খেতে হবে
পথে পথে ভিক্ষা মাগি॥
ক্ষেপা বিন্দের কষ্ট কত
পাই না মানুষ মনের মত
যে লোকে তার নাম শুনেছে
সে হয় তার কষ্টের ভাগী॥

সূচী

বাউল-৪৬৪: চিন্তারাম দারোগাবাবু আমায় করলে জ্বালাতন।

চিন্তারাম দারোগাবাবু আমায় করলে জ্বালাতন।
উপায় কি করি এখন॥
বাবু চিন্তারাম এসে
আমার মস্তকে বসে

সে সময় সাধ্য কার যে
নিকটে আসে।
দারোগাবাবুর মেজাজ ভারি
আমায় বধ করি
চালান দেয় যমের বাড়ি
না জানি বিচারে কি হয় এখন॥
চিন্তারাম নাম যার
আমায় করলে গিরেফতার
হাত দিয়ে বেঁধে ফেলে
রাখলে হাজতের মাঝার।
আমার ধরে চুলে
চড়চাপড় ঘুষি কিলে
তৌসিলে বাবার নাম ভুলায়ে দিলে।
না জানি বিচারে কি হয় এখন॥
দাগী আসামী আমি
চিনলাম না জগৎস্বামী
এই জগতে ছুটে গেছে বদমাসী।
খ্যাপা বলে পেলাম না সুশীতল রাঙা চরণ॥

সূচী

বাউল-৪৬৫: পিরীতি সকলে জানে না, জানে

পিরীতি সকলে জানে না, জানে কয় জনা।
পিরীতির মূরতিখানি খুঁজে পাই না ঠিকানা॥
এক পিরিতে শিব শ্মশানবাসী
আর এক পিরিতে নদের গোরা হলো সন্ন্যাসী
জয়দেব আর পদ্মাবতী এরাই কয়জনা॥
পিরিত করতে সবে যাই, শেষে জাতি কুল ঘুচাই
সরম ঘরে পরদা তুলে চরকিতে নাচাই
অবশেষে ফিরে না চাই যাচাই করতে ভাল সোনা॥
একটা ব্রাহ্মণের ছেলে, সে বড় বিটকেলে
পিরিত করে ধোবার মেয়ের পা ধুয়ে খেলে।
সেথায় জাতির বিচার করতে গেলে চলবে না॥

পিরীতি যগ্‌-ডুমুরের ফুল, আলেক লতার মূল
ভাব না জেনে খুঁজতে গেলে জীবের লক্ষ্যে ভুল।
সামলাতে পারে না জীবে, তার তরঙ্গেতে তোপানা॥
লোহার সঙ্গে কাষ্ঠের পিরিত জলে ভাসে দুইজনা
জলের সঙ্গে মীনের পিরিত জল ছাড়া মীন বাঁচে না॥
ভেবে সতীশচন্দ্র কয়, যে ভাবের ভাবী হয়
তারাই জানে এসব তত্ব আছে রে কোথায়।
আবার চিনির বলদ চিনি যোগায় সে স্বাদের খবর রাখে না॥

সূচী

বাউল-৪৬৬: অনুমানে ভজলে পরে মানুষ ধরা

অনুমানে ভজলে পরে মানুষ ধরা যাবে না।
যদি বর্তমানে ধরতে পার নইলে মানুষ পাবে না॥
মানুষ রূপে নন্দের ঘরে, মানুষ রূপে বলির দ্বারে,
মানুষ আছে সব আধারে কিন্তু তারে চিনতে পারলি না॥
সেই মানুষে করে লীলা, এই মানুষে করে খেলা
যদি মানুষ দেখে কর হেলা তবে কিছুতেই কিছু হবে না॥
বলরামের এই বাসনা, কর সেই মানুষের উপাসনা
আমার গোঁসাইয়ের ঐ চরণ বিনা মানুষ ধরা যাবে না॥

সূচী

বাউল-৪৬৭: আছে এক সোনার মানুষ দেহপিঞ্জরে,

আছে এক সোনার মানুষ দেহপিঞ্জরে,
ও তার রাখতে নারে কেউ ধরে।
রেখে ঘুমের ঘোরে শয্যার পরে,
ও সে কোন দেশেতে যায় উড়ে॥
সে মানুষ ঘোরে ফেরে চলে সব সময়
তারে কেউ চোখে দেখে নাই
ও সেই হাওয়ার মানুষ হাওয়ায় বেড়ায়
যে তার মনোমত হয় তার কাছে সে যায় উড়ে॥
তারে বশ করে কেউ রাখতে পারে না

সে কত ভাঙে জেলখানা
ও তার সঙ্গে নেয় না সৈন্য-সেনা
সে যে ঢুকতে পারে সব ঘরে॥
ভুবন সদানন্দ বলে, কি আশ্চর্য মন,
করলি ঘরে খেলাধূলা দেখলি না কখন।
ও যেন নিমিষহারা পাখীর মতন
উড়ে যায় চিন্‌-শহরে॥

সূচী

বাউল-৪৬৮: গুরুর চরম বিষম যাজন গো

গুরুর চরম বিষম যাজন গো যেজন করে সেই জানে।
সদাই দেয় রূপের পাহারা পলক নাই তার নয়নে॥
কামরতিতে যার বাসনা, তার হবে না উপাসনা।
কামরতিতে প্রেম হবে না ব্রজগোপীর ভাব বিনে॥
শুদ্ধ প্রেমের রসিক যারা তারাই জানে মানুষ ধরা।
তাদের বুদ্ধি থাকতে দিশেহারা কেবল শ্রীগুরুর কৃপা বিনে॥
চণ্ডীদাস আর রজকিনী তারাই প্রেমের শিরোমণি
তারা এক মরণে দুইজন মরে গো, এমন মরে কয়জনা॥

সূচী

বাউল-৪৬৯: আর আমাকে ছুঁসনে সজনী।

আর আমাকে ছুঁসনে সজনী।
আমার জাত মেরে রেখেছে ঘরে গৌরাঙ্গ গুণমণি॥
আমার কাছে বসিসনে তোরা
তোদের পাকা কূলে ধরবে পোকা হরি কাতরা।
আবার ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যাবে শেষে প্রাণলয়ে টানাটানি॥
আমার হাওয়া লাগলে তোদের গায়
অমনি তেজের দফা হবে রফা এমনি উড়ো দায়।
তোরা শীঘ্র করে যা গো ঘরে যেন দেখে না ননদিনী॥
আমার মূল তুলে ফেলি যাই কুলমজা কল গৌরহরি
দিয়েছেন ঝুলি।

আবার কাঁথা ঘাড়ে দ্বারে দ্বারে ফিরি ভিক্ষাতে দিনরজনী॥
কাঙাল যাদুবিন্দু দাসের বচন —
আমার কুলের প্রদীপ গোঁসাই কুবির জাতিকুলমান
আমি তাঁর জোরে সর্বত্র ফিরি করে বদনে হরিধ্বনি॥

সূচী

বাউল-৪৭০: মানুষের আকৃতি হলে সে কি

মানুষের আকৃতি হলে সে কি মানুষ হয়।
মানুষের হরেকতর বিচার কর কর্মফলেতে উদয়॥
মানুষ কেউ বা বিবেকী, কেউ বা রাগী
কেউ ভোগী কেউ যোগী
কেউ বা যোগীর সংযোগী।
কেউ আপ গরজে হারিয়ে পুঁজি, ভবের মাঝে তলিয়ে রয়॥
সকল সাপের নাই মণি
সকল বাঁশে বংশলোচন হয় না গো শুনি।
তেমনি মানবকুলে ভূমণ্ডলে কেউ সাধু কেউ দুরাশয়॥
ভেবে কাঙাল কয় বিশেষ
ক্ষ্যাপা গুরুর উপদেশ
সে স্বদেশ বিদেশ চিনতে নারে স্বদেশ ছাড়া কভু নয়॥

সূচী

বাউল-৪৭১: যার মন ভালো নয় সে

যার মন ভালো নয় সে পিরীতের মর্ম কি জানে।
পিরীতের মর্ম কি জানে
পিরীতের ধর্ম কি জানে
পিরীতের কর্ম কি জানে॥
পিরীত হৃদে গাঁথা বাড়ে লতা, পিরীত নয়নে॥
পিরীত পিরীত মুখে বল পিরীত চেন না
পিরীত করেছিল বৃন্দাবনের শ্যাম কেলে সোনা।
আর এক পিরীতে শিব রয়েছে মহা শ্মশানে॥
পিরীত করেন বাঁকড়াই ঠাকুর বীরচন্দ্রপুরে

স্বকীয়া আর পরকীয়া দুইটি ভাব ধরে।
কি আনন্দ করেন প্রভু মিলে তিনজনে॥
পিরীতি অমুল্য রতন কোথায় হারালি
পেরেতখানায় বসে বসে ডুবকি বাজালি।
আপনার দোষে আপনি মলি গুরু না চিনে॥
গোঁসাই হরি বলচে আমার মন
হৃদমাঝারে দেখতে পাবি ভুবনমোহন
আগে গুরুর চরণ করগা স্মরণ এক মনে প্রাণে॥

সূচী

বাউল-৪৭২: প্রেমের কথা বলব কারে

প্রেমের কথা বলব কারে সই।
প্রেমের কথা বলতে গেলে লোকের কাছে পাগল হই॥
প্রেম করতে গেলাম প্রেমের বাজারে
ছয় চোরাতে আমায় তারা ফেললে গো ফেরে।
আবার ফেরে পড়ে মলাম ঘুরে উপায়হারা হয়ে রই॥
প্রেমের প্রেমিক যেজন হয় সে সহজ প্রেম করে
প্রেমের লাগি বিল্বমঙ্গল চিন্তার বাড়ি যায়।
সর্প ধরে প্রাচীর পেরোয় তার মরণের ভয় হলো কই॥
চন্ডীদার আর রজকিনী, এরাই প্রেমের শিরোমণি গো
তারা এক মরণে দুইজন মরে, আমার মরা হলো কই॥
বৈদ্যনাথ তাই ভেবে বলে দিন গেলো গোলমালে
কর গুরু ভজন গুরু পূজন, নইলে কিসে হবে যমন জয়॥

সূচী

বাউল-৪৭৩: বনে তার ভয় কি হাতে

বনে তার ভয় কি হাতে ধনুক-অনুরাগ।
তাতে দয়াগুণ নিপুণ করিয়ে
মারে সে ভক্তিবাণে সিংহ-বাঘ॥
বনে ফেরে সর্বদাই
ও তার শঙ্কা কিছুই নাই

হাঁ করা রাক্ষসী তাতে হার মেনেছে ভাই।
তাকে দেখলে ভাবে লক্ষ বাঘে
যেমন একটি গুলি হাজার বাঘ॥
জঙ্গলেতে জন্তু ভয়ংকর
ও সে করে নাকো ডর
গুরুর কাছে বশ করেছে অস্ত্র গুরুতর।
জানে সঙ্গী ভারি সেই শিকারী, করে ইষ্টমন্ত্র যোগযাগ॥
আত্ম সেরে জঙ্গলে যায়
ও তার হয় না কোন দায়
গুরুপদে নেঃার রেখে বনে সাপ তাড়ায়।
গোঁসাই কুবির বলে শোন রে যাদু
রসিকে জলের ভিতর জ্বালায় আগ॥

সূচী

বাউল-৪৭৪: ও রাই শ্রীমতী, প্রেম তাঁত

ও রাই শ্রীমতী, প্রেম তাঁত শিখেছে শ্যাম তাঁতী।
কাঁচা সুতোয় দিচ্ছে জুড়োন, ঝাঁপ তুলছে লো ভগবতী॥
প্রেম তাঁতের তিনটি বধিনি
সামর্থা আর সামঞ্জস্যা আর সাধারণী।
তাতে আনন্দ চিন্ময় মাকু
করে প্রেমরসে গতায়তি॥
প্রেম তাঁতের পাঁচটি যে খুঁটি
হাসি বাঁশী রূপ বর্ণ বঙ্কিম মুরতি।
তারা নিচ্ছে বাণী দিচ্ছে ধ্বনি
সুমধুর পিরীতি॥
গোঁসাই গৌর কয় ভাবি,
সাত তাঁতে পড়েছে পোদো ঘি কোথায় পাবি।
দেখগা ভেবে মনে মনে কাপাসে হারাল ঘি॥

সূচী

বাউল-৪৭৫: ও ভাই, সাধের মানব তাঁতের

ও ভাই, সাধের মানব তাঁতের তাঁত বোনা।
ভবের মাঝে মানব তাঁতী বুনছে রে তাঁত একজনা॥
তাঁতী আছে তাঁতশালে
রসে ভক্তিতক্তি নাচনি কলে
কলে বেঁধে মায়া ফাঁসী, তাঁতীভাই টিপন নড়ি ধরছে কসি।
জীব কর্মসূত্রে মাকুর তালে করছে রে আনাগোনা॥
পাপ লড়জে গুড়িয়ে সুতো
আসাটানা মেরে মেরে সানা
মারছে রে গুঁতো।
তাঁতী ভাই ক্ষণে ক্ষণে বুনছে রে মনের মত।
তাতে বিষয় নলি দিচ্ছে যোগান, বাঁধনি আছে ছয় জনা॥
মানব তাঁতীর চোদ্দ পোয়া মাপ।
নানা ধরণের সুতো তাতে উঠছে পড়ছে ঝাঁপ।
নীলকণ্ঠ বলে তাঁতী গেলে সেই তাঁত আর চলবে না॥

সূচী

বাউল-৪৭৬: আজব শহর লহর বানালে কোন

আজব শহর লহর বানালে কোন জন।
বান্দা আমার মন
এক জায়গাতে রেখেছে ভাই জল আর আগুন॥
দশ দরজা ষোলো তলা, সে তলা কেউ ভাবে না
সেই শহরে চোর সিঁধিয়ে কোন দিন দিবে হানা॥
কেউ থাকে না সচেতন, চোরে করে অন্বেষণ
কুমন দিয়ে নিয়ে যাবে সেই শহরের বস্তুধন।
সেই শহরে চালাইছে কল সারথি তার দুইজনা॥
আর দুইজনা সহায় হয়ে দুই ধারে জ্বালায় বাতি
আসা-যাওয়া যে পথে সাধন সিদ্ধ না হয় তাতে
আগে গিয়ে আপনা হতে তার হাতেতে দেয় মরণ॥
গোঁসাই গোবিন্দ বলে বোঝা ভার,
বুঝবে যে, ঘুচবে রে অন্ধকার।
গুরু বচন না ভাবিলে তিলেকেতে হয় মরণ॥

সূচী

বাউল-৪৭৭: ওহে শ্রীহরি, প্রেমমদ করেছে কিশোরী।

ওহে শ্রীহরি, প্রেমমদ করেছে কিশোরী।
আবার বিষয় কাষ্ঠের আগুন জ্বেলে
ভাটি চোয়াইতেছেন শঙ্করী॥
প্রেম মদের যাই বলিহারি
নিতুই নিতুই উথলে ওঠে ফুরায় না হাঁড়ি।
মদ পোরা আছে ভক্তি বোতলে
রিপু দমন পাস না পেলে মদ পায় না সকলে।
ঐ মদ যে খেয়েছে, সেই ভুলেছে, সেই ছেড়েছে ঘরবাড়ি॥
প্রতিদিন ঐ দোকানে করে আনাগোনা
শিব নারদ ধ্রুব প্রহ্লাদ এরাই চারজনা।
আবার মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মা এসে লেগে যায় কাড়াকাড়ি॥
কাঁচি মাতাল বিস্তর আছে
সনক-সনাতন ঐ মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে।
ক্ষ্যাপা, পেট ভরে মদ খেয়ে নে না, লাগবে না পয়সাকড়ি॥

সূচী

বাউল-৪৭৮: ও দারুণ নির্দয়ের সাথে রে

ও দারুণ নির্দয়ের সাথে রে
পিরিতি করিলাম না বুঝিয়া।
ঘর করলাম বাহির, সই রে,
বাহির করলাম ঘর,
পর করলাম আপন সই রে
আপন করলাম পর।
এখন ঘর ফেলিয়া জঙ্গলে ফিরি
মরি রে কাঁদিয়া॥
এত যে তার মনে ছিলো
জানতাম না লো সই
এখন গাছের ডগায় তুলিয়া দিয়া

কাড়িয়া নিল মই।
ও তার আসা-যাওয়ার খবর সই রে
রাখি নাই লিখিয়া॥
প্রফুল্ল কয় প্রেম করিয়া
কইরাছি যে ভুল।
এখন আধাগাঙে সাঁতার দিয়া
না পাইলাম রে কূল।
আমার একূল ওকূল দুকূল গেল
তাহারে প্রাণ সঁপিয়া॥

সূচী

বাউল-৪৭৯: থাক স্বভাব ধরে নিরিৎ করে

থাক স্বভাব ধরে নিরিৎ করে
হয়ে আত্মসচেতন
আপনার ভাবে আপনি ভজ মন॥
আপনার ভাবটি আশ্রয় করে
থাকো সদাই জীয়ন্তে মরে
তখন ঘুচবে অভাব হবে সুভাব
হবি আনন্দে মগন॥
হলে পরে গুরুর ভাবি
প্রেমানন্দে সদাই রবি
ভাবের ঘরে আসবি যাবি
ভাবেতে রবি মগন॥
মা গোঁসাইএর ভাবটি ধরে
থাকনা সাধন ভাবের ঘরে
তোর সকল অভাব যাবে দূরে
দেখবি আলেক নিরঞ্জন॥

কথা: সাধন দাস
সূচী

বাউল-৪৮০: তাই আবার যেন তোমার দেখা

তাই আবার যেন তোমার দেখা পাই
তোমার আগে আমি যদি যাই॥
সুনীল আকাশে আমি একলা মিশে রব
দক্ষিণা বাতাসের সনে মনের কথা কব
জীবনে মরণে পাব আশা জাগে তাই॥
সাঁঝের আকাশে আমি হয়ে সাঁঝের তারা
তোমার পানে চেয়ে রব হয়ে দিশেহারা
এই দুই জীবনের দুইটি ধারা একসাথে মিলাই॥
হয়ত কোন অশুভ ক্ষণে তোমায় হারা হইয়া
আমি অচিন দেশে ধরব পারি বুকে ব্যথা লইয়া
বিধি যদি দেয় মিলাইয়া আমি পেয়ে না হারাই
মরণ কালে এক বাসরে দুজনে ঘুমাই॥

সূচী

বাউল-৪৮১: কাইন্দা কি আর পাব তারে

কাইন্দা কি আর পাব তারে
সে যে হাসি কান্নার ধার ধারে না
বাঁধা পড়ে ভক্তির ডোরে॥
বাইরে কান্দে কতজনা
অন্তরেতে কেউ কান্দে না ****
ভক্তি শক্তি নাহি জানি
কাইন্দা করলাম হাঁটু পানি
দয়া করবেন মা ভবানী
ভবা কয় এ অভাগারে॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৪৮২: তুমি কি এমনি করে ভাববে

তুমি কি এমনি করে ভাববে বসে চিরদিন
ভাব গেলে ভাব আরতো রবে না॥
ভাবের অভাব হলে পরে

ভাবের কথা কোথায় মেলে
ভাবের মানুষ পেলে পরে
আনাগোনা রবে না॥
ভাব যদি হয় কোন কালে
ভাব মিশে যায় জলে স্থলে
মিশে যায় তার উপর তলে
এমনি ঘটন ঘটনা॥
ভাবের মানুষ সাথে পেলে
কইতাম কথা হৃদয় খুলে
যায় না সে যে অবহেলে
গোঁসাই রাধারাণীর বচনা॥

কথা: সত্যানন্দ দাস
সূচী

বাউল-৪৮৩: শোন বলি শোন, ও রে

শোন বলি শোন, ও রে মন পাগল,
তুই রইলি কেন অচেতন
কোন দিন যেন আসবেরে সরকারী শমন॥
তোর দেহ জমিন পতিত রইল
করলি না তার অন্বেষণ
আড়ে-দীঘে ঠিক নামাইয়া
কোন কোণে ঈশান কোণ
কোন কোণের কোণে আছে মহাজন॥
দিনকানা তাই ঠিক পেলিনে, বলি আন্ধালের মতন
কোন দেশেতে বসত বাড়ি কোন দেশেতে ঘর
দিন থাকিতে ওরে মন জমি জরীপ কর
আড়ে-দীঘে ঠিক নামাইয়া ঈশান কোণে দস্তিদার॥

কথা: পাগলা কানাই
সূচী

বাউল-৪৮৪: আর কেন মন এ সংসারে,

আর কেন মন এ সংসারে, যাই চল সেই নগরে
সেথা দিবানিশি পূর্ণশশী আনন্দে বিরাজ করে॥
পক্ষ ভেদে ক্ষয় উদয় নাইকো চাঁদের সেই পুরে
নাই ক্ষুধা তৃষ্ণা ভোগ পিপাসা, পূর্ণানন্দ বিহারে॥
সুধাকরে সুধা ক্ষরে, রবি বিষ বিতরে
মনের মত চকোর বিনা চাঁদের সুধা চাঁদে হরে॥
(ও মন) তোমার মতন হয় যে জনা, সেই তো গরল পান করে
(আবার) জ্ঞান হারায়ে বিষের জ্বালায় কেবল গতায়ত করে॥
সেই নগরে বাস করে যে প্রেমিক ধন্য কয় তারে
(তারা) সাকারকে করে নিরাকার, নিরাকার সাকার করে॥

কথা: প্রেমিক
সূচী

বাউল-৪৮৫: প্রেমিক ছাড়া বুঝবে না কেউ

প্রেমিক ছাড়া বুঝবে না কেউ প্রেমের আস্বাদন
যে জন প্রেম জানে না প্রেম করে না বৃথাই রে তার এ জীবন॥
যে জন যায়নি কভু প্রেমের বাজারে
কেমন করে বলবে রে সে প্রেম কয় কাহারে
সেথায় মন বেপারী দোকানদারী, দুই মনেতে এক মন॥
এক প্রেমিক আছে রে ভাই রসিক কালাচাঁদ
সন্ধান করিয়া সে যে পাতে প্রেমের ফাঁদ
আরজন ভাই নদের নিমাই মাতালে যে ত্রিভুবন॥
প্রেম করিয়া রজকিনী রামী-চন্ডীদাস
এক মরণে দুইজন মরে হইল স্বর্গবাস
যোগী ঋষি ধ্যানে বসি সেই প্রেমেতে হয় মগন॥

সূচী

বাউল-৪৮৬: এক পাইরে ঘর তুইলাছেন সাঁই

এক পাইরে ঘর তুইলাছেন সাঁই আমরা এমন কামিন দেখি নাই
চামড়ার বেড়া চামড়ার ছাউনী রগের টানার অন্ত নাই॥
একটি গাছের দুইটা পাতা ফল ধরে তার কইলকাতা

চিনছনি রে ভাই ---

পাতায় পাতায় চন্দ্র আটা মূল চন্দ্র কোথায় পাই॥

আট কুঠুরী নয় দরজা আঠারো মোকামের মানুষ

চিনছনি রে ভাই ---

সেই মানুষটা ধরতে পারলে জন্ম মৃত্যু কখন নাই॥

সাড়ে চব্বিশ বন্ধের জোড়া কেমন মিস্ত্রী করছে খাড়া

চিনছনি রে ভাই ---

সহস্রারে বিরাজ করে সেই নিরঞ্জন গোঁসাই॥

সূচী

বাউল-৪৮৭: চাই না আমি মুক্তি পেতে

চাই না আমি মুক্তি পেতে

বৈরাগ্যসাধনেতে

মুক্ত হয়ে থাকবো আমি

মহানন্দের বন্ধনেতে॥

মাটির ঘরে প্রদীপ জ্বেলে

ধুপের মধু গন্ধ ঢেলে

দুঃখ সুখে নয়ন জলে

করব পূজা নির্জনেতে॥

ছয় চোরাকে সঙ্গে নিয়ে

করব চুরি বঙ্গে গিয়ে ****

খানা-খন্দ সব ডিঙিয়ে

উঠব গিয়ে বৈকুন্ঠতে॥

পঞ্চেন্দ্রিয় সঙ্গে রবে

অঙ্গে অঙ্গে রঙ্গ হবে

হৃদয় জুড়ে তুমি রবে

আনন্দের এই উৎসবেতে॥

কথা: রতন দাস

সূচী

বাউল-৪৮৮: পুঁথি পড়ে গোল পাকালি

পুঁথি পড়ে গোল পাকালি
এইটুকু তুই শিখলি না
আপনারে জানলে পরে
অজানারে হয় জানা॥
মনের মানুষ থাকতে ঘরে
দূরে কোথায় খুঁজিস তারে
কানা হয়ে রইলি খাঁচায়
ডানা মেলে উড়লি না॥
পরের বাড়ি চাকরি করিস
আমার আমার করে মরিস
চাকরি গেলে কোথায় যাবি
একবারও তা ভাবলি না॥
হীরে ফেলে কাঁচ কুড়ালি
খড় কুটোতে ঘর ভরলি
যে জন চেনে অরূপ রতন
তার চরণে পড়লি না॥

কথা: রতন দাস
সূচী

বাউল-৪৮৯: মহাভারতের মানুষ হয় যে জনা

মহাভারতের মানুষ হয় যে জনা
তারে দেখলে যায় চেনা
ও তার আঁখিদুটি ছল ছল
মুখে মৃদু হাসিখানা॥
সদাই রে তার শান্ত রতি
হৃদ কমলে জ্বলছে বাতি
রসিক সুজনা—-
ও তার কাম-নদীতে চর পড়েছে
প্রেম নদীতে জল ধরে না
দেখলে যায় চেনা॥
ফুলের আশা করে না যে
ফুলের মধু পান করে সে

রসিক সুজনা—-
ও সে অনুরাগের কপাট মারে
নিহেতু বেচা কেনা
দেখলে যায় চেনা॥

সূচী

বাউল-৪৯০: তুমি অঙ্ক করিলে ভুল

তুমি অঙ্ক করিলে ভুল
যোগাসনে বসি যোগ শিখে নাও
যোগেশ্বরী অঙ্কের মূল॥
বিয়োগ হইবে বিষয় বাসনা
বিয়োগ শিখিতে কষ্ট পাবে না
বিয়োগ শিখিবে অনুরাগে গোনা
(তখন) আপনি ফুটিবে পূরানেরই ফুল॥
পূরণ হইবে তব অধিকারী
হেরিবে আনন্দ-ভাগের কাছারী
অভাগ্যে ঘটে ভাগ্য-শুভঙ্করী
শুধু অঙ্কে অঙ্ক কষে মুর্খ বাতুল॥
ভবা ভাবে তাই কি অঙ্ক কষিব
যোগ বিয়োগ পূরণ ভাগে কি বসিব?
সর্ব্বত্যাগী মাতৃ-অঙ্কটি রচিব
এই অঙ্কে অঙ্ক হইবে নির্ভুল॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৪৯১: ভোলা মনটি আমার

ভোলা মনটি আমার
চরণে শরণ যেন থাকে
(এই) অকুল পাথারে ভয় কি তোমার
প্রাণটি সঁপিয়া দাও তাকে॥
পাপের সাগরে যদি ডুবিয়া মর

কান্ডারী রয়েছে পিছে, কাহারে ডর
কর তার গুণগান
শীতল হইবে প্রাণ
হাসিতে হাসিতে যাবে পুলকে গোলকে॥
আমার আমার বুলি কহিও না আর
নয়ন মুদিয়া দেখ সব অন্ধকার
আনন্দ কর মন
আছ তুমি যতক্ষণ
ভবা কয়, চলিছ যে মরণের দিকে॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৪৯২: ধূপ জ্বেলেছি মন্দিরে মোর

ধূপ জ্বেলেছি মন্দিরে মোর
দীপ জ্বালি নাই
সাজিয়েছি মোর পূজার থালা
মালা গাঁথি নাই॥
হৃদয়-কুসুম-চন্দন
বিন্দুমাত্র আয়োজন
ইন্দ্রিয়গণ জাগরণ
পঞ্চভূতের বাধলো লড়াই॥
বেলা অবসান প্রায়
মন্দির বন্ধ হয়
দেবতা রহিলে কোথায়
ডেকে সারা নাহি পাই॥
কামনা বাসনা আদি
তাই দিয়ে সাজালাম বেদী
বয়ে যায় ঐ আশার নদী
কূল হারা সাগরে ধাই॥
ভবা ভাসে নয়ন জলে
কেউ দিলে না প্রদীপ জ্বেলে
সঙ্গের সাথী গেলে ফেলে
দেবতা দিলে না ঠাঁই॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৪৯৩: তোমারই জীবনে ঠকে গেলে তুমি

তোমারই জীবনে ঠকে গেলে তুমি
পাবে কি আর এ জীবন
কত অপরাধ কত অপমান
করিতেছ প্রতি দিন ভীষণ-ভীষণ॥
হাসিয়া হাসিয়া কত করিয়াছ পাপ
কাঁদিলেও ফুরাবে না সে অনুতাপ
কুড়িয়েছ শত শত কত অভিশাপ
কত জনের প্রাণে ব্যথা দিলে অকারণ॥
ভবা কয় কেন এলে মানুষের ঘরে
নিশ্চয় ছিল কিছু ভাগ্য জোরে
কেন মন গেলে তুমি ছারখারে
এখনও চাও ক্ষমা, আছ যতক্ষণ॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৪৯৪: মা আমার সাগর পারের হরবোলা

মা আমার সাগর পারের হরবোলা
জাতিভেদ নাইকো হেথা
মায়ের আমার এই তো খেলা॥
অগাধ সমুদ্র যেমন
মায়ের আমার স্নেহ তেমন
ভবা পাগলার এই তো লিখন
শুন যত কুলবালা॥
দীঘায় বেড়াতে এসে
একটু ফাঁকে দেখ বসে
মা আমার মোহন বেশে
শিব-হৃদে খাচ্ছে দোলা॥

ভবা পাগলার চার মুরতি
ক্ষিতি, অপ, তেজ, পরম জ্যোতি
ব্যোম ভোলানাথ পদে নতি
গলে নাই মার মুণ্ডমালা॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৪৯৫: গুরু-বীজে অঙ্কুর হবে কি আর

গুরু-বীজে অঙ্কুর হবে কি আর এই পাষাণে
জমি চাষ হলো কই পড়লো না মই
রইলো পতিত মনের গুণে॥
হিংসা নিন্দা উলুবেনা
যতই খুঁড়ি মূল মিলে না
আমার আচোট জমি চোট নিলে না
ফসল ফলবে কি আর এই পাষাণে॥
অভক্তি মন মনানলে
গুরু-বীজ সব যায় গো জ্বলে
(এবার) ভক্তি বারি সিঞ্চন পেলে
গাছ বেড়ে যাবে দিনে দিনে॥
মন কিষাণটা বড়ই কুড়ে
ভুলেও যায় না জমির ধারে
ছয়টা কিষাণ গল্প জুড়ে
আলে বসে তামাক টানে॥
এক জমিদার তিন সরিক তার
কার সীমানায় কার অধিকার
ভবা বলে দেখব এবার
দেখাও যদি এই অধীনে॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৪৯৬: ভাব মন দিবানিশি

ভাব মন দিবানিশি, অবিনাশি
সত্যপথের সেই ভাবনা॥
যে পথে চোর ডাকাতে, কোন মতে, ছোবে না রে সোনাদানা
সেই পথে মন সাধে, চল রে পাগল, ছাড় ছাড় রে ছলনা॥
সংসারের বাঁকা পথে, দিনে রাতে, চোর ডাকাতে দেয় যাতনা
দেখ আবার ছটি চোরে, ঘুরে ফিরে, নেয় রে কেড়ে সব সাধনা॥
কখন ঝড় বাতাসে, উড়ে এসে, জুড়ে বসে ঘোর ভাবনা
পরাণে সয় এত কি, ঘোর পাতকী, সহে যেন যম যাতনা॥
ফিকিরচাঁদ ফকির কয় তাই, কি কর ভাই, মিছামিছি পর ভাবনা
চল যাই সত্যপথে, হায় কোন মতে, এ যাতনা আর রবে না॥

কথা: ফিকিরচাঁদ
সূচী

বাউল-৪৯৭: ভাবি দিন কি ভয়ঙ্কর

ভাবি দিন কি ভয়ঙ্কর, ভেবে একবার
দেখ রে আমার মন পামরা॥
আত্মীয় ডাক্তার বদ্দি, নিরবধি, ঔষধ আদি দেবে তারা
যখন তোর হাত ধরিতে, তর্জ্জনিতে, না করিবে নড়াচড়া॥
যখন তোর সবশ অঙ্গ, অবশ হয়ে, পড়ে রবে ধরে ধরা
যখন তোর আত্মলোকে, ডেকে ডুকে, না পাইবে কথার সাড়া॥
যে গলার মধুর স্বরে, জগতে রে মাতাস ওরে ঘাটে পড়া
তখন সেই স্বরেতে, রব করিবে, থেকে থেকে ঘরাৎঘড়া॥
তাই বলি যাই দেখি চল, সত্যপথে, নিত্য নগরেতে মোরা
শুনেছি সেই ধামেতে, এই রূপেতে, মড়ে নারে মানুষ যারা॥

কথা: ফিকিরচাঁদ
সূচী

বাউল-৪৯৮: দেখ দেখি ভেবে কেবা

দেখ দেখি ভেবে কেবা রবে
যে দিন সে তলব দেবে॥
কোথা তোর রবে বাড়ি, টাকা কড়ি, জড়ি গাড়ি কে হাঁকাবে

বল দেখি চেন ঝুলানো ঘড়ি তোমার, সেই দিনেতে কে পড়িবে॥
কোথা তোর রবে মালা, কোপনী ঝোলা, যে দিনে তোমায় বাঁধিবে
তার কাছে ছাপাবার জো নাই রে যাদু, ছাপা দিয়ে যে ছাপাবে॥
ফিকিরচাঁদ ফকির কয়, তা হবার নয়, ঘুষ দিয়ে কাজ হাসিল হবে
বিপদে তরবি যদি, নিরবধি, সেবি গে চল সত্যদেবে॥

কথা: ফিকিরচাঁদ
সূচী

বাউল-৪৯৯: ওরে মানুষ দেখবি যদি ভগবান

ওরে মানুষ দেখবি যদি ভগবান
ছেড়ে দে তোর হিংসাবৃত্তি
ঐ তো বিঘ্ন অতি প্রধান॥
ছেড়ে দে তোর ভিন্ন ভেদ
দেখ না শাস্ত্র দেখ না বেদ
বাইবেল কোরান নয় রে প্রভেদ
শোন রে হিন্দু শোন মুসলমান॥
ভিন্ন নয় রে আল্লা হরি
শোন রে ফকির ব্রহ্মচারী
দেখতে তারে হয় না দেরি
খুলে দে তোর হৃদয় প্রাণ॥
কিবা মসজিদ কিবা মন্দির
শাস্তি ওটা যেমন বন্দির
বাইরে আয় রে দেখ রে সন্ধির
উড়ছে নিশান এই বিশ্বখান॥
ভবা পাগলা কইবে কত
সবার পদে হয় সে নত
দেখ না ভেবে শত শত
আসা যাওয়া একই সমান॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৫০০: আমার নাইকো বাড়ি ঘর

আমার নাইকো বাড়ি ঘর
সবার মাঝে ঘুরে বেড়াই সবই আপন পর
ওরে ছাড়তে হবে সকল মায়া কেমন ভয়ঙ্কর॥
যত আপন আপন
এসব বিষয় কারণ
কাইড়া রাখবো বসন ভুষণ
যেদিন হব দেশান্তর॥
সদাই হাসিমুখে
আছি বেজায় সুখে
(আমায়) সবাই রাখে চোখে চোখে
বড়োই সুন্দর॥
শুন খাঁটি কথা
ভবার বড়ই ব্যথা
শেষের দিনে যাব কোথা
(আমার) কাঁদে যে অন্তর॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৫০১: মনের কথা কইব কি সই

মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না॥
মনের মানুষ হয় যে জনা
ও তার নয়নেতে যায় গো চেনা
সে দুই-এক জনা
ভাবে বসে, রসে ডুবে
(ও সে) উজান পথে করে আনাগোনা॥

সূচী

বাউল-৫০২: হাতে পায়ে বেড়ি তোর পড়লো

হাতে পায়ে বেড়ি তোর পড়লো রে
(আর) খুলবি কেমন করে
মুক্ত মানুষ জন্ম নিয়েই ডুবে গেলি সংসারে॥
সংসারে ও ডুবে গেলে
বহু বহু রত্ন মেলে
পায়ের বেড়ি আপনি খোলে
কারো কারো ভাগ্যের জোরে॥
ধ্রুব প্রহ্লাদ ছিল কেমন
জন্ম নিয়েই করল ভজন
পরীক্ষা দিল কেমন
অত্যাচারীর অত্যাচারে॥
হাতে পায়ে বেড়ি পড়া
ভবা পাগলা পড়লো ধরা
খুলে দে রে ভক্ত যারা
ডুবে যাই প্রেম সাগরে॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৫০৩: মরণ কারো কথা শুনে না

মরণ কারো কথা শুনে না
যখন-তখন যেথায়-সেথায়
দিতে পারে সদাই হানা॥
জাল পেতে ঐ মরণ-ছলে
মহামায়া নেয় যে কোলে
কথায় কথায় মানুষ বলে
আমার বলতে কেউ রইল না॥
বেঁচে আছ এই আশ্চর্য্য
নাইকো কার ব্রহ্মচর্য্য
থাকতো যদি একটু ধৈর্য্য
ঐশ্বর্য্য আর গায়ে ধরত না॥
মরবে বলে মনে রেখে
বেশী দিন বাঁচবে দেখো

কথার মত কথা শেখো
মরণের দিন যাবে জানা॥
নিজের হাতে বাঁচন-মরণ
ভবা পাগলার সত্য বচন
তাঁরে বলে, রাখলে শরণ
অকালে মরণ হত না॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৫০৪: কারে তুই দেখে রে সং

কারে তুই দেখে রে সং বল দেখি মন
হাসিস এমন করে॥
সংসারে প্রথমে সং ভেবে দেখ মন
কেউ নয় তো সং ছাড়া রে
কেহ বা সংসার ত্যজে যে সং সাজে
সে সং নাই রে এ সংসারে
ভূমিষ্ঠ হলি যখন তখনি সং
সাজিলি রে মন ভেবে দেখ রে
করিলি কতই খেলা শিশুর বেলা
মেখে ধূলা সব শরীরে॥
যৌবনে ঘোর সংসারি মায়ার বেড়ি
পায়ে পড়ি বেড়াস ঘুরে
(আবার তোর) একি সাজা পরের বোঝা
বহিস সদা লয়ে শিরে॥
ভেবে দেখ অতি তুচ্ছ পর কুচ্ছ
মল আছে তোর মুখেতে রে
কলঙ্ক কালী তোমার গালে আবার
দেখ একবার আয়না ধরে॥
শেষের দিন আসবে যখন বাঁধবে শমন
আত্ম স্বজন আসবে ঘিরে
মাচাতে বেঁধে লয়ে কলসী দিয়ে
সং সাজিয়ে দেবে তোরে॥

ফিকিরচাঁদ ফকির ভনে   জ্ঞান বাগানে
        ধোও রে ময়লা ছাপাই করে
(তবে তুই) বুঝবি রে সার   সর্বত্র যার
        সমান দৃষ্টি মানুষ সে রে॥

কথা: ফিকিরচাঁদ
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৫০৫: মন না হলে সোজা

মন না হলে সোজা   ফকির সাজা
        কেবল রে তার বিড়ম্বনা॥
ফকিরের সজ্জা ধরে   নৃত্য করে
        করছ ধর্মের আলোচনা
তুমি যে আপন কাজে   বেঠিক নিজে
        পরকে কি বোঝাও বল না॥
তুমি যে কত গান গাও   পরকে বুঝাও
        নিজে কেন তা বুঝ না
নিজে না বুঝলে পরে   অন্য পরে
        বুঝবে কেন তা ভাব না॥
কাঙাল কয় যুক্তি ধর   ভাল কর
        ভাল হও রে সর্বজনা
নিজে না হলে ভাল   পরকে ভাল
        করবে ভাল তা হবে না॥

কথা: ফিকিরচাঁদ
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৫০৬: চলতেছে আজব ঘড়ি, দিবা রাতি

চলতেছে আজব ঘড়ি, দিবা রাতি, নাই কামাই
যার ঘড়ি এমন, কারিগর তার কেমন ভাই?
এক স্প্রিংয়ের জোর না থাকিলে, যত কল সবই বিকল
বুকের দুপাশে দোলনা, টক টটক টক হয় বাজনা
বেদম ভাবে চলছে কিন্তু দম দিবার তার চাবি নাই (ওরে ভাই)॥

সুতার মত ছোট খাট, চাকার আকার কত চিজ
তার উপর উপর দেখলে তাতে পায় না কেউ কোন উদ্দিশ
দুই কাঁটা চলে যায় রে, একটা যায় ধীরে ধীরে
একটা বাঁধায় পাকেতে গোল, ভাল মন্দ দুই এরাই (ওরে ভাই)॥
ফিকির তোরে ফিকির বলি, যদি মোর কথা রাখিস
তবে প্রেম ভরে দিনান্তরে, দয়াময় নাম টাইম দিস
যে কারিগর বানিয়েছে, নষ্টের কি কথা আছে
নিজের দোষে ভাঙবে যখন, তখন রাখার উপায় নাই (ওরে ভাই)॥

কথা: ফিকিরচাঁদ
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৫০৭: আমি বুঝতে নারি, ভেবে মরি,

আমি বুঝতে নারি, ভেবে মরি, ঘটল একি!
আমি ডিমে এলেম, ডিমে রলেম, হতে নারলাম পাখী॥
যুগে যুগে কত যুগ গেল
তুমি ডিমে বসে তা দিতেছ, ডিম না ফুটিল
আমি তাইতে ডাকি, দেখ দেখি, কেঁজ হয়ে গেল কি॥
শুনেছি সাধুর কথা
সময় হলে ডিম ফুটায়ে দেন পক্ষীমাতা
বল আমার কবে সে দিন হবে, যে দিন ফুটিবে আঁখি॥
জ্ঞান ভক্তি বিবেক পেয়ে, কাঙাল মানুষ হয়ে, মায়া ডিমে রয় বদ্ধ হয়ে
একবার খুলে দে মা, জ্ঞান আঁখি, প্রাণ ভরে তোমায় দেখি॥

কথা: ফিকিরচাঁদ
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৫০৮: ভেবে দান্ত হারা

ভেবে দান্ত হারা হলেম ভাই
এক দান্ত হলে অমনি নাই॥
ওলাউঠা রোগের প্রধান
ইহার কাছে হার মেনেছে বিলাতী বিজ্ঞান
আবার নিদান হাতে, বৈদ্য ঘোরে নিদানে এর বিধান নাই॥

হুজুর মজুর সকলেই সমান
ওলাউঠা ধরিলে ভাই অমনি প্রাণ হারায়
এ রোগ শ্বলাগ্রামের শোওয়া বসা, খেলেও যা না খেলেও তাই॥
যে জন কোন কালে হরি না বলে
রোগের ঠেলায় ঢুকল সে জন কীর্ত্তনের দলে
রোগী পরম ভক্ত, শাস্ত্র উক্ত, ওলাউঠায় দেখায় তাই॥
কাঙাল বলে দেখরে প্রমাণ
বৈজ্ঞানিক ভাই ছাড় ছাড় বিজ্ঞান অভিমান
যে সৃজন করে, সে জন তোরে, সংহারিলে ঔষধ নাই॥

কথা: ফিকিরচাঁদ
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৫০৯: মরি! এক আজব জন্তু এ

মরি! এক আজব জন্তু এ দুনিয়াতে এসেছে
তার পশুর মত সকল দেখি, কিন্তু লেজটি নাহি আছে॥
সে সকাল বেলা খেলা করে চার পায়ে চলে ফেরে
দুপুরবেলা দুই পদে হাঁটিতেছে
সন্ধ্যা বেলা তিনটি পদে, চলে খেলা ভাঙিতেছে॥
মরি ইহার স্বভাব একি! বধে বনের পশু পাখী
মনের সুখে আপন উদর পুরিতেছে
এমন স্বার্থপর আত্মম্ভরী জন্তু কোথায় কে দেখেছে॥
দিবানিশি ঘরে ঘরে, কত জন্তু আছে মরে
এ জন্তু দেখে তা না-দেখিতেছে
যে মল সে মল, আমি মরিব না ভাবিতেছে॥
পশুর স্বভাব না থাকে তার জ্ঞান বলে জন্তু আবার
সাধন গুণে দেবতা যে হইতেছে
আবার জ্ঞান সাধন বিনে, পশুর অধম হয়ে রহিতেছে॥
সাধন হীন কাঙ্গাল বলে জন্মে এ জন্তুর কুলে
মায়া জালে বেঁধে প্রাণ কাঁদিতেছে
ওহে! কাঙ্গাল বন্ধু হরি আমায়, রাখ কাঙ্গাল ডাকিতেছে॥

কথা: ফিকিরচাঁদ
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৫১০: ডাকে করুণ স্বরে, পাখীর হল

ডাকে করুণ স্বরে, পাখীর হল কি?
একে ঘোর রাতি, মাঝে নদী, দুপারে দু পাখী॥
একটি পাখী ডেকে বলে, ভেসে যায় সে নয়ন জলে
আমি তোমা বিনে এ ঘোর রাতে, কেমনে প্রাণ রাখি॥
আর এক পাখী বলে তারে, বিনাইয়া উচ্চৈস্বরে
এখনও যে নিশি আছে, চেয়ে দেখ প্রাণ সখি
তুমি যদি উড় এখন, আমায় পাবে না আর, যাবে জীবন
তাই বলি নিশি পোহাইলে, দূরে হবে দেখাদেখি॥
কাঙ্গাল কেঁদে বলে আবার, কবে নিশিপ্রভাত হবে আমার
গিয়ে নদীর পারে মিলবে তবে আত্মা-চকাচকী॥

কথা: ফিকিরচাঁদ
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৫১১: ফকিরের সজ্জা ধরে, বিলাস ছেড়ে,

ফকিরের সজ্জা ধরে, বিলাস ছেড়ে, নাচ কি মন ইচ্ছা করে।
যিনি হন জগৎস্বামী, অন্তর্যামী, তিনি জানেন সব অন্তরে
তিনি যে নাচান সদাই, নাচি রে তাই, নইলে নাচতে পা কি সরে।
কাটিয়ে মনের ধাঁধা, সংসার বাধা, ফকির কয় যে ফিকির করে
সে জন জেনেছে রে, তার কাছে রে, ফকির হয় লোক কেমন করে।
কাঙ্গাল কয় নাম মহিমায়, বোবা গান গায়, পাথর লোহা গলে যায় রে
ও তার দৃষ্টান্ত হেথা, দেখ যথা, আমার কথা স্মরণ করে।

কথা: ফিকিরচাঁদ
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৫১২: কেন মন মর ভুগে, ভয়

কেন মন মর ভুগে, ভয় রোগে, যোগে বাগে ওষুধ কর।
আছে রে অনেক সুযোগ, অনেক প্রয়োগ, তাই বলি মনোযোগ কর
সাধুজন সহবাসে, সুবাতাসে, শীতল হবে হৃদয় তোর।
এ ত নয় অন্য রোগ, হয় বায়ু রোগ, ঊনপঞ্চাশ সংখ্যা তার
আছে মহৌষধি, পরম বিধি, চিন্তামণি সেবন কর।
কাঙাল কয় পঞ্চযোগে, স্থিতি করে, ষড়যোগে বচ্ছে জ্বর
হায়, আমার যোগ তাই, হল না ভাই, মিছামিছি আড়ম্বর।

কথা: ফিকিরচাঁদ
সূচী

বাউল-৫১৩: পড়লি বেশ বিপাকে

পড়লি বেশ বিপাকে
ঋণপাপ ঘেরিল তোকে
কাম রঙেতে মত্ত হয়ে
ফেললি পিতৃধন সব হারিয়ে
কেবল পরেরই কারণ করিছ রোদন
আপন কাঁদন কাঁদিবে কে॥
হয়ে অনুগত রিপুর বশীভূত
বেড়াও সদা ঘুরে ঘুরে
কলুর বলদের মত ঘুর অবিরত
পড়ে ভব ঘোর ঘানি গাছের পাকে॥
গুরু দত্ত পরম অর্থ
তার মর্ম অর্থ না বুঝিয়ে
হয়ে মদনে মত্ত বল পরতত্ব
এ তত্ব পেলি কোথেকে॥
গোঁসাই পরমানন্দের বচন
মতে কান দিয়ে শোন না
ঐ দেখ আসছে শমন লইয়ে সমন
বন্দিতে তোর দন্ডকে।

কথা: মতিচাঁদ গোঁসাই
সূচী

বাউল-৫১৪: তোমরা উঠে এসো জল থেকে

তোমরা উঠে এসো জল থেকে বলছি গো হেঁকে
আসছি বসন নিয়ে, দেখছ চেয়ে, ভাবছো কি আধোমুখে॥
বসে ভাবলে কি হবে তাতে, বসন কি পাবে
মনে দেখ না ভেবে কার কেমন বসন
কেমন কেমন নেয়া গো চোক্ষে দেখে॥
মুখে নাই তার বাণী বলে সজনী
পাছে হয় জানা জানি আছি কদম্ব গাছে
এসো আগুয়ে কাছে নইলে পড়বে বিপাকে॥
এসো ওগো ললিতে আর চম্পক লতে
লয়ে বিশাখা সাথে
গোঁসাই পরমানন্দে কয় আনন্দে
মতে বোকা জানবে আজ তোকে॥

কথা: মতিচাঁদ গোঁসাই
সূচী

বাউল-৫১৫: প্রেম সরোবরের পঙ্কে ফুটেছে এক

প্রেম সরোবরের পঙ্কে ফুটেছে এক আজব ফুল
ও তার সৌরভ ভরে গুঞ্জরে রে
ভ্রমে যত অলিকুল॥
ফুলের কথা বলবি কি করে
লাল হলুদ তার পাপড়ি ঝরে
হলুদ রঙ তাহার মাঝারে অতি মনোহর।
দিবা অন্তে ফুটে সে ফুল
নিশা অন্তে করতে আকুল
প্রেমিক বিনা অন্যজনে
খুঁজে পায় না ফুলের মূল॥
ভ্রমর বিনা ফুলের মধু
খেতে পায় না অন্য বধূ
ছিন্ন ভিন্ন করে শুধু বসিয়ে তাহায়
ভোমরার মতো যে হয়েছে
ফুলের মর্ম সেই বুঝেছে
মজে আছে স্থূল॥

গোঁসাই পরনানন্দে বলে
গুবরে পোকার মতন হলে
মধু পায় না কোনকালে মতে বলি শোন।
আমার কথা শ্রবণ করবে
যতন করে ভ্রমর হবে
যেতে পারবি ব্রজপুরে রে
পাবি অকূলেরই কূল॥

কথা: মতিচাঁদ গোঁসাই
সূচী

বাউল-৫১৬: সম্বন্ধ নাই কোন কালে, ডাকছে

সম্বন্ধ নাই কোন কালে, ডাকছে হাটে মেসো বলে
অদৃশ্যেতে তীর ছুঁড়িলে যায় আশে পাশে
শুধু হরি বলে ডাকলে পরে হরি কি আসে?
মণ্ডা মণ্ডা জপলে পরে, মণ্ডা পায় কি বসে ঘরে
পিপাসায় কি শান্তি হয় রে শুধু জল জল বলে ডাকলে পরে॥
ও রে খ্যাপাচাঁদ বাউলে বলে কিলেয়ে কাঁঠাল পাকালে
সুস্বাদ হয় না কোন কালে, অপাত্র দোষে॥

কথা: খ্যাপাচাঁদ বাউল
সূচী

বাউল-৫১৭: আগুন আছে ছাইয়ের ভিতর

আগুন আছে ছাইয়ের ভিতর
আগুন বার করে নে ছাই নেড়ে॥
যদি দৈবযোগে জন্মাল আগুন
কেউ কেউ বলে রে ভাই পোড়া শোলের গুণ
আগুন ইস্পাতেতে মজুত ছিল রে
ভাই আছে মজুত পাথরে॥
রয় না আগুন পাকা দালানে
কিংবা মাটির ঝিক না নড়ে আগুনে
আগুন ব্রাহ্মণের গুরু বটে
আগুন নামে সব হরে॥

সূচী

বাউল-৫১৮: করবি যদি হরি সাধন দিনে

করবি যদি হরি সাধন দিনে ডাকাতি কর।
ক্ষেপা, মন যদি বাগাতে পার
ডাকাতের দল এক কর
ভক্তি ঘরে চাবি মেরে ধর্মের ঘরে আগে মার॥
তারা ছয়জন চলে একপথ হতে
ধর্মের ঘরে সিঁধ কাটিতে
অমূল্য ধন আছে তাতে যে যত লুটতে পার॥
মায়া থাকতে হয় না চুরি
যেখানে যায় ধরা পড়ি
মায়ার গলায় মেরে ছুরি বৃন্দাবন গমন কর॥

সূচী

বাউল-৫১৯: বলি, কালো বেড়াল কে পোষে

বলি, কালো বেড়াল কে পোষে পাড়ায়
আয় গো সখি দেখে আয়
ও সে ভাঁড় ভেঙ্গে দুধ খেয়ে গেল
মুখ মুচেছে আমার গায়॥
ও পাড়ার ময়রা বেটী
বেড়াল পোশে ছয়টি বেটী
খাইতে দেয় না এমন হয়॥
তারই সাথে হলে দেখা
বলিস সখী আমার কথা
যায় না যেন কারুর ঘরে
বেঁধে রাখিস দিক-দড়ায়॥

সূচী

বাউল-৫২০: এই কথাটার জবাব দেবে কেবা?

শিষের প্রশ্ন:

এই কথাটার জবাব দেবে কেবা?
আগে জন্মালাম আমি, পরে এলো দাদা
দাদা আমার হতে হতে, তার পরেতে বাবা॥
জলকে ধোয়ায় পবনের পবন
পবনকে ধোয়ায় কেবা
গুরু গুরু করি আমরা
গুরুর গুরু কেবা॥
পাণ্ডবের ঐ কৃষ্ণ গুরু
কৃষ্ণের গুরু কেবা
চাঁদকে আমরা মামা বলি
চাঁদের মামা কেবা॥
এই কথা যে বলতে পারে
সেই তো বাপের বেটা।
আমি বল্লাম কথা ঠোরে ঠোরে
গুরু উত্তর দেবে ঝরঝরেয়ে
এসব উত্তর শুনলে পরে
লাগবে মনে মজা
বলতো হাবা, এ কথাটার জবাব দেবে কেবা॥
গুরুর উত্তর:
সবার আগে পরম ব্রহ্ম
তিনি পূর্ণ সনাতন
তার পরেতে এলো দাদা
তিনি পরম নারায়ণ॥
নারায়ণের নাভিমূলে প্রজাপতি
তিনি জগতের নিত্য পতি
মনকে ধোয়াতে পারে না জল
একথা কি জান না
সামান্য জল ধোয়ায় পবন
একথা কার নাই জানা॥
ঊনপঞ্চাশ পবন ধোয়ায়
সূর্য্য নারী মহাপ্রাণ
গুরুর গুরু পরম গুরু
ভ্রম জ্যোতিতে নিরূপণ॥
কৃষ্ণের গুরু সন্ধি মুনি

ভঙ্গ রত্নে যার সাধন
এ তত্ব বুঝবি কেরে
তোর গাও পড়ে আছে মন॥
অত্রি মুনির পুত্র চন্দ্র
অনুসূয়া তার মাতা হয়
অনুসূয়ার ভাই কদ্রম ঋষি
তিনি চাঁদের মামা হন॥
জ্ঞানী জানে তত্ব কথা
তোর মত বোকা কে পায়
এর সন্ধান
বুঝতে নারি বোকার ফুসি
করিস তত্ব নিরূপণ॥

সূচী

বাউল-৫২১: পিরীতি বিষম জ্বালা পিরীতি বিষম

পিরীতি বিষম জ্বালা পিরীতি বিষম জ্বালা
যে মজেছে সেই জানে যত এর লীলাখেলা॥
যে মজেছে যাহারই ভাবে অবশ্য সে তাহারে পাবে
স্বর্গ নরক দুই ভবে, চিনে লও এই বেলা॥
যে ডুবেছে প্রেম সাগরে সে সকল বলিতে পারে
বিচ্ছেদ আর মিলনেতে কত সুখ কত জ্বালা॥
প্রেম কি গাছের ফল, পারিবে করিয়া বল
দেহ প্রাণ করিলে নাশ মিলে সে চিকনকালা॥
কালীপ্রসন্ন এই বলে, স্বর্গ মর্ত্য ভুমন্ডলে
চলিতেছে কালে কালে সকলই তার লীলাখেলা॥

কথা: মুন্সী বেলায়েৎ হোসেন
সূচী

বাউল-৫২২: রতনে রতন মেলে কিছু নহে

রতনে রতন মেলে কিছু নহে যত্ন বিনা
হিংসা দ্বেষ না ত্যেজিলে পূর্ণ হয় না কামনা॥
রত একচিতে না হলে, দয়া দীনে না করিলে,
দ্বিভাব না ত্যাগিলে নন্দকিশোর মিলে না॥
সাধিলে যতন করে, হেরিবে রত্ন রত্নাকরে
বন্ধু বিনা নাই সংসারে নিজে হবে এ ধারণা॥
কালী কহে এই সার দরশন যে পায় তার
নয়নে না দেখে পর ভিন্ন ভাব সে জানে না॥

কথা: মুন্সী বেলায়েৎ হোসেন
সূচী

বাউল-৫২৩: এক বাপের দুই বেটা তাজা

এক বাপের দুই বেটা তাজা মরা কেহ নয়
সকলেরই এক রক্ত এক ঘরে আশ্রয়
এক মায়ের দুধ খেয়ে এক ঘরেতে যায়॥
কারো গায়ে শালের কোর্তা, কারো গায়ে ছিট
ও রে দুই ভাইরে দেখতে ফিট
কেবল জবানীতে ছোট বড় বোবা বাচাল চেনা যায়॥
কেউ বলে দূর্গা হরি কেউ বলে বিসমিল্লা আখেরি
পানি খেতে যায় এক দরিয়ায়
মালা পৈতে একজন ধরে কেহ বা সুন্নত করে
তবে ভাই ভাইয়ে মারামারি করে কেন যাচ্ছিস গোল্লায়॥

কথা: পাগলা কানাই
সূচী

বাউল-৫২৪: শোন ভাই সকলরে, তোরা শোন

শোন ভাই সকলরে, তোরা শোন গাড়ীর খবর
এক গাড়ীতে ছত্রিশ জাতি করতেছে সুমঙ্গল
ও তোরা শোন ভাই সকল॥
তাই পাগল কানাই কয়, রাস্তায় গাড়ী পত্তন হবে যখন
বাতাসে মিশবে যোগীগণ

আর আছে যত যাত্রীগণ, বাতাসে হবে মিলন
আর ও কাম ক্রোধ লোভ মোহ ডোম মদন
সেদিন তারা সকলই ছাইড়া যাবে
একা বসে রবে মন॥
আবার বিলাতে যখন গাড়ী করিবে গমন
ষোল ষোল বত্রিশজনে
চালাও গাড়ী রাত্রদিনে
ও মনের মতন॥
সে গাড়ীর টিকিট মাষ্টার যে জন হয়
ঘাটে ঘাটে টিকিট লয়
তা দেখিয়া ছয় পাগলে করছে গোল,
শুন রে ভাই সকল
আবার আল্লা হরি কিছুই বলেনা
ও সেই নিত্যধামের পাগল॥
যখন গাড়ী বিলাত থেকে ফিরে আসবে—
অন্ধকার-ধন্ধকারে কহুকার, নৈরাকারে
সেদিন ছিলা কেমন
আরও দশমাস দশদিন সেইখানে থেকে
ভবে এসে হলি চেতন॥

কথা: পাগলা কানাই
সূচী

বাউল-৫২৫: দেওয়ান কালাচাঁদ ও মোরে দাও

দেওয়ান কালাচাঁদ ও মোরে দাও আসে আছান
তাই পাগলা কানাই ভেবে বসে রে
সামনে দেখি রে বিষম তুফান॥
ও তোর নামের মহিমা আল্লা কোরানে শুনি
ও দেশ বিদেশে ফিরি ও তোর নামের জোরে
ও সবে বলে সেই কালার নামে আগুন হয় পানি॥
ও ভক্তের ভগবান রে আল্লা ও কাঙ্গালের কাণ্ডার
ও যে জন হও রে গোনাগার ও কালার নামে হবা পার
ঐ কালার নামে ভরসা করে ও আজি লইয়াছি সাঁতার॥

কথা: পাগলা কানাই
সূচী

বাউল-৫২৬: গৌর আজ্ঞায় বিচারিলে পাইবায় তার

গৌর আজ্ঞায় বিচারিলে পাইবায় তার দরশন
এই তনে ছাপিয়া রইছে সেই রতন॥
কিতাব কোরাণ পড়ি না পাই তার দরশন
ওজিফাতে শুদ্ধ বচন চিনলায় না রে অজ্ঞান মন॥
খানা পিনা খাইয়া থাকে নিশাভাগে হয় চেতন
রূপের ঘরে রূপ জ্বলতেছে বিনা চক্ষে দরশন॥
কহিল ফকির ছৈয়দ আলী জিতে না হইল মরণ
আঠার মোকাম ধুঁড়ি ত্রিপুন্নিতে দরশন॥

কথা: সৈয়দ আলী
সূচী

বাউল-৫২৭: ডুব ডুব রে বাউলের মন

ডুব ডুব রে বাউলের মন
ভাব সাগরে ডুব দিয়ে যা জন্ম মরণ করে পণ॥
দৃঢ় মনে শক্ত ভাবে প্রাণ করিলে সমর্পণ
ভাবে ভাবে ভাবের পুতুল হবে রে তোর দরশন
পুতুল খেলায় পুতুল সাজে, বনমালী সাক্ষাতে
দেখা দিয়ে গুপ্ত ভাবে গুম হয়ে যায় সেই রতন॥
ডুবলে বাঁচে ঐ সাগরে, ভাসলে তোমার হয় না ফল
চরণ তরী চড়্‌গে রে মন, ফাঁকি দিবে কাল শমন
মগন হয়ে চালাও তরী, দিলালপুরের হও বেপারী
কলছুম নদীর তীরে গেলে, মুক্তি হবে নাই মরণ॥
হৃদয় তারে চরণ তরী, গুণ টানিবে নিশিদিন
ভাবের বাদাম অনুরাগে, হাওয়ার জোরে হয় বাহন
জহুর বলে মিছা কাজে, দিন গেল মোর ভবের সাজে
ডুবি ডুবি ডুবতে নারি মিলবে নারে সেই রতন॥

কথা: সৈয়দ জহুরুল হছেন
সূচী

বাউল-৫২৮: বাঁশী ফুঁকে মনচোরা

বাঁশী ফুঁকে মনচোরা
নাম ধরিয়ে ডাকে আলিফ-লাম-রা ॥
বাজে বাঁশী মন উদাসী কদম ডালে লীলা
সঙ্কেত জানি বংশী ধ্বনি ধর-গেলো সেই তরা তরা
টল টলাটল করতু অটল আলিফ লাম মিমে
দালে লামে বাঁধে কামে মুর্শিদ বাণী করতু সারা ॥
তিন তারে গৌরাঙ্গ ধুরে চালাও তরী ভাব সাগরে
ডুব দিয়ে যা অতল নীরে দেখবিরে মুখ হাসি ভরা
লুপ্তাকারে ঐ সাগরে ছুলতানগঞ্জে যাও বেপারে
যুগে যুগে যোগ করিলে আধর চাঁদে দিবে ধরা ॥
হৃদয় তারে সুধাকরে বাঁধরে ও মন শূন্যভরে
নয়নে টানিয়ে বাণে নিশান কর মনচোরা
হৃদ মন্দিরে মিহির করে যে রসিকে সাজন করে
লুঠে মধু যে হয় সাধু পায়না যারা বচন-চোরা ॥
জহুর বলে হৃদয় তারে বাজাও বাজাও ভাব ছেতারে
বাজলে পরে দেখবে ওরে কোথা আছে মনোহরা ॥

কথা: সৈয়দ জহুরুল হছেন
সূচী

বাউল-৫২৯: শ্যাম বন্ধু চিত-নিবারণ তুমি

শ্যাম বন্ধু চিত-নিবারণ তুমি
কোন শুভ দিনে দেখা তোর সনে পাশরিতে নারি আমি ॥
যখন দেখিয়ে, ও চাঁদ বদনে ধৈরজ ধরিতে নারি
অভাগীর প্রাণ, করে আনচান দণ্ডে দশবার মরি ॥
মোরে কর দয়া, দেহ পদ ছায়া শুনহ পরাণ কানু
কুলশীল সব, ভাসাইনু জলে প্রাণ না রহে তোমা বিনু ॥
সৈয়দ মর্তুজা ভণে, কানুর চরণে নিবেদন শুন হরি
সকল ছাড়িয়া, রহিলু তুয়া পায়ে, জীবন মরণ ভরি ॥

কথা: সৈয়দ মর্তুজা
সূচী

বাউল-৫৩০: বর্তমানে মাসের শেষে, হাব দেশে,

বর্তমানে মাসের শেষে, হাব দেশে, দারুণ একটা জুল্‌মত এবার।
থাকবে না মানুষ গোরু, শিষ্য গুরু, মোটা সরু যত প্রকার
বাদ্‌সা কি রাজা রুজরো, পাজি পূজরো, সকল কুঁজরো ঠিক করিবার।
থাকবে না মুটে মজুর, কর্তা হুজুর, বালক বাছুর এ দেশাচার
থাকবে না দারগাগিরি, মাজেস্টারি, গবর্ণরী মানবে না আর।
উলটাবে এ তিন সংসার, সব একাকার, থাকবে না রে আচার ব্যভার
বামুন কি কায়েৎ কামার, মুচি চামার, থাকবে না আর জেতের বিচার।
ফিকিরচাঁদ ফকিরে কয়, দালান কোটায়, বাঁচবার যো নাই ভাইরে এবার
আছে এর এক সদুপায়, দীনদয়াময়, ডাকলে পরে পাবি নিস্তার।

কথা: ফিকিরচাঁদ
সূচী

বাউল-৫৩১: এ সংসারে সুখ আর কোথায়

এ সংসারে সুখ আর কোথায়
পদে পদে বিপদ এত, তবু ফের সুখের আশায়।
জমিদারী তেজারতি, সিন্দুকে টাকার পুঁতি, অনুগত বন্ধু জ্ঞাতি দরজায়
দুদিন পরে সকল গেল, বসত বাড়ি অন্যের হল
ভিক্ষার ঝুলি সম্বল, ভিক্ষা নাহি মেলে কোথায়।
আজ হল পায়া ভারি, মুলুকের সুবাদারি, হাতী আর ঘোড়া গাড়ী দরজায়
ওরে কাল আবার গেল সে পদ, ঘটিল রে ঘোর বিপদ
রাজার বিচারে গারদ, লোহার বেড়ী কোলে রে পায়।
আজ ঘরে রূপবতী, পরম নারী সতী, সুখী হও দিবারাতি যার সেবায়
কাল আবার এসে শমন, সে রমণীধন করল হরণ
আঁধার দেখ ত্রিভুবন, বুক ভাসে রে চোখের ধারায়।
আজ আবার পুত্রধনে, কোলে করে যতনে, সে মুখ চুম্বনে সুখী সর্বদায়
হায় রে আবার একি হল, মৃত পুত্রের অঙ্গে চোক্ষের জল
সকল সুখ ফুরাইল, বজ্রাঘাত হল মাথায়।

আকাশে আশার জাঙ্গাল, বাঁধিয়ে অবোধ কাঙ্গাল
হতেছে হাল্‌কে বেহাল, সুখ আশায়
যে সংসারে দেয় যন্ত্রণা, করি সেই সংসারে আরাধনা
হায় রে কি বিড়ম্বনা, ঘুচাও হরি এ যন্ত্রণা॥

কথা: ফিকিরচাঁদ
সূচী

বাউল-৫৩২: মরা মানুষের মরণের ভয় কি

মরা মানুষের মরণের ভয়, কি চমৎকার, সকল আজব, এই আজব দুনিয়ায়।
ভবে যে জন জন্মেছে, সে জন মরেছে, চিরকাল বেঁচে কে আছে আর
তবু মরার কথা শুনলে, চম্‌কে ওঠে পীলে
গায়ের রক্ত জল হয় সবাকার। (মরণ স্মরণ হলে)
স্বাধীন হইয়ে মানুষ, যখন নাই রে হুঁস তখন মরা মানুষ বলে কারে
যদি তাজা মানুষ হতো, আপনায় চিনিত
তবে সে করিত হিত আপনার। (মরে থাকত না আর)
কাঙ্গাল বলিছে রে মন, পশুর আচরণ, মানুষ হয়ে যখন হল তোমার
এখন মরতে বাকী আর, কি আছে তোমার
এ হতে কি মরণ আছে আবার। (মানুষ পশু হলে)

কথা: ফিকিরচাঁদ
সূচী

বাউল-৫৩৩: আমি সোনা হয়ে মনের দোষে

আমি সোনা হয়ে মনের দোষে হলেম এবার মাটি
তারে হাফরে পোড়ালাম কত তবু হয় না খাঁটি॥
সে যে ধোপার গাধা মন যে আমার
সকল বইতে পারে
বইতে নারে
কেবল ভাতের কাঠি॥
মন যে আবোল তাবোল কতই বলতে পারে
তাকে বলতে বল্লে
বলতে নারে

কেবল তার নামটি॥
বলি মন পাখী রে একবার বল হরি
সে যে দাঁড়ে বসে
মনের খোসে
করে কুটিকাটি॥
কাঙ্গাল কয় আমার নাই রে কবাট খুঁটি
আমার মন পামরা ভাঙ্গা ঘরে
সদাই দিচ্ছে টাটী॥

কথা: ফিকিরচাঁদ
সূচী

বাউল-৫৩৪: দেশটা মাতালে রে দুই মাতালে

দেশটা মাতালে রে দুই মাতালে
মদের ঢালাঢালি ঢলাঢলি, ডুবিয়ে সকল ডুবালে॥ (মদে)
এক মাতাল দেখ হায়   কেবল শুঁড়ির সেবায়
তালুক মুলুক টাকা কড়ি সকলই খোয়ায়
আবার চেয়ে দেখ, মাতাল এক, জমিদারী যায় ফেলে॥(মদে)
এক মাতালে মদ খায়   ও সে ভূমেতে গড়ায়
মরার মত পড়ে থাকে আবার উঠে খায়
ও তার মুখে গন্ধ, ক্ষুধা মন্দ, চোখের তারা কপালে॥ (ওঠে)
আর এক মাতাল দেখ হায়   দশা তুল্য তুলনায়
পৃথক কেবল নিজের ভাঁটি, খাঁটি মাল জন্মায়
খেজুরের রসের মত, অবিরত, চুয়ায়ে পড়ে গলে॥(সে মদ)
দেখ এই দুই মাতালে   পৃথক মরণ কালে
শুঁড়ির মাতাল মরে যকৃৎ পীলায় ঘা হলে
মরে আর এক মাতাল, বলে কাঙ্গাল, ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটিলে॥(মদে)
ডেকে বলিছে কাঙ্গাল   দেখ আর দুটি মাতাল
নিতাই গৌর গুণের ঠাকুর, পরম দয়াল
প্রেমে মাতোয়ারা, জ্ঞানহারা, নাচে আর হরি বলে॥(প্রেমে)

কথা: ফিকিরচাঁদ
সূচী

বাউল-৫৩৫: শক্তিপূজা কথার কথা না

শক্তিপূজা কথার কথা না (শ্যামা)

যদি কথার কথা হত, চিরদিন ভারত
শক্তি পূজে শক্তিহীন হত না॥
কেবল ডাকের গয়নায় ঢাকের বাজনায়
শক্তি পূজা হয় না
এক মনোবিবদল ভক্তি গঙ্গাজল
শতদল দিলে হয় সাধনা॥(হৃদয়)
দিলে আতপান্ন কি মিষ্টান্ন
মা যে তাতে ভোলে না
কেবল জ্ঞানদীপ জ্বেলে একান্ত-ধূপ দিলে
ব্রহ্মময়ী পূর্ণ করেন কামনা॥ (ভাই)
বনের মহিষ অজা মায়ের বাছা
মা সে বলি লন না
যদি বলি দিতে আশ স্বার্থ কর নাশ
বলিদান কর বিলাসবাসনা॥ (ভাই)
কাঙ্গাল কয় কাতরে জাত বিচারে
শক্তি পূজা হয় না
সকল বর্গ এক হয়ে ডাক মা বলিয়ে
নইলে মায়ের দয়া কভু হবে না॥ (ও ভাই)

কথা: ফিকিরচাঁদ

সূচী

বাউল-৫৩৬: কে জানে সে কোথায়

কে জানে সে কোথায় রয়েছে
ও যার নিয়মে ভুবন তারকা তপন আপন আপন পথে চলিছে॥
একি চমৎকার, কেহ কার নাহি পরশ করিছে
ও যার গগনে তপন, তপনে ভুবন, ভুবনে কতই চাঁদ ঘুরিছে॥
নাহি ধনী মানী, গুণী জ্ঞানী, পাপী তাপী তাঁর কাছে
ও তাঁর জলদ পবন, অনল শমন, সম ভাবে সবায় সেবিছে॥
দুঃখে বলে কাঙ্গাল, জ্যোতির জাঙ্গাল, চিরকাল ত জ্বলিছে
তাদের কেবারে সৃজিল কেবা জ্যোতি দিল সুধালে সকলে নাহি বলিছে॥

কথা: ফিকিরচাঁদ
সূচী

বাউল-৫৩৭: বড় গোল নিরাকার নয়, সাকার

বড় গোল নিরাকার নয়, সাকার সে জন
গোলে গোলে দিন কেটে যায়
যে ভাবে সে ভাবে ডাক রে তায়॥
(একান্তে, এক প্রাণে, এক হয়ে)
চক্ষু বুজলে অন্ধকার দেখায়
যে বলে সে জন্মান্ধ নিশ্চয়
আমি চক্ষু মুদে দেখি হৃদে আনন্দময়॥
(সে রূপ কি)
দূরবীণ অনুবীক্ষণের কাজ নয়
যে সে রূপ কি রূপ দেখাইয়ে দেয়
তবে যোগের চোখে দেখলে তাকে দেখা যে যায়॥
(তবে তার)
অরূপীর যে কিবা অপরূপ
কার সাধ্য তাঁর প্রকাশে স্বরূপ
কেবল সাধক জানে ধ্যানে প্রাণে রূপ কি হয়॥
(অরূপীর)
ফিকির কয়, ধরা না দেয় মোরে
লুকোচুরী খেলা যে করে
এবার আছি বসে ধরবার আশে, দেখলেই হয়॥
(আর একবার)

কথা: ফিকিরচাঁদ
সূচী

বাউল-৫৩৮: শিব শক্তির সাধন তত্ব জানলে

শিব শক্তির সাধন তত্ব জানলে রে মন
তরবে যদি ভবনদী শক্তিকে কর সাধন॥
ভুজংগিনী রূপ ধরে

আছেন শক্তি মূলাধারে
সাড়ে তিন পেছেতে ঘরে
মহা নিদ্রায় অচেতন॥
মহামায়া আদ্যাশক্তি
শক্তি হইতে জগৎমুক্তি
গুরুর কাছে নিয়ে যুক্তি
শক্তিকে করো চেতন॥
শিংগা ডম্বুর করে
আছেন শিব সহস্রারে
শিব শক্তির মিলন করে
পুরাও মনের আকিঞ্চন॥
ভেবে দীন শরৎ বলে
শিবই সত্য ভুমণ্ডলে
বিনাশ নাই প্রলয় কালে
সেই ত বিশ্বের মূল কারণ॥

কথা: দীন শরৎ
সূচী

বাউল-৫৩৯: নিদাগেতে দাগ লাগাইলো

নিদাগেতে দাগ লাগাইলো
প্রাণ বন্ধু কালিয়ায়
হায় হায়—
আমার প্রেম জ্বালায় প্রাণ যায়॥
হাঁটিয়া যাইতে পাড়ার লোকে
কতই মন্দ গাইয়া যায়
লোকের নিন্দন পুষ্প চন্দন
অলঙ্কার পড়িয়াছি গায়॥
বন্ধু আমার হংস রূপে
জলেতে ভাসিয়া যায়
আলগা থাকি কাল নাগে
ছুব মারিল রাঙ্গা পায়॥
সর্পের বিষ ঝরিতে লামে

প্রেমের বিষে উজান যায়
উঝা বৈদ্যের নাইরে সাধ্য
ঝারিয়া সে বিষ নামায়॥
এক উঝায় লড়ে চড়ে
আর এক উঝায় চায়
ঝারিতে না লামে বিষ
ফিরিয়া উজান যায়॥
ভাইরে রাধারমন বলে
এখন আমার কি উপায়
বিষে অঙ্গ জরজর
প্রাণ রাখা হইল দায়॥

কথা: রাধারমন
সূচী

বাউল-৫৪০: ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে করে

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে করে
সৃজন পালন লয়
তিন হতে হয় এ ব্রহ্মাণ্ড
একে তিন ভিন্ন নয়॥
যে যাকে ভজনা করে
সেই ত মুক্তি দিতে পারে
ছোট বড় বলব কারে
একে ভিন্ন দ্বিতীয় নয়॥
নিরাকার যে জন হইছে
তার কিরে ভজন আছে
সাকারে মূর্তি ধরিয়াছে
পূর্ণ ব্রহ্মা জ্যোতির্ময়॥
দীল শরৎ বলে তত্ব জেনে
সাধ্য বস্তু লওরে চিনে
যারে সদয় ভাবে তিনে
প্রতি ঘাটে সেজন রয়॥

কথা: দীন শরৎ
সূচী

বাউল-৫৪১: খুলি নেও গলার হার

খুলি নেও গলার হার
        গলা হতে
ললিতায় নেও গলার মালা
বিশাখায় নেও হাতের বালা
এগো সুপ্রিয়া নেও কানের পাশা
        নেই আশা॥
আমি মইলে ঐ করিও
না পড়িও না গড়িও
আমারে বান্ধিয়া থুইও
        তমালের ডালে গো॥
নিষ্ঠুর আইলে জিজ্ঞাসিব
রাধা মরিল কি জন্য
তোমরা বলিও
        মরিছে প্রেমের জ্বালায়॥

সূচী

বাউল(ফকিরি)-৫৪২: বাউল জীবন কারে কয়

বাউল জীবন কারে কয়
কেমন জীবন, বস্তু কি সে, জন্ম কোথায় হয়
    যে বস্তু জীবনের কারণ
    তাই বাউল করে সাধন
জীবন পরম নিরূপণ, বাউলেরা কয়॥
    জীবনই তীর্থ-ধর্ম-পথ
    এই কথা বাউলের মত
বস্তুবাদী বাউল আদ্য, কেহ কেহ হয়॥
    না করে অনুমান ভজন
    করে না মুক্তির অন্বেষণ
জীবনই সত্য নিরূপণ, দীন দুদ্দু জানায়॥

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল-৫৪৩: বিশাখা গো, সখা আমার কুঞ্জে

বিশাখা গো, সখা আমার কুঞ্জে আইল না
আমি কার লাগি বিছাইলাম
ফুলের বিছানা॥
আইল না গো কাল শশী
গাঁথা মালা হইল বাসি
বাসি মালা ফেলাও যমুনা
এগো কেনে আইলাম অরন্যেতে
মন মানুষের মন পাইলাম না॥
হাতের ফুল আর চুয়া চন্দন
এসব দেখে আসে কান্দন
আমার বিলাস কুঞ্জে
বিলাস হইল না॥

সূচী

বাউল-৫৪৪: এসে ভবের হাটে ঘোর সংকটে

এসে ভবের হাটে ঘোর সংকটে মারা যাই
বেচা কেনা দুচার আনা কিছুই আমার হল নাই॥
বোকা পেয়ে দুষ্ট বেনে
জিনিস দিলে সব ঠকানে
আসল নকল নাহি চিনে
ধোকায় পড়ে ঠকলাম ভাই॥
বেচতে গেলেম হয়ে ব্যস্ত
তাতেও আরো ক্ষতিগ্রস্ত
অবশেষে শূন্য হস্ত
রেস্তহীন ঘুরে বেড়াই॥
ছ'বেটা গাঁটকাটা জুটে
যা ছিল তা নিল লুটে

পুঁজে পাটা নাইকো মোটে
দেশে যাবার (ভবপারে) সম্বল নাই॥
মনমোহনের মন বুঝে না
দেখে ঠেকেও তো শেখে না
ঐ কুসঙ্গ তবু ছাড়ে না
মায়ার বশে (স্ত্রী পুত্রের বশে) রয় সদাই॥

কথা: মনোমোহন
সূচী

বাউল-৫৪৫: ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার

ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে
তত্ত্ব তার খুঁজে না পাই বেদপুরাণে॥
তুমি জনক কি জননী, ভাই কি ভগিনী
হৃদয় বন্ধু কিংবা পুত্র কন্যে
তোমার এ নহে সম্ভব, একি অসম্ভব
সম্পর্ক নাই তবু পর ভাবি নে॥
ওহে, শাস্ত্রে শুনতে পাই, আছো সর্ব ঠাঁই
কিন্তু আলাপ নাই আমার সনে
তুমি হবে কেউ আমার
আপনার হতে আপনার
আপনার না হলে মন কি টানে॥

সূচী

বাউল-৫৪৬: শৃঙ্গার রস যে জেনেছে, তার

শৃঙ্গার রস যে জেনেছে, তার কি ভয় আছে
শৃঙ্গার সাধনে শৃঙ্গার-রসরাজ মূর্তি দেখেছে॥
স্বসুখ হতো স্ব-সুখখাম, শক্তিগুরু কামে অকাম
উজ্জ্বল রস তাহারি নাম, অনঙ্গ তায় ধীর হয়েছে॥
আত্ম-দানে শক্তি আত্মায় কৃষ্ণ-আত্মা পায়
যন্ত্রস্থানে পুষ্পকানন উদয় রসময়
রসরতি সুখাস্বাদন, সুখরূপী কৃষ্ণের ভজন

মধুর ভাবে ভাব ঐ মিলন, তুলনা সেই রাধার কাছে॥
সর্বচিত্ত আকর্ষয়ে যে নবীন মদন
উপাসনা কামতত্ব বীজরূপে গণন
বিংশতি চারচন্দ্রে ঘেরা, শক্তি অঙ্গে শক্তি ধরা
তার উর্ধ্বতে বিন্দু-ধারা, রোহিনী-সংযোগ রয়েছে॥
বিজলী-জড়িত রতি খেলে নিরন্তর
পুরুষ-প্রকৃতি-রীতি গতি ভয়ঙ্কর
যে করে সে করে বটে
আদ্য সাধ্য পিরিত বটে
সুখ দুঃখে স্থিতি ঘটে
জীয়ন্তে মরণ তার হয়েছে॥
কন্দপেরি দর্প খর্ব সর্ব সিদ্ধময়
স্থাবর জঙ্গম যত সঙ্গম-আশ্রয়
হাউরে বলে এই বচন, কামেতে কাম নিবারণ
মন্মথের করে মন হরণ, রসেতে রসিক পেয়েছে॥

কথা: হাউরে গোঁসাই
সূচী

বাউল-৫৪৭: প্রেম সুখদ্বার, কৃষ্ণ রসাকার, রসনাতে

প্রেম সুখদ্বার, কৃষ্ণ রসাকার, রসনাতে তার কর আস্বাদন
সে যে যোগাযোগ-স্থলে মৃণাল-পথে চলে
সহজ কমলে সুধা বরিষণ॥
সর্ব ঘটে বটে পটে পট্টস্থিতি, শক্তিতত্বগুণে আনন্দ মূরতি
শৃঙ্গার-আকার ধরে সাধ্য কার
(ঐ যে) স্বরতি সঞ্চার নবীন মদন॥
আদ্য সুখসাধ্য, বাধ্য কারুর নয়
ইন্দু বিন্দুগতি সদা বিরাজয়
জীবে নাহি জানে সাধু-সন্ত চেনে
রসপানে জানে তারা অমৃত-সেবন॥
মন আত্মা বপু যত রিপুচয়, দেহান্দ্রিয় সবই তাহাতে মিশায়
তাদের ব্রজপ্রাপ্তি দেহ, তৃপ্ত হয় জীবন॥
কাম, প্রেম, রতি হবে একঠাঁই

সুখ-দুঃখ-আদি তথায় কিছু নাই
নির্মল সে পথে হাউরে চায় যেতে
ঐ শক্তি আত্মশক্তি হলে যায় দর্শন॥

কথা: হাউরে গোঁসাই
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৫৪৮: দিয়া মাটি পরিপাটি, আগুন, জল

দিয়া মাটি পরিপাটি, আগুন, জল আর হাওয়ার ঘরে
গাড়ী চলছে আজব কলে॥
আবার হাওয়ার কল বন্ধ হবে
ইঞ্জিন কল ছুইট্যা যাবে
চড়নদার চইল্যা যাবে
তখন চারজনায় কান্ধে কইরা
নিয়া যাবে গোরস্থলে
গাড়ী চলছে আজব কলে॥
ইঞ্জিনের ভিতর
চলছে কি আজব লহর
তারেতে আনে খবর
কি চমৎকার নীলে॥
ষোলজন দিচ্ছে পাহারা সেই ঘরেতে মিলে
মহারাণী কুণ্ডলিনী বিরাজ করে চতুর্দলে
গাড়ী চলছে আজব কলে॥
শিয়ালদহের ইস্টিশনে
আছে কল মহাজনদের
চালায় কল রাত্রিদিনে
আট কোঠারা, নয় দরজা, সদাই হাওয়া খেলে
বারামখানায় জ্বলছে বাতি, আলো নাই রঙমহলে
গাড়ী চলছে আজব কলে॥
গাড়ীর খবর জানতে হলে
রাখ মুর্শিদের চরণ দেলে
আফসার ফকির কাইন্দা বলে
গাড়ী চলছে আজব কলে॥

কথা: আফসার ফকির
সূচী

বাউল-৫৪৯: মানব দেহেতে কি মতে অধঃউর্ধ্বে

মানব দেহেতে কি মতে অধঃউর্ধ্বে দুটি পদ্ম হয়
শুনি ভানু সংযোগেতে পদ্ম, প্রস্থান হলে মুদিত রয়॥
ও সে কোন পদ্মে হয় কৃষ্ণপক্ষ
বল কোন পদ্মে হয় শুক্লপক্ষ
আবার কোন পদ্মে হয় পূর্ণ মোক্ষ
তাই ভেঙে বল আমায়॥
বল কোন পদ্মে হয় আসা যাওয়া
বল কোন পদ্মে হয় দিয়া নিয়া
বল কোন পদ্মে হয় খাসা মেওয়া
কোন পদ্মে স্বরূপ রয়॥
বল কোন পদ্মে পাত্র হয় দীক্ষে
বল কোন পদ্মে পাত্রী হয় শিক্ষে
আর কোন পদ্মতে দিব্যচক্ষে
দীক্ষা-শিক্ষা জানা যায়॥
কাঙ্গাল চন্ডীদাসের এই মিনতি
ওগো সাধু গুরু সবার প্রতি
আমি মূঢ়মতি নাই শক্তি
কি দিব আর পরিচয়॥

কথা: চন্ডীদাস গোঁসাই
সূচী

বাউল-৫৫০: কি চমৎকার ফল রে মন

কি চমৎকার ফল রে মন
ধরে ঐ গাছে—
আকাশেতে গাছের গোড়া
নীচের দিকে ডাল নেমেছে॥
বোঁটা ছাড়া আলগা ফল ধরে

কাটিলে সে জিয়ে গাছ
　　　না কাটিলে মরে—
সে ফল পাকা হইয়া ঝইরে পড়ে
আবার কাঁচা হইয়া পাকিতেছে॥
সে গাছের আছে তিনটি ডাল
দুই ডালেতে ব্রহ্মা বিষ্ণু
　　　আরেক ডালে কাল—
আছে শূন্য একটা হংসের বাসা
হংস চারিযুগে এক ডিম পাড়িয়াছে॥
শরৎ বলে ডিমের নাই কুসুম
উড়ে পড়ে সেই পাখী
　　　ডিমে না দেয় উম্—
পাখী ধরতে গেলে ভাঙ্গে ঘুম
চারি যুগে এক ডিম পাড়িয়াছে॥

কথা: দীন শরৎ
সূচী

বাউল-৫৫১: শান্তিপুরে হরির ধ্বনি

শান্তিপুরে হরির ধ্বনি
নইদায় বসে শুনতে পাই
　প্রেমানন্দে হরি বল ভাই॥
চাইর দিকে খোল করতাল বাজে
মধ্যে গৌর নিতাই নাচে
চিনি মণ্ডা ফুল বাতাসা
　হরি নামে লুট বিলাই॥
চাইনা ধন কড়িরে ভাই
কেবল রাঙ্গা চরণ চাই
বোবায় বলে হরি হরি
　অন্ধে নয়ন পায়রে ভাই॥

সূচী

বাউল-৫৫২: অনুরাগের মানুষ সহজে পাগল

অনুরাগের মানুষ সহজে পাগল
ও যার হৃদে আছে রসের কল॥
পরশপাথর হিয়াতে রাখি
অনুরাগের শোলায় ঝাড়বে, ভাই, রাগের চকমকি
যদি দধি-মন্থনেতে উথলে বিষ
তাহে প্রফুল্লিত হয় শতদল॥
গোঁসাই হরি আট-হাটের-হেট
পোদো-ভেড়োকে দিয়েছে এক বাপুতি কেঠ
অনুরাগের মানুষ ধরবি যদি
তবে সাধ গে যা উলট কমল॥

কথা: পদ্মলোচন
সূচী

বাউল-৫৫৩: মন মিছে ভাবনা, তুমি আপনার

মন মিছে ভাবনা, তুমি আপনার দেহের ঠিক জান না
প্রেম রতি তোর হবে কিসে
জীব রতি তোর ষোল আনা॥
সাধুসঙ্গ উয়ের মাদা
হয় মাদা, হয় জন্ম কাদা
এ বড় দায়—
যেমন ফণীর মুখে বর্ষে মণি
সাধু হৈ দিলে না ধরলে ফণা॥
হরি বলে পদ্মলোচন
কাটলে গাছ ডাকলে মরণ
কে বাঁচায় এখন
যেমন ছড়ালে বীজ গাছ উপজে
ঐ দেখ রবির তাতে ধান সাজে না॥

কথা: পদ্মলোচন
সূচী

বাউল-৫৫৪: ভাঙা ঘরে টিকবে কি রে

ভাঙা ঘরে টিকবে কি রে রসের মানুষ আর
আমার ঘর হয়েছে অনাচার॥
দৈবমায়া ঘটে যার সনে
নারিকেলের জল কোথা আসে যায়
কে বা তা জানে
যেমন গুটিপোকায় গুটি বাঁধে রে
আপনার মরণ করে সার॥
ছটি ইঁদুর কাটুর-কুটুর কাটছে আমার ঘর
(ও তার) চৌদিকে হাওয়া ঢুকে আলগা নয় দুয়ার
তীর ধরে নীর ছেঁচতে গেলে
ঝরণা বেয়ে হয় পাথার॥
সঙ্গে একটা বিষম সাপিনী
মনের সাধে দুগ্ধ দিয়ে পুষলাম কাল ফণী
তার নিঃশ্বাসে বয় বিষের ধোঁয়া রে
সে আমায় খায় কি রাখে ভাবছি আর॥
গোঁসাই হরি বলে, ও পোদো নচ্ছর
মূলে চুরি করলি রে গোঁয়ার
ও তোর মস্তকে দংশেছে ফণী
আমার তাগা বাঁধ হল সার॥

কথা: পদ্মলোচন
সূচী

বাউল-৫৫৫: কে গড়েছে এমন ঘর, ধন্য

কে গড়েছে এমন ঘর, ধন্য কারিকর
তার কারিকুরির বলিহারী
সেই কারিকরের কোথায় ঘর
ধন্য কারিকর॥
ঘরের মূল তিনটি খুঁটি
কি পরিপাটি
দড়ি-দড়া, বাঁধাছাঁদা সাড়ে তিন কটি
ঘরের দরজা নয়খান
সকলি প্রমাণ

অসংখ্য জানালা আছে, কে করে সন্ধান
সে ঘরের মাপ চৌদ্দপোয়া
চৌদ্দ ভুবন তার ভিতর॥
ঘর বেশ আঁটাসাঁটা, ছ-তালা কোঠা
তার উপরে আর এক তালা নাম মণিকোঠা
সেথা দিবানিশি মণি জ্বলে
কর্তা আছেন তার ভিতর॥
ঘরের প্রাচীর সপ্তপুর, তার মধ্যে অন্তঃপুর
যে সন্ধানী সে যেতে পারে, অন্যের পক্ষে দূর
সেথা লাগবে ধাঁধা, চাকা চাঁদা
প্রবেশ করা কষ্টকর॥
(ধন্য কারিকর)
এক ঘরের কত কারখানা, ঘর বালাখানা
ঘরের ভিতর বৈঠকখানা আর তোষাখানা
আছে ফুলের বাগান, হাওয়াখানা
মধ্যে দিব্য সরোবর॥
মিস্তিরির এমনি কৌশল, তার ধন্য বুদ্ধিবল
ঘর চল বলিলে আপনি চলে, এমনি ধারা কল
ঘরের কখন কি ঘটে অবস্থা
কভু স্থাবর, কভু অস্থাবর॥
একথা মিথ্যা কভু নয়, ঘরের মাটি কথা কয়
ঘরের ভিতর আগুন-জলে এক মিশালে বয়
সেথা সাধু-চোরে, রাক্ষস-নরে বিষামৃতে একান্তর॥
(ধন্য কারিকর)
অনন্ত ভাবছে বসে তাই, ঘরের অন্ত কিসে পাই
ঘরে থেকে কর্তার সঙ্গে আলাপ হল কই
কেবল দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াই
না জেনে ঘরের খবর॥

কথা: অনন্ত গোঁসাই
সূচী

বাউল-৫৫৬: যার যে দিন শুভ দিন

যার যে দিন শুভ দিন হবে

তার মনের আঁধার ছুটে যাবে

দিব্যজ্ঞানে মন-নয়নে

দেখলে মানুষ-দর্শন পাবে॥

সেই মানুষ বহুদূরে নাই

আপনাকে চেনা হল দায়

আপনাকে চিনলে ১পরে

অনায়াসে মানুষ পাবে॥

সেই আত্মসারা করণ যারা জানে

জ্ঞান-অঙ্কুশী দিয়ে আপনাকে টানে

ঠিকের ঘরে দেখলে পরে

মানুষ জানা যাবে॥

তারণের এই নিবেদন

ডুবে দেখ দেখি রে মন

ভুবনে মিলবে গুরু-রত্ন-ধন

সেদিন দৈত্য-জ্ঞান তোর ঘুচে যাবে॥

কথা: তারণ
সূচী

বাউল (ফকিরি)-৫৫৭: আদম দেহের ভেদ জেনে

আদম দেহের ভেদ জেনে কর সাধনা

ভেদের খবর না জানিলে কোন সাধনা হবে না॥

“আলেফে” তে নাক পয়দা

“বে” হরফে চোখ

“তে” হরফে তালু পয়দা

“ছে” হরফে মুখ

“জিমে” জিহ্বা

“হে” তে হাড়

“খে” তে মাথার খুরবি সার

“দালে” দন্ত

“জালে” জিগর

“রে” দিয়া তোর রগের টানা

আদম দেহের ভেদ জেনে কর সাধনা॥
“ছিনে” “সিনে” সিনা হইল
“ছোয়াদ” ও “দোয়াতে” পেট গড়িল
“আইনে গাইনে” গোস্তগুলা
“ফে” দিয়া তোর ফেফসা গড়ে
ছোট “কাফে” কলিজিয়া গড়ে
ফুসফুসের কারখানা
আদম দেহের ভেদ জেনে কর সাধনা॥
“লামে” নাড়ী, “মিমে” কোমর
“নু” য়েতে খুন দেহের ভিতর
“ওয়া” তে গলার আওয়াজ হইল
“হে” দিয়া হাঁটু গড়িল
“হাম্‌জা” দিয়া পোতা সারে
“ইয়া” তে পায়ের এড়ি গড়ে
তিরিশ হরফ হইল কিনা!
আদম দেহের ভেদ জেনে কর সাধনা॥

কথা: ওসমান গনি
সূচী

বাউল (ফকিরি)-৫৫৮: যে করে তোমার ভরসা, দুর্দশা

যে করে তোমার ভরসা, দুর্দশা তার কপালে
দয়া হয় না মন ভোলে না তোমারে সে ডাকিলে॥
তোমার আশা লাভের জন্য, ভাবিলে আসলে শুন্য
ক্ষুধাতে না মিলে অন্ন তোমার আশায় কাঁদিলে॥
তোমার বল ভরসা ছাড়া, নিজের বুঝে চলে যারা
ধনী মানী জ্ঞানী তারা অতল সুখী ভূতলে॥
কোন সময় ব্যারাম হইলে, লোকে আরাম পায় ঔষধ খেলে
তোমার ভরসায় রইলে মরণ ঘটে সকালে॥
যে বা তোমার নামটি লয় না, তারে দিয়াছ ফুলের বিছানা
যে করে তার নাম জপনা, তারে রেখেছ গাছ তলে॥
পাপ করিলে সুখে থাকে, পুণ্য করে দায়ে ঠেকে
ওসমান গনি তাই দেখে বইসে কান্দে নিরালে॥

কথা: ওসমান গনি
সূচী

বাউল(ফকিরি)-৫৫৯: কও দরবেশ এই কথার মানে

কও দরবেশ এই কথার মানে কি?
আছে দুই ডিম্বে ছয়টা কুসুম বারো বাচ্চা শুনেছি॥
জলের মধ্যে আছে মানুষ তাও তো আমরা খুব জানি
সেই জল শুকাইয়া গেলে সেই মানুষের হবে কি?
লাল জরদ আর সিয়া সফেদ এই চার ধরে মা খাকি
চার জনা চার যোগে ফেরে আহার করে কোন ব্যক্তি?
যে ফকিরের ছেলে তুমি সেই ফকিরের নাতি
আসমান হলো কয় তোলা, জমিন হলো কয় রতি?

সূচী

বাউল-৫৬০: মনের ডাকে দূরে কি থাকে

মনের ডাকে দূরে কি থাকে
হৃদয়ে এসে উদয় হয়
প্রাণের কলি ফুটবে বলি
শাখার অন্বেষণে ধায়॥
শোভিত করে হৃদয় আকাশ
ও রূপে কাটায় মায়ার ফাঁস
নিত্য কুঞ্জে সে করে বাস
বলছে পাগল—-
এই ভাবেই শ্যাম গৌর হয়॥
পদ্ম-ভানু ঐ দেখিনু
আমার হৃদ-কমলে যুগল হয়॥

কথা: পাগল চাঁদ
সূচী

বাউল (ফকিরি)-৫৬১: ও হা রে ডুবলো বেলা

ও হা রে ডুবলো বেলা সকালে কর্ম সারো
হমান দুরস্ত্ রাখো যে যত পারো ॥
আগে চলে কানাই পাছে চলে বলাই
শেষে চলে নয়ান খাঁ
পরান সর্দার উঠে গেলে
হাট আর মিলবে না ॥
শ্রী খোলা লাগবে তালা
পালাবে সব দোকানদার
তাই বারে বারে বিনয় করে
অধীন কোরবান বলছে তার ॥

কথা: কোরবান
সূচী

বাউল-৫৬২: সুকনালে সুখ ধারা

সুকনালে সুখ ধারা
সাত সমুদ্র তেরো নদী
ত্রিবেনীতে মিলন করা ॥
সহজ হইয়া পরম বস্তু
সাইধাছে যে জনা
সে যে সর্বত্যাগী অনুরাগী
উজান বাঁকে আছে তারা ॥
যখন নদীর হুমা ডাকে
সাধুরা সব চেতন থাকে
বিপাকে যায় না কভু মারা
পাকের জলের ধার ধারে না
তাই কিনু চাঁদ কয়
সুখ সুদেশে বসত করা ॥

কথা: কিনু চাঁদ
সূচী

বাউল (ফকিরি)-৫৬৩: পাঠাইল মফস্বলে মাল কিনিতে

পাঠাইল মফস্বলে মাল কিনিতে মহাজন
ক্যাশের টাকা ভেঙ্গে খেলি সেই কথা তোর নাই স্মরণ॥
পাইয়াছ মন পাছে জারী
তোমার কয়াল যাচনদার করে চুরি
আরেক চোর তোর হয় মহুরী
দালাল চোর তোর দুই নয়ন॥
বাজারের মাল পাইয়া সস্তা
কিনতেছে মন গিলটীর বস্তা
সোনার দরে কিনলে দস্তা
ওরে আমার পাগল মন॥
আরেক চোর হয় নৌকার মাঝি
মাল্লা ছয়জন আরো পাজি
পাহারাওয়ালা নয় কাজের কাজী
ডিউটী নাই দেয় ঠিক মতন॥
সদরেতে আছে যারা
মাল ছেটেল করবে তারা
যাচাইয়েতে পড়লে ধরা
বাঁচবে না তোমার জীবন॥
ওসমান গনি ভেবে সারা
মাল ওজন দেয় না সাহেব ছাড়া
ভিতরে তার কাঁটা ভরা
কলে কলে হয় ওজন॥

কথা: ওসমান গনি
সূচী

বাউল-৫৬৪: নবি চিনে করো ধ্যান

নবি চিনে করো ধ্যান—
আহম্মদে আহাদ মিলে আহাদ মানে ছোবাহান॥
'আতিউল্লাহ আতিয়ার রসুল' দলিলে আছে প্রমাণ
আল্লার নূরে নবির জন্ম, নবির নুরে সারে জাহান
নুরে জানে আদম তনে বসত করে বর্তমান॥
আউল আখের জাহের বাতেন চারিরূপে বিরাজমান

বাতনে গোপন থেকে জাহেরে দেন তরিকদান॥
তরিক ধরো সাধন করো আখেরে পাবা আসান
বর্তমান নাহি জেনে পাঞ্জু হলো হতজ্ঞান॥

সূচী

বাউল-৫৬৫: রূপে যে দিয়াছে নয়ন

রূপে যে দিয়াছে নয়ন
সে জেনেছে ব্রহ্মান্ড মাঝে গুরুরূপে নিরঞ্জন
জেনেশুনে সঁপেছে সে গুরুপদে দেহমন॥
তার মন হয়েছে ফুলের জ্যোতি মধুর রতি উপার্জন
মধুর লোভে গুরু করে আত্মার সঙ্গে সম্মিলন॥
তার হৃদয় মাঝে গুরুরাজা গুরু প্রজা সর্বক্ষণ
পূজা করে প্রাপ্তি করে নিত্য মধুর বৃন্দাবন॥
সে নিত্য সেবায় বর্ত থেকে করছে প্রেমের আস্বাদন
সে যজ্ঞে অযোগ্য হয়ে অধীন পাঞ্জুর যায় জীবন॥

সূচী

বাউল (ফকিরি)-৫৬৬: জানতে হয় নবিজির বেনা

জানতে হয় নবিজির বেনা
খোদার নুরেতে নুরনবি পয়দা
নবির নুরে সারা দুনিয়া॥
নবি পয়দা হলো নুরে
সে ভেদ অতি গভীরে
রাগ দেহ ছিলো পূর্বে রাগেরি ঘরে—
তারে কেউ মানে কেউ মানে না॥
নবি আলাহেচ্ছালাম
লেহাজ চার মোকাম
কোন মোকামে থেকে নবি ধরিলে খাসনাম,
জানলে সে নাম, হবে খোশনাম
পানা দিবে সাঁই রব্বানা॥
হুয়াল আওয়ালে নবি

হুয়াল বাতেনে নবি
জাহেরেতে সেই নবি হয় আদম ছবি
আখেরেতে নবি পাবি—
জানগে নবীর উপাসনা॥
নবি আপনি মকবুল
নবি খোদারই মকবুল
করলেন কি না করলেন নবি সেই কথাটি স্থুল
জহর বলে দেহ পয়দা কিসে
বাপের বীজে জান ঘটনা॥

কথা: জহরউদ্দীন শাহ
সূচী

বাউল-৫৬৭: মদনা চোর ঢুকেছে শহরে।

মদনা চোর ঢুকেছে শহরে।
যদি পালবি প্রজা হয়ে রাজা
চাবি দে গা মাল ঘরে॥
সেই আনন্দবাজার যাবি মন আমার
গুরু দত্ত অস্ত্র ধরে চল মন আমার
ঐ প্রলোভনে রূপের অন্ধকারে
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে ধরে॥
সেই বাজার বড় খাসা
আজব তামাসা
সেই শহরে রসিকজনার সদাই বাসা
ওরে নাই কামনা অন্য আশা
ওরে রয় কেবল আরোপ ধরে॥

সূচী

বাউল-৫৬৮: বিড়াল বলে মাছ খাবো না,

বিড়াল বলে মাছ খাবো না, আঁশ ছোব না, কাশী যাবো।
আমার বারোমাসই একাদশী, আমি বিশ্বনাথের প্রসাদ পাবো॥
বলে আমি ঢাকাই শাড়ী পরে আবার

মেজো দাদার বৌদি হব॥
উঠি এক কোলা ব্যাঙ, আবার বের করে সে লম্বা ঠ্যাং
বলে আমি এক লাফেতে লঙ্কা গিয়ে, রাবণ মেরে রাজা হবো॥
উঠি এক লাল পিঁপড়ে, সে বলে আমি চলি কলে কৌশলে
আমি রেল লাইনে মাথা দিয়ে, বোম্বাই মেল আটকাবো॥
আবার রাস্তার কেলে কুকুর, সে বলে আমি হবো কেষ্ট ঠাকুর
আমি কদমতলায় লেজ নাড়িয়ে,
শ্যামের বাঁশী কেড়ে নেব॥

সূচী

বাউল-৫৬৯: সে আবার কেমন পাগল,

সে আবার কেমন পাগল,
বাধালে গোল নদেয় এসে।
হরি হরি বলে, নেচে নেচে যায় সখি সে॥
একেতে মুড়ানো মাথা গলেতে তার ছেঁড়া কাঁথা
ও আবার জিজ্ঞাসিলে কয় না কথা
ভোলা মন বুক ভেসে যায় নয়ন জলে॥
একেতে সে গৌরবরণ, রমণীর মন করে হরণ
তাহে আবার তিলক ধারণ করেছেন নবীন বয়সে।
বেলা রে করো না হেলা, বয়ে যায় তোমার ভবের বেলা
ওরে ভূষণ বলে গেল বেলা বার বেলা পড়িবে শেষে॥

সূচী

বাউল-৫৭০: আপন জুতে না পাকিলে কি

আপন জুতে না পাকিলে কি
গাছ পাকা ফল মিঠা হয়।
কিলিয়ে পাকালে কাঁঠাল
সুমিষ্ট সে কভু নয়॥
কতক গেল ঝড়ে পড়ে,
কতক গেল রৌদ্রে পুড়ে,
কতক গেল শিলে ঝরে,

দুই একটা তো রয়ে যায়॥
যে ফল গাছে থেকে পাকে
বিপদ নাই তার কোন পাকে।
ঝড় ঝটিকা নাহি লাগে,
গুরুকৃপা তাকেই কয়॥
গুরুসেবায় লাগবে বলে,
ধাক্কাধাক্কি কতই খেলে,
তেমনি মত থেকে গেল,
গুরু শিষ্য পরিচয়॥
গোঁসাই গুরুচাঁদ ভনে,
সাধনবিহীন ঘটালে কেনে,
চণ্ডী, ভেবে দেখ মনে,
ঠিকের ঘরে চুরি যায়॥

সূচী

বাউল-৫৭১: কি চমৎকার ফল গো গুরু

কি চমৎকার ফল গো গুরু ধরে ঐ গাছে।
কত কাঁচা হয়ে পড়ে গেছে
কত পাকা হয়ে বাঁচতেছে॥
সেই গাছেতে আছে তিনটি ডাল
দু ডালেতে ব্রহ্মা বিষ্ণু আর এক ডালে কাল,
সেই গাছেতে বোঁটা ছাড়া আলগা ফল ধরে
ফলের কথা বলবো কি, পাগলা মন তোরে
সেই গাছের গোড়া উর্ধদিকে
নিম্নে তার ডাল মেলেছে পাগল মন বলব কি তোরে।
সেই দেশেতে অনেক লোকের বাস
খায় না বলে না কিছু ভাই
তাদের নাইকো নিঃশ্বাস।
তারা আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছে
তারা কি খেয়ে প্রাণে বাঁচে।
দীন শরৎ বলে ডিমের নাইরে কুসুম
যায় না হংস সেই বাসাতে, ডিমে দেয় না হুম্।
ওরে হুম্ দিতে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়
ও বলি চার যুগে এক মড়া বাঁচে॥

সূচী

বাউল-৫৭২: এ সংসারে এসে কেন টাকা

এ সংসারে এসে কেন টাকা চিনলি না।
টাকা এ্যায়সা চীজ আল্লা সে উনিশ বিশ,
টাকার মত মাপকাঠি আর ত্রিজগতে মেলে না॥
টাকা মাটি, মাটি টাকা শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন তা।
কালী, দূর্গা, সরস্বতী টাকাতে হয় তাদের মূর্তি,
আবার টাকা কড়ি না থাকিলে তাদের পূজা হবে না॥
যদি যাই সাধু গুরুর কাছে তাদেরও ভাই টাকা আছে
যার নাই টাকাকড়ি তাদের চেয়েও দেখে না॥
টাকাতে হয় অধিপতি যাদের আছে কোটি কোটি
খুন করলে বিচার হয় না তাদের বিচার কেউ করে না
যদি থাকে টাকা আনা॥

সূচী

বাউল-৫৭৩: অজ্ঞান তিমির হে গুরু নাশ

অজ্ঞান তিমির হে গুরু নাশ করো
জ্ঞান অঞ্জন নয়নে দাও।
মায়ার মায়াতে পড়ে ভুলি যে তোমারে
ঘুরে বেড়াই আমি এ ভব অন্ধকারে
কৃপা করে আমায় আলো দেখাও॥
ভ্রান্ত জীব আমি ভ্রম তো গেল না
অসার সংসারে সার তো হলো না,
আসা-যাওয়া ভবে বড় পাই হে লাঞ্ছনা
গর্ভ-যন্ত্রণা আমার এ ঘুচাও।
তুমি ভিন্ন গুরু কেহ নাইজগতে
অগতির গতি দাও শুনি পুরাণেতে।
দাস রাধাশ্যামের গতি কর হে শীঘ্রগতি
করি হে মিনতি ফিরিয়া চাও॥

সূচী

বাউল-৫৭৪: যদি এসে থাকো হরি

যদি এসে থাকো হরি
নিয়ে নামের তরী
আমারে নিও পার করিয়া
আমার নাই কোন সম্বল
নাই কোন ভক্তি বল—
আমি পড়েছি দুর্বল হইয়া
আমারে নিও পার করিয়া॥
তরীর মধ্যে আছে গো যারা
একটু বলে কয়ে দেখো গো তোমরা
আমারে তরীখানা দাও ধরাইয়া॥
কিনারা ধরিয়া যাচ্ছে গো তরী
আমি ওপার হতে দেখে মরি—
তরীখানা দাও ধরাইয়া
আমারে নিও পার করিয়া॥
রামকৃষ্ণ দাসেরে বলে
যদি না ধরি তরী
আমি দাঁড়ি ধরি যাবো ভাসিয়া॥

সূচী

বাউল-৫৭৫: মন-ময়না বুলি ধরে না

মন-ময়না বুলি ধরে না
ও বুলি যত পড়াও কেনে
আবার এত করে পোষ না মেনে
পাখি মন টানে সদাই বন পানে॥
সরে দুধে বাটি ভরে
দিতাম কত আদর করে
আবার রাধাকৃষ্ণ বলে না পাখি
পাখি বাস করে জংলার সনে॥

এমনি আমার মদনা পাখি
আমারে দিতে চায় ফাঁকি
আবার শিকলি কাটা কুটিল পাখি
কেউ না পোষে যতনে॥

সূচী

বাউল-৫৭৬: হরি বলতে কেন নয়ন ঝরে

হরি বলতে কেন নয়ন ঝরে না—
তা না হলে হরি আমায় দেখা দেবে না
তোমারি খাই তোমারি পরি—
তোমারি তাবিল নাড়িচাড়ি
তোমায় চিনলাম না॥
ভাই বন্ধু দারা সুত—
কেহ না হরি তোমার মত
তাদের এত করি অনুগত
তবে কেন বলতে পারি না॥
মুকুন্দ দাস বলছেন হরি
নিদানকালে যেন ডাকতে পারি
ওহে বামে নিয়ে রাই কিশোরী
চরণ দিতে ভুলো না॥

কথা: মুকুন্দ দাস
সূচী

বাউল-৫৭৭: চম্পকের হার পরাইলি কেনে,

চম্পকের হার পরাইলি কেনে,   ওরে
সে যে চম্পক বরণী রাধা
পড়ে গেল মনে॥
মালা গেঁথে অন্য ফুলে
কেন তাই না দিলি গলে সুবল রে
আবার চাঁপা ফুল হেরিয়া জ্বলে
যাতনা হয় প্রাণে॥

শুনরে সুবল তোরে বলি
কি করিতে কি করিলি
বিষম বিপদ ঘটাইলি
আমর বিরহানল জ্বেলে দিলি
বাঁচিব কেমনে॥
ভাই রে ফুল তুলেছি মনে বুঝে
যে ফুল শ্যাম তেমায় সাজে
আর খেলবি যদি ক্ষণেক প্রভা
কালো মেঘের সনে॥

কথা: নবীন দাস
সূচী

বাউল-৫৭৮: ও কাঁচা হাঁড়িতে গো হাঁড়িতে

ও কাঁচা হাঁড়িতে গো হাঁড়িতে
রাখিতে নারিলে প্রেম জল
কাঁচা হাঁড়ি জলে দিলে
তখনি যাইবে গলে গো
তখন লাগিবে হে গন্ডগোল॥
যদি হবি পাকা হাঁড়ি
চল তবে গুরুর বাড়ি গো
সাধনায় সিদ্ধা হবি।
ভেবে সদানন্দ বাউল
কথা যে বুঝেছে সেই বাউল গো—
আবার ধান কুটিলে কি বা হবে চাউল
তুই কুটিলে কি বা হবে ফল
রাখিতে নারিলে প্রেম জল॥

কথা: সদানন্দ
সূচী

বাউল (*হেতত্ব)-৫৭৯: শুধু হরি বলে ডাকলে পরে

শুধু হরি বলে ডাকলে পরে
হরি কি আসে।
হরি আমার প্রেমের প্রেমিক
বড় প্রেম ভালোবাসে॥
হরির সঙ্গে কি সম্বন্ধ—
জান না তার ভাল কি মন্দ
ও যার অন্তরে নাই প্রেমের গন্ধ
হরি ভোলাবে কিসে॥
মণ্ডা মণ্ডা জপলে পরে
মণ্ডা কি পায় বসে ঘরে
পিপাসার কি শান্তি হয় রে
জল জল বলে কাঁদলে পরে॥
গোঁসাই ঔরসচাঁদ বলে
কিলিয়ে কাঁঠাল পাকালে
ওরে আস্বাদ হয় না কোনো কালে
অপক্ক দোষে॥

সূচী

বাউল-৫৮০: কেন মিছাই দ্বন্দ্ব কর গোঁসাইজী।

কেন মিছাই দ্বন্দ্ব কর গোঁসাইজী।
কোন রঙে বান্ধিয়াছ ঘর মন রে॥
হাড়ের ঘরখানি, চামের গাঁথানি, ছন্দে বন্দে জোড়া মন ওরে
তোমার ঘরের ভিতর ময়ুর ময়ুরী খেলিছে রসের খেলা গোঁসাইজী
ও মন রে তোমার শিশুকাল গেল হাসিতে হাসিতে
যৌবন কাল গেল ঠারে মন রে
তোমার বৃদ্ধকাল গেল ভাবিয়া ভাবিয়া
হায় ভজিব কিসে গোঁসাইজী ও মন রে
তোমার চুল তো পাকিল, দন্ত নড়িল
যৌবনে পড়ে গেল ভাটি মন রে
তোমার দিনে দিনে খসিয়া পড়িলো রঙ্গিলা দালানের মাটি
হরি ভজিবা কিসে গোঁসাইজী॥

সূচী

বাউল-৫৮১: বিড়াল কে পোষে পাড়ায়

বিড়াল কে পোষে পাড়ায়
আয় গো সখি জেনে আয়।
ও যে ভাঁড় ভেঙ্গে দই খেয়ে গেল
মুখ মোছে ছেঁড়া কাঁথায়॥
যাদের বিড়াল বিরলে পোষে যত্ন করে
বুঝিয়ে বলিস বেঁধে রাখিতে
যেন অন্য কাজে ঘরে না ঢোকে, বেঁধে রাখিস দড়ায়॥
সইগো আমি কত ধকল সই
ঢাকা ছিল মাখন ভাণ্ড, খুলা দেখ না ওই
করলে ঘিয়ের ভাণ্ড লণ্ড ভণ্ড আরো কত কাণ্ড করে যায়॥
দাস পঞ্চানন বকতে ভয় করে
রাধে যদি ইঁদুর সাজলে, বিড়াল বাড়ি কি ছাড়ে
আন্তি যত্ন করে বসাবি তারে যায় না যেন ঘোষ পাড়ায়॥

সূচী

বাউল-৫৮২: স্নান করো না আঘাটায়

স্নান করো না আঘাটায়
ওরে পা পিছলে গেলে ওঠা দায়—
মরবি খেয়ে হাবুডুবু
তখন কি করবি উপায়॥
যদি নেচে উঠিস বেঁচে
পড়বি কেঁচে পুনরায়।
ভবনদীর কোথায় কেমন
সহজে কি জানা যায়॥
কোথায় পড়ে হাঁটু পানি
কোথায় হাতি তলিয়ে যায়।
নাবলে পরে বাঁধা ঘাটে
আছে কত মজা তায়।

কত সাধুসন্ত হয়ে ভ্রান্ত
বে-টক্করে মারা যায়॥
সেজন্য বলে ঘোলা জলে
ঘাট কি অঘাট চেনা দায়।
জেনে শুনে নামলে পরে
নাইকো ক্ষতি তার॥

সূচী

বাউল-৫৮৩: গাঁটকাটা ছয় বেটা বড় বম্বেটে।

গাঁটকাটা ছয় বেটা বড় বম্বেটে।
ওদের লজ্জার বালাই নাইকো মোটে॥
মিষ্ট কথায় আগে ভুলায়
পরেতে ভাই সব লুটে।
ওদের কথায় ভুলিস নে মন
ভক্তি কপাট দে এঁটে॥
আপন বলে, কথার ছলে
পথেতে নেয় গাঁট কেটে।
চোখে ধূলা দিয়ে পালাইয়ে
নিমেষেতে যায় ছুটে॥
ওদের জারিজুরি আর যে চুরি
সদাই ওরা খায় খেটে।
যতই জমায় ততই যে চায়
কিছুতে কি খেদ মেটে॥

সূচী

বাউল-৫৮৪: ভবের তাস খেলায় বসে

ভবের তাস খেলায় বসে
    হার হল মন খুব কষে।
আশি লক্ষ দশায় খেলায়
    কেবল মলাম তাস পিষে॥
ওকি ঘটিল কাল, এমনি কপাল

সুপীঠ পেলাম বা এসে।
ভক্তি রসের নাই কিছু জোর
কেবল কাটাবার দোষে॥
ওরে ধর্মবুদ্ধি নাই রে ফেরাই
পড়তা ফেরাই আর কিসে।
পড়বে কুবুদ্ধি টেক্কা
পাপের ছক্কা হয় শেষে
হাতের পাঁচ না এলো, পাঞ্জা হলো
পক্ষপাতকে মিশে।
আর কেমনে টেকি, ঘরের ঢেঁকি
ছয় জনারি আভাষে॥
করে সামাল সামাল, হলো বেহাল
শ্রীরামগোপাল মরে আপশোসে॥

সূচী

বাউল-৫৮৫: পাখী মোর সেই কথাটি বল

পাখী মোর সেই কথাটি বল না
মনের বড় আশা, তাই জিজ্ঞাসা
করবো করতে পারি না।
অতি প্রভাত কালেতে
বসে গাছের ডালেতে
তুই উর্ধমুখে ডাকিস কারে মহানন্দেতে
তারে না ডাকিলে, প্রভাত কালে
সুধা পেলেও গিলিস না॥
শক্তি নাই বলে তোরে,
খেতে দেয় অকাতরে
তোর এমন দরদী জন
কোথা বল না আমারে।
যে জন এমন দাতা
বল সে কোথা,
শুনব তা আজ ছাড়ব না॥
তোর গর্ভসঞ্চারে

গাছের ডালের উপরে
তুই এমন করে
কর রে বাসা কে বলে তোরে ॥
আবার ডিম্ব হলে তায় তা দিলে
কে বলে হবে ছানা ॥
ফকিরচাঁদ কয় কাঁদিয়ে
অশেষ পাপী বলিয়ে
বললে না সে কোথা পাখী গেল উড়িয়ে
তবে কোথায় যাব, কায় ডাকিব
কেউ সে কথা বলে না ॥

সূচী

বাউল-৫৮৬: একবার হরি বোল মন রসনা

একবার হরি বোল মন রসনা
মানব দেহের গৈরব কৈর না।
আরে মানব দেহ মাটির ভান্ড
ভাঙ্গিলে হইবে লন্ডভন্ড
আরে ভাঙ্গিলে দেহ জোড়া লাগে না ॥
আরে বেলা ডুবিলে হবে রাতি
সঙ্গে নাই সঙ্গের সাথী
আরে এ ভবনদী কেমনে দিব পাড়ি।
আরে টাকা পৈসা বিদ্যার বাড়ি।
জীবন গেলে সব রবে পড়ি
তোমার সঙ্গের সাথী কেউ তো হবে না ॥

সূচী

বাউল-৫৮৭: সেথা নাই রে উকিল হয়

সেথা নাই রে উকিল হয় না আপিল
একদিন ঐ মাপলাম এঁটে
আসামী তোর বিচার হবে রে
হরির হাইকোর্টে ॥

হরির কোর্টে যায় গো যারা
যোগ্য বিচার পায় গো তারা
পাপী যে হয় জন্মে তারা
        পুণ্যজন যায় শান্তি মঠে॥
মিথ্যা সাক্ষী, টাকার জোড়ে
কোর্ট তারে দিল ছেড়ে
সেথায় বিশ্ব-বিচারক বিচার করে
        যার কপালে যা ঘটে॥

সূচী

বাউল-৫৮৮: দেশ বিদেশের মানুষ গো যাও

দেশ বিদেশের মানুষ গো যাও এই বীরভূম ঘুরে
সেথা বৈরাগী আকাশের তলে মন মাতায় বাউল সুরে॥
        আছে কেন্দুবিল্ল আর সে নানুর
        জয়দেব কবি চণ্ডিদাসের ধাম
        ওরে নলহাটিতে ললাটেশ্বরী
        তারাপিঠে বামাক্ষ্যাপার নাম
        আছে বক্রেশ্বর কঙ্কালীতলা
            ফুল্লোরা মা লাভপুরে॥
        আছে ভাণ্ডিবনে ভাণ্ডেশ্বর শিব
        পাশে তার গোপাল করে লীলা
        আর সাঁইথিয়াতে নন্দেশ্বরী
        দুবরাজপুরে মামা-ভাগ্নের শিলা
        আছে বক্রেশ্বর কঙ্কালীতলা
            ফুল্লোরা মা লাভপুরে॥
        আছে নিত্যানন্দের জন্মভূমি
        বীরচন্দ্রপুরে দেখবে গো তুমি
        আবার এই জেলার অতিত কাহিনী
            রাজধানী রাজনগরের ভিত খুঁড়ে॥
        বাদশাজাদী এই শেরিনাম
        হেতমপুরের বুকে
        আর বর্গীর সাথে লড়াই করে

তারা ঘুমায় মনের সুখে
তাই অবশেষে সকল জনে
ডেকে কয় এই আশানন্দন
এই মাটিতে দেখা যাবে
কবিগুরুর সুখের শান্তিনিকেতন
যেথায় আমলকি আম ছাতিমতলে
রোদের সোনায় আলোক নাচে
আজ রাঙা ধূলায় বসায় মেলা
গ্রাম ছাড়া ঐ পথ জুড়ে॥

কথা: আশানন্দন চট্টরাজ
সূচী

বাউল-৫৮৯: যার তরে তোর প্রাণ কেঁদেছে

যার তরে তোর প্রাণ কেঁদেছে
সে যে রে তোর হৃদে আছে
বাহির হতে ডাকিস কাকে
পাবি না তাকে খুঁজবি মিছে॥
নাম-ধাম না জানলে পরে
কেমন করে ধরবি তারে
যদি দেখতে সাধ হয় অন্তরে
তবে ঠিকানা জান সাধুর কাছে॥
ভালবেসে কাছে থাকে
সঙ্গ ছাড়া নয় তিলেকে
যদি দেখবি চোখে প্রাণ-বন্ধুকে
তবে মোহর অন্ধকার ফেলরে মুছে॥
যত কাঁদো যত ডাকো
তবু দেখা পাবে না কো
ওরে নাম ধরে ডাকতে শেখো
আশায় থাকো মিলবে পিছে॥

সূচী

বাউল-৫৯০: গোলমালে পিরিত করে গোলমেলে লোকে

গোলমালে পিরিত করে গোলমেলে লোকে
যারা সাধুপুরুষ, ভোলা মানুষ,
তাদের কি আর গোল ঢোকে॥
যারা বুঝেছে গোলমাল
ওরে গোলের ভিতর মাল
ভাব না জেনে করতে গেলে
ও তার ভাগ্যে পয়মাল
যেমন পাঁকাল থাকে পাঁকের ভিতর
তাদের কি আর পাঁক লাগে॥
মৌমাছি বোলতায়
রসমালাই খেতে যায়
রসের গামলায় পড়ে তারা
হাব ডুবা ডুব খায়
ও যেমন মদের মাতাল মদের নেশায়
নর্দমাতে যেয়ে ঢোকে॥
ও যেমন বাদুলে পোকায়
আগুন খেতে যায়
আগুনেতে পড়ে তারা আগুনে মেশায়
এসব দেখে জীবের শিক্ষা না হয়
ওরে বরণ করে মরণকে॥
গোঁসাই নিত্যানন্দের বোল
কোথায় বাজে করতাল ঢোল
খোলের ভিতর মাল রয়েছে
মুখে হরি হরি বোল॥

কথা: নিত্যানন্দ দাস
সূচী

বাউল-৫৯১: জয় জয় জয়দেব, জয় জয়

জয় জয় জয়দেব, জয় জয় পদ্মাবতী
ওরে বীরভূমে কেন্দুলী গ্রামে
অজয়ের কূলে বসতি॥
বসে কেন্দুলীর শ্মশনে

লেখলেন গ্রন্থ গীতগোবিন্দ নামে
দেহি পদ লেহি কেমনে
জগৎগুরু হন কৃষ্ণপতি॥
জয়দেব যান গঙ্গা স্নানে
পথে যেতে ভাবেন মনে
গঙ্গাদেবী দিলেন বিধান
আসিতে হবে না আর করিতে স্নান
আমি অজয় ধরে যাব উজান
দিন ধার্য করলেন মকর সংক্রান্তি॥
স্মরগরল খণ্ডনং
মম শিরসিমন্তনং
দেহি পদ পল্লবমুদারম
ভণে দ্বিজ কাশীনাথে
ঐ প্রসাদ দাও রাধাশ্যামকে
ওরে বীরভূমে কেন্দুলী গ্রামে
অজয়ের কূলে বসতি॥

কথা: দ্বিজ কাশীনাথ
সূচী

বাউল-৫৯২: তুমি আনন্দময় গো গুরু আনন্দময়

তুমি আনন্দময় গো গুরু আনন্দময়
সদানন্দে থাকে যেন আমারই হৃদয়॥
তুমি থাক প্রেমানন্দে
আমায় রাখ মনানন্দে
মহানন্দে থাকে যেন
আমারই হৃদয়॥
আত্মানন্দে তোমার স্থিতি
দ্বিদলে তোমার বসতি
আমার মনের পরিস্থিতি
জান হে নিশ্চয়॥
তুমি থাক নিজের ভাবে
আমায় রাখো তোমার ভাবে

তোমার ভাবে ভাব মিশায়ে
থাকি সর্বদায়॥
চিদানন্দে থাকে সাধন
মা গোঁসাই তার হয় যে মূলধন
আর হৃদে আছে হৃদয়ের ধন
সহজেতে রয়॥

কথা: সাধন দাস
সূচী

বাউল-৫৯৩: তোমায় ডাকতে ডাকতে দেখতে দেখতে

তোমায় ডাকতে ডাকতে দেখতে দেখতে
আমার কাল ঘনিয়ে এল
আমার দিন ফুরায়ে গেল॥
হল আমার দৃষ্টি খাটো, বধির কর্ণ
কেশ হল আমার শুক্ল বর্ণ
আমার দেহ হল জড়াজীর্ণ
লাবণ্য লুকালো॥
হল শ্বাসকষ্ট আমায়
দেহ হল ব্যধির আলয়
এখন আলোয় আলোয় ভালোয় ভালোয়
যেতে পারলে হল॥
অনন্ত কয় অনাথ-বন্ধু
তুমি তো করুণা-সিন্ধু
তবে এবার আমায় ভব-সিন্ধু
পারে নিয়ে চল॥

কথা: অনন্ত গোঁসাই
সূচী

বাউল-৫৯৪: পঞ্চবটীর পাতায় পাতায় তোমারই নাম

পঞ্চবটীর পাতায় পাতায় তোমারই নাম লেখা
আবার কবে আসবে ঠাকুর, কবে হবে দেখা॥
আজ তুমি নাই প্রাণের ঠাকুর
কাঁদে আমার মন
নিরব সেথায় রয় যে পড়ে
পঞ্চবটীর বন
পঞ্চবটী রয় ঘুমায়ে
রয় যে চরণ-রেখা॥
নটী বলে কেঁদে কেঁদে
দাও হে প্রভু দেখা
আবার কবে আসবে ঠাকুর
কবে হবে দেখা॥

কথা: নটী
সূচী

বাউল-৫৯৫: মন চালাও রে কলের গাড়ি

মন চালাও রে কলের গাড়ি
কাশী ধামে দেখে এলাম মা
বাবা বিশ্বনাথ হয়েছে শুঁড়ি॥
বর্তমানে দেখে এলাম মা
মদের দোকান সারি সারি
আবার তার পেছনে চাটের দোকান মা
তার পেছনে মাসির বাড়ি॥
মাসির বাড়ির মদ খেয়ে মা
টলে টলে ঢলে পড়ি
তখন কুকুরে দেয় মুখে মুতে মা
পুলিশে দেয় হাতে দড়ি॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে
আর যাব না মাসির বাড়ি
মাসির বাড়ির মদ খেয়ে মা
ঘুচে গেল জমিদারী॥

কথা: দ্বিজ রামপ্রসাদ
সূচী

বাউল-৫৯৬: ও যার আছে গুরু-বল

ও যার আছে গুরু-বল
জনম সফল
বিফলেতে জনম যায় না
যার গুরু দয়াময়
হয়েছেন সদয়
ফুলের বাতাস লাগে না॥
নামে প্রেমে সে যে ভাসায়ে রসনা
জাগিতে ঘুমিতে ঘোষিছে ঘোষণা
রতি-নিষ্ঠ রাগ জাগিছে হৃদয়ে
শিক্ষা সাধারণে মিশে না॥
তার ফুটেছে কমল দ্বিদল-দলে
জেগে চতুর্দল মৃণালের মূলে
সে ধন আলেকেতে খেলে, আলেকেতে মেলে
বিবেক-আলো জ্বেলে দেখ না॥
অষ্টসিদ্ধি, নব যে বিধি
ভেদাভেদ নাই, সেই সত্যবাদী
জানে না কখনও
বিচ্ছেদ কেমন
মিটে গেছে মনের বাসনা॥
গোঁসাই কৃষ্ণচাঁদ জগন্নাথে বলে
পরশ ছুলে সোনা হয় ধাতু হলে
কুমুরিয়া পোকা বাঁধিয়া যেমন
করে নেয় শেষে আপনা॥

কথা: কৃষ্ণচাঁদ গোঁসাই
সূচী

বাউল-৫৯৭: ভাবির কাছে ভাব ফুরাল

ভাবির কাছে ভাব ফুরাল
ভাব গেল লীলাপুর দিয়ে
যোগী ছিল, যোগ ভাঙ্গিল
যোগীর মুখে ধূলা দিয়ে॥
খেয়ে অমর কলা
হল জ্বালা
ভোগ ছাড়ে কি জনমকে খেয়ে?
দিন ছিল, রজনী হল
রাহুর কোলে ভানুকে থুয়ে॥
গুরু কল্পতরু
থুয়ে হুরু
মরি সমঞ্জসার বালাই লয়ে॥
ছিল সাধারণীর ছিটে
সময় গুণে প্রকাশিল
সেযে রসনা দিতে চিড়কে গেল
বেরুল তামা ঝলক দিয়ে॥
গোঁসাই হরি বলে, শলদা ছেড়ে
যাব পোদোকে এলাজ দিয়ে
পোদো কখনও আমীর, কখনও ফকির
শুতে নারে ছেঁড়া চাটাইয়ে॥

কথা: পদ্মলোচন
সূচী

বাউল-৫৯৮: মানুষ রতন করো যতন অযতনে

মানুষ রতন করো যতন অযতনে পাবি না
সেই মানুষের সঙ্গ নিলে বরণ হবে কাঁচা সোনা॥
এই মানুষে মানুষ আছে
করণ ধরে নাও গো বেছে
অটল মানুষ যে ধরেছে
তার কি আছে তুলনা॥
খেলছে মানুষ বাঁকানলে
দুলছে মানুষ হৃদকমলে

অটল মানুষ উজান চলে
দ্বিদলে তার যায় গো জানা॥
মানুষ-রসের রসিক যারা
মানুষ চিনে ভজে তারা
তারা সব ক্ষ্যাপার পারা
কারও কথা শোনে না॥
সেই মানুষের আজব কথা
শুনে ঘুরে যায় গো মাথা
গোঁসাই হরি বলছে পোদো
মনের মানুষ চিনে নে না॥

কথা: পদ্মলোচন
সূচী

বাউল-৫৯৯: ঝাঁপ দিয়ে রূপের সাগরে

ঝাঁপ দিয়ে রূপের সাগরে
কেউ ভাসে কেউ ডুবে মরে
ওগো কেউ ভাসে কেউ ডুবে মরে॥
ওগো, সাপ ধরতে জানে যারা
তারাই জানে মণি-ধরা
মণি পেয়ে ধনী হয় তারা
অরসিক যারা পায় না তারা
দংশনেতে ঢলে পড়ে॥
যেমন রত্ন থাকে অগাধ জলে
ডুবুরীতে ডুবে তোলে
সে কি মিলে যার-তার কপালে
সে যে ডুব দিতে দম ফেটে মরে॥
দুধে জলে মেশা যেমন
কামে প্রেম মাখা তেমন
সুরসিক হংস হলে
সুকৌশলে
ক্ষ্যাপারে সেযে নীর ফেলে ক্ষীর পান করে॥

কথা: নিত্য ক্ষ্যাপা
সূচী

বাউল-৬০০: গুরুর করণ সাধন — দিবানিশি

গুরুর করণ সাধন — দিবানিশি ঐ ভাবনা
তা হ'লা না॥
গুরূ করণ বিষম যাজন
বেদ বিধি তার সৃষ্টিছাড়া
আমার কথায় দৈন্য, কাজে শূন্য
কেবল হল তানা-নানা॥
সাধ করে পুষিলাম পাখী
রাধাকৃষ্ণের নাম বলে না
কোন দিন শিকলি কেটে যাবে চলে
জংলা পাখী পোষ মানে না॥
সমুদ্রের ঐ ভিতরে বসে
ভাবছে একটি অবোধ মানুষ
রাধার প্রেমতরঙ্গ উজান বহে
বালির বাঁধে ঠেক মানে না॥
মহাজনের দেনা ভারি
দেনার জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না
আমি হিসাব করে দেখলাম বুঝে
উসুল বাকি তাও মিলে না॥
গোঁসাই হরি বলে পদ্মলোচন
ভজন সাধন যোগ্যকালে
মদে মত্ত হয়ে রইলাম ভুলে
গুরুর পদে ফুল দিলাম না॥

কথা: পদ্মলোচন
সূচী

বাউল-৬০১: হল বিষম রাগের করণ করা

হল বিষম রাগের করণ করা
সে যে যোগমাহাত্ম্য, রূপের তত্ব
জানে কেবল রসিক যারা॥
ফণিমুখে হস্ত দিয়ে
বসে আছে নির্ভয় হয়ে
করি অমৃত পান গরল খেয়ে
হয়ে আছি জীয়ন্তে মরা॥
রূপেতে রূপ নেহার করি
আছে রাগ দর্পণ ধরি
হুতাশনকে শীতল করি
অনলে রেখেছে পারা॥
গোঁসাই গুরুচাঁদে বলে
ডুবে থাক মন সিন্ধুজলে
কিন্তু সে জল পরশ হলে
শুকনোয় ডুবাবি ভরা॥

কথা: গুরুচাঁদ গোঁসাই
সূচী

বাউল-৬০২: যদি মন স্থির থাকে গুরু-নারায়ণের

যদি মন স্থির থাকে গুরু-নারায়ণের যুগল চরণে
ভবে কি ভয় তোমার আছে হে এবার প্রাণান্ত দিনে॥
অখন্ড-মন্ডলব্যাপ্তি সকল চরাচরে অন্তর্যামী
করে চরাচরে বাস সর্বত্র প্রকাশ খ-অগ্নি-জল-ভূমি
আছে পঞ্চতত্বময়, সর্বত্র আশ্রয়, উভয় শমন দমনে
দিলে দেহমন শ্রীগুরুর চরণে কি করিবে কাল শমনে॥
গোকুলে গমন, মধু-বৃন্দাবন, অযোধ্যা, ত্রিবেণী, কাশী
গয়া-গঙ্গা-নিধি সপ্তসাগরাদি তীর্থ যত রাশি রাশি
গুরুপাদদ্বয় বিন্দুতুল্য নয়, ইহা কি জানিবে অজ্ঞানে
ন গুরু-অধিকং, ন গুরু-অধিকং, ন গুরু-অধিকং ভুবনে॥
গুরু গীতা-তন্ত্র, গুরু যজ্ঞ-মন্ত্র, গুরু সে পরমগতি
গুরু বিনে ভাই-বন্ধু কেহ নাই, গুরু বন্ধু, পিতা, পতি
জ্যোতির্ময় দেহ মানুষবিগ্রহ চিন্ত হৃদানন্দকাননে

নহে গুরুতুল্য রতন অমূল্য, রাখিও হৃদয়ে যতনে॥
আগম-পুরাণ যুগধর্মজ্ঞান যজ্ঞ-তপ যত হয়
ভক্তি মুক্তি আদ্যা দশমহাবিদ্যা গুরুতূল্য কেহ নয়
গুরুপাদপদ্ম সেবা-ভক্তি সাধ্য কর মন যতনে
চিন্তামণি-দাস ব্রজে হবে বাস কি চিন্তা মরণ রণে॥

কথা: কান্ত
সূচী

বাউল-৬০৩: সহজ গোপন প্রেম কেন করলাম

সহজ গোপন প্রেম কেন করলাম না
আমার মন জানে
প্রানে জানে
অন্যে জানে না॥
সহজের ভাব জেনে শুনে
পিরিত কর সতের সনে
যেমন কুমরে পতঙ্গ পেলে
কভু ছাড়ে না॥
অটল পিরিত যে করেছে
তার মনের অন্ধকার ঘুচেছে
গুরু-শিষ্য একই আত্মা
ভিন্ন থাকে না॥
লক্ষ যোজনের উপরে
রবির কিরণ-তাপ লাগিলে
যেমন জলে পদ্ম বিকশিত
মুদিত থাকে না॥
পোদো এবার পদ্মবনে
পুড়ে ম'লো মনাগুনে
গেল জন্ম দিনে দিনে
ভজন হল না॥

কথা: পদ্মলোচন
সূচী

বাউল-৬০৪: ধন্য আমি বাঁশীতে তোর

ধন্য আমি বাঁশীতে তোর
আপন মুখের ফুঁক
এক বাজনে ফুরাই যদি
নাই রে কোন দুখ
ত্রিলোকধামে তোমার বাঁশী
আমি তোমার ফুঁক ॥
ভালমন্দ রন্ধ্রে বাজি
বাজি নিশুইত রাত
ফাগুন বাজি শাঙন বাজি
তোমার মনের সাথ ॥
একেবারেই ফুরাই যদি
কোন দুঃখ নাই
এমন সুরে গেলাম বাইজ্যা
আর কি আমি চাই ॥

সূচী

বাউল-৬০৫: ভব পারে যাবি রে অবুঝ

ভব পারে যাবি রে অবুঝ মন
আমার মন রে রসনা
দিন থাকিতে মুরশিদ ধরে
সাধন ভজন করলে না ॥
ও ভব পারের চেস্টা করলে না
দিনে দিনে দিন ফুরাইয়া গেল
চেয়ে দেখ রে দিনকানা ॥
তোর দেহের বাদী রিপু ছয় জন
আগে বস কর তারে
ঐ নাম ভুললে পরে পড়বি ফেরে
প্রাণ যাবে হীরার ধারে ॥
আবার পুলসেরাত পার হবি কেমন করে
দাইমালী চোর, ওরে গাঁজাখোর
আর কত বুঝাইব তোরে ॥
পাগলা কানাই কয়, ওরে অবুঝ মন

আমার মন রে রসনা
তোমার আজ মলে কাল দুদিন হবে
এভাবে দিন যাবে না॥
চেয়ে দেখ রে দিনকানা॥

কথা: পাগলা কানাই
সূচী

বাউল-৬০৬: অধরাকে ধরবে, ওরে সহজ মনচোরা

অধরাকে ধরবে, ওরে সহজ মনচোরা
ঠিকানা দেখি যেয়ে কোন নগর পারা॥
ঠিকানা বলি শহর দিল্লি
লাহুতের মোকামে গলি
নাছুতের উর্ধভাগে
দিতেছিল পাহারা॥
জীবন জেলার বীচে
ও মন চৌষট্টি হল করা আছে
সহস্র পরদার নিচে
সোনার হল করা॥
হৃদয়-পুরের হাওয়ার ঘোড়া
সওয়ার হয় তাতে মনচোরা
স্টেশনে দেয় পাহারা
দেখ না এসে তোরা॥
রূপ-নগরে নিহার করে
হাওয়ার ঘোড়ার লাগাম ধরে
ভাটা-জোয়ার বন্ধ করে
ধরগে যেয়ে তোরা॥

সূচী

বাউল-৬০৭: দম লাগাও সেই দমের ঘরে

দম লাগাও সেই দমের ঘরে
মানুষ সরে যাবে তোমার দমেতে পাক খেলে পরে॥
বেদম না হলে পড়ে
সহজ মানুষ মেলে না
যদি বল বললে কি হয়
ছানছের জল কি মটকায় যায়?
সে কেবল কথার কতা
বলি শোন ও রে॥
দম-মাদারকে ডেকে এনে
দমেতে মন কর ভর
দমের আগে মানুষ জাগে
চলে সে হাওয়ার উপর
আট কুঠুরি বন্ধ করে
উজান তোল তারে॥
অধর চাঁদকে ধরবি যদি
দম কষে দম সাধন কর
নারাণে বলে করব কি
দম লাগে দম দেব কি?
এবার তুমি দম মারগে
অটল চাঁদের চরণ ধরে॥

কথা: নারাণ
সূচী

বাউল-৬০৮: আমি কোন কুলে যাই,

আমি কোন কুলে যাই, বল গো সখী
একুলে থাকলে পরে গোপের কুলে পড়বে বাকি॥
মান কুলেতে থাকলে পড়ে সবে বলবে মানানী
এবার সম্পদে প্রাণ সঁপিলে পরে হতে হয় কলঙ্কিনী॥
একুলে গেলে সেকুল নাই
সেকুলে আর কিসের ভয়?
অটল কুলে কুল মিশায়ে
অটল হয়ে থাকি॥

সবে বলে কুলে রব
অকুলে প্রাণ গো দিব
অকুলের মধ্যে হাস্য ঝিলিক দেয় কালা সোনা
প্রেম-আগুনে জ্বলে মরি, ভেসে যাই তার করি কি॥

সূচী

বাউল-৬০৯: তুমি আপনি নৌকা, আপনি নদী

তুমি আপনি নৌকা, আপনি নদী
আপনি দাঁড়ি, আপনি মাঝি
আপনি হও সে চড়নদারজী
আপনি হও সে পারের কাছি
আপনি হও যে হাইল বৈঠা॥
তুমি আপনি মাতা, আপনি পিতা
আপনার নামটি রাখবো কোথা
সে নাম হৃদয়ে গাঁথা
আমার গোঁসাই চাঁদ বাউলে বলে
সে নাম ভুলব না রে প্রাণ গেলে॥
তুমি আপনি হও অসার, আপনি হও সার
আপনি হও ওরে নদীর দুধার
আপনি নদীর কিনার
আমি অগাধ জলে ডুব দিতে চাই
সে নাম ভুলব না রে প্রাণ গেলে॥
আপনি তারা, আপনি সারা
আপনি জরা, আপনি মরা
আপনি হও যে নদীর পাড়া
আবার আপনি হও যে শ্মশান কর্তা গো
আপনি হও সে জলের মীন
ও নিরঞ্জন, তোর কোথায় গো সাকিন?

কথা: অখিলউদ্দিন
সূচী

বাউল-৬১০: আমি যারে ধরি সেই আমারে

আমি যারে ধরি সেই আমারে পাথরে ভাসায়
জাতি ছাড়া যায় গো, পিরীতি ছাড়া দায়॥
পিরীতি কাঁঠালের আঠা
ছাড় বললে ছাড়ে না সেটা
যেমন ছিঁয়াকুলের কাঁটার মত
বিন্ধেছে হিয়ায়॥
ঐ পিরীতি কে আনিল
কোন বিধাতা গড়েছিল
পিরীতির রীতি নীতি ভালোমন্দ
জানে বিধাতায়॥
চানু বলে সখীগনে
চল যাই শ্যাম দরশনে
আমরা হরিনাম সংকীর্তনে
মাতিব সদাই॥

কথা: চানু দাস
সূচী

বাউল-৬১১: আজব এক জাহাজ গড়ে

আজব এক জাহাজ গড়ে
দীনবন্ধু পাঠাইছেন ভবের পরে
সে জাহাজ পানিতে কখন চলে না
শুকনাতে ভাইস্যা ফেরে॥
দীনবন্ধু জয়সিন্ধু মন-মাঝি হাল ধরে
জাহাজ চলত্যাছে ভাই দুই দাঁড়ে॥
একি আজব কল
শুকনাতে ভাইস্যা তার মধ্যে জল
জাহাজের মধ্যে আগুন পানি
বোঝাই তাতে মালামাল
হাল ছেড়ো না ও ভাই মাঝি
ঠিক সামাল সামাল
তরী কখন জানি হয় না তল॥
জাহাজের কি হবে

পাগলা কানাই বইস্যা এখন তাই ভাবে
যেদিন জাহাজ হবে কমজোরি ভাই
বান খেয়ে তরী জল নেবে
দাঁড়ি-মাল্লা ছয়জন রিপু সব ছাইড়্যা যাবে
সেদিন শুকনায় তরী তল হবে॥

কথা: পাগলা কানাই
সূচী

বাউল (ফকিরি)-৬১২: আউয়ালে হয় দুই দল শুনি

আউয়ালে হয় দুই দল শুনি
দুই দলে দুই জনে মিলে
তাইতে উদয় দিনমণি॥
ষোল-দল দুই দলের পরে
অষ্ট-দল মন-সরোবরে
তার উপর সাঁই বিরাজ করে
শতদল পদ্মেতে সুরধনী॥
অধঃ ঊর্ধ মেঘের পোড়া
তিন শত ষাইট সে পদ্মে জোড়া
ধরে আছে পদ্মের গোড়া
ও তার সম্মুখ ঘাটে বৈতরণী।
নীল পদ্মে আদম ছবি
শ্বেত পদ্মে আপনি নবী
লাল পদ্মে ফাতেমা বিবি
আলী আল্লার করলেন চক্ষুদানী॥
যেথায় সূর্যের যুগল শোভা
তাতে না হয় রাত্রিদিবা
উজল সাঁই কয় জানতে পাবা
জহরুদ্দির লাগল চাঁদ-ঘুরানি॥

কথা: জহরুদ্দি
সূচী

বাউল-৬১৩: কামিনী বৃন্দাবনে মোহ লোভে করে

কামিনী বৃন্দাবনে মোহ লোভে করে খেলা
আমার মনপাখী হৈল রে হরবোলা।
কখন বধূ, কখন সাধু, কখন ভূতের চেলা
দিন যামিনী ভূত বেগারে মন করে উতলা
কখন পানী কখন বহ্নি কাম সাগরে মেলা।
বেদ-বেদান্ত আদেশ মানা করে অবহেলা
বারে বারে ডাকি তারে, পিঞ্জর রাখে খোলা
দিগ-দিগন্তর উড়ে চলে আঁখি না রাখে মেলা।
গেলে পাখী আয় না ফিরে এ কি বিষম জ্বালা
দিল দরিয়ায় ডুব দিয়ে দেখ বন্ধ চাবি যায় খোলা।
কপাট খুলে নয়ন মেলে দেখ রে রঙের খেলা
জহুর বলে রঙ-মহলে বাজে কেবল একতালা।

কথা: সৈয়দ জহুরুল হছেন
সূচী

বাউল-৬১৪: তারে কেউ চিনে, কেউ চিনে

তারে কেউ চিনে, কেউ চিনে না
প্রেমের মানুষ দুই জনা॥
কামে প্রেম একই হারে
নিষ্কামী বাহিরে ফিরে
ও তার কামের সঙ্গে প্রেমের লতা
ও প্রেম জৈতুনে হয় রবানা॥
আছে নূর ছেতারা, নূর জহরা
তাতে হাওয়া আদম আছে ঘেরা
আছে চার কান্দে তার গিল্টি করা
এ দম ছেড়ে গেলে আর আসবে না॥
ও যার নাইক আকার, নাইক সাকার
কোন মানুষটি রয় একেশ্বর
মুরশিদ দয়াল চান্দে বলে
তুই হলি রে দিনকানা॥

কথা: দয়াল চান্দ
সূচী

বাউল-৬১৫: শুদ্ধ প্রেম সাধবি যদি

শুদ্ধ প্রেম সাধবি যদি
কাম-রতি রাখ হৃদয় পুরে॥
সারে তিন রতির খেলা
না জানলে ঘটবে জ্বালা
জেনে শুনে মারো তালা
হরণ-পুরণ-সাধন দ্বারে॥
সাধারনের ভাটির বরণ
সামঞ্জস্যার হয় রে মরণ
সমর্থার রয় গো উজল
আধ-রতি প্রেম গোপীকারে॥
শান্ত রসে মিলন রতি
তাতে কারো হয় না মতি
সম্পূর্ণ ঐ রাধা সতী
পূর্ণ প্রেমে আছে জ্যান্তে মরে॥

সূচী

বাউল-৬১৬: আলেফেতে আল্লা, বে-এ বিছমিল্লা

আলেফেতে আল্লা, বে-এ বিছমিল্লা
তে-এ তুমি আমার ত্রিজগতের সার॥
ছে-এ ছমিউন নাম শুনি যে তোমারি
রাখ মারফত সব এক্তিয়ারী
তুমি তো স্বরবর্ণ, তুমি ব্যঞ্জনবর্ণ
তুমি বিনে অন্য জানি নাকো আর॥
জিম-এ জিহ্বা তাহার মারফতে
আজেত ভেজিলে নবীজীকে দিতে
মিমে মহাম্মদ, কে বুঝে কুদরত
দালে দিলে তুমি উম্মতের ভার॥

কাফে কাল্‌মা তোমার সার করে যে জন
সুপথে বিপদেতে তুমি নিরঞ্জন
ফুলবাস ভাবে তাই এখন ওগো মুক্তার
ফালাকোলে যেন পাই তোমার দিদার॥

কথা: ফুলবাসউদ্দীন
সূচী

বাউল-৬১৭: শুনে মৌলবীর ছন্দ হলাম ধন্দ

শুনে মৌলবীর ছন্দ হলাম ধন্দ,
অন্ধকে বুঝাচ্ছে ভারী॥
করতেছে ইসলাম জারী, বাহাদুরী
হয়ে খুব শুদ্ধাচারী
আলেফ লাম পড়ে সুদ বাড়ী খায়
পেটের জ্বালায় দেশান্তরী॥
হিংসা নিন্দা তমঃ তে, বুঝায় তাতে
নামাজেতে মশগুল ভারী
মানে খুব কালাম আল্লা, করে গিল্লা
মুখেতে খুব হেদাত ভারী॥
আজান দিয়ে কয়, আয় রে ও ভায়
জুম্মায় যেয়ে নামাজ করি
খোদার হুকুম মানে না, এমনি কানা
দুষ্টু জোম্মায় করে কোরান চুরি॥
ঐ মত মৌলবীর কথায় কে বিশ্বাস পায়
থাক তোমরা হুঁশিয়ারি
ফুলবাস কয়, আল্লা তুমি হিল্লা
ঐ জুম্মার ভরসা করি॥

কথা: ফুলবাসউদ্দীন
সূচী

বাউল-৬১৮: এসেছো বসেছো ভবে তাস খেলিতে

এসেছো বসেছো ভবে তাস খেলিতে
এক ব্রহ্ম টেকার মর্ম
জেনে নাও মন আগেতে॥
দুই রঙেতে হচ্ছে খেলা
চিনে নাও মন দুরির খেলা
তিন রঙেতে তিরিখানা
চৌকা হয় চার ধামেতে॥
পঞ্চ ভূতের পঞ্জাখানা
ছয় রিপুতে ছক্কাখানা
সাত সমুদ্র সাতাখানা
খুঁজলে পাবে দেহেতে॥
আট কুঠুরি চিনবে যখন
আটার মর্ম জানবে তখন
নব-দ্বারের মায়াখানা
চোদ্দ হয় তার রঙেতে॥
দশেন্দ্রিয় দশাখানা
কাম গোলামে দিচ্ছে হানা
ইচ্ছাশক্তি কাবার কর
কে পারে পিঠ লইতে॥
গোলাম বিবি এল হাতে
জ্ঞান সাহেবকে দাওনা তাতে
ইস্তক বিন্তি হবে তাতে
ভুলনা কাবার করিতে॥
জ্ঞানানন্দ কি করিলি
খেলতে এসে হেরে গেলি
চির দিন কি পড়ে রইলি
পঞ্জাতে আর ছক্কাতে॥

কথা: জ্ঞানানন্দ গোঁসাই
সূচী

বাউল-৬১৯: কেন মর চির দুঃখে

কেন মর চির দুঃখে
সামান্যের সুখে॥
ক্ষণেক মাত্র সেজে রাজা
অলীক মজা জনম সাজা
হলিরে তুই যমের ভেজা
গেলিরে ঐ ঝোঁকে॥
জলে দিয়ে জীবন ধন
করিছ কামের সাধন
এখনও হল না তোর সচেতন
গেলিরে ঐ ঝোঁকে॥
কাজ কি তোর এ রাজপাটে
যাসনা যমুনার ঘাটে
রাখবি ভাব খেটে খুটে
চোখে মুখে বুকে॥
পারতো একবারই মর
বারে বারে কেন মর
তিলে তিলে কেন মর
দুর্যোধনের বিচার ধর
চল কপাল ঠুকে॥

কথা: দুর্যোধন বাউল
সূচী

বাউল-৬২০: এ মানুষে সে মানুষ আছে

এ মানুষে সে মানুষ আছে
মানুষ হয়ে মানুষ খুঁজতে হবে॥
মানুষ দেবতা মানুষ ভূত
মানুষ জাতি কি অদ্ভুত
মানুষ সত্য মানুষ মিথ্যা
মানুষ হয়ে মানুষ জানতে হবে॥
মানুষ অনিত্য মানুষ নিত্য
মানুষ পূজে মানুষ ভক্ত
দেখ এই মানুষে কি আসক্ত

হরি দেবাদিদেব ইন্দ্র হবে॥
আর মানুষ জন্মে মানুষ মরে
কেউ কি রে তা স্বীকার করে
গোঁসাই পূর্নানন্দ কইলেন মনে
মানুষেই সাধন সিদ্ধ হবে॥

সূচী

বাউল-৬২১: জাইত বেজাতি যে বাছে

জাইত বেজাতি যে বাছে
তার চেয়ে আর বোকা কে আছে॥
আর ব্রহ্মাণ্ডময় একই খুদা
এই মানুষ ছাড়া নয়কো জুদা
এক চিজেতে সবাই পয়দা
ধাঁধায় পড়ে ঘুরতেছে॥
বামুন কায়েত হাড়ী মুচি
একই জলে হলেন শুচি
সেখানে নাই বাছাবাছি
সকলে শুচি হচ্ছে॥
আর চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রগণ
এই মাটির উপর সবারই আসন
এক মনিবের সব প্রজাগণ
ফুলবাসউদ্দীন ভাবতেছে॥

কথা: ফুলবাসউদ্দীন
সূচী

বাউল-৬২২: পাড়ার লোক সব দেখতে আয়

পাড়ার লোক সব দেখতে আয়
ঝিয়ের দুগ্ধ মায়ে বসে খায়॥
মা তিন মাসের হয় যুবতী
ছয় মাসের হয় গর্ভবতী
নয় মাসে অন্তর স্থিতি

বোলবো কিছু ঈশারায়॥
মাসের মধ্যে তিন দিন জোয়ার
ছয় দিনে হয় বালিচর
শুন সেই সৃষ্টির খবর
নয় দিন মাত্র সময় রয়॥
দিন গুনে হিসাব কর
নয়ে ছয়ে হয় পনের
হিসাব করে চলো ফিরো
যখন শুক্ল পক্ষ হয় উদয়॥
চৌদ্দ দিন সময় মোটে
তিনদিন খায় জোয়ারে কেটে
এগার দিন সময় মোটে
এগার মাস তারে কয়॥
ঝিয়ের পেটে মা জন্মালে
থাকে না কূল বাঘে ছুঁলে
সন্ধ্যা বাতি তখন দিলে
এল তখন দুনিয়ায়॥
পদ্মের উপর ছিল আসন
অমৃত নাড়ি করে ভক্ষণ
উবেদ ভাবে ছিল তখন
নসরুদ্দীন ভাবছে তাই॥

কথা: নসরুদ্দীন
সূচী

বাউল-৬২৩: ও রে অনুমানে ভাবলে মানুষ

ও রে অনুমানে ভাবলে মানুষ ধরা যাবে না
যদি বর্তমানে ধরতে পার, নইলে পারবে না॥
সেই মানুষ করছে খেলা
আর সেই মানুষ করছে লীলা
যদি মানুষ দেখে করছ হেলা
তবে কিছুই হবে না॥
আমি শুনি সাধু জনার কাছে

এই মানুষে সেই মানুষ আছে
তুমি যুক্তি নাও গো গুরুর কাছে
নইলে পাবে না॥
সেই মানুষ-রূপে নন্দের ঘরে
আর মানুষ-রূপে বলির দ্বারে
সেই মানুষ আছে সব আধারে
চিনতে পার না॥
দাস রঘুনাথের এই বাসনা
সেই মানুষ করি উপাসনা
আমার গোঁসাই সুচাঁদের চরণ বিনা
আমি চিনতে পারলাম না॥

কথা: রঘুনাথ দাস
সূচী

বাউল-৬২৪: আমার আপন খবর হয় না

আমার আপন খবর হয় না যখন
করি পরের অন্বেষণ
ঘরের কোন খানেতে কে রয়েছে
দেখলি না রে অবোধ মন॥
কয়জন পুরুষ কয় জন নারী
কয়জন আছে ব্যাভিচারী
কারে জিজ্ঞাসা করি
অবিবাহিতা, মদ্য, তাড়ি
শুদ্ধাচারী কতজন॥
কয়জন ব্রাহ্মণ, কয়জন খ্রীস্টান
বাগদী, তিওর, কয়জন যবন
কার কোথায় মোকাম
আমি ভাবি বসে
পাইনে দিশে
নসরদ্দীর এই নিবেদন॥

কথা: নসরুদ্দীন
সূচী

বাউল-৬২৫: আমি ভয় করি না আর

আমি ভয় করি না আর
আমার মধ্যে তোমারই ঘর॥
ঘরে বসত করে কেবা
তুমি তলব চিঠি কারে দিবা
ডাকে কে যাচ্ছে কেবা
নিতেছে নিকাশ বল কার॥
যেদিন কাগজ কষে নিকাশ নিবে
আত্মা ছাড়া ধর কি যাবে
দুজনা এক সঙ্গে যাবে
কোথা রবে সব চাকর॥
বাইশ জনা এক সঙ্গে থাকি
ইহার মধ্যে কে হয় পাপী
তুমি হলে প্রাণ-পাখী
দোষী কেন হয় নসর॥

কথা: নসরুদ্দীন
সূচী

বাউল-৬২৬: আমার মন চলেছে বাতাসের আগে

আমার মন চলেছে বাতাসের আগে
আমি কি ভাবে আনি বাগে॥
আমি যখন করি রন্ধন
না হতে হয় পরিবেশন
মনের হয়ে গেছে ভোজন
মন শয়নের আগে জাগে॥
পদ নাই পাহাড় চড়ে
পাখা নাই মন উড়ন ছাড়ে
দরিয়ার উপর ঘোড়া ছাড়ে

দেখে শুনে তাক্ লাগে॥
এক মনে সহস্র ধারা
কেমনেতে যায় বশ করা
নসরদ্দী দিশেহারা
পারলে না কোন ভাগে॥

কথা: নসরুদ্দীন
সূচী

বাউল-৬২৭: উড়বে কিরে মন ঘুড়ি।

উড়বে কিরে মন ঘুড়ি।
সংসারের লাটায়েতে বদ্ধ আটন গোড়াগুড়ি॥
বিষয় আর জায়া সূত, এ সবার মায়া সুতো,
গলায় দিয়ে অবিরত রেখেছে যে জুড়ি,
ধর্মাকাশে উঠলে তেজে, টানবে তোমায় সময় বুঝে,
অমনি রে ঘাড়টি গুঁজে গোপ্তা খেয়ে যাবে পড়ি॥
সুতো টেনে হল্কা দিবে, এপাশ ওপাশ করিবে,
সদাই চেষ্টা পাবে নোয়াতে তার মুড়ি।
মত্ত বহরে ছাড়বে সুতে, আর হবে না উর্ধে যেতে,
মরবি লাট খেতে খেতে, ঘুরতে হবে পাঁচশ কুড়ি॥
হয়ে কুচিন্তা বাতাস, ব্যাপিবে সাধের আকাশ,
খটকাতে লটকায়ে ব্যাস আছড়ি পাছড়ি।
নীল বরনে মিশতে গেলে, অনেক বিঘ্ন সঙ্গে মেলে,
জোর কাপের ঘুড়ি হলে সুতো গাছা ফেলে ছিঁড়ি॥

সূচী

বাউল (দেহতত্ব)-৬২৮: দেহমন কলের গাড়ি, ব্যাপার কিবা

দেহমন কলের গাড়ি, ব্যাপার কিবা পরিপাটি,
মূল হতে লাইন খুলে সাত ইস্টেশন ঘাটি ঘাটি॥
সাঙ্কেতিক দন্ডমূলে, কুণ্ডলিনী মুখ তুলে,
ছয় ঠিকানার প্রভু ছলে, চন্দ্র আদি আছেন জুটি॥
পথের কথা শোনরে পাছে, সুষুম্নাতে রেল বসেছে,

তার দুপাশে তার চলেছে, ইড়া পিঙ্গলা এই দুটি॥
কৃপাবাষ্প দিয়া ছাড়ি, শ্রীগুরু চালান গাড়ী,
হংস হংস রব ছাড়ি, চলে গাড়ি ছুটোছুটি।
শান্তিনিকেতন যেতে, জীবাত্মা চড়েন তাতে,
চলে যান আনন্দেতে, ভেঙ্গে ভবে খাটাখাটি॥
যথায় পঞ্চকুণ্ডে বারি, কলের মধ্যে লয় ভরি,
তার পাশে লক্ষ্য করি, দেখরে এক ডাকাত খটী।
ধর্ম কর্ম ব্রত জপ, পথের সঙ্গী কত শত,
জীবাত্মা হইয়া যত, চলে যায়রে আপন বাটী।
দীক্ষার সম্বল সাথে, নিবৃত্তি টিকিট হাতে,
তবেই যাবে মুক্তিপথে, গোপাল কহিছে খাঁটি॥

সূচী

বাউল-৬২৯: বৃথা ভবে খেলতে এলি

বৃথা ভবে খেলতে এলি তাস।
এ তোর খেলা নয় তোর সর্বনাশ॥
এমন কাজ পেয়ে, অলপ্পেয়ে রে
কেন ডাকলি নে ইস্তক পঞ্চাশ।
হাতে রং থাকতে তুই খেললি এ কিরূপ,
এসে তোর সাক্ষাতে বিপক্ষেতে মারতেছে তুরূপ।
কিসে বলরে এবার, পীঠ পাবি আর রে
হাতের সকল ফেরাই দিলি পাশ॥

সূচী

বাউল-৬৩০: যা যা যা তেল দে

যা যা যা তেল দে গে যা আপন চরকাতে।
ভোলা মন ভুলিস না তুই কথাতে॥
চরকায় অষ্টটা পাখী, দুই ধারে তার দুই প্রধান খুঁটি,
মাঝখানে চাকি, কতকাল ঘুরছে রে মন,
চরকা ঘোরে কেবল মালের জোরেতে॥

সূচী

বাউল-৬৩১: সাধের খাঁচা পড়ে রবে তোর।

সাধের খাঁচা পড়ে রবে তোর।
ক্ষেপা, ভাঙলো না তোর ঘুমের ঘোর॥
মিছে দেহের গুমোর কোরো না
কোন্দিন পাখি পালিয়ে যাবে, তাও কি জান না,
ওরে তখন খাঁচা পড়ে রবে
থাকবে না তার ঠিকানা তোর॥
যখন খাঁচার পত্তন করেছে,
পালাবার পথ রেখে ঘরে বসত করেছে
ওরে সিঁদকাঠিতে দুয়ার কেটে
ঘরের ভিতর ঢুকবে চোর॥
ভাই বন্ধু মাতা পিতাতে,
বৈদ্য এনে বসাইবে চারি ভিতেতে,
ও তোর ঘড় ঘড় ঘড় করবে গলা
তখন হবে বাজী ভোর॥

সূচী

বাউল-৬৩২: হাওয়া দিয়া বেলুনটারে ওড়াইলে

হাওয়া দিয়া বেলুনটারে ওড়াইলে
লিক থাকিলে বাহির হবে জলেতে দিলে।
টায়ার ব্লাডার হাওয়া দিয়া ফুলাইলে
লিক থাকিলে বাহির হবে জলেতে দিলে।
ফাইটা যাবে হাতে নিয়া করিলে খেলা
ফটাশ কইরা আওয়াজ দিবে ফাটিবার বেলা।
লাগে না আর জোড়া বেলুন ফাটিয়া গেলে।
ফুলাইতে গেলে দেখি মনে লাগে ভয়
কি জানি কি কখন একখান ছোট্ট আওয়াজ হয়।
লিকছাড়া ও হাওয়া বাড়ায় সময় আসিলে।

সূচী

বাউল-৬৩৩: এসে এক রসিক পাগল বাধালে

এসে এক রসিক পাগল বাধালে গোল,
    নদের মাঝে দেখ্‌রে তোরা।
পাগলের সঙ্গে যাবো পাগল হবো,
    হেরবো রসের নব গোরা॥
নিতাই পাগল গৌর পাগল,
    চৈতন্য পাগলের গোড়া
অদ্বৈত পাগল হয়ে রসে ডুবে,
    প্রেম এনেছে জাহাজ-পোরা॥
ব্রহ্মা পাগল, বিষ্ণু পাগল,
    আর এক পাগল না দেয় ধরা।
কৈলাসেতে শিব হয়ে পাগল
    সার করেছে ভাং ধুতুরা॥
ইমান পাগল, হোসেন পাগল,
    আর এক পাগল না দেয় ধরা।
তারা তিন পাগলে যুক্তি করে
    মক্কায় করলে নামাজ পড়া॥
যত সব বৈষ্ণব ভেক নিয়ে
    বাড়ালে নাম বাউল নেড়া।
গোঁসাই গোবিন্দের বচন, গোপনে শোন
    পাবি চরণ জ্যান্তে মরা॥

সূচী

বাউল-৬৩৪: দরবারে হাজির হয়ে, হলপ নিয়ে,

দরবারে হাজির হয়ে, হলপ নিয়ে,
        বলবি কি মন ভেবে নে রে।
রাজার সে ধর্মালয়ে, মিথ্যে কয়ে,
        কিছুতে পার পাবিনে রে।
যখন সে আসবে নথি, বিচারপতি

দেখবে সব তদন্ত করে।
যে সময় আত্ম-স্বজন, করে যতন,
ঢাকতে কিছু পারবে না রে।
তখন সব প্যায়াদা যত হুকুম মত,
দাঁড়িয়ে রবে দণ্ড ধরে,
হলে এজাহার খেলাপ, দেবে সোলাপ,
মনিব বলে মানবে না রে।
এখন আছে সময়, কর উপায়,
সাক্ষী দুটো গুছিয়ে নে রে।
দিয়ে সব অশন বসন, ধন পরিজন,
তুষ্ট কর না পায়ে ধরে॥

সূচী

বাউল-৬৩৫: আমি একটি পাখি ধরেছি

আমি একটি পাখি ধরেছি।
পাখিটি দেখতে ভাল, চিকন কাল — যতন করে রেখেছি॥
বাইশ কাটি দিয়ে একটি পিঁজরা বানিয়ে নিয়েছি,
ও তার বাম দিকেতে দুধের বাটি
ডাইনে খাবার দিয়েছি॥
সদাই রাধা রাধা বলে দিবানিশি শুনতেছি,
ও তায় দিই না বাধা, বাধা-সদা বাধা বওয়া শুনেছি॥
পাখির মাথায় পাখির পাখা, তায় রাধার নাম দেখেছি,
এ যে রাধা-কুঞ্জে পোষাপাখি অনুভবে বুঝেছি॥
গৌর দাসের ভাবনা এত যতন করে রাখতেছি,
শেষে শিকল কেটে পালিয়ে যাবে,
সেটাও মনে ভাবতেছি॥

সূচী

বাউল-৬৩৬: সাইকেলের চাকায় হাওয়া কমে গেলে

সাইকেলের চাকায় হাওয়া কমে গেলে
সাইকেল সারা রাস্তা জ্বালাবে
বেশী হাওয়া দিলে সাইকেল, শুধুই লাফাবে॥
ও সাইকেল চড়তে বড়ো মজা ভাই
দিনে রাতে চলবে কতো কুল কিনারা নাই।
আবার অন্ধকারে লিক করিলে
তখন কোনো মিস্ত্রী সারাবে
বেশী হাওয়া দিলে সাইকেল, শুধুই লাফাবে॥
সাইকেল পেলে হরি বোলে
সাবধানেতে প্যাটেল মেরে যেথা খুশি যাও
নইলে ভীড়ের মাঝে মারলে গুঁতো
তোমার কালের গুঁতোয় প্রাণ যাবে।
বেশী হাওয়া দিলে সাইকেল, শুধুই লাফাবে॥
একবার দয়াল গুরুর নাম জপিয়া
ভুবন ভরে সাইকেল চড়ে ঘুরে আসা যায়
আবার হাওয়া ছাড়া চড়লে পড়ে
তোমার সাইকেলেতে প্রাণ যাবে॥
বেশী হাওয়া দিলে সাইকেল, শুধুই লাফাবে॥

সূচী

বাউল-৬৩৭: ওরে কাজলে আর করবে কত

ওরে কাজলে আর করবে কত
    যদি তোর নয়নে নজর না থাকে।
ও তোর প্রেম যদি না মিললো ক্ষ্যাপা,
    তবে ভজন পূজন কদিন রাখে॥

সূচী

বাউল-৬৩৮: বানিয়েছ পঞ্চভূতে এই বাংলাখান,

বানিয়েছ পঞ্চভূতে এই বাংলাখান,
খাড়া রয় চোদ্দ পোয়া পরিমাণ॥
বেঁধেছ ঘর কাঠকুঠ তার কে করে গণন।

ঘরের সহস্র বন্ধন (হায় রে হায়)
আবার দুই খুঁটিতে ঘর তুলছে করব কত গুণ বাখান॥
এক ছাওনে কাজ সেরেছে এমনি কারিকর।
ও সেই নয় দুয়ারী ঘর
গৃহী নয়রে ইতর ঘরের,
পরম পুরুষ বিরাজমান।
এমন সাধের ঘরের কিবা শোভা মনোহর,
ঘরে কারিকুরি বিস্তর, এ ঘর বাঁধে যারা,
ভাঙ্গে তারা, এ ঘরের মানুষ যখন পালিয়ে যান॥

সূচী

বাউল-৬৩৯: ফুল ফুটেছে গোলাপ বাগানে।

ফুল ফুটেছে গোলাপ বাগানে।
হায় গো দিনের গোঁসাই বই আর কে জানে॥
দেহের মধ্যে বাগান বসেছে, মল্লিকা মালতী যাতি পুষ্প ফুটেছে,
ফূলের সুধা ফলে মৌ, স্বরূপ বই আর কে জানে॥
জলের ভিতর ফুল বাগিচা হয়, মধু খেয়ে মাতাল ভ্রমর
কথা মিছে নয়—
আবার মধু খেয়ে উড়ে গেল, সেই বা ধর্মের কি জানে॥
কি বলব ভাই ফুলেরই কথা, লাল-নীল শ্বেত জরদ
চার রঙ্গে গাঁথা—
যে জন অনুরাগী, সেই জানতে পারে অরসিকে কি জানে॥

সূচী

বাউল-৬৪০: মন তাঁতী কি বুনতে এলি

মন তাঁতী কি বুনতে এলি তাঁত
এসে প্রথমে হারালি আঁত।
ও তোর শানায় সুতো মানায় না তো রে,
পোড়া পোড়েনে হলো না জাত।
করে আনাগোনা তানা কাড়ালি—
হায় হায় তুল্লি কি খেই, ঘুচলো না খেই, কোঁকো পড়ালি।

যত আনাগোনা যায় না গোনা রে,
হলো সকলি তোর ভস্মসাৎ,
পেয়ে এমন তানা জানলি ভাসন,
কিসে তাই ভাবিয়ে ভাবিয়ে মনের হুতাশন।
এ যে বটনী টোনা আর খাটে না রে,
যে তোর পাছে লেগেছে হয় বজ্জাত।
যত আশা করে গেল ঝাঁপ,
দিলি এককালে চিরকালে পাপ সলিলে ঝাঁপ।
ভেসে কি এবার — উঠবি আবার — রে
ক্রমে ক্রমেই হলো অধঃপাত,
হাতে গলে সুতো জড়ালি কেবল,
এলে রবিসূত, এসব সুতো, কোথায় রববে বল
ভজ নন্দ সুতো কই আজ তোরে।
যদি খাবি দীন বাউলের ভাত।

সূচী

বাউল-৬৪১: কৃষ্ণ প্রেম খাসা চালে ভক্তি

কৃষ্ণ প্রেম খাসা চালে ভক্তি ডালে,
        বানিয়ে ফেল প্রেম খিচুড়ি।
যাবে তোর পাপ অরুচি হবে রুচি,
        তিন দিনেতে বাড়বে ভুঁড়ি॥
তাইরে মন সাবধানে যোগ আগুনে,
        চড়িয়ে দেনা দেহ হাঁড়ি—
বিবেক ঝাল দিয়ে তাতে বিধিমতে,
        ঘন ঘন দাও রে নাড়ি।
প্রবৃত্তি পটল ভাজা, হলে মজা, হয় রে কিছু বাড়াবাড়ি।
শ্রদ্ধা ঘি ঢেলে দিতে, যেন ভুলে যাসনে তুই আনাড়ি॥

সূচী

বাউল-৬৪২: দেখ জহরা নয়ন খুলে, ভগবান

দেখ জহরা নয়ন খুলে, ভগবান কি করে রে।
কেমন আজব সলি, আজব নলী আজব গড়ন গড়ে রে।
মন, জল থাকেরে নিম্নভূমে, কাষ্ঠ লৌহ পাহাড়ে
দেখ, সেই দুজনে মন নৌকা গড়ে সদাগরি হবে রে
দেখ, ভাতের বরাত মাঠে মাঠে,ক্ষুধার বরাত পেটে,
দেখ, সেই দুজনে পিরীত গুণে কত বেগার খাটে রে।
ও মন, সূর্য দেয় রে দিন করিয়ে, জোনাক দেয় রে চাঁদে,
বাতাস বয় মেঘ বরষে, জগৎ ভাষায় জলে রে।
শুন্যেতে বেড়ায় রে জল, মেঘ বিনা কে জানে রে
ওরে এই জহুরা তুচ্ছ করি কোন জহুরা মারে রে॥

সূচী

বাউল-৬৪৩: এবার বাজী ভোর হলো।

এবার বাজী ভোর হলো।
মন কি খেলা খেলবে বল।
সতরঙ্গ প্রধান পঙ্গ, পঙ্গে আমার দাগা দিল,
এবার বোড়ের ঘর, করে ভর, মন্ত্রীটি বিপাকে মলো।
দুটা অশ্ব, ছটা গজ, ঘরে বসে কাল কাটালো।
তারা চলতে পারে সকল ঘরে, তবে কেন অচল হলো।
দুখানি তরি নিমক ভারি বাদাম তুলি না চলিল।
ওরে এবার সুবাতাস পেয়ে ঘাটের তরী ঘাটে রলো।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, মোর কপালে এই কি ছিল।
ওরে অতঃপর কোণের ঘরে, পীলের কিস্তি মাত হলো॥

সূচী

বাউলা-৬৪৪: ঘরের মধ্যে ঘর বেঁধেছে অতি

ঘরের মধ্যে ঘর বেঁধেছে অতি মনোহর।
জায়গা হয় না ঘরের মধ্যে থাকে না ছাড়া।
মল্লুক জোড়া ঘর বেঁধেছে গো, ঘরামি এক ছোঁড়া।
মুল্লুক, জোড়া ঘর বেঁধেছে শূধুই চর্মের বেড়া,
বাহান্ন তিপ্পান্ন বাজার গো, ঘরের মধ্যে রত্ন পোরা,

মটকাতে মহাজন আছে, নামটি তার অধরা।
ঘরে কেবা ঘুমায় কেবা জাগে গো, ঘরে কে দিচ্ছে পাহাড়া।
তিনজন তিন তারে খেলে, পবন আছে খাড়া—
কেশবচাঁদ দরবেশে বলে, ঘরে বাস করা হলো সার॥

সূচী

বাউল-৬৪৫: আমা হইতে দয়ামায় নাম গিয়াছে

আমা হইতে দয়ামায় নাম গিয়াছে জানা।
যারে তারে দয়া কর আমায় কর না॥
ডাকলে যে দয়া করে,
দয়াল বলে কে কয় তারে,
না ডাকিলে দয়া করে দয়াল সে জনা॥
এ ভব সাগরে, কেহ জলে ডুইব্যা মরে,
লবে না তোর এ হরির নাম — পেয়ে যাতনা॥
শোনো ওহে বংশীধারী, কইরাছ কড়ার ভিখারী
তবু তোমার চরণতরী কখন ভুলি না॥
ঘরের বাহির করলে মোরে, এ ছিল তোমার অন্তরে,
নিরাশ কইরা গাছের তলে নিতে পারলে না॥

সূচী

বাউল-৬৪৬: ওরে আমার মন গোয়াল,

ওরে আমার মন গোয়াল,
দুবেলা তুই দুধ যোগাবি।
ঐ কথাটি আটা আটি, দুধ তুই আমারে দিবি॥
ঘরে আছে ধর্ম্মগাভী, তাহার দুধ দুইয়া লবি
কামধেনুর দুধ দুইয়া খাবি, যখন চাবি তখন পাবি॥
সাধুর সনে যাবি গোঠে, আনবি রে দুধ নিকষ পটে।
অসৎ সঙ্গে লাগলে ছিটে নষ্ট দুধ আর পার পাবে না,
ফুকার দিলে লুকাবে তখনি তার সাজা পাবি॥
দুধ থুস না আলগা করে, হিংসা বিড়াল সদাই ঘুরে,
অপবিত্র পিঁপড়ে খাইলে, কত দেখবি আর কত তাড়াবি॥

গোঁসাই বলে অনন্ত রে! ও তোর কাম বাছুরে দড়া ছিঁড়ে,
কেমন করে বাঁধবি তারে এক ঘরেতে রইছে গাভী॥

সূচী

বাউল-৬৪৭: ও মন এমন চাষা বুদ্ধিনাশা

ও মন এমন চাষা বুদ্ধিনাশা তুই,
কেন দেখলি না আপনার ভুঁই।
তোর দেহ-জমির পাকা ধানে
দেখ লেগেছে ছটা বাবুই॥
বহু কষ্টে করবি কৃষাণি,
এই মানবদেহ চৌদ্দ-পোয়া লাল জমিখানি,
তাতে ভক্তিফসল জন্মেছিল,
সব খেয়ে গেল হিংসা চড়ুই॥
চেতন-বেড়া উপড়ে পড়েছে,
সব জায়গা আলগা পেয়ে
গোরু-ছাগল পাকা ফসল খেয়ে ফেলেছে।
এখন গোঁফ ফুলিয়ে বসে আছে—
দেখ তোর মাচা ভরা বিঘ্ন পুঁই॥
কেন ভুঁইয়ের তলে বাঁধলি নে কুঁড়ে,
এখন চিন্তা জ্বরে মরবি পুড়ে
সেই কথাটা ভাবিস তুই॥

সূচী

বাউল-৬৪৮: আশা করি বান্ধিলাম বাসা, সে

আশা করি বান্ধিলাম বাসা, সে আশা হৈল নিরাশা, মনের আশা।
ও তোর আশায় এসে, ভবের মাঝে আমার এই দশা॥
ও দরদী তোর মনে কি এই সাধ ছিল,
বৃথা এলাম বৃথা গেলাম, পরের হাতে পরান সঁপিলাম,
হইলাম দেনাদারী এখন খতের পৃষ্ঠে উশুল দিয়ে গুরু লেও বাকী।
ও দরদী তোর মনে এই সাধ ছিল।

সূচী

বাউল-৬৪৯: ও গুণী কও না শুনি,

ও গুণী কও না শুনি, কোন গুণে মানুষ হয়েছো।
তোমার পিতৃধনের বিনাশ করে
        রতি মধ্যিখানে হারিয়ে আছো॥
তোমার নাই দরজায় আসল তালা,
তুমি কোন দ্বারে চাবি হেনেছো॥
তোমার রোজার গাঁয়ে তহশীলদারী,
কেবল ভাঙা গাঁয়ে মোড়ল সেজেছো॥
তোমার মন্দিরেতে নাই যে মাধব,
কেবল শাক ফুঁকে হায় গোল কোরেছো॥
তোমার আসল দ্বারে নাই যে আগল,
কেবল ট্যাঁকশালে চাঁদোয়া টানায়েছো।
তাই বলে পদ্মলোচন
        কেবল ভগ্নদশা হয়ে আছো।
তুমি কি ভাণ্ডে কি ব্রহ্মাণ্ডে আছো
        কোন ভাণ্ডের খবর রেখেছো॥

সূচী

বাউল-৬৫০: কার চোখে ধুলা দিবি বল

কার চোখে ধুলা দিবি বল আমার কাছে।
যে জন জগৎ কর্তা, বিচার কর্তা
        সে আছে তোর হৃদয় মাঝে॥
আঁধার আর আলোকে মন,
তুমি যে কাজ করেছ যখন
সকল দেখেছে সে জন, তাঁর কাছে কি চাপা আছে॥
মন যা করেছ রে মন, হৃদে বসে দেখে সে জন,
সে যে তোর মনের মন
        মনরে তোর মন বোঝে॥
কাঙাল বলে মন যার বাঁকা
মিছে তার চোখ বুঝে থাকা
ঝোলা মালা ছাপা মাখা, ঘি ঢালা হয় ভস্মের মাঝে॥

সূচী

বাউল-৬৫১: কি আর দেখিস কানা

কি আর দেখিস কানা
হাতড়ে তোর আঁধার ঘরে।
মনের কালি মুছে আলো
জ্বাললে পাবি যে তারে॥
সে যে আলোর ঘরে আলোর ছবি
আলো বিনা তারে না লভিবি,
সে আলোর তেজে তোর কানা চোখ ফুটে যদি
তাই তারে আলোক নামে ডাকে ঈশান নিরবধি॥

সূচী

বাউল-৬৫২: ও ভোলা মন, ত্যজিয়ে আসল সে

ও ভোলা মন—
ত্যজিয়ে আসল সে ধন, কেন রে মন,
সুদের কারণ টানাটানি।
আসলে ত্যাজ্য করে, সুদকে ধরে
বড় মুর্খ সেই তো জানি॥
সুদকে ত্যাজ্য করো, আসল ধরো,
থাকবে রে ঠিক মহাজনী।
জানো না আসল হতে, এ জগতে
যতো সুদের আমদানি॥
তবে কেন আসল ত্যাজ, সুদকে ভজ,
বেড়াও করে পাগলামি।
গোপনে সযতনে, আসল ধনে,
রাখে যে সেই আসল ধনী॥
আসল সুদের কড়ি, ডালখিচুড়ী,
মিশালে হয় বলে জ্ঞানী॥
সাগরেদ ফিকিরচাঁদ বলে, আসল পেলে,
ভব জ্বালা ঘুচবে জানি।
আমি সেই আসল ধনে, নাহি চিনে,
করতে চাই মহাজনী॥

সূচী

বাউল-৬৫৩: বাঁকা মনকে করতে নারলাম সোজা

বাঁকা মনকে করতে নারলাম সোজা
কেন বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা।
হিসাব দিতে দেখবি একদিন মজা।
বলেছিল সাধুজনা ভক্তিলেশ নাই এক কণা।
গুরুবাক্য ঐক্য হয় না, ভজন সাধন বাঁশের গোজা।
দেহের রিপু ছয়জনা, মন তোর কথা কেউ শুনে না।
লুটলে তোর মহলখানা, হল তারা তোদের দেশের রাজা॥
কুল হারায়ে খবরদারি, বাইরে কয় ফক্কিকারি।
বেদের বেড়াল ব্যাপারি, পেঁচা হয়ে বাঞ্ছা সোনার খাঁচা॥

সূচী

বাউল-৬৫৪: মনের মানুষ পাইলাম না, মনে

মনের মানুষ পাইলাম না, মনে মনে ভাবছি গো তাই।
আমার মনের দুঃখু মনে রইল মনে মনে ভাবছি তাই॥
বন পোড়া যায় সবাই দেখে
মনের আগুন কেউ না দেখে,
        আমি কার ছায়াতে প্রাণ জুড়াই॥
কি সাধনে পাইব তারে,
যে আমার জীবন ধন রে —
        আমি সেই আশাতেই ঘুরে বেড়াই॥
দরগা-মসজিদ সব ঘুইরাছি
মোল্লা মুন্সি সব জিগাইছি
        আমি কোনখানে তারে পাই॥
মিঞাজান ফকিরে কয়
তোর ঘরের কোণায় বসে রয়
        তুই হয়ে দিনের কানা, রাত দিওয়ানা
        দেখলি নারে তাই।
মনের দুঃখু মনে রইল মনে মনে ভাবছি তাই॥

সূচী

বাউল-৬৫৫: যত সব কানার হাটবাজার

যত সব কানার হাটবাজার।
পণ্ডিত কানা অহংকারে,
সাধু কানা অভিচারে,
হায় রে কানায় কানায় যুক্তি করে
যেতে চায় রে ভবের পার॥
কেউ বা হয়ে দিনে কানা
পরের দোষে দিচ্ছে হানা
রাতকানা কেউ শুয়ে শুয়ে
ঘুমের ঘোরে দেয় বাহার॥
কানায় বলে ওরে কানা
আমার পথে চলে আয় না
আচ্ছা মরি বাবুয়ানা
তোর পথে কি আছে সার।
যত সব কানার হাটবাজার॥

সূচী

বাউল-৬৫৬: ওগো সুখের ধান ভানা

ওগো সুখের ধান ভানা—
ধনি এমন ব্যবসা ছেড় না।
কর কৃষ্ণপ্রেমের ভানাকুটো, কষ্ট তোমার থাকবেনা॥
তোমার দেহ ঢেঁকশালে, অনুরাগের ঢেঁকি বসালে,
ভজন-সাধন পাড়ুই দুটো দুদিকে দিলে,
আবার নিষ্ঠা আঁশকল লাগালে
ঢেঁকি চলবে, ও সে টলবে না॥
ওগো সুখের ধান ভানা।
রাগ দরদী দুজন ভানুনী,
তাদের একজন সদ্‌গোপের মেয়ে, একজন তেলেনী,
তারা ধান ভানে ভালো, জানে ভালো,

তাদের গায়ে সোনার গহনা॥
করে বৃদ্ধা শ্রদ্ধা সেকেলে গিন্নি
শুদ্ধমতি শুদ্ধরতি কুলো-চালুনী,
এবার কাম কামনা ছেড়ে, ঝেড়ে ঝুড়ে
তবুও কুঁড়ো চেলে লও না॥

সূচী

বাউল-৬৫৭: দীন মহম্মদের নূরে চৌদ্দ ভুবন

দীন মহম্মদের নূরে চৌদ্দ ভুবন খাড়া হয়
আমি শুনব না আন্দাজি কথা
দলিলে তাই জানা যায়॥
এক আকারে করে মৈথুন
কুদরতে সাঁই নিরঞ্জন
ডিম ভেঙ্গে দুই খান হয়ে
শশী নিশির জন্ম হয়॥
চন্দ্র সূর্য সপ্ত দরিয়া
সেই নবীর নূরে পয়দা
তারপরে দেবতা ধরে
আসমানে চাঁদ উদয় হয়॥
মিম হরফে লেখে নবী
মিম গেলে আহাদ বাকী
আর যত সব ফাঁকি ঝুকি
মুসলিম চাঁদ দরবেশ কয়॥
দরবেশ যারা জানে তারা
এক বীজ কেন দুই ভাগ হয়
নূর জহরা নূর ছেতারা
নূরেতে মিশিয়া যায়॥

কথা: মুসলিম চাঁদ
সূচী

বাউল-৬৫৮: পাথর আর সীসে লোহা, দেখে

পাথর আর সীসে লোহা, দেখে যাহা, তাকেই লোকে কঠিন বলে
এ সকল নয় রে কঠিন, গলে একদিন, সুকৌশলে উত্তাপ দিলে
ওরে ভাই কঠিন হৃদয়, সেই ত রে হয়, পর-দুঃখে যে না গলে॥
অকালের ক্ষুধার জ্বালায়, সিং দরজায়, অনাথ ভাসে চোক্ষের জলে
সে কি ভাই কঠিন নয় রে, উপর পুরে, যে খায় অন্ন তারে ফেলে॥
ধনী যায় টাকার জোরে, রাজদ্বারে, ছলে বলে ফ্যারে ফেলে
সেই ত রে কঠিন পাথর, না হয় কাতর, যার হৃদয় তার বিপদ কালে॥
কাঙ্গাল কয় পাষাণ সম, হৃদয় মম, হচ্ছে ক্রমে কর্মফলে
যিনি মোর পিতা মাতা, অন্নদাতা, তাঁর নামেতে নাহি গলে॥

কথা: ফিকিরচাঁদ
সূচী

বাউল-৬৫৯: এত ভাল বাস থেকে আড়ালে

এত ভাল বাস থেকে আড়ালে
আমি কেঁদে মরি ধরতে নারি দুটি হাত বাড়ালে॥
ছিলাম যখন মার উদরে, ঘোর অন্ধকার ঘর কারাগারে, হায় রে
তখন আহার দিয়ে, বাতাস দিয়ে তুমি আমারে বাঁচালে॥
আবার যখন ভূমিষ্ঠ হলেম
মায়ের কোমল আশ্রয় পেলেম, হায় রে
মায়ের বুকের রক্ত, হে দয়াময়, তুমি ক্ষীর করে যে দিলে॥
দিলে বন্ধু দারা সুত
ওরে সে সব কৌশল তোমারি ত, হায় রে
হে নাথ, ধনধান্য সহায় সম্পদ পেলাম তোমার দয়ার বলে॥
ও নাথ, তোমার দয়ায় সকল পেলাম
কিন্তু তোমায় এক দিন না দেখিলাম, হায় রে
তুমি কোথায় থাক, কেন এসে আমি কাঁদলে কর কোলে॥
আমি কাঁদলে বসে হতাশ হয়ে
তুমি চোখের জল দাও মুছাইয়ে, হায় রে
আবার কথা কয়ে প্রানের মাঝে, কত উপদেশ দাও বলে॥
ও নাথ, দেখা নাহি দেবে আমায়
এই ইচ্ছা যদি আছে তোমার, হায় রে
ও নাথ, তবে কেন শাকের ক্ষেত তুমি দেখালে কাঙ্গালে॥

কথা: ফিকিরচাঁদ
সূচী

বাউল-৬৬০: সাধন ভজন মুখের কথা নয়

সাধন ভজন মুখের কথা নয়
আছে রসিকের কাছে জানা
যে করে তার জানে জানে
অন্যে তাহা জানে না॥
অনুরাগের বাদাম দিয়া নায়
ঠিক করিয়া বৈঠা ধর
পাকে যেন না যায়।
ধার চিনিয়া নাও ধরিলে
বিপাকেতে পড়ে না॥
দেহে আছে শ্রীগুরুর আসন
আরোপ করে রূপ নেহারে
আছে তার লক্ষণ।
রাগী উর্ধরতি কাম বিরোধী
বেদের বিধান মানে না॥
গোঁসাই অনুকুল চান্দে কয়
নিষ্কামী গোপীর ধর্ম জানিও নিশ্চয়
গুরুরতি ঠিক না হইলে
সাধন ভজন হবে না॥

কথা: অনুকুল চান্দ গোঁসাই
সূচী

বাউল-৬৬১: কি আশায় ফকির হলি রে

কি আশায় ফকির হলি রে মন
সে কথা বল শুনি
রংমহল কোঠা রেখে মদনের বাধ্য তুমি।
ও তার ধর্ম কর্ম সব গিয়েছে
কেবল হাওয়া বদ শুনি॥

হাওয়ার আসা, হাওয়ার যাওয়া
হাওয়ার খবর কেউ করলে না
বার মাসের এই কারখানা
মনের মানুষ কেউ চিনলে না॥
ফকির চাঁদ দরবেশে বলে
হাওয়া ধরা গেল না রে।
যদি কেহ ধরতে পারে
আপন শক্তি জোরে॥
আবের পর আতসের গরম
তার উপরে আবের মোকাম
তার উপর চলছে হাওয়া
তিন তারে করা মিলন।
কি করবে তার শ্মশান-শমন॥

কথা: ফকির চাঁদ
সূচী

বাউল-৬৬২: কায়া আছে ছায়া নাইকো যার

কায়া আছে ছায়া নাইকো যার
কে এলো সেই মদিনায়॥
মক্কাতে চাঁদ উদয় হইল
মদিনায় যায় চাঁদের আলো গো
অচিন দেশের মানুষ এলো
পেল দেখ আমিনায়॥
আহাদে আহামদ হয়ে
মহাম্মদ নাম প্রকাশিয়ে গো
ফোরকানে জগত মাতায়ে
যে যা বোঝে তাই বোঝায়॥
বেখুদি পিয়ালা পিয়ে
আশকের মাশুকী হয়ে গো
নসর বলে দেখ চেয়ে
সেই আমি, আমি কোথায়॥

কথা: নসরুদ্দীন
সূচী

বাউল-৬৬৩: বাংলাদেশের জংলা মোসলমান

বাংলাদেশের জংলা মোসলমান
কই মানে হাদিস কোরান॥
সুদ-ঘুষ-জ্বিনায় মত্ত
বে-পরদা নারী যত
তাদের হাতে সবাই খান॥
দাড়ি ছাটে এ্যালবার্ট কাটে
সার্ট কোট ঘড়ি পকেটে
কেউ দেয় নেংটি এটে
চশমা চোখে হাতে ঘড়ি
তামাক খান না, পান বিড়ি
তহবন টুপির নাইকো মান॥
হোদাল্লিল মোত্তাকিন বলে
কোরানে তার আয়েত দিলে
পড়ে যাও ভুলে
ঠিক নাই যার মুখের জবান
কেমন করে হয় মোসলমান
পরেরে কর শাসন॥
করল জিনা দিলখানা
মাফ হয়ে যায় যত গুনা
হালাল হারাম দেখলে না
নসরদ্দীর কথা তেড়া
তাইতো লোকে বলে নাড়া
কোরান ছাড়া হয় কখন॥

কথা: নসরুদ্দীন
সূচী

বাউল-৬৬৪: নাম শুনি কালনাগিনী

নাম শুনি কালনাগিনী
    দেখলে পরে হবি জ্ঞান শুন্যি॥
যত বাঁধো গাছ-গাছড়া
সব হারাবি দেখলে গাড়া
কত ওঝা হয় জ্ঞান ছাড়া
    যদি সে ধরে ফণী॥
যত ঝাড় বন্ধ ছন্দ
মানে না হলুদের গন্ধ
তাবিজ-তাগা যত বান্ধ
    মানে না কারু বাণী॥
যদি সাপে নিঃশ্বাস ছাড়ে
নামের মালা থাকবে পড়ে
রোগী ছেড়ে ওঝাকে ধরে
    নসরুদ্দীর এই বচন॥

কথা: নসরুদ্দীন
সূচী

বাউল-৬৬৫: কায়া আছে ছায়া নাই হাড্ডি আছে

কায়া আছে ছায়া নাই
    হাড্ডি আছে চামড়া নাই কো গায়॥
পেট নাইকো ক্ষুধা ভারী
নাই তার জাতের বিচারি
    কি ভাবে কোথায় জন্মায়॥
ঔরসজাত নয় কো তিনি
নয় কো সে গর্ভধারিণী
ব্রহ্মাণ্ডের আদরিণী
    কিন্তু হস্ত পদ নাই॥
এমন বীর করেছে স্থিতি
তাকে মারবে কোন ব্যক্তি
নসরুদ্দীর এই উক্তি
    গোর হবে তার কোন জাগায়॥

কথা: নসরুদ্দীন
সূচী

বাউল-৬৬৬: এবার এ জ্বরে আমার ভরসা

এবার এ জ্বরে আমার ভরসা নাই বাঁচিতে
শতোপরে, ছয়ের ঘরে
জ্বর উঠেছে কল কাটিতে॥
অহঙ্কার পারার ভাগে
ক্রমে উর্দ্ধ শত দাগে
ছয়ের দাগে, ষড় যোগে
বিকার ঘটায় আচম্বিতে॥
জ্বরে ব্রহ্মচক্র টেনে ফেলে
এ সংসার মর্ত্ত্য লোকে
এখনকার সদ্য জ্বরে
বৈদ্য নালি নাড়ী ধরে
জ্বরের নির্ণয় কাটির বিচারে;
কাঁচ পারদে কাটির গঠন
কাটির হাতে মরণ বাঁচন
বৈদ্যনাথে করে স্মরণ জীব রে!
জীয়ন মরণ কলকাটীতে॥

কথা: ফিকিরচাঁদ
সূচী

বাউল-৬৬৭: আমি ভেকধারী নই

আমি ভেকধারী নই
সাদাসিধা কথা বলি ভাই॥
না পারিলাম বাউল হতে
বাউল বলে ভাবত না
তবু বাউল শুনতে ভালবাসি
বাউল আসরে আসি
কণ্ঠেতে সুর নাইবা থাকুক

আপন মনে গেয়ে যাই॥
যেমন পিঞ্জিরাতে পোষা পাখী,
তেমনি সংসারে থাকি
বাঁধন ছিড়ে যাই পালিয়ে
যদি সাধু সঙ্গ পাই॥

সূচী

বাউল-৬৬৮: কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম দুদিন

কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম দুদিন পরে যাব কোথায়
কি করে এলাম ভবে আমি আছি বা কি আশায়॥
বন্ধু বান্ধব কত এল, কেউ বা আছে কেউ বা গেল
ও যার দেহ ছেড়ে প্রাণ গেল সে জনা আছে কোথায়॥
কেবা খায় আর কেই বা খাওয়ায়, কেবা বাঁচে কেইবা বাঁচায়
ও যার গর্ভে থাকতে হল মরণ, সেই বা গেল কোথায়॥
কেউ সত্য কথা বলে সত্য, মিত্যা বলে তাও না সত্য
এখন সত্য মিথ্যা দুই-ই সত্য, সত্য ছাড়া কি দুনিয়ায়॥

কথা: পরিতোষ রায়
সূচী

ৰাুল-৬৬৯: বাঁশের দোলাতে উঠে কে হে

বাঁশের দোলাতে উঠে কে হে বটে
শ্মশান ঘাটে যাচ্ছ চলে।
সঙ্গে রয় কাঠের ভরা লটবহরা
জাত বেহেরার কাঁধে দুলে॥
ঘুরে যে ঢাকা শহর, দিল্লী লাহোর,
টাকা মোহর নিয়ে এলে।
খেতে না পয়সা সিকি, বল দেখি,
তার কিছু কি সঙ্গে নিলে॥
কোথায় তোমার শালের জোড়া, গাড়ী ঘোড়া,
চেন ঘড়ি সব কোথায় খুলে।
হবে যে এমন দশা, শমন দশা,

জীবদ্দশায় ভুলে ছিলে॥
শত্রুতা প্রকাশিতে যাদের সাথে,
বলছে রে সব সেই সকলে।
বলছে ভাই ভালই হল, (ঐ দেখ সব) বলছে,
ভাই ভালই হল, আপদ গেল, হাড় জুড়াল এতকালে॥
খেদে দীন বাউল কয়, এ সমুদয়,
দেখে শুনেও লোক সকলে—
এ কটি দিন এ ভাবনা (হায় কি দশা)
একটি দিন এ ভাব না, বিষয় মদে থেকে ভুলে॥

সূচী

বাউল-৬৭০: ধোকা পড়িল মনে

ধোকা পড়িল মনে
বলি কার শমনে
আমি মন আগুনে পুড়ে মরি॥
আল্লা তালার কোরান হাদিস ও ফুরকান
আসে নাই কাগজ পরে
আল আমা এক রুকুতে
ঐ সাতপাড়াতে।
কহে অল্লা পাকবাড়ি
কাগজ উপড়ে পাঠালে
হাতে ছুতো সকলে
কাফের বলত জাদুগিরি॥
আটাস পাড়ার ভিতরে
ঐ সুরা হাসরে
কহে আল্লা পাকবারি
পাহাড় উপরে নামালে
কোরানের ভারে
পাহাড় ভেঙ্গে হত চুরমার
সে এত ভারি॥
কি বস্তু সেই কোরানখানা
জান যদি কও দয়া করি

কামেল ইন্সান অজুদ কোরান ও মজুদ
আসল কোরান তেলওয়াতে করি॥
কোরানে কর চোদ্দ সেজদা
নহে জুদা
নাসেক মৎলেক বরাবরি
মনে হল এই দ্বিধা
দু-ঠাঁই সেজদা
মনসুর কয় উপায় কি করি॥

কথা: মনসুর ফকির
সূচী

বাউল-৬৭১: সাধ না বুঝে সাধু সেজে

সাধ না বুঝে সাধু সেজে সাধন হল কই
স্ব-ধনে না হয়ে ধনী শুধু পরের ধনে ধনী হই॥
স্বক্রিয়ায় না হয়ে সাবধান
করি পরক্রিয়া আদান প্রদান
তাই হল না সঠিক সমাধান
আসল আরাধনা বই॥
সাধা হল না সা থেকে ধা
রে গা মা পা, নি সা, নি ধা
সেথায় গোলকধাঁধায় লাগল ধাঁধা
তাই বেসুরে পড়ে রই॥
সদা সাদা হইয়া, সাধে সাধিয়া
আস্বাদিয়া মনের সাধ মিটাইয়া
আরাধিয়া সেই শ্রীরাধা পাইয়া
এ দেহে জাগল না মাভৈ মাভৈ॥
স্ব-ধারন বিনে হই সাধারন
তাই হল না অসাধা-রণ
রতি রণক্ষেত্রে হারায়ে জীবণ
দয়াল হল না রণে জয়ী॥

কথা: দীন দয়াল
সূচী

বাউল-৬৭২: মানুষ বিনে ত্রিভুবনে কোথায় কি

মানুষ বিনে ত্রিভুবনে কোথায় কি আছে
শিক্ষা দীক্ষা গুণ পরীক্ষা কোনখানে কে পেয়েছে॥
মানুষ বস্তু নয় সামান্য
ধৈর্য নাই মানুষ ভিন্ন
করিবে গন্য
কোরান পুরান মহামান্য
ব্যক্ত মানুষের কাছে॥
মানুষ মাতা মানুষ পিতা
মানুষ ভবে শিক্ষাদাতা
বোঝ ক্ষমতা
মানুষ বক্তা মানুষ শ্রোতা
মানুষ সিদ্ধ সাধক হয়েছে॥
নৈমুদ্দীন কয় মন রসনা
মানুষ মৌলবী মানুষ মৌলানা
কর ঠিকানা
মানুষ রূপে রূপে সাঁই রব্বানা
বিরাজ করতেছে॥

কথা: নৈমুদ্দীন
সূচী

বাউল-৬৭৩: দেখলাম বুঝে সকল মিছে এই

দেখলাম বুঝে সকল মিছে এই ভবের মাঝে বাঁচা চাই
বাঁচবার লাগি সাধু সঙ্গ গুরু মুখে শুনতে পাই॥
বাঁচবার লাগি উপাসনা আর সাধন ভজন যত বাসনা
ও বলি বাঁচবার লাগি আপনায় চেনা, সাধু সঙ্গ করা চাই॥
বাঁচলে হবে সকল খবর রূপনগরে যাবে নজর
সাধু সঙ্গ হলে পড়ে জোড়া মৃত্যু হবে নাই॥

সাধু সঙ্গে প্রেমানন্দ দূরে যাবে কামের গন্ধ
হয়ে হৃদয় নৃত্যানন্দ চেতনে চৈতন্য স্থায়ী॥
শ্যামানন্দ তাইতে বলে সাধুসঙ্গে কি বা পেলে
কি নিলে আর কি বা দিলে, নেওয়া দেয়া কিছু চাই॥

কথা: শ্যামানন্দ গোঁসাই
সূচী

বাউল-৬৭৪: আমি থাকব সদাই আনন্দেতে

আমি থাকব সদাই আনন্দেতে
নিরানন্দে করবে কি
গুরু-পদে মন আছে যার
ও তার পারে যাবার ভাবনা কি॥
আমি সাধু গুরুর সঙ্গে যাব
চরণ ধূলায় ঘর বানাব
আমি হরিনামের বেড়া দেব
কুবাতাসে করবে কি॥
প্রহ্লাদ অতি শিশুকালে
ডেকে ছিলেন কৃষ্ণ বলে
তাহার সাক্ষী ধ্রুবধন্য
অগ্নিকুণ্ডে দেয় ফাঁকি॥
গোঁসাই বলেন দেবেন্দ্ররে
নামল রে জীব অগাধ জলে
জীব আপন হাতে বিষ খাইলে
বল আমরা করব কি॥

কথা: দেবেন্দ্র গোঁসাই
সূচী

বাউল-৬৭৫: যাস না রে তুই হুরার

যাস না রে তুই হুরার পুকুর পার
সেই পুকুরের জলের পরে
মাছরাঙ্গায় মানুষ ধরে

দেখলে জীবের জ্ঞান থাকে না আর॥
পুকুর সারে তিন কানি
বন্যাতে লাল পানি
ডুলি দিলে বহে একটি দ্বার
সেই পুকুরে পাগল ভোলা
সিনান করে তিন বেলা
ব্রহ্মা বিষ্ণু না পাইল আর॥
পুকুর পারে অমাবস্যায়
চন্দ্র ওঠে কোন ভরসায়
পূর্ণিমায় দিন থাকে অন্ধকার
সেই চন্দ্র দর্শন করিলে
কোটি জন্মের ফল ফলে
ভবের পরে আসবে না রে আর॥
ভেবে হরিপদ বলে
চন্দ্র গ্রহনের কালে
মুক্তি-স্নানে যেও পুকুর পার
দুইজনে এক আত্মা হয়ে
স্নান করলে সেই পুকুরে
জন্ম মৃত্যু না হইবে আর॥

কথা: হরিপদ গোঁসাই
সূচী

বাউল (দরবশেী)-৬৭৬: ভগবানকে চিনবি যদি আগে চিন

ভগবানকে চিনবি যদি আগে চিন তার মন্ড ধর
মণ্ডপ ছাড়া সারা বিশ্বে মিলবে না তার খোঁজ খবর॥
পিতৃদেব আর মাতৃদেবী তারা এই মণ্ডপে কারিগর
তারা যখন মণ্ডপ গড়েছিল আমি ছিলাম আনন্দ নগর॥
আনন্দে যে মণ্ডপ গড়া আছে আনন্দময় তার ভিতর
আগে শক্তি পথে সত্য হইয়া ভক্তির পথে ঢুকে পড়॥
দুইশছয়খান হাড়ের জোড়া খাড়া রয় দুইটির উপর
আছে আট কুঠুরী নয় দরজা চামড়ার ছাউনি তার উপর॥
কুলকুণ্ডলিনী চেতন করি শিব আর শক্তি মিলন কর

শত চক্র ভেদ করে দেখ ওং-কারেতে আছে শ্যামসুন্দর॥

যতক্ষন শ্যামসুন্দর আছে ততক্ষন মণ্ডপ সুন্দর

পাগল উপেন্দ্র কয় সেই মণ্ডপে পড়ল না আর আমার নজর॥

কথা: উপেন্দ্র নাথ সরকার
সূচী

বাউল-৬৭৭: দিন থাকতে দমের কর ঠিকানা

দিন থাকতে দমের কর ঠিকানা

ও মন দম ফুরালে হবে না

আদমের দম বহে চব্বিশ হাজার দমে

অরুজ নজুল জানলে পরে

হবে তার সাধনা॥

দমের ভিতর সাতটি দম

চিনে দম কর সাধন

না চিনিলে বৃথা জীবন

সেথা হেথা রবে কানা॥

সমস কমর আছে দুই দম

ইংলা পেংহা বলে দুই দম

খাতরাহা দম সেই বা কেমন

শুকমন দম খোঁজে না॥

আদমের দম এহি দমে

আহম্মদের দম এই আদমে

আল্লার দম চিনলে মহম্মদ

অযুদ ধ্বংস হবে না॥

কথা: মহম্মদ শাহ
সূচী

বাউল-৬৭৮: পড়ে হতাশ পড়ে হতাশ হোস

পড়ে হতাশ পড়ে হতাশ হোস না মন রাই

ইনিল্লাহু মা সাবেরুন কোরানেতে লেখা রয়॥

আলিফ হে মিম দালেতে

এক আহম্মদ লেখা আছে
নু হরফকে নথি করে
দেখ খোদা কারে কয়॥
কুলাবিল মমিন আরশ মহল
কোরানেতে লেখা রয়
আদমের কালেবে আল্লার আরশ
অন্য জায়গায় কি খুঁজলে হয়॥
দায়েম শা ফকিরে বলে
বৃথা জীবন আমার যায়
আমি চিনব মানুষ হয়ে অচেনা
মানুষ চেনা ভীষণ দায়॥

কথা: দায়েম শাহ
সূচী

বাউল-৬৭৯: একবার দয়া করে এসো গৌর

একবার দয়া করে এসো গৌর
আমার হৃদয় মন্দিরে
অবোধ ভক্ত ডাকছে তোমায়
কাতরে বিনয় করে॥
বৃন্দাবনে পরিহরি
নবদ্বীপে অবতরি
হরি হয়ে বলছে হরি
ডোর কৌপিন ধারণ করে॥
তুমি হরি দীন দয়াময়
আমারে হইয়ো না নিদয়
বোসো আমার হৃদকমলে
হরিনাম করো মধুর স্বরে॥
তুমি হে বিপদ ভঞ্জন
তুমি হে লজ্জা নিবারণ
দাস রতিলালের এই নিবেদন
বাজাও বীণা অন্তরে॥

সূচী

বাউল-৬৮০: বন্দে গুরু গৌর নিত্যানন্দে

বন্দে গুরু গৌর নিত্যানন্দে
বন্দে শ্রী অদৈত চন্দ্র, শ্রী-বাস আচার্য
    গদাধর পণ্ডিত গৌর ভক্তবৃন্দে॥
জীবের তাপত্রয় দেখিতে না পেরে
পঞ্চতত্ত্ব লয়ে সেবের উদয় করে
প্রেমের বাদরে ভাসায়ে সবারে
    জীবের বীজ নাশ করে, হাসে, নাচে, কান্দে॥
শান্ত, সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর
শ্রীগৌরাঙ্গ আমার অতি সুমধুর
সাক্ষাৎ শৃঙ্গার রসরাজ গৌর
    উদয় হলেন এসে, সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রে॥
এই পঞ্চতত্ত্ব শ্রীচৈতন্যে বর্ত
তারণামৃত, কারণামৃত,
লাবণ্যামৃত, অধরামৃত, চরণামৃত,
    পান করো রে আনন্দে॥
পঞ্চতত্ত্বের খেলা গুহ্য হয়
আদ্যাবধি লীলা করেন, গৌর রায়
গোঁসাই সনাতনে কয়, কোন ভগবান দেখয়ে
খ্যাপা রামকৃষ্ণ অন্ধ পড়ে রইলি খন্দে॥

সূচী

বাউল-৬৮১: মনটা যদি সাধু হত

মনটা যদি সাধু হত
    তবে ঘুচে যেত এ যন্ত্রণা
সাধু-গুরুর সঙ্গ করে
    পেতাম কত করুণা॥
কামিনী-কাঞ্চনে ভুলে
    গোনা দিন গেল চলে

একদিন যেতে হবে এসব ফেলে
    সঙ্গে কিছু যাবে না॥
সাধুর কৃপা হলে পরে
    যম যাতনা যেত দূরে
তবে চলে যেতাম ভব পারে
    ভবে হত না আনাগোনা॥
কহিছে বিরজানন্দ
    ওরে সনাতন তোর কর্ম মন্দ
তুই চোখ থাকিতে হলি অন্ধ
    জ্ঞানের প্রদীপ জ্বললি না॥

সূচী

বাউল-৬৮২: নারী লয়ে সবাই তো ঘর

নারী লয়ে সবাই তো ঘর করে
নারীকে চিনিতে কেউ নারে
নারীর মায়া অঙ্গের ছায়া
    কায়া পাল্টালেও ছাড়তে নারে॥
নারীর পেটে হয় নরের জন্ম
নারীর ঘটে চলে কর্ম, হয় ধর্ম-অধর্ম
অধর্ম পাপ, ধর্মে পুণ্য
    জীব কর্মশূন্য হতে নারে॥
নারী হল নরের রাজা
নারী ভজলে হরি মেলে, কথা খুব সোজা
নারীর সঙ্গে যে করে মজা
    সাজা পায় সে আখেরে॥
নারীর সঙ্গে যে করে সাধন
নিত্য ধামে প্রাপ্তি হয় ব্রজেন্দ্র নন্দন
নারী লয়ে যে করে গাঁজা
    সাজা পায় সে আখেরে॥
বাঞ্ছা কল্পতরু যে হরি
নরের বাঞ্ছা পূরণ করে, নারীরূপ ধরি
কৃষ্ণদাস কয় ভূরি ভূরি
    এভাব কেউ যদি বুঝতে পারে॥

সূচী

বাউল-৬৮৩: নিজ সুখ লাগি যে পিরিত

নিজ সুখ লাগি যে পিরিত করে সে জানি গরল খায়
পিরীতিসাগরে ডুবিতে যে নারে তাহার কপালে ছাই॥
চন্দ্রমা, কুমুদ, কেমন পিরিত দূরেতে রহিয়া রাখে
অধরে অধরে সুধাপান করে ভ্রমরা চাহিয়া দেখে॥
গুন গুন করে ফুলে ফুলে ঘুরে, ভ্রমরা সমান যারা
সে মধুর রস, পিরীতি নির্যাস, পিরিতে কে পারে তারা॥
মধুর পিরীতি, মুধুকর প্রতি, অরসিক কি তা চেনে
পিরীতি পরান, রসিক সুজন, সে রস তাহারা জানে॥
মনের সহিত যে করে পিরীতি সে প্রেম তাহারে মলে
পরকীয়া রস, রসের সরস, উল্লাসে জ্যোতিষ বলে॥

সূচী

বাউল-৬৮৪: প্রেম নদীতে সুধা আছে

প্রেম নদীতে সুধা আছে
    সাধন করলে পাওয়া যায়
সাধু যারা পেল তারা
    তাদের নয়ন দেখলে জানা যায়॥
যেতে হবে মণিপুরে
কূল কুণ্ডলিনী সঙ্গে করে
রেচক-পূরক-কুম্ভক ধরে
    পাল তুলে দেও প্রেমের নায়॥
সেই প্রেম নদীটির আঁকেবাঁকে
কুমির চলে ঝাঁকে ঝাঁকে
তোমায় বাগে পেলে ফেলবে খেয়ে
    প্রাণে বাঁচা হবে দায়॥
তাই খ্যাপা চান্দ বাউলে বলে
নদীতে নামতে হবে জোয়ার এলে
সনাতন তুই রইলি বসে
    দিনের শেষে কিনারায়॥

কথা: সনাতন দাস
সূচী

বাউল-৬৮৫: কে বলে মানুষ মরে

কে বলে মানুষ মরে
    মানুষ মরিলে বলো
        বিচার হবে কার॥
পঞ্চ আত্মা পঞ্চ রুহু
    হিসাবেতে পাওয়া যায়
এক আত্মাতে দুয়ের জনম
    পরমআত্মার মরণ নাই॥
পরমাত্মার কর্ম লইয়া
    জীবাত্মা যায় বিলীন হইয়া
জন্ম মৃত্যুর নাম ধরিয়া
    চালাইছে কারবার॥
পরম থাকে নিরাকারে
    খেলছে খেলা নীরেতে
জীবাত্মা জীবিত থাকে
    পরমাত্মার জোরেতে॥
আদি শক্তি পরম যিনি
    জীব দেহ চালাইছেন তিনি
আমার শক্তিবিহীন দেহখানি
    হইয়া বেকার॥
যেমন সাগর থেকে আসে পানি
    নদীতে ভেসে বেড়ায়
যেথা হতে আসে পানি
    সেথায় আবার চলে যায়॥
জোয়ার ভাটা চলে ফেরে
    সাগর কভু শুখায় না রে
তেমনি মানুষ চলে ফেরে
    ফকির মনসুর কয় বার বার॥

কথা: মনসুর ফকির
সূচী

বাউল-৬৮৬: তোমরা যে জান খবর

তোমরা যে জান খবর বল
বাবা আমার কোথায় যে গেল
কেমন মতন কি তার গঠন
কোথায় তিনি করলে গমন
তোমরা বল বল কি হল॥
খুঁজে বেড়াই দেশ বিদেশে
কেউ উদাসী কেউ ধ্যানে বসে
কেবল বাবার উদ্দেশে
পেলাম না পেলাম না এবার
খুঁজে দেখি দেশ দেশান্তর
বাবা আমার কি হল॥
সদায় ডাকি বাবা বলে
একদিনও নিলে না কোলে
বাবা আমার কোথায় পালালে
বাবা ফেলে মায়ের কোলে
কোন দেশেতে গেছে চলে
ম'লো কি আছে ভাল
নিদারূণ কয় শোন রে নসর
পাবি না পাবি না কো আর
কার শক্তিতে চলা বল॥

কথা: নসরুদ্দীন
সূচী

বাউল-৬৮৭: কোন পথে কার সাথে ভবে

কোন পথে কার সাথে ভবে এলে
যখন ভবে এলে কি আনিলে
সেই কথাটি বল খুলে॥

কজন ছিল সঙ্গে সাথী
যখন ভবে এলে দিন কি রাতি
চন্দ্র কি সেই সূর্যের জ্যোতি
    কোন বাতিতে তোমায় আলো করলে॥
কি এনেছ পথের সম্বল
খেয়েছিলে কোন ঘাটের জল
শুয়েছিলে কোন গাছের তল
    নিদ্রা ভেঙ্গে কোন খানে কি পেলে॥
যখন এলে এই ভবের পর
কোন কিস্তিতে হয়েছ পার
কিস্তি কিসে করলে তৈয়ার
    নসর বলে কোন জলে ভাসালে॥

কথা: নসরুদ্দীন
সূচী

বাউল-৬৮৮: মন হয়েছে কুমারের চাক্

মন হয়েছে কুমারের চাক্
    মানে না কাহারো বাক্॥
কখন ফলে কখন ফুলে
বাস হয়ে হাওয়ায় চলে
কখনও সে থাকে মূলে
    ফুলে বসে বোঝে মধুর তাক্॥
চোখের একটি পলক ভরে
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ঘোরে
বন্ধ করে রাখতে পারে
    এমন শক্তি দিল কাক্॥
শব্দের যদি পায় সে সাড়া
সেইখানে আগে হয় খাড়া
নসর কয় মানে না বেড়া
    কে ধরবে লক্ষ্মীছাড়াক্॥

কথা: নসরুদ্দীন
সূচী

বাউল-৬৮৯: শুনে নাও একটি আজব কথা

শুনে নাও একটি আজব কথা
    ব্যাঙে খায় সাপের মাথা॥
এক বিধবার শোন কথা
প্রসব করে একটি কর্তা
ঐ রানী ছেলেকে করে বিয়ে
মাথায় তার ঘোমটা দিয়ে
কারও সাথে কয় না কথা
    জিজ্ঞাসিলে নাড়ে মাথা॥
গোঁসাই হরিপদ বলছে তাই
ঐ ছেলের মহিমার অন্ত নাই
ঐ ছেলের দেখা পেলে পরে
    আমার যাবে গো মনের ব্যথা॥

কথা: হরিপদ গোঁসাই
সূচী

বাউল-৬৯০: বন্দেগী আদায় হবে কিসে

বন্দেগী আদায় হবে কিসে
    মন তোর হিংসা নিন্দা থাকতে বশে॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ
কেনো করলে না রিপু মোহ
হরদম ডাকলে নাকো হু আল্লাহু
    সহজ শুদ্ধ রাগের দেশে॥
মন করলে না বিবেচনা
ইমান-হারা বে-ঠিকানা
তুমি ভুল করেছ পাঞ্জাগানা
    পাড়ে নফস্ আম্মারার ফোঁসে॥
শরিয়ত ঠিক না করলি মন

তাইতে গেল সব অকারণ
ফুলবাস বলে হায় কি করি এখন
শেষ কালে তার পাইনে দিশে॥

কথা: ফুলবাসউদ্দীন
সূচী

বাউল-৬৯১: খেয়ে গাঁজা প্রানটি তাজা কর

খেয়ে গাঁজা প্রানটি তাজা কর ওরে পাগল মন
কেন সিদ্ধি খেয়ে জ্ঞান হারিয়ে কুপথে কর গমন॥
খাও যদি মন আসল গাঁজা
বাঁকা মন তোর হবে সোজা
ক্রমে ক্রমে পাবি মজা
যদি কৃপা করে পঞ্চানন॥
গাঁজা ভিজাও গোলাপ জলে
ভক্তির ঘর্ষন দাও মিশায়ে
সুচন্দন গোলাপ ভক্তি প্রেম
কাটারিতে কর ছেদন॥
সাঁপি ভিজাও শুদ্ধ জলে
দাও রে গুরুর পদতলে
গোঁসাই সদানন্দ ভোগ লাগালে
ধন্য হবে মনোমোহন॥

কথা: মনোমোহন
সূচী

বাউল-৬৯২: এপার হতে ভাসতে ভাসতে যাবি

এপার হতে ভাসতে ভাসতে যাবি ওপারে
মনহংস তুই সাঁতার দেরে কালী সাগরে॥
সাগরের জল নীলবরণ
তাতে প্রাণ দাও বিসর্জন
পাবি রতন মনের মতন
ফুটবে কলি সহস্রারে॥

শ্যাওলা ভরা অগাধ জলে
ডুবলি কত পাবি বলে
আর ডুবিস না যাবি চলে
ধরবে কুমিরে॥
এপারেতে তুই সাঁতার কেটে
দিন কাটালি বৃথাই খেটে
ভবা কয় চল পারের ঘাটে
মিলিয়ে ফেলি দুইজনারে॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৬৯৩: দয়াল গুরু বলে সাধন হবে

দয়াল গুরু বলে সাধন হবে না
গুরু সেধে না দিলে ধন
মনের সাধ মিটবে না॥
স্ব-অধীন মন হবি যেদিন
সেদিন তুই হবি স্বাধীন
গুরু অধীন হও দীনহীন
কর আরাধনা
সে যে আরাধিত আরাধ্য ধন
সহজিয়ায় যায় জানা॥
আগে মন হও একনিষ্ঠ
কোরো না আর সময় নষ্ট
তাতে তুষ্ট হবে ইষ্ট কষ্ট রবে না
তোমার মন-অভিষ্ট পূর্ণ হবে
যাবে কামনা বাসনা॥
যুক্তি তর্ক কর ত্যাজ্য
পরিষ্কার কর বাহ্য
তবে পাবে ভক্তি-রাজ্য মুক্তির নিশানা
বলে দীন দয়াল হয়ো না মাতাল
বৈতাল সেজো না॥

কথা: দীন দয়াল
সূচী

বাউল-৬৯৪: তোরা চল গো আমার সাথে

তোরা চল গো আমার সাথে সখী চল গো আমার সাথে
ওরে কলঙ্কের কলসী আমি লইয়াছি মাথে॥
আর কলসী লইয়া আমি গেলাম জল আনিতে
ওরে জলের ঘাটে দেখা হইল প্রাণ বন্ধুয়ার সাথে॥
আর মোহন বাঁশী বাজায় বন্ধে বসিয়া ঘাটেতে
ঘরে যাইবার মন চলে না ঐ বাঁশীর রবেতে॥
আর মন লয়ে প্রাণ বন্ধুয়ার ধরি চরণেতে
বন্ধে আমার না লয় কুল কিসের কারণেতে॥
আর পাগল ইরপানে কইল ভাবিতে ভাবিতে
না জানি কি হইব আমার আখের আকিবতে॥

কথা: ইরপান
সূচী

বাউল-৬৯৫: কাঠের মালায় কাজ হবে না

কাঠের মালায় কাজ হবে না শ্বাসের মালা জপতে হবে
আগে প্রাণায়াম না সিদ্ধ হলে কেমন করে পারা যাবে॥
এবার ইড়া পিঙ্গলা ছেড়ে
আগে চল মূলাধারে
সুষুম্নাকে সঙ্গে করে
দ্বিদল পরে যেতে হবে॥
তুমি সহস্রারের মাঝে যখন
দেখতে পাবে সেই নিরঞ্জন
সেথা চলে গেল রসিক যে জন
কেবল অরসিকেরা যাচ্ছে ডুবে॥
যখন কাম ছেড়ে হবে ঊর্ধ কাম
তখন দেখতে পাবে সেই গোলোকধাম
খ্যাপা বলে শোন সনাতন
আগে জ্যান্তে-মরা হতে হবে॥

কথা: সনাতন দাস
সূচী

বাউল-৬৯৬: হায় রে মোর প্রাণ নিয়ে

হায় রে মোর প্রাণ নিয়ে যায় আনন্দেতে মধুর সুরে
কে বাঁশী বাজায়রে মোর প্রাণ নিয়ে যায়॥
বাজাইয়া মোহন বাঁশী
কইল আমার মন উদাসী
বাঁশীর টানে মরি প্রাণে গৃহে থাকা দায়॥
ঘরে বাদী কাল ননদী
সঙ্গে সঙ্গে নিরবধি
বাহির যাইতে না দেয় মোরে করি কি উপায়॥
যখন বধে বাজায় বাঁশী
তখন আমি রান্‌তে বসি
ভিজা লাক্‌ড়ি চুলায় দিয়ে কান্দি ধূমার দায়॥
সদায় শুনি বাঁশীর রব
কোথায় গেলে তারে পাব
পাইলে দিলের সাধ মিটাব যত মনে চায়॥
কহেন ছাবাল আকবর আলী
প্রামের জ্বালায় জ্বলি
আজলে থাকিলে আশা পূরাইবে মৌলায়॥

কথা: আকবর আলী
সূচী

বাউল-৬৯৭: মরণ তোমার আগে আগে পিছে

মরণ তোমার আগে আগে পিছে তোমার ভগবান
মাঝে তুমি পালাও কোথা সাবধান, সাবধান॥
মাথার উপর বিরাট আকাশ
চারি ধারে ঘুরছে বাতাস
পায়ের নীচে তাজা মাটি
বুঝে দেখ কেমন এ স্থান॥

দিনের আলো নিশার আঁধার
প্রহরী ঐ তো তোমার
প্রদীপ জ্বলে সূর্য্য, চন্দ্র
মায়া দিচ্ছে দন্ড বিধান॥
ভবা কয় নাই কো ছুটি
আসা যাওয়ার বাঁধন দুটি
চরণ পদ্মে স্মরণ রেখো
পাবে রে মন পথের সন্ধান॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৬৯৮: এমন সোনার স্বর্গকে তোমরা কাঁচের

এমন সোনার স্বর্গকে তোমরা কাঁচের স্বর্গ করেছ
তাই দেবতার মত মানুষ তোমরা বাহুঁশ হয়েছে॥
ফুল চন্দনে অঙ্গ মেখে
থাকতে আগে পরম সুখে
এখন প্রসাধনী মুখে চোখে
ফঁচকে সেজেছ॥
ধীর স্থির বুদ্ধি রত
কথার ছটায় ফুল ফুটিত
এখন বাক্যবাণের দাপট কত
হারাবে কি, হার মেনেছ॥
কাঁচ ভাঙ্গা নয় মন ভাঙ্গা
বাজে চর্চার কর দাঙ্গা
যেমন মাছ ধরে খায় মাছরাঙ্গা
ভাল হবার দফা সেরেছ॥
নিজে নিজে বড় হলে
কেউ মানে কি কোন কালে
ভবা ভাসে চোখের জলে
এমন সোনার দেশে ছাই ঢেলেছ॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৬৯৯: পরের দোষটি ধরতে যেও না

পরের দোষটি ধরতে যেও না ভাই
নিজে কেমন আগে এইটা কর রে যাচাই
দেখবে তখন তোমার মনটি বাবলা গাছের ছাই॥
দোষীর মধ্যে দেখতে পাবে তোমার আপন জন
জ্বলবে তখন মন-আগুনে দগ্ধ হুতাশন
সেইটি হবে মহাশাস্তি, ক্ষমার উপায় নাই॥
নিজের দোষের সীমা ছাড়া দেখতে পাওয়া ভার
এই তো মজা পাবে সাজা বিচার বিধাতার
ন্যায় দণ্ড দণ্ডায়মান ঘুরছে যে সদাই॥
ভবা এলো মরতে ভবে ধরে পরের দোষ
নিজের বেলা ঠাকুরগিরি নিজের নাইরে হুঁশ
আর হুঁশিয়ার হবো কবে বেলা যে আর নাই॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭০০: ঝলমল দুনিয়া টলমল জীবন

ঝলমল দুনিয়া টলমল জীবন
    সমান সমান লহ মানিয়া
তুমি নাই আমি নাই কেন আসি কেন যাই
    দেখ কিরে নিরজনে ভাবিয়া॥
কলকল তটিনী জীবন তোমার
অনন্ত সাগরে চায় মিশিবার
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আসে যায় বার বার
    যাবে দিন, তুমি আসিবে না ফিরিয়া॥
ভিন্ন ভিন্ন ভাব, ভিন্ন সব ভাবনা
ছিন্ন ছিন্ন তাই নিম্নতে মগনা
আসিয়া ভুলেছ তাই যাবার ভাবনা

ভাব, ভাব রে মন দেহটি ছাড়িয়া॥
ছল ছল আনমন নিরবধি ধায়
চঞ্চল মন-মৃগ পাহাড়ের গায়
হিংস্র এ মায়া-বনে কেন যে লুকায়
কখন যেন ফেলে খইয়া॥
ভবা কয় ভাল, ভাল মায়ামোহ জাল
ছিঁড়িতে পারে না কেহ সবাই মাতাল
বিষয় মদিরা পানে আঁখি দুটি লাল
সামাল সামাল যাত্রী, ভবা কয় ডাকিয়া॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭০১: কায়ার মায়া, তাই তো দরদ,

কায়ার মায়া, তাই তো দরদ, দরদীর দিলদরিয়া
ভাসায় সঙ্গে, রঙ্গে ভঙ্গে, অঙ্গের দিকে না চাহিয়া॥
চোখের নেশায় সকল হারায় আলেয়া আর মররীচিকা
মরুভূমি শুষ্কভূমি পান্থপাদপ না জানিয়া
চাষ করিলি ওরে চাষী
প্রেম বারি না পাইয়া॥
ফসলশূন্য ঘোর অরণ্য দেখলি না মন মাঠে যাইয়া
কায়ায় ছায়া, মহামায়া, ভবা তাই যায় গাহিয়া
শুকাবে না সোনার কান্তি
সাবধানে যা ধান বুনিয়া॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭০২: কেউ রাতকানা, কেউ দিনকানা, কেউ

কেউ রাতকানা, কেউ দিনকানা, কেউ জগতে বদ্ধকানা
(কেউ) কানা গোঁয়ার গোবিন্দ, দিনবন্ধু মানে না॥
ভিন্ন ভিন্ন রুচি ভেদে
সৃষ্টিকর্তা পড়লো ফাঁদে

পিতা কাঁদে, মাতা কাঁদে
দুগ্ধ নষ্ট করে ছানা॥
ওলট-পালট সৃষ্টির গতি
পাল্টে গেছে বিশ্বপতি
ললাটে সিন্দুর দেয় না সতী
সমাজে সাজে পতিপরায়ণা॥
কানার বাজার কানা করে
তবুও কানা দেখতে পারে
ভবা পাগলা অন্ধ যে রে
পেলাম না কৃষ্ণসোনা॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭০৩: রাত দুপুরে ডাকাত ঢুকলো বাড়িতে

রাত দুপুরে ডাকাত ঢুকলো বাড়িতে
ঘুম কি আর ভাঙ্গে ওরে
এ ঘোর কলির রাত্রিতে॥
গেয়ে গৌরাঙ্গের হরি নাম
ভেবে ছিলাম করবো বিশ্রাম
বদ হজমের বদনাম
দেয় যন্ত্রনা ছয় রিপুতে॥
পাড়া পড়শী বিবেক যারা
নয় দরজায় দেয় পাহারা
ক্রোধ দস্যুর পেয়ে তাড়া
পালালো কোন জগতে॥
হোঁদলা এক তোতলা বামুন
বুদ্ধিনাশা চঞ্চল মন
ভবা বলে শোন্ শোন্ শোন্
ধরলো পঞ্চ ভূতেতে॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭০৪: ঘাটে পথে প্রেম কোরো না

ঘাটে পথে প্রেম কোরো না
পথে নারী বিবর্জিতা জেনে কি তা জান না॥
ঘাটে পথে প্রেম করিলে
হারা হবি লাভে মূলে
তোর আসল বস্তু হারাইলে
    তখন বান্ধবী আর থাকবে না॥
প্রেম করা কি বিষম জ্বালা
যেন জাতি সাপে লেজে ধরা
উলটিয়ে কামড় দিলে
    প্রাণে তো আর বাঁচবা না॥
এই সুবল দাসের কপাল পোড়া
হল না যে প্রেম করা
প্রেমের বাড়ি বাউল-পাড়া
    একদিনও আনাগোনা করলাম না॥

কথা: সুবল দাস
সূচী

বাউল-৭০৫: করবে যদি সাধুসঙ্গ ভজ গুরুর

করবে যদি সাধুসঙ্গ ভজ গুরুর শ্রীচরণ
প্রেমানন্দে মনোরঙ্গে মজাও রে মন॥
    অনিত্য বাসনা ছাড়ি
    ভজ পূর্ণ গৌরহরি
    হের নিত্য রসের রাসবিহারী
        উজ্জ্বল রস মধুর মিলন॥
    নিগুমেতে আছে যে রস
    তাতে কৃষ্ণচন্দ্র হয়েছেন বশ
    উভয় বলে নিত্যানন্দ
        করে স্বরূপেতে রূপ দরশন॥
    সুখসিন্ধু চুয়ে বিন্দু
        যোগেতে হয় বরিষণ
    তারুণ্যমৃত, কারুণ্যমৃত, লাবণ্যমৃত
        পান কর ভাই অনুক্ষণ॥

গোঁসাই রাধাবল্লভের ধর্ম
দাস নবকুমার বোঝে না মর্ম
যুগল রসের করলে কর্ম
    রসিকের হয় না মরণ॥

কথা: নবকুমার দাস
সূচী

বাউল-৭০৬: উলটো নদীর উলটো ধারে পড়ে

উলটো নদীর উলটো ধারে পড়ে গেল নাও
খুব হুঁশিয়ার ও মাঝি ভাই ঠিক ভাবেতে বাও॥
পিছন থেকো ঝড় এলো
দেখতে পাও কি ভীষণ কালো
একটু ভাই সমঝে চলো
    খামখেয়ালী থামাও॥
তরঙ্গেরই ওলট পালট
বোঝ না তো কতখানি চোট
কিনারায় লাগলে হোঁচট
    কাঁদবে হাউমাউ॥
ভবা পাগলা খুব হুঁশিয়ার
যেতে হবে নদীর ওপার
খরস্রোতা নদীর ধার
    মনে মনে বুঝে নাও॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭০৭: কর্ম্ম করিলে ঠন্‌ঠনাঠন্ ধর্ম্ম করিলে

কর্ম্ম করিলে ঠন্‌ঠনাঠন্ ধর্ম্ম করিলে ভুয়া
কর্কশ তোমার মুখের ভাষা, যেন চৈত্র মাসের কূয়া
বিদ্যাবুদ্ধি কাঁচকলা তোমার, যেন পাথর কয়লার ধুঁয়া॥
বাপ মান না, মা মান না, ইয়ার্কিতে পটু
ফাঁকা স্থানে, বনে জঙ্গলে, কেবলই টুঁ টুঁ

বিয়ের ফাঁদে, পরলে যাদু, হবে লেত্তি আর লাট্টু
তখন দুটি চোখে সরষে ফুলের গজাবে পুঁয়া॥
নিজের বাড়ি থাকতে রে মন মামার বাড়ি যাও
ভাল মন্দ ক্ষীর নাড়ু মজা মেরে খাও
রোজগার-পত্রের নাম গন্ধ নাই আড্ডা মেরে বেড়াও
বাড়ি ঢুকেই চোখ রাঙ্গানো শিয়াল-পন্ডিতের হুক্কাহুয়া॥
ভবার ভাষার ভুল ধর না ফোঁসফোঁসানি থামাও
কতটুকু গরম রক্ত নিজেকে সামলাও
একটুখানি বাতাস তোমার মনকে বুঝাও
ভবার হাসি সব কিছুতেই দেখছি কত ভায়া॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭০৮: মনের বাঘেই মানুষ মারে বেশী

মনের বাঘেই মানুষ মারে বেশী
বনের বাঘ তো প্রতিবেশী নয়
সে যে বনবাসী॥
হিংসায় ভরা মন যে গড়া কেবল রেষারেষি
রাত নাই দিন নাই জ্বালায় দিবানিশি
কইতে গেলে উচিত কথা
গলায় দেয় ফাঁসি॥
ভগবানের বিচিত্র চরিত্র
মানুষ গড়ে ভুল করেছে ভাবে দিবারাত্র
ধ্বংস করাও সম্ভব নয়, এ যে লীলাক্ষেত্র
চক্রধারী চক্র ছেড়ে ধরেছে বাঁশী॥
ভবা পাগলা মানুষ ভালোবাসে
কত মানুষ দেখলাম বটে মানুষ কোন দেশে?
মানুষ কোথা খুঁজে বেড়াই, থেকে রঙ্গরসে
একপলকেই বুঝিয়ে দেন
মা যে এলোকেশী॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭০৯: চোর ঢুকেছে ঘরে

চোর ঢুকেছে ঘরে
পাহারাদার ঘুমিয়ে পড়লো
ধরবে কেমন করে॥
ঘুমান যিনি জাগান তিনি
কি মুস্কিল ছিনি মিনি
ফিসফিস আর কানাকানি
সব নিল মন হরে॥
বিবেক বস্তি ধ্বস্তা ধ্বস্তি
পালোয়ানের বেজায় কুস্তি
ডাঙ্গায় বাঘ জলে হস্তী
মস্তিষ্কের মগজ ধরে॥
ঘরের মালিক পাগলা ঠাকুর
পুষেছিল দুটি কুকুর
অচৈতন্য ঘুমে বিভোর
শ্রীচৈতন্য পড়লো ফেরে॥
ভবা পাগলা চোর ধরতে
জেগে থাকে দিনে রাতে
জেগে দেখি রোজ প্রভাতে
কিছু নাই ভাণ্ডারে॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭১০: মন তোর বড্ড বাড়াবাড়ি

মন তোর বড্ড বাড়াবাড়ি
রাজ তক্তে বসলি কেবল
হাতে নাই তোর কানাকড়ি॥
সব জনমের অন্তকালে

জন্ম নিলি মানুষ কুলে
সর্দি গর্মি কর্ম ফলে
বৃদ্ধকালে হামাগুড়ি॥
যৌবনের জোয়াড় ভাটায়
পড়লি রে মন দু ধারায়
ত্রিমোহনার বালুর চরায়
ছুটলো রে তোর বাহাদুরী॥
জানিস না কিরিক্ ক্ষিরি
করিস কেবল সরকার-গিরি
কড়ির উপর হয়ে হরি
কাড়াকারি দণ্ডচারি॥
গায় মানে না আপনি মোড়ল
শুক্‌নো গাছে পাখীর খোড়ল
গোখ্‌রো সাপের ছোবল খেয়ে
আবোল-তাবোল গলায় দড়ি॥
যাবার আগে একটু তারে
ডাক রে মন প্রাণটি ভরে
হরে কৃষ্ণ হরে হরে
ভবা কয়, মন, কণ্ঠ ভরি॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭১১: চোর কে চোর কইলেই চটে

চোর কে চোর কইলেই চটে হয় লাল
সাধুকে সাধু বললেই হয় প্রেম মাতাল॥
কত তফাৎ কত দূরে এই ব্রহ্মাণ্ডের বহুরূপী
কত পাপ কত পুণ্যি দুই করে চুপি চুপি
অদ্ভুত এই কারখানাটি
স্বর্গ আর পাতাল॥
চুপ করেই থাকা ভাল বোবার কোন শত্রু নাই
বহু পুরাকালে ছিল যত মুনি গোঁসাই
তাঁর চুপটি করে নামটি জপে

পাড়ি দিলো ধরি হাল॥

প্রশংসা সবাই চায় চায় না কেহ নিচু হতে
আমি তুমি যত দেখছো এই অনাসৃষ্টি পৃথিবীতে
(দেখ) সৃষ্টিকর্তা কেমন চতুর
সবাই তালে দিচ্ছে তাল॥

অস্ত যাবার আগে ভবা ব্যস্ত একটু মনে মনে
কি ভাবনা করব আমি সব সঁপেছি মার চরণে
চোর সাধু দুই ভাল
যুগ যুগান্তর চিরকাল॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭১২: বাঘ মারা ইঁদুরের কাছে যেয়ো

বাঘ মারা ইঁদুরের কাছে যেয়ো না রে মন
প্রধান অনিষ্টকারী যার নাম যৌবন॥

সে ইঁদুরের নাই হিতাহিত
কি বা ভাল কি বা কুৎসিত
দামোদরের ভাঙ্গে রে ভিত
উদ্ভিদ্ মারে বিনা কারণ॥

ভাল একটি আছে বিড়াল
বিবেক নামে গরুর রাখাল
চতুর্বর্গের দেয় রে সে তাল
বেতাল হলে করে চারণ॥

মানুষই তো মানুষ মারে
বেহুঁস হয়ে দফা সারে
ভবা কয় তাই মানুষ ধরে
করবে তার অন্বেষণ॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭১৩: ফকির সেজে ফিকির কর গাছতলায়

ফকির সেজে ফিকির কর গাছতলায় বসে
কবচ তাবিজ পাথর দিয়ে হাট কর কষে॥
ভূত ছাড়িয়ে জিন তাড়িয়ে
করছ বাজিমাত
তোর আপন ঘরে ভূতের বাসা
তুই আপনি কুপোকাত
তোর ঘরের কাঠি তাদের হাতে
তুই রে পরবেশে॥
জীবন ভরে মরলি ঘুরে
মানুষের মেলায়
মানুষ রতন চিনলি না মন
দিন যে বয়ে যায়
এবার মানুষ ধর
মানুষ ধরে মানুষের বশে॥

কথা: গোবিন্দ দাস
সূচী

বাউল-৭১৪: আমি না থাকিলে খোদা তোমার

আমি না থাকিলে খোদা তোমার জায়গা ভবে নাই
স্থান না পেয়ে অন্য কোথাও আমাতে লয়েছ ঠাঁই॥
দুনিয়া তোর স্বরূপ ছায়া
আমাতে তোমারই মায়া
ছেড়ে দিলে এসব কায়া
তুমি বলতে কিছু নাই॥
বাগান থাকলে ফোটে কলি
আগুন থাকলে রহে ছাই
কথায় শুধু ভিন্ন বলি
আসলে এক বুঝতে পাই॥
অনন্তে রয়েছে অসীম
খুঁজতে গেলেই ঘোড়ার ডিম
রাধা রহিম কৃষ্ণ করিম
কত নামে ডাকছি তাই॥

মস্ত বড় প্রেম করেছ
তুমিই আমি হয়ে গেছ
আকারেতে নীল হয়েছ
প্রামেতে খেলছ লাই॥
স্বপ্নে দেখি ঘর পুড়ে যায়
চিৎকার করি হায়রে হায়
পলাইয়া বা যাব কোথায়
দিচ্ছে জালাল তোরই দোহাই॥

কথা: জালালুদ্দিন
সূচী

বাউল-৭১৫: মানুষ মরে বিশ্ব ছেড়ে যাবে

মানুষ মরে বিশ্ব ছেড়ে যাবে সে কোথায়
শুধু দৃশ্যান্তরে গেলে সবাই করে যে হায় হায়॥
যাদের দেখি না চোখে
আছে তারা ভিন্ন লোকে
স্বপনের দীপালোকে
কখন কখন দেখা যায়॥
বিশ্ব ভাণ্ডের নাই যে সীমা
বুঝতে নারি তার মহিমা
অনন্তের অশান্ত কোলে
কিছুই না হারায়॥
সময়ের এই অন্ধকারে
ঘুরছে সবাই বৃত্তাকারে
মিছেই জালাল ধাঁধায় পড়ে
কটা দিন কাটায়ে যায়॥

কথা: জালালুদ্দিন
সূচী

বাউল-৭১৬: ধর্ম কি জাত বিচারে

ধর্ম কি জাত বিচারে
    যোগী ঋষি মহাজনে
        সবাই দেখে সমান করে॥
করিম রহিম রাধা কালী
এ বুল সে বুল যতই বলি
শব্দ ভেদে ঠেলাঠেলি
        হইতেছে সংসার॥
মানব দেহে থেকে স্বয়ং
    একই শক্তি ধরে
প্রেমের মূর্তি লয়ে একজন
        বিরাজ করে প্রতি ঘরে॥
ক্ষিতি জল বায়ু বহ্নি
আগুন মাটি হাওয়া পানি
এক ভিন্ন আর নাহি জানি
        যা আছে সংসারে॥
করিম কিষণ হরি হজরত
    লীলার ছলে ঘুরে
ভাবে ডুবে খুঁজে দেখ
        ভেদাভেদ কিছু নাই রে॥
হিন্দু কিবা মোসলমান
শাক্ত বৌদ্ধ খ্রিশ্চিয়ান
বিধির কাছে সবাই সমান
        পাপ পুণ্যের বিচারে॥
খণ্ডে খণ্ডে অখণ্ড সাঁই
    লক্ষ আকার ধরে
মাটি দিয়ে কুম্ভকারে
        পুতুল পাতিল কতই গড়ে॥
জালাল পাগলার কথা ধর
আত্মসমর্পন কর
দলাদলির ভাবটি ছাড়
        বলি বিনয় করে॥
করো না দুদিনের বড়াই
    সং সেজে সংসারে
এক হাতের তৈয়ারি জীব
        আসা যাওয়া এক বাজারে॥

কথা: জালালুদ্দিন
সূচী

বাউল-৭১৭: ছন্দের আনন্দবাজার ভক্তের সমাগম

ছন্দের আনন্দবাজার ভক্তের সমাগম
    ভবের হাট করিতেছি পেয়ে একটু দম॥
দুটি একটি পয়সা লাগে, বিশ্বাস আর ভক্তি
এরই আস্বাদনে বাড়ে মহা মহা শক্তি
মহাশক্তির আরাধনায় কর না দ্বিরুক্তি
    এস এস প্রেমিক সকল, বেশী না হয় কম॥
কত কিছু মিলে রে মন, কত কিছু পাবে
বেলা নাই হে দেখছো গো, বেলা প্রায় ডুবে
যা কিছু সামান্য লহ, এতেই সব হবে
    শব-সাধনায়, মুক্তি লাভে, পিছিয়ে যাবে যম॥
ভবা কহে (এ) সময়টুকু পাবে না রে আর
ছাড়িতে, ছাড়িতে হবে সুখের সংসার
সবার সঙ্গে মিষ্টি কথায় কর ব্যবহার
    চেষ্টা কর হবে তুমি সবার মনোরম॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭১৮: ও গো মা ডাকাত পড়লো

ও গো মা ডাকাত পড়লো বাড়িতে
যৌবন নামে ভীষণ ডাকাত
        বিখ্যাত নাম জগতে॥
চার দরজার প্রথম দ্বারে ঘুমিয়ে পড়েছি
জাগবার সুযোগ পাই নাই আমি সঙ্গে ছিল ঝি
ভাঙলো দুয়ার যুক্তি তাহার
        কুমতির কু-যুক্তিতে॥
বড় হল ছয়টি ডাকাত কি যে শয়তান তারা
অস্থি চর্ম সার করে মোর করলো সর্বহারা

অন্ত দন্ত ভেঙে ক্ষান্ত
এসে পড়লাম প্রৌঢ়তে॥
বৃদ্ধ কালে একা ভবা ঘরের কোনে বসে
কি করিলাম সারা জীবন ভাবে দিনের শেষে
(এবার) এস ঠাকুর আমি ফতুর
এ হেন ঘোর কলিতে॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭১৯: জীবনের প্রতিটি পাতায় লিখা যায়

জীবনের প্রতিটি পাতায় লিখা যায় লিখা যায়
কত কি লিখা যায়
সুপ্রভাতে এসেছিলে, অবহেলায় বেলা যায়,
বেলা যায়॥
সাগর পর্বতমালা বন-উপবন
দিগন্ত ব্যাপিয়া মন করিছে ভ্রমণ
কামনা-রমণী সঙ্গে, করিছ রমণ
শুয়ে আছ সুখনিদ্রায়, বাসনারই বিছানায়॥
সময় চলিয়া যায়, জান, প্রতি মুহূর্তে
মনে নাই ভুলে গেছ, কি হবে মনে করতে
তোমার কীর্তি দেখে প্রলয় নৃত্যে
শমন নাচিছে ভাল, ডাকে শুধু আয় আয়॥
এ জীবনের কত দাম, দেবতারাও হার মানে
মানব হইতে সাধ, আসিতে চায় এখানে
তুমি মানুষ হলে, এখন মিছে অকারণে
চেয়ে থাকো দিবানিশি, অনিত্য আশায়॥
এখনি লিখ রে মন, শিবদুর্গা, শিবকালী
জীবনটি ধন্য হবে, লিখ লিখ বনমালী
ভাবা পাগলা কহে, কেন বৃথা এলি গেলি
স্বর্ণাক্ষরে লিখা রইবে, অনন্ত কাল অমর ধরায়॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭২০: মিটিয়ে নে রে মন পাগলা

মিটিয়ে নে রে মন পাগলা
মনের যত আশাগুলি
নৌকাখানা ছাড়তে হবে
প্রেমের বাদাম দিয়ে তুলি॥
যে পথে তোর মন চলে যায়
চালাও তারে তাঁর ইশারায়
মিটে যাবে সেই কিনারায়
যেখানে নাই দলাদলি॥
হু হু করে জ্বলছে যখন
দিবানিশি পাগলের মন
জল-ভরা তার দুটি নয়ন
বুঝবে কে তার ব্যথার বুলি॥
এক জনমের কথা যে নয়
নিত্য নূতন এ অভিনয়
ভবা পাগলার জয় পরাজয়
আশা ভরসা চরণ ধূলি॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭২১: মনকে সাধু করতে পার

মনকে সাধু করতে পার
ধর সাধুর বেশ
(নইলে) দেখার মত দেখছেন তিনি
ধরবে মাথার কেশ॥
সাধু নয় রে মুখের কথা
(সবাই) যাঁর চরণে নুয়ায় মাথা
নেমে আসে সব দেবতা

ছেড়ে স্বর্গ দেশ॥

(সাধু সেজে) সবার চোখে দিচ্ছ ধূলো

মরবে নিশ্চয় মরণ এলো

খাঁড়া ধরা কালী কাল

করবে কিন্তু শেষ॥

মনকে দিচ্ছি গালা গালি

সাধু হতে কত বলি

ভাবা পাগলা ঘুরছে খালি

সাধুতার নাই লেশ॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭২২: খোদার ফজলে দেখছ দুনিয়া, খোদার

খোদার ফজলে দেখছ দুনিয়া, খোদার নামটি লও

এ হেন স্বপন ভাঙ্গিবে যখন, খোদার কথাটি কও॥

সৃষ্টির আদি খোদার জমি

দুনিয়ার যত তুমি আর আমি

হিন্দু মুসলমান, সবারই এক প্রান, যতটুকু পার সও॥

ভবা পাগলা কয় কোথা আছ খোদা

সাদা প্রাণে সবার লেগেছে যে কাদা

তব প্রেমজল দিয়ে অবিরল, তুমি সতত রও॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭২৩: মন, মসজিদ ঘরে বইসা তুই

মন, মসজিদ ঘরে বইসা তুই ফাঁকি দিয়া গেলি

কতজনার পড়াস নমাজ নিজে নমাজ না পড়িলি॥

শিখাস কত ভালমন্দ

নিজে কিন্তু রইলি অন্ধ

কবে জান হইবে তোর বন্ধ

মাজিদ ঘরের কপাটগুলি॥

এক কানা আন্য কানায়
কেমন কইরা পথ রে দেখায়
নিজেই গেলি কোন বা গোল্লায়
অল্লার দোষ কি দিবি খালি॥
কতগুলি মিস্ত্রি খাইটা
মসজিদ ঘর তোর তুলছে আইটা
তুই এমনরে নিম-বন্বাইটা
মসজিদ ঘর নষ্ট করলি॥
ভবা পাগলা করে সেলাম
হরদম যে করে আল্লারই নাম
আর যে সব কই সেলাম
বর্ত্তরক্ষা মূলের ঝুলি॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭২৪: আমি তীর্থবাসী হব

আমি তীর্থবাসী হব না মন
সংসার তীর্থে সকল পাবো॥
সংসারে যা আয়োজন
সন্ন্যাসীরো তাই প্রয়োজন
তবে বল কিসের কারণ
সংসার তীর্থ ত্যাজীব॥
সংসার মাঝে আছে গয়া, কাশী, বঋন্দাবন
স্থির নিবিষ্ট চিত্তে করিব তার অন্বেষণ
পরম বন্ধু আমার মন মহাজন
পথের সন্ধান আমি তার কাছে জেনে লব॥
আশায় জড়িত এ বেগ, সকল স্বাদ পূর্ণ হলে
মনময় ঠাকুর আমার পথের সন্ধান দেবে বলে
ভবা পাগলা তাই আনন্দে দোলে
সংসারে সন্ন্যাসী আমি প্রেমের ধ্বজা উড়াইব॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭২৫: বল কারে চাহ তুমি মন

বল কারে চাহ তুমি মন
দেখিয়া স্বপন ভেবনা আপন
সে কিন্তু কখন হবে না আপন॥
খুজে দেখ তুমি হৃদয় মন্দিরে
বড়ই সুন্দর নহেতো সে দূরে
বিপদে সম্পদে ওঁর ঐ পদে
তোমারই জীবন কর সমর্পন॥
যদি ভাল লাগে বিষয় সংসার
ডুবে রহ তুমি দিয়ে তারে ভার
ভবা পাগলা কয় হবে সে উদয়
কত সে মধুর কত সে আপন॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭২৬: তুমি মাপ মত পাপ করিও

তুমি মাপ মত পাপ করিও ভাই, হবে না রে অনুতাপ
কেন নিজের কপাল নিজে খাবে, কুড়াবে সবার অভিসাপ॥
সব কাজেরই মাত্রা রেখে
দেখে যা সব দুটি চোখে
কইও না কিছু তোমার মুখে
লুকিয়ে থাক চুপ চাপ॥
মাথার উপর আছে একজন
ভুলনা তারে কখন
তিনি কিন্তু করবে ওজন
শোন আমার বুড়ো বাপ॥
লুকিয়ে কিছু করতে গেলে
তিনি যে সব ধরে ফেলে

চুপ করে রয় হৃদ কমলে
নইলে কেন ওঠে কাঁপ॥
ঘোর কলি কাল বলে বলে
গেল যে সব রসাতলে
তাই ভবা পাগলা নয়ন জলে
ভিজিয়ে দিল সিঁড়ির ধাপ॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭২৭: তোমারই এ বিরাট বিশ্বে কত

তোমারই এ বিরাট বিশ্বে কত যায় কত আসে
তুমি যে দয়াল তুমি যে পাষাণ বিশ্বজনা তাই ভালোবাসে॥
তোমারই এ মায়া দোলনায়
দোলাইছ কতশত যে যেমন চায়
ফকির কাঙাল তোমারই খেয়াল
অনন্ত খেলা তোমার খেলিছে বসে॥
তোমারই ঐ করুনার ছটায়
আনন্দে দোলায় মোরে মৃদুল বায়
এসেছি যাইব আবার আসিব
ভবা কয়, মহা শূন্যে, আকাশে ভেসে॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭২৮: মনের দেবতা মনেই গড়িয়া পূজা

মনের দেবতা মনেই গড়িয়া পূজা করিও মন
সেই তব ইষ্ট, হইবে তুষ্ট, চতুর্ভুজ নারায়ণ॥
শঙ্খ তব দুটি নয়ন তারা
দক্ষিনাবর্তে বহে প্রেমধারা
বাম নেত্র শুধু মায়ার ইশারা
করিও না মন তুমি সে পথে গমন॥
চক্র নহে তব বক্র মনগতি

সুদর্শন করিতে শিখ শীঘ্রগতি
সর্বজীবে হের মধুর মুরতি
    দশচক্রের দর্প হইবে নিধন॥
সদা তব ঐ গদগদ চিত্ত
তাহাতে দমন মদন দৌরাত্ম
মদন মোহন প্রেমরসে মত্ত
    তখন করিবে যুদ্ধ, সাধন ভজন॥
পদ্ম তব ঐ হৃদয় প্রশান্ত
চঞ্চল চতুর ঐ বড়ই উদভ্রান্ত
ভবা কহে, শুন মন ভ্রান্ত
    শ্রীকান্তে একান্তে কর সমর্পন॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭২৯: এক যে ছিল কানা বৈরাগী

এক যে ছিল কানা বৈরাগী
    তার কথা জানা ছিল না
সদাই একতারা লয়ে গাইত তা - না - না - না॥
    রাত নাই দিন নাই
    ঝুলি কাঁথা কিছুই নাই
    শুধু মাত্র নেংটি পরা
        কেমন যেন আনমনা॥
    হরি কি কৃষ্ণ বলে
    কেবল ভাসে চোখের জলে
    কণ্ঠে নামের মালা ঝোলে
        কালী মন্দিরে আনাগোনা॥
    কালীর কাছে তার নিবেদন
    চাহে রাধাকৃষ্ণের যুগল চরণ
    বুঝি না তার এ কোন কারণ
        কিযে তার উপাসনা॥
    সেই কানাটাই ভবা বটে
    কালী নামে কমল ফোটে

কৃষ্ণ প্রেমের মধু লোটে
কালী ভবার দেহখানি
মনটি ভবার কেলে সোনা॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭৩০: তুমি যাবে অমি যাব থাকবে

তুমি যাবে অমি যাব থাকবে বল কে
শুধু আমার এই ভাবনা, বুঝাই আমি আপনাকে
কতদুর প্রান্তরে ঐ মহাসাগরে
ঐ নীল গভীরে, দশ দিকের ঐ দশ দিকে॥
শুধু কেবল চোখে ভাসে ঐ নীল আকাশে
ভেসে ভেসে যায় কত কাল মেঘ হরষে
বরষার ধারা সম নয়নে জল আসে
হাসে পাগল প্রায় কত ব্যথা নিয়ে বুকে॥
ভবা পাগলা নাম মম এমন দুঃখীর সম
পৃথিবীতে আনিবেনা প্রভু তোমায় নমঃ
ভবার এ ক্ষুদ্র আশা মিটিও মনোরম
অনিত্য বাসনার মাঝে ফেলিও না আমাকে॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭৩১: আমার সকলই আছে, তুমি তো

আমার সকলই আছে, তুমি তো রয়েছ কাছে
যাবে তুমি ছাড়িয়ে আমায়, তবুও ধাইব তোমার পিছে।
তুমি আমার ওগো যাওয়া-আসা
মাঝপথেও তুমি আমার ভরসা
বৃন্দাবন-শশী, তীর্থে গয়া-কাশী
এলোকেশী আমার হৃদয়ে নাচে॥
কাঁদিবার ছলে তুমি মন্দাকিণী
হাসি যখন আমি, হও আহ্লাদিণী
ভবা পাগলা তোমার করে না বিচার
প্রচার করিতে করুণা মাগে॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭৩২: ঘরে বসেই তাঁরে পাওয়া যায়

ঘরে বসেই তাঁরে পাওয়া যায় বৃথা কেন বনে গমন
চুপটি করে ঘরের কোণে, মুদে দেখ তোর দুটি নয়ন॥
ছেড়ে দে সব ধ্রুব প্রহ্লাদ
কলিতে নাই সে সব আহ্লাদ
ঘরে বসে খেয়ে প্রসাদ
একটু তাঁরে করিস স্মরণ॥
ধর্ম্ম করিস কর্ম্ম করে
পাবি রে সুখ এই সংসারে
মনটি রাখিস কষে ধরে
বনে গেলেও সব প্রয়োজন॥
আনন্দেতে করবি সংসার
সঙ না সেজে নাম করিস সার
বেঁচে রইবি কতদিন আর
অতি শীঘ্র এলো মরণ॥
সংসার ছেড়ে বনে যাবি
ভাত না খাস ফল তো খাবি
মুখ বদলালে ফল কি পাবি
ভবা পাগলার এই তো ভজন॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭৩৩: ওরে আমার দরদী জলদি করিয়া

ওরে আমার দরদী জলদি করিয়া তরী বাও
অতল জলধি মাঝে যদি ওঠে বাও॥
হুম হুম, কুম কুম, নদীর জলের ডাক
উত্তাল তরঙ্গ মাঝে ভীষণ ভীষণ পাক
কূল নাই কিনারা নাই আছে মস্ত বাঁক

ফাঁকে ফাঁকে হাঁক ছাড়ি ডুবে বুঝি নাও॥
হিয়ো হিয়ো কইরা মাঝি বৈঠা মার টান
পারের মালিক তুমি তোমার হাতে প্রাণ
মুস্কিলে পড়িলে ওগো কর যে আসান
ভবা কয় বদর বলি ওপারে লাগাও॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭৩৪: দিনের আলো নিভে এলো, ও

দিনের আলো নিভে এলো, ও মাঝি ভাই বেয়ে চল
ধীরে ধীরে অতি ধীরে, বদন ভরে কালী বল॥
পারবে না আর সন্ধ্যা হলে
ঢেউয়ের মাঝে নৌকা এলে
কাল তুফানের ভীষণ জলে
কত জনা সব খোয়ালো॥
এই তো সময় এই বেলাতে
পাড়ি জমাও ঐ পারেতে
সময় গেলে সময় দিতে
কে দিবে মন তুমিই বল॥
মেঘ জমালো কুটিল বাতাস
ছাড় শীঘ্র এই কারাবাস
বিশ্বাস কিরে এমন নিঃশ্বাস
ভবা তাই ভেবে মল॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭৩৫: আগে সাঁতার শিখরে জেলে, তবে

আগে সাঁতার শিখরে জেলে, তবে নাইতে নামিস জলে
ভাসতে পারবি, ডুবতে পারবি, কেউ খাবে না গিলে॥
ভাল মানুষ হয় রে বেহুঁশ, মানুষ খায় রে চিলে
সাঁতারই হয় সৎ গুরু, এমন নাই রে ভূমণ্ডলে

খুঁজে দ্যাখ তোর হৃদ-কমলে, দেহের কয়জন মিলে
(সে যে) শ্রীচৈতন্য, বিচারশূন্য, নির্বিকার রয় নাভিমূলে॥
অষ্ট ঘাঁটি পরিপাটি, গঙ্গা মায়ের চরণতলে
জাল বুনানি মন-জেলেনী, বাঁশের দুটি নলে
অহরহ বুনছে রে জাল একুশ হাজার কলে
ছয় শ হল নাবালিকা সুঁতোর বাঁধন খুলে
ভয় কি মন, ভবা পাগলা থাকবে শূন্যে ঝুলে॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭৩৬: ছেট্ট ছোট্ট বাতাসে ছোট্ট ছোট্ট

ছেট্ট ছোট্ট বাতাসে ছোট্ট ছোট্ট নদীর
ছোট্ট ছোট্ট ঢেউগুলি চলিছে দক্ষিণে
উত্তরে হাওয়া লাগিয়া তাহাতে
ঝিকমিক ঝিকমিক চন্দ্রকিরণে॥
পুবের সূর্যখানি ডুবিছে পশ্চিমে
আসা যাওয়া পথে আগমে নিগমে
অচেনা এক বাউল মত্ত কার নামে
একটি ধ্রুব লক্ষ্যে কণ্ঠ গানে॥
ঊর্ধ্বে আকাশখানি নীল মেঘ ছাউনি
নিম্নে মাটির মায়া সবুজখানি
চারি ধারে একি সুরে নব লাবনি
ভেবে মরে ভবা কেন সত্য-মিথ্যা কারণে।

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭৩৭: ছোটখাট মানুষ আমি ছোটখাট

ছোটখাট মানুষ আমি ছোটখাট বুদ্ধি
আচার ব্যবহার নোংরা আমার ধার ধারি না শুদ্ধি॥
একটুখানি বুদ্ধি আছে
আমি আছি, (আর) তিনি আছে

আমি কাছে তিনি কাছে
    আমার এই উপলব্ধি॥
যে একটুকু বেশী বোঝে
(সে) মস্ত বোকা সংসার মাঝে
বুদ্ধি এঁটে সেজেগুজে
    তর্ক নিয়ে করে যুদ্ধি॥
চোখার চাইতে বোকা ভাল
তাই ভবা পাগলা কয়ে গেল
ফুরিয়ে এলো ফুরিয়ো গেল
    আয়ু-চাল-নৈবিদ্যি॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭৩৮: আমি বেদ আমি বেদান্ত আমি

আমি বেদ আমি বেদান্ত আমি অনন্তের অনন্ত
    আমি আদি আমি প্রেম পরম সিন্ধু
আমি কৃষ্ণ আমি কালী আমি শিব আমি ব্রহ্মা
    আমি পৃথিবীর চির বন্ধু॥
আমি নদ আমি নদী
আমি হাসি আমি কাঁদি
আমি জল আমি স্থল
    আমি অদ্ভুত এক বিন্দু॥
আমি পাহাড় আমি সাগর
আমি পবিত্র আমি পামর
আমি পাপ আমি অভিশাপ
    আমি সূর্য্য আমি শরদিন্দু॥
আমি জবা আমি ভবা
আমি মানুষ আমি সেবা
আমি আলো আমি কালো
    আমি স্বর্গ আমি নরক কিন্তু॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭৩৯: সুখ-সাগরের ঘাটে ফুল ফুটে মাসে

সুখ-সাগরের ঘাটে ফুল ফুটে মাসে মাসে
শুভযোগ না পেলে থাকে না ফুল খোয়ায়
এসে যায় ভেসে অন্বেষণ কেউ না পায়।
জগতে কতই ফকির বৈষ্ণব আলেম ফাজেল
ঘুরছে আশাতে ফুলে যদি ধরত ফল
তবে বাবার গৌরব থাকে তো না
তাইতে এসে প্রবল হলেন মা।
বাবা হত গোবরে পোকা ফুলের মধু খেত না
ছয় মাস অন্তে পুরুষের ফুল ওগো ফুটে
শোভা হয়েছে তবে কেন ফুল দরিয়ায় ভাসে।
শুভযোগ পেলে ফুলের মোহর যায় এঁটে
পয়লা এক মাসের রক্তের দলা
দ্বিতীয় মাসে হইল গোল।
তেসরা মাসে হাতের সঞ্চার চৌঠা মাসে ভুবন
পঞ্চম মাসে পাঞ্জাতন ষষ্ঠ মাসে হয় ছয় জন রিপু
বসিলেন সপ্তম দ্বারেতে।
অষ্টম কুঠুরিতে আল্লা গতে আট মাসে
নবম মাসে নবদ্বার দিয়াছে খুলে
দশ মাসে দশ জন রিপু দশ বল যারে
দশ দিনের পর এল এ ভবে
ফকির মিয়াজান বলে সব দূরে
গুণা মাফ কর আজ।

কথা: মিয়াজান ফকির
সূচী

বাউল-৭৪০: কোথায় সে জন জানে কোন

কোথায় সে জন জানে কোন জন যে জন সৃজন লয় করে
নিকটে কি দূরে অন্তরে বাহিরে মসজিদে কি চার্চে মন্দিরে॥

শূন্যমার্গে স্বর্গে সাগরে সলিলে
ভূধরে ভূগর্ভে অনলে অনিলে
বনে প্রস্রবনে শব্দে ভূমণ্ডলে
আলোয় কি অন্ধকারে॥

পাতে পোতে পথে ঘাটে ঘোঁটে ঘেটে
তপে জপে যোগে যাগে যোগী বাটে
সরল কি শঠে হোটেলে কি হাটে
পথে কি পাথরে প্রান্তরে॥

লন্ডনে মার্কিনে ফ্রান্সে কি চিনে
বর্মা বেঙ্গলে বোম্বে হিন্দুস্থানে
নেপালে কি ভোটে কাবুলে গুজরাটে
ব্রহ্ম-অণ্ডে অণ্ড-বাহিরে॥

গয়া গঙ্গা বারাণসী বৃন্দাবনে
ঘোষপাড়া পেঁড়ো নদিয়া মদিনে
রিভার জর্গনে গার্ডেন অব ইডেনে
শ্মশানে সমাজে কবরে॥

ভারত অশক্ত সে ভার ধারণে
সাংখ্যে হয় না সাংখ্যে অদর্শ দর্শনে
বাইবেলে মিলটনে কোরানে পুরাণে
বেদে কি তন্ত্র-অন্তরে॥

তিনি কর্তা কি গৌরাঙ্গ নানক আল্লা জিশু
কালী কি কানাই এ বসু-শিসু বাসু
কোন নামে কোন ডাকে সাড়া দেন কাকে
স্বরূপ বলিতে সেই পারে॥

ব্রাহ্মে বলে ব্রহ্ম নিরাকার
সহস্রশীর্ষ সাকারে স্বীকার
সে যে কিমাকার বর্ণে সাধ্য কার
ওকার কি আছে ওঙ্কারে॥

কে বলিতে পারে পরেন কোন বাস
তাঁর কোঁচা কি পেনটুল ইজেরে উল্লাস
র‍্যালে কি রাকলে গুধুড়ি কম্বলে
কৌপীন কি কাষাম্বরে॥

ব্রান্ডি কি জিনে শেরি শ্যামপিনে
রুটি বিস্কুটে পলান্ডু লশুনে
মালপো মালসাভোগে মোষে মেষে ছাগে
পাকা পাতা কত আহারে॥
বেণু বীণা বোলে খমকে কি খোলে
তোপে কি তাউসে জয়ঢাকে ঢোলে
নাড়ানেড়ি দলে বাউলের পালে
শিঙ্গে কাড়া কাঁসি কাঁসরে॥
কিরীটে কি ক্যাপে বেণী বেণা-কোপে
কটা জটাজালে গাল-পাটা গোঁপে
চৈতন্য ফুরফুরে খাসা খোদা নুরে
কিম্বা চাঁচর চিকুরে॥
শত্রুরূপে স্বর্গে শুত্রুণী সম্ভোগে
নরক নিকারে শূকরী-সংযোগে
মাহাদুঃখ মহাসুখে রাগে রোগে
সমভাব ভেবে পাই যারে॥
পণ্ডিতে পামরে সন্ন্যাসী শবরে
কাঁকরে কি আছেন রত্নের আকরে
প্যারী বলে এমন কে আছে সংসারে
যে নিগূঢ় নির্ণয় তাঁর করে॥

কথা: প্যারী কবিরত্ন
সূচী

বাউল-৭৪১: ওগো স্রষ্টা জাতিভ্রষ্টা তুমি হইলা

ওগো স্রষ্টা জাতিভ্রষ্টা তুমি হইলা নষ্টের মূল
নাহি তোমার জাতিধর্ম নাহি তোমার কুলাকুল॥
তুমি হিন্দু হও মুসলমান
বৌদহ জৈন কিংবা খ্রিস্টান
নাই তোমার মান অপমান
সবার কাছে সমতুল॥
হিন্দু কিংবা হয় না মমিন
তোমার উপর সবাই স্বাধীন

তুমি আছ স্বয়ং অধীন
তবে কেন বাধাও গোল॥
মেথর মুচি ঘৃণার পাত্র
সবাই জানে তোমার ছাত্র
উপলক্ষ মাত্র ভুল
কাঠিতে বাজাও ঢোল॥
তুমি চোর তুমি সাধু
তুমি স্বামী তুমি বধু
আর যত তোর
সবই ভুল॥
তুমি স্বর্গ তুমি নরক
ইহাতে আর নাইরে পরখ
নাই তোমার সুরত-মুরত
আশাতে ফুটাইছ ফুল॥
বাউল কবি রসিদ বলে
তোমার কথা মনে হইলে
পড়ে যাই গন্ডগোলে
কোথায় আছে সূক্ষ্ম স্থূল॥

কথা: রসিদউদ্দিন
সূচী

বাউল-৭৪২: ঘুচিবে সকল যাতনা ওরে মন

ঘুচিবে সকল যাতনা ওরে মন আমার তোমার
ঘরে বসে পাবে তারে কেন সন্ধান কর না॥
ঘরে ঘরে তারি ঘটা দেখিলে ঘুচবে লেঠা
না চিনি কপালে কালশিটা আর ফেলো না
শুধু জায়নামাজে মাথা তোমার আর ঠুকো না॥
জানিয়ে নামাজের কায়দা চিনিয়ে করিবে সেজদা
সামনে রয়েছে খোদা কেন দেখ না
না চিনে ভূতের সেজদা আর কোরো না॥
বাবা কি মন্দির-ঘরে পূজে সবে তারি তরে
সেই ঘেরা সর্বস্তরে চেয়ে দেখ না

না চিনে ঘুরে মরে যত দিন-কানা॥
ভূত-পূজা মোশরেক করে মেটেভূত পূজে মরে
অনলে জ্বালাবে তারে ভেবে দেখ না
তুমি জেন্দা ভূতের পূজা কর বিপদ রবে না॥
ঘোর ঘোর যত ছিল পির সব ভেঙে দিল
রসিদ তুমি মিছে কেন কর ভাবনা
ঘেরা চান্দ এই মন-আকাশে চেয়ে দেখো না॥

কথা: রসিদউদ্দিন
সূচী

বাউল-৭৪৩: অনেক দিনের পাগল আমি ঘুরে

অনেক দিনের পাগল আমি ঘুরে বেড়াই তার তলাশে
শতকে একটা সত্য কথা শুনলে আবার মরায় হাসে॥
হাঁটি পিছন দিকে চাইয়ে
শুকনাতে যাই তরি বাইয়ে
পেট ভরে তিন বেলা খাইয়ে
দিনটা কাটাই উপবাসে॥
রাজা বাদশা উজির নাজির
সবাই মোর খেদমতে হাজির
জরুলাড়কা মন-বাবাজির
তখত আমার জলে ভাসে॥
দালান কোঠায় মানুষ নাই
বন-জঙ্গলে গেছে সবাই
পুড়ে যদি হইতাম ছাই
উড়ে যাইতাম ঐ আকাশে॥
দুনিয়ার সব আমার গড়া
পৃথিবী মোর পেটে ভরা
মরব বলে জেতা মরা
গোর খুঁড়িতেছি বাতাসে॥
জালালে কয় ওরে বেটা
তোর মতো আর ভাল কেটা
চিনতে লাগে বিষম লেঠা
কেবল মাত্র অবিশ্বাসে॥

কথা: জালালউদ্দিন
সূচী

বাউল-৭৪৪: রাম কি রহিম-করিম কালুল্যা-কালা

রাম কি রহিম-করিম কালুল্যা-কালা
হরি হরি এক আত্মা জীবন দত্তা
এক চাঁদ জগৎ উজ্জ্বলা
আছে যার মনে যা সেই ভাবুকতা
হিন্দু কি যবনের বালা॥
নরঞ্জন নিরাকারে ভেসেছেন বিম্বভরে
ব্রহ্মা আর ৰিষ্ণু তারে চিনিলে না করি হেলা
সেই ষরমাংস অঙ্গ যেন
কিঞ্চিৎ ধ্যানে জানে ভোলা॥
লক্ষ্মী আর দুর্গা কালী ফতেমা তারেই বলি
যার পুত্র হোসেন আলি মদিনায় করে খেলা
আর কার্তিক গনেশ কোলে করে
বসে আছেন কমলা॥
কেউ বলে কৃষ্ণ রাধা কেউ বলে আল্লা খোদা
থাকে না তেষ্টা ক্ষুধা ঘুচে যায় জঠর জ্বালা
মনে ভেবে দেখ এক সকালে
পরো এক নামের মালা॥
এক লয়ে ভাগল বাটি এক পানি আছেন মাটি
এক হাওয়া জানো খাঁটি একের কবল এ কলা
কুবির বলে করি এক ভাবনা
অঙ্গে মাখি চরণ ধুলা॥

কথা: কুবির গোঁসাই
সূচী

বাউল-৭৪৫: মুষ্টি ভিক্ষে করে আমি খেতে

মুষ্টি ভিক্ষে করে আমি খেতে পাইনে উদর পুরে
লয়ে ঝুলি কাঁধে মনের খেদে বেড়াই লোকের দ্বারে॥

বাড়ি বাড়ি হাঁটব কত
ভুতখাটুনি খাটব কত
রৌদ্রে পুড়ে মরব কত
    মনের দুঃখ কই কারে॥
ঘরে থাকতে পোড়াকপালিরে বলে
    মিনসে আয় না ফিরে॥
নামে কুঁড়ে কাজে কুঁড়ে
ভজন নাই ভোজনে ডেড়ে
পাত পাতি মেঝে জুড়ে
    হাবু খুলে হা-ঘরে॥
আমার ঘরেতে বৈষ্ণবী আছে
    পণকাটা চাল চিবিয়ে মারে॥
তিনি দেবী আমি দেবা
আমি করি ঠাকুরসেবা
বলেন আমায় ঠাকুরবাবা
    শুনে বড়ো রাগ ধরে।
তিনি বলেন সদা খাব খাব
    কোথায় পাব খাওয়াই তারে?

কথা: কুবির গোঁসাই
সূচী

বাউল-৭৪৬: তোরা কে জামাই দেখবি, দেখবি

তোরা কে জামাই দেখবি, দেখবি জামাই আয়
সোনার বরন গৌরী মোদের এই বরে কি পাওয়া যায়॥
ষাঁড়ে চেপে বর যে এলো
বরযাত্রী সব কালো কালো
আবার কেউ বা ল্যাংড়া কেউ বা লুলো
    কেউ বা চলে উর্দ্ধ পায়॥
সারা অঙ্গ সর্পে ভরা
বাঘ ছালেরই বসন পরা
জামাইয়ের কপালেতে আগুল জ্বালা
    আবার জটা ভরা তার মাথায়॥

সূচী

বাউল-৭৪৭: একটুখানি হাসরে মন, একটু খানি

একটুখানি হাসরে মন, একটু খানি হাস
আনন্দে পরমানন্দে মহানন্দে ভাস॥
কত জ্বালায় জ্বলছ তুমি
জানেন তাহা অন্তর্যামী
কেবল ভাব আমি আমি
আমিত্ব মন, নাশ॥
কান্নাকাটি মায়ার খেলা
এই করেই যে কাটলো বেলা
আর কত মন অবহেলা
কারে ভালোবাস॥
এমনি ভাবে আর কত কাল
ভবা কইছে পাড়বে রে জাল
কোথা তুমি দীন দয়াল
কর তুমি দাসের দাস॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭৪৮: কে গো তুমি সুন্দর আকাশেরই

কে গো তুমি সুন্দর আকাশেরই গায়।
হাসিছ মধুর বাজিছে ঝুমুর রাঙ্গা দুটি পায়॥
মাঝে মাঝে ঝলকিয়া
ত্রিভূবন আলোকিয়া
কি ভাবিছ কার লাগিয়া
এগিয়ে এস আমার হিয়ায়॥
অমন করে অনেক দূরে
পবন গায়ে বেড়াও ঘুরে
এ বিশ্ব যে তোমার সুরে
গান গেয়ে যে পাগল প্রায়॥

ভবার হৃদি পদ্ম ছন্দে
এস এবার নিত্যানন্দে
আর পারিনা ভাল মন্দে
দন্দ সনে কথা লুকায়॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭৪৯: মানুষে নিষ্ঠারতি কর মন

মানুষে নিষ্ঠারতি কর মন
তবে রতি ফিরবে জানতে পারবে
মানুষ কেমন বস্তুধন॥
পরমাত্মা পরম ঈশ্বর
তিনি সর্বঘটে স্থিতি বটে
বেদবিধির অন্তর
এবার পরমজ্ঞানে ভাব তাঁরে
হবে ভাবলে ভাবের উপার্জন॥
এই মানুষকে করবে বিশ্বাস
এই মানুষ জানিও সত্য-নির্যাস
এই মানুষ বিনা হবে নাকো
সেই সহজ মানুষের করণ॥
এই মানুষে আছে সেই মানুষ
তার ভাব অগম্য পরব্রহ্ম পরমপুরুষ
এই মানুষ ধরে যাবি তরে
গোঁসাই চরণ বলে কুবির শোন॥

কথা: কুবির গোঁসাই
সূচী

বাউল-৭৫০: আমার আমার কে কয় কারে

আমার আমার কে কয় কারে ভাবতে গেল চিরকাল
আমি আদি আমি অন্ত আমার নামটি রুহুজ্জামাল॥
আমারি এশকের তুফান

আমার লাগি হয় পেরেশান
আবাদ করলাম ছারে-জাহান
    আবুল-বাশার বিন্দু-জালাল॥
আমিময় অনন্ত বিশ্ব
আমি বাতিন আমি দৃশ্য
আমি আমার গুরু শিষ্য
    ইহকাল কি পরকাল॥
আমার লাগি আমি খাড়া
আমার স্বভাব হয় অধরা
আমিই জিতা আমিই মরা
    আমার নাহি তাল বেতাল॥
আমি লায়লি আমি মজনু
আমার ভাবনায় কাষ্ঠ-তনু
    আমি ইউসুফ মুই জোলেখা
    শিরি ফরহাদ কেঁদে বেহাল॥
আমি রোমের মৌলানা শাম্‌ছ
    খাজা সুলতান শাহ-জালাল॥
আমার বান্ধা কারাগারে
আমিই বদ্ধ অন্ধকার
মনের কথা বলব কারে
    কেঁদে কহে দীন জালাল॥

কথা: জালালউদ্দিন
সূচী

বাউল-৭৫১: বিচার করলে নাইরে বিভেদ কে

বিচার করলে নাইরে বিভেদ কে হিন্দু কে মুসলমান
রক্ত মাংস একই বটে সবার ঘটে একই প্রাণ॥
জীব যাহারে বলা হয়
সে তো সুন্দর দেহ নয়
প্রাণ সম্বন্ধে জগতময়
    সবাতে তার এক সন্ধান॥
মাথাতে মস্তিষ্ক থাকে

মলমূত্র পেটেতে রাখে
পায়ে হাঁটে চোখে দেখে
একই বায়ু করে পান॥
বাতাস খেয়ে জীবন বাঁচে
বায়ুতে পরাণ আছে
পরমায়ু তারি কাছে
একজনে করেছে দান॥
একই যদি সবার গোড়া
আছে যখন স্বীকার করা
ভিন্ন করে ভবে কারা
দিয়ে গেল বিভেদের জ্ঞান॥
খাওয়া পরা চাল চলনে
ভিন্ন হইয়া ভিন্ন মনে
যার-তার ভাবে নিচ্ছি টেনে
হরি-আল্লাহ-ভগবান॥
একের বিচার কোথায় গেল
পরম কিসে চিনা হল
জালালউদ্দিন ঠেকে রইল
শুধু ভাবের গান॥

কথা: জালালউদ্দিন
সূচী

বাউল-৭৫২: কোন বিন্দুতে মদন অচেতন

কোন বিন্দুতে মদন অচেতন
কোন বিন্দুতে চন্দ্রকলা
কোন বিন্দুতে প্রেমধন॥
গুরুর স্কন্ধে চড়ে শিষ্য বেড়ায়
মন অনন্দে
বুঝবে কি আর অন্যজনে
রসিক করে আস্বাদন॥
স্কন্ধের উপর নেই রে মাথা
ন-টি তার নয়ন

গুহ্যের দ্বারে আহার করে
অকালে নাই তার মরণ॥
আগুন দিলে পোড়ে না
সাতখানা তার চরণ
এগারো কান পঁচিশ মাথা
গোঁসাই হাউরে বলেন এ বচন॥

কথা: হাউরে গোঁসাই
সূচী

বাউল-৭৫৩: কে সে মানুষ আমি

কে সে মানুষ আমি দিদার পেলাম না
এমন ধারা আন্দাজি কথা আমি তো শুনব না॥
মানুষ ধরতে সকলি কয়
কোন মানুষে দিয়াছে সহায়
আছে বা কোথায়
তারে ধর গা সকলে বলে
তারে ধরে কোন জনা॥
ওজুদ মজুদ শুনি তার খবর
এক ওজুদে চার ফেরেস্তা
আছে খুব জবর
ছয় রিপুতে ধাক্কা দিচ্ছে
সেই মানুষ কোন জনা॥
আছে নয় স্থানে নয় দ্বারী
নয় জায়গায় দেয় প্রহরী
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম
আমি তারে খুঁজে পেলাম না॥
মানুষ ধরতে বলে সব লোকে
মানুষ ধরা জ্যান্তে মরা
দেখলাম না তাকে
ইছারোদ্দি মোল্লা বলে
পুরাও মনের বাসনা॥

কথা: ইছারুদ্দিন
সূচী

বাউল-৭৫৪: মাগো নেও না আমায় কোলে

মাগো নেও না আমায় কোলে তুলে
মেতেছিলেম ধূলা খেলায়
তোমায় গেছি ভুলে॥
সন্ধ্যা হল বেলা গেল
আমায় ছেড়ে সব পালালো
এখন আমার উপায় বল
ভাসি চোখের জলে॥
মায়া, মোহ যন্ত্রগুলি
যেদিকে চালায় সেদিকে চলি
ডাকতে সময় পাই না কালী
এমন প্রাণটি খুলে॥
ভবা পাগলা আর পারে না
পৃথিবীতে আনাগোনা
এ যাতনা আর সহে না
এমন ভুমণ্ডলে॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭৫৫: এই হরি নাম মহামন্ত্র

এই হরি নাম মহামন্ত্র
প্রাণায়ামে ভরে নেনা
হরি বললে জনম সফল হবে
ভব পারের ভয় রবে না॥
হরি আমার অমুল্য ধন
হরি আমার পরম রতণ
সেই হরিকে করলে যতন
তারে হরি আর মারে না॥

বস গে গিয়ে নির্জন ঘরে
দেখতে পাবি হরি কে রে
হরি শ্বাস যোগেতে বসত করে
যোগ সাধনা তার ঠিকানা॥
গোঁসাই গৌরচান্দের বচন
আগে কর চার চন্দের সাধন
দেখতে পাবি মধুর বৃন্দাবন
যদি যুগল উপাসনা॥

কথা: গৌরচান্দ গোঁসাই
সূচী

বাউল-৭৫৬: যথা গরল তথা সুধা, দুয়েতে

যথা গরল তথা সুধা, দুয়েতে এক পাত্রে রয়
গরল রেখে অন্যাস্তরে সুধা খেতে পারলে হয়॥
সুধা গরল এক পাত্রে রে, জানিয়ে যে সাধন করে,
গরল রেখে অন্যাস্তরে সুধা যে জন খায়
যে সুধা সেই অমৃত, সাধকেতে করে বর্ত্ত
পাইয়ে পরমতত্ব নিরপেক্ষ বসে রয়॥
শুনেছি এক কালনাগিনী তার কাছেতে বিষের খনি
যথা ফণি তথা মনি সাদু-শাস্ত্রে কয়
আত্ম তত্ব নাহি সেরে ধরতে যায় অজগরে
মাণিক পাবার আশা করে
উল্টে ছোঁ মারে তার গায়॥
মৃগ সিংহ দুইজনে বসে আছে একাসনে
হিংসা নাহি কারু মনে
সাধক তদ্রুপ প্রায়॥
আনন্দমোহিনী বলে, পূর্ণ যে জন সাধক হলে
ফণির মণি নেয় সে তুলে
মদন ফকির ইহাই কয়॥

কথা: মদন ফকির
সূচী

বাউল-৭৫৭: আমার মনের মানুষ খেলছে মণিপুরে

আমার মনের মানুষ খেলছে মণিপুরে হায় রে
ও যে ধারার সঙ্গে আছে মানুষ, ধর সে ধারায় রে॥
তিনশ ষাট রসের নদী
বেগে ধায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদি
সেই নদীতে প্রাণ বান্ধিলে
মানুষ ধরা যায় রে॥
লালন শা ফকিরে বলে, রে পাঁচু
বুদ্ধি তোর নাইকো কিছু
বেদাতির রস পান করিলে
মৃত্যু হরণ হয় রে॥

কথা: পাঁচু শাহ
সূচী

বাউল-৭৫৮: যে গুণে দেহ পয়দা

যে গুণে দেহ পয়দা হয়
সেই গুণ ঢুঁড়িলে সেই গুণাতিতে পায়॥
হাতের কাছের নিলে খবর
কেটে যায় সকল ঘোর
সেই ধরে ঘরের চোর
মনের ইচ্ছায়॥
সাঁই বিধি অনুষ্ঠান তার
নাই কোন বুদ্ধি বিচার
প্রেমের দেশে শুদ্ধ আচার
করে যে জন পায়॥
যুগে যুগে তার বচন
আমি মাথায় করি চরণ
অধীন দুদ্দুর বচন
লালন সাঁইর কৃপায়॥

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল-৭৫৯: সত রজ তম এই

সত রজ তম এই তিন গুণ কয়
তিন গুণের উপরে মানুষ শক্তিতে উপজয়॥
ছেড়ে আত্মকাম
চোঁর সেই মোকাম
পুরাবে মনোস্‌কাম
কথা মিথ্যা নয়॥
সহজ দেশ বলে
এই মানুষ মেলে
জন্ম মোকাম ঢুঁড়িলে
ঘোর তার যায়॥
লালন সাঁইজীর দরবেশের বাণী
দুদ্দু জানায় এখনি
তাই সত্য বলে মানি
এই দুনিয়ায়॥

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল-৭৬০: মনের ভ্রান্তি ঘুচে গেলে

মনের ভ্রান্তি ঘুচে গেলে
মানুষ ভজনের গোড়া আপনি মেলে॥
শাস্ত্রধর্ম তীর্থ ব্রতসার
সকলি মানুষ করে তৈয়ার
জানিলে অমনি তাহার
অন্ধঠুলি যায় খুলে॥
কুদরত মহিমা যারে কয়
সকলি মানুষে উপজয়
জ্ঞান নয়ন হলে দেখতে পায়
এই ভুমন্ডলে॥
মানুষ আর্য মূল গোঁড়া
ফিরছে সদাই বেদ ছাড়া
দুদ্দুর সদাই নামাজ পড়া
আন্দাজে চলে॥

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল-৭৬১: আপনাকে চিনলে পরে চেনা যায়

আপনাকে চিনলে পরে চেনা যায় পরওয়ারদিগরে
সাঁই নিরাকারে নিরন্তরে খেলছে খেলা এই আকারে॥
খোদার খোদা
নাই সে জুদা
আরশে খোদা দেলের ঘরে
আছে দশ জাঙালে সে ঘর ঘেরা
দেখতে পাবি নছীব জোরে॥
মান আরফা নাফছাহু ফাকাদ আরফা তে আছে প্রচার
সে যে আপনাকে আপনি বলছেন নবী পরওয়ারে॥
সুগুম সেই মোকামে হাজির থাকো দেল-হুজুরে
সে যে হয়ে ফানা রূপখানা আশকে মাশুক ঘেরে॥
দরবেশ লালন শাহ কয়
তরিক এই হয়
বন্দেগি হাল্লাজের তরে
দুদ্দু তরিক ভুলে খাবি খেয়ে
দেশ দেশান্তরে বেড়ায় ঘুরে॥

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল-৭৬২: আত্মরতি খন্ড করে শরিক হয়

আত্মরতি খন্ড করে শরিক হয়
পুত্র কন্যারূপে পুনর্জন্ম তারে কয়॥
পুত্র কন্যার মধ্যে সেথা
থাকে বেঁচে পিতামাতা
এইরূপ সৃষ্টির প্রথা চলিয়া যায়
শুক্রবিন্দু রক্ত রস ধরে
বংশ পরম্পরা চলে ফেরে

এইরূপে তারা জন্মে জন্মে আসে লতাসাধনায়॥
    ত্রিবিধ যাতনা রে ভাই
    সেই যাতনায় মরে সবাই
না মরিলে মুক্তি তো নাই জানে তা সবায়
জন্মিয়া যাতনা প্রাপ্তি এ কারণে পরম মুক্তি
পাইবে সাধনে শক্তি দীন দুদ্দু কয়॥

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল-৭৬৩: কাজ নেই পীরের দরগায় শিরনি

কাজ নেই পীরের দরগায় শিরনি দিয়ে
এত সাধের মানবজন্ম ফেলি কে যায় রে॥
    মানুষকে ত্যাজে দেখি
    দরগাতে গত আঁখি
    জানা যাবে এসব ফাঁকি
        হিসাব পেয়ে॥
    মাটির পুতুল শিল নোড়া
    খরের বুন্দের মাথা নাড়া
    এমন শয়তান ছন্নছাড়া
        বেদ পড়িয়ে॥
    মিছে ফেলে মানুষ রতন
    বেলতলাতে করে গমন
    দীন দুদ্দু তাই করে বর্ণন
        যত সব বেসাতিরে॥

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল-৭৬৪: সূর্যের সুসঙ্গে কমল কিরূপেতে যুগল

সূর্যের সুসঙ্গে কমল কিরূপেতে যুগল হয়
সে প্রেম সামান্যে কি জানা যায়॥
সমুদ্রে নামিলে ভাই, পদ না ভিজিবে তায়

মায়ার সঙ্গে রবে মায়া, পরশ না করিবে তায়॥
কুম্ভীরে পতঙ্গ ধরে মাটির ঘরে লয়ে যায়
আল ভাঙিয়ে কায় চাপিয়ে আপন করে ছেড়ে দেয়॥
দুন্দুভি বাঁশী যে দিন বাজিবে, সে দিন শুনিবে ভাই
যে জন মরিবে, সেই সে যুগল চরণ পায়॥
লালন শা বলে, রে পাঁচু, সে বড় রাগের করণ
বাণ-ধনুকে শিক্ষা হলে তবে হবে রণে জয়॥

কথা: পাঁচু শাহ
সূচী

বাউল-৭৬৫: দেখবি যদি সোনার

দেখবি যদি সোনার মানুষ দেখসে তোরা আয়
নাছুত, লাহুত, মালকুত, জবরুত তত্ব জানগে চারজনায়॥
ত্রিবেণীর তিন ধারায়
অধর মানুষ আসে যায়
ঊর্ধ হয়ে ঝোলে মানুষ
চাঁদের মত ঝলক দেয়
ঢাকার সহরে আছে মানুষ
চিন-সহরে চিনতে হয়॥
আঠারো মোকামে মানুষ
চলা ফেরা করে সদায়
একবার ঘরে, একবার বাহিরে
সদায় হাওয়া টেনে ছেড়ে দেয়॥
বাখের শা ফকিরে বলে শোন ওরে বলি ভাই
চক্ষুদানি হলে পরে মানুষ নাচে খেলে দেখা যায়
ও সে হৃদকমলে থেকে মানুষ চাঁদের মত ঝলক দেয়॥

কথা: বাখের শাহ
সূচী

বাউল-৭৬৬: পাকে পাকে তার ছিড়ে যায়,

পাকে পাকে তার ছিড়ে যায়, দীড়াদীড়ি সার
মনের অনুরাগ-তরীতে একান্ত চিত্তে হও রে সওয়ার॥
ছয় রিপুরে বশ করিয়ে
আল্লা নামের পেরাক দেও আঁটিয়ে
দৃঢ় কর তরীখান
মনের হিঁসা নিন্দা কাঠ কাটে গুরো আঁটো
শুদ্ধ রাগের কর পাটাতন
শ্রদ্ধা দিয়ে ছই বানায়ে, নাড়ীতে গুণ-মাস্তুল গাড়ে
কপির কর সৃজন
ওরে ধর্মের নামে বাদাম দিয়ে চল যেথায় রে
মানুষ রতন এবার॥
মানুষ-রত্ন-জনা কাঁচাসোনা
জীবন থাকিতে চর্মচোখে তা দেখলাম না
ভোলাই বলে উর্ধ্বরতি জ্বালাও বাতি
তবে ঘুচবে মনের অন্ধকার॥

কথা: ভোলাই শাহ
সূচী

বাউল-৭৬৭: শ্রীচরণ পাব বলে ভবকূলে ডাকে

শ্রীচরণ পাব বলে ভবকূলে ডাকে দীনহীন কাঙ্গালে
পড়ে এই ঘোর সাগরে, কেউ নাই, মোরে ঘিরে নিল মায়াজালে॥
সৃষ্টি করে আপ্তরসে কোন বা দোষে কালের বশে ফেলাইলে
কার ভাবে ভবে এসে বেহাল বেশে দয়াল নামটি ভুলাইলে॥
পতিত পাষণ্ড যারা, পেল তারা মার খেয়ে, তায় চরণ দিলে
আমি হলাম এতই পাপী, দুঃখী, তাপী, আমার ভাগ্যে লুকাইলে॥
কল্পতরু নামটি ধর, বাম নয় করো, শুনে এলাম সাধুকুলে
দয়াল নামের মহিমা যাবে জানা এই অধীনে চরণ দিলে॥
গোঁসাই হীরুচাঁদের চরণ হয় না স্মরণ, ভজনহীন পাঞ্জু বলে
আমায় না চরণ দিলে একে কালে মানব জন্ম যায় বিফলে॥

কথা: পাঞ্জু শা
সূচী

বাউল-৭৬৮: কে জানবে তারে

কে জানবে তারে
আপন ঘরে করে চুরি
থেকে লক্ষ ক্রোশান্তরে
অদ্ভুত কারখানা দেখি এ সংসারে॥
ভেবে দেখলে দেহ নিত্য
এ জীবন হবে সত্য
মানুষের হয় না মৃত্যু
টুঁড়িলে জ্ঞানের দ্বারে॥
সেই যে সুজন কৌশল তার
বুঝতে পারে সাধ্য আছে কার
তাইতে ঘুরে মরে সংসার
সকলে এক খুটোয় ঘুরে॥
আত্ম তত্ব টোঁর নিজে
দেখতে পাবে জগত মাঝে
দীন হীন দুদ্দু ভজে
লালন সাঁই এর চরণ সার করে॥

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল-৭৬৯: কে তাহারে চিনিতে পারে ভাই

কে তাহারে চিনিতে পারে ভাই
মানুষের চরণ না চিনিলে উপায় নাই॥
কাশী কিংবা মক্কায় যাও রে মন
দেখতে পাবে মানুষের বদন
ধ্যান ধারণা ভজন পূজন
মানুষনিধি সর্ব ঠাঁই॥
মানুষের আকার ধরে
খোদ খোদা যে ঘোরে ফেরে
যবন কাফের বলে করে
দিলে গো তাড়াই॥
দেখিয়া মানুষের দশা
দুদ্দুর মুখে নাই গো ভাষা
মনেতে করি গো আশা
একদিন জানবে সবাই॥

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল-৭৭০: শরীক করনারে মন করি

শরীক করনারে মন করি বারণ
শরীকে বড়ো জ্বালা বারে বারে হবে জনম॥
নিজ বীর্যে পুত্র কন্যা
জন্ম দিয়ে শেষে কান্না
কন্যা পুত্রের ধন্না
দিয়ে বেড়াবে রে রে মন॥
তাহারই পুনর্জ্জন্ম বলে
লালন সাঁইজী ফুকারিলে
শরীকের উল্টা কলে
পড়োনারে ভাই কখন॥
দেখনা এই জগতে সবাই
শরীকের যাতনায় কষ্ট পাই
দীন হীন দুদ্দু বলে তাই
শরীকেই মৃত্যুর কারণ॥

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল-৭৭১: আগে মন মানুষ

আগে মন মানুষ চিনে ধর
মানুষের মধ্যে দিতেছে সাঁতার
আনন্দমোহিনী ধরা ধরার কাছে যায় অধরা
ধরায় অধর পড়ে ধরা, ধরো হয়ে হুঁশিয়ার॥
ধরকে ধরে অধরচাঁদে ধরো রে ধরো রে ফাঁদে
মানুষের জন্যে মানুষ কাঁদে একি আশ্চর্য ব্যাপার॥
তারেতে তার লাগাও রে তার
তার ধরে টান মারো তাহার
মানুষে মানুষের কারবার

বেহুঁশ টের পাবে না তার॥

পরম পূজনীয় মানুষে মানুষে দেয় মানুষের হুঁশ

চাঁদপতি সে মহাপুরুষ তাইতো আর্জান করল সার॥

কথা: আর্জান শাহ

সূচী

বাউল-৭৭২: জেনে শুনে সাধুর লেবাছ গায়ে

জেনে শুনে সাধুর লেবাছ গায়ে পরিস ওরে মনা
মন না হলে সোজা ফকির সাজা বিড়ম্বনা॥
মলি তুই মরণের আগে
তা যেন তোর মনে থাকে
নইলে পড়বি বিষম পাঁকে
বিফল হবে সব সাধনা॥
মরে যদি উঠিস ভেসে
মাজলি কেন সাধুর বেশে
হসনে রে তুই সর্বনেশে
হারা হয়ে সাঁইর করুণা॥
বেশ নিয়ে বেশ করলে মান্য
সাধুকুলে হবি গণ্য
মানব জনম হবে ধন্য
শমনে তোরে আর ছোবে না॥
গুরু চাঁদের চরণ ধরে
থাকরে তুই মরণে মরে
পাঞ্জুরে তুই যাসনে সরে
হিরুচাঁদে করছে মানা॥

কথা: পাঞ্জু শা

সূচী

বাউল-৭৭৩: লোভের দেশে যেও

লোভের দেশে যেও নাকো
ফকিরী বেশ করে ধারণ জেন্দা মরা মরে থাকো॥
কাঁধে নিয়ে আঁচলা ঝোলা
হসনে রে তুই কাম উতলা
নিভাইয়ে তোর মদনজ্বাল
সদায় আল্লা আল্লা ডাকো॥
মরণ আসার আগেই মরো
হাদিসের কথা স্মরণ করো
সাধু গুরুর বাক্য এটে ধরো
তবেই পার হবি তুই চুলের সাঁকো॥
হিরুচাঁদ কয় বারে বারে
পাঞ্জু তুই ভুলিস নারে
এ ভাবের পাড়ি সেরে যা রে
পদারবিন্দু গায়ে মাখো॥

কথা: পাঞ্জু শা
সূচী

বাউল-৭৭৪: রঙীন বাদাম উড়ায়ে নায়ে যাব

রঙীন বাদাম উড়ায়ে নায়ে যাব নিজের বাড়ি
গুরু-মানুষ সহায় হলে দেব সাগর পাড়ি॥
পঞ্চ ঢেউয়ের আঘাত এলে
নামের দোহাই দিতে দিতে পাল দিব তুলে
মধুর সুরে গাইব ধীরে ঐ নামের সাড়ি॥
দাঁড়ি-মাঝি বশ করিয়ে
ভাঙ্গা নায়ে গাবকালি দিয়ে দিব ভাসিয়ে
হাঙ্গর কুমীর করব না ভয় সব দিব তাড়ি॥
হিরুচাঁদের নাম লয়ে
অবর বেলায় যাত্রা করে চলব নির্ভয়ে
পাঞ্জুরে তোর মনের কালি ফ্যাল আগে ঝাড়ি॥

কথা: পাঞ্জু শা
সূচী

বাউল-৭৭৫: বিদায় দাও গো রজনী প্রেয়সী

বিদায় দাও গো রজনী প্রেয়সী নৌকা ভাসাই জলে
সাইজী এসেছে নিতে গো আমায়, ঐ শোনো কথা বলে॥
নাম দাও আমার কানে
নাম নিতে নিতে যায় চলে ঐ নীল আসমান পানে
চোখের পানি আর ফেলো না নীরবে যাই চলে॥
সরল পথে তোমরা থেকো
পথ হারায়ে গরল পথে তোমরা কভু যেও নাকো
করণ ক্রিয়া যা বলেছি রেখো গাঁথে আপন দেলে॥
পাঞ্জু বলে দুনিয়া মিছে
কচুর পাতায় পানি যেমন পিছলিয়ে যায় পিছে
ওমনি হবে সকল ফাঁকি গুরুর দয়া নাহি হলে॥

কথা: পাঞ্জু শা
সূচী

বাউল-৭৭৬: গুরুপদে নিষ্ঠারতি

গুরুপদে নিষ্ঠারতি
হয় না মতি
আমার গতি হবে কিসে
মন আমার মূঢ়মতি
সাধন ভক্তি
হল না মোর মনের দোষে॥
মন আমার গুরু প্রতি
দিবারাতি
থাকত যদি চরণ আশে
তবে চরণ দাসী হতাম
ব্রজে যেতাম
থাকতাম ঐ চরণে মিশে॥
পাতাম যদি এমন বৈদ্য
মনের বেয়াধ্য
সেরে দিত সেই মানুষে
লেগে চরণের জ্যোতি
জ্ঞানের মতি

সদায় হয়ে উঠত ভেসে॥
দীন হীন পাঞ্জর উক্তি
চরণ রতি
পান করিতাম ঘরে বসে
বাঁচতাম শমনের হাতে
অন্তিমেতে
সদয় হতেন গুরু এসে॥

কথা: পাঞ্জু শা
সূচী

বাউল-৭৭৭: দয়াল দরদী, কাঙাল এলো তোমার

দয়াল দরদী, কাঙাল এলো তোমার দ্বারে
অক্ষয় ভাণ্ডার তোমার, কেউ যাবে না ফিরে॥
সর্বধনের দাতা তুমি ত্রিমহীমণ্ডলে
বিনা মাঙ্গায় কত ধন দিয়েছিলে মোরে
এখন আর কোন ধন চাই না গুরু
চরণ দাও আমারে॥
কুলের বাহির হলাম আমি চরণ পাব বলে
কত মহাপাপীর দিলে চরণ, তাই এসেছি শুনে
দাঁড়ালাম দরজায় এসে, স্কন্ধে ঝুলি নিয়ে॥
দেও কি না দেও রাঙা চরণ, বেলা গেল চলে
দাতার চেয়ে বখিল ভাল, তুড়ুক জবাব দিলে
পাঞ্জ বলে জবাব পেলে যাই আমি চুপ মেরে॥

কথা: পাঞ্জু শা
সূচী

বাউল-৭৭৮: যার হয়েছে নিষ্ঠারতি

যার হয়েছে নিষ্ঠারতি
তার গুরু প্রতি সদায় মতি
গুরু ভিন্ন নাই গতি
যেমন ইন্দ্রবারি নিষ্ঠা করে রয়েছে চাতক জাতি॥

তার সাক্ষী দেখ রাম অবতারে
শিষ্য হনু রাম নিষ্ঠা করে
কৃষ্ণপ্রাপ্তি পশুর হলো
নিষ্ঠা প্রেমের এই রীতি॥
গুরুনিষ্ঠা হলে ভজনের উপায়
আছে সত্য সর্বশাস্ত্রে কয়
সত্য প্রেমী গন্য হয়
তারে শমন পারে না ছুঁতি॥
যার বাঞ্ছা আছে শ্রীচরণ বলে
পরের কথায় সে কি যায় টলে
ভুলো না মন কারো ভোলে
করি তোমায় মিনতি
যেমন গোবরে পোকা ভ্রমরের সাথে
পিরিত করেছিল জগতে
পাঞ্জ বলে সতের সাথ
মলেও হয় গঙ্গাপ্রাপ্তি॥

কথা: পাঞ্জু শা
সূচী

বাউল-৭৭৯: মানুষ রতন চিনলে না রে

মানুষ রতন চিনলে না রে ভাই
গেলে পুতুল পূজে জনম গো ভাই॥
যে ভাস্করে গড়ে পুতুল
তার চরণ করিয়া ভুল
পূজে সকল মাটির পুতুল
দেখিরে তাই॥
চিনলেনারে বাংকি সোনা
কিনলিরে মন পেতল দানা
ভবিষ্যতে যাবে জানা
দেখিতে পাই॥
সমঝে করো বেচা কেনা
এমন জনম আর পাবেনা
দীনো হীনো দুদ্দুর বর্ণনা
যাইরে গাই॥

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল-৭৮০: আশাই প্রকৃতির জীবন

আশাই প্রকৃতির জীবন
নিরাশাই মৃত্যুর কারণ॥
বহু বর্ষ দেখেছি ভেবে
অশার তেলে মেপে মেপে
স্থির জেনেছি এবে
আশাই সর্ব মূল সাধন॥
আশা করে পরমপরে
নতুন সুধায় ভরে
তারিই কারণে ঘেরে
হয় সবি ক্রমে সৃজন॥
ত্যাগিলে আশা বাসনা
তিলেক এ সৃষ্টি রবেনা
লালন সাঁই কয় দুদ্দু মরোনা
নিরাশায় সেধে মরণ॥

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল-৭৮১: আমি এমন জনম পাবো কিরে

আমি এমন জনম পাবো কিরে আর
এমন চাঁদের বাজার মিলবে কি আবার।
এমন আনন্দ রসে
আর কি গো যাবো ভেসে
মনব জন্ম পাবো
দেহের কামনা অপার॥
এহেন জনম পেয়ে
কাল কাটালাম ঘুমাইয়ে
জনম গেলরে বয়ে

গেল আমার॥

পরের গোয়ালে ধুয়া

কাটালাম পথে কত কুঁয়া

দিন দুদ্দু কয় দোহাই দিয়া

সাঁই যা করো এবার॥

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল-৭৮২: একবার হারালে জনম আর পাবে

একবার হারালে জনম আর পাবে না

যত বলো পুনর্জন্ম তাতে তো পরাণ ভরে না॥

দুঃখ ক্ষোভ মনের ধোকায়

পুনর্জন্ম সৃষ্টি হয়

তাহাতে পড়েরে সবায়

খাবি খায় রে দেখ না॥

জনম দুর্লভ অতি ভাই

এমন জনম আরকি কখন পাই

পুনর্জন্ম কেবলি বৃথাই

করোনা খাতায় দেনা॥

এ জনম দুর্লভ জেনে

ধর মানুষের চরণে

বিনয় করে দুদ্দু ভনে

কে দেবে তার ঠিকানা॥

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল-৭৮৩: এমন লগন পাবো কবে

এমন লগন পাবো কবে

আমার দশা দেখে মানুষ মোহন চাঁদ

আপন কোলে তুলে নেবে॥

আর কি এমন জনম পাবো

হেসে খেলে বেড়াইব
সারি সারি আর বসিব
কাঁদিগো ভেবে॥
আহা রে মনুষ্য জনম
পেয়ে না করিলাম যতন
আঘাটায় হলো মরণ
মদন বাণে ক্ষেপে॥
বড় সাধ হয় রে আমার
পুনঃ মানব জন্ম পাবার
লালন সাঁই কয় দুদ্দু তোমার
জনম আর না হবে॥

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল-৭৮৪: কে এমন ঘর বেধেছে জানে

কে এমন ঘর বেধেছে জানে কে তার ঠিকানা
খোঁজ পেলে নিতাম মাথায় তার চরণ খানা॥
পানির মধ্যে আগুন জ্বেলে
এদেহ সৃষ্টি করিলে
থাকিয়া গোপন কলে
ঘুরায় কল-সোনা॥
হরনাল করনাল মৃণালে
ঘুরায় কল সদাই চলে
আড়ালে থাকিয়া বলে
আমারে কেউ দেখলে না॥
যে চেনে তাহার বাসা
পূর্ণ হয় তাহার আশা
ঘুচে যায় ভব দুর্দশা
দীন দুদ্দুর বর্ণনা॥

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল-৭৮৫: ডাক রে মন হকনাম আল্লা

ডাক রে মন হকনাম আল্লা বলে
ভেবে আপন কাছে,
নাওরে ভজে,
বেলা যে যায় রে চলে॥
যতো কথা বলে রে মন
শেষের কিছু রেখ স্মরণ
আর হবে না এমন জনম
এ জনম চলে গেলে॥
এজন্ম দূর্লভ জনম
সর্ব শাস্ত্রে আছে বচন
করগে সত্য নির্ণন
পড়না পড়না গোলে॥
দুদ্দু বলে সত্যাসত্য
সবই তাহার চরণে॥

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল-৭৮৬: বাউল বৈষ্ণব ধর্ম এক নহে

বাউল বৈষ্ণব ধর্ম এক নহে ভাই
বাউল ধর্মের সাথে বৈষ্ণবের যোগ নাই॥
বিশেষ সম্প্রদায় বৈষ্ণব
পঞ্চ তত্ত্বে করে জপতপ
তুলসী মালা অনুষ্ঠানে সদাই
বাউল মানুষ ভজে
যেখানে নিত্য বিরাজে
বস্তুতে অমৃত মজে
নারী সঙ্গী তাই॥
নিত্যানন্দের দুই পুরুষ হয়
বীরভদ্র বীর চূড়ামণি কয়
দুইজনে দুই মতের গোঁসাই
শুনিতে পাই॥
দরবেশী বাউলের ক্রিয়া

বীরভদ্র জানে সেই ধারা
দরবেশ লালন সাঁইর কথায়
দুদ্দু জানায় তাই॥

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল-৭৮৭: ভজন সাধন করবি রে মন

ভজন সাধন করবি রে মন কোন রাগে
আগে মেয়ের অনুগত হও গে
জগৎ জোড়া মেয়ের বেড়া রে
কেবল একপতি সাঁইজী জাগে॥
মেয়ে সামান্য ধন নয়
জগৎ করেছে আলোময়
কোটি চন্দ্র জিনি কিরণ বুঝি আছে মেয়ের পায়
মেয়ে ছাড়া ভজন করে রে
তা হবে না কোনো যোগে॥
যদি রুপার টাকা পায়
জীবে কপাল ছোঁওয়ায়
কত রজত-কাঞ্চন সোনা-রুপা পতি দিছে মেয়ের পায়
মেয়ে এমন ধন নাহি চিনে রে জীব
পড়বে পাপের ভোগে॥
মেয়ে মেরো না রে ভায়
মারলে গুরু মারা হয়
মেয়ের আহ্লাদিনী নাম রেখেছেন চৈতন্য গোঁসাই
ও যার দরশনে দুঃখ হরে রে
তার চরণে শরণ নিগে॥
বলে হীরুচাঁদ আমার
মেয়ে মনোহর
যার আকর্ষণে জগৎপতি করল রাধার দাস স্বীকার
তুই ধরবি যদি গুরুর চরণ রে পাঞ্জু
মেয়ের চরণ ধর আগে॥

কথা: পাঞ্জু শা
সূচী

বাউল-৭৮৮: ঠিক রাখবি যদি সাধের ঘর

ঠিক রাখবি যদি সাধের ঘর
ভবের হাটে খুঁজে দেখে
ভাল এক ঘরামি ধর॥
অনুরাগের আড়া কর
আল্লার নামে খুঁটি গাড়
রূপের পেলা মার
ঝড়ি ঝটকা কি করবে তোর
মহাসুখে বসত কর॥
ধর রে ঘরামির চরণ
হৃদপদ্মে কর ধারণ
চিন্তা নাহি আর
দুস্ট যত আপন হবে
কেউ রবে না পর॥
পঞ্চবাণের ছিলে ধরে
ক্ষান্ত কর কাম-অসুরে
মাল যাবে না আর
ঘরামিকে স্বামী করে
মহাসুখে বিলাস কর॥
ঘরের মালেক মটকায়
আছে মনুরায়
তাইরি কাছে রাখ হুঁশিয়ার
হীরুচাঁদ কয় পাঞ্জু
যাবি চরণ ঘরে ভব পার॥

কথা: পাঞ্জু শা
সূচী

বাউল-৭৮৯: কেন কাশী বাসের সাধ হলো

কেন কাশী বাসের সাধ হলো রে তোর
নিলি তাইতে কৌপিন ডোর॥
গৃহে ছিলি ভালো ছিলি
কানরে উদাস হলি
করেতে চিমটে নিলি
সুর্যেব্যোম ভোলা সোর॥
যদি ঠিক হতো মুণী
পেতিস এই মানুষ তোর ঠিকানা
উদাসীর মন্ত্রে গেলে
মুক্তি মোক্ষ চোর॥
ত্যজ্য করি মোক্ষসিদ্ধি
চেনরে মানুষ নিধি
দুদ্দু কয় আমার বুঝি
যেতেরে গোর॥

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল-৭৯০: যে দেখেছে সেই রূপের বিহার

যে দেখেছে সেই রূপের বিহার
আপছে সে ছেড়ে গেছে সংসার॥
আত্মসুখে ত্যজ্য করি
মানুষ ভজে নির্বিকারী
নিয়েছে সেই হৃদয় ভরি
সোনার মানুষ দীপ্তকার॥
স্বীয়কাম দিয়ে ফাসি
সদায় চিন্তা শ্রীরূপ শশী
পলানুপল দিবানিশি
জেগেছে সেই সারাৎসার॥
সেকি আর বৈদিগে মজে
মাটির পুতুল বেড়ায় ভজে
লালন সাঁইজীর চরণ পূজে
দীন দুদ্দু বলে এবার॥

কথা: দুদ্দু শাহ
সূচী

বাউল-৭৯১: আমার এই বাড়িতে

আমার এই বাড়িতে নয়টি নর্দমা
কী করে মন বাস করিবে ভেবে পাই না সীমা॥
দুটিতেই দুর্গন্ধ আর দুটিতে পচাগলা
দুটিতে রয় হাবি-জাবি দুটিতে হয় সকল জমা
বড়ই মুস্‌কিল দরজার নাই খিল
চুরি হল লোহা কাঁসা পিতল তামা॥
সোনাদানা যত ছিল বিশ্বাসী লোক হরে নিলো
মাল কুঠুরীর পাহাড়ওয়ালা তাদের সনে ভাগ বসালো
কইতে গেলে দেয় রে জেলে
গ্রহরাজ শনি মামা॥
বাড়িতে নাই প্রাচীর ঘেরা, বাড়ি কিন্তু চারতলা
যারা গড়েছিল এই মোকামটি (দিয়ে) ভাল ভাল মাল মস্‌লা
আর থাকা যায় না, ধরলো নোনা
বাড়ি ভারা একটু কমা॥
এলটি নালায় সব বুঝা যায় ভক্তি বিশ্বাস মধু ঢালা
উপর চটক বড়ই কটক মিষ্টি দুষ্টু বড় শালা
তাই ভবাপাগলা দিলো তালা
মৌনী মন্ত্রের হরবামা॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭৯২: আমায় কে গো ডাকিয়া কয়

আমায় কে গো ডাকিয়া কয় পারে যাবি আয়
চেয়ে দ্যাখ রবি ডুবে ঐ নীল আকাশ গায়॥
নীল লালা হয়ে রবি
হাসি মুখে বিদায় লভি
পৃথিবীর বক্ষ হতে যেয়ে মিশে মায়ের পায়॥

সন্ধ্যা বলিছে আমায়
এসো ভাই মোর হিয়ায়
দুজনে ডাকিব মাকে নিশীথ জোছনায়॥
সুখের বসন্ত দিশি
নিয়ে এলো মুখে হাসি
কুহুতানে কোকিল ডাকে আয় মা শ্যামা আয়॥
দিন গেল আয় চলে
যাবি যদি মায়ের কোলে
একটু দাঁড়াও বন্ধু ফেলিয়া যেও না ভবায়।

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭৯৩: আমি মনের মানুষ নাহি পাই

আমি মনের মানুষ নাহি পাই
তন্ন তন্ন করি খুঁজিলাম বহু
ব্রহ্মাণ্ডের কত শত ঠাঁই॥
মানুষ দেখি না চোখে, বেহুঁশের দল
আমিও পাগল, তাই এরাও পাগল
সকলই যে খল, কেহ নয় যে সরল
গরল প্রবল দেখি, আমি যে লুকাই॥
ভাল কহিতে গেলে বুঝে না এরা
কাড়াকাড়ি মারামারি দুনিয়া ভরা
স্বার্থের পিশাচ, হিংসায় সর্বনাশ
বিশ্বাস বলিতে কিছু, মোটেই যে নাই॥
জানে না কহিতে কথা, কথাটি বলে
পশুর চাইতে ভুল, কুপথের চলে
বাহিরে সাধুর আকার, অন্তরে ভীষন আঁধার
সর্বগ্রাস করে এরা, তবু খাই খাই॥
ভবাপাগলা তাই গাহিছে ছন্দ
সবাই জগতে ভাল আমি যে মন্দ
আপনি ভাল তবে জগৎ ভাল
ভাল হইতে গেলে তাঁরে ডাক ভাই।

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭৯৪: আমি মানুষ খুঁজি

আমি মানুষ খুঁজি
আমি মানুষ খুঁজি
আমি মানুষ খুঁজি
তেমন মানুষ পেলে আমি তার চরণে মাথা গুঁজি॥
মানুষ আছে কোটি কোটি
তেমন মানুষ আছে কটি
ফুলের মত হাসি লয়ে নিত্য ওঠে ফুটি
কটিতে নাই তার মায়ার শিকল, (হয় না সে) সবার কথায় রাজি॥
মানুষ কূলে জনমিয়া মানুষ হলাম না
পরিচয় ভুল হল গো কথা শিখলাম না
হরি কথা, কৃষ্ণ কথা, মুখে আসে না
মায়ার ছড়া, গল্পগুজব এই হল মোর পুঁজি॥
ভবা বহু কথা কয়
পাখীর মত খাঁচায় পোষা এই তো পরিচয়
মিছরি, চিনি, লাড্ডু মণ্ডা একি খাওয়া হয়?
ছোলা দানা খেয়ে খেয়ে ট্যাঁ-ট্যাঁ শব্দ, ভোজের বাজি।

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭৯৫: আমি বহুরূপী

আমি বহুরূপী
পাশ করি কত চুপি চুপি
সাধুর বেশে ভণ্ডামী
এ জগৎটাও আর আমি তুমি
কোথা থাকেন অন্তর্যামী
ফুলকপি আর বাধাকপি॥
খুসামদির বিরাট রাজা

অধঃগামীর বহু প্রজা
খেতে শিখেছি মুদির গাজা
দিয়েছি মায়া মোহে প্রাণ সঁপি।
ভবার ছন্দ বেজায় পাকা
কুবুদ্ধি ভর্তি ঝাকা
কাঁচায় পাকায় সেজে ন্যাকা
কালী বীজমন্ত্রও রূপী।

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭৯৬: টাকা রে তোর, বেজায় বড়

টাকা রে তোর, বেজায় বড়, বড় সম্মান
স্বর্গের মত ঠাকুর-ঠাকুর হার মানিল ভগবান॥
চোর ডাকাতের হানা কত
টাকার লোভে মানুষ হত
টাকায় হারায় বুদ্ধি যত
কারুর রাখে না কুলমান॥
সাধু গুরু বৈষ্ণব আদি
টাকার বশ ঐ অনাদি
মরা গাঙ্গের ক্ষীণ নদী
টাকার বাঁধে ডাকে বান॥
ভবাপাগলা টাকার তরে
ভিক্ষা করে প্রতি দ্বারে
মাতৃনাম গানের সুরে
শীতল করে সবার প্রাণ।

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭৯৭: দূর করে দে মনের ময়লা,

দূর করে দে মনের ময়লা, (ওরে) ঠাকুর পূজা কর
ঠাকুর নয় রে ভাতের হাঁড়ি, মন্দির নয় রে রান্নাঘর॥
আচার দেখি বিচার নাই
ব্রহ্মান্ড এই শুনতে পাই
জাত্ গেল, জাত্ গেল তাই
আপন মানুষ হলো পর॥
মন্ত্র তুই বেশ শিখেছিস্
ছুঁবি ছুঁবি বোল ধরেছিস
জলে গেলে করিস ইস্ ইস্
ধ্যান হলো তোর ছুঁয়ার উপর॥
ছেড়ে দে তোর ছুঁয়া-ছানি
পেতে দে তোর হিয়াখানি
নাচবে দিয়ে পা দুখানি
প্রেমের ঠাকুর যুগ্ যুগান্তর॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭৯৮: বনের পাখী মনে এসে গান

বনের পাখী মনে এসে গান করে
ঘুরে ঘুরে হৃদ মাঝারে, উড়ে যায় আবার কোন সুদুরে॥
কত খেলা খেলতে জানে
বাল্য হতে শেষ জীবনে
পৃথিবীর ঐ নীল গগনে
মেঘের আঁড়ে কোন্ নিবিড়ে॥
কত ভালবাসা-বাসি
নাইকো জানা কোন্ বিদেশী
কেন যেন সেই উদাসী
মায়া জালে আটক পড়ে॥
ভবার পাখী হৃদ মন্দিরে
গান করে আর পূজা করে
পুজা সাঙ্গ হলে পরে
বিদায় লবে চিরতরে।

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৭৯৯: ভজন সাধন কেন হবে না

ভজন সাধন কেন হবে না?
খেল্‌তে খেল্‌তে ভেঙ্গে ফেল মায়ামোহ খেলনা॥
শক্ত করি বুকের পাটা
হাঁটা পথে বাড়াও পাটা
কুণ্ডলিনীর মূলের খোঁটা
অমূল্য এই সাধনা॥
টলবে না রে অটল মন
ঠিক হবে তোর সাধন ভজন
হবি রে তুই মায়ের রতন
কোল ছাড়া মা করবে না॥
শিশু যেমন খেলতে থাকে
খেলতে খেলতে মাকে ডাকে
সংসারেরই গোলক পাঁকে
তেমনি করেই ডাক্ না॥
বিষয় নিয়েই খেলতে হয়
হবে পথের শক্তি সঞ্চয়
ভবার কথা মিথ্যা নয়
অভিনয়েই যায় রে চেনা॥

কথা: ভবা পাগলা
সূচী

বাউল-৮০০: মৃত্যু তুমি কথা কও শুনি

মৃত্যু তুমি কথা কও শুনি
মোর পরজীবনের সে কেমন কাহিনি॥
মৃত্যু কও কও শুনি
মৃত্যু রে জীবন সন্ধ্যার বেলা
সাঙ্গ যবে হবে খেলা।

ও তোর ধুলির পুতুলি ছাড়ি
উড়িয়া যাবে প্রাণ॥
মৃত্যু রে জানি না তোমার বুকে
জীবন কেমনে থাকে রে
সে কথা ভাবিয়া কান্দে
একলিম রাজার প্রাণ রে॥

কথা: একলিমুর রাজা চৌধুরি
সূচী

বাউল-৮০১: যাওয়া বুঝি আর হবে না

যাওয়া বুঝি আর হবে না ফিরে যাও তোরা
আমি যে গো হয়ে গেছি জীবনে মরা॥
মনে করি ফিরে যাই মন তো আমার নাই
মন আমার পড়ে গেছে আপনে ধরা॥
সঁপে দিয়ে তারি ঠাঁই আর আমার কিছু নাই
জীবনে যা শূন্য ছিল মরণে ভরা॥
একলিম রাজায় বলে স্বামী, সঁপিয়া দিয়াছি আমি
এখন তোমাতে হয়েছি আপন হারা॥

কথা: একলিমুর রাজা চৌধুরি
সূচী

বাউল-৮০২: যে ভুল করিয়াছি আমি হায়

যে ভুল করিয়াছি আমি হায়
সে কী জীবনে আর ভুলা যায়
আমি সোনার নূপুর মনে করে গো সখী
লোহার বেড়ি পরি পায়॥
আমি ছিলাম নিদ্রাতুর
সিঁধ কাটিয়া এলো চোর
যা ছিল হরে নিল
    যুক্তি করে ছজনায়॥
ভাবিয়া একলিম রাজায় বলে

দিন গিয়াছে ভুলে ভুলে
যৌবন ফুলের মধু আমার
    লুটে নিল ভ্রমরায়॥

কথা: একলিমুর রাজা চৌধুরি
সূচী

বাউল-৮০৩: তুমি মাটির মানুষ হইয়া রে

তুমি মাটির মানুষ হইয়া রে মানুষের দুঃখ বুঝলায় না
তুমি মানুষ হইয়া মানুষের জন্য রে
            তোমার চোখের জল ঝরিল না॥
তাই যে রইয়াছে রে পড়িয়া লেংড়া লুলা কানা
তাদের বেদন তোমার মনে পরশন করিল না॥
পেটের জ্বালায় জ্বলিয়া মরে পিঠে নাই রে তেনা
তাদের লাগি একলিম রাজার আঁখির পাতা ভিজল না॥

কথা: একলিমুর রাজা চৌধুরি
সূচী

বাউল-৮০৪: ফণীশিরে মণি আছে

ফণীশিরে মণি আছে
        মণি পেয়েছে কয়জন
মণি-আশে ফণী পুষে
        ফণীর বিষে যায় জীবন॥
ফণী দেখিতে সরল
পরশে শীতল
কুটিলমতি, খল জাতি সে
    উগারে গিরল।
ফণীর শ্বাসে আসে সর্বনাশ
    বল-বুদ্ধি করে হরণ॥
মণি কেমনেতে পাই
আমার নিগম জানা নাই
বেহুঁশিয়ারে অন্ধকারে

সাপ ধরিতে যাই।
নিগম না জানিয়ে
প্রবেশিয়ে
যেমন অভিমন্যুর হয় পতন॥
যাদের ব্যবসা সাপ ধরা
মণি চায় নাকো তারা
তাদের ধর্ম নিত্যকর্ম
সাপের গাড় খোঁড়া।
তাই বেহুঁশিয়ারে যাচ্ছে মারা
করে আত্মসমর্পণ॥
মণি কেমনেতে পাই
কেবল গুরুজীর কৃপায়
যত্নে মণি দিবেন আনি
ব্রজ-নায়িকায়।
প্রাপ্তি সারে নবম দশায়
দশম দশায় সম্পূরণ।
কহেন গোঁসাই হরিচাঁদ
মণি স্বশরীরে বাঁধ
ক্ষ্যাপা নিত্য রে তুই হরি বলে
নিত্য নিত্য কাঁদ
মণিমুক্তার অভাব কিরে
আছে মুক্তলতার বন॥

কথা: নিত্য ক্ষ্যাপা
সূচী

বাউল-৮০৫: কামী জীব দেখলে যায় চেনা

কামী জীব দেখলে যায় চেনা
কামী জীবের বহুৎ নিশানা॥
পিপীলিকার ফোড় হলে সে উড়তে শেখে
সে তো মউতের ভয় করে না॥
শকুন বহুদূরে উড়ে
তার লক্ষ্য থাকে ভাগাড়ে

কামী জীবের তেমনি গতি
    সদাই মদনের গাঁটরি টানা॥
শপথ করলেও ভুলে যায় বাণী
আমি তা বিশেষরূপ জানি
ওরে কাম থাকিতে প্রেম হবে না
    তারণ কর্ গুরুর উপাসনা॥

সূচী

বাউল-৮০৬: সহজ ভাবে দাঁড়াবে কি সে

সহজ ভাবে দাঁড়াবে কি সে রে
    মনের মানুষ না হলে পরে॥
আসমানে তার গাছের গোড়া
    জমিনে তার ডাল রে
সে গাছে ফুল ধরে তার ফল ধরে না
    সাঁইজীর হাতে ফল রে॥
গঙ্গা মল জল-পিপাসায়
    অগ্নি মল শীতে রে
জলের মধ্যে পাখীর বাসা
    গাছের মাথায় ডিম রে॥
উত্তরে তার শিয়রখানি
    দক্ষিণে তার পা রে
পূর্বদিকে হাত দুখানি
    পশ্চিমে কথা কয় রে॥
তিন তারে এক সুর বেঁধেছে
    তাইতে বাজনা বাজে রে
সে ঘোড়া ছুটে, বাজনা বাজে
    তার রব ঠিক রাখ রে॥
গুরু যাবে নৌকায় চড়ে
    আমি যাব তড়ে রে
গুরুর সঙ্গে দেখা হবে
    নিমতলার ঐ ঘাটে রে॥

সূচী

বাউল-৮০৭: মুখে হরেকৃষ্ণ হরি বল মনপাখি

মুখে হরেকৃষ্ণ হরি বল মনপাখি
গণার দিন ফুরাইয়া আইল ও ময়না
আর কত দিন বাকি॥
সুনার বানাইয়া পাখী রূপের দুইটি আঁখি
হরি নামের পাখা দিলাম, ওরে ও ময়না
একবার উড় দেখি॥
সুনার পিঞ্জিরায় পাখী যতন করিয়া রাখি
জিঞ্জিল কাইটে উড়ে গেলায় রে, ময়না
একবার ফির দেখি॥
গোসাই রাধারমন বলে আমায় দিল ফাঁকি
মনের পাখী বনে গেলায় রে, ও ময়না
আর নি তারে দেখি॥

কথা: রাধারমন দত্ত
সূচী

বাউল-৮০৮: সজনী পিরিতি কি ধন চিনিলায়

সজনী পিরিতি কি ধন চিনিলায় না, পাতল স্বভাব গেল না॥
রূপ দেখিয়া নয়ন পাগল গুণের পাগল ময়না
হৃদয় পিঞ্জিরার পাখি সয়াল ঘুরে বেড়ায় দেখ না॥
পিরিতি অমূল্য ধন যত্ন শূন্য থাকে না
কাল নদীতে সাঁতার দিলে সাধনের বল থাকে না॥
একটা নদীর তিনটি নালা বাইতে পাইলাম না
সেই নদীতে ডুব দিলে তন্ত্র মন্ত্র লাগে না॥
ভাবিয়া রাধারমন বলে সাধন ভজন হইল না
পড়িয়া রইলাম ঘুমের ঘোরে গুরু কি ধন চিনলাম না॥

কথা: রাধারমন দত্ত
সূচী

বাউল-৮০৯: পিরিত করলে কি কেউ ছাড়ে

পিরিত করলে কি কেউ ছাড়ে গো যতনে রাখিও তারে
পিরিতি পিঞ্জিরার পাখী ছুটলে কি আর মিলে
ফুল চন্দন তুলসী দিয়া রাখিও যতনে॥
রমনচান্দে বলে সখা কি ভাবছ মনেতে
কর্মদোষে মজল না মন শ্যামবন্ধের পিরিতে॥

কথা: রাধারমন দত্ত
সূচী

বাউল-৮১০: মনবেপারী ধরছে পাড়ি রংপুরের হাটে

মনবেপারী ধরছে পাড়ি রংপুরের হাটে
লোভের পুঞ্জি নিল ছয় জনায় লুইটে॥
রঙের নাও রঙের বৈঠা তাতে দিলাম মাঝি ছটা
উজান বাতাস পাইলে নাও যায় ছুইটে॥
রঙের হাট রঙের বানা রঙের কারবার
রঙের পসার কিনে রঙিলা হাটে॥
ভাইবে রাধারমন বলে মানব জীবন যায় বিফলে
পারের কান্ডারী নিতাই বসিয়ে আছে ঘাটে॥

কথা: রাধারমন দত্ত
সূচী

বাউল-৮১১: তারে তারে গো সই খোজ

তারে তারে গো সই খোজ করিও তারে
মনের মানুষ বিরাজ করে হৃদয় মণিপুরে॥
যং রং লং বং যং রং লং বং
সদাই ঝংকারে
এক তারে
বাজাইলে বাজে বাহাত্তর হাজারে॥
রসের নাগর সে কালাচাঁদ আছে সহস্রারে
পাইলে সুযোগ
করিও সংযোগ
সে যমুনার পারে॥
ভাইবে রাধারমন বলে আমি পাইলাম নারে
বৃথা জীবন কাটাইলাম যমুনারই পারে॥

কথা: রাধারমন দত্ত
সূচী

বাউল-৮১২: চৈড়ে মনোহারী ভবের গাড়ী আয়

চৈড়ে মনোহারী ভবের গাড়ী আয় কে যাবে বৃন্দাবন
বৈসে থাক রূপ নেহারে স্বরূপে রূপ কইরে মিলন॥
নয়ন রেলে ভাবের গাড়ী
কানেতে চাক যোগান করি
রাগ-অনুরাগ অনল বারি
পূর্বরাগ কইরে দাহন॥
কাম কলেতে টিপনি দিয়ে চালায় প্রেমের ইঞ্জিন
হাওয়ার আগে চলে তিলে পলে ঘুইরে আসে চৌদ্দ ভূবন॥
প্রথম টিকেট ব্রজপুরী
স্টেশনমাস্টার বংশীধারী
সব সখিগণ সহায়কারী
ভাব গাড়ীর মহাজন॥
ভাবনা মূলে আমার টিকেট কাটে বিশাখা সখী
সখীর অনুগত হইয়ে থাকা করে তনুমন আত্মসমর্পণ॥
তিছরা টিকেট গোবর্ধনগিরি
স্টেশনমাস্টার রাইকিশোরী
রসের কুঠায় রূপমঞ্জরী
অষ্টাদশদন্ড টাইম নিরূপন॥
উদ্দীপন বংশীধ্বনি প্রেম সেবা আলম্বন
শ্রীরাধারমনে ভণে প্রেমের কথা রেইখ গোপন॥

কথা: রাধারমন দত্ত
সূচী

বাউল-৮১৩: এই সংসারে বৃক্ষের ছায়ায় বসে

এই সংসারে বৃক্ষের ছায়ায় বসে দিন কাটাই
ভাবি নাহি দীনের একদিন সন্ধ্যা হবে॥
মিছে মায়ার ভোলে আছি কেবল ভুলে

এসব ফেলে কন্ দিন চলে যেতে হবে॥
বলেছিলাম নাম করবো অনিবার
দিন গেলে মুখে আসে না একবার
ভবের বেচাকেনা নিয়ে মন আনমন
বললে তো শোনে না দুনিয়ার ভাবে॥
নির্জনে বসিয়ে ডাকবো যে তোমার
এই প্রতিজ্ঞা ছিল পূর্বেতে আমার
এখনো হে দয়াময় হইয়ে সদয়
নিজগুণে তুমি তরায়ে লবে॥
বৃক্ষের পল্লব সম ধরে আছে জীবগণ
সময়ে ঝরে পড়ে নবপল্লব হয় দরশন
দরবেশ শুকচাঁদ শাহর বচন বকশ ভাব মন
গুরুধন বিনে কে আর তরাবে॥

কথা: খোদা বকশ শাহ
সূচী

বাউল-৮১৪: এ ভবসংসারে ভেবেছিলাম সার

এ ভবসংসারে ভেবেছিলাম সার
সে সারে অসার হইল শেষে
এ সব হাওয়ার খেলা ফুরাইল বেলা
হইয়া সরলা যায় স্বদেশে॥
যেমন নব-জলধরে রবি আচ্ছাদিত
ঐরূপ মায়াপাশে জীব হইল আবৃত
যদি সৌদামিনী খেলে না যায় বিফলে
পবন অনুকূলে তাহে প্রকাশে॥
বাল্য, কৈশোর, যুবক, বৃদ্ধকাল
এই চারকালে কভু ফললো না সুফল
এখন হইল বৈকাল কিছু নাই সম্বল
সামনে সন্ধ্যাকাল নাইরে দিশে॥
যবনিকা যবে হবে অভিনয়
ভজনহীনের কৃপা করিবেন সাঁই
দরবেশ শুকচাঁদ সাঁই কহিছে সদায়
বকশ ভাব তাই স্বরূপ উদ্দেশে॥

কথা: খোদা বকশ শাহ
সূচী

বাউল-৮১৫: আগে গুপ্তিপাড়া ছাড়বি, মন, তবে

আগে গুপ্তিপাড়া ছাড়বি, মন, তবে শান্তিপুর যাবি
সদা আনন্দে রবি॥
আছে শান্তিপুর নদে
কথা নয় সিদে
তেঘরি নদীর মাঝে বিষম গোল বাঁধে
তোমায় করি বারণ
তেঘরি যেয়ো না মন
মজা দেখাবে সে রাজার সমন
শেষ কালে কোবলাতে ভ্যেবলা হবি॥
সেই গুপ্তিপাড়া গোপন
বৃন্দাবনে চন্দ্র যেমন
গোপনে রয়েছে করে আসন
সাধকের কাছে তার সন্ধি পাবি॥
আছে অম্বিকে কালনা
চেপে ধরে তোর কল্লা
সামলাতে পারে না জীবে যাবি রে গোল্লায়
শান্তিপুর রয় বহুদূর
কালনাতে খাটবে না ফাকুর ফুকুর
কালের ঘা মেরে শেষে খাবি খাবি॥
গোঁসাই কুবিরচাঁদ রটে
ঐ নদের নিকটে
স্বরূপগঞ্জে বাস করিলে সন্দ যায় মিটে
শোন যাদুবিন্দু বলি
চিনিনে নদের গলি
তবে তো শান্তিপুর যাবি চলি
নিতান্ত হস না গোবরের ঢাবি॥

কথা: যাদুবিন্দু গোঁসাই
সূচী

বাউল-৮১৬: চমৎকার গৌর প্রেমের সরভাজা

চমৎকার গৌর প্রেমের সরভাজা
খেলে পরে ক্ষুধা যাবে প্রাণ জুড়াবে
বাঁকা মন হবে সোজা॥
সে জিনিস যে খেয়েছে
মনে কি তার ময়লা আছে
প্রেমরসে মেতে গ্যাছে
নাইকো রে বৈদিক বোঝা॥
আবার রসে মাখা মাখা তনু নয়ন দেখলে যায় বোঝা॥
হলুইকর বলিহারী
জিনিস তৈয়ারী করি
রেখেছে সব সারি সারি
মণ্ডা মিঠাই খাসা গজা॥
সুরসিক যারা কেনে তারা, ওগো, পেয়েছে রসের মজা॥
গোঁসাই কুবিরের বাণী
ছালায় পোড়া আছে চিনি
যাদুবিন্দু দিন রজনী
বদল হয়ে বইছে বোঝা।
আবার কপাল গুণে কাল চুনো খায়
আমার যেমন কর্ম তেমনি সাজা॥

কথা: যাদুবিন্দু গোঁসাই
সূচী

বাউল-৮১৭: চরণ দিতে হে মনে ভয়

চরণ দিতে হে মনে ভয় করো না
এই করো হে নিদানকালে
যেন আমায় ফেলো না॥
আমি শুনেছি রাম অবতারে

তুমি যেতে মুনির সে রূপ ধরে
কাষ্ঠতরী করেছ সোনা।
অহল্যারে সদয় হয়ে
মানব কল্লে চরণ দিয়ে
তাহারে পাপ নিরিখিয়ে
করেছ মার্জনা॥
তুমি প্রহ্লাদেরই দিয়ে চরণ
রক্ষা করেছিলে জীবন
ত্রি-জগতে নামেরি ঘোষণা।
তুমি দিনদয়াল বন্ধু
পার করে ভবসিন্ধু
দিওহে হে চরণ-বিন্দু
পুরাও গো বাসনা॥
তুমি জগাই মাধাই উদ্ধারিয়ে
তাদের রেখেছ ভক্তির আশ্রয়ে
মূর্খ পাপীকে কর না ঘৃণা।
দীনহীন কুবিরে বলে
আমায় চরণ দিও অন্তিম কালে
ছুঁতে পারবে না শমনে
দেখে সেই নিশানা॥

কথা: কুবির গোঁসাই
সূচী

বাউল-৮১৮: গুরু সত্য মিথ্যা কথা নয়

গুরু সত্য মিথ্যা কথা নয় লঘু কে বা হয়॥
পিতামাতা স্থুল গুরু দুজন
শিক্ষা, দীক্ষা বহু জন
অতীত পতিত সেও গুরু
গুরু অগণন।
গুরু গুণতে গুণতে দিন ফুরাল
ঠিক মানে না বিষম দায়॥
জাতি কুল মান জ্ঞান আছে

গুরু জ্ঞান কই হয়েছে
হিংসা নিন্দা তম তিনে ভুল হয়ে গ্যাছে
সে যে বীজ ত্যেজে বীজমন্ত্র যাজন
ধ্যান করে কি পাওয়া যায়॥
গোঁসাই গৌর কয় রে ভাই
আমার গুরুভক্তি নাই
শুচি আচার জানি না ভাই
ক্ষুধা হলে খাই,
হয় না একাদশী
যাই আর আসি
মম দেখি অনুপায়॥

কথা: গৌর গোঁসাই
সূচী

বাউল-৮১৯: ভালবেসে ভুলাইলে কৈ দেখা দিলে

ভালবেসে ভুলাইলে কৈ দেখা দিলে না
তুমি ভালবাসতে ভালোবাস
দেখা দিতে ভালেবাস না॥
ভেবেছিলাম সাধন বলরে
দেখব তোমায় হৃদকমলে
দেখা দিতে হবে বলে
তাতেও কর ছলনা॥
আমি মাত্র এই চাই
এখন দেখা না দিলে ক্ষতি নাই
কিন্তু শেষের সেদিন দিও দেখা
যেন ভুলে থেকো না॥

সূচী

বাউল-৮২০: সে কেমন কে তা জানে

সে কেমন কে তা জানে
মানুষ কি জানয়ার সেটা পাই না বেদ-পূরাণে॥
কেউ বা মৎস, কেউ বা কাছিম কেউ বলে শূয়ার
কেউ বলে সে অর্ধেক পশু অর্ধেক নরাকার
কেউ বলে সে নন্দের বেটা থাকে বৃন্দাবনে॥
মাথায় জটা তিলক মালা নামাবলি গায়ে
কুমন্ডল হাতে লয়ে ঘুরছে দেশে দেশে
কেউ বলে সে লক্ষীছাড়া, কেউ বলে বোম্বেটে
কাঁধে কোদাল রেখে চাষি ঘুরছে মাঠে মাঠে
সে কেমন কে তা জানে॥

সূচী

বাউল-৮২১: গুরু, আমায় উপায় বল না

গুরু, আমায় উপায় বল না,
ভবে জনমদুখী কপালপোড়া
আমি একজনা॥
আমার দুখে দুখে জনম গেল
দুখ বিনা শুখ হল না।
শিশুকালে মারা গেছে মা
গর্ভে রেখে মল পিতা
তাদের সঙ্গে দেখা হল না।
আমার কে করিবে লালন পালন
কেবা দিবে সান্ত্বনা॥
এসে গুরু ভবের বাজারে
ছ জন চোরে করলে চুরি বাঁধিলে আমারে
তারা চুরি করে খালাস পেলে
আমায় দিলে জেলখানা।
দীন শরৎ কয় অনাচারে
এসে গুরু ভবের বাজারে
আমি সদাই মরি ঘুরে ঘুরে
ঘোর তুফান তো গেল না॥

কথা: দীন শরৎ
সূচী

বাউল-৮২২: আমি বুঝেছিলাম মেয়ের অধিকার

আমি বুঝেছিলাম মেয়ের অধিকার
শুনেছি সেই চার মেয়ের হয়নি বিহে
একটি সন্তান চার জনার॥
এক মেয়ে শুয়ে আছে দিনে দিনে বৃদ্ধি তার
সেই মেয়ের ওপরে আছে ত্রিজগৎ সংসার ভার॥
আর একমেয়ে নেচে কুঁদে ঢুকছে দেখ বাহির ঘর
সেই মেয়েকে ধরতে পারে এমন সাধ্য আছে কার॥
আর এক মেয়ে হুজুর চেয়ে নিলে রে সংসার ভার,
সেই মেয়েকে ধরে এনে কর্‌ছে পদের বিচার॥
আর এক মেয়ে অন্ধকারে ধন্দ হয়ে বসে রয়
সেই মেয়েকে ধরে এনে কর হে পদের বিচার॥

সূচী

বাউল-৮২৩: যে জন প্রেমের ভাব জানে না

যে জন প্রেমের ভাব জানে না
তার সঙ্গে নাই লেনা দেনা॥
কাঠুরিয়া মালেক পেয়ে
দোকানীরে দেয় কানাইয়ে
মালিক মইলো অভিমানে
কাঠুরিয়া তা টের পেল না॥
কানা চোরায় চুরি করে
ঘর ছাইড়া সিং দেয় পাগারে
মিছামিছি খাইটা মরে
কানার ভাগে ধন জোটে না॥

সূচী

বাউল-৮২৪: পিরিত করে সোনার যৌবন

পিরিত করে সোনার যৌবন
    রাখা যাবে না
পিরিত হবে হারাম, ঘটবে ব্যারাম
        ঔষধেতে সারবে না॥
বাধ্য কর আপনার মন
    শান্তি পাবে চিরজীবন
এবার দুই মনেতে করো একমন
        অকাল মরণ হবে না॥
না জাইনে প্রেম পিরিত করা
    আয়ু থাকিতে জীবনে মরা
তোমার মন-পাখীটা দিবে উড়া
        আপন খাঁচায় থাকবে না॥
দেখে-শুনে বোঝ রে মন
    শেষকালে তোমার কেউ নাই আপন
এবার তুরাব সাঁই কয় জ্বলে জীবন
        জল ঢালা ফেলা কোর না॥

কথা: তুরাব সাঁই
সূচী

বাউল-৮২৫: একবার ফিরে চাও হে প্রাণেশ্বর

একবার ফিরে চাও হে প্রাণেশ্বর
তোমার নামের মালা জপমালা গো
        ধৈর্য নাহি মানে আর॥
বন্ধু তুই কোথায় লুকালি
তুই বিনে মোর এ-ঘর খালি
    প্রাণ যে বয়ে যায়
ও তোর বিষাদ-বাণে মারলি প্রাণে
        দুই পিঠে বাণ পড়ল তার॥
বন্ধু আর কতকাল দিবি ফাঁকি
আশাতে ভরব দু-আঁখি
    কেন্দে চিরকাল
আমার মন উদাসী দিবানিশি

ধৈর্য নাহি মানে আর॥
অভাগার ভক্তি অঞ্জলি
কড়ে লয়ে পুষ্পাঞ্জলি
আর দুলাব চন্দন
আমি নয়ন জলে ধুয়াব চরণ
তুরাব সাঁই কয় পেলে তোমার॥

কথা: তুরাব সাঁই
সূচী

লালন

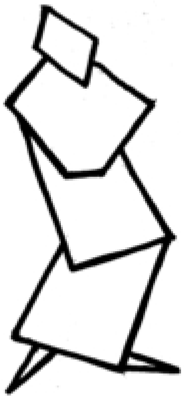

প্রথম পাতা

লালন-১: আপন ঘরের খবর নে না

আপন ঘরের খবর নে না।
অনায়াসে দেখতে পাবি
        কোন্‌খানে কার বারাম খানা॥
কমল ফোটা কারে বলি
কোন্ মোকাম তার কোথা গলি,
কোন্ সময় পড়ে ফুলে,
        মধু খায় সে অলি জনা॥
অন্য জ্ঞান যার সখ্য মোক্ষ,
সাধকের উপলক্ষ,
অপরূপ তার ব্রহ্ম
        দেখলে চক্ষের পাপ থাকে না॥
শুষ্ক নদীর সুখ সরোবর,
তিলে তিলে হয় গো সাঁতার,
লালন কয়, কৃতিকর্মার   কি কারখানা॥

অন্য রূপ

অনায়াসে দেখতে পাবি
কোনখানে সাঁইএর বারামখানা
আপন ঘরের খবর নে না॥
আমি কমলকোঠা কারে বলি
কোন মকান তার কোথায় গলি
সেইখানে পইরে মলি
মধু খাইলে অন্যজনা॥
সুক্ষ গাঙ্গার ঐক্য মুখ্য
সাধকেরই উপলখ্য
অপরূপ তারই তীর্থ
দেখলে চোখের পাপ থাকে না॥
শুষ্ক নদীর সুখ সরোবর
তিলে তিলে হয় গো সাঁতার
লালন কয় কীর্তিকর্মার
কি কারখানা॥

সূচী

লালন-২: আপনার আপন খবর নাই

আপনার আপন খবর নাই।
গগনের চাঁদ ধরবো বলে
মনে করি তাই।
যে গঠেছে এ প্রেম-তরী
সেই হয়েছে চড়নদারী,
কোলের ঘোরে চিনতে নারি,
মিছে গোল বাধাই॥
আঠার মোকামে জানা,
মহারসের বারামখানা,
সেই রসের ভিতরে সে-না,
আলো করে সাঁই॥
না জানি চাঁদ ধরার বিধি,
কথারি কোট সাধন সাধি,
লালন বলে, বাদী, ভেদী
বিবাদী সদাই॥

সূচী

লালন-৩: আপনারে আপনি চিনিনি

আপনারে আপনি চিনিনি।
দীন দনের পর যার নাম অধর
তারে চিনব কেমনে॥
আপনারে চিনতাম যদি
হাতে মিলতো অটল-নিধি
মানুষের করণ হতো সিদ্ধি
শুনি আগম পুরাণে॥
কর্তারূপের নাই অন্বেষণ
আত্মারি কি হয় নিরূপণ
আত্মতত্ত্বে পায় সাধ্য ধন

সহজ সাধক জনে॥

দিব্যজ্ঞানী যে জন হলো
নিজতত্ত্বে নিরঞ্জন পেলো
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়, লালন রইল
জন্ম-অন্ধ মন-গুণে॥

সূচী

লালন-৪: আপনারে আপনি চেনা যদি যায়

আপনারে আপনি চেনা যদি যায়।
তবে তারে চিনতে পারি সেই পরিচয়॥
উপরওয়ালা সদর বারি
আত্মারূপে অবতরি
মনের ঘোরে চিনতে নারি
কিসে কি হয়॥
যে অঙ্গ সেই অংশ কলা
কায় বিশেষে ভিন্ন বলা
যার ঘুচেছে মনের ঘোলা
সে কি তা কয়॥
সেই আমি কি আমি আমি
তাই জানিলে যায় দুর্নামি
লালন কয়, তবে কি ভ্রমি
ভব কৃপায়॥

সূচী

লালন-৫: আমার ঘরের চাবি পরের হাতে

আমার ঘরের চাবি পরের হাতে।
কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখবো চক্ষেতে॥
আপন ঘরে বোঝাই সোনা
পরে করে লেনা দেনা
আমি হলাম জন্মকানা
না পাই দেখিতে॥

রাজী হলে দরোয়ানী
দ্বার ছাড়িয়ে দেবেন তিনি
তারে বা কৈ চিনি শুনি
বেড়াই কুপথে॥
এই মানুষে আছেরে মন
যারে বলে মানুষরতন
লালন বলে, পেয়ে সে ধন
পারিলাম না গো চিনিতে॥

সূচী

লালন-৬: আমার হয় না রে সে

আমার হয় না রে সে মনের মতন মন।
আমি জানবো কি সে রাগের করণ॥
পড়ে রিপু ইন্দ্রিয়ের ভোলে
মন বেড়ায় রে ডালে ডালে
এবার দুইমনে একমন হলে
এড়াই শমন॥
রসিক ভকত যারা
মনে মনে মিশাল তারা,
এবার সাধন করে তিনটি ধারা
পেলো বরণ।
কিসে হবে নাগিনী বশ
সাধবো কবে অমৃতরস
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয় বিষেতে নাশ
হলি লালন॥

সূচী

লালন-৭: গুরু বিনে কি ধন আছে

গুরু বিনে কি ধন আছে
ক্ষ্যাপা কি ধন খুঁজিস কার কাছে।
বিষয় ধনের ভরসা নাই
ধন বলতে ধন গুরু গোঁসাই
সে ধনের দিয়ে দোহাই
ভব তুফান যাবে বেঁচে।
পুত্র পরিবার বড় ধন
পেয়েছে এই ভবের ভূষণ
মায়ায় ভুলে অবোধ মন
গুরুধনকে ভাবলি মিছে।

কোন ধনের কি গুণপনা
অন্তিম কালে যাবে জানা
গুরুধন এ মন চিনলে না
নিদানে পস্তাবি পাছে।
গুরুধন অমূল্য ধন রে
বুঝাইলে বুঝিস নারে
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোরে
নিতান্ত পেঁচোয় পেয়েছে॥

সূচী

লালন-৮: আমারে কি রাখবেন গুরু

আমারে কি রাখবেন গুরু চরণদাসী।
ইতরপানা কার্য আমার অহর্নিশি॥
জঠর যন্ত্রণা পেয়ে
এলাম যে কড়ার দিয়ে
রইলাম তা সকল ভুলিয়ে
এই ভবে আসি॥
গুরুবস্তু চিনলে না মন
অসময়ে কি করবি তখন
ঘুরতে বুঝি হলোরে মন
চৌরাশী॥
গুরু যারে থাকে সদয়
শমন বলে তার কিসের ভয়
লালন বলে, মন তুই আমায়
করলি দুষী॥

সূচী

লালন-৯ : এই দিল দরিয়ার মাঝে রে ভাই

এই দিল দরিয়ার মাঝে রে ভাই
আছে মজার কারখানা

সেথায় ডুবলে পরে রতন পাবি
ভাসলে পরে পাবি না॥
এই নদায় একটি ঘর রয়েছে
তাতে ছয়জনা চোর লেগেছে
ছয়জনাতে সিঁধ কেটেছে
    ক্ষ্যাপারে,   চুরি করে একজনা।
এই নদায় একটি নদী আছে
সেই নদীতে বান ডেকেছে
সেথায় ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রয়েছে
ও তারা,   তিনজনাতে গুণ টেনেছে
    হাল ধরেছে একজনা।
এই নদায় একটি গাছ রয়েছে
সেই গাছেতে নানা জাতির ফুল ফুটেছে
ও সৌরভে তার জগত মেতেছে
    কিন্তু লালনের মন মাতল না।

সূচী

লালন-১০: আল্লা বলো মন রে পাখি

আল্লা বলো মন রে পাখি।
ভবে কেউ কারো দুখের নয় রে দুখী॥
ভুলোনারে ভব ভ্রান্ত কাজে
আখেরে এসব কান্ড মিছে
মন রে, আসতে একা যেতে একা
একা এ ভব পিরিতের ফল আছে কি॥
হাওয়ায় বন্ধ হলে কিছুই নাই
বাড়ির বাহির করে সবাই,
মন রে কেবা আপন পর কে তখন
দেখে শুনে খেদে ঝরছে আঁখি॥
গোরের কিনারে যখন লয়ে যায়
কাঁদিয়ে সবাই জীবন ছাড়তে চায়
ফকির লালন বলে, কারো গোরে
কেউ তো যায় না, থাকতে হয় একাকী॥

সূচী

লালন-১১: এই মানুষে সেই মানুষ আছে

এই মানুষে সেই মানুষ আছে।
কত মুনি ঋষি চার যুগ ধরে তারে
বেড়াচ্ছে খুঁজে॥
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়
ধরতে গেলে হাতে কে পায়
তেমনি সে থাকে সদায়
আছে আলেকে বসে॥
অচিন দেশে বসতি ঘর
দ্বিদল পদ্মে বারাম তার
দল নিরূপণ হবে যাহার
ও সে দেখবি অনায়াসে॥
আমার হলো কি ভ্রান্তি মন
আমি বাইরে খুঁজি ঘরের ধন
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়, ঘুরবি লালন
আত্মতত্ত্ব না বুঝে॥

সূচী

লালন-১২: এনেছে এক নবীন আইন

এনেছে এক নবীন আইন নদীয়াতে।
বেদ-পুরাণ সব দিচ্ছে দুষে
সেই আইনের বিচার মতে॥
সাতবারে খেয়ে একবার খান
নাই পূজা নাই পাপপুণ্য-জ্ঞান
অসাধ্যের সাধ্য বিধান
শিখাচ্ছে সব ঘাটে পথে॥
না করে সে জেতের বিচার
কেবল শুদ্ধ প্রেমের আচার
সত্য মিথ্যা দেখে প্রচার

সাঙ্গপাঙ্গ জাত অজাতে॥
ভজ ঈশ্বরের রচণা
তাই বলে সে বেদ মানে না
লালন কয়, তার উপাসনা
কর দেখি মন কি দোষ তাতে॥

অন্য রূপ

এনেছে এক নবীন গোরা নতুন আইন নদীয়াতে
বেদ পুরাণ সব দিচ্ছে দূষে সেই আইনের বিচারমতে॥
সাতবার খেয়ে একবার স্নান নাই পূজা নাই পাপপুণ্য জ্ঞান
অসাধ্যের এই সাধ্য বিধান বিলাচ্ছে এই ঘাটে পথে॥
করে না সে জাতের বিচার কেবল শুদ্ধ প্রেমেরই আচার
সত্য মিথ্যা জানব এবার সাঙ্গ-পাঙ্গ যার সদাতে॥
পেয়ে ঈশ্বরের রচনা তাই বলে কি বেদ মান না
ফকির লালন বলে উপাসনা কর্ দেখি মন দোষ কি তাতে॥

সূচী

লালন-১৩: ও মন, বল রে সদা লায়লাহা

ও মন, বল রে সদা লায়লাহা ইল্লেল্লা।
আইন ভেদিলো রসুলুল্লা॥
লায়লাহা নফি সে হয়
ইল্লাহা সে দীন দয়াময়
নফি এসবাত যাহারে কয়
সেই এবাদতুল্লা॥
লা-শরীক জানিয়ে তাকে
করো জেকের দেলে মুখে
মুক্তি পাবি থাকবি সুখে,
দেখবি রে নূর বজলুল্লা॥
নামের সহিত রূপ
ধেয়ানে রাখিয়ে জপ
যদি ডাক চিনবি কিরূপ
কে আল্লা॥

সূচী

লালন-১৪: ও মন যে যা বোঝে

ও মন যে যা বোঝে সেইরূপ সে হয়।
সে যে রাম রহিম করিম কালা এক
আল্লা জগৎময়॥
কুল্লে শাইন সহিত খোদা
আপন জবানে কয় সে কথা
যার নাই রে আচার বিচার
বেদ পড়িয়ে গোল বাধায়॥
আকার সাকার নিরাকার হয়
একেতে অনন্তউদয়
নির্জন ঘরে রূপ নেহারে
এক বিনে কি দেখা যায়॥
এক নেহারে দেও মন আমার
ভজ না রে দেখ তায়।
লালন বলে, এক রূপ খেলে
ঘটে পটে সব জাগায়॥

সূচী

লালন-১৫: কি এক অচিন পাখি

কি এক অচিন পাখি পুষলাম খাঁচায়।
না হলো জনম ভরে তার পরিচয়॥
পাখি রাম রহিম বুলি বলে
ধরে সে অনন্ত লীলে
বলো তারে কে চিনিলে
বলো গো নিশ্চয়॥
আঁখির কোণায় পাখির বাসা
দেখতে নারে কি তামাসা
আমার এই আদলা দশা
কে আর ঘুচায়॥

যারে সাথে সাথে লয়ে ফিরি
তারে যদি চিনতে নারি
লালন কয়, অধর ধরি
কেমন ধ্বজায়॥

অন্য রূপ
৮ লাইনে: ‘দেখতে নারে কি তামাসা’
এর বদলে ‘ধরতে গেলে কী তামাসা’
সূচী

লালন-১৬: কিসে আর বোঝাই মন

কিসে আর বোঝাই মন তোরে।
দেল-মক্কার ভেদ না জানিলে
হজ কিসে হয় রে॥
দেল মক্কা খোদ কুদরতি কাম
খোদ খোদা দেয় তাইতে বারাম
সেইজন্য নূর দেল-মক্কা নাম
সর্ব সংসারে॥
এক দেল যারো জেয়ারত হয়
হাজার হাজী তার তুল্য নয়
কেতাবেতে সাফ লেখা যায়
তাইতে বলি রে॥
মানুষের মক্কা গঠন
মানুষে তাই করে ভজন
লালন কয়, আদি মক্কা কেমন
চিনবি কবে রে॥

অন্য রূপ

কিসে আর বুঝাব মন তোরে
দেল-মক্কার ভেদ না জানিলে
হজ হয় কেমনে রে॥
দেল গঠন কুদরতির সে কাম
খোদ খোদা দেয় তাতে বারাম
তাইতে হল দেল-মক্কা নাম
সর্ব সংসারে॥

এক দেল যার জিয়ারত হয়
হাজার হাজী তার তুল্য নয়
দলিলে তাই সাফ লেখা যায়
তাইতে বলি রে॥
মানুষে হয় মক্কা সৃজন
মানুষে করে মানুষের ভজন
লালন বলে আদি মক্কা কেমন
চিনবি কবে রে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৭: কেন খুঁজিস মনের মানুষ

কেন খুঁজিস মনের মানুষ বনে সদায়।
নিজ আত্মা যেরূপ আছে সেরূপ দীন দয়াময়॥
কারে বলি জীবের আত্মা
কারে বলি স্বয়ং কর্তা
আচ্ছা দেখি ছাটা চক্ষে
ভিল্কি লেগে যায়॥
বল কি তার আজব খেলা
আপনি গুরু আপনি চেলা
পড়ে ভূত ভুবনের পণ্ডিত যে জন
আত্মাতত্ত্বের প্রবক্তা নয়॥

সূচী

লালন-১৮: কোথা কানাই গেলি রে

কোথা কানাই গেলি রে প্রাণের ভাই
একবার এসে দেখা দে রে প্রাণ জুড়াই॥
শোকে তোর পিতা নন্দ
কেঁদে কেঁদে হল অন্ধ
আরো সবে নিরানন্দ ধেনু গাই।
কি দোষে গেলি তুই রে

আমাদের সব অনাথ করে
দয়ামায়া তোর শরীরে কিছুই নাই।
পশুপক্ষী নর আদি
নিরানন্দ নিরবধি
লালন শুনে ছিদাম উক্তি বলে তাই॥

সূচী

লালন-১৯: চল দেখি মন, কোন

চল দেখি মন, কোন দেশে যাবি।
অবিশ্বাস হলে কোথায় কি পাবি॥
এ দেশ ভূত পেতো বলে
সারে পেড়োও কয়তা দিল
পেড়োর ভূত, কোন দেশে গেলে
মুক্তি পায় কিসে ভাবি॥
মন বোঝ না তীর্থ করা
মিছামিছি হেঁটে মরা
পেড়ো কাজ হয় পিড়েই সারা
নিষ্ঠা হয় মন যদ্যপি॥
বার ভাটি বাংলা জুড়ে
একই মাটি আছে পড়ে
সিরাজ সাঁই কয়, লালন ভেড়ে
ঠিক দাও আপন নসিবী॥

সূচী

লালন-২০: অন্তিমকালের কালে ও কি

অন্তিমকালের কালে ও কি হয় না জানি।
কি মায়া ঘোরে কাটালাম হায়রে দিনমণি।
এসেছিলাম বসে খেলাম উপার্জন কৈ কি করিলাম
নিকাশের বেলা খাটবে না ভোলা এল বাণী।
জেনে শুনে সোনা ফেলে, মন মজালাম রাঙ পিতলে,
এ লাজের কথা বলিব কোথা আর এখনি॥
ঠকে গেলাম কাজে কাজে ঘিরিল তনু পঞ্চাশে
লালন বলে মন কি হবে এখন বলরে শুনি॥

সূচী

লালন-২১ : ক্ষেপা তুই না জেনে

ক্ষেপা তুই না জেনে তোর আপন খবর
যাবি কোথায়?
আপন ঘর না বুঝে তুই বাহির পানে,
পড়বি ধাঁধায়।
আমি সত্য না হইলে
হয় গুরু সত্য কোন কালে,
আমি যে রূপ দেখ না সে রূপ
দীন দয়াময়।
আত্মারূপে সেই অধর
সপঙ্গী অংশ কলা তার,
ভেদ না জেনে বনে বনে
বেড়ালে কি হয়।
আপনারে আপনি না চিনলে
ঘুরবি কত ভুবনে
লালন বলে অন্তিমকালে
নাইরে উপায়।

সূচী

লালন-২২: তরীকতে দাখিল হলে

তরীকতে দাখিল হলে সকল জানা যায়।
কেন রে মন কোলের ঘোরে ঘোরে ডানে বাঁয়॥
আৱলে বিসমিল্লা ব্যক্ত
মূল বটে তার তিনটি অর্থ
আগমে বলেছে সত্য
ডুবে জানতে হয়॥
নবী আদম খোদ বা খোদা
এ তিন কভু নহেক জুদা
আদমকে করিলে ছেজদা

সালেক জনে পায়॥

যথা সালেক মকাম বাড়ি
সফিউলা তাহার সিঁড়ি
লালন বলে, মনের বেড়ি
লাগাও তার পায়॥

সূচী

লালন-২৩: ধড়ে কোথায় মক্কা মদীনে

ধড়ে কোথায় মক্কা মদীনে চেয়ে দেখ নয়নে।
ধড়ের খবর না জানলে ঘোর যাবে না কোনদিন॥
ওহাদানিয়েৎ-এর রাহা
ভুল যদি মন কর তাহা
হুজুর যেতে পথ পাবা না
ঘুরবি কত ভুলে॥
উপরওয়ালা সদর বাড়ি
অচিন দেশে তার কাছারি
সদায় করে হুকুম জারী
মক্কায় বসে নির্জনে॥
চারি রাহার চারি মকবুল
ওহাদানিয়েতে রসুল
সিরাজ সাঁই কয়, না জেনে উল
লালন তুই ঘুরিস কেনে॥

সূচী

লালন-২৪: ধরো চোর হাওয়ার ঘরে

ধরো চোর হাওয়ার ঘরে ফাঁদ পেতে।
সেকি সামান্য চোরা ধরবি কোনা কাঞ্চীতে॥
পাতালে চোরের বহর
দেখায় আশমানের উপর
তিন তারে হচ্ছে খবর
হাওয়া মূলাধার তাতে॥

কোথা ঘর কি বাসনা
কে করে ঠিক ঠিকানা
হাওয়ায় তার লেনা দেনা
শুভ শুভ যোগমতে॥
চোর ধরে রাখবি যদি
হৃদ্-গারদ করগে খাঁটি
লালন কয়, নাটিখুঁটি
থাকতে কি আর দেয় ছুঁতে॥

সূচী

লালন-২৫: ফকিরি করবি ক্ষ্যাপা কোন্ রাগে

ফকিরি করবি ক্ষ্যাপা কোন্ রাগে।
হিন্দু-মুসলমান দুইজন দুইভাগে॥
আছে বেহেস্তের আশায় মমিনগণ
হিন্দুদিগের স্বর্গেতে মন
বেহেস্তের মুখ ফাটক সমান
শরায় ভাল তাই জানে॥
যায় ফকিরি সাধন করে
খোলসা রয় হুজুরে
টল কি অটল মকাম সেই
নেহাজ করে জান আগে॥
আখের অটল প্রাপ্ত কিসে হয়
মুরশিদের ঠাঁই জানা যায়
সিরাজ সাঁই কয়, লালন ভেড়ো
ভুগিসনে ভবের ভোগে॥

সূচী

লালন-২৬: বল কারে খুঁজিস ক্ষ্যাপা

বল কারে খুঁজিস ক্ষ্যাপা দেশ বিদেশে।
আপন ঘর খুঁজলে রতন পায় অনায়াসে॥
দড়দড়ি দিল্লী লাহোর

আপনার কোলে রয় ঘোর
নিরূপ আলেক সাঁই মোর
আত্মরূপ সে॥
যে লীলে ব্রহ্মাণ্ডের পর
সেই লীলে ভাণ্ড-মাঝার
ঢাকা যেমন চন্দ্র আকার
মেঘের পাশে।
আপনাকে আপনি চেনা
সেই বটে উপাসনা
লালন কয়, আলেক চেনা
হয় তার দিশে॥

সূচী

লালন-২৭: ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন

ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই।
হিন্দু কি যবন বলে জাতের বিচার নাই॥
শুদ্ধ ভক্তি মাতোয়ালা
জাতিতে যে কবীর জোলা
ধরেছে সে ব্রজের কালা
সর্বস্ব ধন তাই॥
রামদাস মুচি ভবের মাঝে
ভক্তির বল সদাই তার যে
ও তার সেবায় স্বর্গে ঘণ্টা বাজে
শুনি সাধুর ঠাঁই॥
এক চাঁদে হয় জগৎ আলো
এক বীজে সব জন্ম হল
ফকির লালন বলে, মিছে কলহ
ভবে শুনতে পাই॥

সূচী

লালন-২৮: ভুলো না মন কারো ভোলে

ভুলো না মন কারো ভোলে।
রসুলের দীন সত্য মানো ডাক সদায় আল্লা বলে॥
খোদা প্রাপ্ত মূল সাধনা
রসুল বিনে কেউ জানে না
জাহের বাতিন উপাসনা
রসুল দ্বারায় প্রকাশিলে॥
দেখাদেখি সাধিলে যোগ
বিপদ ঘটিবে বাড়িবে রোগ
যে জনা হয় শুদ্ধ সাধক
নবীর ফরমানে সে চলে॥
অপরকে বুঝাইতে তামাম
করে রসুল জাহেরা কাম
বাতুনে মশগুল সুদাম
কারু কারু জানাই লে॥
যেরূপ মুরশিদ সেরূপ রসুল
যে বোঝে সে হবে মকবুল
সিরাজ সাঁই কয়, লালন কিরূপ পাবি
মুরশিদ না ভজিলে॥

সূচী

লালন-২৯: পাখি কখন উড়ে যায়

পাখি কখন উড়ে যায়   ওরে বদ হাওয়া লেগে খাঁচায়
খাঁচার আড়া পড়ল ধসে   পাখি আর দাঁড়াবে কিসে
এ ভাবনা ভাবছি বসে সদা চমক জড়ায় বইছে গায়।
কার বা খাঁচা কে বা পাখী ভেবে অন্ত নাহি দেখি
আমার এ আঙিনায় থাকি আমার এ মজাইতে চায়।
আগে যদি যেত জানা জংলা কভু পোষ মানে না
তবে উহার প্রেম করতাম না   লালন ফকির কেঁদে কয়।

দ্র: "লালন ফকির" বোধ হয় লালনের গানে থাকবার কথা নয়। শুধু "লালন" হবার কথা।

অন্য রূপ

পাখী কখন উড়ে যায়   ওগো বদ হাওয়া লেগে খাঁচায়
খাঁচার আড়া পড়ল ধসে   পাখি আর দাঁড়াবে কিসে
এখন আমি ভাবি বসে সদা   চমক জরা বইছে গায়॥
কার বা খাঁচা, কার বা পাখী   কারে আপন কার পর দেখি
কাহার জন্যে জুড়ে আঁখি   আমার এ মন যেতে চায়॥
যেদিন পাখী যাবে উড়ে   খালি খাঁচা রবে পড়ে
সঙ্গের সাথী কেউ হবে না   ফকির লালন কেঁদে কয়॥

সূচী

লালন-৩০: খাঁচার ভিতর অচিন পাখি

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়।
তারে ধরতে পারলে মন বেড়ি   দিতাম তাহার পায়।
আট কুঠুরি নয় দরজা আঁটা
মধ্যে মধ্যে ঝলকা কাটা
তার উপর আছে সদর কোঠা
আয়না মহল তায়।
মন তুই রইলি খাঁচার আশে
খাঁচা যে তোর তৈরি কাঁচা বাঁশে
কোনদিন খাঁচা পড়বে খসে
লালন কয় খাঁচা খুলে সে পাখি কোনখানে পালায়।

সূচী

লালন-৩১: মন আমার তুই কল্লি একি

মন আমার তুই কল্লি একি ইতরপানা।
দুগ্ধেতে যেমন রে মন তোর মিশলো চোনা॥
শুদ্ধ বাগে থাকতে যদি
হাতে পেতে অটল নিধি
বলি মন তাই নিরবধি
বাগ মানে না॥
কি বৈদিকে ঘিরল হৃদয়
হল না সুরাগের উদয়

নয়ন থাকিতে সদা
হলি কানা॥
বাপের ধন তোর খেলো সর্পে
জ্ঞান চক্ষু নাই দেখবি কারে
লালন বলে, হিসাব কালে
যাবে জানা॥

সূচী

লালন-৩২: মন, তোর আপন বলতে

মন, তোর আপন বলতে কে আছে।
তুমি কার কাঁদায় কাঁদো মিছে॥
সারা নিশি দেখ মনুরায়
নানান পক্ষী এক বৃক্ষে রয়
খাবার বেলায় কে কারে কয়
দেহ প্রাণ তেমনি সে যে॥
থাক সে ভবের ভাই-বেরাদর
প্রাণ পাখী সে নয় আপনার
পরের মায়ায় মজিয়ে এবার
প্রাপ্তধন হারায় পাছে॥
মিছে মায়ার মদ খেও না
প্রাপ্ত পথ ভুলে যেও না
এবার গেলে আর হবে না
পড়বি কয় যুগের পিছে॥
আসতে একা আলির মন
যেতে একা যাবি তো মন
সিরাজ সাঁই বলেরে, লালন
তুমি কার নাচায় নাচো মিছে॥

সূচী

লালন-৩৩: মনের কথা বলবো কারে

মনের কথা বলবো কারে।
মন জানে আর জানে মরমে
    মজেছি মন দিয়ে যারে।
মনের তিনটি বাসনা
নদীয়ায় করবো সাধনা
নইলে মনের বিয়োগ যায় না
        তাইতে ছিদাম এ হাল মোরে॥
কটিতে কৌপীন পরবো
করেতে করঙ্গ নেবো
মনের মানুষ মনে রাখবো
        কর যোগাবো মনের শিরে॥
যে দায়ের দায়ে আমার এমন
রসিক বিনে বুঝবে কোনজন
গৌর হয়ে নন্দের নন্দন
        লালন কয় সে বিনয় করে॥

সূচী

লালন-৩৪: মানুষ তত্ত্ব যার সত্য হয়

মানুষ তত্ত্ব যার সত্য হয় মনে
সে কি অন্য তত্ত্ব মানে॥
মাটির ঢিপি, কাঠের ছবি
ভূত ভাবি সব দেব আর দেবী
ভোলে না সে এসব রূপী
        ও যে মানুষ রতন চেনে॥
জিন-ফেরেস্তার খেলা
পেঁচা পেঁচি আলা ভোলা
তার নয়ন হয় না ভোলা
        ওসে   মানুষ ভজে দিব্যজ্ঞানে॥
ফেও-ফেঁপি ফেকসা যারা
ভাকা-ভুকোয় ভোলে তারা
লালন তেমনি চটামারা
        ও ঠিক দাঁড়ায় না একখানে॥

সূচী

লালন-৩৫: যে জন দেখেছে অটল রূপের

যে জন দেখেছে অটল রূপের বিহার
মুখে বলুক কিবা না বলুক সে
থাকলে ঐ নেহার॥
নয়নে রূপ না দেখিতে পায়
নাম-মন্ত্র জপিলে কি হয়
নামের তুল্য নাম পাওয়া যায়
রূপের তুল্য কার॥
নেহারায় গোলমাল হলে
পড়বি মন কু-জনার ভোলে
আখেরে গুরু বলে ধরবি কারে
তরঙ্গ-মাঝারে॥
স্বরূপ-রূপের রূপের ভেলা
ত্রিজগতে করছে খেলা
ফকির লালন বলে, মনরে ভোলা
কোলে ঘোর তোমার॥

সূচী

লালন-৩৬: শহরে ষোলোজন বোম্বেটে

শহরে ষোলোজন বোম্বেটে
করিয়ে পাগলপারা নিল তারা সব লুটে॥
রাজ্যেশ্বর রাজা যিনি
চোরের ও সে শিরোমণি
নালিশ করবো আমি
কোনখানে কার নিকটে॥
পাঁচজনা ধনী ছিল
তারা সব ফতুর হলো
কারবারে ভঙ্গ দিল
কখন যেন যায় উঠে॥

গেল ধনমান আমার
খালি ঘর দেখি জমার
লালন কয় খাজনারো দায়
কখন যেন যায় লাটে॥

সূচী

লালন-৩৭: সব লোকে কয় লালন কি জাত

সব লোকে কয় লালন কি জাত এ সংসারে।
লালন বলে জাতের কি রূপ দেখলাম না এই নজরে॥
কেউ মালা কেউ তসবী গলে
তাইত রে জাত ভিন্ন বলে
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় কারে॥
ছুন্নৎ দিলে হয় মুসলমান
নারীর তবে কি হয় বিধান
বামন চিনি পৈতেয় প্রমাণ
বামনী চিনি কি প্রকারে॥
জগৎ বেড়ে জাতের কথা
লোকে গল্প করে যথাতথা
লালন বলে, জাতের ফাৎনা
ডুবিয়েছি সাধ-বাজারে॥

অন্য রূপ

সব লোকে কয় লালন ফকির হিন্দু কি যবন।
লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান॥
একই ঘাটে আসা-যাওয়া
একই পাটনি দিচ্ছে খেওয়া
কেউ খায় না কারো ছোঁয়া
ভিন্ন জল কে কোথা পান॥
বেদ পুরাণে করেছে জারি
যবনের সাঁই হিন্দুর হরি
এ ভেদ আমি বুঝতে নারি
দুই রূপ সৃষ্টি কি তার প্রমাণ॥

বিবিদের নাই মুসলমানী
পৈতা যার নাই সেও তো বাওনী
বোঝ রে ভাই দিব্যজ্ঞানী
লালন তেমনি জাত একখান॥

সূচী

লালন-৩৮: সামান্যে কি তার মর্ম জানা যায়

সামান্যে কি তার মর্ম জানা যায়।
হৃদ্‌কমলে ভাব দাঁড়ালে অজান খবর আপনি হয়।
দুগ্ধে জলে মিশাইলে
বেছে খায় রাজহংসর হলে
কারো সাধ যদি যায় সাধন বলে
        হয় সে হংসরাজের ন্যায়॥
মানুষে মানুষের বিহার
মানুষ হলে দৃষ্ট হয় তার
সে কি বেড়ায় দেশদেশান্তরে
        পিঁড়েয় পেড়োর খবর পায়॥
পাথরেতে অগ্নি থাকে
বের করতে হয় ঠুকনি ঠুকে
দরবেশ সিরাজ সাঁই দেয় অমনি শিঙে
        বোকা লালন সঙ নাচায়॥

সূচী

লালন-৩৯: সে করণ সিদ্ধি করা

সে করণ সিদ্ধি করা সামান্য কাজ নয়।
গরল হইতে সুধা নিতে আত্যশে প্রাণ যায়।
সাপের কাছে নাচায় বেঙ্গা
এতো বড় আজব রঙা
রসিক যদি হয় সে ঘোঙা
        অমনি ধরে খায়।
ধন্বন্তরির গুণ শিখিলে

সে কি হয় রূপের কালে
সে গুণ তার উলটিয়ে ফেলে
মস্তকে দংশায়॥
একান্ত সে অনুরাগী
জ্যান্তে মরা ভয়ত্যাগী
লালন কয়, সে রসিক যোগী
আমার কার্য নয়।

সূচী

লালন-৪০: সে যারে বোঝায়, সেই বোঝে

সে যারে বোঝায়, সেই বোঝে।
মকরউল্লার মকর বুঝা সাধ্য কার আছে॥
যথা কাল্লা তথা আল্লা
এমনি রে সে মকরউল্লা
অবুঝে মক্কা হীলা
তাই সদাই খোঁজে॥
এরফানি কেতাবেরে ভাই
হরফ নুক্তা তার কিছুই নাই
তাই ঢুঁড়িলে খোদাকে পাই
খোদেই বলেছে॥
এলেম লাদুন্নি হয় যার
সর্ব ভেদ মালুম হয় তার
লালন কয়, ছটাকে মোল্লার
দড়বড়ি মিছে॥

সূচী

লালন-৪১: দোহাই গুরু মনকে আমার

দোহাই গুরু মনকে আমার নাও না সুপথে॥
তুমি যদি না করো দয়া
চরণ সাধি বল কি মতে॥
যে যন্ত্র যন্ত্রী যেমন

যে ডুগ্গা বাজে তেমন
তোমার যন্ত্র আমার এই মন
        বোল তোমার ঐ হাতে॥
জগাই মাধাই দস্যু ছিল
তাদের তোমার কৃপা হল
লালন পথে পড়ে রইল
        তোমার চরণ আশাতে॥

সূচী

লালন-৪২: আমি কাঙাল দয়াল গুরু

আমি কাঙাল দয়াল গুরু
আমার মন তো কাঙাল নয়।
হরিনামের সুধা পান করিয়ে
    মত্ত থাকি সর্বদাই॥
যে যা মনে বাঞ্ছা করে
দয়াল গুরু তারে পূর্ণ করে
যদি ভক্তি তার ধরে॥
তবে পাবেরে ফল
নইলে বিফল
যদি গুরুর কৃপা হয়।
শুনেছি গো দয়াল গুরু বড় দয়াময়
তোমার কৃপা না হইলে
    কারুর চলার শক্তি নাই।   (সাধ্য নাই)
তাই পাথরের ভিতর কিয়া পোকা
আহার জোগাও সর্বদাই॥
লালন বলে এসে দুনিয়ায়
দুখে দুখে জনম গেল
গুরু করি কি উপায়॥
দুখ নিবারণ করবে যে জন
শরণ নিলাম তাহার পায়॥

সূচী

লালন-৪৩: আগে না জেনে মোজো না

আগে না জেনে মোজো না পিরিতে॥
ওগো জেনে শুনে করো পিরিত
শেষ ভালো দাঁড়ায় যাতে॥
এই ভবের পিরিত ভূতের কীর্তন
এই ক্ষণেক বিচ্ছেদ ক্ষণেক মিলন
আবার অবশেষে হয় গো মরণ
গিয়েতে মাতা-পথে॥
যদি পিরীতি করতে হয় বাসনা
সাধু গুরুর কাছে জেনে নে না
ওরে অভিমান থাকতে মিলবে না
পথের হ*সি কোনোমতে॥
তাই এক পিরিতে দ্বিভাগ চলন
কেউ স্বর্গে কেউ নরকে গমন
তাই দেখে শুনে বলছে লালন
একী লীলা জগতে॥

সূচী

লালন-৪৪: মনের হোলো মতি মন্দ

মনের হোলো মতি মন্দ
তাইতে হলাম জন্ম অন্ধ
মনের হোলো মতি মন্দ॥
ভাব তরঙ্গে থাকি মজে
ভাব দাঁড়ায় না হৃদয় মাঝে
গুরুর দয়া হবে কিসে
ভক্তিবিহীন পশুর ছন্দ॥
ত্যাজিয়ে রে সুধা রতন
গরল খেয়ে ঘটাই মরণ
মানি না সাধু গুরুর বচন
মূল হারিয়ে হইরে ধন্দ॥
ছেলে বুড়ো সকলে কয়
সাধু চিত্ত আনন্দময়
লালন বলে তাইতো সদাই
সাধুর মনে এত আনন্দ॥

সূচী

লালন-৪৫: হেন মানব জনম আর কি

হেন মানব জনম আর কি হবে
মন যা কর ত্বরায় কর এই ভবে।
এই মানুষে হবে মাধুর্য্য ভজন
তাইতে মানবরূপ গঠল নিরঞ্জন।
তাই দেব দেবতাগণ করে আরাধন
জন্ম নিতে এমনি মানব রে
মনটা কর ত্বরায় কর এই ভবে।
বহু জন্মফলে না জানি
মন রে পেয়েছ এই মানব তরণী
বেয়ে যা ত্বরায় সুধা বাই যেন ভর না ডুবে
মনযা কর ত্বরায়ে কর এই ভবে।
অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
তাইতে মানবের উত্তম কিছুই নাই।
এবার ঠকলে আর না দেখেলে কিনার
অধীন লালন তাই ভাবে
মন যা কর ত্বরায়ে কর এই ভবে।

অন্য রূপ

এমন মানব জনম আর কি হবে
মন যা কর ত্বরায় কর এই ভবে॥
অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
শুনি মানবের উত্তম কিছু নাই।
দেবদেবতাগণ করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে॥
কত ভাগ্যের ফলে না জানি
মন রে পেয়েছ এই মানব তরণী
বেয়ে যাও ত্বরায় তরী
সুধারায় যেন ভরা না ডুবে॥
মন যা কর তাড়ায়ে কর এই ভবে।
এই মানুষে হবে মাধুর্য্য ভজন

তাইতে মানুষরূপ ঘটল নিরঞ্জন।
একবার ঠকলে আর না দেখি উপায়
অধীন লালন তাই ভাবে॥

সূচী

লালন-৪৬: কেমনে খুলিয়া সে ধন

কেমনে খুলিয়া সে ধন
আমি দেখব চক্ষেতে ঘরের চাবি
পরের হাতে ঘরের চাবি॥
আপন ঘরে বোঝাই সোনা
পরে করে লেনা দেনা
আমি হইলাম জন্মকানা
পারলাম না দেখিতে॥
রাজী হলে দরদী
তার ছাড়িয়া দেবেন তিনি
তারে বা কৈ চিনি শুনি
আমি পারলাম না চিনিতে॥
এই মানুষের আছে রে মন
যারে বলি মানুষ রতন
লালন বলে পেয়ে সে ধন
পারলাম না চিনিতে॥

সূচী

লালন-৪৭ : আমি একদিন না দেখিলাম তারে

আমি একদিন না দেখিলাম তারে
আমার বাড়ির কাছে আরশী নগর
এক পড়শী বসত করে
গেরাম বেড়ে অগাধ পানি
ও তার নাই কিনারা নাই তরণী পারে।
আমি বাঞ্ছা করি দেখব তারে
আমি কেম্‌নে সে গাঁয়ে যাইরে॥

কি কব সেই পড়শীর কথা

তার হস্ত পদ স্কন্ধ মাথা নাইরে।

ও সে ক্ষনেক থাকে শূন্যের উপর

আবার খনেক ভাসে নীরে।

পড়শী যদি আমায় ছুঁতো

আমার যম যাতনা যেত দূরে।

আবার সে আর লালন একখানে রয়

তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে॥

সূচী

লালন-৪৮: সাধু সঙ্গ ভালো সঙ্গ

সাধু সঙ্গ ভালো সঙ্গ

সঙ্গ আমার হোলো কই।

সাধু সঙ্গ হোলে পরে

পঙ্ক থেকে উদ্ধার হই॥

আমি সাধুর সঙ্গ যদি পেতাম

সাধুর সঙ্গে চলে যেতাম

আমি সাধুর রঙে রঙ মিশাইতাম

সে রঙ আমার হোলো কই॥

সোনাতে সুহাগ দিলে

কঠিন সোনা যাবে গলে

ওগো সাধুর ডাকে পাষাণ গলে

মন পাষাণটা গললো কই॥

মুখে বলি হরি হরি

অন্তরেতে জুয়োচুরি

আরো দেখলে পরে পরনারী

ঐ পানেতে চেয়ে রই॥

লালন বলে গেল বেলা

বাঁধ হরিনামের মালা

আমি কাঠের মালা জপি দুই বেলা

আমার এই মন মালাটা জপলাম কই॥

সূচী

লালন-৪৯ : তোমার মত দয়াল বঁধু

তোমার মতো দয়াল বন্ধু আর পাব না
দেখা দিয়ে ওহে রসুল, ছেড়ে যেও না।
তুমি হে খোদার দোস্ত
অপারের কাণ্ডারী সত্য
তোমা বিনে পারের লক্ষ্য আর দেখা যায় না॥
আমরা সব মদিনাবাসী
ছিলাম যেমন বনবাসী
তুমি আসায় জ্ঞান পেয়েছি আছে সান্ত্বনা॥
আসমানি আইন দিয়ে
আমাদের সব আনলে রাহে
আজ কি মোদের ফাঁকি দিয়ে তুমি পালাবে॥
তুমি বিনা এরূপ শাসন
কে করবে আর দীণের কারণ
লালন বলে, আর তো এমন বাতি জ্বলবে না॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫০: ভাবলি নে মন কোথা

ভাবলি নে মন কোথা সে ধন
ভাজলি বেগুন পরের তেলে
গুণে পড়ে সারলি দফা
করলি রফা গোলেমালে॥
হায় রে এমন মানব জনম
লুটবে মজা মনের মতন
বাবার হোটেল ভাঙবে যখন
খাবি তখন কার আক্কেলে॥
হায় রে মজার তিলের খাজা
খেয়ে দেখলি না মন কেমন মজা
লালন কয় বিজাতের রাজা
হয়ে রইলাম এই অকূলে॥

অন্য রূপ

গুণে পড়ে সারলি দফা
করলি রফা গোলেমালে॥
একদিন ভাবলিনে মন
কোথায় সে ধন
ভাজলি বেগুন পরের তেলে॥
করলি বহু পড়াশুনা
কাজের বেলায় ঝল্‌সে কানা
কথায় চিঁড়ে ভেজে না
জল কিম্বা দুধ না দিলে॥
আর কি হবে এমন জনম
লুট্‌বি মজা মনের মতন
বাবার হোটেল ভাঙবে যখন
থাকবি তখন কার বা শালে॥
হায় কি মজা তেলে ভাজা
খেয়ে দেখলিনে মন কেমন মজা
লালন ফকির বজ্জাত রাজা
হয়ে আছে কালে কালে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫১: চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে

চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে   আমরা ভেবে করব কি
ঝিয়ের পেটে মায়ের জন্ম   তারে তোমরা বল কি?
তিন মাসের এক কন্যা ছিল   নয় মাসে তার গর্ভ হল
এগারো মাসে তিনটি সন্তান   কোনটা করবে ফকিরি?
ষোলো বাহু বত্রিশ মাথা   গর্ভে ছেলে কে গো কোথা
কেবা কাহার পিতা মাতা   এই কথাটি জিগ্যাসি॥
ঘর আছে তার দুয়ার নাই   মানুষ আছে তার বাক্য নাই
কেবা তাহার আহার জোগায়   কেবা করে সন্ধ্যারতি।
লালন সে ফকিরে বলে   মায়ে ছুঁলে পুত্র মরে
এই যার কথার মানে হোলো   তারে হবে ফকিরি॥

অন্য রূপ

চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে আমরা ভেবে করব কি।
ঝিয়ের পেটে মায়ের জন্ম আমরা ভেবে করব কি।
ছয় মাসের এক কন্যা ছিল নয় মাসে তার গর্ভ হল
এগার মাসে তিনটি সন্তান কে বা করবে ফকিরী॥
ঘর আছে দুয়ার নাই লোক আছে তার বাক্য নাই রে
কেবা তাহার আহার জোগায় কেবা দেয় সন্ধ্যাবাতি
ফকির লালন ভেবে বলে ছেলে মরে মাকে ছুঁলে
এই তিনটি কথার অর্থ নইলে তার হবে না ফকিরি॥

সূচী

লালন-৫২: তরীকের মজিলে বসে

তরীকের মজিলে বসে
তিনের তিন জন আছে মিশে
ভাবুক হৈলে জানতে পারে।
একের জুতে তিনটি লক্ষণ
তিনের ঘরে আছে রে ধন।
তিনের মর্ম সাধিলে হয় সেরূপ দরশন।
সাঁই সিরাজের হক্কের চরণ
ভেবে কহে ফকির লালন
কথা কি তার হয় আচরণ
খাঁটি হয় মন দীনের ভাবে॥

সূচী

লালন-৫৩: আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ

আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে
তারে জনমভরে একবার দেখলাম না রে।
নড়ে চড়ে ঈশান কোণে দেখতে পাইনে এই নয়নে
হাতের কাছে যার হাট বাজার ধরতে গেলে হাতে - পাই নে তারে
সবে কয় সে প্রাণপাখী শুনে চুপে চুপে থাকি
জল কি হুতাশন মাটি কি পবন কেউ বলে না একটা নির্ণয় করে।
আপন ঘরের খবর হয় না বাঞ্ছা করি পরকে চেনা
লালন বলে, পর কি পরমেশ্বর সে কেমন রূপ আমি কিরূপ ওরে॥

সূচী

লালন-৫৪: মলে ঈশ্বর প্রাপ্তি হবে

মলে ঈশ্বর প্রাপ্তি হবে কেন বলে।
সেই সে কথায় পাইনে বিচার কারো কাছে শুধালে॥
মলে হয় ঈশ্বরপ্রাপ্ত সাধু সন্ত
তবে কেন জপ তপ করে রে জলে স্থলে॥
যে পক্ষে পঞ্চভূত হয় জ্বলে তা যদি তাতে মিশায়।
ঈশ্বর অংশ ঈশ্বরে যায় স্বর্গ-নরক কার মেলে॥
জীবের এই শরীরের ঈশ্বর অংশ বলি কারে
লালন বলে চিনলে তারে মরার ফল তার যায় ফলে॥

সূচী

লালন-৫৫: তোরা আর কে যাবি ওপারে

তোরা আর কে যাবি ওপারে
দয়ালচাঁদ মোর দিচ্ছে খেয়া অপার সাগরে।
যে দেবে সেই নামের দোহাই
তারে দয়া করবেন গোঁসাই
এমন দয়াল আর কেহ নাই ভবের মাঝারে।
পার করে জগৎ বেড়ি
নেয় না সে পারের কড়ি
সেরে সুরে মনের বেড়ি ভার দে না তারে॥
দিয়ে ঐ শ্রীচরণে ভার
কত অধর পাপী হলো গো পার
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোমার বিগার যায় না রে॥

সূচী

লালন-৫৬: সে প্রেম সামান্যেতে কি

সে প্রেম সামান্যেতে কি জানা যায়॥
সে প্রেম সেধে দেয় গৌর শ্যামরায়॥
দেবের দেব পঞ্চাননে
জেনেছিল সেই একজনে,
শক্তি আসন বুকে দেয় সে মহাশয়॥
প্রেমী একজন চণ্ডীদাস
বিকাল রজকী পাশে
মরিয়ে জীবন সে দান পায়॥
মরে যদি ডুবতে পারে
সে প্রেম গুরু জানায় তারে
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোরে তাই জানাই॥

সূচী

লালন-৫৭: ঘরের মানুষ আছে ঘরে

ঘরের মানুষ আছে ঘরে
তারেও চিনলাম না—
চিনে ভালোবাসলে পরে
বিচারের ভয় রবে না,
তোমার মরণের ভয় রবে না॥
দুশছয়টি টুকরো কাঠে
বিনা পেরেকে সেই ঘর আঁটে
তিনশ ষাটটি তার লাগিয়ে
চালায় মালিক কারখানা॥
আট কুঠুরী ঘরের নয় দরজা
তিনজন উজির তিনজন রাজা
তিনতলা ঘর বড়ই মজার
পাঁচজনার ঐ বারামখানা॥
সাততলা ঘর সিংহাসনে
বসে আছে মালিক নিজের ধ্যানে
লালন বলে অন্যমনে
কর গুরুর সাধনা॥

সূচী

লালন-৫৮: চিরদিন কাঁচা বাঁশের

চিরদিন কাঁচা বাঁশের খাঁচা থাকবে না
পাখি যাবে উড়ে থাকবে পড়ে
কেউ রাখিতে পারিবে না॥
কোন দিন পাখি দিবে ফাঁকি
সদাই মনে ভাবনা
মন চিন্তা ভাল চিন্তা
গুরু চিন্তা হল না॥
কারে বল আপন আপন
কেউ তো সঙ্গে থাকবে না
আসবে সমন করবে গমন
কেউ রাখিতে পারিবে না॥
শুন মোর এ মন পাখি
ছাড়ো মিছে ভাবনা
লালন রে তুই ধররে চরণ
কররে স্মরণ মনের ভয় রবে না॥

সূচী

লালন-৫৯: একবার জগন্নাথে দেখ যেয়ে

একবার জগন্নাথে দেখ যেয়ে
এ জাত কেমনে রাখবি বাঁচিয়ে
চণ্ডালে রাধিছে অন্ন
ব্রাহ্মণে তা লয় খেয়ে॥
জোলা ছিল কবির দাস
তার তোড়ানি বারো মাস
ওঠে যে উথলিয়ে
সেই তোড়ানি খায় যে ধনী
সে আসে তার দর্শন পেয়ে॥
ধন্য প্রভু জগন্নাথ

চায়না রে সে জাত অজাত
ভক্তের অধীনে থাকে
যত সব জাত বিচারী দুরাচারী
তারাই যায় সব দূর হয়ে॥
জাত না গেলে পাই না হরি
কি ছাড় জাতের গৌরব করি
ছুঁস না বলিয়ে রে মন
লালন কয় জাত হাতে পেলে
পুরাতাম আগুন দিয়ে॥

কথা: লালন ফকির
সূচী

লালন-৬০: জাত গেল জাত গেল বলে

জাত গেল জাত গেল বলে
এ কি আজব কারখানা
সত্য কথায় কেউ রাজি নয়
সবই দেখি তা না না না॥
এই ভবেতে যখন এলে
তখন তুমি কি জাত ছিলে?
যাবার সময় কি জাত হবে
সে কথা তো কেউ বলে না॥
ব্রাহ্মণ চাঁড়াল চামার মুচি
এক জলে হয় সবাই শুচি
দেখে কারো হয় না রুচি
শমনে কাউকে থোবে না॥
গোপনে যদি কেউ বেশ্যার ভাত খায়
তাতে জাতির কি ক্ষতি হয়?
ফকির লালন বলে জাত কারে কয়
এ ভ্রম তো আমার গেল না॥

কথা: লালন ফকির
সূচী

লালন-৬১: আমি কি সন্ধানে যাই সেখানে

আমি কি সন্ধানে যাই সেখানে মনের মানুষ যেখানে
আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি দিবারাতি নাই সেখানে॥
রসিক যারা সুজন তারা তারাই প্রেমের ধারা চিনে
তারা উজান তরী যাচ্ছে বেয়ে তারাই স্বরুপ সাধন জানে॥
যেতে পথে কামনদীতে পাড়ি দিতে ত্রিবিণে
কত ধনীর ভারা যাচ্ছে মারা পড়ে নদীর তোড় তুফানে॥
লালন বলে মলাম জ্বলে মলাম আমি প্রতিদিনে
এখন মনের মানুষ কোনে রেখে ঘুরি আমি বনে বনে॥

কথা: লালন সাঁই
অন্য রুপ

আমি কি সন্ধানে যাই সেখানে মনের মানুষ যেখানে
আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি দিবারাতি নাই সেখানে॥
ধনীর ভাড়া যাচ্ছে মারা পরে নদীর ঝর তুফানে
রসিক যারা চতুর তারা তারাই নদীর ধারা চিনে॥
সপ্ত তাল পাতালের তলে মূল রয়েছে গোপনে
মূলের মানুষ তুলে রেখে দেখতে পাবি রুপ রসরে॥
লালন বলে ম'লেম জ্বলে দিবা নিশি জলে স্থলে
আমি মণিহারা খনির মত হারা হলাম দ্বীপ্তিধনে॥

সূচী

লালন-৬২: দীনের অধিন হয়ে চরণ সাধিতে হবে

দীনের অধিন হয়ে চরণ সাধিতে হবে
সামান্যে কি সে ধন পাবে॥
গুরু ভজে কি না হল
কত বাদশা লোকের বাদশাহী গেল
কত কুলবালার কুল গেল
এই কালারে ভেবে॥
গুরুপদে কতজনা
বিনামূল্যে হয় রে কেনা
তারা করে গুরুর দাসীপনা
সে ধনের লোভেতে রে॥
কতো কতো যোগী ঋষি

তারা যুগ যুগান্তর বনবাসী
ধরবে বলে সেই কালো শশী
বসেছে স্তবে॥
গুরুপদে যাহার আশা
অন্য ধনে নাই লালসা
লালন ভেলোর বুদ্ধিনাশা
মন দোয়াসা ভেবে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৬৩: শুনিলে প্রাণ চমকে ওঠে

শুনিলে প্রাণ চমকে ওঠে
দেখতে যেমন ভুজঙ্গনাথ
যেখানে সাঁইএর বারামখানা
যেখানে সাঁইএর বারামখানা॥
যা ছুইলে প্রাণে মরি
তাই খেয়ে জগৎ তোরি
বুঝিয়েও তা বুঝতে নারি
তৃপ্তিকর্মার কি কারখানা॥
আত্মতত্ব যে জেনেছে
দিব্যজ্ঞানী সেই হয়েছে
কুবৃক্ষে সুফল ফলেছে
দেখেশুনেও ঘোর গেল না॥
যে ধনের উৎপত্তি প্রাণধন
সেই ধনের হল না যতন
অকালের ফল পাকায় লালন
দেখেশুনেও জ্ঞান হল না॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৬৪: আমি অপার হয়ে বসে আছি ওহে দয়াময়

আমি অপার হয়ে বসে আছি ওহে দয়াময়
পারে লয়ে যাও আমায়॥
আমি একা রইলাম ঘাটে
ভানু সে বসিল পাটে
ওগো তোমা বিনা ঘোর সংকটে
না দেখি উপায়॥
নাই আমার ভজন সাধন
চিরদিন কুপথে গমন
ওরে নাম শুনেছি পতিতপাবন
তাইতো দে দোহাই॥
অগতির না দিলে গতি
ঐ নামে রহিবে অখ্যাতি
লালন বলে অকূলের পতি
কে বলবে তোমায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৬৫: যার আপন খবর আপনার হয় না

যার আপন খবর আপনার হয় না
আপনারে চিনতে পারলে রে
যাবে অচেনারে চেনা॥
আত্মা রুপে কর্তা হরি
সাধন করতে পারলে তারই হয় ঠিকানা
তুমি ঘুরে বেড়াও দিল্লী লাহোর রে
তোমার কালের ঘোর তো যায় না॥
নিকট থাকতে দূরে তাকায়
কেশের আড়ে পাহাড় লুকোয় দেখ্ না
বেদ বেদান্ত পড়বি যত রে
পড়বে তারই লগ্না॥
অমৃত সাগরের সুধা
পান করিলে ভব ক্ষুধা রয় না
ফকির লালন মো’লো জল পিপাসায় রে
কাছে থাকতে নদী মেঘনা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৬৬: আমি কতো শুনি কতোই দেখি

আমি কতো শুনি কতোই দেখি
ঠিক দাঁড়ায় না কোনই মতি
কি হবে সাঁই আমার গতি॥
যাত্রাভঙ্গ যে নাম শুনে
বনের পশু গুণমানে
নিষ্ঠা গুণ তার রামচরণে
সাধুর খাতায় দান সুখ্যাতি॥
মুচির কথায় গঙ্গায় এল
তলার দেহ সর্প হল
এ সকলই তার ভক্তির বল
আমার নাই রে সেই বল শক্তি॥
মেঘ পানে চাতকের ধ্যান
অন্য বারি করে না পান
ফকির লালন বলে জগতে প্রমান
ভক্তির শ্রেষ্ঠ সেই ভক্তি॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৬৭: দেখ্ না মন ঝকমারি

দেখ্ না মন ঝকমারি এই দুনিয়াদারি
পড়িয়ে কোপনি ধ্বজা কি মজা উড়ালো ফকিরি॥
বড়ো আশার বাসা এ ঘর
পড়ে রবে কোথা রে কার
ঠিক নাই তারি
পিছে পিছে ঘুরছে শমন
কোনদিন হাতে দেবে দুরি
দেখ্ না মন ঝকমারি এই দুনিয়াদারি॥
বড় দরদের ভাই বন্ধু জনা

মো’লে সঙ্গে কেউ যাবে না
মন তোমারি
খালি হাতে একা পথে
বিদায় করে দেবে তরি
দেখ্ না মন ঝকমারি এই দুনিয়াদারি॥
যা কর তাই করো রে মন
পিছের কথা রেখো স্মরন
বরাবরই
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয় শোন্ রে লালন
হোসনে কারো ইন্তেজারি
দেখ্ না মন ঝকমারি এই দুনিয়াদারি॥

*****
কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৬৮: সহজ মানুষ ভজে

সহজ মানুষ ভজে
দেখ না রে মন দিব্যজ্ঞানে
পাবিরে অমূল্য নিধি বর্তমানে॥
ভজ মানুষ চরণ দুটি
নিত্য বস্তু হবে খাঁটি
মরিলে সব হবে মাটি
ত্বরায় এই ভেদ লও জেনে॥
শুনি মো’লে পাবো বেহস্তখানা
তা শুনে তো মন মানে না
বাকির লোভে নগদ পাওনা
কে ছাড়ে এই ভূবনে॥
আচ্ছালাতুল মেরাজুল মোমেনীনা
জানতে হয় নামাজের বেনা
বিশ্বাসীদের দেখাশুনা
লালন কয় এই ভূবনে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৬৯: মারফতের গান

মারফতের গান
শরিয়ত আর মারফত যেমন
দুগ্ধেতে মিশানো মাখন।
মাখন তুললে দুগ্ধ তখন
ঘোল বলে তা জানে সবাই॥
****
চোরে যেমন চুরি করে
ধরে ফেললে দোষে পড়ে
মারুফতি সেই প্রকারে
চোরা মালের তেজারতি॥
সেইজন্যেতে কর গোপন
অনুমানে বুঝলাম এখন
লালন বলে এসব যেমন
মেয়েলোকের উপপতি॥

****
কথা: লালন সাঁই
উৎস: সুধীর ছক্রবর্তীর বই
সূচী

লালন-৭০: আমি ঐ চরণের দাসের যোগ্য

আমি ঐ চরণের দাসের যোগ্য নই
তবেই তরি ভবসিন্ধু
নইলে না দেখি উপায়
নইলে মোর দশা কি এমন হয়॥
আমি ভাব জানিনে প্রেম জানিনে
দাসী হতে চাই চরণে
ভাব দিয়ে ভাব নিলে পরে
সে-ই সেই রাঙা চরণ পায়॥

অহল্যা পাষাণী ছিল
চরণ ধুলায় মানব হল
লালন পথে পড়ে রইল
যা করেন সাঁই দয়াময়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৭১: ধরো অধরচান্দেরে অধরে অধর দিয়ে

ধরো অধরচান্দেরে
অধরে অধর দিয়ে
ক্ষীরোদ মৈথুনের ধরা
ধর রে রসিক নাগরা
যে রসেতে অধর ধরা
থাক সচৈতন্য হয়ে॥
ধর শিকার ভোলে ভোলে
ডুবিস নে কুপ নদীর জলে
কারণবারির মধ্যস্থলে
ফুটেছে ফুল অতিন দলে
তাহে চাঁদ চকরা খেলে
প্রেমবাণে প্রকাশিয়ে॥
নিত্য ভেদে নিত্যে থেকো
লীলার বসে যেও নাকো
সে দেশেতে মহাপ্রলয়
মায়েতে পুত্র ধরে খায়
ভেবে বুঝে দেখ মন রাই
সেই দেশে তোর কাজ কি যেয়ে॥
পঞ্চবাণের ছিলা কেটে
প্রেম যার রস রুপের হাটে
সিরাজ সাঁই বলে লালন
ঐদিক পানে করিস নে রণ
প্রাণ হারায়ে পড়বি তখন
রণকুলাতে হুবড়ি খেয়ে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৭২: কায়াধারী হয়ে গেল তার ছায়া

কায়াধারী হয়ে গেল তার ছায়া নাই
মদিনায় রাসুল নামে কে এলো রে ভাই॥
ছায়াহীন যার কায়া ত্রিভুবনে তারই ছায়া
এ কথাটির মর্ম লওয়া অবশ্য চাই॥
কি দেব তুলনা তারে খুঁজে পাই না এ সংসারে
মেঘে যারে ছায়া ধরে ধূপের সময়॥
ছায়াহীন যারে দেখি স্বর্গে নাই যার লাশের ইতি
লালন বলে তার হাকে কি বলিতে দাঁড়াই॥

কথা: লালন সাঁই
অন্যরূপ

মদিনায় রাসুল নামে কে এল ভাই
কায়াধারী হয়ে কেনো, তাঁর ছায়া নাই॥
কি দিবি তুলনা তারে
খুঁজে পাই না এ সংসারে
মেঘে যার ছায়া ধরে
ধূপের সময়॥
ছায়াহীন যাহার কায়া
ত্রিভুবন তাহার ছায়া
এ কথার মর্ম লওয়া
অবশ্য চাই॥
ছায়াহীন যারে দেখি
শরীক নাই সে লা-শরিকি
লালন বলে তাঁর হাকিকি
বলতে ডরাই॥

সূচী

লালন-৭৩: সেই যে আকার কি হল

সেই যে আকার কি হল তার
কে করে তার রূপ নির্ণয়
শুনি নবীর অঙ্গে জগৎ পয়দা হয়॥
আবদুল্লার ঘরেতে বল
কিরূপে তার জন্ম হল
মূল দেহ তার কোথায় ছিল
শুধাব আজ কোথায়॥
কিরূপেতে নবীর জান সে
এসে যুক্ত হল বাবার অফিসে
আভায়া তে নাম লিখেছে
হাওয়া নাইকো সেথায়॥
এক জানে দুই কায়া যে ধরে
কেহো পাপ কেহ পুণ্য করে
বল কি হবে তার রোজাসরে
রস্‌কিয়া মতের সময়॥
নবীর ভেদ যে পায় একান্তি
পাগল ঘুচে যায় তার মনের ভ্রান্তি
দৃষ্ট হয় তার আলেক বস্তি
ফকির লালন ভেবে কয়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৭৪: অপারের কাণ্ডার নবীজি আমার

অপারের কাণ্ডার নবীজি আমার
সাধন ভজন বৃথায় গেল গো আমার
নবী না চিনে॥
নবী আওলে আখেরে জাহিরে বাতনে
কোন সময় নবী আমার কোন রূপ ধরে॥
আসমান জমিন জলধি পবন
সবই হল নবীর নূরেতে সৃজন
ও গুণ কোথায় ছিল সেই নুর নবীজির আসন
ও নবী পুরুষ না প্রকৃতি আকার কখন॥

আল্লা নবী দুটি অবতার
গাছ বীজ অঙ্কুর দেখি এ প্রচার
সুবুদ্ধিতে তাই কর গো বিচার
গাছ বড় না সেই ফলটি বড়॥
আত্মতত্ত্বের ফাজল যে জনা
সেই তো বোঝে নবীর নিগূঢ় কারখানা
রাসুল রূপে আমার প্রকাশ রাখব না
দরবেশ লালন বলে আমার সিরাজ সাঁইএর গুণে ॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৭৫: লোভ থাকতে প্রেম হবে না

লোভ থাকতে প্রেম হবে না করে
লোভে মত্ত হলি
ও-তোর পেয়ে ক্ষুধা লাগালো ধাঁধা রে
ও তুই সুধা বলে গরল খেলি।
আগে দূর করো জ্বালা
লোভের ঘরে দাও তালা
তবে ঠিক রবে গোলা
ও-তোর মন ভেঙ্গে মন নিগুণ করো রে
ও-তোর লোভকে দাও জলাঞ্জলি॥
প্রেমের সাধকরা যারা
সাধন করতেছেন তারা
তারা জ্যান্তে হয় মরা
যেমন শিরি ফরহাদ লায়লা মজনু রে
তারা মরলো দুজন গলাগলি॥
ফকির লালন যে বলে
তোরা যাস কেন চলে
এমন মধুর প্রেম ফেলে
ও-তুই হাতের কাছে মানিক রেখে রে
মিছে ঘুরে বেড়াস ঢাকা দিল্লী॥

সূচী

লালন-৭৬: অমৃত মেঘের বারি মুখের কথায়

অমৃত মেঘের বারি মুখের কথায় কি মেলে
চাতক স্বভাব না হলে॥
মেঘে কত দেয় গো ফাঁকি
তবু চাতক মেঘের ভোগী
ওমনি নিরিখ রাখলে আঁখি
তারে সাধক বলে॥
চাতক পাখীর এমনি ধারা
তৃষ্ণায় জীবন যায় গো মারা
তবু অন্যবারি খায় না তারা
মেঘের জল বিনে॥
মন হয়েছে পবন গতি
উড়ে বেড়ায় দিবারাতি
ফকির লালন বলে গুরুর প্রতি
মন রয় না সুহালে॥

সূচী

লালন-৭৭: সোনার মানুষ ভাসছে রসে

সোনার মানুষ ভাসছে রসে
যে জেনেছে রসপন্থী
দেখতে পায় সে অনায়াসে॥
তিনশষাট রসের নদী
বেগে ধায় ব্রহ্মান্ড ভেদী
তার মধ্যে রূপ নিরবধি
ঝলক দিচ্ছে এই মানুষে॥
পিতামাতার নাই ঠিকানা
অচিন দেশে বসতখানা
আজগুবি তার আনা যানা
কারণ বারি যোগ বিশ্বাসে॥

অমাবস্যায় চন্দ্র উদয়
দেখে যার বাসনা হৃদয়
লালন বলে থেকো সবাই
ত্রিবেণীতো থেকো বসে॥

সূচী

লালন-৭৮: ধন্য ধন্য বলি তারে

ধন্য ধন্য বলি তারে
বেঁধেছে এমন ও ঘর
শূন্যের উপর পোঁচ্‌তা করে॥
ঘরে সবে মাত্র একটি খুঁটি
খুঁটির গোড়ায় নাইকো মাটি
কিসে ঘর রবে খাঁটি
ঝড়ে তুফান এলে পরে॥
মুলাধার কুঠারি নয়টা
তার উপর চিলের কোঠা
তাহে এক পাগলা ব্যাটা
বসে একা একেশ্বরে॥
উপর নিচে সারি সারি
সাড়ে নয়টা রোজা তারি
লালন কয় যেতে পারি
কোন দরজা খুলে ঘরে?

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৭৯: কবে সাধুর চরণ ধুলি

কবে সাধুর চরণ ধুলি
মোর লাগবে গায়
আমি রয়ে আছি
আশাসিন্ধুর কূলে সদাই॥
চাতক যেমন মেঘের জল বিনে

অহর্নিশি চেয়ে থাকে মেঘের পানে
ও সে তৃষ্ণায় মৃত্যুগতি
জীবনে হল ঐ দশাই (আমার)॥
ভজন সাধন আমাতে নাই
কেবল মহৎ নামের দেই গো দোহাই
তোর নামের মহিমা জানাও গোসাঁই
পাপীর হোন সদয়॥
শুনেছি সাধুর করুণা
সাধুর চরণ পরশিলে হয় গো সোনা
বুঝি আমার ভাগ্যে তাও হইল না
ফকির লালন কেঁদে কয়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৮০: সবাই বলে লালন ফকির

সবাই বলে লালন ফকির
হিন্দু কি যবন
লালন বলে আমার আমি
না জানি সন্ধান॥
এক ঘাটেতে আসা যাওয়া
এক পাট্‌নি দিচ্ছে খেয়া
ভিন্ন জল কোথায় পান?
বিবিদের নয় মুসলমানী
পৈতে যার নাই সেও তো বাম্‌নী
দেখ্‌রে ভাই দিব্যজ্ঞানী
দুই রূপে সৃষ্টির কিরূপ প্রমান॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৮১: সে ভাব কি সবাই জানে

সে ভাব কি সবাই জানে
যে ভাবে শ্যাম বন্দী আছে
গোপিকার সনে॥
গোপী বিনা জানে কে বা
শুদ্ধ রস ভ্রমরা সেবা
গোপীর পাপ পূণ্যের জ্ঞান থাকে না
কৃষ্ণ দরশনে॥
গোপী অনুগত যারা
ব্রজের সে ভাব জানে তারা
নিহেতু ভাব অধর ধরা
গোপীর মনে॥
টলে জীব অটলে ঈশ্বর
তাইতে কি হয় রসিক নাগর
লালন বলে রসিক বিভোর
রস ভিয়ানে॥

অন্য রূপ

সে ভাব সবাই কি জানে
যে ভাবে শ্যাম আছে বাঁধা গোপীর সনে॥
গোপী বিনে জানে কেবা শুদ্ধরস অমৃতসেবা
গোপীর পাপপুণ্য জ্ঞান থাকে না কৃষ্ণ দরশনে॥
টলে জীব অটল ঈশ্বর তাইতে কি হয় রসিক নাগর
লালন কয় রসিক বিভোর রস ভিয়ানে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৮২: জ্যান্তে মরা প্রেম সাধন কি

জ্যান্তে মরা প্রেম সাধন কি
পারবি তোরা
যে প্রেমে কিশোর কিশোরী হয়েছে হারা॥
শোসায় শোষে না ছাড়ে বাণ
ঘোর তুফানে বায় তরী উজান
ও তার কাম নদীতে চর পড়েছে

প্রেম নদীতে জল পোরা॥
হাঁটুতে মানা আছে চরণ
তবু মুখ আছে তার খাইতে বারণ
ফকির লালন কয় এযে কঠিন মরণ
তা কি পারবি তোরা॥

সূচী

লালন-৮৩: কেন ডুবলি নে মন

কেন ডুবলি নে মন
গুরুর চরণে
পিছে কাল শমন
বাঁধবে কোন দিনে॥
নিদ্রাবশে নিশি গেলো
বৃথা কাজে দিন ফুরালো
চেয়ে দেখলি নে,
এবার গেলে আর হবে না
পড়বি কুক্ষণে॥
আমার পুত্র আমারই দায়
সঙ্গে কেউ যাবে না তায়
মলে শ্মশানে
আসতে একা যেতে একা
তা কি জানিস নে॥
এখোনো তোর আছে সময়
সাধনে ফল পাওয়া যায়
যদি লয় মনে
সিরাজ সাঁই কয় অবোধ লালন
ভ্রমে ভুলিস নে॥

সূচী

লালন-৮৪: মন আমার কি ছার

মন আমার কি ছার
গৌরব করছো ভবে
দেখ্ না রে সব হাওয়ার খেলা
বদ্ধ হতে দের কি হবে॥
থাকতে হাওয়া হাওয়া খানা
মওলা বলে ডাক রসনা
মহাকাল বসেছে রাণায়
কখন জানি কু-ঘটাবে॥
বদ্ধ হলে এই হাওয়াটি
মাটির দেহা হবে মাটি
দেখেশুনে হও না খাঁটি
কে তোরে কত বুঝাবে॥
ভবে আসার আগে তখন
বলেছিলে করবো সাধন
লালন বলে সে কথা মন
ভুলেছো এই ভবের লোভে॥

সূচী

লালন-৮৫: পারে লয়ে যাও আমায়

পারে লয়ে যাও আমায়
আমি অসার হয়ে বসে আছি
কোথা ওহে দয়াময়॥
একা আমি রইলাম ঘাটে
ভানু যেয়ে বসলো পাটে
দয়াল তুমি বিনে ঘোর সংকটে
আর তো না দেখি উপায়॥
নাহি জানি ভজন সাধন
চিরদিন কুপথে গমন
দয়াল নাম শুনেছি পতিত পাবন
তাই তো ডাকি তোমায়॥
অগতির না দিলে গতি
ঐ নামে হবে অখ্যাতি
ফকির লালন কয় অকুলের পতি
ঐ নাম কে লবে তোমায়॥

সূচী

লালন-৮৬: দিন ফুরাইলো হরি হরি বলো

দিন ফুরাইলো হরি হরি বলো
মানব জনম তোর গেলো ফুরাইয়া রে॥
কি কাজ করিতে আইলি
এ ভব সংসারের মাঝে মন   মন রে
টাকা পয়সা সোনা দানা
মরলে তো ভাই সঙ্গে যায় না
যাবার বেলা ছিঁড়া ত্যানা ভেবে দেখো   মন রে॥
যারে বলো আপন আপন
আপন তো তোর কেহ নাই মন   মন রে
স্ত্রী পুত্র দারা সূত
চোখ বুজিলে কেহ নাইতো
সব ছেড়ে তোর যেতে হবে মন   মন রে॥
লালন বলে ভোলা মন
হয়ে রইলি অচেতন   মন মন রে
দিন থাকিতে ধইরো পাড়ি
গুরুকে করে কাণ্ডারী
গুরু বিনে কেহ নাই   নাই রে॥

সূচী

লালন-৮৭: আমি সাধব কি সেই রাগের

আমি সাধব কি সেই রাগের করণ
হয়না কেন মনের মতন মন॥
মন বেড়ায় রে ডালে ডালে
তিন মন ভেঙে এক মন হলে
পেল রে রতন
মনের মতন হয় না কেন মন॥
আর রসিক ভক্ত যারা
মনে মন মিশালো তারা

তারা শাসন করে তিনটি ধারা
এড়ায় রে শমন
মনের মতন হয় না কেন মন॥
কিসে হবে নাগিনী বশ
আমি সাধব কিসে অমৃত রস
সিরাজ সাঁই কয় বিষেতে নাশ
হলিরে লালন!
মনের মতন হয় না কেন মন॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৮৮: শুদ্ধ প্রেম সাধনে যারা

শুদ্ধ প্রেম সাধনে যারা
কর্মরতি রাখল কোথা!
তোরা বলগো রসিক
রসের মাফিক,
ঘোচাও আমার মনের ব্যথা!
আগে উদয় কামের রতি
রস আগমন তাহার গতি
সেই রসে হয় রে স্থিতি
খেলছে মানুষ প্রেমদাতা!
মন জান সেই রসের করণ
নয়তো সে প্রেমের ধরণ
জল ছোঁও হয়রে মরণ
কথায় কেবল বাজি জেতা!
মনের অবাধ্য যে জন
আপনা আপনি মরে সে জন
ভেবে মরে ফকির লালন
কেমনে যায় অগম্য স্থানে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৮৯: আমার দেখে শুনে জ্ঞান হল

আমার দেখে শুনে জ্ঞান হল না
আমি কি করিতে কি করিলাম
দুগ্ধেতে মিশালেম চোনা॥
মদন রাজার ডঙ্কা ভারি
আমি ছিলাম তাঁহার আজ্ঞাকারী
আমি পর মাটিতে বসত করি
তারে একদিন চিনলাম না॥
রাগের আশ্রয় নিলে রে মন
কি করিতে পারে রে মদন
আমার হল কামলোভী মন
মদন রাজার গাঁটরী টানা॥
উপর হাকিম এতদিনে
যদি কৃপা করতেন নিজগুণে
দিনের দিন লালন ভণে
(তবু) যেত মনের দোটানা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৯০: শুদ্ধ প্রেম-রাগে ডুবে থাক রে

শুদ্ধ প্রেম-রাগে ডুবে থাক রে আমার মন
আবার স্রোতে গা চালান দিও না
রাগে বয়ে যাও উজান॥
নিবাইয়ে মদন জ্বালা
অহিমুন্ডে করগে খেলা
তবে উভয় নেহার উর্দ্ধতালা
হবে প্রেমের লক্ষণ॥
একটি সাপে দুটি ফণী
দুই মুখে কামড়ায় তিনি
প্রেমবাণে বিক্রমে রণে
দাও তার সনে রণ॥
মহারস মুদিত কমলে
প্রেম শিঙ্গারে লওনা তলে
আত্ম-সাবধানে রণ কালে
কয় ফকির লালন॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৯১: এসো হে দয়াল কান্ডারী

এসো হে দয়াল কান্ডারী
এ ভব তরঙ্গে আমার
    কিনারায় লাগাও তরী॥
তুমি হও করুণাসিন্ধু
অধম জনার বন্ধু
দাও হে পদার বিন্দু
    যাতে তুফান তরিতে পারি॥
(যদি) পাপী তাপী না তরাবে
অধম তারণ নাম কে লবে
জীবের দ্বারে ইহাই হবে
    নামের ভেরম যাবে কিনারে॥
এ ভবে কেউ নাই আমার
লালন বলে দোহাই তোমার
ডোবাও ভাসাও হার জিৎ তোমার
    চরণে স্থান দাও হে তোরি॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৯২: পড়িয়ে কোপনী ধ্বজা

পড়িয়ে কোপনী ধ্বজা
মজা উড়ালে ফকিরি॥
বড় আশার বাসা এ ঘর
পড়ে রবে কোথা রে কার
ঠিক নাই তারি॥
সাথে সাথে ঘুরছে শমন
কোন সময় যেন হাতে দেয় দড়ি॥
দরদের ভাই বন্ধুজনা

মলে সঙ্গে কেউ যাবে না
খালি হাতে একা পথে
বিদায় করে দেবে তোরি॥
যা কর তাই কর রে মন
পিছের রেখো স্মরণ বরাবরই॥
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয় শোন্‌রে লালন
হোস্‌নে কারো এন্তেজারী॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৯৩: গুরু রূপের পুলক ঝলক দিচ্ছে

গুরু রূপের পুলক ঝলক দিচ্ছে যার অন্তরে
কিসের একটা ভজন সাধন লোক জানিত করে॥
একের ধরণ করণ তার নয়
দিক ছড়ায় রূপ নিরিখ সদায়
ঝলক ভরে ভবপারে যায় সে নিরীখ ধরে॥
জীয়ান্ত গুরু না দেখলে হেথা
মলে পাব কথারই কথা
সাধক জানে বর্তমানে
লালন তাই দেখে ভজে তারে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৯৪: মন তুমি সহজে কি সই

মন তুমি সহজে কি সই হবা
ভাবার ঘরে মুগুর পলে সেই দিনেগা টের পাবা
চিরদিন ইচ্ছামনে তুমি আইল ড্যামাইয়া ঘাস খাবা॥
বাহার তো গেল চলে, পথে যাও ঠ্যালা পেলে
কোনদিন পাতাল ধাবা॥
তবু তোমার যায় না এবার
ট্যারা চলন বদলোভা॥

সুখের আশা থাকলে মনে
দুখের ভার নিদানে
অবশ্য মাথায় নিবা॥
ইল্লুতে স্বভাব হলে পানিতে যায় রে ধুলে
খাজলতি কিসে থুবা॥
ফকির লালন বলে হিসাব কালে
সকল ফিকির হারাবা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৯৫: ওমা যশদা গো

ওমা যশদা গো
তাই আর বল্লে কি হবে
গোপালেরে এঁটো দি মা
সবে যে ভাল ভেবে॥
মিঠের লোভে এঁটো দি মা
পাপ-পুণ্যের জ্ঞান থাকে না
গোপাল খেলে পাই সান্ত্বনা
পাপ-পুণ্য কে ভাবে॥
স্কন্ধে চড়াই স্কন্ধে চড়ি
যে ভাব ধরায় সে ভাব ধরি
এ সকল বাসনা তারি
বুঝি ছিল গো পূর্বে॥
গোপালের সঙ্গে যে ভাব
বলতে আকুল হই মা তা সব
লালন বলে পাপ-পুণ্যে লাভ
ভুল হয় গোপালকে সেবে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৯৬: বল রে বলাই তোদের ধরণ

বল রে বলাই তোদের ধরণ কেমন হাঁ রে
তোরা ঈশ্বর বলিস যারে
    স্কন্ধে চড়িস তার – কোন বিচারে॥
আমারে বুঝাও রে বলাই
তোদের দেখি কোন জ্ঞান নাই
বলিস সব রাখাল
ঈশ্বর গোপাল
    তবে মারিস কেন রে॥
বনের যত বনফল খাও
এঁটো করে গোপালকে দাও
বল তার মর্ম
সে কেমন ধর্ম
        আজ আমারে॥
গোষ্ঠে গোপাল যে দুঃখ পায়
কেঁদে কেঁদে আমারে কয়
লালন কয় যার
ভাব বুঝা ভার
        এ সংসারে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৯৭: কি কালাম পাঠাইলেন আমায়

কি কালাম পাঠাইলেন আমায়
সাঁই দয়াময়
এক এক দেশে এক এক বাণী
কয় খোদা পাঠায়॥
এক যুগে যা পাঠায় কালাম
অন্য যুগে হয় ক্যান হারাম
দেশে দেশে এমনি তামাম
ভিন্ন দেখা যায়॥
(যদি) এক-ই খোদার হয় বর্ণনা
তাতে তো ভিন্ন থাকে না

মানুষের সকল রচনা
তাইতে ভিন্ন হয়॥
এক এক দেশে এক এক বাণী
পাঠান কি সাঁই গুণমণি
মানুষের রচিত জানি
লালন ফকির কয়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৯৮: সহজ মানুষের করণ

সহজ মানুষের করণ
সে কি রে সাধারণ
জানে রসিক যারা॥
টলে জীব বিবাগী
অটলে ঈশ্বর রাগী
এও দুই রাগ লিখলেন
বৈদিক রাগের ধারা॥
করে বাণ ক্ষেপনা
বিষের উপার্জনা
অধঃপথে গতি
উভয় শেষকালে॥
সে যে পঞ্চবাণের ছিলে
প্রেম অস্ত্রে কাটিলে
তবে হবে মানুষের করণ সারা॥
যে জন ফুলের সন্ধি করে
বিন্দু ঝরে পড়ে
আর কি রসিক ভাই
হাতে পায় তারে!
যে জন নীরে ক্ষীরে মিশায়
সে পড়ে দুর্দশায়
না মিশালে হেমাঙ্গ
বিফল পারা॥

রসিক শিখরে সে মানুষ বিরাজে
হেতু শূন্য মানুষ সেই মানুষ দ্বারে
নিহেতু বিশ্বাসে
মিলে সে মানুষে
হেতু কামে ফকির
লালন যায় মরা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৯৯: এমন সমাজ গো সৃজন হবে

এমন সমাজ গো সৃজন হবে
যে দিন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান
জাতি গোত্র নাহি রবে॥
শোনায়ে লোভের বুলি
নেবে না কেউ কাঁধের ঝুলি
ইতর আত্‌রাফ বলি
দূরে ঠেলে না দেবে॥
আমীর ফকির হয়ে একঠাঁই
সবার পাওনা খাবে সবাই
আশরাফ্ বলিয়া রেহাই
ভবে কেউ নাহি পাবে॥
ধর্ম কুল গোত্র জাতির
তুলবে না গো কেহ জিগীর
কেঁদে বলে লালন ফকির
কে বা দেখায়ে দেবে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১০০: কপাট মার কামের ঘরে

কপাট মার কামের ঘরে
মানুষ ঝলক দেবে রূপ নেহারে॥
বাউ ধর, অগ্নি স্থির কর
মরিলে বাঁচিতে পার
(তুমি) মরণের আগে মর
শমন যাক্ ফিরে॥
বারে বারে করিবে মানা
লীলার বশে বার করনা
রেখো তেজের ঘর তেজীয়ানা
উর্দ্ধচাপ ধরে॥
জান না মন পারাহীন দর্পণ
তাতে কি হয় রূপ দরশন
অতি বিনয় করে বলছে লালন
থেকো হুঁশিয়ারে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১০১: আরবী ভাষায় বলে আল্লা

আরবী ভাষায় বলে আল্লা
ফরাসীতে হয় খোদাতালা
গড্ বলেছে যিশুর চ্যালা
ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভাবে॥
মনের ভাব প্রকাশিতে
ভাষার উদয় এ জগতে
মনাতীত অধরে চিন্‌তে
ভাষাবাক্যে নাহি পারে॥
আল্লাহরি ভজন পূজন
সকলি মানুষের সৃজন
অনামক অচিনায় কখন
বাগীন্দ্রিয় না সম্ভবে॥
আপনাতে আপনি ফানা
হলে তারে যাবে জানা
সিরাজ সাঁই কয় লালন কানা
স্বরূপে রূপ দেখ সংক্ষেপে॥

কথা: লালন সাঁই
অন্য রূপ

লালন-১০১: আপনার আপনি ফানা হলে

আপনার আপনি ফানা হলে
তারে জানা যাবে
কোন নামে ডাকিলে তারে
হৃদাকাশে উদয় হবে॥
আরবী ভাষায় বলে আল্লা
(বাকি সব এক)

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১০২: রঙমহলে চুরি করে কোথায় সে

রঙমহলে চুরি করে কোথায় সে চোরের বাড়ি
পাইলে সে চোরে, কয়েদ করে, পায়ে দিতাম মন-বেড়ী॥
সিংহ দরজায় চৌকিদার, একজন অহর্নিশি থাকে সচেতন
কখন তারে ভেল্কি মেরে, কোন ঘড়ি করে চুরি॥
ঘর বেড়ে ষোল জন সিপাই, একজনের বলের সীমা নাই
তারাও চোরের টের পেলনা, কার হাতে দিবে দড়ি॥
পিতৃধন সব চুরি করে, লেংটি ঝাড়া করলো মোরে
লালন বলে একই কালে, চোরের বল কি আড়ি॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১০৩: বারোতাল উদয় হল কলিকালে

বারোতাল উদয় হল কলিকালে
কি করি কোন্ পথে যাই পড়ে গোলমালে॥
কাশী কি গয়াতে যাই
ভেবে কিছু দিশে না পাই
ও কথা কারে শুধাই
মেলে কি মক্কাতে গেলে॥

পাপক্ষয় গঙ্গাস্থানে
খৃষ্টানেরা কয় জর্ডনে
এ কথা নেয় না মনে
আন্দাজে তীর্থ ঠেলে॥
যথা যাই মানুষ দেখি
মানুষ দেখে জুড়াই আঁখি
লালন বলে আমি বা কি
না জেনে খুঁজি জঙ্গলে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১০৪: তা কি পারবি তোরা

তা কি পারবি তোরা
জ্যান্তে মরা প্রেম সাধনে
যে প্রেমে মজেছিল
বৃন্দাবনে কিশোরা কিশোরী দুই জনে॥
লাগিয়া অরুণের কিরণ
কমলিনী প্রফুল্ল বদন
তাদের সাধন গতির এমনি রতি
সদা আকর্ষণ যে টানে॥
কাম থেকে যে নিষ্কামী হয়
কাম রতি রাখে শক্তির আশ্রয়
বিষম গভীর সন্ধি জানা
সামান্য জীবের প্রাণে॥
শোধায় শাসায় না ছাড়ে বাণ
বারোমাস যায় তরী উজান
ভাবছে বসে ফকির লালন
কেমনে যাই অগম্য স্থানে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১০৫: আমি করি কেমনে শুদ্ধ সহজ

আমি করি কেমনে শুদ্ধ সহজ প্রেম সাধনা?
আমার প্রেম সাধিতে ফেঁপে উঠে কাম নদীর তুফান!
প্রেম রত্নধন পাবার আশে
ত্রিবেণীর ঘাট বাঁধলাম কসে
কাম নদীর এক ধাক্কা এসে
কেটে দেয় ছাদন বাঁধন॥
বলবো কি সে প্রেমের কথা
কাম হইল প্রেমের লতা
কাম ছাড়া প্রেম যথা তথা
না হয় আগমন॥
পরমগুরু প্রেম পিরীতি
কামগুরু হয় নিজ পতি
কাম ছাড়া প্রেম পায় কি গতি
তাই ভাবে ফকির লালন॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১০৬: মন সোজা নয় সোজা কথা

মন সোজা নয় সোজা কথা
এতে চাই পাকা ঘর ভেঙে গাঁথা॥
স্বার্থ জলের দিকে হেলে
পড়েছে তোর ঘরের মাথা॥
এলে কোন বরষা ভোগের ভরসা
মনটা তখন থাকবে কোথা॥
পুরাতন মাল মশলা যত
ছাড়তে হবে তার মমতা
আছে লোক লজ্জা ঘরের সজ্জা
নেই তার পাকা পোতা॥
অভিমানের ভিত্তি খুঁড়ে
চাই যে নূতন বন্দে পোঁতা
চাই বিনয় হেঁটে প্রেম জাপটে
সয়ে সয়ে প্রাচীর গাঁথা॥

পরের তরে প্রাণ পরীক্ষে
গাঁথুনির এক নূতন প্রথা
যদি গাঁথিস ফিরে নিস্‌নে নীরে
ঘুচবে লালন ঘরের ব্যথা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১০৭: মিলন হবে কত দিনে

মিলন হবে কত দিনে
আমার মনের মানুষেরই সনে॥
চাতক প্রায় অহর্নিশি
চেয়ে আছি কাল শশী
হব বলে চরণ দাসী
ও তা হয় না কপাল গুণে॥
মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন
লুকালে না পাই অন্বেষণ
কালারে হারায়ে তেমন
ঐ রূপ হেরি এ দর্পণে॥
ঐ রূপ যখন স্মরণ হয়
থাকে না লোক লজ্জার ভয়
লালন ফকির ভেবে বলে সদায়
ও প্রেম যে করে সেই জানে॥

কথা: লালন সাঁই
অন্য রূপ

আমার মনের মানুষের সনে
মিলন হবে কতদিনে॥
চাতকপ্রায় অহর্নিশি
চেয়ে আছে কালো শশী
হব বলে চরণ দাসী
তা হয় না কপাল গুণে॥
মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন
লুকালে না পায় অন্বেষণ

কালারে হারালেম তেমন
ও রূপ হেরিয়ে স্বপনে॥
যখন ঐ রূপ স্মরণ হয়
থাকে না লোক লজ্জার ভয়
অধীন লালন বলে সদায়
ও যে প্রেম করে সেই জানে॥

সূচী

লালন-১০৮: সকলই কপালে করে!

সকলই কপালে করে!
কপালের নাম গোপালচন্দ্র
কপালের নাম গুয়ে গোবরে॥
যদি রত্ন থাকে কপালে
রত্ন এনে দেয় গোপালে
কপালে বেমতি হলে
দুবলো বনে বাঘে ধরে!
কেউ রাজা কেউ হয় ভিখারী
কপালের ফল হয় সবারই
মনের ঘোরে বুঝতে নারি
খেটে মরি অমাকারে!
যার যেমন মনের কামনা
তেমনি ধন পেয়েছে সে না!
লালন বলে ভাবলে হয় না –
বিধির কলম আর কি ফেরে!

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১০৯: তিন দিনের তিন মর্ম জেনে

তিন দিনের তিন মর্ম জেনে
রসিক সাধন করে এক দিনে॥
অকৈতব সে ভেদের কথা

শুনলে মর্মে লাগে ব্যথা
না কহিলে জীবের নাহিক নিস্তার
কই সে জন্যে॥
তিনশ ষাট রসের মাঝার
তিন রস গণ্য হয় রসিকার
সাধিলে সে করণ এড়াইবে শমন
এই ভুবনে
অমাবস্যা প্রথমে সেতো
সাধকের ভাব কইতো
লালন বলে কহি, আগমন সেহি
যোগের সনে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১১০: এস দয়াল আমার

এস দয়াল আমার
পার করো ভবের ঘাটে
দেখে ভবনদীর তুফান
ভয়েতে প্রাণ চম্‌কে ওঠে॥
পাপ পুণ্য যতন করি
ভরসা কেবল তোমারি
তুমি যার হও কাণ্ডারী
ভবভয় তার যায় ছুটে॥
সাধনের বল যাদের ছিল
তারাই কুল কিনারা পেল
আমার দিন বিফলে গেল
কি জানি কি হয় ললাটে॥
পুরাণে শুনেছি খবর
পতিতপাবন নামটি তোমার
লালন কয় আমি অধম পামর
তাতেই দোহাই দেই বটে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১১১: খেলতেছে মনের মানুষ নীরে-ক্ষীরে

খেলতেছে মনের মানুষ নীরে-ক্ষীরে
আপন আপন ঘর
খোঁজ মন আমার
কেন ঘুরে বেড়াও অন্ধকারে॥
নীর-নদীতে ডুবা বিষম দায়
ডুবলে কত আজব দেখা যায়
সেথা নীর ভান্ড পূর্ণ ব্রহ্মান্ড
কান্ড দেখে মোর নয়ন ঝরে॥
শূন্য দেশে মেঘের উদয়
নীরদ বিন্দু বরিষণ হয়
সেথায় ফলছে যে ফল
রঙ-বেরঙ হাল
আল্লার কুদ্‌রতে ফল নরের নূরে॥

কথা: লালন সাঁই
অন্য রূপ

লালন-১১১: খেলছে মানুষ ক্ষীরে নীরে

খেলছে মানুষ ক্ষীরে নীরে
আপন আপন ঘর বোঝ মন আমার
কেন হাতড়ে বেড়াও কোলের ঘোরে॥
শূন্য দেশে মেঘের উদয়
নীরদ বিন্দু বরিষণ তায়
তাতে ফলছে ফল রঙ-বেরঙ হাল
আজব কুদরতি কল ভাবের ঘরে॥
নীর নদী গভীরে ডুবা কঠিন নয়
ডুবলে কত আজব দেখা যায়
ও সে নীরভান্ড পোরা ব্রহ্মান্ড
কান্ড বলতে আমার নয়ন ঝরে॥
ইন্দ্র ডঙ্কা নাই সে রাখে

সহজ ধারা ফেরে সহজে
সিরাজ সাঁইয়ের বচন মিথ্যে নয়
লালন একবার ডুব দিয়ে দেখ স্বরূপ-দ্বারে॥

সূচী

লালন-১১২: কি শোভা করেছে সাঁই রংমহলে

কি শোভা করেছে সাঁই রংমহলে
অজানা রূপ দিচ্ছে ঝলক
দেখলে নয়ন যায় গো ভুলে॥
জলের তলে কলের কোঠা
সপ্ত তালায় আয়না আঁটা
তার ভিতরে রূপের ছটা
মেঘে যেমন বিজলী খেলে
লাল জরদ সিয়া মণি
হেরে সে রূপের খনি
দেখতে শোভা জান তেমনি
তারার মালা চাঁদের গলে॥
অনুরাগে যার বাঁধা হৃদয়
তার যে রূপ চক্ষে উদয়
এড়াবে সে শমনের দায়
লালন মোলো অবহেলে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১১৩: চিনি হওয়া মজা কি খাওয়া মজা

চিনি হওয়া মজা কি খাওয়া মজা
দেখ দেখি মন কোন্‌টা সোজা॥
সালেক্য সামীপ্য ষাষ্ট্যি ***
স্বারূপ্য মুক্তি আদি
বলেছে যা –
এসব মুক্তি সেধে সেও তো

হয়ে রয় যমের প্রজা॥
নির্বাণ মুক্তি সাধে যত
লয় হয় পশুর মত
কেমনে মুক্তি মজা
কি করে তাতে যায়
দুঃখ সুখ বোঝা॥
সমঝে ভবে কর সাধন
যাতে মেলে গুরুর চরণ
অটল ধ্বজা –
সিরাজ সাঁই কয় কারণ
শোন রে লালন
ছাড় সাধের জল সেঁচা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১১৪: গোঁসাইর ভাব যেহি ধারা

গোঁসাইর ভাব যেহি ধারা
আছে সাধু শাস্ত্রে তার প্রমাণ আচার
শুনলে রে জীবন অমনি হয় সারা॥
ও সে মরার সঙ্গে মরে
ভাবের সাগরে ডুবতে যদি পারে
সু-ভাবিক তারা॥
দুগ্ধেতে ননীতে মিশালে সর্বদা
মন্থন দণ্ডে করে আলাদা আলাদা
মন রে এমনি ভাবের ভাবে সুধানিধি পাবে
মুখের কথা নয় রে সে ভাব করা॥
অগ্নি রইছে ঢাকা ভস্মের ভিতরে
সুধা তেমনি আছে গরল হল করে
ও কেউ সুধার লোভে যেয়ে মরে গরল খেয়ে
মন্থনের সু-তার না জানে তারা॥
যে স্তনের দুগ্ধ খায়রে শিশু ছেলে
জোঁকে মুখ লাগালে রক্ত এসে মেলে
অধীন লালন বলে বিচার করিলে
কু-রসে সু-রসে মেলে সেই ধারা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১১৫: হীরালাল জহরের কুটী

হীরালাল জহরের কুটী
দেখবি যদি ও ভোলা মন
মনকে তোর কর রে খাঁটি॥
আছে গাভীর ভাণ্ডে গোরচনা
গাভী তার মর্ম জানে না
হস্‌নে যেন তেমনি বুনো পশুটি॥
যেমন সাপের মাথার মণি
ভেক খায় ধরে তেমনি
মেওয়া ছেড়ে খাসনে মাটি॥
দিয়ে তাই কেড়ে নিতে
দেরী নাই তা সত্য বটে
লালন বলে খোঁজ তার চাবি কাঠি॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১১৬: যদি কেউ জট বাড়ায়ে হত

যদি কেউ জট বাড়ায়ে হত রে সন্ন্যাসী
তবে তাল গাছেতে জট পড়েছে
সেই গাছের সাবাসী॥
ঘর ছেড়ে জঙ্গলে যায়
তাইতে কি সে হরিকে পায়
তবে বনের পশুকে ভাই
কেন করি দোষী॥
জলে যদি হরি পায়
কাছিম সে তো মন্দ নয়
তবে কেন সাধতে হয়
হয়ে চরণ দাসী॥

গুরুজী ভজনের মূল
তার চরণ করে ভুল
লালন কয় মন নামাকুল
ধায় গয়া কাশী॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১১৭: ধন্য আশকীজনায়

ধন্য আশকীজনায়
এ দিন দুনিয়ায় –
সে যে আশক ভরে গগনের চাঁদ
পাতালে নামায়॥
সূঁই ছিদ্রে চালায় হাতি
বিনা তেলে জ্বালায় বাতি
কখন হয় নেস্ত গতি
স্থান অস্থান নাই॥
নাম জানে না, কাম করে না
শুদ্ধ দেল আশক দেওয়ানা
তাইরে হয় সাঁই রৱানা
মদৎ দেয় সবাই॥
আশেকের আশক-ই নামাজ
রাজি যাতে হয় বেনিয়াজ
লালন বলে শৃগালের কাজ
দিয়ে সিংহের দায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১১৮: কোন কুলে যাবি মনরায়

কোন কুলে যাবি মনরায়?
গুরু কুল চায় যদি কেউ
গোকুল তার ছাড়তে হয়॥

দুকূল ঠিক রয় না গাঙ্গে
এ কূল রয় ও কূল ভাঙ্গে
তেমনি জেনো সাধুর সঙ্গে
বেদ বিধির কূল দূরে যায়॥
রোজা পূজা জাতের আচার
মন যদি চায় কর এবার
বে-জাতির কাজ বেদান্তর
মায়াবাদীর কার্য্য নয়॥
তবে বুঝে একুল ধরো
দোটানায় ক্যান্ ঘুরে মরো
সিরাজ সাঁই কয় লালন রে তোর
কাজ ফুরাবে কোন সময়

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১১৯: কুলের বউ হয়ে রে মন

কুলের বউ হয়ে রে মন
আর কত দিন থাকবি ঘরে
ঘোম্‌টা ফেলে চল্ না রে ভাই
সাধ বাজারে॥
কুলের ভয়ে কাজ হারাবি
কুল কি নিবি সঙ্গে করে
পস্তাবি শ্মশানে যেদিন
ফেলবে তোরে॥
দিস্‌নে আর আচার কড়ি
ন্যাড়ার নাড়ী হও যেয়ে রে
ও তুই থাকবি ভুলে আপনারে
সর্বকূল যাবে দূরে॥
কুল মান যেজন বাড়ায়
গুরু সদয় হয় না তারে
লালন বেড়ায় মগরার বেড়ায়
ফুল চেখে রে॥

কথা: লালন সাঁই
অন্য রূপ

কুলের বউ হয়ে রে মন
আর কতদিন থাকবি ঘরে।
ঘোমটা খুলে চলনা রে যাই
সাধ বাজারে॥
সাধ বাজারে॥
কুলের ভয়ে কাজ হারাবি
কুল কি নিবি সঙ্গে করে।
পস্তাবি শ্মশানে যে দিন
ফেলবে তোরে॥
ফেলবে তোরে॥
দিস নে আর আড়াই কড়ি
নাড়ার নাড়ি হয় যেইরে।
ও তুই থাকবি ভালো
সর্বকালো যাবে দূরে॥
যাবে দূরে॥
কুলমান সব যে জন বাড়ায়
গুরু সদয় হয় না তারে
লালন বেড়ায় কাতরে বেড়ায়
কুল ঢাকেরে॥
কুল ঢাকেরে॥

সূচী

লালন-১২০: আগে শরীয়ত জান বুদ্ধি শান্ত

আগে শরীয়ত জান বুদ্ধি শান্ত করে
রোজা আর নামাজ শরীয়তের কাজ
শরীয়ত আসল কি ঠিক বলছ কারে।
নামাজ রোজা কলমা জাকাত
তাও করিলে কয় শরীয়ত
শরা কবুল কর।
ভাবে বোঝা যায় কলমা শরীয়ত নয়

শরীয়ত আর পরমার্থ থাকতে পারে
বেইমান বেলীরে জনা শরীয়তের আয়েৎ চেনে না
মুখে তোড় ধরে।
চিনত যদি আয়েৎ অদেখা নিয়াত
চিনত না কভু বরজখ ছেড়ে।
শরীয়তের গোস্তো ভারি
যে যা বোঝে সেই হবে আখেরে।
লালন বলে মর বুদ্ধিহীন অন্তর
আমি মারি মূল লাগে বৃক্ষের পরে।

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১২১: আপন ছুরাতে আদম গঠলে দয়াময়

আপন ছুরাতে আদম গঠলে দয়াময়
নৈলে কি ফেরেস্তারে সেজদা দিতে কয়॥
আল্লা আদম না হৈলে
পাপ হত সেজদা দিলে
সেরেক পাপ যাকে বলে এ দীন দুনিয়ায়॥
দুষে সে আদম ছপী
আজাজিল হল পাপী
মন তোমার নাপানাপি তেম্‌নি দেখা যায়॥
আদমি সে চেনে আদম
পশু কি তার পায় মরম
লালন কয় আদ্য ধরম আদম চিনলে হয়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১২২: এই দেশেতে এই সুখ হল

এই দেশেতে এই সুখ হল
আবার কোথা যাই না জানি
পেয়েছি এক ভাঙা নৌকা

জনম গেল ছেঁচতে পানি॥
কার বা আমি কে বা আমার
প্রাপ্তবস্তু ঠিক নাই তার
বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার
উদয় হয় না দিনমনি॥
আর কিরে এই পাপীর ভাগ্যে
দয়ালচাঁদের দয়া হবে
কতদিন এই হালে যাবে
বাহিয়ে পাপের তরণী॥
কার দোষ দিব এ ভুবনে
হীন হয়েছি ভজন গুণে
লালন বলে কত দিনে
পাব সাঁইর চরণ দুখানি॥

কথা: লালন সাঁই
অন্য রূপ

এ দেশেতে এই সুখ হলো আবার কোথা যাই না জানি।
পেয়েছি এক ভাঙা নৌকা জনম গেল ছেঁচতে পানি॥
কার বা আমি কে বা আমার
আসল বস্তু ঠিক নাহি তার
বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার
উদয় হয় না দিনমণি॥
আর কি রে এই পাপীর ভাগ্যে
দয়ালচাঁদের দয়া হবে
কতদিন এই হালে যাবে
বহিয়ে পাপের তরণী॥
কার দোষ দিব এ ভুবনে
হীন হয়েছি ভজন গুণে
লালন বলে কত দিনে
পাব সাঁইয়ের চরণ দুখানি॥

সূচী

লালন-১২৩: কিরূপ সাধনের বলে অধর ধরা

কিরূপ সাধনের বলে অধর ধরা যায়
নিগূঢ় সন্ধান জেনে শুনে সাধন করতে হয়॥
পঞ্চতত্ত্ব সাধন করে
পেত যদি সে চাঁদেরে হে
ওরে বৈরাগীরা কেনে
আবাল গুদড়ি টেনে
কুলের বাহির হয় সেই চরণ বাঞ্ছায়॥
বৈষ্ণবের ভজন ভালো
তাই বলিয়ে ভক্তি ছিল হে
তাতে ব্রহ্মজ্ঞানী যারা
সদায় বলে তারা
শাক্ত বৈষ্ণবের নাই স্বয়ং পরিচয়॥
শুনে ব্রহ্মজ্ঞানীর বাক্য
দরবেশে করে তর্ক হে
বস্তুজ্ঞান যার নাই
নাম-ব্রহ্মা কি পাই
লালন কয় দরবেশে একি কথা কয়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১২৪: কে কথা কয় রে দেখা

কে কথা কয় রে দেখা দেয় না
নড়ে চড়ে হাতের কাছে
খুঁজলে জনমভর মেলে না॥
খুঁজি তারে আসমান জমি
আমারে চিনিনে আমি
এ ত বিষম ভোলে ভ্রমি
আমি কোন্ জন সে কোন্ জনা॥
রাম রহিম বলছে সে জন
সে জনা কি বায়ু হুতাশন
শুধালে তার অন্বেষণ
মুর্খ দেখে কেউ বলে না॥

আমার হাতের কাছে হয় না খবর
কি দেখতে যাও দিল্লী শহর
সিরাজ সাঁই কয় লালন রে তোর
সদায় মনের ভ্রম যায় না॥

কথা: লালন সাঁই
অন্য রূপ

কথা কয়রে দেখা দেয়না
নড়ে চড়ে ঈশান কোণে
খুঁজলে জনম ভবে মেলে না॥
খুঁজি তারে আসমান জমি
আমাকে চিনিনে আমি
এ কি বিষম ভুলে ভ্রমি
আমি কোন জন সে কোন জনা॥
রাম কি রহিম সে কোন জন
মাটি কি পবন, জল কি হুতাশন
শুধাইলে তার অন্বেষণ
মুর্খ দেখে কেউ বলে না॥
হাতের কাছে হয়না খবর
কি দেখতে যাও দিল্লী লাহোর
সিরাজ সাঁই কয় লালন রে তোর
সদায় মনের ভ্রম যায় না॥

সূচী

লালন-১২৫: কে বোঝে তোমার অপার লীলে

কে বোঝে তোমার অপার লীলে
তুমি আপনি আল্লা ডাকো আল্লা বলে॥
নরাকারে তুমি নূরী ছিলে ডিম্ব অবতারি
তুমি সাকারে সৃজন গঠলে ত্রিভুবন
আকারে চমৎকার ভাব দেখালে॥
নিরাকার নিগম ধ্বনি
সেওতো সত্য সবাই জানি
তুমি আগাম কুল দীনের রসুল

আবার আদমের ধরে জান হইলে॥
আত্মতত্ত্ব জানে যারা
নিগূঢ় লীলা দেখছে তারা
ও সে নীরে নিরঞ্জন অকৈতবের ধন
লালন খুঁজে বেড়ায় বনজঙ্গলে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১২৬: কোন্ দেশে যাবি মন চল

কোন্ দেশে যাবি মন চল দেখি যাই
কোথা পীর হও তুমি রে
তীর্থে যাবি সেখানে কি পাপী নাই রে॥
ও কেউ নারী ছেড়ে জঙ্গলেতে যায়
স্বপ্ন দোষ কি হয় না সেথায়
আপন মনের বাঘে যাহারে খায়
কে ঠকায় রে॥
সঙ্গে আছে রিপু ষোল জন
তারা সদাই করে জ্বালাতন
যথা যাবি তথা ঘটাবে রে॥
পাগল ও কেউ ভ্রমি পথে
পথ না খুঁজে পায় রে
সিরাজ সাঁই কয় লালন
তোরো বুদ্ধি নাই রে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১২৭: খুঁজে ধন পাই কি মতে

খুঁজে ধন পাই কি মতে পরের হাতে
ঘরের কলকাঠি
শতেক তালা আঁটা মান কুঠি॥
শব্দের ঘরে নিঃশব্দের কুঁড়ে

সদায় তারা আছে জুড়ে
দিয়েছি বের নজরে ঘোর টাটী॥
আপন ঘরে পরের আমি
দেখলাম না রে তার বাড়ি ঘর
আমি বেহুঁশ মুটে রে কার মোট খাটি॥
থাকতে রতন আপন ঘরে
একি বেহাল আজ আমারে
ফকির লালন বলে মিছে রে ঘরবাটি॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১২৮: গুরু দেখায় গৌর তাই দেখি

গুরু দেখায় গৌর তাই দেখি কি গুরু দেখি
গৌর দেখতে গুরু হারাই কোন রূপে দেই আঁখি॥
গুরু গৌর রহিল দুই ঠাঁই
কি রূপে একরূপ করি তাই
এক নিরূপণ না হলে মন সকল হবে ফাঁকি॥
প্রবর্তের নাই কোন ঠিকানা
সিদ্ধি হবে কিসে হবে সাধনা
মিছে সদায় সাধুহাটায় নাম পড়াই সাধ কি॥
এক রাজ্যে হলে দুজনা রাজা
কার হুকুমে গত হয় প্রজা
লালন বলে তেমনি গোলে
খাতায় পলো বাকি॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১২৯: কে মুরিদ হয়, কে মুরিদ

কে মুরিদ হয়, কে মুরিদ করে
শুনলে জ্ঞান হয়, তাইতে সুধাই
যে জান সে বল মোরে॥

হাওয়া রূহু লতিফারা
হুজুরের কারবারী তারা
বে-মুরিদ হলে এরা
হুজুর কি থাকতে পারে॥
মুরশিদ্ বাল্কা এই দুজনে
কোন মোকামে বসত করে
জানলে মনের যেত আঁধার
দেখতাম কুদরত আপন ঘরে॥
নতুন সৃষ্টি হলে পরে
মুরশিদ্ লাগে শিক্ষার তরে
তাই বলছে লালন সব পুরাতন
নতুন সৃষ্টি কচ্ছে কে রে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৩০: প্রেম পরশ রতন

প্রেম পরশ রতন
লভিবারে হেন ধন
কর হে যতন॥
প্রেমে রত যত জন
নাহি তাদের কুবচন
দ্বেষ হিংসা কদাচন
না লয় মনে কখন॥
প্রেমে সহিষ্ণুতা করে
পরহিতে সদাই ফিরে
শত্রু মিত্রের মঙ্গল করে
সবাই তার সমজন॥
প্রেমে পড়ে ক্রোধ হরে
অহংকার বিনাশ করে
দয়ামায়া গুণ ধরে
সুখ প্রস্রবণ॥
সিরাজ সাঁইয়ের প্রেমধন

করিবারে বিতরণ
ধর লালন তাঁর চরণ
সঁপে প্রাণ মন॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৩১: অনুরাগের ঘরে মার গা চাবি

অনুরাগের ঘরে মার গা চাবি
যদি তুই রূপনগরে যাবি॥
শোন রে ও মন তোরে বলি
তুই আমারে ডুবাইলি
ও তুই পরের ধনে লোভ করিলি
সে ধন রে তুই পাবি খাবি॥
নিরঞ্জনের নাম নৈরাকার
নাই যে তাহার আকার প্রকার
বিনা বীজে উৎপত্তি তার
নয়ন খুললে দেখতে পাবি॥
লালন সাকো ফিরে বলে
গাছ হয়েছে অগাধ জলে
ফলে ফুলে ঢেউ খেলে যায়
গুরুর কৃপা হলে দেখতে পাবি॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৩২: হায় চিরদিন পুষলাম এক অচিন

হায় চিরদিন পুষলাম এক অচিন পাখি
ভেদ পরিচয় দেয় না আমায় ঐ খেদে ঝরে আঁখি।
পাখি বুলি বলে শুনতে পাই
রূপ কেমন দেখিনা ভাই
এতো বিষম ঘোর দেখি॥
আমি চিনতে পারলে চিনে নিতাম

যেত মনের ঢুকঢুকি।
পুষে পাখি চিনলাম না
এ লজ্জা তো আর যাবে না উপায় করি কি॥
পাখি কখন কেন যাবে উড়ে
ধুলো দিয়ে দুই চোখই।
আছে নয় দুয়ার এই খাঁচাতে
যায় আসে পাখি কোন পথে
চোখে দিয়ে রে ভেল্কি।
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয় রয় লালন রয়
ফাঁদ পেতে ঐ পথমুখি॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৩৩: চাঁদে চাঁদে চন্দ্রগ্রহণ হয়

চাঁদে চাঁদে চন্দ্রগ্রহণ হয়
সে যোগের উদ্দীপন যে জানে সেই সে মহাশয়॥
চাঁদ রাহু চাঁদেরই গ্রহণ
সে বড় করণ কারণ
বেদ পড়ে তার ভেদ নিরূপণ
ও তুই পাবি রে কোথায়॥
উভয় যেন বিমুখ থাকে
মাস অন্তে সুদৃষ্টি দেখে
মহাযোগ তার গ্রহণযোগে বলতে লাগে ভয়॥
ও সে কখন রাহুরূপ ধরে
কোন চাঁদে কোন চাঁদ ঘেরে
লালন বলে স্বরূপ দ্বারে
লীলা জানা যায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৩৪: তোরা কেউ যাসনে

তোরা কেউ যাসনে
ও পাগলের কাছে
তিন পাগলে হল মেলা
নদেয় এসে।
একটা পাগলামো করে
কোল দেয় জাত অজাতেরে
দৌড়িয়ে যেয়ে।
ও তার নাই জেতের রোগ
এমন পাগল কে দেখেছে।
একটা নারকেলের মালা
তাতে জল তোলা ফেলা
করেন সে যে।
আবার হরি বলে পড়ে ঢুলে
ধুলার মাঝে।
দেখতে যে যাবি পাগল
বুঝবি শেষে
ছেড়ে তার ও ঘর দুয়ার
ফিরবি না যে।
পাগলের নামটি এমন
বলিতে অধীন লালন
হয় তরাসে।
চৈতে নিতে অদ্বে পাগল
নাম ধরেছে।

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৩৫: না জেনে করণ কারণ কথায়

না জেনে করণ কারণ কথায় কি হবে
কথায় যদি ফলে কৃষি তবে বীজ কেন রোপে?
গুড় বললে কি মুখ মিঠা হয়
দিন না যাইতে আঁধার কি যায়
তেমনি জেনো হরি বলায় হরি কি পাবে!

রাজায় পৌরুষ করে
জমির কর সে বাঁচে না রে (****)
তেমনি সাঁইর একরারী কাজ রে
পৌরুষে ছাড়বে।
গুরু ধর খোদাকে চেনো
সাঁইর আইন আমলে আনো
লালন বলে তবে মন সাঁই তোরে নিবে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৩৬: দেখ না রে ভাবনগরে ভাবের

দেখ না রে ভাবনগরে ভাবের কীর্তি
জলের ভিতরে জ্বলছে বাতি।
ভাবের মানুষ ভাবের খেলা
ভাবে বসে দেখ নিরালা
নীরেতে ক্ষীরেতে ভেলা বয়ে জুতি। (****)
জ্যোতিতে রতির উদয়
সামান্যে কি তাই জানা যায়
তাতে কত রূপ দেখা যায় লাল মতি।
যখন নিঃশব্দ শব্দরে খাবে
তখন ভাবের খেলা ভেঙে যাবে
লালন কয় দেখবি তবে কি গতি।

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৩৭: না জেনে ঘরের খবর তাকাও

না জেনে ঘরের খবর তাকাও কেন আশমানে
চাঁদ রয়েছে চাঁদে ঘেরা ঘরের ঈশান কোণে।
প্রথমে চাঁদে উদয় দক্ষিণে
কৃষ্ণপক্ষে আধো হয় বামে
আবার দেখি শুক্লপক্ষে কিরূপে যায় দক্ষিণে।

খুঁজিলে আপন ঘরখানা
পাইবে সকল ঠিকানা
বারো মাসে চব্বিস পক্ষ
অধরা-ধরা তার সনে।
স্বর্গ-চন্দ্র দেহ-চন্দ্র হয়
তাহাতে ভিন্ন কিছুই নয়
ঐ চাঁদ ধরিলে সে চাঁদ মেলে
ফকির লালন কয় তাই নির্জনে।

কথা: লালন সাঁই
অন্য রূপ

না জেনে ঘরের খবর তাকাও কেনে আসমানে
চাঁদ রয়েছে চাঁদের কোলে ঈশান কোণে॥
প্রথমে চাঁদ উদয় দক্ষিণে
শুক্লপক্ষে আসে বামে নেমে
আবার দেখ কৃষ্ণপক্ষে
কিরূপে যায় দক্ষিনে॥
খুঁজলে আপন ঘরখ্যান
তুমি পাবে সকল ঠিকানা
বার মাসে চব্বিশ পক্ষ
আধর ধরা তার সনে॥
স্বর্গ-চন্দ্র দেহ-চন্দ্র হয়
তাতে ভিন্ন কিছু হয়
এ চাঁদ ধরিলে সে চাঁদ মিলে
ফকির লালন কয় নির্জনে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৩৮: মানুষ লুকাইল কোন শহরে

মানুষ লুকাইল কোন শহরে
এবার মানুষ খুঁজে পায় নে গো তারে॥
ব্রজ ছেড়ে নদেয় এলো
তার পূর্বান্তরে খবর ছিল

এবে নদে ছেড়ে কোথা গেল
যে জানো বলো মোরে॥
স্বরূপে সেই রূপ দেখা
যেমন চাঁদের আভা
এমনি মত থেকে কোথা
প্রভু ক্ষণেক ক্ষণেক বারাম দেয় রে॥
কেউ বলে তার নিজ ভজন
করে নিজ দেশে গমন
মনে মনে ভাবে লালন
এবার নিজ দেশ বলি কারে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৩৯: বিনে মেঘে বরষে বারি

বিনে মেঘে বরষে বারি
শুদ্ধ রসিক হলে মর্ম জানে তারি।
ও তার নাই সকাল বিকাল
নাহি তার কালাকাল অবধারি।
মেঘেতে মেঘেতে সৃষ্টির কারবার
তারাও সকল ইন্দ্র রাজার আজ্ঞাকারী।
নীরসে সুরস ঝরে
সবাই কি তা জানতে পারে
সাঁইর কারিগুরি।
ও তার এক বিন্দু পরশে
সে জীব অনায়াসে হয় অমরি।
ব্রহ্মান্ডের জীবন বারি
তাতে শাপ বিমোচন হয় সবারি।
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়
লালন চিনে তার মহাজন থাক নেহারি।

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৪০: সবাই কি তার মর্ম জানতে

সবাই কি তার মর্ম জানতে পায়
সে সাধন ভজন করে সাধকে অটল হয়॥
অমৃত মেঘেরই বরিষণ
চাতক-ভাবে জানরে আমার মন
ও তার এক বিন্দু পরশিলে
শমন-জ্বালা ঘুচে যায়॥
যোগেশ্বরীর সঙ্গে যোগ করে
মহাময়ী সেই যোগ জানতে পারে
ও তার তিন দিনের তিন মর্ম জেনে
একদিনেতে সেধে নেয়॥
বিনা জলে হয় চরণামৃত
যা খাইলে যায় জরামৃত
লালন বলে চেতন-গুরুর
সঙ্গ নিলে দেখায়ে দেয়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৪১: কোন সুখে সাঁই

কোন সুখে সাঁই
করেন খেলা এই ভবে
দেখো সে আপনি বাজায়
আপনি মজে সেই রবে॥
নামটি লা-শরীক আল্লা
সবার শরীফ্ সেই একেলা
আপনি তরঙ্গ আপনি ভেলা
আপনি খাবি খায় ডুবে॥
ত্রিজগতে যে রয় রাঙা
তার দেখি ঘরখানি ভাঙা
হায় কি মজার আজব রঙা
দেখায় ধনি কোন ভাবে॥
আপনি চোরা আপন বাড়ী
আপনি লয় সে আপন বেড়ী
লালন বলে এ-নাচাড়ি
কেন থাকি চুপেচাপে॥

সূচী

লালন-১৪২: এক ফুলে চার রঙ ধরেছে

এক ফুলে চার রঙ ধরেছে
সে ফুলে ভাব নগরে
কি শোভা ধরেছে॥
কারণ বারির মধ্যে সে ফুল
ভেসে বেড়ায় এ-কূল ও-কূল
শ্বেতবরন এক ভ্রমর ব্যাকুল
সে ফুলের মধুর আশে ঘুরতেছে॥
মূল ছাড়া সে ফুলের লতা
ডাল ছাড়া তার আছে পাতা
এ বড় অকৈতব কথা
এ ফুলের ভাব কই কার কাছে॥
ডুবে দেখ মন দেল্ দরিয়ায়
যে ফুলে নারীর জন্ম হয়
সে ফুল তো সামান্য ফুল নয়
লালন কয় যার মূল নাই দেশে॥

অন্যরূপ

এক ফুলে চার রঙ ধরেছে
ওসে ভাব-নগর ফুলে
কি আজব শোভা করেছে॥
কারণ বারির মধ্যে সে ফুল
ভেসে বেড়ায় একুল ওকুল
শ্বেত বরণ এক ভ্রমর ব্যাকুল
সে ফুলের মধু আশে॥
মূল ছাড়া সে ফুলের লতা
ডাল ছাড়া তার আছে পাতা
এ বড় অকৈতব কথা
সে পর ভাবে কই কার কাছে॥
ডুবে দেখ মন দেল-দরিয়ায়
যে ফুলে নবীর জন্ম হয়

সে ফুল তো সামান্য ফুল নয়
যার মূল নাই দেশে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৪৩: বসে আছি আশা সিন্ধুর

বসে আছি আশা সিন্ধুর
কূলেতে সদাই
কবে সাধুর চরণ ধূলি
লাগবে মোর গায়॥
চাতক যেমন মেঘের জল বিনে
অহর্নিশি থাকে চেয়ে দেহের ভিয়ানে
তার তৃষ্ণাই তো গতি জীবনে
হলো ঐ দশা আমার॥
ভজন সাধন আমাতে নাই
কেবল মহৎ নামের দিন হল পার
তোমার নামের মহিমা জানাও এসে গোঁসাই
পাপীর হও সদয়॥
শুনেছি সাধুর করুণা
সাধু পরশিলে হয় গো সোনা
সে যে আমার ভাগ্যে তাও হল না
দেখে লালন কয়॥

সূচী

লালন-১৪৪: কেবল বুলি ধরছো মারফতি

কেবল বুলি ধরছো মারফতি।
কেবল মারফত প্রকাশ করো
শুধলে মুসে হাঁ করো
তাহার খবর কিছু বলতে পারো
কেবল কও সিনায় বসতি॥
চোরে যেমন চুরি করে

বলে ফেললে দোষে পড়ে
জেনো মারফতি সেই প্রকারে
চোরা মালের তিজারতি॥
সেই জন্যেতে করো গোপন
অনুমানে বুঝলাম এখন
ফকির লালন বলে এসব যেমন
মেয়ে লোকের উপপতি॥

সূচী

লালন-১৪৫: রাখলে সাঁই কূপজল করে আন্দেলা

রাখলে সাঁই কূপজল করে আন্দেলা পুকুরে
হবে সজল বরষা রেখেছি সেই ভরসা
আমার এই দশা যাবে কত দিন পরে।
এবার যদি না পাই চরণ আবার কি পড়ি ফেরে।
নদীর জল কূপজল হয় বিলে বাওড়াতে রয়
সাধ্য কি গঙ্গাতে যায় গঙ্গা না এলে পরে।
জীবে অমনি ভজেন ব্রহ্ম তোমার দয়া নাই যারে।
যন্ত্র পড়িয়ে অত্র রয় যদি লক্ষ বৎসর যন্ত্রীবিহীনে
যন্ত্র কভু বাজতে না পারে।
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী সুবোল ধরাও মোরে।
পতিতপাবন নামটি শাস্ত্রে শুনেছি খাঁটি
পতিত না তরাও যদি কে কবে ঐ নাম ধরে।
লালন বলে তরাও গো সাঁই এ ভব-কারাগারে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৪৬: মন কি তুই ভেড়ুয়া বাঙ্গাল

মন কি তুই ভেড়ুয়া বাঙ্গাল জ্ঞান ছাড়া
সদরের সাজ করছ সদায়
পাছবাড়িতে নাই বেড়া॥
কোথা বস্তু কোথা রে মন

চৌকি পাড়া দেও হামেশ কোন্
কাজ দেখি পাগলের সমান
কথায় যেমন কাঠ ফাড়া॥
কোন কোণায় কি হচ্ছে ঘরে
একদিন তো দেখলি না রে
পৈতৃক ধন গেল চোরে
হলি রে তুই ফোকতারা॥
পাছবাড়ি আঁটনা কর
ঘর-চোরেরে চিনে ধর
লালন বলে নইলে তোরও
থাকবে না মন এককড়া॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৪৭: সে কথা কি কইবার কথা

সে কথা কি কইবার কথা জানিতে হয় ভাবাবেশে
অমাবস্যা পূর্ণিমা সে পূর্ণিমা সে অমাবস্যে
অমাবস্যায় পূর্ণিমা যোগ আজব-সম্ভব সম্ভোগ
জানলে খন্ডে এ ভব রোগ
গতি হয় অখন্ড দেশে॥
রবিশশী রয় বিমুখা
মাস অন্তে হয় একদিন দেখা
সেই যোগের যোগে লেখাজোখা
সাধলে সিদ্ধি হয় অনায়াসে।
দিবাকর নিশাকর সদায়
উভয় অঙ্গে উভয় লুকায়
ইশারাতে সিরাজ সাঁই কয়
লালন রে তোর হয় না দিশে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৪৮: মানুষ অবিশ্বাসে পাইনে রে সে

মানুষ অবিশ্বাসে পাইনে রে সে মানুষ-নিধি
এই মানুষে মিলত মানুষ চিনিতাম যদি॥
অধর চাঁদের যতই খেলা সর্ব উত্তম মানুষ-লীলা
না বুঝে মন হলি ভোলা মানুষ বিরদি॥
যে অঙ্গের অবয়ব মানুষ জানো না রে মন বেহুঁশ
মানুষ ছাড়া নয় সে মানুষ অনাদির আদি॥
দেখে মানুষ চিনলাম না রে চিরদিন মাথার ঘোরে
লালন বলে এ দিন পরে হবে কি গতি॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৪৯: দাসের পানে একবার চাও হে

দাসের পানে একবার চাও হে দয়াময়
ক্ষমো ক্ষমো অপরাধ
বড়ো সংকটে পড়িয়া এবার
ও দয়াল, বারে বারে ডাকি তোমায়॥
ওগো তোমার ঐ ক্ষমতায় আমি
যা ইচ্ছে তাই পার তুমি
রাখো মারো সেই নাম নমি
ও দয়াল, তোমাতেই এ জগৎময়॥
পাপী অধম ত্বরায় পেশায়
পতিতপাবন নাম শুনতে পাই
সত্য মিথ্যা জানব হেথায়
ওগো দয়াল ত্বরাইলে আজ আমায়॥
বড়ো কসুর পেয়ে মারো যারে
আবার দয়া হয় গো তারে
লালন বলে এ সংসারে
ও দয়াল আমি কি তোর কেহই নই॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৫০: জানা চাই অমাবস্যে-চাঁদ থাকে কোথায়

জানা চাই অমাবস্যে-চাঁদ থাকে কোথায়
গগনে চাঁদ উদয় হলে দেখে যে আছে যথায়॥
অমাবস্যের মর্ম না জেনে বেড়াই তিথি নক্ষত্র গুণে
প্রতি মাসে নবীন চাঁদ সে মরি একি ধরে কায়॥
অমাবস্যে আর পৌর্ণমাসী কি ধর্ম হয় কারে জিজ্ঞাসি
তোমরা যে জান আজ বল বল মন জুড়াই আজ সেথায়॥
সাতাশ নক্ষত্র হয় গণন স্বাতী নক্ষত্রের যোগ কখন
না জেনে অধীন লালন সাধক নাম ধরে বৃথায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৫১: চাঁদ বলে চাঁদ কাঁদে কেনে

চাঁদ বলে চাঁদ কাঁদে কেনে
আমার গৌরচাঁদ ত্রিজগতের চাঁদ
চাঁদে চাঁদ ঘেরা ঐ আভরণে।
গৌরচাঁদে শ্যামচাঁদেরই আভা
কোটি চন্দ্র জিনিয়ে শোভা
রূপে মুনির মন করে আকর্ষণ
ক্ষুধা শান্ত সুধা-বরিষণে।
গোলকেরি চাঁদ গোকুলেরি চাঁদ
নদীয়ার গৌরাঙ্গ সেই পূর্ণচাঁদ
আর কি আছে চাঁদ সে আর কেমন চাঁদ
আমার ঐ ভাবনা মনে মনে।
লয়েছি এই গলে গৌর রাঙ্গাচাঁদের ফাঁদ
আবার শুনি আছে পরমচাঁদ
থাক সে চাঁদের গুণ কেঁদে কয় লালন
আমার নাই উপায় গৌরচাঁদ বিনে।

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৫২: প্রেম জানো না

প্রেম জানো না
প্রেমের হাটের বুলবুলা
ও তার কথায় দেখি ব্রহ্ম আলাপ
মনে গলদ ষোলো কলা ॥
বেশ করে সে বোষ্টমগিরি
রস নাহি তার গুমর ভারী
হরি নামের টুঁটু তারই
তিনগাছি তার জপের মালা ॥
খাঁদা বাঁধা ভূত চালানি
সেইটে বটে গণ্য জানি
ও তার সাধুর হাটের ঘুসঘুসানি
প্রেম গুণেতে পাও জ্বালা ॥
ও তার মন মেতেছে মদন রসে
সদাই থাকে সেই আবেশে
লালন বলে মিছে মিছে
লব্‌লবানি প্রেম উতলা ॥

অন্যরূপ

প্রেম জানে না প্রেমের হাটের বুলবুলা
ও তার কথায় দেখি ব্রহ্ম-আলাপ
মনে গলদ ষোলকলা ॥
খাঁদা-বাঁধা ভূত-ছাড়ানি
সেইটে বড় ভালো জানি
তোর সাধুর হাটের ঘুসঘুসানি
মিছে সে আলাপনা ॥
বেশ করে সে বোষ্টমগিরি
রস নাই তার গুমর ভারী
মুখে হরিনামে ডুবায় তরী
তিলক নেয় আর জপের মালা ॥
তার মন মেতেছে মদন-রসে
সদায় থাকে সেই আবেশে
লালন বলে মিছে মিছে
লোক-জানানী প্রেম-উতলা ॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৫৩: দিবানিশি থেক সবরে বা-হুঁশিয়ারী

দিবানিশি থেক সবরে বা-হুঁশিয়ারী
রাসুল বলে এ দুনিয়া মিছে ঝকমারী॥
পড়িও আউজো বিল্লা
দূরে যাবে লানোতুল্লা
মুরশিদ রূপ করিলে হিল্লা
শংকা যায় তারি॥
জাহের কথা সব সফিনায়
পুসিদার ভেদ দিলাম সিনায়
এমনি মতন তোমরা সবায়
বল সবারি॥
অবোধ অভক্ত জনা
তারে গুপ্ত ভেদ বল না
বলিলে সে মানিবে না
করবে অহংকারই॥
তোমরা সব খলিফা রইলে
যে যা বোঝে দিও বলে
লালন বলে রাসুলের এ
নসিহত জারী॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৫৪: পার কর দয়াল আমায় কেশ

পার কর দয়াল আমায় কেশ ধরে
পড়েছি এবার আমি ঘোর সাগরে॥
ছয়জনা মন্ত্রী সদায়
অশেষ কুকান্ড বাঁধায়
ডুবালো খাট অঘাটায়

আজ আমারে॥
আমি কার কেবা আমার
বুঝে বুঝলাম না এবার
অসারকে ভাবিয়া সার
প'লাম ফেরে॥
ভাব-কূপেতে আমি
ডুবে হলাম পাতালগামী
অপারের কাণ্ডারী তুমি
লও কিনারে॥
হারায় সফল উপায়
শেষে তোর দিলাম দোহাই
লালন কয় দয়াল নাম সাঁই
জানাব তারে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৫৫: চাঁদ আছে চাঁদে ঘেরা

চাঁদ আছে চাঁদে ঘেরা
আজ কেমন করে সেথায় ধরবে গো তারা॥
লক্ষ লক্ষ চাঁদে করছে সেবা
তাহার মাঝে অধর চাঁদেরই আভা
একবার দিস্ট করে দেখি
ঠিক থাকে গো আঁখি
রূপের কিরণে চমকে পারা॥
রূপের গাছে ফল ধরেছে তায়
থেকে থেকে ঝলক দেখা যায়
ও সে চাঁদের বাজার দেখে
চাঁদ ঘুরানি লেগে
দেখিস দেখিস হোস্‌নে পাছে জ্ঞানহারা॥
আলেক নাম সহর আজব কুদ্‌রতি
রেতে উদয় ভানু দিবশে বাতি
যে জন আলোর খবর জানে
দিস্ট হয় নয়নে
লালন বলে সে চাঁদ দেখছে তারা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৫৬: সরোবরে আসন করে রয়েছেন আনন্দময়

সরোবরে আসন করে রয়েছেন আনন্দময়
ও তার জীবন শূন্য
সদাই মান্য
স্বয়ং ব্রহ্ম তার মাথায় (দেখ)॥
চক্ষু আছে নাহি দেখে
তিন মড়া একত্রে থাকে
মুঁই দিয়ে সে পরের মুখে
মর্মের কথা কয়
(ওরে) একে মড়া নাই তার জীবন
ও তার পেটের মধ্যে জ্যান্ত একজন
সাধকেতে সাধে যখন
ডাকলে মড়া কথা কয় (দেখ)॥
করছে লীলা ভবের পরে
দেবের দেব পূজছেন যারে
পদ নাই সে চলে ফেরে
রসিকের সভায়
(ওরে) সবে মজে সেই পিরিতে
বিলাচ্ছে প্রেম হাতে হাতে
লালন বলে সেই পিরিতে
মজেছে সব আপন ইচ্ছায় (দেখ)॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৫৭: আছে যার মনের মানুষ মনে

আছে যার মনের মানুষ মনে সে কি জপে মালা
অতি নির্জনে বসে বসে দেখছে খেলা॥
কাছে রয়, ডাকে তারে, উচ্চৈস্বরে কোন পাগলা

ওরে যে যা বঝে তাই সে বুঝে থাক রে ভোলা॥
যথা যার ব্যথা নেহাৎ, সেইখানে হাত ডলা-মলা
ওরে তেমনি জেনো মনের মানুষ মনে তোলা॥
যে জন দেখে সে রূপ করিয়া চুপ রয় নিরালা
ও সে লালন ভেঁড়োর লোক জানেন হরি বলা
মুখে হরি হরি বলা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৫৮: খুলবে কেন সে ধন

খুলবে কেন সে ধন
ও তার গায়ক বিনে
কত মুক্তামণি রেখেছে সে ধনী
সে ধন বাঁধাই করে যে দোকানে॥
সাধু মহাজন যারা
মালের মূল্য জানে তারা
মূল্য দিয়ে লন অমূল্য রতন
সে ধন জেনেশুনে তারাই কেনে॥
মাকাল ফলের বরণ দেখে
যেমন ডালে বসে নাচে কাকে
তেমনি আমার মন চটকে বিমন
মন তুই দিন ফুরালি দিনে দিনে॥
মন তোমার গুণ জানা গেল
পিতল কিনে সোনা বল
অধীন লালন বলে মন চিনলিনে সে ধন
মুল হারালি মন তুই নিজের গুণে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৫৯: ক্ষম অপরাধ ওহে দীননাথ

ক্ষম অপরাধ ওহে দীননাথ
কেশে ধরে আমায় লাগাও কিনারে
তুমি হেলায় যা কর তাই করতে পার
তোমা বিনে পাপী তারণ কে করে॥
শুনতে পাই পরম পিতা গো তুমি
তোমার অতি অবোধ বালক আমি
যদি ভজন ভুলে কুপথে ভ্রমি
তবে দেওনা কেনে সুপথ স্মরণ করে॥
পতিত কে ত্বরাও হে পতিতপাবন নাম
তাইতে তোমায় ডাকি গুণধাম
এবার আমার বেলায় কেনে হলে বাম
আমি আর কত কাল ভাসিব দুঃখ-সাগরে॥
তথায় তরঙ্গে আতঙ্গে মরি
কোথায় হে অপারের কান্ডারী
ফকির লালন বলে ত্বরাও ত তরি
নইলে দয়াল নামে দোষ্য রবে না সংসারে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৬০: বিনা কর্মে ধন উপার্জন

বিনা কর্মে ধন উপার্জন
কে করতে পারে॥
বাঙলা কেতাব সকলে পড়ে
আরবী পার্‌সী নাগ্‌রী বুলি
কে বুঝিতে পারে?
তুই শিখবি যদি আরবী বুলি
বাঙলা নি গে পাশ করে॥
এক ইস্কুলে দশজনা পড়ে
গুরুর মনে এই বাসনা
সব সমান করে
কেউ পাছে আগে গেলে
পরীক্ষায় চেনা যায় তারে॥

বিশ্বম্ভর যে বিষপান করে
তাড়োয় করে বিছে হজম
কাকে কি পারে?
লালন বলে সাধক যারা
বিষ খেয়ে জীর্ণ করে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৬১: কেনে কাছের মানুষ ডাকছ সোর

কেনে কাছের মানুষ ডাকছ সোর করে
ক্ষ্যাপা তুই যেখানে সেও সেখানে
খুঁজে বেড়াও কারে রে?
বিজলি চটকের প্রায়
থেকে থেকে ঝলক দেয়
রঙমহল ঘরে
তার পাশাপাশি অহর্নিশি
থেকে দিশা হয় না রে॥
হাতের কাছে যারে পাও
ঢাকা দিল্লী ঘুরিতে যাও
কোন অনুসারে
এমন কি বুদ্ধিমান তুই
এ সংসারে রে॥
আছে ঘরের মধ্যে ঘরখানা
ঢুন্ড রে আগে সেইখানে
কে বিরাজ করে
সিরাজ সাঁই কয় দেখ রে লালন
সে কি রূপ তুই কি রূপ রে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৬২: পার কর হে দয়াল চাঁদ

পার কর হে দয়াল চাঁদ আমারে
ক্ষম হে অপরাধ আমার
এ ভব-কারাগারে॥
না হলে তোমার কৃপা
সাধন-সিদ্ধি কোথা বা
কে করিতে পারে
আমি পাপী তাইতে ডাকি
ভক্তি দাও মোর অন্তরে॥
পাপী তাপী জীব হে তোমার
তুমি যদি না কর পার
দয়া প্রকাশ করে
পতিতপাবন পতিতনাশা
বলবে কে তোমারে॥
জলে স্থলে সব জায়গায়
তোমারই সব কীর্তিময়
এ ত্রিভিদ সংসারে
তাই না বুঝিয়ে অবধ লালন
প'লো বিষম ঘোরতরে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৬৩: আয় গো যাই নবীর দীনে

আয় গো যাই নবীর দীনে
দীনের ডংকা বাজে শহরে মক্কা-মদীনে॥
তরীক দিচ্ছেন নবী জাহের নতুনে
যথাযোগ্য লায়েক জেনে
রোজা আর নামাজ
ব্যক্ত হি কাজ
গুপ্তপথ মেলে ভক্তি-সন্ধানে॥
অমূল্য দোকান খুলেছেন নবী
যে ধন চাবি সেধন পাবি
ওসে বিনে কড়ির ধন

সেধে দেয় এখন
সে ধন না লইলে আখের পস্তাবি মনে॥
নবীর সঙ্গে ইয়ার ছিলেন চারি জন
নূরনবী যে দিলেন চারকে চার যাজন
নবী বিনে পথে
গোল হল চার মতে
লালন বলে তোরা যেন গোলে পড়িস নে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৬৪: পাবে সামান্যে কি তার দেখা

পাবে সামান্যে কি তার দেখা
যার বেদে নাই রূপ রেখা॥
নিরাকার ব্রহ্ম যে হয় সে
সদাই থাকে অচিন দেশে
দোসর নাইকো তার পাশে
সে ঘোরে একা একা॥
কিঞ্চিৎ ধ্যানে পায় মহাদেব
তার তুলনা কি আর কবো
লালন বলে গুরু ভাবো
তাতে যাবে মনের ধোকা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৬৫: কি করি কোন পথে যাই

কি করি কোন পথে যাই
মনে কিছু ঠিক পড়ে না
দোটানাতে ভাবছি বসে
ঐ ভাবনা॥
কেউ বলে মক্কায় যেয়ে
হজ্ব করিলে যাবে গোনা

কেউ বলে ভাই মানুষ ভজে
মানুষ হনা ॥
কেউ বলে পড়লে কালাম
পায় সে আরাম বেহেশ্‌তখানা
কেউ বলে ভাই ও সুখের ঠাঁই
কায়েম রয় না ॥
কেউ বলে ভাই মুরশিদের ঠাঁই
খুঁজলে পাই আদি ঠিকানা
লালন ভেঁড়ো না বুঝিয়ে
হয় দোটানা ॥

কথা:লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৬৬: খেয়েছি বেজাতে কচু না বুঝে

খেয়েছি বেজাতে কচু না বুঝে
এখন তেঁতুল কোথা পাই খুঁজে ॥
কচু এমন মান গোঁসাই
কেউ চিনলে না রে ভাই
খেয়ে হলাম পাগল পারা
চোপ্‌রা-ঘরা চুলকাচ্ছে ॥
ভবে নিঃস্ব বৃক্ষ তার
গোড়ায় দিলে চিনির সার
কখন সে হয় না মেঠে
তেম্‌নি কচুর বংশ যে ॥
যত ভাড়ুয়া বাঙালে
কচুরে মান গোঁসাই বলে
লালন ফকির দেখলে পড়ে
ঐ কথায় কি আর মজে ॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৬৭: মন তুই করলি একি ইতরপনা

মন তুই করলি একি ইতরপনা
দুগ্ধেতে জনম রে তোর মিশাল চোনা॥
শুদ্ধ রাগে থাকতে যদি
হাতে পেতে অটল নিধি
বল মন তাই নিরধি বাগ মানে না॥
কু বৈদিগে ঘিরলো হৃদয়
হল না সু-রাগের উদয়
নয়ন থাকিতে সদায় হলি কানা॥
বাপের ধন তোর খেল সাপে
জ্ঞান চক্ষু নাই দেখবি কারে
লালন বলে হিসেব কালে যাবে জানা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৬৮: আলেফ লাম মিমেতে

আলেফ লাম মিমেতে
কোরাণ তামাম শোধ লিখেছে॥
আলেফ আল্লাজি মিম নামে নবী
লামের হয় দুই মানে
(ও তার) এক মানে হয় শরায় প্রচার
আর এক মানে মারফতে॥
দর মেয়ানে লাম আছে ডানি-বাম
আলেফ মিম দুজনে
যেমন গাছ বীজ অঙ্কুর এই মতো ঘুর
না পারি বুঝিতে॥
ইশারায় লিখন কোরাণেরই মান
হিসাব কর দেহেতে
এবার জানবি লালন সব অন্বেষণ
ঘুরিস না আর ভুল পথে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৬৯: সাঁই আমার কখন খেলে কোন

সাঁই আমার কখন খেলে কোন খেলা
জীবের কি সাধ্য আছে তাই বলা॥
কখন ধরে আকার
কখন নিরাকার
কেউ বলে সাকার কেউ বলে নিরাকার
অপার ভেবে হই ঘোলা॥
অবতার অবতারী
সে স্বভাবে তারি
দেখো জগৎ ভরি এক চাঁদে হয় উজালা॥
ভান্ড বেভান্ড মাঝে
সাঁই বিনে কি খেলা আছে
লালন কয় নাম ধরেছে কৃষ্ণ করিম কালা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৭০: সিন্নি খাওয়ার লোভ আছে যার

সিন্নি খাওয়ার লোভ আছে যার
সেকি চেনে মানুষ রতন
তার দরগা তলায় মন মজেছে॥
সাধুর হাটে সে যদি যায়
আঁট বসে না কোন কথায়
মন থাকে তার দরগা তলায়
তার বুদ্ধি পোঁচোয় পেয়েছে॥
প্রতিমা গড়ায় ভাস্করে
মৃতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে
আবার তারে গুরু বলে
এমন পাগল কে দেখেছে॥
মাটির পুতুল গড়ে নাচায়
আপনি মরে আপনি বাঁচায়
তারে যে স্বয়ম্ভু বলতে চায়
লালন কয় তার সকল মিছে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৭১: মন আমার আজ পড়লি ফেরে

মন আমার আজ পড়লি ফেরে
দিন দিন তোর পৈত্রিক ধন নিল চোরে॥
মায়া মদ খেয়ে মনা
দিবা-নিশি ঝোঁক ছোটে না
পাছ বাড়ির উল হল না কে কি করে॥
ঘরের চোরে ঘর মারে মন
যায় না ঘুম জানবি কখন
একবার দিলে না নয়ন আপন ঘরে॥
বেপার করিতে এসেছিলি
আসলে বিনাশ হলি
লালন তুই হুজুরে গেলে বলবি কিরে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৭২: মনরতি আজ রিপুর বসে রাত্রদিনে

মনরতি আজ রিপুর বসে রাত্রদিনে
মনের গেল না স্বভাব কিসে মেলে ভাব
সাধুর সনে॥
আমি বলি শ্রীচরণ যদি মনে হয় কখনো
অমনি উঠে ধায় দুষ্টু সে সময় যে দিক টানে॥
নিজগুণে যা করেন সাঁই
তা ভিন্ন আর ভরসা নাই
তুমি জানাও মোর মনের ভক্তিজোর তোমার
ঠকে গেলাম ধনে প্রাণে॥
ঘিরিল উনপঞ্চাশে
ফকির লালন বলে হায় কি করি উপায়
উপায় তো দেখিনে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৭৩: যে জন শিষ্য হয়

যে জন শিষ্য হয়
সে জন গুরুর খবর লয়
এক হাত বাজিলে তালি
দুই হাত কেন লাগায়॥
গুরু-শিষ্য এমনি ধারা
চাঁদের কোলে থাকে তারা
কাঁচা বাঁশে ঘুণে যারা
গুরু না চিনলে ঘটে তাই॥
গুরু লোভী শিষ্য কামী
প্রেম ছাড়া তার সেঁচা পানি
উলু খড়ে জ্বলছে অগ্নি
জ্বলতে জ্বলতে নিভে যায়॥
গুরু শিষ্য প্রেম করা
মুঠোর মধ্যে ছায়া ধরা
সিরাজ সাঁই কয় লালন তেরা
এমনি প্রেম করা চাই॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৭৪: তুমি কার আজ কেবা

তুমি কার আজ কেবা তোমার এই সংসারে
মিছে মায়ায় মজিয়ে মন কি কর রে॥
এত পিরিত দন্ত জিহ্বায় কায়দা পেলে সেও সাজা দেয়
স্বপ্নেতে সব জানিতে হয় ভাব নগরে॥
সময়ে সকলই যথা, অসময়ে কেউ দেয় না দেখা
যার পাপে যে ভোগে একা চার যুগে রে॥
আপনি যখন নাই আপনার কেবল বল আমার আমার
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোমার জ্ঞান নাহি রে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৭৫: দয়াল নিতাই কারো ফেলে যাবে

দয়াল নিতাই কারো ফেলে যাবে না
চরণ ছেড়ো না রে ছেড়ো না ॥
দৃঢ় বিশ্বাস করিয়ে মন
ধর নিতাই চাঁদের চরণ
পার হবি পার হবি তুফান
অপারে কেউ থাকবে না ॥
হরি নাম তরণী লয়ে
ফিরছে নিতাই নিয়ে হয়ে
এমনি দয়াল চাঁদকে পেয়ে
শরণ ক্যান নিলে না ॥
কলির জীবকে হয়ে সদয়
পারে যেতে ডাকছে নিতাই
লালন বলে মন চল যাই
ভাগ্যে এমন দয়াল মিলবে না ॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৭৬: গোপাল গোষ্ঠে যাবে না বলাই

গোপাল গোষ্ঠে যাবে না বলাই
অভাগিনীর আর কেহ নাই ॥
সবে মাত্র একা কানাই
সে ধন হারা হয়ে বলাই
কেমন করে এ ঘরে রই
তোদের কি বিবেচনা নাই ॥
বনেতে অসুরের ভয়
কখন না জানি কি হয়
দিবানিশি করি হায় হায়

তাই ভেবে সদাই॥
যশোদা রাণীর বচন
শুনে বলে ফকির লালন
গোপাল কে তার নাই অন্বেষণ
সে কি ব্রজের কালো কানাই॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৭৭: যদি শরায় কার্য্য সিদ্ধি হয়

যদি শরায় কার্য্য সিদ্ধি হয়
তবে মারফতে কেন মরতে যায়॥
মারফৎ মূল বস্তু জানি
শরিয়ৎ তার সরপোষখানি
ঘুচাইলে সরপোষখানি
বস্তু নেয় কি সরপোষ ধরে রয়॥
শরিয়ৎ আর মারফৎ যেমন
দুগ্ধেতে মিশানো মাখন
মাখন তুললে দুগ্ধ তখন
ঘোল বলে তা জানে সবাই॥
আক্কেল অটল দরিয়ায় দেখ না মন
তাতে ডুবে কর মুরশিদ ভজন
যে লাগিয়ে লালন বলে
ভুল সবায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৭৮: সুমঝে কর ফকিরি মন রে

সুমঝে কর ফকিরি মন রে
এবার গেলে আর হবে না
পড়বি ফেরে॥
অগ্নি যেমন ভস্মে ঢাকা

সুধা তেমন গরল মাখা
মৈথুন দণ্ডে যাবে দেখা
আলাদা করে॥
বিষামৃতে আছে মিলন
জানতে হয় তার কিরূপ সাধন
দেখো যেন গরল ভক্ষণ
কর না ওরে॥
কবার করলে আসা যাওয়া
নিরুপণ কই করলে তাহা
লালন বলে কে দেয় খেয়া
চিনলে না তারে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৭৯: বেদে কি তার মর্ম জানে

বেদে কি তার মর্ম জানে
যে রূপে সাঁইর লীলা খেলা
আছে এই দেহ-ভুবনে॥
পঞ্চতত্ব বেদের বিচার
পণ্ডিতেরা করেন প্রচার
মানুষ-তত্ব ভজনের সার
বেদ ছাড়া বৈরাগী মানে॥
গোলে হরি বল্লে কি হয়
নিগূঢ় তত্ব নিরালে পায়
নীরে ক্ষীরে যুগলে বয়
সাঁইর বারামখানা সেইখানে॥
পড়িলে কি পায় পদার্থ
আত্মতত্বে যারা ভ্রান্ত
লালন বলে সাধু মোহান্ত
সিদ্ধি হয় আপনারে চিনে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৮০: সোনার মান গেল রে ভাই

সোনার মান গেল রে ভাই
বেঙা এক পিতলের কাছে
শাল-পাটুকের কপালের ফের
কোঠার বনাত দেশ জুড়েছে॥
বাজিল কলির আরতি
প্যাঁচ প'লো ভাই মানিনীর প্রতি
ময়ূরের দেখাদেখি
প্যাঁচায় পেখম ধরতেছে॥
শালগ্রামকে ফেলিয়া নূড়া
ভূতের গলায় ঘন্টা নাড়া
কলির তো এমনি দাঁড়া
সহজ কাজে ভুল পড়েছে॥
সবাই কেনে পিতল দানা
জহুরীর তো মূল্য হল না
লালন কয় গেল জানা
চটকে জগৎ মেতেছে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৮১: অনাদির আদি শ্রীকৃষ্ণ নিধি

অনাদির আদি শ্রীকৃষ্ণ নিধি
তার কি আছে কভু গোষ্ঠ খেলা॥
ব্রহ্মরূপে সে অটল বসে
লীলাকারী তার অংশ কলা॥
পূর্ণ চন্দ্র কৃষ্ণ রসিক লিখরে
শক্তির উদয় হয় যাহার শরীরে
শক্তিতে সৃজন মহা সংকর্ষণ

বেদাগমে যারে বিষ্ণু বলা॥
শত শরণ বেদাগমে গায়
চিদানন্দ রূপ পূর্ণ ব্রহ্মময়
জন্ম মৃত্যু যার নাহি ভবের পর
সে তো নয় তবু নন্দলালা॥
দরবেশ দেল-দরিয়া অথয়
যে জন ভজে মুরশীদ সেই জানতে পায়
যে ভজে দরবেশ সে পায় উপদেশ
ফকির লালন কয় তাহার হৃদ উজ্জলা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৮২: ঘরে কি আর হয় না

ঘরে কি আর হয় না ফকিরি
কেন হবি আজ দেশান্তরী॥
ভ্রমিয়ে বারো বসেই তেরো
এমনি হতে পারে কারো
বনে গেলে হয় সেও তো কথা নয়
মন না হলে নির্বিকারী॥
মন না মুড়ায়ে কেশ মুড়ালে
তাতে কি আর রতন মেলে
মন দিয়ে মন বেঁধেছে যে জন
তাহার কাছে বাঁধা শ্রীহরি॥
ফিরে ঘরে চল রে নিমাই
ঘরে বসে হবে কানাই
বলে এই কথা কাঁদে শচীমাতা
ফকির লালন বলে বিনয় করি॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৮৩: অজানা খবর না জানিলে কিসের

অজানা খবর না জানিলে কিসের ফকিরি
যে নূরে নর নবী আমার তাহে আরশ বারি॥
বলব কি সেই নূরের ধারা
নূরেতে নূর আছে ঘেরা
ধরতে গেলে না যায় ধরা
যৈছে রে বিজরী॥
মূলাধারে মূল সেহি নূর
নূরের ভেদ অকূল সমুদ্দুর
যার হয়েছে প্রেমের অঙ্কুর
ঝলক দিচ্ছে তারি॥
সিরাজ সাঁই বলে রে লালন
করগে আপন দেহের বলন
নূরে নূরে করে মিলন
থাকিস রে নেহারি॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৮৪: ভবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার

ভবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার
সর্ব সাধন সিদ্ধি হয় তার॥
নদী কিম্বা বিল বাওড় খাল
সর্ব স্থলে একই রে জল
একা ফেরে সাঁই ফেরে সর্ব ঠাঁই
মানুষ মিশে হয় বেদান্তর॥
আকার সাকার হইল সে
যে জন দিব্যজ্ঞানী হয়
সেই জানিতে পায়
কলি যুগে সে মানুষ অবতার॥
বহু তর্কে দিন বয়ে যায়
বিশ্বাসের ধন নিকটে পায়
সিরাজ সাঁই ডেকে কয় লালন কে
কুতর্কের দোকান খুলিস নে আর॥

কথা: লালন সাঁই
অন্য রূপ

ভবে মানব-গুরু নিষ্ঠা যার
সর্ব-সাধন সিদ্ধ হয় তার॥
নদী কিংবা বিল, বাঁওড়, খাল—
সর্বতরে একই সে জল
একা মোর সাঁই
আছে সর্বদাই
মানুষে মিশে সে হয় রূপান্তর॥
নিরাকারে জ্যোতির্ময় যে
আকারে সাকার হলো সে
যে দিব্যজ্ঞানী হয়
সে-জন জানতে পায়
কলিযুগে হয় মানব-অবতার॥
বহু তর্কে দিন বয়ে যায়
বিশ্বাসের ধন নিকটে রয়
সিরাজ সাঁই ডেকে লালনকে কয়
কুতর্কের দোকান খুলিস নে আর॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৮৫: কোন সাধনে তারে পাই

কোন সাধনে তারে পাই
যে আমার জীবনের জীবন সাঁই॥
সাধিলে সিদ্দির ঘরে
শুনি যে পায় না তারে
সাজুর্য্যের মুক্তি পেল যে ব্যক্তি
ঠকে সে গেল শুনি রে ভাই॥
শান্ত শৈব্য বৈরাগ্য ভাব
তাতে যদি হয় চরণ লাভ
তবে দয়াময় কেন সর্বদায়
বৈধী ভক্তি বলে দুষিল তায়॥

গেল না রে মনের ভ্রান্ত
পেলাম না সে ভাবের অন্ত
বলে মূঢ় লালন ভবে এসে মন
কি করিতে না জানি কি করে সাঁই॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৮৬: আল্লার নাম সার করে যে

আল্লার নাম সার করে যে বসে রয়
তাহার আবার কিসের কালের ভয়॥
আল্লার নাম মুখেতে বল
সময় যে বয়ে গেল
মানেক-উল-মউত এসে বলিবে, চলো
যার বিষয় সে লয়ে যাবে
সে কি করবে কালের ভয়॥
আল্লার নামের নাইকো তুলনা
সাদেক দিলে সাধলে পরে বিপদ থাকে না
সে যে খুলবে তালা জ্বালবে আলো
দেখতে পাবে জ্যোতির্ময়॥
ভেবে ফকির লালন কয়
নামের তুলনা করিতে নাই
আল্লাহ হয়ে আল্লাহ ডাকে
জীবে কি তার মর্ম পায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৮৭: কোথায় হে দয়াল কাণ্ডারী

কোথায় হে দয়াল কাণ্ডারী
এই ভব-তরঙ্গে আমায় এসে
কিনারায় লাগাও তরী॥
পাপী যদি না ত্বরাবে

পতিতপাবন নাম কে লবে
জীবের দ্বারা ইহাই হবে
নামের ভেরম যাবে তোমারই॥
তুমি হে করুণাসিন্ধু
অধম জনার বন্ধু
এবার দাও হে আমায় পদারবিন্দু
যাতে তুফান ত্বরিতে পারি॥
ডুবাও ভাসাও হাতটি তোমার
এ জগতে কেউ নাই আমার
লালন বলে দোহাই তোমার
তোমার চরণে স্থান দাও ত্বরি॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৮৮: এসো হে অপারের কাণ্ডারী

এসো হে অপারের কাণ্ডারী
আমি পড়েছি অকুল পাথারে
দাও এসে চরণ তরী॥
প্রাপ্ত পথ ভুলে হে এবার
ভব-রোগে জ্বলব কত আর
তুমি নিজ গুণে শ্রীচরণ দাও
তবে কূল পেতে পারি॥
কোথা হতে এলাম হেথা
আবার আমি যাই যেন কোথা
তুমি মনোরথের সারথি হয়ে
স্বদেশে লও মনেরি॥
পতিতপাবন নাম তোমার গো সাঁই
পাপী-তাপী তাইতে দেয় দোহাই
অধীন লালন ভনে তোমা বিনে
ভরসা কাকে করি॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৮৯: পানি কাউর দয়াল পাখী

পানি কাউর দয়াল পাখী
রাতদিন তারে জলে দেখি
হাবুডুবু করে ম’লো
গায়ে কাদা মাখল না॥
এক কূল ভাইঙ্গ্যা দুই কূল হইল
সেই গাঙ্গে লগি ঠাঁই না পেল
সেই জায়গায় নাও ডুবিল
তবু মাস্তুল জাগল না॥
সে গাং দুইটি চলতি ছিল
কত সাধু নাও বাহিল
মাঝখানে তার চর পড়িল
তবু লালনের বেগ গেল না॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৯০: আমি কি দোষ দিব কারে

আমি কি দোষ দিব কারে
আসল স্বভাবের দোষে পলাস ফেরে॥
সুবুদ্ধি সুস্বভাব গেলো
কালের স্বভাব মনের হলো
ত্যাজিয়ে অমৃত ফল
মাকাল ফলে মন মজিল রে॥
যে আশায় এই ভবে আসা
ভাঙ্গল রে সেই আশার বাসা
ঘটিল কি দুর্দশা
ঠাকুর গড়তে বাঁদর হল রে॥
গুরু বস্তু চিনলি নে মন

অসময়ে কি করবি তখন
বিনয় করি বলছে লালন
যজ্ঞের ঘৃত কুত্তায় খেল রে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৯১: এলাহি আলামিন গো আল্লাহ বাদশা

এলাহি আলামিন গো আল্লাহ বাদশা আলমপানা তুমি
ডুবায়ে ভাসাইতে পার ভাসায়ে কিনার দাও কারো
রাখ মারো হাত তোমার তাইতে তোমায় ডাকি আমি॥
নূহ্ নামে এক নবীরে ভাসালে অকুল পাথারে
আবার তাকে মেহের করে আপনি লাগাও কিনারে
জাহের আছে ত্রিসংসারে আমায় দয়া কর স্বামী॥
নিজাম নামে বাটপার সে তো পাপেতে ডুবিয়া রহিত
তার মনে সুমতি দিলে কুমতি তার গেলো চলে
আউলিয়া নাম খাতায় শিখিলে জানা গেল এরহমি॥
নবী না মানিল যারা মরদুদ কাফের তারা
সেই মরদুদ দায়মাল হবে বিনা হিসাবে দোজখে যাবে
আবার তারে খালাস দিবে লালন বলে মোর হয় কি জানি॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৯২: কি শোভা দ্বিদল পরে

কি শোভা দ্বিদল পরে
রসমণি মাণিকের রূপ ঝলক মারে॥
আবিম্ব স্তম্ভেতে অনিত্য গোলক
বিরাজ করে তাহে পূর্ণ ব্রহ্মলোক
হলে দ্বিদল নির্ণয় সব জানা যায়
অসাধ্য সাধন থাকে না সাধন দ্বারে॥
শতদল কিম্বা সহস্রদল
রতি রূপে করে চলাচল

দ্বিতলে স্থিতি বিদ্যুৎ আকৃতি
ষোলদলে বারাম যোগান্তরে॥
ষড়দলে সে ষড়তত্ত্ব হয়
দশম দলের মৃণাল গতি গঙ্গাময়
অগতির ধারা তার ত্রিগুণ বিচার
লালন বলে গুরু অনুসারে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৯৩: এক অজানা মানুষ ফিরছে দেশে

এক অজানা মানুষ ফিরছে দেশে
তারে চিনতে হয়
তারে চিনতে জানতে হয়॥
শরীয়তের বুনিয়াদে
পাবে না তা কোনমতে
জানা যাবে মারফতে
যদি মনের বিকার যায়॥
মূল ছাড়া এক আজগৈবি ফুল
ফুটেছে সে ভবনদীর কুল
চিরদিন এক রসিক বুলবুল
সেই ফুলেরই মধু খায়॥
শুনেছি এক মানুষের খবর
আলেফের জের মীমের জবর
লালন বলে হস্‌নে ফাঁফর
মুরশিদ ধরলে জানা যায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৯৪: গৌর প্রেম করবি যদি ও

গৌর প্রেম করবি যদি ও নাগরি
কুলের গৌরব আর করো না
ফুলের লোভে মান বাড়াবি কাল হারাবি
গৌর চাঁদকে পাবি না॥
ফুল ছিটাও বনে বনে মনে মনে
বনমালীর ভাব জানো না
চৌদ্দ বছর বনে বনে রামের সনে
সীতা লক্ষণ এই তিনজনা॥
যত সব টাকা কড়ি এ ঘর বাড়ি
কিছুই তো সঙ্গে যাবে না
কেবল পাঁচ কড়াকড়ি কলসী দড়ি
কাঁচা বাঁশের খাট বিছানা॥
গৌরের সঙ্গে যাবি দাসী হবি
এইটে মনে কর বাসনা
লালন কয় মনে প্রাণে একই টানে
এই পিরিতের খেদ মেটে না॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৯৫: ঘরে বাস করে সে

ঘরে বাস করে সে
ঘরের খবর নাই
চার যুগে ঘর চাবি আঁটা
ছোড়ান পরের ঠাঁই॥
একি বেহাত আপন ঘরে
থাকতে রতন হই দরিদ্রে
দেয় সে রতন হাতে ধরে
তারে কোথা পাই॥
ঘর থুয়ে ধন বাইরে খোঁজা
বইছে যেমন চিনির বোঝা
পায় না রে সে চিনির মজা
বলদ ও যে চায়॥

কলকাঠি যার পরের হাতে
তার ক্ষমতা তত্র-জগতে
লেনা দিনা দিবা রাতে
পরে পরের ভাই॥
পর দিয়ে পর ধরা ধরি
সে পর কই চিনতে পারি
লালন কয় হায় কি করি
না দেখি উপায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৯৬: গোড়ো গাঙ্গেতে ক্ষেপা

গোড়ো গাঙ্গেতে ক্ষেপা
হাপুর হাপুর ডুব পাড়িলে
করছো মজা যাবে বুঝা
কার্তিকে উলানের কালে॥
কুঁতবি যখন কফের জ্বালায়
কত তাবিজ বাঁধবি গলায়
তাতে কি হবে ভালায়
মস্তিষ্কে জল শুষ্ক হলে॥
বায়ু চালায় ঘড়ি ঘড়ি
ডুব দিস্ নে তাড়াতাড়ি
প্রবল হয় কফের নাড়ি
হবে হানি জীবন-মূলে॥
ক্ষান্ত হেরে ঝাঁপাই খেলা
শান্ত হবে ও মন ভোলা
এখানে আছে বেলা
লালন কয় দ্যাখ চক্ষু মেলে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৯৭: কেমন ন্যায় বিচারক খোদা

কেমন ন্যায় বিচারক খোদা
বল গো আমায়
তাহা হলে ধনী গরীব
কেন এ ভুবনে রয়॥
ভাল মন্দ সমান হলে
আমরা কেন পড়ি তলে
কেউ দালান কোঠার কোলে
শুয়ে আরাম যায়।
সেই আমরা মরণের পরে
যাব নাকি স্বর্গপুরে
কে মানিবে এসব হেরে
এই দুনিয়ায়॥
ভোগ করে ত্যাগ ভাল কথা
এ সংসারে কে করে তা
লালন বলে নাড়ি মাথা
আন্দাজে সবায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৯৮: শুধাইলে খুদার কথা

শুধাইলে খুদার কথা
দেখায় সবাই আসমানে
আছেন কোথায় স্বর্গপুরে
কেউ নাহি তার ভেদ জানে॥
পৃথিবী গোলাকার শুনি
অহর্নিশি ঘোরে আপনি
তাইতে হয় দিবস-রজনী
জ্ঞানী জনে তাহাই মানে॥
উর্ধ্ব দিকে নিশি হলে
অধঃ দিকে দিবা বলে
আকাশ তো দেখে সকলে
উর্ধ্বে অধেঃর মানুষগণে॥

আপন ঘরে কে কথা কয়
না জেনে আকাশে দেখায়
হায়াৎ রূপে কে রে হেথায়
বুঝে নাও দিব্য জ্ঞানে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-১৯৯: ঠিক-মুছুল্লি কে সংসারে

ঠিক-মুছুল্লি কে সংসারে
গয়ের-মুছুল্লি বল কারে॥
শুনব সাঁইয়ের নিগূঢ় কথা
আশা-তছবির জন্ম কোথা
কোথায় পেলি গলারি খিল্‌কা
তাজ মাথায় পড়ায় কে রে॥
একটি মরার পাঁচটি কাল্লা
কোন কাল্লাতে বলছে আল্লা
কোন কাল্লাতে আল্লার নাম
জপলো সদাই রে॥
তহবন থরে হয়েছে খাঁটি
উপরে কোপনি নীচে লেংটি
লালন বলে সে সব ফক্টী
খাটবে না আর সভার পরে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২০০: ভাবের নদীতে কেন ডুব দিলাম

ভাবের নদীতে কেন ডুব দিলাম না
আমি নিত্যগঙ্গায় স্নান করি
কূলে বসে ঐ রূপ হেরি
নদীর কূলে কূলে বেড়াই ঘুরে
পাই না ঘাটের ঠিকানা॥

পানির নীচে স্থলপদ্ম
তাহার নীচে কত মধু গো
ভ্রমর জানে মধুর মর্ম্ম
অন্য কেহ জানে না॥
নূতন গাঙে জোয়ার আসে
জোয়ারের সঙ্গে কুমীর ভাসে
তাই লালন বলে সে কুমীর নিবে ধরে
তাতে মরণ ভয়ে নামি না॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২০১: চেয়ে দেখ না রে মন

চেয়ে দেখ না রে মন দিব্য নজরে
চার চাঁদ দিচ্ছে ঝলক মণিকোঠার ঘরে॥
হলে সেই চাঁদের সাধন
অধর চাঁদ হয় দরশন রে
চাঁদেতে চাঁদের আসন
রেখেছে ফিকিরে॥
চাঁদে চাঁদ ঢাকা দেওয়া
চাঁদে দেয় চাঁদের খেওয়া রে
জমিনেতে ফলেছে মেওয়া
ঐ চাঁদের সুধা ঝরে॥
নয়নচাঁদ প্রসন্ন যার
সকল চাঁদ দৃষ্ট হয় তার
ফকির লালন বলে বিপদ আমার
ঐ গুরুচাঁদ ভুলে রে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২০২: কোথায় আছে রে সেই দীন

কোথায় আছে রে সেই দীন দরদী সাঁই
চেতন গুরুর সঙ্গ লয়ে খবর করো ভাই॥
চক্ষু আঁখার দেলের ধোঁকায়
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়
কি রঙ্গ সাঁই দেখছে সদায়
বসে নিগুম ঠাঁই॥
এখানে না দেখি যারে
চিনবো তারে কেমন করে
ভাগ্যে গতি আখের তারে
যদি দেখা পাই॥
সমঝে ভজন সাধন করো
নিকট ধন পেতে পারো
লালন কয় নিজ মোকান ধরে ধরো
বহু দূরে নাই॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন (দেহতত্ত্ব)-২০৩: সময় বুঝে বাঁধাল বাঁধলে না

সময় বুঝে বাঁধাল বাঁধলে না
জল শুকাবে মীন পালাবে
পস্তাবি রে মন কানা॥
তিরপিনীর তীর ধারে
মীনরূপে সাঁই বিরাজ করে
তুমি উপর উপর বেড়াও ঘুরে
সে গভীরে ডুবলে না॥
মাস অন্তে মহাযোগ হয়
নিরস হতে রস ভেসে যায়
করিলে যোগের নির্ণয়
মীনরূপে খেল দেখলে না॥
জগৎ জোড়া মীন অবতার
তার মর্ম আছে সন্ধির উপর
সিরাজ সাঁই কয় লালন রে তোর
সন্ধানী কে চিনলি না॥

সূচী

লালন-২০৪: হতে চাও হুজুরে দাসী

হতে চাও হুজুরে দাসী
মনে গোল তো পোরা রাশি রাশি॥
না জানো সেবা সাধনা
না জানো প্রেম উপাসনা
সদাই দেখি ইতরপনা
প্রভু রাজি হবি কিসি॥
কেশে বেশে বেশ করলে কি হয়
রসবোধ না যদি রয়
রসবতী কে তারে কয়
কেবল মুখে কাষ্ঠ হাসি॥
কৃষ্ণপদে গোপী সুজন
করেছিল দাস্য সেবন
লালন বলে চাই কিরে মন
পারবি ওরে সুখবিলাসী॥

সূচী

লালন-২০৫: আমার আপন ঘরের খবর হয়

আমার আপন ঘরের খবর হয় না
একবার আপনারে চিন্‌লে পরে
    যায় অচেনারে চেনা॥
সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়
যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়   দেখ না॥
আমি ঢাকা দিল্লী হাতড়ে ফিরি
আমার কোলের ঘোর তো যায় না॥
আত্মারূপে কর্তা হরি
মনে নিষ্ঠা হলে মিলবে তারি ঠিকানা।
বেদ বেদান্ত পড়বে যত, বাড়বে তত লক্ষ না॥
আমি আমি কে বলে মন

যে জানে তাঁর চরণ শরণ লও না
ফকির লালন বলে, মনের ঘোরে
হলাম চোখ থাকিতে কানা॥

দ্র:প্রথম লাইন: ‘আমার আপন খবর আপনার হয় না”
সূচী

লালন-২০৬: এখন আর ভাবিলে কি হবে

এখন আর ভাবিলে কি হবে
কৃতকর্মের লেখা জোকা
আর কি ফিরিবে॥
তুষে যদি কেউ পাড় দেয়
তাতে কি আর চাল বাহির হয়
আমার মন হল যে তুষের ন্যায়
বস্তুহীন ভবে॥
কর্পূর উড়ে যায় রে যেমন
গোলমরিচ মিশায় তার কারণ
মন যদি হোত গোলমরিচের মতন
বস্তু যায় কবে॥
হাওয়ার চিঁড়ে, কথার দধি
ফলার হচ্ছে নিরবধি
লালন বলে তেমন প্রাপ্তি
কেন না হবে॥

সূচী

লালন-২০৭: যে যা ভাবে সেই রূপ

যে যা ভাবে সেই রূপ সে হয়
রাম রহিম করিম কালা এক আল্লা জগৎময়॥
‘কুল্লে সাঁইন’ মোহিত খোদা
আপনা জবানে কয় এ কথা
যার নাইরে বিচার বুদ্ধি নাচার
পড়িয়ে সে গোল বাধায়॥

আকার সাকার নয় নরেকার
একজনা উদয়
নির্জন ঘরে রূপ নেহারে
এক বিনে কি দেখা যায়?
একে নেহার, দাও মন আমর
ছাড়িয়ে রে দো খোদায়।
লালন বলে, এক রূপ খেলে
ঘটে পটে সব জায়গায়॥

সূচী

লালন-২০৮: নিরাকারে ভাসছে রে সে ফুল

নিরাকারে ভাসছে রে সে ফুল
বিধি, বিষ্ণু, হর আদি, পুরন্দর
তাদের সে ফুল হয় — মাতৃফুল॥
কি বলিব সেই ফুলের গুণবিচার
পঞ্চমুখে সীমা দিতে নারে হর,
যারে বলি মূলাধার, সেই তো অধর
ফুলের সঙ্গে ধরা তার সমতুল॥
মিলে মূলবস্তু ফুলের সাধনে
বেদের অগোচরে, কেহ নাহি জানে
সেই ফুলের নগর আছে কোন স্থানে
সাধুজনা ভেবে করছেন উল॥
কোথায় সে ফুলের বৃক্ষ, কোথায় সে জল
তরঙ্গের উপরে ভাসছে চিরকাল।
কখন আসে অলি মধু খায় সে ফুলে
লালন ধরতে গেলে পায়না সে ফুল॥

সূচী

লালন-২০৯: শুদ্ধ প্রেম না দিলে ভজে

শুদ্ধ প্রেম না দিলে ভজে কে আর পায়
ও সে না মানে আচার, না মানে বিচার
প্রেম রসে রসিক দয়াময়॥
জান না মন শুষ্ক কাষ্ঠে
কবে তার মালঞ্চ ফোটে
ওমনি প্রেম নাই যার ওমনি কষ্টে
সে নিজ সুখ সাধনা বলিদান দেয়॥
সে প্রেমের প্রেমী যারা
ফণী যেন মণিহারা
দেখলে তার মুখ হৃদয়ে বাড়ে সুখ
আমার দয়াল চাঁদ তাহারে থাকে সদয়॥
যোগেন্দ্র মণীন্দ্র আদি
যোগ সেধে না পায় সে নিধি
প্রেম দিয়ে আর বাঁধলে গোপীরে
লালন বলে সে প্রেম কি ঘটবে আমায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২১০: মুর্শিদ বিনে কি ধন আছে

মুর্শিদ বিনে কি ধন আছে এ জগতে॥
মর্শিদের চরণ সুধা
পান করিলে হরে ক্ষুধা
কোরো না দেলে দ্বিধা
যে হি মুর্শিদ, সে হি খোদা।
বোঝ ‘অলিয়ম্ মোরশেদা’
আয়েত লেখা কোরানেতে॥
আপনি খোদা আপনি নবী
আপনি সেই আদম ছবি
অনন্তরূপ করে ধারণ॥
কি বোঝে তার নিরাকরণ
নিরাকার হাকিম নিরঞ্জন
মুর্শিদ রূপে ভজন পথে॥

‘কুল্লে সাইন মোহিত’ আরো
‘আল্লা কুল্লে সাইন কাদিরো’
পড়ে কালাম নেহাজ করো
তবে সব জানিতে পার
কেন লালন ফাঁকে ফেরো
ফকিরি নাম ভাড়াও মিথ্যে॥

সূচী

লালন-২১১: মুর্শিদ বল রে আমার মন

মুর্শিদ বল রে আমার মন পাখী।
ভবে কেউ কারোর দুঃখের নয়রে দুখী॥
ভুল না রে ভ্রান্ত কাজে
আখেরে সব কাণ্ড মিছে
মন রে আসতে একা, যেতে একা
এ ভব পিরিতের ফল কি আছে॥
কোলাহলে সুপদ কিছুই নাই
বাড়ীর বাহির করেন সবাই
তোর কে বা আপন পর কে তখন
দেখে খেদে ঝুরবে আঁখি॥
গোরের কিনারে যখন লয়ে যায়
কাঁদিয়ে সবে জীবন ছাড়তে চায়
লালন বলে কারো গোরে কেউ তো যায় না
থাকতে হয় একাকী॥

সূচী

লালন-২১২: এমন দিন কি হবে আর

এমন দিন কি হবে আর
খোদা সেই করে গেল রসুল অবতার॥
আদমের রূহ সেই
কেতাবে শুনিলাম তাই
নিষ্ঠা যার হল রে ভাই

মানুষ মুর্শিদ করলে সার॥
খোদ ছুরাতে পয়দা আদম
এও জানা যায় অতি মরম
আকার নাই তার ছুরাত কেমন
লোকে বলিবে তাও আবার॥
আহম্মদের নাম লেখিতে
মিমুন কি হয় তার কিসেতে
সিরাজ সাঁই কয় লালন তাতে
কিঞ্চিৎ নজীর দেখ এবার॥

সূচী

লালন-২১৩: আয় দেখে যা নতুন ভাব

আয় দেখে যা নতুন ভাব এনেছে গোরা।
মুড়িয়ে মাথা
গলে কাঁথা
কটিতে কৌপীন পরা॥
গোরা হাসে গোরা কাঁদে, ভাবের অন্ত নাই
সদা দীন-দরদী-বলে ছাড়ে হাই
জিজ্ঞাসিলে কয় না কথা
হয়েছে কি ধন হারা॥
গোরা শাল ছেড়ে কৌপীন পরেছে
আপনি মেতে জগৎ মাতিয়েছে
মরি হায় কি লীলা কলিকালে
বেদবিধি চমৎকার॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি হয়
গোরা তার মাঝে এক দিব্যযুগ দেখায়
অদীন লালন বলে
ভাবুক হলে
সে ভাব জানে তারা॥

সূচী

লালন-২১৪: ওরে আলোকের মানুষ আলোকে রয়

ওরে আলোকের মানুষ আলোকে রয়
শুদ্ধ প্রেম রসিক বিনে কে তারে পায়॥
রস রতি অনুসারে
নিগুঢ় ভেদ জানতে পারে
রতিতে মতি ঝরে
মূল খন্ড হয়॥
লীলায় নিরঞ্জন আমার
আধ লীলা করলেন প্রচার
জানলে আপনার জন্মের বিচার
সব জানা যায়॥
আপনার জন্মলতা
জানগে তাহার মূলটি কোথা।
লালন কয় শেষের কথা
সাঁই পরিচয়॥

অন্যরূপ

যার নাম আলেক মানুষ আলেকে রয়
শুদ্ধ প্রেম-রসিক বিনে কে তারে পায়॥
রস রতি অনুসারে
নিগূঢ় ভেদ জানতে পারে
রতিতে মতি ঝরে
মূল খন্ড হয়॥
লীলায় নিরঞ্জন আমার
আধ লীলে কল্লেন প্রচার
জানলে আপনার জন্মের বিচার
সব জানা যায়॥
আপনার জন্মলতা
জানগে তার মূল কথা
লালন কয় হবে সেথা
সাঁই পরিচয়॥

সূচী

লালন-২১৫: গোঁসাই আমার দিন কি যাবে

গোঁসাই আমার দিন কি যাবে এই হালে
আমি পড়ে আছি জঙ্গলে।
কত অধম পাপী তাপী অবহেলে স্বারিলে॥
জগাই মাধাই দুটি ভাই
কান্দা ফেলে মারলে গায়
তারে তো নিলে॥
আমি পাপী ডাকছি সদায়
দয়া হবে কোন কালে॥
অহল্যা পাষাণ ছিল
সেও তো মানুষ হইল
তোমার চরণ ধূলাতে॥
আমি তোমার কেউ নহি গো
তাই কি মনে ভাবিলে॥
তোমার নাম লয়ে যদি মরি
তবু তোমারি
আর যাব কোন্ দলে
তোমা বই কেউ নাই আমার
অধম লালন কেন্দে বলে॥

সত্যি লালনের গান?
সূচী

লালন-২১৬: আছে আদি মক্কা এই মানব

আছে আদি মক্কা এই মানব দেহে
দেখল নারে মন ভেয়ে।
দেশ দেশান্তরে দৌড়ে এবার
মরিস কেন হাঁপিয়ে॥
করে অতি আজব ভাক্কা
গঠেছে সাঁই মানুষ মক্কা
কুদরতি নুর দিয়ে।
ও তার চার দ্বারে চার নুরের ইমাম
মধ্যে সাঁই বসিয়ে॥
মানুষ মক্কা কুদরতি কাজ

উঠছে রে আজগুবি আওয়াজ
সাততলা ভেদিয়ে।
আছে সিং দরজায় দ্বারী একজন
নিদ্রাত্যাগী হয়ে॥
দশ দুয়ারী মানুষ মক্কা
গুরুপদে ডুবে দেখ গা
ধাক্কা সামলায়ে।
ফকির লালন বলে, সে যে গুপ্ত মক্কা
আদি ইমাম সেই মিঞে॥

সূচী

লালন-২১৭: আয় কে যাবি ওপারে।

আয় কে যাবি ওপারে।
দয়ালচাঁদ মোর দিচ্ছে খেয়া
অপার সাগরে॥
যেদিবে সেই নামের দোহাই
তারে দয়া করবেন গোঁসাই,
এমন দয়াল আর কেহ নাই
ভবের মাঝারে॥
পার করে জগৎ বেড়ি
নেয় না সে পারের কড়ি
সেরে সুরে মনের দেড়ি
ভার দেনা তারে॥
দিয়ে ঐ শ্রীচরণে ভার
কত অধম পাপী হলো যে পার
সিরাজ সাঁই কয় লালন মোর
বিগার যায় না রে॥

সূচী

লালন-২১৮: জাতির গৌরব কোথায় রবে

জাতির গৌরব কোথায় রবে
যখন এসব ফেলে যেতে হবে
বামুন কায়েত ভিন্ন ভিন্ন ভাবছে সবে
এসব ঘুচবে সেদিন
যেদিন দীন ইসলাম তলব দিবে॥
গড়েছে এক কারিগরে
স্ত্রী আর পুরুষ ভিন্ন ভাবে
তাহের চাহন চলনে সবাই চিনে
ঢাকিলে না ঢাকা রবে॥
যত কিছু বিষয়-আশয়
কিছু নাহি সঙ্গে যাবে
একবার মুদলে নয়ন করবে শয়ন
মাটির দেহ মাটি হবে॥
জাতি কুল সবই বিফল
জাতি লয়ে কি পার পাবে
সিরাজ বলে ওরে লালন
ভাব আখেরেতে কিবা হবে॥

সূচী

লালন-২১৯: চাষার করম হাল রে ভাই

চাষার করম হাল রে ভাই
লাঙল বইতে মানা
জমির চাষ না দিলে
ঘাস মরে না॥
ফুলে গন্ধ রবে না॥
অনুরাগের চাষা হয়ে প্রেমের মকর চাষ
তাতে শুকাইবে ঘাস
মরি হায়রে হায়॥
জমিতে নীর পরিবে
কৃষি হয়ে ফলে যাবে সোনা।
সাগু কাঠে লাঙ্গল বান্ধ
খ্যান্ত কাঠের ইস্‌তাতে

থাকবে নাকো বিষ
লালন বলে ওরে চাষা
চাষার কাম ছেড়ো না॥

সূচী

লালন-২২০: মনেরে বুঝাতে হল আমার দিন

মনেরে বুঝাতে হল আমার দিন আখেরী
বুঝ না মন আপন মরণ
এ কি চাতুরী॥
ফাঁদ পাতিলাম শিকার বলে
সে ফাঁদ উঠল আপন গলে
এ লজ্জা কি যাবে ধুলে
সামনে আছে ভবের কাছারি॥
পরের ক্ষেতে যাই লাভ দেফিয়ে
আপনি পড়ি লোভের দায়ে
হাতের মামলায় হার হয়ে
এখন কেঁদে ফিরি॥
যার জন্যি আনতে আঁধার
কত গোলমালে পলেম এবার
অধীন লালন বলে
হলো আমার ভগ্নদশা ভারী॥

সূচী

লালন-২২১: ঐ গোরা কি শুধুই গোরা

ঐ গোরা কি শুধুই গোরা
ওগো নাগরী
দেখ দেখ ঠাউরে দেখ
ও কেমন শ্রী॥
শ্যাম অঙ্গে গৌরাঙ্গ মাখা
নয়ন দুটি বাঁকা বাঁকা
মনে মনে দিচ্ছে দেখা

ব্রজের হরি॥
না জানি কোন ভাব লয়ে
এসেছে শ্যাম গৌর হয়ে
কদিন বা রাখবে ঢেকে
নিজ মাধুরী॥
যে হোক সে নাগরা
করবে কুলের কুল সারা
লালন বলে দেখবে যারা
সৌভাগ্য তারই॥

সূচী

লালন-২২২: সেই কালাচাঁদ নদেয় এসেছে

সেই কালাচাঁদ নদেয় এসেছে
সে না বাজিয়ে বাঁশী, ফিরতো সদায়
ব্রজাঙ্গনার কুল নাশে॥
যদি মজবি ও কালার পিরীতি
আগে জান গে উহার কেমন রীতি
প্রেম করা নয় প্রাণে মারা
অনুমানে বুঝিয়েছে॥
যদি রাজ্যপদ ও পদে কেউ দেয়
তবু কালার মন না পাওয়া যায়
রাধা বলে বাজে বাঁশী
তারে কত কাঁদিয়েছে।
ব্রজে ছিল জলদ্ কালো
কি সাধনে গৌর হল
ফকির লালন বলে কেবল
দু নয়ন বাঁকা আছে রে॥

সূচী

লালন (দেহতত্ব)-২২৩: একে একে মিলিয়ে গেল

একে একে মিলিয়ে গেল
হাতে কিছুই রইল না
গুরু তোমার পাঠশালাতে
অঙ্ক শেখা হইল না॥
আমার গুণে আবার আগুন ধরে
যোগ যে হয় বিয়োগের ঘরে
যোগ বিয়োগ মিলিয়ে গেল
শুন্য পূরণ হইল না॥
গুরু তোমার শুভঙ্করী
অর্থ কিছুই বুঝতে নারি
কুবেরের ধন কাণা কড়ি
তফাৎ কিছুই রইল না॥

সূচী

লালন-২২৪: অমর্ত্যের এক ব্যাধ বেটা হাওয়ায়

অমর্ত্যের এক ব্যাধ বেটা হাওয়ায় এসে ফাঁদ পেতেছে।
বলবো কি ফাঁদের কথা
কাক মারিতে কামান পাতা
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-নর-নরায়াণ সেই ফাঁদে ধরা পড়েছে॥
পাতিয়ে ফাঁদের ঢুয়া
সে ব্যাধ বেটা দিচ্ছে খেয়া
লোভের চার খাটিয়ে।
চার খাবার আশে
পড়ে সেই বিষম পাশে
কত লোভী-কামী মারা যেতেছে॥
জেন্তে মরে খেলে যারা
ফাঁদ ছিঁড়িয়ে যাবে তারা
সিরাজ সাঁই কয় ওরে লালন
মনে রাখিস আসল বচন
জন্ম-মৃত্যুর ফাঁদ তুই এড়াবি কিসে॥

সূচী

লালন-২২৫: আগে জান না ওমুরায় বাজী

আগে জান না ওমুরায় বাজী হারিলে তখন,
লজ্জায় মরণ।
শেষে আর মিছে কান্দিলে কি হয়॥
খেল মন খেলারু ভাবিয়ে শ্রীগুরু
সামাল সামাল বাজী সামাল সর্বদায়॥
এদেশেতে জুয়াচুরি খেলা
টোটকা মেরে কটকায় ফেলে রে
মন ভোলা তাইতে বলি বারে বারে
খেলিস্ খুব হুঁশিয়ারে,
নয়নে নয়নে বান্ধিয়ে সদায়॥
চোরের সঙ্গে নাহি খাটে ধর্ম দাড়া
হাতের অস্ত্র কভু করিস্নে হাতছাড়া
রাগ-অস্ত্র ধরে দুস্ট দমন করে
স্বদেশেতে গমন করো রে ত্বরায়॥
চোয়ানি বান্ধিয়ে খেলে যেই জনা
কাহারো যে সাধ্য সেই অঙ্গে দেয় হানা
ফকির লালন বলে, আমি তিন তেরো না জানি
বাজী মেরে যাওয়া ভার হল আমার॥

সূচী

লালন-২২৬: আপন মনের গুণে সকলই হয়।

আপন মনের গুণে সকলই হয়।
পিড়ে নেয় পোড়োর খবর, কেউ দূরে যায়॥
জাতিতে জোলা কবীর, উড়িষ্যায় তাহার জাহির
বারো দেশ জুড়ে তাঁহার তুড়ানি যায়॥
রামদাস রাম বলে, জাতিতে মুচির ছেলে
গঙ্গা তাকে নিল কোলে চামড়ার ঠোটায়॥
আপন মনোগুণে, বনে কেউ বাঁধে কুঁড়ে
লালন কয়, রিপু ছেড়ে কেলি কোথায়॥

সূচী

লালন-২২৭: আপন সুরতে আদম গঠলেন দয়াময়।

আপন সুরতে আদম গঠলেন দয়াময়।
নইলে কি ফেরেস্তারে সেজদা দিতে কয়॥
দুষে সে আদম সফি, আজাজিল হলো পাপী
মন তোমার লাফালাফি তেমনি দেখা যায়॥
আদমে আল্লা না হলে, পাপ হতো সেজদা দিলে
শেরেক পাপ যারে বলে, এ দিন দুনিয়ায়॥
আদমি সে চেনে আদম, পশু কি তার পায় মরম
লালন কয় আদ্য ধরম, আদম চিনলে হয়॥

সূচী

লালন-২২৮: আমার আপন খবর আপনার হয়

আমার আপন খবর আপনার হয় না।
আপনারে চিনলে পরে যায় অচিনারে চিনা॥
সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়
যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়, দেখনা
আমি ঢাকা দিল্লি হাতড়ে ফিরি
আমার কোলের ঘোর তো যায় না॥
আত্মারূপে কর্তা হরি
মনে নিষ্ঠা হলে মিলবে তারি ঠিকানা॥
বেদ বেদান্ত পড়বি যত
তাতে বাধবে কত লখ্না॥
আমি আমি কে বলে মন
যে জানে তার চরণ শরণ লে না
লালন বলে মনের ঘোরে
হলাম চোখ থাকিতে কানা॥

সূচী

লালন-২২৯: আমার আপন খবর নাইরে কেবল

আমার আপন খবর নাইরে কেবল
বাউল নাম ধরি॥
বেদ-বেদান্ত নাই যার উল
শুধুই কেবল নামে মশগুল
এজগৎ ভরি
খবরদার কারে বলা যায়
কিসে হয় খবরদারি॥
আপনার আপনি যে জেনেছে
বাউলের উল সেই পেয়েছে
সেই হুঁশিয়ারী॥
কত মুনি, ন্যাসী, যোগী, তপস্বী
খবর পায় না তারি॥
আউল বাউল আরেফ কামেল
আত্মতত্বে হয়ে ফাজেল
যে দ্বারের দ্বারী
আমি লালন পশুর চলন
কেমনে তরি॥

সূচী

লালন-২৩০: আমি কি তাই জানলে সাধন

আমি কি তাই জানলে সাধন সিদ্ধি হয়।
আমি আমি কথার অর্থ ভারী, আমি সে তো
অনন্ত শহর বাজারে
আমি আমি শব্দ করে
আমি কি চিনলে পরে
অচিনারে চিনা যায়॥
মনসুর হেল্লাজ ফকির সেতো
জেনেছিল আমি সত্য
সই পলো সাঁই-এর আইন মত
শরায় কি তার মর্ম পায়॥
কোম বেইজানী কোম বাইজ লিল্লা
সাঁই হুকুম দুই আমি হিল্লা
লালন বলে এ ভেদ খোলা
আছে রে মরশীদের ঠাঁই॥

সূচী

লালন-২৩১: আর কি বসবো এমন সাধুর

আর কি বসবো এমন সাধুর বাজারে।
না জানি কোন্ সময় কি দশা হয় আমারে॥
সাধুর বাজার কি আনন্দময়
সেথায় অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্র উদয়
কত ভাগ্যের ফলে সে চাঁদ দৃষ্ট হয়
ভব-বন্ধন-জ্বালা যায় গো দূরে॥
দেবের দুর্লভ সাধুর পদ যে সে
সাধুর নাম সকল শাস্ত্রে ভাসে
গঙ্গাজননী পতিতপাবনী
সাধুর চরণ সেও বাঞ্ছা করে॥
আমি দাসেরো দাসের যোগ্য নই
বহু ভাগ্যফলে সাধুসঙ্গ পাই
লালন কয়, আমার ভক্তিশূন্য কায়
এবার বুঝি পলাম কাদার চরে।

অন্য রূপ

আর কি বসবো এমন সাধ বাজারে
জানি কোন সময় কি দশা হয় আমারে॥
সাধুর বাজার কি আনন্দময়
যেমন অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্র উদয়
ভক্তি নয়ন যার, সে চাঁদ দৃষ্ট তার
ভব-বন্ধন জ্বালা যায় গো দূরে॥
দেবের দুঃসাধ্য পদে সে
সাধু নাম যার সত্য ভাষে
পতিত পাবনি, গঙ্গা জননী
সাধুর চরণ সেও তো বাঞ্ছা করে॥
দাসের দাস ওরে দাসের যোগ্য নয়
কি ভাগ্যেতে এলাম এই সাধ-সভায়
লালন কয় আমার ভক্তিশূন্য কায়
আবার বুঝি পড়ি কদাচারে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৩২: আল্লা আল্লা বলে ডাকরে পাখি

আল্লা আল্লা বলে ডাকরে পাখি॥
ভবে কেউ কারো দুঃখে নয় রে দুঃখী।
ভুলো না রে ভব ভ্রান্ত কাজে
আখেরে এ সব কান্ড মিছে
মন কেবা আপন পর কে তখন
দেখে শুনে খেদে ঝরবে আঁখি॥
হাওয়া বন্ধ হলে সুবাদ কিছু নাই
বাড়ীর বাহির করেন সবাই
মন তোর আসতে একা যেতে একা
এ ভব পিরিতের ফল আছে কি।
গোরের কেনারে যখন লয়ে যায়
কাঁদিয়ে তখন প্রাণ ত্যজিতে চায়
অধীন লালন বলে কারো গোরে
কেউ তো না যায়
থাকতে হয় একাকী॥

সূচী

লালন-২৩৩: উদয় কাল কলি রে ভাই

উদয় কাল কলি রে ভাই কলি আমি বলি তাই
হাগড়া বেদে নেংটি ছিঁড়ে লোক বুঝি হাসিয়ে যায়॥
কলিকালে অ-মানুষের জোর
যত ভালো মানুষ বানায় তারা চোর
সমঝে ভবে না চলিলে
বোম্বেটের হাতে পড়বি ভাই।
কারে বিশ্বাস কেউ করে না
ওগো শঠে শঠে সকল কারখানা
ছিটে ফোঁটা তন্ত্রমন্ত্র

কলির ধর্ম দেখতে পাই।
যত মা-মারা বাপ বদলানে
সবাই কলিকালে বেশী ভাগ পায়।
ফকির লালন বলে ঘোর কলিতে
ধর্ম রাখা কি উপায় গো কি উপায়॥

দ্র: সত্যি লালনের গান?
সূচী

লালন-২৩৪: কি সাধলে পাই তারে

কি সাধলে পাই তারে
আমার মন অহর্নিশি চায় যাহারে
দান ব্রত তপযজ্ঞ যত
তাহাতে সাঁই হওয় না নত
শুশু শাস্ত্রে কয় সদান্ত
মনে কোনটা জানি তাই সত্য করে॥
পঞ্চপ্রকার মুক্তির বিধি
অষ্টদশ প্রকারে সিদ্ধি
এ সকল কয় হেতু ভক্তি
ইহার বশ নাই আলেক সাঁইজী মেরে॥
ঠিক পড়ে না প্রবর্ত্তের ঘর
সাধন সিদ্ধি হয় কি প্রকার
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোমার
নজর হয় নি কিছুই কোলের ঘোরে॥

সূচী

লালন-২৩৫: একদিন না পারের ভাবনা ভাবলি

একদিন না পারের ভাবনা ভাবলি নে রে।
পার হবি হীরের সাঁকো কেমন করে॥
এক দমের ভরসা নাই
কখন কি করবেন সাঁই
তখন কার দিবি দোহাই

কারাকারে॥

বিনে কড়ির সদাই কেনা

মুখে সাঁই এর নাম জপনা

তাতে কি অলসপানা

দেখি তোরে॥

ভাসাও অনুরাগ তরী

বসাও মুরশীদ প্রেম কান্ডারী

লালন কয় সেই পাড়ি

যাবে সেরে॥

সূচী

লালন-২৩৬: মুরশিদ রঙমহলে সদায় ঝলক দেয়

মুরশিদ রঙমহলে সদায় ঝলক দেয়

যার ঘুচেছে মনের আঁধার

সেই দেখতে পায়॥

সপ্ততলে অন্তঃপুরী

আলিপুরে তার কাছারী

দেখলে রে মন সে কারিগরি

হবি মহাশয়॥

সজল উদয় সেই দেশেতে

অনন্ত ফল ফলে তাতে

প্রেম-পাতি-জলে পাতলে তাতে

অধর ধরা যায়॥

রত্ন যে পায় আপন ঘরে

সেকি বাইরে খুঁজে মরে

না বুঝিয়ে লালন ভেড়ে

দেশ বিদেশে ধায়॥

কথা: লালন সাঁই

সূচী

লালন-২৩৭: এমন সৌভাগ্য আমার কবে হবে

এমন সৌভাগ্য আমার কবে হবে
দয়াল চাঁদ আসিয়ে আমায় পার করিবে॥
আমার সাধনের বল কিছুই নাই
কেমনে সে পারে যাই
কূলে বসে দিচ্ছি দোহাই
অপার ভেবে॥
পতিতপাবন নামটি তার
তাই শুনে বল হয় আমার
আবার ভাবি এ পাপী আর
সে কি নিবে॥
গুরু পদে ভক্তিহীন
হয়ে রইলাম চিরদিন
লালন বলে কি করিতে
এলাম ভবে॥

সূচী

লালন-২৩৮: কাশী কি মক্কায় যাবি যে

কাশী কি মক্কায় যাবি যে মন চলরে যাই।
দোটানাতে ঘুরলে পথে সন্ধ্যে বেলায় উপায় নাই॥
মক্কাতে ধাক্কা খেয়ে
যেতে চাও কাশী স্থানে
এমনি জালে কাল কাটালে
ঠিক না মানে কোথা ভাই॥
নৈবিদ্য পাকা কলা
দেখে মন ভোলা ভালা
সিন্নি বেলায় দরগা তলা
তাও দেখে মন খলবলায়॥
চুল পেকে হলে বুড়ো হুড়ো
না পেলে পথের মুড়ো
লালন বলে সন্ধি জেনে
না পেলে জল নদীর ঠাঁই॥

সূচী

লালন-২৩৯: কিসের বড়াই কর রে কিসের

কিসের বড়াই কর রে কিসের গৌরব কর রে
মাটির দেহ লয়ে॥
সেখানেতে দেখে এলেম কুমারেরই কুমরে
উপরে তার স্বরূপ আছে রে
ও তার ভিতরে আগুন রে
ও কেবল পথের পরিচয় রে
মাটির দেহ লয়ে॥
মনের মনুরায় পাখি গহীনেতে চরে রে
নদীর জল শুকায়ে গেলে রে
পাখি শুন্য ভরে উড়ান ছাড়ে রে
মাটির দেহ লয়ে॥
লালন শাহ দরবেশ কয় দুনিয়ার বড়াই মিছা রে,
দিন থাকিতে দিনের কর্মরে
কেবল পরের জন্য কান্দেরে
মাটির দেহ লয়ে॥

সূচী

লালন-২৪০: কে বুঝিতে পারে

কে বুঝিতে পারে
আমার সাঁইয়ের কুদরতি।
অগাধ জলের মাঝে
জ্বলছে বাতি॥
অনলে জল উষ্ণ হয় না
জলেতে অনল নেভে না
এমনি যে কুদরত কারখানা
দিবারাতি॥
বিনা কাষ্ঠে অনল জলে
জল রয়েছে বিনা স্থলে

আখের হবে জল-অনলে
প্রলয় অতি॥
জলে যেদিন ছাড়বে হুঙ্কার
লালন বলে, সেদিন বান্দার
হয় কি গতি॥

সূচী

লালন-২৪১: কেরে গাঙের ক্ষ্যাপা হাবুর হুবুর

কেরে গাঙের ক্ষ্যাপা হাবুর হুবুর ডুব পাড়িলে
পাপ করে কি ভাবছো মনে কার্তিক ওলানের কালে॥
কুঁতবি যখন কফের জ্বালায়
কত তাবিজ তাগা বাঁধবি গলায়
তাতে কি তোর ভাল হবে
মস্তকের জল শুষ্ক হলে॥
বাই চলা দেয় ঘড়ি ঘড়ি
ডুব পাড়গে তাড়াতাড়ি
অধীন লালন বলে ডুবল বেলা
চক্ষু মেলে দেখলি না রে॥

সূচী

লালন-২৪২: খাকে গঠিল পিঞ্জরে

খাকে গঠিল পিঞ্জরে
এ শুক পাখী আমার কিসে গঠেছেরে॥
পাখী পুষলাম চিরকাল
নীল কিবা লাল
একদিনো দেখলাম না
সেই রূপ ছামনে ধরে॥
আর খাকে পিঞ্জরার বর্ত
আতসে হইল পেক্ত
পবন আড়া সেই ঘরে॥
আছে শুক পাখী সেথায়

প্রেমের শিকল পায়
আজব খেল খেলছে
গুরু গোঁসাই মোরে॥
কিবা সে পিঞ্জরায় ধ্বজা
নিচে উপর নয় দরজা
কুঠরি কোঠা থরে থরে॥
আছে পঞ্চ কুঠরী তার
আছে মূলাধার
মূলাধারের মূল শূন্য ভারে॥
করে আজব কারিগরি
বসে আছে রাঙ্গা মিস্ত্রী
সেই পিঞ্জরার বাইরে॥
পাখীর আসা যাওয়ার দ্বার
আছে সন্ধির পর
ফকির লালন বলে
কেউ কেউ জানতে পারে॥

সূচী

লালন-২৪৩: খোদার কাছে আছি আমি বড়

খোদার কাছে আছি আমি বড় দেনাদার।
ও তাই আঁখিতে ঘুম নাই আমার॥
রোজ-ব-রোজ দেনা আমার যাচ্ছে বাড়িয়া
কিছু না পাই ভাবিয়া
আমার তহবিলে নাই কানাকড়ি
দেনা শোধ হল না আর॥
দুনিয়াতে এমনি ধনী বল কেবা আছে
আমি যাব কার কাছে
তার কদম ধরে আরজ্ করে
দুঃখ জানাব আমার॥
মোল্লা-মুরশিদ আছে জেনেছি আখের
করে রোজগারের ফেকের
ফেরেব-ধাপ্পা দিয়ে টাকা নিবে

করে নাকো উপকার॥
মহম্মদ নবী নামটি জাহের কেতাবে
ধরলে তিনার জনাবে
তিনি মেহের করে আপন পরে
লালন কয় নিবে তোমার দেনার ভার॥

সূচী

লালন-২৪৪: গুরু বিনে বন্ধু নাই রে

গুরু বিনে বন্ধু নাই রে আর
ওরে নিদানের কান্ডারী গুরু
ভব পারের কর্ণধার॥
গুরুর নামের মেঘ সাজাইয়া
আছ রে মন চাতক হইয়া
এবার গুরু যদি দয়া করে
ঘুচবে মনের অন্ধকার॥
লালন সা দরবেশে বলে
গুরু বিনে ধন নাই সংসারে
সে যে কাঙালের কান্ডারী গুরু
ধনী মানী সে করে না পার॥

সূচী

লালন-২৪৫: গোল করো না ও নাগরী

গোল করো না ও নাগরী গোল করো না গো
দেখি দেখি ঠাউরে দেখি কেমন গৌরাঙ্গ॥
সাধু কি ও যাদুকর
এসেছে এই নদী পুরি
খাটবে না হেথা জারিজুরি
তাই কি ভেবেছো॥
বেদ-পুরাণে কয় সমাচার
কলিতে আর অবতার
তবে সে কয় সেই গিরিধর

এসেছে দেখো॥
বেদে জানাই তাই যদি হয়
পুঁথি পড়ে কে মরতে যায়
লালন বলে ভজবো সবায়
তবে ঐ গৌপদ॥

দ্র: সত্যি লালনের গান?
সূচী

লালন-২৪৬: চারিটি চন্দ্র ভাবের ভুবনে।

চারিটি চন্দ্র ভাবের ভুবনে।
তার দুটি চন্দ্র প্রকাশ্য হয়
তাই জানে অনেক জনে॥
যে জানে সে চন্দ্রভেদ কথা
ও সে চাঁদ ধরে পায় চাঁদ অন্বেষণ
যে চাঁদ কেউ না পায় গুণে॥
এক চন্দ্রে চারচন্দ্র মিশে রয়
ক্ষণেক ক্ষনেক বিভিন্ন রূপ হয়
ও সে মণির কোঠায় খবর জান গে
সকল খবর সেই জানে॥
ধরতে চায় মূলচন্দ্র কোন্ জন
গরল চন্দ্র করো নিরূপণ
সিরাজ সাঁই কয় দেখরে লালন
বিষামৃত এক খানে॥

সূচী

লালন-২৪৭: জাতির উৎপত্তি কোথায়?

জাতির উৎপত্তি কোথায়?
সকলে শুধায় —
বললে কবে লালন ফকির
কড়া কথা কয়॥
আদিকালে আদম গণ

নানান জায়গায় করত ভ্রমণ
ভিন্ন আচার ভিন্ন বিচার
তাইতে সৃষ্টি হয়॥
জানতো না কেউ কারো খবর
ছিল না এমন কাল জবর
এক এক দেশে ক্রমে শেষে
গোত্র সৃষ্টি পায়॥
জ্ঞানী দিগ্বিজয়ী হল
নানা রূপ সব দেখতে পেল
দেখে নানা রূপ সব হল বেকুব
এরূপে জাতির পরিচয়॥
খগোল ভূগোল নাহি জানতো
যার যার কথা সেই বলিত
লালন বলে কলিকালে
জাত বাঁচানো দায়॥

সূচী

লালন-২৪৮: দিনে দিনে হলো আমার দিন

দিনে দিনে হলো আমার দিন আখেরী
আমি ছিলাম কোথায়, এলাম কোথায়
আবার যাবো কোথায়
সদাই ভেবে মরি॥
বসত করি দিবা রেতে
ষোলোজন বোম্বেটের সাথে
আমায় যেতে দেয়না সরল পথে
কাজে কাজে করে দাগাদারি॥
বাল্যকাল খেলায় গেল
যৌবনকাল কলঙ্ক হলো
আবার বৃদ্ধকাল সমনে এল
মহাকালে করলে অধিকারী॥
যে আশায় এ ভবে আসা
তাতে হলো ভগ্নদশা
লালন বলে হায় কি দশা
আমর উজান যেতে ভেটেন পল তরী॥

সূচী

লালন-২৪৯: দেখ না এবার আপনারো ঘর

দেখ না এবার আপনারো ঘর ঠাউরিয়ে
আঁখির কোথায় পাখির বাসা
যায় আসে হাতের কাছ দিয়ে।
ঘরে সবে তো পাখি একটা
তায় সহস্র কুঠুরী কোঠা
আছে আড়া পাতিয়ে ও তার নিগুমে ভার
মূল একটি ঘর অচিন হয় সেথা যেয়ে॥
ঘরের আয়না আঁটা চৌপাশ
মাঝখানে পাখি বসে আছে
    আনন্দিত হয়ে।
তোরা দেখনারে ভাই
ধরার জো নাই
    সামান্য হাত বাড়ায়ে॥
পাখি দেখতে যদি সাধ করো
সন্ধানী চিনে ধর
    দিবে দেখায়ে॥
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়
    লালন তোমায়
বুঝাতে দিন যায় বয়ে॥

সূচী

লালন-২৫০: নয়নের জলে চরণ ধোয়ালে

নয়নের জলে চরণ ধোয়ালে
তবেই সাধন ভজন হয়।
মুখে হাউমাউ করে কাঁদলে পরে
তাতে খোদা রাজী নয়
তাতে ঈশ্বর রাজী নয়॥
নয়নের জলে চরণ ধুয়ে

নাও গো চরণ কোলে তুলে
তবেই দিদার দিবে খুলে সেই দয়াময়॥
একটা কথা আনখা শুনি
জলের ভিতর শুকনো জমি
তারেই বায়তুল মোকাম কয়॥
আবার সেইখানেতে সিজ্‌দা দিলে
একশো ত্রিশ ফরজ আদায় হয়॥
যত ফকির কণ্ঠ হাজি মল্লা সাঁই গোসাঁই বলছে
আমরা নামাজ আদায় করি ভাই॥
ফকির লালন বলে ঠিক হলো না
কিসে যে নামাজ আদায় হয়॥

সূচী

লালন-২৫১: পাপ পুণ্যের কথা আমি কারে

পাপ পুণ্যের কথা আমি কারে বা শুধাই
এদেশে যা পাপ গণ্য অন্যদেশে পুণ্য তাই॥
তিব্বত নিয়ম অনুসারে
এক নারী বহু পতি করে
এ দেশেতে হলে পরে
ব্যভিচারী দন্ড তায়॥
শুকর গরু দুটি পশু
খাইতে বলেছে যীশু
এখন মুসলমান হিন্দু
পিছেতে হটায়॥
দেশ সমস্যা অনুসারে
ভিন্ন বিধান প্রচারে
লালন বলে বিচার করলে
পাপ পুণ্যের নাহি বালাই॥
পুণ্য করলে স্বর্গবাসী
পাপ হলে ভবে আসি
লালন বলে নামে উদাসী
নিত্য নিত্য প্রমাণ পাই॥

সূচী

লালন-২৫২: ভাবের উদয় যেদিন হবে

ভাবের উদয় যেদিন হবে
সেদিন হৃদকমলে রূপ ঝলক দিবে॥
ভাব শূন্য হইলে হৃদয়
বেদ পড়িলে কি ফল হয়
ভাবের ভাবিক থাকলে সদায়
গুপ্ত ব্যক্ত খবর সব জানা যাবে॥
শত দল সহস্র দলে
একরূপে সাঁই আলো করে
মহা শমনে তার কি করিবে॥
অদৃশ্য ভজনা করা
যেমন আঁধার ঘরে সর্প ধরা
লালন কয় সে ভাবুক যারা
ভাবের বাতি জ্বেলে সে চরণ পাবে॥

সূচী

লালন-২৫৩: মন গুরুকে করো ভজনা

মন গুরুকে করো ভজনা
ভ্রান্ত হোয়ো না
তুমি সদাই থেকো সুচেতনে
মন অচেতনে ঘুম যেয়ো না॥
মন রে বিড়াল যখন পাখী ধরতে যায়
নয়ন তার ঊর্ধ পানে রয়।
আঁখি নড়লে পাখী ওড়ে রে
সে যে নয়নে না পলক দেয়॥
মন রে সিদ্ধি কুণ্ডে জল আনিতে যায়
সেই জল কি মতেতে রয়
আবার আসা যাওয়ার দেরি হলে
পিপাসায় প্রাণ যায়।
আছে গোপনে রসিক ধর্ম রে
সে ভেদ জানে রসিক জনা॥
মন রে নারিকেলে জলের সঞ্চার
আ তায় কি বাহার
জলে শাঁসে পরিপূর্ণ দেখতে চমৎকার
সাঁই সিরাজ বলে অবোধ লালন রে
বলি অসাধনে ধন মিলে না॥

সূচী

লালন-২৫৪: মনের মানুষ খেলছে দ্বিদলে

মনের মানুষ খেলছে দ্বিদলে
যেমন সৌদামিনী মেঘের কোলে॥
ও সে দল নিরূপণ হবে যখন
মানুষ ধরা যাবে তখন
জনম সফল হবে রূপ দেখিলে॥
আগে না জেনে সে দল উপাসনা
আন্দাজে কি হয় সাধনা
মিছে ঘুরে মরা গোলমালে॥
মানুষ চিনিল যারা
পরম মহৎ তারা
অধীন লালন কয় দেখি নয়ন খুলে॥

সূচী

লালন-২৫৫: মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি

মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি
মানুষ ছেড়ে খ্যাপারে তুই মূল হারাবি॥
দ্বিদলের মৃণালে
সোনার মানুষ উজ্জ্বলে
মানুষ-গুরুর কৃপা হলে
জানতে পাবি॥
এই মানুষে মানুষ গাথা
দেখ না যেমন আলেক লতা
জেনে শুনে মুড়াও মাথা
জাতে উঠবি॥
মানুষ ছেড়ে মন আমার
দেখবি রে তুই শূন্য কার
লালন বলে মানুষ-আকার
ভজলে তরাবি॥

সূচী

লালন-২৫৬: ষড় রসিক বিনে কেবা তারে

ষড় রসিক বিনে কেবা তারে চেনে যার নাম অধরা
শাক্ত শক্তি বুঝে সে রূপে যে মজে বৈষ্ণবের বিষ্ণুরূপ নেহারা॥
বলে সপ্তপৃথীর মত সপ্তরূপ বেষ্টিত
রসিকের মন নয় তাহে রত
রসিকের মন রসেতে মগন
রূপ রস জানিয়ে খেলছে তারা॥
হলে পঞ্চতত্ত্ব জ্ঞানী পঞ্চরূপ বাখানি
রসিক বলে সেও তো লীলে রূপ গণি
বেদ বিধিতে যার লীলার নাই প্রচার
নিগুম শহরে সাঁইজী মেরা॥
যেজন ব্রহ্মজ্ঞানী হয় সেও তো কথায় কয়

না দেখে নাম ব্রহ্ম সার করে হৃদয়
স্বরূপ-দর্পণে রূপ দেখে নয়নে
লালন বলে রসিক দীপ্ত যারা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৫৭: যেরূপে সাঁই আছে মানুষে

যেরূপে সাঁই আছে মানুষে
দীনের অধীন না হইলে
খুঁজে পাবি না তার দিশে॥
বেদী ভাই বেদ পড়ে যারা
আসলে গোল বাধায় তারা
রসিক ভায়ে ডুবে হৃদয়
ভাসে রতন রসে॥
তালারি উপরে তালা
তাহার ভিতরে কালা
মানুষ দেখা যায় সে দীনের বেলা
শুধু রসেতে ভাসে॥
লা-মোকামে আছে নূরী
সে কথা অকৈতব ভারী
লালন কয় সেই দ্বারের দ্বারী
আদ্য মাতা সে॥

সূচী

লালন-২৫৮: রসুলকে চিনলে পরে খোদা

রসুলকে চিনলে পরে খোদা চেনা যায়।
রূপ ভাঁড়ায়ে দেশ বেড়ায়ে গেলেন সেই দয়াময়॥
জন্ম যার এই মানবে
ছায়া তার পড়ে না ভূমে
দেখ দেখি ভাই বুদ্ধিমানে
কে আইল মদীনায়॥

মাঠে-ঘাটে রসুলেরে
মেঘে রয় সে ছায়া ধরে
দেখ দেখি লেহাজ করে
        জীবের কি সেই ধৈর্য হয়॥
আহম্মদ নাম লিখিতে
মিম হরফ হয় নফি করতে
সিরাজ সাঁই কয় লালন তাতে
তোকে কিঞ্চিৎ নজির দেখায়॥

সূচী

লালন-২৫৯: রাত পোহালে পাখীটি বলে দে

রাত পোহালে পাখীটি বলে দে রে খাই
তখন গুরুর কার্য্য মাথায় থুয়ে
        কি করি রে কেমনে যাই॥
এমন পাখী কে পোষে
খেতে চায় সাগর চুষে
        আমি কেমনে জোগাই॥
আমার বুদ্ধি গেলো
সাধ্য গেলো
        সার হলো রে পেটকো বাই॥
পাখী সদাই বলে আত্মারাম
নেওরে মুখে আল্লার নাম
        আমি যাতে মুক্তি পাই॥
আবার সে নামেতো হয় না রতো
        খাব খাব রব সদাই॥
আমি লালন নালপড়া
পাখীটি আমার সেই আড়া
        আমি কি করি উপায়॥
লালন বলে পেট ভরলে
        হয় কি আর গুরু গোঁসাই॥

অন্য রূপ

রাত পোয়ালে পাখীটে বলে দে রে তাই
(তখন) গুরু কার্য মাথায় থুয়ে কি করিরে কেমনে যাই॥
আমি বলি আত্মারাম
নাও রে মুখে কৃষ্ণনাম
যাতে মুক্তি পাই
সে নামেতো হয় না রত
খাবো খাবো রব সদাই॥
এমন পাখী কে পোষে
খেতে চায় সাগর চুষে
কেমনে যোগাই
আমার বুদ্ধি গেল সাধ্যি গেল
সার হল রে পেটকো বাই॥
আমি একজন নাল পড়া
পাখিটে মোর সেই আড়া
তার সাবরি কিছুই নাই
(তাইত) লালন বলে পেট ভরলে
হয় কি আর গুরু গোঁসাই॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৬০: সাঁইয়ের লীলা বুঝবি খ্যাপা কেমন

সাঁইয়ের লীলা বুঝবি খ্যাপা কেমন করে
লীলার ঘরে যার নাই রে সীমা
কোন ছলে কোন রূপ ধরে॥
গঙ্গায় গেলে গঙ্গাজল হয়
গর্তে গেলে কূপজল হয়
ভেদ বিচারে।
সাঁই আমার তেমনি ধারা
জানায় পাত্র অনুসারে
আপনি ঘুরাও আপনি ঘুরি
আপনি করেন রসের চুরি
ঘরে ঘরে॥

আপনি করেন ম্যাজিস্টারী
সাঁই আমার পায়ে বেড়ী পরে॥
একরূপ অনন্ত রূপ হয়
তুমি আমি নাম দেওয়া
ঘরে ঘরে
লালন বলে কি রে
তাই জানলে ধাঁধা জেত দূরে॥

সূচী

লালন-২৬১: সাধ্য কিরে আমার সেইরূপ চিনিতে

সাধ্য কিরে আমার সেইরূপ চিনিতে
অহর্নিশ মায়া ঠুসি জ্ঞান চক্ষুতে।
আমি আর অচিন একজন
থাকি আমরা এই দুই জন
ফাঁকে দেখি লক্ষ যোজন
না পাই ধরিতে॥
ঈশান কোণে হামেসঘড়ি
সে নড়ে কি আমি নড়ি
আপনারে আপনি হাতড়ে ফিরি
না পাই ধরিতে॥
টুঁড়ে ফিরে হদ্দ হইছি
এখন বসে খেদাই মাছি
লালন বলে সবে বাঁচি
কোন কাজেতে॥

সূচী

লালন-২৬২: হুজুরে কার হবে রে নিকাশ

হুজুরে কার হবে রে নিকাশ দেনা
পঞ্চজন আছে ধরে বেরাদার তার ষোলজনা॥
মুন্সী মৌলবীর কাছে
শুধাইলাম জনম ভরে ঘোর গেল না।

পরে কয় পরের খবর
আপনার খবর আপনার   হয় না॥
ক্ষিতি জল বায়ু হুতাশনে
যার যার বস্তু সেই সেইখানে
মিলিবে সেথায়
আকাশে মিলিবে আকাশ
জানা গেল পঞ্চ বেনা॥
ধড়ের আত্মা কর্তা কারে বলি
কোন মোকম তার কোথায় গলি
করে আওনা যাওনা
কোন মোকামে লালন ভেঁড়ে
তাও লালনের ঠিক হলো না॥

সূচী

লালন-২৬৩: যে আমারে পাঠাল এই ভব-নগরে॥

যে আমারে পাঠাল এই ভব-নগরে॥
মনের আঁধারহরা চাঁদ
সেই যে দয়ালচাঁদ
আর কতদিনে দেখব তারে॥
কে দিবে রে উপাসনা
করিব আজ কি সাধনা
কাশীতে যাই কি
কাননে থাকি
আমি কোথা গেলে পাব সে চাঁদেরে॥
মনফুলে পূজিব কি
নাম ব্রহ্ম রসনায় জপি?
কিসে দয়া তার
হবে পাপীর পরে
কে বলবে আমারে সন্ধান করে॥
ভেবে তারে পঞ্চমতে
ঘুরে বেড়াই পঞ্চপথে।
যে পথে সরল
সে পথে গরল
অধীন লালন বলে তাইতে পলাম ফেরে॥

সূচী

লালন-২৬৪: না বুঝে মজ না পিরিতে॥

না বুঝে মজ না পিরিতে॥
জেনে শুনে করো পিরিত,
শেষ ভাল যাতে॥
সাধুর কাছে জান গে চেনা
লোহায় যেমন স্পর্শে সোনা
সেই মতে॥
ভবের পিরিত ভূতের কীর্তন
ক্ষণেক বিচ্ছেদ ক্ষণেক মিলন
অবশেষে বিপাকে মরণ
তেমাথা পথে॥
এক পিরিতের দ্বিভাব চলন
কেউ স্বর্গে, কেউ নরকে গমন;
বিনয় করে বলছে লালন
এই জগতে॥

সূচী

লালন-২৬৫: গুরুবস্তু চিনে লেনা

গুরুবস্তু চিনে লেনা।
অপারের কান্ডারী গুরু, তা বিনে কেউ কূল পাবা না॥
হেলায় হেলায় দিন ফুরালো
মহাকালে এখন ঘিরে এলো
আর কতকাল বাঁচবি বলো
রংমহালে লাগল হানা॥
কি বলে এই ভবে আলি
কি বা কর্ম করে গেলি
মিছে মায়ায় ভুলে রইলি
সে কথা তোর মনে হয় না॥
ঘরে এখন বইছে পবন

হতে পারে কিছু সাধন
সিরাজ সাঁই কয় অবোধ লালন
এবার গেলে আর হবে না॥

সূচী

লালন-২৬৬: আগে কপাট মারো কামের ঘরে

আগে কপাট মারো কামের ঘরে
মানুষ ঝলক দেবে নেহারে।
হাওয়া ধরে
আগুন স্থির করো
যাতে মরিয়ে বাঁচিতে পারো
মরণের আগে মরো
দেখে শমন যাবে ফিরে॥
বারে বারে করিরে মানা
লীলার বশে আর যেও না
রেখে তেজের ঘরে তেজিয়ানা
সাধ ঊর্ধ্ব চাঁদ ধরে॥
জানো না মন পারাহীন দর্পণ
কেমনে হয় রূপ দরশন
বিনয় করে বলে লালন
থেকো রে মন হুঁশিয়ারে॥

সূচী

লালন-২৬৭: সোনার মানুষ ঝলক দেয় দ্বিদলে

সোনার মানুষ ঝলক দেয় দ্বিদলে।
মেঘে যেমন বিদ্যুৎ খেলে॥
দল নিরূপণ হয় যদি
জানা যায় সে রূপনিধি
মানুষের করণ হবে সিদ্ধি
সে রূপ দেখিলে॥
গুরুকৃপা পায় যারা

নয়ন তাদের দীপ্তকারা
রূপ-আশ্রিত হয়ে তারা
যায় ভবপারে চলে॥
স্বরূপ রূপে রূপের কিরণ
ভাসে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ভুবন
সিরাজ সাঁই কয়, অবোধ লালন,
একবার দেখ্ নয়ন খুলে॥

সূচী

লালন-২৬৮: বিচার না জানিলে কেমনে কোরান

বিচার না জানিলে কেমনে কোরান বুঝবে
দেহের মাঝে আছে হরফ কয়জনা তা দেখবে॥
ত্রিশ হরফে কোরান লিখা কে রে তাহা বুঝেছে
ও তার হরফের মানে বুঝলে, পৃথিবীর ভেদ পাবে॥
ঐ ত্রিশ হরফে অজুদ খাড়া কে রে তাহা বুঝেছে
ও তার এক হরফ না থাকিলে অজুদ খুঁতা হবে॥
অধীন লালন কেঁদে বলে সিরাজ সাঁইয়ের আশে
আর দশ হরফ বিলায়েতে আছে চল্লিশ হরফ তাতে হবে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৬৯: কোথা গেলি রে কানাই

কোথা গেলি রে কানাই
সকল বন খুঁজিয়ে তোরে
নাগাল পাই নে ভাই॥
বনে আজ হারিয়ে তোরে
গৃহে যাবো কেমন করে
কি বলব মা যশোদারে
ভাবনা হল তাই॥
মনের ভাব বুঝতে নারি
কি ভাবের ভাব তোমারি

খেলতে খেলতে দেশান্তরী
ভাব তো দেখতে পাই॥
আজ বুঝি গোচরণ-খেলা
খেললি না রে নন্দলালা
লালন বলে চরণ খেলা
তলা পাইনে বুঝি ঠাঁই॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৭০: কেন চাঁদের জন্য চাঁদ কাঁদে

কেন চাঁদের জন্য চাঁদ কাঁদে রে
এই লীলার অন্ত পাইনে রে
দেখে শুনে ভাবছি মনে
কই কারে॥
আমরা দেখে ঐ গোঁরাচাঁদ
ধরবো বলে পেতেছি ফাঁদ
আবার কোন চাঁদেতে এ চাঁদেরো
মন হরে॥
জীবেরো কি ভুল দিতে সবায়
গোঁরচাঁদ আর চাঁদের কথা কয়
পাইনে এবার কি ভাব হয়
উহার অন্তরে॥
এ চাঁদে সে চাঁদ করে ভাবনা
মন আমার আজ হল দোটানা
তাই বলছে লালন প’লাম এখন
কি ঘোরে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৭১: জীব মলে জীব যায় কোন

জীব মলে জীব যায় কোন সংসারে
ঈশ্বরের ঘরবাড়ি যদি হয় অসার ভুবনে॥
রাম নারায়ণ গৌর হরি
ঈশ্বর যদি গণ্য করি
তারা তবে গর্ভধারী
এ সংসারে হয় কেনে॥
যারে তারে ঈশ্বর বলা
বুদ্ধি নাই তার অর্দ্ধতোলা
ঈশ্বরের হয় যম-জ্বালা
ভাবো কি সে তাই মনে?
ত্রিজগতের মূলাধার সাঁই
জন্মমৃত্যু তার কিছু নাই
সিরাজ সাঁই কয় লালন রে তাই
থাকো সদায় ঠিক জেনে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৭২: ঠাওর নাই মোর মন-কান্ডারী

ঠাওর নাই মোর মন-কান্ডারী
বুঝি তিরোধারায় এবার ডুবাই তরী॥
যেমন মাঝি দিশে হারা
তেমনি দাঁড়ী মাল্লা তারা
এরা কে কোন দিকে বয়
কেউ কারো বশ নয়
পারে যাওয়া কঠিন হল ভারি॥
এক নদীর তিন বইছে ধারা
নাই কো নদীর কূল কিনারা
(ও সে) বেগে তুফান ধায়
দেখে লাগে ভয়
ভাসিয়েছি ডিঙ্গা উপায় কি করি॥
কোথায় হে দয়াল হরি
এসে আমার হও কান্ডারী
তব স্মরণ লয়ে তরণী ভাসিয়ে যাই
অধীন লালন বলে বুঝি বিপাকে মরি॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৭৩: দাঁড়া রে তোরে একবার দেখি

দাঁড়া রে তোরে একবার দেখি ভাই
এতদিন খুঁজে তোরে পাইনে রে কানাই॥
ষড়ৈশ্বর্য ত্যাজ্য করে
এলি রে ভাই নদেপুরে
কি ভাবের ভাব তোর অন্তরে
আমায় সত্য বল রে ভাই॥
তোর শোকে যশোদা রাণী
হয়ে আছে কাঙ্গালিণী
ও সে হায় নীলমণি নীলমণি বলে
সদাই ছাড়ছে হাই॥
দৃষ্ট করে দেখ তুমি
তোমার ছিদাম নফর আমি
লালন কেন্দে বলে
আমি ভাবের বলিহারি যাই॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৭৪: পড়গে নামাজ জেনে শুনে

পড়গে নামাজ জেনে শুনে
নিয়াত বাঁধগে মানুষ মক্কা পানে॥
মানুষে মনস্কামনা সিদ্ধি করো বর্তমানে
(দেখ) খেলছে খেলা বিনোদ কালো
এই মানুষের তন্ ভুবনে॥
শতদল কমলে কালার আসন শুন্য সিংহাসনে
চৌদ্দ ভুবন ঘোরায় নিশান
ঝলক দিচ্ছে নয়ন কোণে॥
মুর্শিদের মেহেরে মোহর যার খুলেছে সেই তো জানে
(এবার) বলছে লালন ঘর ছেড়ে ধন
খুঁজিস কেন বনে বনে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৭৫: সামান্যে কি সে প্রেম হবে

সামান্যে কি সে প্রেম হবে
গুরু পরশিলে আপনি প্রেম উদয় দিবে॥
যে প্রেমে রাই হরে কৃষ্ণের মন
অকৈতব সে প্রেমেরি কারণ
যোগ্য অনুসর মর্ম জানে তার
অযোগ্য পাত্রে কি সে ভাব সম্ভবে॥
বলব কি সেই প্রেমের বাণী
কামে থেকে হয় নিষ্কামী
সে যে শুদ্ধ সহজ রস করিয়ে বিশ্বাস
দোঁহার মন করে দোঁহার ভাবে॥
কমলিনী প্রফুল্ল-বদন
সে লক্ষ যোজন অন্তে দোহার প্রেম
একান্তে লালন কয়
রসিকের তেমনি প্রেম-ভাব॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৭৬: সামান্যে কি সে ধন পাবে

সামান্যে কি সে ধন পাবে
দীনের অধীন হয়ে চরণ সাধিতে হবে॥
সাধন-পথে কি না হল
বাদশার বাদশাহী গেল
কুলবালার কুল গেল রে
কালারে ভেবে॥
কত কত মুনি ঋষি
যুগ-যুগান্তর বনবাসী
পাব বলে কালশশী

বসিয়ে তপে॥
গুরুপদে কত জনা
বিনামুল্যে হয়ে কেনা
করে গুরুর দাস্যপনা
সে ধনের লোভে॥
চরণ-ধনের যাহার আশা
অন্য ধনের নাই লালসা
লালন ভেড়োর বদ্ধিনাশা
দো ভাসা ভবে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৭৭: শুনে অজানা মানুষের কথা

শুনে অজানা মানুষের কথা
প্রভু গৌরচাঁদ মুড়ালে মাথা॥
হায় মানুষ কোথায় সে মানুষ
বলে প্রভু হল বেহুঁশ
দেখে সব নদীয়ার মানুষ
বলে না তা॥
কোন প্রেমের দায়ে গৌর পাগল
পাগল করলে নদের সকল
রাখলো না কারো জেতের বোল
প্রেমে একাকার করলে সেথা॥
যার চিন্তে জগৎ চিন্তে
তার চিন্তে কার চিন্তে
লালন বলে হইল চিন্তে
কে গো আছে সে অচিন্তা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৭৮: তোমরা আর আমায় কালার কথা

তোমরা আর আমায় কালার কথা বোলো না
ঠেকে শিখলাম গো, কালোরূপ আর হেরব না॥
পড়লাম কলঙ্কের হার
তবু তো ও কালার
মন তো পেলাম না॥
যেমন রূপ কালো
তেমনি উহার মন কালো
বেড়ায় ব্যঞ্জন চেকে
লজ্জা গণে না
ঘৃণায় মরে যাই
এ প্রেম আর করব না॥
যেমন চন্দ্রাবলী
তেমন রাখাল অলি
থাক্ সে দুই জনা সনে
লালন কয়, রাধার বোল সরে না॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৭৯: জানি মন প্রেমের প্রেমী কাজে

জানি মন প্রেমের প্রেমী কাজে পেলে
পুরুষ-প্রকৃতি-স্বভাব থাকতে কি প্রেমরসিক বলে॥
মদন জ্বালায় ছিন্ন-ভিন্ন,
প্রেম প্রেম বলে জগৎ জানানো
অ-হকদারে রসিক মান্য
ঘুস কি জারি প্রেম-টাকশালে॥
সহজ সুরসিক জনা
শোষায় শোষে বান ছাড়ে না
সে প্রেমের সন্ধি জানা যায় না
মরে না ডুবিলে॥
তিনরসে প্রেম সাধলে হরি
শ্যামাঙ্গ গৌরাঙ্গ তারি
লালন বলে বিনয় করি
সেই রসে প্রেম-রসিক খেলে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৮০: আগে কে জানে গো এমন

আগে কে জানে গো এমন হবে
গৌর প্রেম করে আমার কুল-মান যাবে॥
ছিলাম কুলের কুলবালা
প্রেম ফাঁসের ফাঁসে বাঁধলো গলা
টানলে তো আর না যায় খোলা
বল্লে কে বোঝে॥
যা হবার তাই হল আমার
সে সব কথায় কি ফল আমার
জল খেয়ে জাতের বিচার
করলে কি হবে॥
এখন আমি এই বর চাই
যাতে মজলাম তাই যেন পাই
লালন বলে কুল বালাই
গেল যাক ভবে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৮১: আগে জান হাওয়ার স্থিতি

আগে জান হাওয়ার স্থিতি
কোথায় হাওয়ার উৎপত্তি
কোথায় হাওয়ার গতাগতি॥
আবে খাকে করিয়া মৈথুন
আবার বাত-হুতাশন
দিয়া তারে করিল চেতন
তার মাঝখানেতে বাতি জ্বলে
বৈসা আছে কর্মা জ্যোতি॥
হাওয়ার সঙ্গে বহর ধরা যার

সে যে ক্ষুদ্র দেশে বসত করে
নামটি তার অধর
দরবেশ লালন শা কয় ধরবি কিনু রে
হইতে হইবে তোমার গোপীর মতি॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৮২: মেয়ের প্রেমে মজিস না ভাই

মেয়ের প্রেমে মজিস না ভাই তোরা
মেয়ের প্রেমে মজলে পরে
হবি পোড়া পোড়া॥
যখন বসি গুরুর কাজে
আবার ঐ মেয়ে এসে কাছে বসে
সে ধীরে ধীরে আঁখি ঠারে
ও আমার মন চলে যায় ছাড়া ছাড়া॥
আরও চণ্ডীদাস আর রজকিনী
তারাই প্রেমের ধন্য শুনি
তারা এক মরনে দুইজন মরে
লালন কয় মরবি কি আজ তোরা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৮৩: দেখে আইলাম সোনার মানুষ কোপনী

দেখে আইলাম সোনার মানুষ কোপনী পড়া
সে মানুষ ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে
দুই নয়নে বহে ধারা॥
সে মানুষ ধরতে গেলে
না দেয় ধরা
আর ও কোল রমণীর মন চোরা॥
সে মানুষকে আনল দেশে
সে অনুরাগে উল্টা পানে

চলে সদায় পাগলের বেশে
তাই সিরাজ সাঁই কয়
শোন রে লালন
তারে ধরতে চাও যদি অধর-ধরা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৮৪: হৃদয় ও পিঞ্জিরায় বসে

হৃদয় ও পিঞ্জিরায় বসে, ও রাধাকৃষ্ণ বলে না
ঐ নাম তুমি বল আর আমি শুনি
আমি বলি নাম, তুমি বসে শোন না॥
আবার ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরে
আটাইশ অক্ষর দেওগা ছেড়ে
ঐ নাম সাধু জানে
জীবে যানে না॥
সে নামেতে দুঃখ হরে
ডাক ঐ নাম বারে বারে
রাধার নামটি চার অক্ষরে
লালন বলে ঐ নাম কেউ জানে না॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৮৫: চল যাই আনন্দের বাজারে

চল যাই আনন্দের বাজারে
চিত্ত মন্দ, তম অন্ধ নিরাঞ্জা রবে না রে॥
সুজনার সুজনাতে সহজ প্রেম হয় সাধিতে
যাবি নিত্যধামেতে প্রেম-পদের বাসনা
প্রেমের গতি বিপরীতি সকলে তা জানে না
সে ত কৃষ্ণ প্রেমের বেচকেনা
অন্য বেচাকেনা নাই রে॥
সহস্র রাগের কারণ বাঁকা শ্যাম করলেন ধারণ

হইলেন গৌর বরণ রাধার প্রেম সাধনা
আনন্দে সানন্দে মিশে যোগ করে যে জনে
সে নেহাত প্রেম অধর ধরা
লালন বলে, যেতে পারে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৮৬: ও জীবের ধান্দা কেন যায়

ও জীবের ধান্দা কেন যায় না?
এ ভাবে কয়বার আইলি, কয়বার গেলি
তাই মন কিছু ভাবলি না॥
হায়, গুরু ভজবো বইলে আশা ছিল
কাল শমনে ঘিরে নিল
দিনে দিনেই দিন ফুরাইল
ও আমার আশল বস্তু লুটে নিল
বম্বেটে ছয় জনা॥
সত্যযুগে ছিলেন হরি
দ্বাপরে রাম ধনুকধারী
ত্রেতায় কৃষ্ণ বংশীধারী
তাই লালন বলে কলিতে হচ্ছে লীলা
ও নিত্য কথা কেউ কয় না॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৮৭: কৃষ্ণ প্রেম করব বলে ঘুরে

কৃষ্ণ প্রেম করব বলে ঘুরে বেড়াই জনম ভরে
সে প্রেম করব বলে ষোল আনা—
এক রতির সাধ মিটল না রে॥
যেমন চণ্ডীদাস আর রজকিনী হয়
তারা এক মরণে দুইজন মরে—
সাধু লোকে কয়

আবার চণ্ডীদাস মরিয়া গেলে রজকিনী বাঁচায় তারে॥
যার যে আছে, যায় তার কাছে
লালন কয় আমার দিন তো যায় কাঁদিতে রে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৮৮: প্রেমের ভাব জেনেছে যারা

প্রেমের ভাব জেনেছে যারা
গুরুরূপে নয়ন দিয়া হয়েছে আত্মহারা॥
সুখ্য, শান্ত, দাস্য প্রেমে, বাৎসুল্য আর মধুর প্রেমে
পঞ্চ-প্রেমের পঞ্চতত্ব বচ্ছে শতধারা
পঞ্চানন খায় ধুৎরা ঘটা হয়ে মাতহারা
তারা মুখে বলে রামহরি রাম ঐ প্রেমের প্রেমিক যারা॥
খেয়ে তার নামের সুধা খেলে যায় ভব ক্ষুধা
কখন গরল-সুধা পান করে না তারা
সদায় থাকে নিষ্ঠারতি হয়ে মরার মরা
কত মণি মুক্তা রত্ন হীরা অর্থ লোভী লায়েক যারা॥
প্রেম-শক্তি চতুর্দলে কুম্ভকে উঠায় ঠেলে
প্রেম-শক্তির বাহু বলে উজান ধরায় তারা
শতদল লঙ্ঘন করে সহস্তে যায় যারা
লালনেরই এই ফলাফল—আসা যায়ায় কর্ম সারা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৮৯: তোর ছেলে যে গোপাল সে

তোর ছেলে যে গোপাল সে সামান্য নয় মা
আমরা চিনেছি তারে, বলি মা তোরে তুই ভাবিস না॥
কার্য দ্বারা জ্ঞান হয়েছে অমন চাঁদ নেবেছে ব্রজে
নইলে বিষম কালিদয় বিষের জ্বালায় বাঁচিত না॥
যে ধন বাঞ্ছিত সদায় তোর ঘরে মা সে দয়াময়
নইলে কি গো তার বাঁশী-স্বরে ধার ফেরে গঙ্গা॥
যেমন ছেলে গোপাল তোমার তেমন ছেলে আর আছে কার
লালন বলে যে গোপালের অঙ্গে গোপাল হয় মা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৯০: পারে কে যাবি তোরা আয়

পারে কে যাবি তোরা আয় না জুটে
আমার দয়াল চাঁদ হয়েছে নেয়ে ভবের ঘাটে॥
হরির নামের তরী যার রাধা নামের বাদাম তার
ভব তুফান বলে ভয় কি রে তোর সেই নায় উঠে॥
নিতাই বড় দয়াময় পাড়ের কড়ি নাই হে নেয়
এমন দয়াল মিলবে কোথায় এই ললাটে॥
ভাগ্যবান যে ছিল সে তরীতে পার হল
লালন ঘোর তুফানে প'ল ভক্তি চটে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৯১: প্রেম কি সামান্যেতে রাখা যায়

প্রেম কি সামান্যেতে রাখা যায়
প্রেমে মজলে ধর্মাধর্ম ছাড়তে হয়॥
দেখ রে সেই প্রেমের লেগে
হরি দিল দাসখত লিখে
ষড়ৈশ্বর্য তেজ্য করে
কাঙ্গাল হয়ে ফেরে নদীয়ায়॥
ব্রজে ছিল জলদ কালো
প্রেম সেধে গৌর হল
সে প্রেম কি সামান্য বল
যে প্রেমের রসিক দয়াময়॥
প্রেম পিরিতের এমনি ধারা
এক মরণে দুইজন মরা
ধর্মাধর্মে যায় না তারা
লালন বলে, প্রেমের রীতি তাই॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৯২: ফের পলো তোর ফিকিরেতে

ফের প'লো তোর ফিকিরেতে
যে ঘাটসারা ফিকির-ফাকার, ডুবে মলি সেই ঘাটেতে॥
ফিকির ছিল একনাগাড়ি
অধর ধরে দিতাম পাড়ি
এবার হলো খোলা দোয়াড়ি
তাই দেখ রখেছি পেতে॥
না জেনে ফিকির আঁটা
শিরেতে পড়ালাম জটা
সার হলো ভাঙ-ধুতরো ঘোঁটা
ভজন-সাধন সব চুলাতে॥
ফকিরি ফিকির করা
হতে হবে জ্যান্তে মরা
লালন ফকির নেংটি-এড়া
আঁট বসে না কোনমতে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৯৩: শুদ্ধ প্রেমরসের রসিক মোর সাঁই

শুদ্ধ প্রেমরসের রসিক মোর সাঁই
আমি ভাবি সদাই কোথা সে প্রেম পাই॥
যত সব ধ্যানী জ্ঞানী মুনি জনা
প্রেমের খাতায় সই পড়ে না
প্রেম পিরীতির উপাসনা
কোন বেদে নাই॥
রোজা-পূজা করলে পরে
আপ্তসুখের কার্য হয় রে
সাই-এর করণ কি সই পড়িবে

আমি ভাবি বসে তাই॥
প্রেমে পাপ হয় কি পুণ্য হয় রে
চিত্রগুপ্ত তাহা লিখিতে নারে
দরবেশ সিরাজসাঁই কয়
লালন, তোরে তাই জানাই॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৯৪: আইন মাফিক নিরিখ দিতে ভাবো

আইন মাফিক নিরিখ দিতে ভাবো কি
কাল শমন এলে করবে কি॥
ভাবতে দিন আখের হলো
ষোলআনা বাকি প'লো
কি আলস্য ঘেরে এল
দেখলি নে খুলে আঁখি॥
নিষ্কামী নির্বিকার হলে
জীয়ন্তে মরে যোগ সাধিলে
তবে খাতায় ওয়াশীল মিলে
নইলে উপায় কই দেখি॥
শুদ্ধ মনে সকলি হয়
তাও তো এবার জুটল না তোমায়
লালন বলে করবি হায় হায়
ছেড়ে গেলে প্রাণপাখী॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৯৫: উপরোধে কাজ দেখ রে ভাই

উপরোধে কাজ দেখ রে ভাই
ঢেঁকি-গেলার মত
ওরে তা যায় না গেলা
ওলা-গেলা করে হয় সে হত॥

মনটা যাতে রাজী হয়
প্রাণটা তাতে আপনি যায়
পাথর দেখে সোলার মত
আবার বেগার ঠেলা
ঢেঁকি-গেলা
টাকশালে সই নাই তো॥
মুচির চামকেটোতে গঙ্গামা
কোন গুণে যায়
দেখ না কেউ ফুল দিয়েও পায়না তো
মন যাতে নয়
পূজলে কি হয়
ফুল দিয়ে শত শত॥
যার মনে যা লাগে ভাই
করুক করুক তাই
তাতে গোল কেন আর অত
লালন বলে লাথিয়ে পাকালে সে ফল
হয় না মিঠে হয় তিতো॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৯৬: বাকির কাগজ গেল হুজুরে

বাকির কাগজ গেল হুজুরে
কোন দিন মন তোর আসবে শমন সাধের অন্তঃপুরে॥
যে দিন ভিঁটায় হয় বসতি
দিয়েছিলে মন খোসকবলতি
তুমি হরদমে নাম রাখবে স্থিতি
এখন ভুলে গিয়েছ তারে॥
আইন মাফিক নিরিখ দেনা
ও মন, তাতে কেন তোর ইতরপনা
যাবে রে মন যাবে জানা
জানা যাবে আখেরে॥
সুখ পা'লে হও সুখ ভোলা

দুখ পা'লে হও দুখ উতলা
লালন কয় সাধনের বেলা
মন তোর কিসে জুৎ ধরে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৯৭: কারে আজ সুধাই সে কথা

কারে আজ সুধাই সে কথা
কি সাধনে পাবো তারে
যে আমার জীবন দাতা॥
শুনতে পাই ধার্মিক সবে
ইল্লিন-মঞ্জিলে যাবে
সবায় কয়, মহাসুখে রবে
অটল-প্রাপ্তি কই ক্ষমতা॥
ইল্লিন-ছিজ্জিন সুখ দুখের ঠাই
কোনখানেতে রেখেছে সাঁই
হেথা কেন দুখ সুখ পাই
কোথাকার ভোগ ভুগি কোথা॥
যখনকার পাপ তখন ভুগি
শান্ত তবে হয় কেন রোগী
লালন বলে বোঝ দেখি
কেন শিয়রে গোনার খাতা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৯৮: রূপের ঘরে অটলরূপ বিহারে

রূপের ঘরে অটলরূপ বিহারে
চেয়ে দেখ না তোরা
ফণিমণি জিনি
রূপের বাখানি
দুইরূপে আছে সেই রূপ হল-করা॥

যে জন অনুরাগী হয়
রাগের দেশে যায়
রাগের তালা খুলে সে রূপ দেখতে পায়
রাগেরি করণ
বিধি-বিস্মরণ
নিত্যলীলার উপর রাগ-নেহারা॥
ও সে অটলরূপ সাঁই
ভেবে দেখ তাই
সে রূপের কভু নিত্যলীলা নাই
যে জন পঞ্চতত্ত্ব যজে
লীলারূপে মজে
সে কি জানে অটলরূপ কি ধারা॥
আছে রূপের দরজায়
শ্রীরূপ মহাশয়
রূপের তালা-ছোড়ান তার হাতে সদায়
যে জন শ্রীরূপগত হবে
তালার ছোড়ান পাবে
অধীন লালন বলে অধর ধরবে তারা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-২৯৯: অমাবস্যার দিনে চন্দ্র থাকে কোন

অমাবস্যার দিনে চন্দ্র থাকে কোন শহরে
প্রতিপদে হলে উদয় দেখা যায় না তারে॥
মাসে মাসে চন্দ্রের উদয়
অমাবস্যা মাস-অন্তে হয়
অমাবস্যা পূর্ণিমার নির্ণয়
জানতে হবে নেহার করে॥
ষোলকলা হলে শশী
তাকে বলে পূর্ণমাসী
সেই পুর্ণিমা হয় কিসি
পন্ডিতেরা কয় সংসারে॥

জানতে পারলে দেহ-চন্দর
স্বর্গ-চন্দ্রের পায় সে খবর
সিরাজ সাঁই কয়, লালন রে তুই
মূল হারালি কোলের ঘরে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩০০: লাগল ধূম প্রেমের থানাতে

লাগল ধূম প্রেমের থানাতে
মন-চোরা পড়েছে ধরা রসিকের হাতে
ওসে ধরেছে চোরকে হাওয়ার ফাঁদ পেতে॥
ভক্তি-জমাদারের হাতে
দুদিন চোর জিম্মা থাকে
তিন দিনের দিন দেয় সে চালান
আষ্টেপিষ্টে বেঁধে॥
চোর আছে অটলের ঘরে
সাধকে তাই জানতে পারে
লালন বলে, এরূপ মিলে
দিব্যজ্ঞানের উদয়েতে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩০১: কাজ কি আমার এ ছার

কাজ কি আমার এ ছার কুলে
আমার গৌরচাঁদকে যদি মেলে॥
মনচোরা সেই যে গোরা রায়
অকূলের কূল জগৎময়
ভোগের আশায়
যে কুল দুষয়
বিপদ ঘটিবে তার কপালে॥
কুলে কালি দিয়ে ভজিব সই

অন্তিম কালের বান্ধব যেই
ভব বন্ধুজন
　　কি করবে তখন
দীনবন্ধুর দয়া না হইলে॥
কুল-গৌরবী লোক যারা
গুরুর গৌরব কি জানে তারা
যে ভাবের যে লাভ
　　জানা যাবে সব
লালন বলে, আখের হিসাব কালে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩০২: ও সে প্রেম করা কি

ও সে প্রেম করা কি কথারি কথা
প্রেমে মজে হরির হলো গলায় কেতা॥
একদিন রাধে মান করিয়ে
ছিলেন ধনি শ্যাম তেজিয়ে
মানের দায়ে শ্যাম যোগী হয়ে
　　　　মুড়ালে মাথা॥
আরেক প্রেমে মজে ভোলা
শ্মশানে মশানে খেলা
গলে শক্তি হাড়ের মালা
　　　　পাগল অবস্থা॥
রূপ সনাতন উজীর ছিল
প্রেমে মজে ফকির হলো
লালন বলে, এমনি জেনো
　　　　প্রেমের ক্ষমতা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩০৩: পিরীতি অমূল্য নিধি

পিরীতি অমূল্য নিধি
বিশেষ বিশ্বাস মতে কারো হয় যদি॥
এক পিরীতি শক্তিপদে
মজেছিল চণ্ডী-চাঁদে
জানলে সে ভাব মনকে বেঁধে
ঘুচে যেত পথের বিবাদী॥
এক পিরিত ভবানীর সনে
করে ছিল পঞ্চাননে
নাম রহিল ত্রিভুবনে
কিঞ্চিৎ ধ্যানে মহাদেব সিদ্ধি॥
এক পিরীতি রাধার অঙ্গ
পরশিয়ে শ্যাম গৌরাঙ্গ
কর লালন এমনি সঙ্গ
কহে সিরাজ সাঁই নিরবধি॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩০৪: চরণ পাই যেন অন্তিম কালে

চরণ পাই যেন অন্তিম কালে
ফেল না নরাঢম বলে॥
সাধনে পাইব তোমায়
সে ক্ষমতা নাই হে আমায়
দুয়াল নাম শুনিয়ে আশায় আছি
অধীন কাঙালে॥
জগাই মাধাই পাপী ছিল
কাদা ফেলে গায় মারিল
তাহে প্রভুর দয়া হল
আমায় দয়া কর সেই হালে॥
ভারত পুরাণে শুনি

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩০৫: মানুষ-মক্কা কুদরতমিয়

মানুষ-মক্কা কুদরতমিয়
হচ্ছে গায়বী আওয়াজ সেথায়
সাততলা ভেদিয়ে
থাকে সিংহদরজায় একজন নুরি
নিদ্রাত্যাগী হয়ে॥
কুদরতীময় মানুষ-মক্কা
গুরুপদে ডুবে থাক্‌কা
ধাক্কা সামলিয়ে
চারপাশে চার নুরি ইমাম
মধ্যে সাঁই বসিয়ে॥
তিল পরিমান জায়গার উপর
গঠেছে সাঁই আজব শহর
মানুষের কদ দিয়ে
লাখ লাখ হাজি করতেছে হজ্‌
সেই জাগায় জমিয়ে॥
করেছে সাঁই আজব ভাক্কা
গঠেছে এই মানুষ-মক্কা
কুদরতি নুর দিয়ে
সিরাজ শাহ কয় আবোধ লালন
ঘরে আদি ইমাম মেয়ে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩০৬: মুখে পড়রে সদায় লা-ইলাহা-ইল্লাল্লা

মুখে পড়রে সদায় লা-ইলাহা-ইল্লাল্লা
আইন ভেজিলেন রাছুল-উল্লা॥
নামের সহিত রূপ
ধিয়ানে রাখিয়া জপ
বে-নিশানায় যদি ডাক
চিনবি কি রূপ কে আল্লা॥
লা-ইলাহা নাফি সে হয়
ইল্লিল্লা সেই দীন দয়াময়

নফি এজাবত ইহারে কয়
এহি তো ইবাদত-উল্লা
লা-শারিক জানিও তাকে
পড় কালাম দেলে মুখে
মুক্তি পাবে থাকবে সুখে
দেখবি রে নুর তেজেল্লা॥
বলছেন সাঁই আল্লা নুরি
এ জেকেরের দরজা ভারি
সিরাজ শাহ তাই কয় ফোকারি
শোন রে লালন বেলিল্লা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩০৭: রাসুলের সব খলিফা কয় বিদায়

রাসুলের সব খলিফা কয় বিদায় কালে
গায়েবি খবর আরকি পাব আজ তুমি গেলে॥
মহাফেজ আইন তোমার
বুঝে উঠে কি সাধ্য কার
কি করিতে কি করি আর
সহি না বুঝলে॥
কোরান ভিতরে সেত
মোকাওআত হরফ কত
মানে কও তার ভালমতো
ফেল না গোলে॥
আহাদ নামে কেন আপি
মিম দিয়ে মিম কর নফি
কি তার মর্ম কও নবিজি
লালন তাই বলে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩০৮: আলেফ লাম মিম আহাদ নুরি

আলেফ লাম মিম আহাদ নুরি
        তিন হরফের গম্বু ভারী॥
আলেফে হয় আল্লা হাদী
নিমেতে নুর মুহম্মদি
লামের মানে কেউ করলে না
        নুক্তা বুঝি হল চুরি॥
নব্বই হাজার কলমা জারি
নবির সঙ্গে দিলেন বারী
তিরিশ হাজার শরিয়তে জারি
        ষাট হাজার বুঝাইতে নারি॥
সিরাজ সাঁই বলে রে লালন
নুক্তার আগে কর নিরূপণ
নুক্তা নিরিখ হবে যখন
        থাকবে না তো কোট-কাছারী॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩০৯: গুরু পদে নিষ্ঠা মন যার

গুরু পদে নিষ্ঠা মন যার হবে
যাবে রে তার সব অসুসার
অমূল্য ধন হাতে সেহি পাবে॥
গুরু যার হয় কান্ডারি
চলে তার অচল তরী
তুফান বলে ভয় কি তারি
নেচে গেয়ে ভব পারে যাবে॥
আগমে নিগমে তাই কয়
গুরু রূপে দীন দয়াময়
অসময়ে সখা সে হয়
অধীন হয়ে যে তারে ভজিবে॥
গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান যার
অধোঃপথে গতি হয় তার
লালন বলে, তাই আজ আমার
ঘটল বুঝি মনের কুস্বভাবে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩১০: দয়াল অপরাধ মার্জনা কর হে

দয়াল অপরাধ মার্জনা কর হে এবার
আমি দিয়েছি তোমার চরণে ভার॥
নিজ গুণে দিয়ে চরণ
কত পাপী করলে তারণ
তাই শুনিয়ে নিলাম স্মরণ
পতিতপাবন নাম তোমার॥
ত্রিজগতের নাথ তুমি
অপরাধ ক্ষমা কর স্বামী
তোমার দোহাই দিচ্ছি আমি
দাসী বলে কর নিস্তার॥
আমি অতি মুর্খ মতি
না জানি ভক্তি-স্তুতি
লালন বলে, করি মিনতি
তুমি বিনে কেউ নাই আমার॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩১১: খাকি আদমের ভেদ পশু কি

খাকি আদমের ভেদ পশু কি বোঝে
আদমের কালেবে খোদা খোদে বিরাজে॥
আদম শরীর আমার
ভাষায় বলিছে অধর
সাঁই নিজে
তা নইলে কি আদমকে সেজদা
ফেরেশতায় সাজে॥
শুনি আজাজিল খাসতন
খাকে আদম-তন

আপনি গঠেছে
সেই আজাজিল খবিস হল
আদম না ভজে॥
আব-আতশ-খাক-বাতে ঘর
গঠলো জান মালেক মোক্তার
কোন চিজে
লালন বলে এ-ভেদ জানলে
সব জানে সে যে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩১২: জানতে হয় আদম ছফির আদ্য

জানতে হয় আদম ছফির আদ্য কথা
না দেখে আজাজিল এস রূপ
কি রূপ আদম গঠলেন সেথা॥
আনিয়া জেদ্দার মাটি
গঠলেন আদম পরিপাটি
মিথ্যা নয় সে কথা খাঁটি
কোন চিজে তার গড়ে আত্মা॥
সেই যে আদমের ধড়ে
অনন্ত কুঠুরি গড়ে
মাঝখানে হাতনে-কল জুড়ে
কীর্তিকর্মা বসলেন সেথা॥
আদমি হলে আদম চেনে
ঠিক নামায় সে দেল-কোরানে
লালন কয় সিরাজ সাঁইর গুণে
আদম অধর ধরার ছুঁতা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩১৩: রাধার তুলনা প্রেম যদি কেউ

রাধার তুলনা প্রেম যদি কেউ সামান্য করে
মরে বা না মরে সে তো, অবশ্য যায় ছারেখারে॥
যে প্রেম কিশোর-কিশোরী
সাধিলেন ব্রজপুরি
কি বলবো গম্ভু তারি
কিঞ্চিৎ ব্যক্ত গোপীর দ্বারে॥
গোপী অনুগত যারা
ব্রজের সে ভাব জানে তারা
কামের ঘরে শড়কী মারা
জেন্দা মরে অধর ধরে॥
পুরুষ কি প্রকৃতি স্মরণ
থাকতে কি হয় মানুষের করণ
সিংহের দায় দিয়ে লালন
শৃগালের কাজ করে ফেরে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩১৪: এসে মদিনায় তরিক কে জানাল

এসে মদিনায় তরিক কে জানাল এ সংসারে
কে তাহারে চিনতে পারে॥
সবে বলে নবি নবি
নবিকে নিরঞ্জন ভাবি
দিল ঢুঁড়িলে জানতে পাবি
আহমদ নাম দিল কারে॥
যার মর্ম সে যদি না কয়
কার সাধ্য কে জানিতে পায়
তাইতে আমার দীন-দয়াময়
মানুষরূপে ঘুরে ফিরে॥
নফি এজাবত যে বোঝে না
মিছে রে তার পড়াশুনা
লালন কয় ভেদ উপাসনা
না জেনে চট্‌কে মরে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩১৫: গুরু সুভাব দাও আমার মনে

গুরু সুভাব দাও আমার মনে
রাঙ্গা চরণ যেন আমি ভুলিনে॥
গুরু তুমি নিদয় যার প্রতি
ও তার সদাই ঘটে কুমতি
তুমি মনোরথের সারথি
গুরু যেথায় লও, যাই সেইখানে॥
গুরু তুমি মন্ত্রের মন্তরী
তুমি তন্ত্রের তন্তরী
গুরু তুমি যন্ত্রের যন্ত্রী
না বাজিলে বাজিবে কেনে॥
আমি জনম অন্ধ মননয়ন
গুরু তুমি বৈদ্য সচেতন
অতি বিনয় করি কয় লালন
জ্ঞানাঞ্জন দাও মোর নয়নে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩১৬: লীলা দেখে লাগে ভয়

লীলা দেখে লাগে ভয়
নৌকার উপর গঙ্গা বোঝাই
গঙ্গা ডাঙা বেয়ে যায়॥
আব-হায়াত নাম গঙ্গা সে যে
সংক্ষেপে কেউ দেখ বুঝে
পলকে পাউড়ি ভাসে
পলকে শুকায়॥
ফুল ফোটে তার গঙ্গাজলে
ফল আছে কোন অচিন দলে

যুক্ত হয়ে ফলে ফুলে
কিবা শোভা হয়॥
জগৎ জোড়া মীন সেই গাঙ্গে
খেলছে খেলা পরম রঙ্গে
লালন বলে জল শুকালে
মীন মিশিবে হাওয়ায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩১৭: গোপালকে আজ মারলি গো মা

গোপালকে আজ মারলি গো মা কেমন পরাণে
সে কি সামান্য ছেলে মা তাই ভাবলি মনে॥
দেবের দুর্লভ গোপাল
চেনে না যার ফেরের কপাল
ও মা যে চরণ আশায়
শ্মশানবাসী হয়
দেবের দেব শিব পঞ্চাননে॥
এক দিন যার ধেনু হরে
নিলেন ব্রহ্মা পাতালপুরে
তাইতে ব্রহ্মা দোষী হয়
সবায় জানতে পায়
তুমি জান না এই বৃন্দাবনে॥
যোগীন্দ্র মণীন্দ্র আদি
যোগ সেধে না পায় নিধি
সেই কৃষ্ণধন তোমার গোপাল
লালন বলে একি ঘোর এখানে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩১৮: কার ভাবে এ ভাব

কার ভাবে এ ভাব বল রে কানাই
রাজ রাজ্য ছেড়ে কোন বেহাগ দেখতে পাই॥
ভেবে তোর এ ভাব বুঝতে নারি
আজ কিসের কাঙ্গাল আমার অটলবিহারী
ছিল আগোর চন্দন যে অঙ্গে ভূষণ
সে অঙ্গ আজ কেন লুণ্ঠিত ধরায়॥
ব্রহ্মাণ্ড ভাবুক যারে ভাবিয়ে
সে ভাবুক আজ কাহার ভাব লয়ে
একি অসম্ভব ভাবনা সম্ভব কোন জনা
মরি মরি ভাবের বলিহারি যাই॥
অনুভাবে ভেবে কতই করি সার
শ্যামচাঁদের উত্তম কি চাঁদ আছে আর
করে চাঁদে চাঁদ হরণ সেহি বা কেমন
ভক্তিবিহীন লালন বসে ভাবে তাই॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩১৯: মন রে, সামান্য কি তারে

মন রে, সামান্য কি তারে পায়
শুদ্ধ প্রেম-ভক্তির বশ দয়াময়॥
কৃষ্ণের আনন্দপুরে
কামী লোভী যেতে নারে
শুদ্ধ ভক্তি ভক্তের দ্বারে
সে চরণ-কমল নিকটে যায়॥
বাঞ্ছা থাকলে সিদ্ধি মুক্তি
তারে বলে হেতু ভুক্তি
নি-হেতু ভক্তের রতি
সবে মাত্র দীননাথের পায়॥
ব্রজের নিগূড় তত্ত্ব গোঁসাই
রূপেরে সব জানালো তাই
লালন বলে, মোর সাধ্য নাই
সে দলে যে মত রসিক মহাশয়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩২০: গুরু, দোহাই তোমার, মনকে আমার

গুরু, দোহাই তোমার, মনকে আমার লও গো সুপথে
তোমার দয়া বিনে তোমায় সাধব কি মতে॥
তুমি যারে হও গো সদয়
সে তোমারে সাধনে পায়
বিবাদী তার স্ববশে রয়
তোমার কৃপাতে॥
যন্ত্রেতে যন্ত্রী যেমন
যেমন বাজায় বাজে তেমন
তেমনি যন্ত্র আমার মন
বোল তোমার হাতে॥
জগাই মাধাই দস্যু ছিল
তারে গুরুর কৃপা হল
অধীন লালন দোহাই দিল
সেই আশাতে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩২১: এবার কি সাধনে শমন-জ্বালা যায়

এবার কি সাধনে শমন-জ্বালা যায়
ধর্মাধর্ম বেদের মর্ম শমনের বিকার তায়॥
দান ব্রত তপ যজ্ঞ করে
পুণ্যের ফল সে পেতে পারে
সে ফল ফুরালে তারে
ঘুরিতে ফিরিতে হয়॥
নির্বান মুক্তি সেধে সে তো
লয় হবে পশুর মতো
সাধন করে এমন প্রাপ্ত

কি সুখে সাধকে চায়॥
পথেরি গোলমালে পড়ে
ডুবলাম ভব-জল-মাঝারে
লালন বলে কেশে ধরে
তুলে নাও গুরু আমায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩২২: কোন রাগে সে মানুষ আছে

কোন রাগে সে মানুষ আছে মহারসের ধনী
পদ্মে মধু চন্দ্রে সুধা যোগায় রাত্রিদিনি॥
সাধক সিদ্ধি প্রবর্ত তিন
রাগ ধরে আছে তিনজন
এ তিন ছাড়া রাগ নিরূপণ
কোথাও হয় না জানি॥
মৃণালগতি রসের খেলা
নবঘাটে নবঘেটেলা
দশমে যোগকারী মেলা
যজ্ঞেশ্বর অযোনি॥
সিরাজ সাঁই-এর আদেশে বলছে লালন
শোনরে মন ঘুরতে হবে নাগরদোলন
না জেনে, মন, এই বাণী॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩২৩: জান গে মানুষের করণ কিসে

জান গে মানুষের করণ কিসে হয়
ভুলো না মন বৈদিক ভোলে
রাগের ঘরে রও॥
ভাটির সোঁত যার ফেরে উজন
তাইতে কি হয় মানুষের করণ

পরশন না হইলে মন
দরশনে কি হয়॥
টলাটল করণ যাহার
পরশগুণ কৈ মেলে তাহার
গুরুশিষ্য যুগযুগান্তর
ফাঁকে ফাঁকে রয়॥
লোহা যেমন পরশ-পরশে
মানুষের করণ তেমনি সে
লালন বলে হলে দিশে
জঠরজ্বালা যায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩২৪: পারো নিরহেতু সাধন করিতে

পারো নিরহেতু সাধন করিতে
যাও রে ছেড়ে জরামৃত্যু নাই যে দেশেতে॥
নিরহেতু সাধক যারা
তাদের সাধন খাঁটি, জবান খাড়া
রূপের ভোল কাটিয়ে তারা
চলেছে পথে॥
মুক্তিপথ ত্যজিয়ে সদায়
ভক্তিপথে রেখো হৃদয়
শুদ্ধ প্রেমের হবে উদয়
সাঁই রাজী তাতে॥
সুমঝে সাধন করো ভবে
এবার গেলে আর কি হবে
লালন বলে পড়বি তবে
লক্ষ যোনিতে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩২৫: আর কি হবে এমন জনম

আর কি হবে এমন জনম বসবো সাধুর মেলে
হেলায় হেলায় দিন বয়ে যায় ঘিরে এলো কালে॥
মানব জন্মেরই আশায়
কত দেব দেবতা বঞ্চিত হয়
হেন জনম দিলে দয়াময়
দিবে কেন ফেলে॥
কত কত লক্ষ যোনি
ভ্রমণ করেছ তুমি
মানব-দলে মন রে তুমি
এসে কি করিলে॥
ভুল না রে মন-রসনা
বুঝে কর বেচা কেনা
লালন বলে কূল পাবে না
এবার ঠেকে গেলে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩২৬: নজর একদিকে দিলে আর একদিকে

নজর একদিকে দিলে আর একদিকে অন্ধকার হয়
নরে নুরে দুটি নেহার কেমনে ঠিক রাখা যায়॥
সকলের আত্মা বলে
বর্জোক লিখিলেন দলিলে
কারে থুয়ে কারে নিলে
দুইদিকে মন কৈ দাঁড়ায়॥
আইন কল্লেন জগৎ জোড়া
সেজদা হারাম খোদা ছাড়া
মুরশিদ বর্জোক সামনে খাড়া
সেজদার সময় থুই কোথায়॥
যদি বিলায়েতে হতো বিচার
ঘুচে যেতো মনের আঁধার
লালন বলে এধার-ওধার
দুই ধারে মন খাবি খায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩২৭: বিষামৃতে আছে রে মাখাচোকা

বিষামৃতে আছে রে মাখাচোকা
কেবা শোনে কেবা বাজায়
যায় না জীবের দেলধোঁকা॥
বিকার যবে শান্ত হলো
হৃদকমলে তার সদায় আলো
যথায় মন্দ তথায় ভালো
অবশ্য সে পায় দেখা॥
মায়ের যেমন শিশু ছেলে
দুগ্ধ খায়, তায় দুগ্ধ মেলে
সেই জাগাতে জোঁক লাগিলে
রক্ত দেখ পায় জোঁকা॥
হলে আপন দেহের নির্ণয়
সব খবরের জবর সে হয়
লালন, তোমার মুখ সরল নয়
মন বেঁকা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩২৮: যে জন মানব দরিয়ার কূলে

যে জন মানব দরিয়ার কূলে যায়
অমূল্য অটলনিধি অনায়াসে পায়॥
অপরূপ সে নদীর পানি
জন্মে তাতে মুক্তামণি
বলব কি তার গুণ বাখানি
সে জল পরশে পরশ হয়॥
পলক ভরে পড়ে চড়া
পলকে রয় তায় গুণীরা

সে ঘাট বেঁধে মৎস্য ধরা
সামান্যের কাজ নয়॥
বিনে হাওয়ায় মৌজ খেলে
ত্রিখণ্ড হয় ত্রিপিনালে
তাহে ডুবে রত্ন তোলে
রসিক মহাশয়॥
গুরু যদি হয় কান্ডারী
অথই দিতে পারে রে পাড়ি
লালন বলে, তারা সাধন জোরে
শমন এড়ায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩২৯: প্রেম ডুবারু বিনে কে জানে

প্রেম ডুবারু বিনে কে জানে
ও সে জেনে প্রেমের গতি
কুটিল অতি
ডোবে গহীনে॥
সামান্য কি চিতে সেই নদী
সেথা বিনে হাওয়ায় ঢেউ ওঠে নিরবধি
শুভযোগে জোয়ার আসে যদি
ত্রিবেণী ভেসে যায় সামনে॥
মৃত্তিকাহীন নদী পরে
মীন এক আসা যাওয়া করে
অন্যে চিনতে পারবে কেনে।
পূর্ণিমা যোগে সে মীন আসে
কারুণ্য তারুণ্য এসে লাবন্যে যখন মিশে
সাধকে মীন ধরতে পায় সেই দিনে॥
সেই নদীতে চান করিলে শুভ যোগে
ওরে ভবভয় তোর দূরে যাবে
লালন কয় এড়াবি শমনে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৩০: রঙমহলে সিঁদ কাটে সদাই

রঙমহলে সিঁদ কাটে সদাই
কোথা সে চোরের বাড়ি
পেলে তারে কয়েদ করে
পায়ে দিতাম মন বেড়ী।
সিঁদ দরজায় চৌকিদার একজন
অহর্নিশি পাচ্ছে সে বেতন
কিরূপে তারে ভেল্‌কি মেরে
চুরি করে কোন্‌ ঘড়ি॥
ঘর বেড়িয়ে ষোলোজন সেপাই
তার এক এক জনের গুণের সীমা নাই
তারাও তো পেল না টের
কার হাতে দিব বেড়ী॥
পিতৃধন আজ সব নিল চোরে
নেংটি ঝাড়া করলো আমারে
লালন বলে একই কালে
চোরের হলো কি আড়ি॥

সূচী

লালন-৩৩১: আঁধার মোকামে একটি রূপের বাতি

আঁধার মোকামে একটি রূপের বাতি জ্বলছে সদাই।
নাহি তেল নাহি তুলো   আজগুবি হয়েছে উদয়॥
মোকামের মধ্যে মোকাম
শুন্য শিখর বলি যার নাম
বাতির লণ্ঠন সেথায় সূদন
ত্রিভুবনে কিরণ দেয়॥
দিবানিশি আট প্রহরে
এক রূপে চার রূপ ধরে

সাধ্য থাকতে দেখলি নারে
ঘুরে মলি বেদের বিদায়॥
যে জানে সেই বাতির খবর
ছুটছে তার নয়নের ঘোর
সিরাজ সাঁই কয় লালন রে তোর
দৃষ্ট হয় না মনের দ্বিধায়॥

সূচী

লালন-৩৩২: না জানি কেমন রূপ

না জানি কেমন রূপ
সে নামের সৌরভ
রূপে ত্রিভুবন মোহিত করেছে॥
দেখতে যদি হয় বাসনা
করতে হয় উপাসনা
কোথায় বাড়ি কোথায় ঠিকানা
খুজে পাব কোন বা দেশে॥
আকার কি সাকার
ভাবিব নেরাকার
কি জ্যোতিরূপ সে কথা কারে সুধাব
বল সৃষ্টি করলেন কোথায় বসে॥
উপাসনায় গোল যদি হয়
কি বলতে কি বলা যায়
গোলের হরি বলিলে কি হয়
লালন ভেবে পায় না দিশে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৩৩: সে ধন কি পড়লে মেলে

সে ধন কি পড়লে মেলে
হরি ভক্তের অধীন কালাকালে॥
ভক্তের বড় পন্ডিত নয়

প্রমান তারে প্রহ্লাদে কয়
যারে আপনি কৃষ্ণের গোঁসাই
অগ্নির কুণ্ড বাঁচাইলে॥
বলরে একটা পশু বই নয়
ভক্ত হনুমান তারে কয়
রাম-রূপ সে কৃষ্ণ-রূপ ধরায়
অ-ভক্তরে দেয় না দেখা॥
কেবল শুদ্ধ ভক্তের সখা
তারে শুধু দেয় গো দেখা
লালন ভেড়ের স্বভাব বাঁকা
অধর চাঁদকে রইলে ভুলে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৩৪: অনেক ভাগ্যের ফলে সে চাঁদ

অনেক ভাগ্যের ফলে সে চাঁদ কেউ দেখতে পায়
অমাবস্যা নেই সে চাঁদে দ্বিদলে তার বারাম উদয়॥
যেথা রে সে চন্দ্রভুবন
দিবারাত্রি নাই আলাপন
কোটি চন্দ্র জিনি কিরণ
বিজলী চঞ্চলা সদায়॥
বিন্দুনালে সিন্ধুবারি
মাঝখানে তার স্বর্ণগিরি
অধর চাঁদের স্বর্গপুরী
সেই তো তিনি প্রমাণ জানায়॥
দরশনে দুঃখ হরে
পরশনে সোনা করে
এমন মহিমা সে চাঁদের
লালন ডুবে ডোবে না তায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৩৫: যেতে সাধ হয় রে কাশী,

যেতে সাধ হয় রে কাশী,
কর্মফাঁসি
বাধে গলায়
আমি আর কতদিন ঘুরব এমন নাগরদোলায়॥
হলো রে একি দশা,
সর্বনাশা
মনের ভোলায়
ডুবল ডিঙে নিশ্চয় বুঝি জন্ম-নালায়॥
বিধাতার সাজা একি,
কিবা মন পাজী,
ফাঁকি দিয়ে ফেরে ফেলায়
বাও না বুঝে বাই তরণী ক্রমে তলায়॥
কলুর বলদ যেমন,
ঢেকে নয়ন,
পাকে চালায়
অধীন লালন পল তেমনি পাকে হেলায় হেলায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৩৬: জানাবো হে এই পাপী হইতে

জানাবো হে এই পাপী হইতে
যদি এস হে গৌর জীবকে তারিতে॥
নদীয়া নগরে যতজন
সবারে বিলালে প্রেমধন
আমি নর-অধম
না জানি মরম
চাইলে না হে গৌর আমা পানেতে॥
তোমারি সুপ্রেমের হাওয়ায়
কাষ্ঠের পুতলী নলিন হয়
আমি দীনহীন
ভজন বিহীন
উপায়হীন বসে আছি এক কোণেতে॥

মলয় পর্বতের উপর
যত বৃক্ষ সকলি হয় সার
কেবল যায় জানা
বাঁশে সার হয় না
লালন পেলো তেমনি প্রেমশূন্য চিতে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৩৭: কানাই, একবার এই ব্রজের দশা

কানাই, একবার এই ব্রজের দশা দেখে যা রে
তোর মা যশোদা কিরূপ হালে আছে রে॥
শোকে তোর পিতা নন্দ
কেঁদে কেঁদে হল অন্ধ
আরও গোপীগণ
হয়ে ধন্দ রয়েছে রে॥
বাল-বৃদ্ধ-যুবা আদি
নিরানন্দ নিরবধি
তারা না দেখে চরণ-নিধি
তোর ওরে॥
পশু পক্ষী উচাটন
না শুনে তোর বাঁশীর গান
লালন কয়, ছিদাম করে
হেন বিনয় রে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৩৮: সেই অটল রূপের উপাসনা

সেই অটল রূপের উপাসনা
ভবে কেউ জানে কেউ জানে না॥
বৈকুণ্ঠ গোলোকের উপর
আছে রে সে রূপেরো বিহার

কৃষ্ণের কেউ নয়
রাধার পতি সে জনা॥
স্বরূপ রূপের এই জেনো ধরন
দোঁহার ভাবে টলে দোঁহার মন
অটলকে টলাতে পারে
কোন জনা॥
নরেকার যা হতে জন্মায়
শক্তিধারা সেই অবিম্বে
অধীন লালন বলে
দিন থাকিতে জানিলে না॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৩৯: হরি কাঁদে হরি বলে কেনে

হরি কাঁদে হরি বলে কেনে
ধারা বহে দুনয়ানে॥
হরি বলে হরি ভোরা
নয়নে বয় জলধারা
জানি কি ছলে এসেছে গোরা
এই নদীয়ার ভুবনে॥
মোরা যত পুরুষ নারী
দেখিতে আইলাম হরি
হরিকে হরিল হরি
জানি সেই হরি কোনখানে॥
গৌর হরি দেখে এবার
কত পুরুষ নারী ছেড়ে যায় ঘর
জানি সেই হরি কি করে এবার
ও তাই লালন ভাবে মনে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৪০: ব্রজের সে প্রেমের মর্ম সবায়

ব্রজের সে প্রেমের মর্ম সবায় কি জানে
শ্যাম অঙ্গ গৌরাঙ্গ হল যে প্রেম সাধনে॥
সামান্য বিশ্বাস রতি
মৃনাল চলে যুগল গতি
বিশ্বাস সাধিতে বাদী
হয় গো সামান্যে॥
প্রেমময়ী কমলী রাই
কমলাকান্তের কামরূপ সদায়
কামী প্রেমী সে দুজন
হয় প্রণয় কেমনে॥
সহজে দেয় রাই রতিদান
শ্যামরতির কৈ হয় সে প্রমাণ
লালন বলে তার কি সন্ধান
পায় কি গুরু বিনে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৪১: মন আমার গেল জানা, কারো

মন আমার গেল জানা, কারো রবে না, এ ধন জীবন যৌবন
তবে রে মন তোর এতই বাসনা
সবুরেরি দেশে রয়, দেখি দম-কসে, উঠিস নারে ভেসে পেয়ে যন্ত্রণা॥
যে করিবে কালার চরণেরি আশা
তুমি জান না রে তার ও কি দুর্দশা
ও সে ভক্ত বলিরাজা ছিল রাজ্যেশ্বর
বামন রূপে প্রভু করে ছলনা॥
কর্ণরাজা ভবে বড় ভক্ত ছিল
অতিথ রূপে তারে স্ববংশে নাশিল
কর্ণ অনুরাগী না হইল
দুঃখী অতিথের মন করে সান্ত্বনা॥
প্রহ্লাদ-চরিত্র দেখ এহি পৃথিধামে
কত দুঃখ তার এহি কৃষ্ণ-নামে
ও তারে জলে ডুবাইল, অগ্নিতে ফেলিল

তবু না ছাড়িল শ্রীনাম সাধনা॥
রামের ভক্ত লক্ষ্মণ ছিল চিরকালে
শক্তিশেল হানিল তার বক্ষস্থলে
তবু রামচন্দ্রের প্রতি না ভুলিল ভক্তি
ফকির লালন বলে তাহার কর বিবেচনা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৪২: মন বুঝি মদ খেয়ে

মন বুঝি মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে
জানে না কানছির খবর রং মহলে নিকাশ নিচ্ছে॥
ঠিক পড়ে না কুড়ো-কাঠা
ধুলো ধরে সত্তুর গন্ডা
অকারন খাটিয়ে মনটা
পাগলামি প্রকাশ করছে॥
যে জমির নাই আড়া-দীঘল
তা কি রূপ কালি করে সেথা
শোনে চৌদ্দ পোয়ার কথা
কুড়ো-কাঠা কয় আন্দাজে॥
কৃষ্ণদাস পন্ডিত ভাল
কৃষ্ণ-লীলা সীমা দিল
আর পন্ডিত চূর্ণ হল
টুনি এক পক্ষীর কাছে॥
বামন হয়ে চাঁদ ধরতে যায়
তেমনি আমার মন মনুরায়
লালন বলে কবে কোথায়
এমন পাগল দেখেছে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৪৩: মূলের ঠিক না পেলে সাধন

মূলের ঠিক না পেলে সাধন হয় কিসে
কেউ বলে কৃষ্ণ মূল, কেউ বলে মূল ব্রহ্ম সে॥
ব্রহ্ম ঈশ্বর দুই তো
লেখা যায় সাধ্য যত
উঁচানিচা কি তারো তো
করিতে হয় সেও দিশে॥
কোথা যাই কি বা করি
বলে বেড়াই গোলে হরি
লালন কয় এক জানতে নারি
তাইতে বেড়াই মন ভেসে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৪৪: দাঁড়া কানাই একবার দেখি

দাঁড়া কানাই একবার দেখি
কে তোরে করিল বেহাল
হলি রে কোন দুখের দুখী॥
পরণে ছিল পীত ধড়া
মাথায় ছিল মোহন চূড়া
সে বেশ হইলি ছাড়া
বেহাল বেশ নিলি কোন সুখী॥
ধেনু রাখতে মোদের সাথে
আবা আবা ধ্বনি দিতে
এখন এসে নদীয়াতে
হরির ধ্বনি দাও এ ভাবে কি॥
ভুল বুঝি পড়েছে ভাই তোর
আমি সেই ছিদাম নফর
লালন কয়, ভাব শুনে বেভোর
দেখলে সফল হত আঁখি॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৪৫: প্যারী, ক্ষম অপরাধ আমার

প্যারী, ক্ষম অপরাধ আমার
মন তরঙ্গে কর পার॥
তুমি রাধে কল্পতরু
ভাব প্রেম রসের গুরু
তোমা সম অন্য কারু
না দেখি এ জগতে আর॥
পূর্বরাগ অবধি যারে
আশ্রয় দিলে নরেকারে
স্বল্প দোষে সে দাসেরে
ত্যাগিলে কি পৌরুষ তোমার॥
ভাল মন্দ যতই করি
তথায়ে প্রেমদাস তোমারি
লালন বলে, মরি মরি
হরির এ কি ঋণ স্বীকার॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৪৬: যেও না আন্দাজী পথে মন-রসনা

যেও না আন্দাজী পথে মন-রসনা
দবোচে বিপাকে পলে প্রান বাঁচবে না॥
পথেরো পরিচয় করে
যাও না মনের সন্দ মেরে
লাভ-লোকসান বুঝের দ্বারে
যায় গো জানা॥
উজান ভেটান পথ দুটি
দেখ খেয়ান করে খাঁটি
দেও যদি মন গড়াভাটি
কূল পাবা না॥
অনুরাগের তরণী করো
ধার চিনে উজান ধরো
লালন কয়, তবে করতে পারো
মন ঠিকানা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৪৭: অনুরাগ নইলে কি সাধন হয়

অনুরাগ নইলে কি সাধন হয়
সে তো মুখের কথা নয়॥
তার সাক্ষী আছে চাতক রে
ও সে কোট সাধনে যায় মরে
চাতক অন্য বারি খায় না রে
থাকে মেঘের জল আশায়॥
বনের পশু হনুমান
রাম বিনে তার নাই ধিয়ান
মুদিলেও তার দুনয়ন
অন্য রূপ না ফিরে চায়॥
রামদাস মুচির ভক্তিতে
গঙ্গা এল চাম-কেঠোতে
এমন সাধন করে কত মহতে
কেবল লালন কূলে কূলে বায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৪৮: পাপী অধম জীব তোমার

পাপী অধম জীব তোমার
না যদি কর হে পার
দয়া প্রকাশ করে
পতিতপাবন নাম আজ কে বলবে তোমারে॥
না হলে তোমার কৃপা
সাধন-সিদ্ধি কোথায় কেবা
করতে পারে
আমি পাপী তাইতে ডাকি
ভক্তি দেও মোর অন্তরে॥

জলে স্থলে সব জায়গায়
কীর্তি তোমার প্রকাশ পায়
নানান আকারে
না বুঝিয়ে লালন পোলো
বিষম ঘোরতরে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৪৯: কোথা রৈলে হে দয়াল কান্ডারী

কোথা রৈলে হে দয়াল কান্ডারী
এ ভব-তরঙ্গে আমার দেও হে চরণ-তরী॥
পাপীকে করিতে তারণ
নাম ধরেছ পতিতপাবন
সেই ভরসায় আছি যেমন
চাতক মেঘ নেহারি॥
যতই করি অপরাধ
তথাপি হে তুমি নাথ
মারিলে মরি
নিতান্ত বাঁচাও বাঁচিতে পারি॥
সকলিকে নিলে পারে
আমাকে চাইলে না ফিরে
লালন কয় এ সংসারে তোর আমি কি এতই ভারী॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৫০: সদায় মুখে-দেলে রাখ গো সাঁই

সদায় মুখে-দেলে রাখ গো সাঁই
বান্দার একদমের ভরসা নাই॥
কে যে হিন্দু আর কে যবনের চেলা
ওরে পথের পথিক চিনে ধর এই বেলা
পিছে কাল শমন

থাকে সর্বক্ষণ
কোনদিন বিপদ ঘটায় ভাই॥
আমার বাড়ী বিষয় আমার
সদায় ঐ রবে দিন গেল রে তোমার
বিষয়-বিষ খালি
সে ধন হারালি
এখন কাঁদলে আর কি হবে তাই॥
নিকটে থাকিতে সেই ধন
সদায় চঞ্চলাতে দেখলি না রে মন
ফকির লালন কয়
সে ধন কোথায় রয়
আখেরে খালি হাতে যেতে হবে ভাই॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৫১: বল গো সজনি আমায় কেমন

বল গো সজনি আমায় কেমন গো সেই গৌরমণি
জগত-জনার মন নামে করে পাগলিনী॥
একবার যদি দেখতাম তারে
রাখতাম এস রূপ হৃদয়ে পুরে
রোগ শোক সব যেত দূরে
শীতল হইত মহাপ্রাণী॥
মন মোহিণীর মন-হরা
দেখলি কোথা সেই যে গোরা
আমায় নিয়ে চল গো তোরা
দেখে শিতল হই গো ধনি॥
নদে-বাসীর ভাগ্যে ছিল
গৌর হেরে মুক্তি পেল
অবোধ লালন ফেরে পলো
না পেয়ে সে চরণখানি॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৫২: যদি গৌরচাঁদকে পাই

যদি গৌরচাঁদকে পাই
গেল গেল এ ছার কুল
আর তাতে ক্ষতি নাই॥
জন্মিলে মরিতে হবে
কুল কি কারো সঙ্গে যাবে
মিছে কেবল দুদিন ভবে
করি কুলের বড়াই॥
কি ছার কুলের গৌরব করি
অকূলের কুল গৌরহরি
ভব-তরঙ্গে তরী
গৌর গোঁসাই॥
ছিলাম কুলের কুলবালা
স্কন্ধে নিলাম আঁচলা ঝোলা
লালন বলে, গৌরবালা
আর কারে ডরাই॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৫৩: যাবো রে এ স্বরূপ কোন

যাবো রে এ স্বরূপ কোন পথে
স্বরূপ আয় রে আয়
এসে আমায়
ব্রজের পথ বলে দে॥
যার জন্য ঝরে নয়ন
তারে কোথা পাব এখন
যাব আমি শ্রীবৃন্দাবন
পথ না পারি আর চিনিতে॥

দেখবো সেই সুন্দর কুমার
মনে সাধ হয় রে আমার
মিন্নতি করি তোমার
    সেই পথের উদ্দিশ জানিতে॥
একবার সেই গোকুলের চাঁদ
দেখলে জুড়ায় মোর নয়ন-চাঁদ
লালন বলে গৌরাঙ্গ
    ঐ রূপ কেঁদে আকুল হই চিতে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৫৪: সে পরশের জোর যে পরশ

সে পরশের জোর যে পরশ সে পরশ চিনিলে না
সামান্য পরশের গুণ লোহার কাছে গেল জানা॥
পরশমণি স্বরূপ গোঁসাই
সে পরশের তুলনা নাই
পরশিবে যে জনা
    তাই ঘুচিবে জঠর-যন্ত্রণা॥
কুমীরেতে পরকি যেমন
ধরায় সে আপন ধরন
পরশে জানিবে মন
    এমনি যেন পরশে সোনা॥
ব্রজের ঐ জলদ কালো
যে পরশে পরশ হলো
লালন বলে মন রে চলো
    জানিতে সেই উপাসনা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৫৫: সে প্রেম সামান্যেতে কি রাখা

সে প্রেম সামান্যেতে কি রাখা যায়
প্রেমে মজিলে ধর্মাধর্ম ছাড়তে হয়॥
দেখ রে প্রেমের লেগে
হরি দিলেন দাসখত লিখে
ষড়ৈশ্বর্য ত্যজিয়ে সেজে
কাঙ্গাল হয়ে এলো নদীয়ায়॥
ব্রজে ছিল জলদ কাল
প্রেম সেধে গৌরাঙ্গ হল
সে প্রেম কি সামান্য বল
যে প্রেমের রসিক দয়ামায়॥
প্রেম-পিরিতের এমনি ধারা
এক মরণে দুইজন মরা
ধর্মাধর্ম চায় না তারা
লালন বলে প্রেমের রীতি তায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৫৬: মনের মনে ঠিকানা হোল না

মনের মনে ঠিকানা হোল না এতদিনে
আমি আছি কোথা যাব কোথায় কার সনে॥
আমার বাড়ি আমার ঘর
বলা কেবল ঝকমারি সার
পলকে সব হবে সংহার
কোন দিনে॥
পাকা দালান-কোঠা দিব
মহাসুখে বাস করিব (আছে মনে)
ভোলা মন কখন
যাবে শ্মশানে॥
(আমি) কি করিতে কি করি
পাপে বোঝাই হইল তরী
লালন কয় তরঙ্গ ভারী
সামানে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৫৭: কি করি ভেবে মরি মন-মাঝি

কি করি ভেবে মরি মন-মাঝি ঠাহর দেখিনে
ব্রহ্মা আদি খায় রে খাবি
সেই নদীর পার যাই কেমনে॥
মাড়ুয়াবাদী যেমন ধারা
মাঝ দরিয়ায় ডুবায়ে ভরা
দেশে যায় পরিয়ে ধড়া
সেই দশা মূল ভাব না যেনে॥
শক্তিপদে ভক্তিহারা
কপট ভাবের ভাবুক যারা
মন আমার অমনি ধারা
ভাবের চুরি রাত্রি দিনে॥
মাখাল ফলটি রাঙ্গাচোঙ্গা
তাই দেখে মন হলি খোঙা
লালন কয় তোর তালো ডোঙা
কোন ঘড়ি ডোবে তুফানে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৫৮: সাঁইয়ের লীলা দেখে লাগে চমৎকার

সাঁইয়ের লীলা দেখে লাগে চমৎকার
ছুরাতে করিল সৃষ্টি আকার কি সে নিরাকার॥
আদমেরে পয়দা করে খোদ ছুরাতে পরওয়ার
ছুরাত বিনে পয়দা কিসে হইল সে কি হঠাৎকার॥
নুরের মানে হয় কোরানে
নুর বস্তু সে নিরাকার প্রমাণে
কেমন করে নুর চুয়ায়ে হয় সংসার॥
আহামদি-রূপে ছাদি দুনিয়ায় দিয়েছে বার
লালন বলে মনে দেলে সেও তো বিষম ঘোর আমার॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৫৯: আর দয়ালকে আনিয়া দে রে

আর দয়ালকে আনিয়া দে রে
আরে সে আমায় দিয়ে গেল ফাঁকি
দয়ালের ঐ রূপ যেন দেখি॥
আঙ্গুল কাটিয়া কলম বানাইয়া
দুইটি নয়নের জল করলাম কালি
আমার দেহকে কাগজ বানাইয়া
ঐ দয়ালের রূপ যেন লেখি॥
আমার সর্ব অঙ্গ খাইও কাক রে
কিছুই না রাখিও বাকী
আমার চক্ষু দুইটা না রে খাইও
তাই লালন কয়, যেন দয়ালের ঐ রূপ দেখি॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৬০: আর কে যাইবি বড়শি বাইতে

আর কে যাইবি বড়শি বাইতে নূতন পুকুরে
পুষ্করিণী সাড়েতিন রতি
ঘাটলাতে জ্ঞানের বাতি
নয় শিরে নয় ধার খেলে॥
আছে দুই দুগ্ধ উদয়চন্দ্র
রামানন্দ ভক্তবৃন্দ
পাড়ের ঘাটে একদিন যদি মেলে॥
আরও পুষ্করিণী তিন কোনা
ভিতরে তার লাল নিশানা
চিন্তামণি মাসে মাসে খেলে
রসিক ডুবারু যারা
টের কইরে নিচ্ছে তারা

পুষ্করিণীতে মতি নিছে তুলে॥
আছে ভাবের ছিপ প্রেমের সুতা
অনুরাগে আধার গাঁথা
যদি সেই মীন খোলে
আছে ভবসিন্ধু পারের বেলা
যমেরে দেখাইয়া কলা
গুরু বইলে পাড়ের নৌকা খোলে॥
আছে একটি গাছে দুই মূল
তিন কলি চার ফুল
শোভা করে ছয় ডালে
গাছে যখন ছাড়বে ভক্তিলতা
জড়িয়া ধরবে কতই লতা
সাধু দরবেশ বৈষ্টম তাই বলে॥
দরবেশ লালন শা কয় ভারে ভারে
শোন রে কিছু বলি তোরে
ঐ ভাব ছিল যার অন্তরে
এবার গুরুর রূপে নয়ন দিয়ে
নিরিখ পানে থাক গে চেয়ে
মানুষ জনম যাতে ভবে পাইরে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৬১: দিলদরিয়ার মাঝে রে মন ডুবিয়া

দিলদরিয়ার মাঝে রে মন ডুবিয়া দেখলে না
রসেতে উবিডুবি থাকে জল
ঐ কুম্ভেতে কেমনে রাখি সে জল
একবিন্দু টলে না
সে ভাটার বেলায় গহীন জলে
জল-পরে জল মানে না॥
সে নদীর নালে খালে
আজব এক জাহাজ চলে
বৈসে ত্রিবেণীর কোলে

চালায় সে জাহাজ খানা
দিবানিশি চালায় জাহাজ
কখনো সে ডোবে না॥
সি নদীর ত্রিবেণীতে
আজব এক ফুল ফুটেছে
সেই ফুল যার ভাগ্যে আছে
ও ফুরায় তার বাসনা
ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বরে
ও তাই লালন বলে ফুলের পাহারা ঐ তিন জনা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৬২: সকালে যাই ধেনু লয়ে

সকালে যাই ধেনু লয়ে
এ বনেতে ভয় আছে ভাই
মা আমায় দিয়েছে কয়ে॥
আজকার খেলা এই অবধি
গোছা রে ভাই ধেনু আদি
প্রাণে বেঁচে থাক যদি
কাল আবার খেলো আসিয়ে॥
নিত্য নিত্য বন ছাড়ি
সকালে যাইতাম বাড়ি
আজ আমাদের দেখে দেরি
মা আছে পথপানে চেয়ে॥
বলেছিল মা যশোদে
কানাইকে দিলাম বলা’র হাতে
ভাল মন্দ হলে তাতে
লালন কয় কি বলবো যেয়ে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৬৩: সদা মন থাক বা-হোঁশ মানুষ

সদা মন থাক বা-হোঁশ মানুষ রূপ নিহারে
আয়না আঁটা রূপের ছটা চিলেকোঠায় ঝলক মারে॥
স্বরূপে যার রূপটি জানা
সেই তো বটে উপাসনা
গাঁজায় দম চড়িয়ে মনা
ব্যোম কালী আর বলো না রে॥
বর্তমানে দেখ ধরি
নর-দেহ আটল বিহারী
পড় কেন হরি বড়ি
কাঠের মালা টিপে হারে॥
দিল টুঁড়ে দরবীশ যারা
রূপ নিহারে সিদ্ধ তারা
লালন কয় এবার আমার
ডাণ্ডা-গুলি সার হল রে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৬৪: সামান্যে কি আধর চাঁদ পাবে

সামান্যে কি আধর চাঁদ পাবে
যার লেগে হল যোগী
দেবের দেব মহাদেবে॥
ভাব জেনে ভাব না দিলে তখন
বৃথা যাবে সে ভক্তি ভজন
বাঞ্ছা যদি হয় সে চরণ
ভাব দে না সে ভাবে॥
যে ভাবে সব গোপিনীরা
হয়েছিল পাগলপারা
চরণ চিনে তেমনি ধারা
ভাব দিতে তায় হবে॥
নি-হেতু ভজন গোপিকার
তাইতে সদায় বাঁধা নটবর
লালন বলে মন রে তোমার
মরণ ভব-লোভে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৬৫: বিষয়-বিষে চঞ্চলা মন দিবা রজনী

বিষয়-বিষে চঞ্চলা মন দিবা রজনী
মন তো বুঝালে বোঝে না ধর্ম কাহিনী॥
বিষয় ছাড়িয়ে কবে
মন আমার শান্ত হবে,
আমি কবে সে চরণ
করিব স্মরণ
যাতে শীতল হয় তাপিত পরাণী॥
কোন দিন শশ্মানবাসী হব
কি ধন সঙ্গে লয়ে যাব
আমি কি করি কি কই
ভুতের বোঝা বই
একদিন ভাবলে না মনা গুরুর বাণী॥
অনিত্য দেহেতে বাসা
তাইতো এত আশার আশা
অধীন লালন বলে
তাই নিত্য হইলে
আর কতই কি মনে করিতে না জানি॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৬৬: সাঁই দরবেশ যারা

সাঁই দরবেশ যারা
আপনারে ফানা করে
অধরে মেশে তারা॥
মন যদি আজ হও রে ফকির
নাও জেনে সেই ফানার ফিকির
ধরো অধরা

ফানার ফিকির না জানিলে
ভস্ম মাখা হয় মস্কারা॥
কূপ-জলে সে গঙ্গা জল
পড়িলে যে হয় রে মিশাল
উভয় একধারা
তেমনি জেনো ফানার করণ
রূপে রূপ মিলন করা॥
মুর্শিদ রূপ আর আলেখ নূরী
একমনে কেমনে করি
দুইরূপ নিহারা
লালন বলে রূপ সাধিলে
হোস নে যেন রূপহারা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৬৭: কিবা রূপের ঝলক দিচ্ছে দ্বিদলে

কিবা রূপের ঝলক দিচ্ছে দ্বিদলে
রূপ দেখলে নয়ন যায় ভুলে
ফণী-মণি-সৌদামিনী
জিনি এরূপ উজলে॥
অস্থি-চর্ম স্বর্ণরূপ
তাতে মহারসের কূপ
বেগে ঢেউ খেলে
তার একবিন্দু অপার সিন্ধু
হয় রে এই ভূমণ্ডলে॥
উপাসনা নাই গো তার
দেহের সাধনা সর্ব-সার
তীর্থ ব্রত যার জন্য
এ দেহে তার সব মিলে॥
রসিক যারা সচেতন
রসরতি টেনে সে জন
রূপে উদয় খেলে
লালন গোঁড়া লেংটি-এড়া
মিছে বেড়ায় রূপ ভুলে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৬৮: কোন দিন চাঁদের অমাবস্যে

কোন দিন চাঁদের অমাবস্যে
দেখি চাঁদের অমাবস্যা মাসে মাসে॥
বার মাসে ফোটে চব্বিস ফুল
জানতে হয় কোন ফুলে তার মূল
আন্দাজী সাধন কোরো না রে মন
মূলে ভুলে ফল পাবি কিসে॥
যে করে এই আশমানী কারবার
না জানি তার কোথায় বাড়ি ঘর
কোন সময় কখন কোথায় আগমন
চাঁদ-চকোরে খেলে কখন এসে॥
আকাশে পাতালে শুনি দেহ-রতি
চাহি উপাসনা চাহি সে তার বাতি
যদি চেতন-গুরু পাই, তাহারে শুধাই
লালন বলে ঘুচাই মনের দিশে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৬৯: আছে দীনদুনিয়ায় অচিন মানুষ একজনা

আছে দীনদুনিয়ায় অচিন মানুষ একজনা
কাজের সময় পরশমনি, আর সময়ে কেউ চেনে না॥
নবী অলি এই দুজনে
কলমাদাতা দল আরফিনে
বে-কালমায় সে অচিনজনে
পীরের পীর হয় জান না॥
যে দিন সাঁই নৈরাকারে
ভাসলেন একা একেশ্বরে
সেই অচিন মানুষ তারে

দোসর তৎক্ষণা॥
কেউ তারে জেনেছে দড়ো
খোদার ছোট নবীর বড়ো
লালন বলে নড়চড়
সে নইলে দল পাবা না॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৭০: এবার কে তোর মালেক চিনলি

এবার কে তোর মালেক চিনলি নে তারে
মন, কি এমন জনম আর হবে
এমন জনম আর হবে কি রে॥
দেবের দুর্লভ এবার
মানব জনম তোমার
এমন জনমের আবার
কণ্ঠী ফেরে॥
নিঃশ্বাসের নাহি রে বিশ্বাস
পলকেতে করবে নিরাশ
এবার মনে রবে মনেরি আশ
বলছি তোরে॥
এখন শ্বাস আছে বজায়
যা করবে তাই সিদ্ধি হয়
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়
বারে বারে তাই লালনেরে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৭১: আপনাকে আপনে যে

আপনাকে আপনে যে জন জানে
আপন আত্মাকে দেখেছে নয়নে॥
সবে বলে 'আমি আমি' আমি কে তা কেউ না জানে

লালন বলে আমার এ আমি সর্বসাধন গুরুর চরণে॥
ও মন আপনাকে যে চিনেছে
নিগূঢ় তত্ত্ব সেই পেয়েছে
সে জন নিগুমে বসে আগমে ধরে টানে॥
ও মন, মালাকুতের মোকামে পানি
লাহুতের মোকামে অগ্নি
জবরুতের মোকামে পানি
হাওয়া চালাচ্ছে নাসুতের মোকামে॥
ও মন, তার উপরে মণিকোঠা
তাতে কিছুই না যায় টোটা
সে তো বসিয়ে আছে হয়ে গোটা
সে ঢাকায় বসে দিল্লীর খবর জানে॥

কথা: লালন সাঁই
দ্র: মালাকুত, লাহুত, জবরুত, নাছুত ও হাহুত:

সুফি সাধনার পাঁচটি স্তর।
সূচী

লালন-৩৭২: আমার ঠাহর নাই গো

আমার ঠাহর নাই গো মন-বেপারী
এবার ত্রিধারায় বুঝি ডোবে আমার তরী॥
যেমনি দাঁড়ি-মাল্লা বেয়াড়া
তেমনি মাঝি দিশাহারা
কোন দিকে যে বায় তাহারা
আমার পাড়ি দেওয়া কঠিন হল ভারি॥
একটি নদীর তিনটি ধারা
সে নদীতে নাই কূল কিনারা
সেথা বেগে তুফান বয়, দেখে লাগে ভয়
ডিঙি বাঁচাবার উপায় কি করি॥
কোথা হে দয়াল, আপনি এসে হও কান্ডারী
তোমায় স্মরণ করি ভাসাই তরী
লালন কয় যেন বিপাকে না পড়ি॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৭৩: কারে দিব দোষ, নাহি পরের

কারে দিব দোষ, নাহি পরের দোষ
মনের দোষে আমি পলাম ফেরে॥
আমার মন যদি বুঝিত
লোভের দেশ ছাড়িত
লয়ে যেত আমায় বিরজা পারে॥
মনের গুণে কেহ হল মহাজন
বেপার করে পেল অমূল্য রতন
এবার পারের সম্বল কিছুই না গেলাম করে॥
ভাবলে না অবোধ মনুরায়
ভেবেছ দিন এমনি বুঝে যায়
অন্তিমকালে কিনা জানি হয়
সকল জানা যাবে যেদিন শমনে ধরে॥
কামে চিত্ত হত মন রে আমার
সুধা ত্যজে গরল খেয়ে বেহুঁসার
সিরাজ সাঁই কয়, লালন রে তোমার
বুঝি ভগ্নদশা বড় ঘটল আখেরে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৭৪: ভুলব না ভুলব না বলি

ভুলব না ভুলব না বলি
কাজের বেলা ঠিক থাকে না॥
আমি বলি ভুলব না রে
স্বভাবে ছাড়ে না মোরে
কটাক্ষে মন পাগল করে
দিব্যজ্ঞানে দিয়ে হানা॥
সঙ্গ গুণে রঙ্গ ধরে

জানিলাম কার্য অনুসারে
কুসঙ্গে সম্বন্ধ জুড়ে
সুমতি মোর গেল ছেড়ে
খাবি খেলাম আপায় পড়ে
    এ লজ্জা ধুলেও তো যায় না॥
যে চোরের দায়ে দেশান্তরি
সে চোর দেখি সঙ্গ ধরি
কাম-জ্বালা দেয় সন্তোষপুরী
ভুলে যায় মোর মন-কাণ্ডারী
    কি করবে গুণরিজনা॥
রঙ্গে মেতে সঙ সাজিয়ে
বসে আছি মগন হয়ে
সু-আকারে সঙ্গ করে
জানতাম যদি সুসঙ্গ রে
লালন বলে, তবে কি রে
    হেঁচড়ে মারে মালখানা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৭৫: প্রেমের সন্ধি আছে তিন

    প্রেমের সন্ধি আছে তিন
সরল রসিক বিনে জানা হয় কঠিন॥
    প্রেম প্রেম বলিলে কিবা হয়
    না জানলে সে প্রেম পরিচয়
    আগে সন্ধি করতে প্রেমে মজ রে
        আছে সন্ধিস্থলে মানুষ অচিন॥
    পঙ্ক জল পল সিন্ধু বিন্দু
    আদ্য মূল তার শুষ্ক সিন্ধু
    ও তার সিন্ধু মাঝে আলেক পেচ রে
        উদয় হচ্ছে রাত্রিদিন॥
    সরল প্রেমিক হইলে
    চাঁদ ধরা যায় সন্ধিমূলে
    অধীন লালন ফকির পায় না ফিকির
        হয়ে সদায় ভজন বিহীন॥

অন্যরূপ

প্রেমের সঙ্গী আছে তিন
বড় রসিক বিনে জানা হয় কঠিন॥
প্রেম প্রেম বললে কি হয়
না জেনে সে প্রেম পরিচয়
আগে সন্ধি বোঝ, প্রেমে মজ
সন্ধিস্থলে সে মানুষ অচিন॥
পঙ্ক জল ফুল সন্ধি বিন্দু
আদ্য মূল তার শুষ্ক সিন্ধু
ও সে সিন্ধু মাঝে আলোক পেছে
উদয় হচ্ছে সদায় রাত্রদিন॥
সরল প্রেমের প্রেমী হইলে
চাঁদ ধরা যায় সন্ধি খুলে
ভেবে লালন ফকির পায় না ফিকির
হয়ে আছে সদায় ভজনহীন॥

কথা: লালন সাঁই

সূচী

লালন-৩৭৬: জগৎ শক্তিতে ভুলালে সাঁই

জগৎ শক্তিতে ভুলালে সাঁই
দাও হে যাতে চরণ পাই॥
রাঙা চরণ দেখব বলে
বাঞ্ছা সদায় হৃদ-কমলে
তোমার নামে মিঠায় মন মজেছে
রূপ কেমন তাই দেখতে চাই॥
ভক্তি-পথ বঞ্চিত করে
শক্তি পথ দিছ তারে
যাতে জীব ব্রহ্মাণ্ডে ঘোরে
কান্ড তোমার দেখি তাই॥
চরণের যোগ্য মন নয়
তথাপি মন ঐ চরণ চায়
অধীন লালন বলে হে দয়াময়
দয়া কর আজ আমায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৭৭: এনে কোন ফুলের সৌরভ জগতকে

এনে কোন ফুলের সৌরভ জগতকে মাতালি রে॥
জমিন ছাড়া গাছের মূল, ডাল ছাড়া পাতা
ফল ছাড়া বীথি তাহার অসম্ভব কথা রে॥
গাছের নামটি চম্পকলতা, পাত্রের নাম তার হেম
কোন ডালাতে রসের কলি, কোন ডালেতে প্রেম
লালন শাহ ফকির বলে, ভক্তি প্রেমের নিগূঢ় কথা
যার হৃদয়ে বস্তু নাই, সে খুঁজলে পাবে কোথা রে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৭৮: যে জানে ফানার ফিকির, সেই

যে জানে ফানার ফিকির, সেই ফকির
ফকির হয় কি করলে নাম জিকির॥
আছে কয় মত ফানার কারণ
জানতে হয় তার বিবরণ
ফানা ফেল্যা, ফানা ফেরসেক
ফানা ফের রসুল আখির॥
ফানা হয় মুরশিদের পদে সে
মওলারে পায় অনায়াসে
তাই জেনে শুনে মুড়িয়ে মাথা
ফকিরি পথ কর সাকির॥
আখের অকারণ হবি ফানা
প্রাপ্ত ফানা হলে না
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোমার
ফকিরি নয় ফান ফিকির॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৭৯: ভজো মুরশিদের কদম এই বেলা

ভজো মুরশিদের কদম এই বেলা
ও গো যার পেয়ালায় হৃদ-কমলা
ক্রমে হবে উজ্জলা॥
নবীজীর খান্দানেতে
পেয়ালা চারি মতে
জেনে লও দিন থাকিতে
ও রে আমার মন-ভোলা॥
কোথা আবহায়াত নদী
ধারা বয় নিরবধি
ধরো সেই ধারা যদি
দেখবি অটলের খেলা॥
এপারে কে আনিল
ও পারে কে নেবে বলো
লালন কয়, তারে ভোল
কেন রে কর হেলা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৮০: সময় গেলে রে মন, সাধন

সময় গেলে রে মন, সাধন হবে না
দিন ধরিয়ে তিন সাধন কেনে করলে না॥
জান না মন খালে বিলে
মীন থাকে না জল শুকালে
কি হয় তার বান্দাল দিলে
শুকনো মহানা॥
অসমায়ে কৃষি করে
মিছামিছি খেটে মরে

গাছ যদি হয় বীজের জোড়ে
ফল ধরে না॥
অমাবস্যা পূর্ণিমা হয়
মহাযোগ সে দিনে উদয়
লালন বলে, তার সময়
দন্ডেক রয় না॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৮১: আকার কি নিরাকার

আকার কি নিরাকার সাঁই রব্বানা
আহাদের আহামদের বিচার হৈলে যায় জানা॥
হায়রে আহম্মদ নামেতে দেখি
মিম হরফে লেখে নবী
মিম গেলে আহামদ বাকি
আহামদ নাম থাকে কিনা॥
খুঁজিতে বান্দার দেহে
খোদা সে রয় লুকাইয়ে
আহাদে মিম বসাইলে
আহামদ নাম হয় কি না॥
আহাদের তত্ত্ব জেনে
কারও জ্ঞান বসবে ধড়ে
সিরাজ সাঁই কয়, লালন ভেড়ে
ফাকড়াম বই বোঝে না॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৮২: নবীর আইন পরশ-রতন

নবীর আইন পরশ-রতন
চিনলি না মন দিন থাকিতে।
ও রে সুধার লোভে গরল খাইয়া

মলি রে বিষের জ্বালাতে॥
ও রে রোজা কর, নামাজ পড়
নূর নবীজীর তরিক ধর
ও আবার নবীর তরিক না ধরিলে
ঠকবি রে রোজহাসরেতে॥
আবার নৈরা মান্‌সের কথা
শুনিলে মনে লাগে ব্যথা
তাই লালন বলে ভাঙ্গবি মাথা
পড়েছ কাঠ গোঁয়ারের হাতে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৮৩: কেন রে মন-মাঝি ভাব-নদীতে মাছ

কেন রে মন-মাঝি ভাব-নদীতে মাছ ধরিতে আইলি
ওরে তোর মাছ ধরার ঠনঠনা, শুধু কাদা গায় মাখাইলি॥
আবার লোহ-খসা ঘাই ছিঁড়া জালে
কেমন করে ধরবি মাছ সেই আনাড়ি বাইলে
ভক্তির জোরে জাল না দিলে
টান দিলে জাল উঠে খালি॥
তাই লালন বলে ও মন-মাঝি ভাই
মাছ ধরার কায়দা কৌশল শিক্ষা কারো নাই
এবার শিক্ষা লও গা গুরুর কাছে
মাছে ভরবে দেহ-ডালি॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৮৪: না হলে মন সরল কি

না হলে মন সরল কি ফল মেলে কোথায় ঢুঁড়ে
হাতে হাতে বেড়াই মিছে তওবা পড়ে॥
মক্কা মদিনায় যাবি, ধাক্কা খাবি স্বর্ণঘরে
হাজি নাম পরম লভ্য, তাই দেখি রে॥

মনে যে পড়ে কালাম, তারি সুনাম হুজুর বাড়ে
মন খাঁটি নয়, বাঁধলে কি হয় বনে কুড়ে॥
মন যার হয়েছে খাঁটি, মুখে যদি গলদ পড়ে
খোদা তারে নারাজ নয় রে লালন ভেড়ে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৮৫: দিল-দরিয়ায় ডুবলে সে চরের খবর

দিল-দরিয়ায় ডুবলে সে চরের খবর পায়
নইলে পুথি পড়ে পন্ডিত হইলে কি হয়॥
স্বয়ং রূপ দর্পণে ধরে
মানব-রূপ সৃষ্টি করে
দিব্যজ্ঞানী যারা, ভাবে বোঝে তারা
মানুষ ধরে কার্যসিদ্ধি করে লয়॥
একে তে হয় তিনটি আকার
অযোনি সহজ সংস্কার
যদি ভাব-তরঙ্গে তর, মানুষ চিনে ধর
দিন-মণি গেলে কি হবে উপায়॥
মূল হতে হয় ডালের সৃজন
ডাল ধরলে পায় মূল অন্বেষন
তেমনি রূপ হতে স্বরূপ, তারে ভেবে বিরূপ
অধীন লালন সদা নিরূপ ধরতে চায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৮৬: মুরশিদ জানায় যারে মর্ম সেই

মুরশিদ জানায় যারে মর্ম সেই জানিতে পায়
জেনে শুনে রাখে মনে সে কি করে কয়॥
নিরাকার রয় অচিন দেশে
আকার ছাড়া চলে না সে
নিরন্ত সাঁই অন্ত যার নাই

যা ভাবে তাই হয়॥
মুন্সি লোকের মুন্সিগিরি
আমি কি তাই জানিতে পারি?
আকার নাই যার বরজক কার
বলে সর্বদায়॥
নূরেতে কূল আলম পয়দা
আবার কয় পানির কথা
নূর কি পানি বস্তু জানি
লালন ভাবে তাই॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৮৭: আছে ভাবের তালা সেই ঘরে

আছে ভাবের তালা সেই ঘরে
যে ঘরে সাঁই বাস করে॥
ভাব দিয়ে খোল ভাবের তালা
দেখবি সে মানুষের খেলা
ঘুচে যাবে শমন-জ্বালা
থাকলে সে রূপ-নিহারে॥
ভাবের ঘরে কি মুরতি
ভাবের লন্ঠন, ভাবের বাতি
ভাবের বিভাব হয় এক রতি
অমনি সে রূপ যায় সরে॥
ভাব নইলে ভক্তি কি হয়
ভেবে বুঝে দেখ না এবার মনুরায়
যার যে ভাব সে দেখিতে পায়
লালন কয় বিনয় করে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৮৮: ভক্তি না হইলে মওলা

ভক্তি না হইলে মওলা দীদার কি মেলে
মানুষ-রূপে দীন দয়াময়—ও তারে চিন খেয়ালে॥
একদিন খলিলের মেহমানি ছিল
ও খোদে খোদা সেথায় এসেছিল
কোন পীর পয়গাম্বর না আসিল
ও আইল ফকিরের ছলে॥
এব্রাহিম খলিলউল্লা ছিল
ও আমার মওলা তার মন বুঝিল
ও আপনা পুত্র কোরবানি দিল
মওলার মন পাবার আশায়॥
ফকিরকে জানিও যেমন
ও আমার মওলাকে জানিও তেমন
আলেমে পাইলে দরশন
ও ফকির হালছে বেহালে॥
হরদমে যে করে জিকির
তাহাকে জানিও ফকির
খোদ খোদা তাহার কালবে হাজির
ও ফকির লালন তাই বলে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৮৯: তারে চিনবে কে এই মানুষে

তারে চিনবে কে এই মানুষে
মেরে সাঁই ফেরে কি রূপ সে॥
গোলকে অটল হরি
ব্রজপুরে বংশীধারী
হলেন নদীয়াতে অবতারি
ভক্তরূপে প্রকাশে॥
মায়ের গুরু, পুতের শিষ্য
দেখে জীবের জ্ঞান নৈরাশ্য
এবার কি তাহার মনে উদ্দিশ্য
ভেবে বোঝা যায় কিসে॥

আমি বলি নয় নিরাকার
সে ফেরে স্বরূপ আকার
সিরাজ সাঁই কয় ললন তোমার
কৈ হল রে সে দিশে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৯০: তারে কি আর ভুলতে পারি

তারে কি আর ভুলতে পারি
আমার এই মনে
দিয়েছি মন যে চরণে
অমি যেদিকে ফিরি
সেই দিকে হেরি
ঐ রূপের মাধুরী দুই নয়নে॥
সবে বলে কালো কালো
কালো নয় সে চাঁদের আলো
সেই যে কালাচাঁদ
নাই আর এমন চাঁদ
যে চাঁদের তুলনা করি তাহার সনে॥
দেবের দেব শিব ভোলা
তার গুরু ঐ চিকন কালা
তোরা বলিস চিরকাল
তারি গো রাখাল
কেমন রাখাল জান গে বেদ-পুরাণে॥
সাধে কি মজেছে রাধে
সে কালার প্রেম-ফাঁদে
সে তোরা কি জানবি
লালন বলে, বল্লে কি মানবি
শ্যামের গুণ রাই জানে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৯১: জান গে যা গুরুর কাছে

জান গে যা গুরুর কাছে উপাসনা
কোন মানুষের কেমন কৃতি যাবে রে জানা॥
পুরুষ পরশমণি
কালাকাল তার কি সে জানি
জল দিয়ে সব চাতকিনী
করে সান্ত্বনা॥
যার আশায় জগৎ বিহাল
তার কি আছে সকাল বিকাল
তিলেকমাত্র না দিলে জল
ব্রহ্মাণ্ড রয় না॥
বেদ-বিধির অগোচর সদায়
কৃষ্ণপদ্ম নীতি উদয়
লালন বলে মনের দ্বিধায়
দেখেও দেখো না॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৯২: কৃষ্ণ পদ্মেরি কথা কর রে

কৃষ্ণ পদ্মেরি কথা কর রে দিশে
রাধা কান্তি পদ্মের উদয় হয় মাসে মাসে॥
না জেনে সেই যোগ নিরূপণ
রসিক নাম ধরা সে কেমন
অসময়ে চাষ করলে
তখন কৃষি হয় কিসে॥
সামান্য বিচার কর
বিশ্বাস লইয়ে ধর
অমূল্য ফল পেতে পার
তাহে অনায়াসে॥
শুনতে নাই আন্দাজী কথা
বর্তমানে জান হেথা
লালন কয় সে জন্মলতা
দেখরে কিসে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৯৩: দুই দলে বিরাজ করে

দুই দলে বিরাজ করে
সহজ মানুষ চিনলে না
মনের মানুষ হয় যে জনা॥
এক দম হাওয়ায় চলে
আর এক দম ঘুরছে কলে
আর এক সত্য হলে
অনায়াসে মিলে॥
ও তার দশ দরজা বন্ধ হলে
তখন মানুষ উজান চলে
স্থিতি হয় তার দশম দলে
চতুর দলে বারামখানা॥
নয়নের পূর্ব কোণে
আনন্দ মন মদনে
মন ভুলায় এই দুই জনে
করে অচেতন॥
ও তার বামে কুল-কুণ্ডলিনী
যজ্ঞেরশ্বরী যোগ-রূপিণী
লীলা-নিত্য-কারিণী
ব্রজলীলা যার ঘটনা॥

কথা: ভনিতা নেই তবে লালনের গান বলেই শোনা যায়
সূচী

লালন-৩৯৪: ডুবে দেখ দেখি মন কিরূপ

ডুবে দেখ দেখি মন কিরূপ লীলাময়
যারে আকাশ পাতাল খুঁজি, এই দেহে সে রয়॥
শুনতে পাই চার-কারের আগে
সাঁই শাস্ত্র করেছিল রাগে

এবে সে অটল রূপটাকে
মানুষ রূপ লীলা জগতে দেখায়॥
লামে আলেফে লুকায় যেমন
মানুষে সাঁই আছে তেমন
তা নইলে কি সব নূরী-তন
আদম তোলে সেজদা সালাম করায়॥
আহাদে আহমদ হল
আদমে সে জন্ম নিল
লালন মহা ঘোরে পড়ল
সিরাজ সাঁই কয় লীলার অন্ত না পাওয়া যায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৯৫: মানুষ গুরু কল্পতরু ভজ মন

মানুষ গুরু কল্পতরু ভজ মন
মানুষ হইয়া মানুষ ভজ
পাবা মানুষে মানুষ রতন॥
গুরুকে নাগর কর
নাগরী হইবে দশ ইন্দ্রিয়
অনুশিষ্য করিতে পারিবে।
গুরুসেবা প্রসঙ্গ হইলে
তাতে মিলিবে সিদ্ধি বস্তুধন॥
লীলাতত্ব মিথুনতত্ব যত তত্ব আছে
বিচারিলে ভক্তিতত্ব মিলবে তাহারই কাছে।
অখন্ড মানবদেহে, তাই লালন বলে
জেনে কর তার সাধন॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৯৬: গুরুর ভাব রাখা হইল রে

গুরুর ভাব রাখা হইল রে আমার বিষম দায়
আমি ধরতে চাই সত্য চাইনা, ও আমি আমার নয়॥
গুরুজী দিয়েছে বাক্য
ও আমার মনে প্রাণে হয় না ঐক্য
ওরে তাইতো বুঝি মানবজনম
আমার বৃথা যায়॥
গুরুর সাথে লেনা-দেনা
ওরে বিনামূল্যে বেচা-কেনা
লালন বলে তাইতে বুঝি
গুরুর কাছে শিষ্য বান্দা রয়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৯৭: গুরুর নাম লইয়া তুই বস

গুরুর নাম লইয়া তুই বস না ধ্যানে
মন তোর এত ভাবনা কেনে?
ঢোল আর সারিন্দা বেহালা
বাজাও তুমি কি কারণে?
তোমার দেহকে সারিন্দা বানাইয়া
বাজাও না কেন রাত্রদিনে?
ফোঁটা তিলক তসবি-মালা
তা জপো কি কারণে?
ফকির লালন বলে
তোমার দেহে আছে ছয়জন রিপু
বলি দাও গুরুর শ্রীচরণে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৯৮: গুরু বলে ধর পাড়ি, মন

গুরু বলে ধর পাড়ি, মন হুঁস থাইকো
ও নদীর উজান বাঁকে॥
ও নদীর মাঝখানে বসি
আছে এক মেয়ে রাক্ষসী
ও তার সুখ-সন্তান বেশি
ও মালের জাহাজ পাইলে পড়ে
ও সে মাল লুটে নেয় চুমুকে
ও নদীর উজান বাঁকে॥
ও নদীর তিন ধারে তিন জন
ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিলোচন
পাহাড়া দিচ্ছে সর্বক্ষণ
ও নদীতে বান ডাকিলে সুধা উঠে রে
ও তারা পান করে বসে সুখে
ও নদীর উজান বাঁকে॥
ও ফকির লালন শাহ তাই কয়
নদীর বান্দাল রাখা দায়
ও যেন কোন সময় কি হয়
প্রেম-নদীতে ডুব না কিনু
যেমনি ডুব দিলে ডুব যায় ফাঁকে
ও নদীর উজান বাঁকে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৩৯৯: গুরু বল, নৌকা খোল

গুরু বল, নৌকা খোল
সাধের জোয়ার যায়।
আমার মন পবনের ঢেউ উঠেছে
প্রেমের বাদাম দেও নৌকায়॥
আবার পাছের নৌকায় মাঝি ভাল
তারা বেয়ে আগে গেল
ও আবার ফিরে ফিরে চায়
আবার মন-মাঝি সে ডেকে বলে

নাও লাগাইও প্রেম-তলায়॥
একে তো জীর্ণ তরী
পাপের বোঝায় হইছে ভারি
তাই লালন বলে কোন দিন যে ডুইবা মরি
ওরে গুরু আইসা হও কান্ডারী
সেই প্রেমের নৌকায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪০০: গুরুর দয়া যারে হয় সেই

গুরুর দয়া যারে হয় সেই জানে॥
হায় জলের ডিম্ব আলের উপর
অথ গোলক মাঝার
সিন্ধুতে হয় বিন্দু তাহার
আছে এই দেহ ভুবনে॥
গুরু দয়া যারে হয় সেই জানে॥
শহরে সহস্র ধারা
তিন পথ তার এক মাহেরা
আলেক সওয়ার পবন ঘোড়া
মানুষ চলে ধারা ত্রিপিনে॥
গুরু দয়া যারে হয় সেই জানে॥
হাতের কাছে আলেক শহর
রঙ-নিরঙে উঠছে লহর
সিরাজ সাঁই কয় লালন রে তোর
ও কথা আছে গোপনে॥
গুরু দয়া যারে হয় সেই জানে॥

অন্যরূপ

গুরুর দয়া যারে হয় সেই জানে
সে রূপে সাঁইর লীলাখেলা এ দেহ-ভুবনে॥
জলে ডিম্ব আগের উপর
অথ প্রলয়ের মাঝার
বিন্দুতে সিন্ধু তাহার

ধারা ত্রিগুণে॥
শহরে সহস্র পাড়া
ঐ পথ তার এক মহড়া
আলেক ছায়ার পবন ঘোড়া
ফিরছে সেইখানে॥
হাতের কাছে আলেক শহর
রূপে রূপে হচ্ছে লহর
সিরাজ সাঁই কয় লালন রে তোর
সদাই ঘুরে মনে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪০১: অকুল পাড় দেখে মোদের লাগল

অকুল পাড় দেখে মোদের লাগল রে ভয়
মাঝি বেটা বড় ঠেঁটা।
হাল ছেড়ে বগল বাজায়॥
উজান ভাটি তিনটি নালে
দোম দমা দোম বেদম কলে
এক শব্দ হয় তার পুরে ঘাটে
গুরুর গুরু পবন গুরু
প্রেম আনন্দে সাঁতার খেলায়॥
সামনেতে অপার নদী
পার হয়ে যায় ছয়জন বাদি
কিরূপ লীলাময়।
লালন বলে ভাব জানিয়ে
ডুব দিয়ে রত্ন উঠায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪০২: পাগল দেওয়ানের মন কি ধন

পাগল দেওয়ানের মন কি ধন দিয়ে পাই।
বলি যে আমার আমার
আছে কি ধন আমার
সদা মনে মনে ভাবি তাই॥
দেহ মন ধন দিতে হয়
সেও ধন তারি, আমার তো নয়
আমি মোট চালাই॥
আবার ভেবে দেখি
আমি বা কি?
তাও তো আমার হিসাব নাই॥
ওসে পাগলাটার যে পাগলা খিজি
নয় সামান্য ধনে রাজি
কোন ভাবে ভাব মিশাই॥
পাগলা ভাব না জেনে
যায় যদি শ্মশানে
পাগল হয় কি অঙ্গে মাখলে ছাই॥
ওসে পাগল ভেবে পাগল হলাম
সেই পাগল কয়, সবল হলাম
আপন পর তো ভুলি নাই॥
অধীন লালন বলে
আপনার আপনি ভোলে
ঘটে প্রেম, পাগলের এমনি বাই॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪০৩: সে কোন মানুষ এসে এই

সে কোন মানুষ এসে এই দেহে বইসে
—আবার মন মানুষকে চেতন দিতেছে॥
ওসে কে দিল বীজ
ও তার না হয় হদিছ
তাইতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব
তাইতে জপতেছে॥

সেই সে মানুষ পঞ্চ আত্মা হয়
ও ফকির লালন তাই কয়
সে পঞ্চ আত্মা হইয়া জীব আত্মাকে
চেতন রেখেছে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪০৪: রসিকের ভঙ্গিতে যায় চেনা

রসিকের ভঙ্গিতে যায় চেনা
দেখ তার শান্ত চিত্ত ঊর্দ্ধ রতি
হয় বরণ কাঞ্চা সোনা॥
সহজ হইয়া সহজ বস্তু সেধেছে যে জনা
তার কাম সাগরে চর পড়েছে
প্রেম সাগরে জল আঁটে না॥
চণ্ডীদাস আর রজকিনী
তারই প্রেমের ধন্য শুনি
এমনি প্রেমিক কয়জনা?
তারাই এক মরণে দুইজন মরে
এমন মরা মরে কয়জনা॥
লালন শা দরবেশে বলে
শোন রে কিনু বলি তোরে
আবার রসিকের প্রেম মার্কামারা
মইলে তাদের প্রেম ছোটে না॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪০৫: প্রেম করা কি মুখের কথা

প্রেম করা কি মুখের কথা
আপ্ত সুখের আশা থাকতে হবে না রে তা॥
রাধার প্রেম থেকে হরি
হইলে দণ্ডধারী—

আসিয়া এই নদীয়া পুরী
বেহাল হইয়া মুড়ালেন মাথা॥
এক প্রেমিক সে কবীর ভক্ত
সদাই কৃষ্ণের দরশন পেত
লালন বলে, আমারা সে ত
প্রেম করা কাম লোভী যথা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪০৬: শুদ্ধ প্রেমের প্রেমী যে জন

শুদ্ধ প্রেমের প্রেমী যে জন হয়
মুখে কথা ক'ক না ক'ক
তার নয়ন দেখলে চেনা যায়॥
মনিহারা ফণি যেমন
প্রেম-রসিকের দুইটি নয়ন
কি দেখে কি করে সেজন
কে তাহার অন্ত পায়॥
রূপে নয়ন ঝুরে খাঁটি
ভুলে যায় সে নাম-মন্ত্রটি
চিত্রগপ্ত তার পাপ পুণ্য
কি রূপে লেখে খাতায়॥
সাঁইজী কয় বারে বারে
শোন রে লালন বলি তোরে
তুমি মদন-রসে বেড়াও ঘুরে
সে প্রেম সনে কই দাঁড়াও॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪০৭: জলে স্থলে ফুল-বাগিচা ভাই

জলে স্থলে ফুল-বাগিচা ভাই
এমন আর দেখি নাই॥
ফুলের নামটি নীল লাল জবা
ও তার ফুলে মধু, ফলে সুধা
ও তার ভঙ্গি বাঁকা।
সে ফুল তুলতে গেলে মদনা-সাপা
সে যে সদায় ছাড়ে হাই
এমন আর দেখি নাই॥
ফুলের রসিক যারা মর্ম জেনে
হা রে ডুব দিল সে জীবন-ফুলে
ঐ ফুল তুলে বইসে।
তার মরণের ভয় কি আর আছে
ও দিবে শ্রীগুরুর দোহাই
এমন আর দেখি নাই॥
এবার ব্রহ্মা মাকে করে বাধ্য
মদন রাজার সঙ্গে যুদ্ধ
দেখব কার কি সাধ্য।
ও ফকির লালন বলে, ঐটা মৈলে
ও যাইত আমারই বালাই
এমন আর দেখি নাই॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪০৮: ফেরেব ছেড়ে কর ফকিরি

ফেরেব ছেড়ে কর ফকিরি
দিন তোর হেলায় হল আখিরি॥
ফেরেবি ফকিরি ছাড়া
দরগা নিশান ঝান্টা-গাড়া
গলে বেঁধে হড়ামড়া
সিন্নি খাওয়ার ফকিরি॥
আসল ফকিরি মতে
বাহ্য আলাপ নাই গো তাতে

চলে শুদ্ধ সহজ পথে
অবোধ-গোবধের চটক ভারি॥
নাম গোয়ালা কাঁজি ভক্ষণ
তোমার দেখি তেমনি লক্ষণ
সিরাজ সাঁই কয় অবোধ লালন
সাধুর কাছে জুয়াচুরি॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪০৯: মন-চোরা রে ধরবি যদি মন

মন-চোরা রে ধরবি যদি মন
ফাঁদ পেতে আজি ত্রিপীনে
অমাবস্যা পূর্ণিমাতে
বারামখানা সেইখানে॥
ত্রিপীনে ত্রিধারা বয়
তার ধারা চিনে ধরতে পারলে হয়
কোন ধারায় তার সদায় বিহার
হচ্ছে ভাবের ভুবনে॥
সামান্যে কি যায় তারে ধরা
আট প্রহরই দিতে হয় পারা
কখন এসে ধারায় মেশে
কখন রয় নির্জনে॥
শুক্লপক্ষে ব্রহ্মাণ্ডে গমন
কৃষ্ণপক্ষে যায় নিজ ভুবন
সাঁই লালন বলে সেরূপ লীলা
দিব্যজ্ঞানী সেই জানে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪১০: এই মানুষ কি কথায় ধরা

এই মানুষ কি কথায় ধরা যায়?
মনে প্রাণে ঐক্য করিয়া
নির্জনে সাধন করিতে হয়॥
বাহ্য কাম ত্যাজ্য করে
ঐ থাকতে হবে নিরিখ ধরে
মাছরাঙ্গা পাখি যেমন রয়
ওসে দমের ঘরে বেঠিক হলে
ঐ মানুষ পলকে হারায়॥
তাই লালন শাহ দরবেশে বলে
আছে মানুষ ঐ রূপের ঘরে
ঐ রূপ নিহারে বাঁধ না তারে
গোপীগণে সাধন করলে
সেই মানুষ ধরা যায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪১১: অসার ভেবে সারা দিন গেল

অসার ভেবে সারা দিন গেল আমার
সার বস্তুধন এবার হলাম রে হারা
হাওয়া বন্ধ হলে সব যাবে বিফলে
দেখেশুনে লালস গেল না মারা॥
গুরু যারে সদয় হয় এ সংসারে
লোভে সঙ্গ দিয়ে সেই যাবে সেরে
অঘটায় আজ মরণ আমারে
জানলাম না রে গুরুর করণ কি ধারা॥
মহতে কয় পূর্বে থাকলে সুকৃতি
দেখতে শুনতে গুরুর পদে হয় রতি
সেই পূণ্য মোর থাকিত যদি
তবে কি হইতাম এমন পসরা॥
সময়ে ছাড়িয়ে জানিলাম এখন
গুরুর কৃপা নইলে বৃথা সে জীবন
বিনয় করে কয় অধীন লালন
মনরে আর কি আমি এবার পাব কিনারা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪১২: কোন রসে রতির খেলা

কোন রসে রতির খেলা
জানতে হয় এই বেলা॥
সাড়ে তিন রতি বটে
লেখা যায় শাস্ত্র পাঠে
সাধ্যের মূল তিন রস ঘটে
তিনশ ষাট রসের বালা।
জানলে সে রসের মরম
রসিক তারে যায় বলা॥
তিন রস সাড়ে তিন রতি
বিভাগে করে স্থিতি
গুরুর ঠাঁই জেনি পাতি (****)
শাসন করে নিরালা।
তার মানব জনম সফল হবে
এড়াতে হবে শমন-জ্বালা॥
রস রতির নাই বিচক্ষণ
আন্দাজে করি সাধন
কিসে হয় প্রাপ্ত কি ধন
ঘোচে না মনের ঘোলা।
আমি উজাই কি ভেটেল পড়ি
ত্রিপিণীর তীর নালা॥
শুদ্ধ প্রেম রসিক হইলে
রসরতি উজান চলে
ভিয়ানে সদ্য ফলে অমৃত মিছরি ওলা।
লালন বলে, আমার কেবল
শুধুই জল তোলা ফেলা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪১৩: কুলের বউ ছিলাম, রাঁড়ি

কুলের বউ ছিলাম, রাঁড়ি হলাম নাড়া-নাড়ির সাথে
কুলের আচার, কুলের বিচার আর কি ভুলি সেই ভোলাতে॥
ভাবের নাড়ি ভাবের নাড়া
কুল নাসালাম জগৎ জোড়া
করণ তার উল্টা দাঁড়া
বিধির ফাঁড়া কাটবে যাতে॥
হয়েছি নাড়ার নাড়ি
পরনে পড়েছি ধড়ি
দিব না আচাই কড়ি
বেড়াব চৈতন্য পথে॥
আসতে নাড়া যেতে নাড়া
সুফি বল ঘোড়া জোড়া
লালন কয় আগাগোড়া
জানিয়ে মাথা হয় কামাতে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪১৪: সদায় সে নিরঞ্জন নীরে ভাসে

সদায় সে নিরঞ্জন নীরে ভাসে
যে জানে সে নীরের খবর
নির্ঘাটায় তারে খুঁজিলে পায় অনায়াসে॥
বিনা মেঘে নীর বরিষণ
করিতে হয় তার অন্বেষণ
জগতে হল ডিম্বের গঠন
থাকিয়ে অবিম্ব শুভবাসে॥
যথা নীরের হয় উৎপত্তি
সেই আব্রহ্মে জন্মে শক্তি
মিলন হল উভয় রতি
ভাসল যখন নরাকারে এসে॥
নীর নিরঞ্জন অবতার
নীরেতে সব করবে সংহার
সিরাজ সাঁই তাই কয় বারেবার
দেখরে লালন আপ্ততত্ত্ব বশে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪১৫: রাধারানীর ঋনের দায়

রাধারানীর ঋনের দায়
গৌর এসেছে নদীয়ায়॥
বৃন্দাবনে কানাই আর বলাই
নৈদে এসে নাম ধরেছে
গৌর আর নিতাই
করে মা যশোদা বেধেছিল
হাত বুলাইলে জানা যায়॥
বৃন্দাবনের ননী খেয়ে পেটও ভরে নাই
নৈদে এসে দৈ চিড়াতে
ভুলেছে কানাই
তুমি কোন ভবেতে কপ্‌নি নিলে
সেই কথা বল আমায়॥
তুমি কৃষ্ণ হরি দয়াময়
তোমাকে যে চিনতে পারে
অধীন লালন কয়
তুমি ধরতে গেলে না দেও ধরা
কেবল গোপীগণের মন ভোলায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪১৬: গৌর প্রেম আথায় আমি ঝাঁপ

গৌর প্রেম আথায় আমি ঝাঁপ দিয়ে চিতায়
এখন আমার প্রাণ বাঁচা ভার করি কি উপায়॥
ইন্দ্র বারি শাসিত করে
উজান ভাটা বাইতে পারে
সে ভাব আমার নাই অন্তরে
কোট সাধি কথায়॥

একে সে প্রেম-নদীর জলে
থায় মেলে না নোঙর ফেলে
বেহুসারি নাইতে গেলে
কাম-কুমীরে খায়॥
গৌর-প্রেমের এমনি লেঠা
আসতে ভাটা যেতে ভাটা
না বুঝে মুড়ালাম মাথা
অধীন লালন কয়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪১৭: মন কি ইহাই ভাবো-আল্লা পাব

মন কি ইহাই ভাবো-আল্লা পাব নবী না চিনে?
কারে বলিস নবী, দিশে পালি নে॥
যার নূরে হয় আদম পয়দা
সে নবীর তারিক জুদা
নূরের পেয়ালা খোদা
দিলেন তারে খোদ অঙ্গ জেনে॥
বীজ মালেক সাঁই, বৃক্ষ নবী
দেল ঢুঁড়িলে জানতে পাবি
আমি বলবো কি সে বৃক্ষের থুবি
তার এক দিল আর ডালে দোলে॥
চার-কারের উপর দেখো
রাগ পাত্রে সে ছিল কে গো
পূবের পর তার খবর রেখো
তবে জানবি লালন নবীর ভেদ মনে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪১৮: নবীর আইন বোঝা সাধ্য নাই

নবীর আইন বোঝা সাধ্য নাই
যার যেমন বুদ্ধিতে আসে বলে তাই॥
বেহেস্তের লায়েক আম্বক সবে
তাই শুনি হাদিস কেতাবে
এ মতো কথার হিসাবে
আমি বেহেস্তের গৌরব কিসে জানতে পাই॥
ঠকলে বলে আমরক বোকা
সেই আমরক পায় বেহেস্তে জাগা
এতো বড় পূর্ণ ধোকা
কে ঘুচাবে ধোকা, কোথা যাই॥
রোজ নামাজ বেহেস্তের ভজন
তাই করে কি আম্বক সেজন
বিনয় করে বলছে লালন
থাকতে পারে ভেদ মুরশিদের ঠাঁই॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪১৯: আদমে আহম্মদ এসে নবী নাম

আদমে আহম্মদ এসে নবী নাম সে জানালে
যে তনে করিলে সৃষ্টি
সে তন কোথায় রাখিলে॥
নবী যারে মানিতে হয়
উচিত বটে তাই চিনে লয়
পুরুষ কি প্রকৃতি আকার
সৃষ্টি ও সৃজন কালে॥
আর খালেক নামে পরওয়ার
নবী রূপ সে আবার
জন্ম-মৃত্যু হয় যদি তার
শরার আইন চলে॥
আহম্মদ নামে যদি ভাই
মানুষ লীলা করে সাঁই
লালন বলে তবে যাই
এ চরণ তলে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪২০: যে পথে সাঁই চলে ফিরে

যে পথে সাঁই চলে ফিরে
ও তার খবর কে করে?
যে পথে আছে সদায়
ভীষণ কালনাগিনীর ভয়
যদি কেহ আজগুবি যায়
ওমনি উঠে ছোঁ মারে॥
পলক ভরে বিষ ধেয়ে
উঠে ব্রহ্মা অন্তরে॥
সেই যে অধর ধরা
ধরতে চায় যারা
চৈতন্য গুণী যারা
গুণ শিখি থাদের দ্বারে॥
সামান্যে কি পারবি যেতে
সেই কুকাফের ভিতরে॥
ভয় পেয়ে জন্মাবিধি
সে পথে না যাও যদি
হবে না সাধন সিদ্ধি
তা শুনে মন ঝুরে॥
ও লালন বলে যা কর হে
থাকতে হবে পথ ধরে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪২১: যে জন সাধকের মূল গোড়া

যে জন সাধকের মূল গোড়া
বেমুরিদ বেতালিব সে তো
ফিরছে সদায় বেদ ছাড়া॥

গুপ্ত নূরে হয় তার সৃজন
গুপ্ত ভাবে করছে রে ভ্রমণ
নূরেতে নূর নবী হল
    সেই কথাটি দেশ জোড়া॥
পীরের পীর ও দস্তগির হয়
মুরশিদেরও মুরশিদ বলা যায়
চিনতে পারে তারে
    যদি পায় সে পথের ছাড়া॥
কেউ বলে সে মূলাধারের মূল
মুরশিদ বিনা জানবে কে তার উন
সাঁই লালন বলে, ভেদ না জেনে
    ঝকমারি তার বেদ পড়া॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪২২: যার আছে নিরিখ নিরূপণ

যার আছে নিরিখ নিরূপণ
        দরশন সেই পাইয়াছে
তার অন্যদিকে মন ভোলে না
        এক মন ধইরা বসে আছে॥
এই ভাণ্ডে জল ঢেলে ফেলে
শ্যাম বলে উঠাইলে
আবার আধা যায় খাকে মিলে
    আর কি মিলে?
সেখানে নাই টলাটল
        সে অটল হয়ে বসে আছে॥
ফকির লালনের বাণী
ক্ষণে আগুন ক্ষণে পানি
কি বলব সেই নামের ধ্বনি
    সিরাজ সাঁইয়ের গুণী।
সে যে বাতাসের সাথে তাল লাগাইয়া
        বাতাস ধরে বসে আছে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪২৩: মনের সনে ঠিকানা হলো না

মনের সনে ঠিকানা হলো না এতো দিনে
আমি আছি কোথায় যাবো কার সনে॥
আমার বাড়ি আমার ঘর
বলা কেবল ঝকমারি সার
পলকে সব হবে ফানা
সংসার কোন দিনে॥
পাকা দালান কোঠা দিবো
মহাসুখে বাস করিবো
ভোলা মন রে কখন
যাবে শ্মশানে॥
আমি কি করিতে কি করি
পাপে বোঝাই হইল তরী
লালন কয়
তরঙ্গ ভারি সামনে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪২৪: থাক না মন একান্ত

থাক না মন একান্ত হয়ে
গুরু গোঁসাইয়ের রাগ লয়ে
চাতকের প্রাণ যদি যায়
তবু কি অন্য জল খায়?
ঊর্ধ মুখে থাকে সদায় চেয়ে
নব ঘন জল চেয়ে॥
এক নিরিখ দেখ ধনি
সূর্যগত কমলিনী
দিনে বিকশিত তেমনি নিশিতে মুদিত

তেমনি জেন ভক্তের লক্ষণ
এক রূপে বান্ধে হিয়ে॥
বহু বেদ পড়াশোনা
সন্নিতে পায় রে মনা
সদাশিব যোগী সে না কিঞ্চিৎ ধ্যান করিয়ে
ও সে শ্মশানে মশানে ফেরে
কিঞ্চিতের লাগিয়ে॥
গুরু ছেড়ে গৌর ভজে
তাতে নরকে মজে
দেখ না পুথিপথি সত্য কি মিছে কহে
মন তোরে বঝাব কত
লালন কয় দিন যায় বয়ে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪২৫: মুখের কথায় কি সে চাঁদ

মুখের কথায় কি সে চাঁদ ধরা যায়
রসিক না হলে
যে চাঁদ দেখলে ওমনি ত্রি-জগৎ ভোলে॥
সাম্বুরসের উপাসনা
না জানিলে রসিক হয় না
গজমতি গো-রচনা
নানা শস্য যাতে ফলে॥
মনমোহিনীর মনহরা
যে রসে পড়েছে ধরা
জানতে পারে রসিক যারা
অহিমুণ্ডে উভয় ধীর হলে॥
নিগূঢ় প্রেম রসবতীর কথা
জেনে মুড়াও মনের মাথা
কেনে লালন ঘুরিস বৃথা
শুদ্ধ সহজ রাগের পথ ভুলে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪২৬: দিনের ভাব যেদিন উদয় হবে

দিনের ভাব যেদিন উদয় হবে
সেইদিনে মন, ঘোর অন্ধকার ঘুচে যাবে॥
মণিহারা ফণির মতন
তেমতি ভাব রাগের করণ
অরুণ বসন ধারণ
বিভূতি ভুষণ লবে॥
ভাব শূন্য হৃদয়ের মাঝার
মুখে পড় কালাম আল্লার
তাইতে কি মন হবি তারণ
ভেবেছ এবার॥
অঙ্গে ধারণ কর বেহাল
হৃদয়ে জ্বালো প্রেমের মশাল
দুনয়ন হইবে উজ্বল
মুর্শিদ-বস্তু দেখতে পাবে॥
সাঁই সিরাজের হক্কের চরণ
ভেবে কহে ফকির লালন
কথায় কি হয় তার অচরণ
খাঁটি হও মন দিনের ভাবে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪২৭: চাঁদ ধরা ফাঁদ জান না

চাঁদ ধরা ফাঁদ জান না মন
নেহাজ নাই তোমার
নাচানাচি সার
একবার লাফ দিয়ে ধরতে চাও গগন॥
সামান্য রসে তার পণ্য পাবে কে

কেবল প্রেম রসের রসিক ও সে॥
ও সে প্রেম কেমন
কর নিরূপণ
প্রেমের সন্ধি জেনে থাক চেতন॥
ভক্তি পাত্র আগে কর রে নির্ণয়
মুক্তিদাতা এসে যথা বারাম দেয়
নইলে হবে না
প্রেম উপাসনা
মিছে জল বাড়িয়ে হবে মরণ॥
মুক্তিদাতা আছে নয়নের অজান
ভক্তি পাত্র সিঁড়ি দেখ বর্তমান
মুখে দীন দীন বল
সিঁড়ি ধরে চল
সিঁড়ি ছাড়লে ফাঁকে পড়বি লালন॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪২৮: কার বাড়ি কর গো বসত

কার বাড়ি কর গো বসত
এ বাড়ি তো তোমার না॥
বাড়ি করার বাঞ্ছা কর
আগে গিয়ে মানুষ ধর
গুরুর কাছে পাট্টা কর
অনুমানে রেখো না॥
আপন ঘরের নাই ঠিকানা
বাঞ্ছা কর মন পরকে চেনা
ফকির লালন বলে পাট্টা কর
অনুমানে হবে না॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪২৯: তরিকাতে দাখিল না হলে

তরিকাতে দাখিল না হলে
শরিয়তে হবে না সিদ্ধি
পড়বি গোলমালে॥
শরার নামাজের বিচ
আরকান আহকাম তের চিজ
তরিকতের আরকাম আহকাম
কয় চিজ বলে॥
সালেকি মজ্জবি হয়
হকিকতে পরিচয়
মারফত সিদ্ধির মকাম
দেখ না রে খুলে॥
আপ্ততত্ত্ব জানে যে
সব খবরের জবর সে
লালন ফকির ফেরে পল
নিগূঢ় পথ ভুলে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৩০: যে ভাব গোপীর ভাবনা

যে ভাব গোপীর ভাবনা
সামান্যের কাজ নয় সে ভাব জানা॥
বৈরাগ্যের ভাব বেদের বিধি
গোপিকা-ভাব প্রেমের নিধি
ডুবে থাকে তাহে নিরবধি
রসিক জনা॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যারে
পায় না যোগ ধ্যান করে
সেই কৃষ্ণ গোপীর দ্বারে
রয়েছে কেনা॥
যে জন গোপী অনুগত
জেনেছে সেই নিগূঢ় তত্ত্ব
লালন কয় রসিক মত্ত
পেয়ে সেই রসের ঠিকানা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৩১: আরে আমার মন যেন আজ

আরে আমার মন যেন আজ কেমন করে
না দেখলে তারে॥
এই না দেখিয়ে ছিলাম ভাল
কেন বা আইসে দেখা দিল
দেখা দিয়ে চলে গেল
পাগল কইরা আমারে॥
সে কালা মোর চতুর আলী
ও আবার ননীচোরা বনমালী
রসিক নাম ধরে
সে যে বাজায় মোহন-বাঁশী
রাধার স্বরে গান করে॥
শুনেছি তার মধুর বচন
ভাঙ্গি বাঁকা দুইটি নয়ন
মন নিছে হরে
লালন কয়, তোর বল সজনি, অভাগিনী
আমি নি পাব তারে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৩২: মোর সাঁইর আজব লীলাখেলা

মোর সাঁইর আজব লীলাখেলা
তা কেউ বুঝতে পারে
আপনি রাজা আপনি প্রজা ভবের পরে॥
আহাদ রূপ লুকায় হাদি
আহমদি রূপ ধরে
এ মর্ম না জেনে বান্দা
পড়বি ফেরে॥

বাজিগর পুতলা নাচায়
কথা কহায় আপনি তারে
জীবদেহে সাঁই চলায় ফেরায়
সেই প্রকার॥
আপনারে চিনবে যেজন
পসবে সেজন ভেদের ঘরে
সিরাজ সাঁই কয় লালন
কি আর বেড়াও ঢুঁড়ে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৩৩: চিরদিন দুখের অনলে প্রান জ্বলেছে

চিরদিন দুখের অনলে প্রান জ্বলেছে আমার
আমি আর কতদিন
জানি অবলার প্রাণ
এ জ্বলনে জ্বলব, ওহে দয়াময়॥
দাসী মলে ক্ষেতি নেই, যাই হে সরে যাই
দয়াল নামের দস্যু রবে হে গোঁসাই
আমায় দাও দুঃখ যদি
তবু তোমায় সাধি
তোমা বিনে দোহাই আর দিব কার॥
ও মেঘ হয়ে উদয়, লুকালে কোথায়?
প্রবাসীর প্রাণ গেল প্রবসায়
আমার কি দোষের ফলে
এ দশা ঘটালে
তুমি চাও হে নাথ, ফিরে চাহ একবার॥
আমি উড়ি হাওয়ার সাথ, ধরি তোমার হাত
তুমি না তরালে, কে তরায় হে নাথ
আমায় ক্ষেম অপরাধ
দাও হে শীতল পদ
লালন বলে প্রাণে সয় না রে আর॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৩৪: কে বোঝে সাঁইর লীলা খেলা

কে বোঝে সাঁইর লীলা খেলা
ও সে আপনি হয় গুরু, আপনি চেলা॥
সপ্ততলার উপরে সে
নিরূপে রয় অচিন দেশে
প্রকাশ্য রূপ নিলে বা সে
চেনা যায় না লেগে বেদের খেলা॥
অঙ্গের অবায় সবে সৃষ্টি
করিল সে পরম ইষ্টি
তবে কেনে আকার নাস্তি
বলি না জেনে সে ভেদ নিরালা॥
যদি কার হয় চক্ষুদান
সেই দেখে সেই রূপ বর্তমান
লালন বলে তাহার জ্ঞান-ধ্যান
হরে দেখিয়ে সব পুথিপালা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৩৫: খালি ভাঁড় থাকবে রে পড়ে

খালি ভাঁড় থাকবে রে পড়ে
দিনে দিনে কর্পূর যতো যাবে রে উড়ে॥
অমূল্য কর্পূর যাহা
ঢাকা দেওয়া আছে তাহা
কেমনে প্রবেশে হাওয়া
কর্পূরের ভাঁড়ে॥
মন যদি গোলমরিচ হত
তবে কি আর কর্পূর যেতো
তিলেকাদি না থাকিত

সৎ সঙ্গ ছেড়ে॥
সে ধন রক্ষিবারে মন
নিলে না গুরুর শরণ
লালন বলে বেড়া এখন
আগাড়-বাগাড়ে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৩৬: লইয়ে গুরুর মন্ত্র ছাড় হে

লইয়ে গুরুর মন্ত্র ছাড় হে যন্ত্র
ঠিক হইয়া বও তরীর পর
প্রেমের বড়শি ফেলবি জলে খবরদার॥
হায় গো, পাকাও এক রাগের সুতা
ছয় তারে করে একেস্তার
ভাবের একটি টোম লাগাইয়া গেঁথে দাও সুতায়
ও নিচে সাড়া পেলে ভেসে উঠবে
আরও ব্রহ্মাকোরা একেস্তার॥
ও নদীতে সদায় উঠে জল
ও সে করছে টলমল
রাগের ছড়ি ছিপের বাড়ি
খেলে বেটা শুকনায় হবি তল
কত রসিক জেলে জাল দেখাইয়া
প্রাণ নিয়ে দিচ্ছে সাঁতার॥
ও আবার দেখে নদীর কূল
ও তোর লাগবে মহাভুল
টেপায় নিবে আধার কেটে
বেটা হবি নামাকুল
ফকির লালনের হয় এমনি দশা
ও যেমন ভেদায় রুই করেছে আহার॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৩৭: যে উন্মত্ত হইয়াছে প্রেমের ডুরিতে॥

যে উন্মত্ত হইয়াছে প্রেমের ডুরিতে॥ (*****)
আল্লার হাতে কোরান খানি
নিচে আগুন, উপরে পানি
তারি মধ্যে কাদের গনি
বইসা ঐ নাম জপতেচে॥
শুনেছি ত্রিবেণীর ঘাটে
আজগুবি এক ফুল ফুটেছে
সেই ফুল আছে মায়ের কাছে
ও ফুল রসিক ধইরাছে॥
যে তারে কইছে ধরো
খোদার ছোট, নবীর বড়
ফকির লালন বলে নড়চড়
থাক সেই চরণে মিশে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৩৮: যারে ভাবলে পাপীর পাপ হরে

যারে ভাবলে পাপীর পাপ হরে
দিবানিশি ডাক মন তারে॥
গুরুর নাম সুধা-সিন্ধু
পান কর তাহাতে বিন্দু
সখা হবে দিন-বন্ধু
অন্য ক্ষুধা রবে না রে॥
সে নাম প্রহ্লাদ হৃদয় করে
অস্থির কুন্ডে প্রবেশ করে
কৃষ্ণ নরসিংহ রূপ ধারন করে
হিরণ্য কৈশোরে মারে॥
বলছে লালন, মন রসনা
ভাবলি না শেষের ভাবনা
মহাজনের ষোল আনা
একদিন বলে তা ভাবলি না রে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৩৯: গুরু-শিষ্য এক আত্মা

গুরু-শিষ্য এক আত্মা যদি হওয়া যায়
ওরে তারে ধরতে বড় দেরী নয়, চিনতে বড় দেড়ী নয়॥
গুরু-শিষ্য একই আত্মা, শিষ্য যদি দর জাগায়
শিষ্য হইতে গুরুর উদ্ধার, এমন শিষ্য কয়জন হয়॥
শিষ্যের বাড়ি ফুল-বাগিচা, ফুলের অঙ্কুরে আছে গুরুর ঠাঁই
গুরুর অঙ্কুরে না বসিলে তাকে কেবা শিষ্য কয়॥
ফকির লালন বলে সাঁইর বচন, শিষ্য হওয়া বড় দায়
তিন মনকে এক মন করে, ঐ চরণে সাধন ভজন করতে হয়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৪০: কি আনন্দ ঘোষপাড়াতে

কি আনন্দ ঘোষপাড়াতে
পাপী তাপী উদ্ধারিতে
দুলালচাঁদকে লয়ে সাথে
বসেছেন মা ডালিমতলাতে॥
কে বোঝে মা তোমার খেলা
বসালে এই দোলের মেলা
অন্ধ আতুর বোবা কালা
মুক্তি হয় মা তোর কৃপাতে॥
কেনো গো সতী স্বরূপিনী
সামনে আছে সুরধ্বনী
অনেক দূরে ছিল শুনি
এগিয়ে এল তোর কাছেতে॥
লালন কর তোর মনকে খাঁটি
ডালিমতলার নিয়ে মাটি
হারাস যদি হাতের লাঠি
পড়বি খানা আর ডোবাতে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৪১: আমার মনে যারে চায় তারে

আমার মনে যারে চায় তারে কোথায় পাই
ও মনরে কি দিয়ে বুঝাই
দেখা পাইলে চলে যাইতাম রে
যাইত এ দুনিয়ার বালাই॥
ছিলাম জননীর কোলে ভজন ভজিব বইলে
শিশুকালে রিপু আইসে ফাঁকি দেয় গলে
আমি মায়ার রসে সর্বনাশে
বাজাই দোজখের নাই॥
ও গুরু তোমার নামের অন্ত নাই
কোন নামটি শুধাই
তোমার নামের মূল অর্থ কি
আমি শুনতে চাই
আমি চার বৎসর চার দেশে ঘুইরা রে
তাই লালন বলে তোমারে না পাই॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৪২: কামরূপের ঘাটে যেও না রে

কামরূপের ঘাটে যেও না রে মন আমার॥
সেই কামরূপের ঘাটে জোয়ার আইসে ভেসে যায়
আবার প্রেম পাহাড়ে ধাক্কা লাগে
মণিপুর পাথর চুয়ায়॥
আবার চাবি ছোড়ানি নাই কো যার
জোগালের পর নিশা হয়
যেদিন যোগানলে খবর আসবে
দেখবি রে অকুল পাথার॥
তাই লালন শাহ দরবেশ বলে

গুরুবস্তু চিনলে না
সেই মণিপুরে মালের গোলা
নজর করে দেখলে না॥
পরকালের ভাবনা না ভাবে
একদিন তো ডুবতে হবে
সেদিন হু হু করে শব্দ হবে
দেখবি রে খালি হুহুকার হুহুকার॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৪৩: হীরা লালমতির দোকানে গেলে

হীরা লালমতির দোকানে গেলে না
তবে কিনলি রে তুই পিতল দানা॥
চটকেতে ভুলে রে মন
হারালি তুই অমূল্য ধন
হেরে বাজি কাঁদলে এখন আর সারবে না॥
শেষের কথা আগে ভেবে
উচিত যাহা তাই করিবে
এবার গত কাজের বিধি ছাড় মন-রসনা॥
বেপারে লাভ করলি ভাল
গুণপনা সব জানা গেল
অধীন লালন বলে এবার মিছে হল আনা-যানা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৪৪: পাপীর ভাগ্যে এমন দিন কি

পাপীর ভাগ্যে এমন দিন কি আর হবে রে
ও মন, দেখ দেখ মনুরা হয়েছে উদয়
কি আনন্দময় সাধ বাজারে॥
সাধের বাতাসে রে মন
বনের কাষ্ঠ হয় চন্দন

হেন পদে যার নিষ্ঠা না হয়
    তার না জানি কি কপালে আছে রে॥
যথারে মন সাধুর বারাম
তথা সাধ বারাম নিরন্তর
সেই রে সাধ সভায়, এনে মন আমায়
    আবার যেন ফেরে ফেলিস না রে॥
সাধু-গুরুর এই মহিমা
দেবাদিতে নাই রে সীমা
লালন কয় রে মন, খোদাজীর আরাধন
    সাধুর সঙ্গে রঙ্গ বেশ কর রে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৪৫: খুললে কেন সে ধন গ্রাহক

খুললে কেন সে ধন গ্রাহক বিনে
কত মুক্তামণি রেখেছে সে ধনী
        বাঁধাই করে তার দোকানে॥
সাধু মহাজন যারা
মালের মূল্য জানে তারা
মূল্য দিয়ে লন অমূল্য রতন
    সে ধন জেনেশুনে তারাই কেনে॥
মাকাল ফলের বরণ দেখে
ডালে বসে নাচে কাকে
তেমনি আমার মন চটকে বিমন
    মন তুই দিন ফুরালি দিনে দিনে॥
মন তোমার গুণ জানা গেল
পিতল কিনে সোনা বল
অধীন লালন বলে, মন চিনলি নে সে ধন
    মূল হারালি নিজের গুণে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৪৬: আমার মন চোরারে কোথা পাই

আমার মন চোরারে কোথা পাই
কোথা যাই মন আজ কিসে বুঝাই॥
নিষ্কলঙ্কে ছিলাম ঘরে
কিবা রূপ নয়নে হেরে
মন তো আমার ধৈর্য নাই॥
ও সে চাঁদ বটে কি গৌর দেখে
হলাম বেহুঁস থেকে থেকে
আমার মনে পড়ে তাই॥
বিস্ময় রোগে আমায় দংশিলে
বিষ উঠিল বেদ মূলে
সে বিষ গাঁটরি করা, না যায় হরা
কি করিবে এসে কবিরাজ গোঁসাই॥
মন বুঝে ধন দিতে পারে
কে আছে এই ভাব নগরে
কার কাছে এই মন জুড়াই॥
যদি গুরু দয়াময়
এই অনল নিভায়
অধীন লালন বলে, তার বল কি উপায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৪৭: আপনারে আপনি মন না জানি

আপনারে আপনি মন না জানি ঠিকানা
পরের অন্তর কেটে সমুদ্র কি সে যাবে জানা?
পর অর্থে পর ঈশ্বর
আত্মারূপে করে বিহার
দ্বিদল বারামখানা শতদল
সহস্রদলে অনন্ত করুণা॥
কেশের আড়েতে যৈছে
পর্বত লুকায়ে আছে
দর্শন হল না
এবার হেঁট নয়ন যার নিকটে

তার সিদ্ধ হয় কামনা॥
সিরাজ সাঁই বলে রে লালন
গুরুপদে ডুবে আপন
আত্মার ভেদ জেনে নে না
আত্মা আর পরমাত্মা নিত্য ভেদ জেন না॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৪৮: আর কি গৌর আসবে ফিরে

আর কি গৌর আসবে ফিরে
মানুষ ভজে যে যা কর
গৌর চাঁদ গিয়েছে সেরে॥
একবার এসে এই নদীয়ায়
মানুষ রূপে হয়ে উদয়
প্রেম বিলায়ে যথাতথা
গেলেন প্রভু নিজ পুরে॥
চার যুগের ভজন আদি
বেদেতে রাখিয়ে বিধি
বেদের নিগূঢ় রসপন্থী
সঁপে গেলেন শ্রীরূপে রে॥
আর কি সেই অদ্বৈত গোঁসাই
আনবে গৌর এই নদীয়ায়
লালন বলে সে দয়াময়
কে জানিবে এ সংসারে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৪৯: কার ভাবে শ্যাম নদেয় এলো

কার ভাবে শ্যাম নদেয় এলো
ও তার ব্রজের ভাবের কি আশুয়ার ছিল॥
গোপালের ভাব ত্যজিয়ে সে ভাব

প্রভু ব্রজপুরে লয়েছিল যেই ভাব
এবে নাহি তো সে ভাব, দেখি নতুন ভাব
এ ভাব বুঝিতে কঠিন হল॥
সত্যযুগে সঙ্গে কৌশলী ছিল
ত্রেতায় সঙ্গী সীতে লক্ষী হল
এবে দ্বাপরে সঙ্গিনী রাধা রাধিনী
কলির ভাবে তারা কোথায় রলো॥
কলিযুগের ভাব একি অসম ভাব
নাহি ব্রত পূজা, নাহি অন্য ভাব
ছিল দণ্ডী বেশ কেবল দণ্ড কমণ্ডুলু
নিতাই আবার তাহা ভেঙ্গে দিল॥
উহার ভাব জেনে নেওয়া হল দায়
না জানি কখন কি ভাব উদয়
করলে তিনটি মিলে এক নদীয়ায়
লালন ভেবে দিশে নাহি পেলো॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৫০: আজ আমার অন্তরে কি হল

আজ আমার অন্তরে কি হল গো সই
আজ ঘুমের ঘোরে চাঁদ-গৌর হেরে
ও গো, আমি যেন আর আমি নই॥
আজ আমার গৌর পদে মন মজিল
আর কিছু লাগে না ভাল
সদায় মনে চিন্তা ঐ॥
আমার সর্বস্ব ধন - ও চাঁদ গৌরাঙ্গ ধন
সে ধন কিসে পাই গো, তাই সুধাই॥
যদি মরি গৌর বিচ্ছেদ বাণে
গৌর নাম শুনাও কানে
সর্বাঙ্গে লেখ নামের বই॥
এই রব দে গো সবে, আমি জন্মে জন্মে যেন
ঐ গৌর পদে দাসী হই॥

বন পোড়ে তা সবাই দেখে
মনের আগুন কে বা দেখে
আমার রসরাজ চৈতন্য বৈ॥
গোপীর এমনি দশা, ও কি মরণ দশা
অবোধ লালন ভেড়োর সে ভাব কই॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৫১: ও গৌর প্রেম রাখিতে সামান্যে

ও গৌর প্রেম রাখিতে সামান্যে কি পারবি তোরা?
কুলশীল ইস্তাফা দিয়ে হতে হবে জ্যান্তে মরা॥
থেকে গোরার হৃদয়
কত ভাব হয় গো উদয়
ভাব জেনে ভাব দিতে সদায়
জানবি কঠিন কেমন ধরা॥
পুরুষ-নারীর ভাব থাকিতে
পারবি কি ভাব রাখিতে
আপনার আপনি হয় ভুলিতে
যে জন গৌর রূপ-নিহারা॥
গৃহে ছিলি ভালই ছিলি
গৌর-হাটায় মরতে এলি
লালন বলে, কি আর বলি
দুকুল যেন হোসনে হারা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৫২: নবী না চিনে কি

নবী না চিনে কি আল্লা পাবে
নবী দীনের চাঁদ আজ দেখ না রে ভেবে॥
যার নূরে হয় সয়াল সংসার
সেই আজ কলির ভাবে নবী পয়গম্বর

হাটের গোলমালে আমার
    মন রে তারে চিনলাম না ভবে॥
বাতুনের ঘরে নূর নবী
ও সে পুরুষ কি প্রকৃতি ছবি
পড় দেল-কেতাব করে বিধান
    মনের অন্ধকার যাবে॥
বোঝা কঠিন কুদরত খেয়াল
আমার নবীজী গাছ, সাঁইজী তার ফল
সে ফল যে পাড়ো, ঐ গাছে চড়ো
    লালন কয় কাতর ভাবে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৫৩: দেখরে আমার রসুল যার কাণ্ডারী

দেখরে আমার রসুল যার কাণ্ডারী এই ভবে
ভাব-নদীর তুফানে তার কি লোক ডোবে॥
    ভুলো না মন কারো ধোকায়
    চড় সে তরিকার নৌকায়
    বিষম ঘোর তুফানের দায়
        বাঁচবি তবে॥
    তরিকার নৌকাখানি
    এশ্‌ক নাম তার বলায় শুনি
    বিনা বাওয়ায় চলছে তেমনি
        রাত্রিদিবে॥
    সে নৌকাতে যে না চড়ি
    কেমনে দিবে ভব পাড়ি
    লালন বলে, এহি ঘড়ি
        দেখ মন ভেবে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৫৪: ও রে যেরূপে সাঁই নবীর

ও রে যেরূপে সাঁই নবীর সাথে মিশিলেন মেহরাজে
ও তা না আছে দুনিয়াতে॥
নবীর মতো পিয়ারা নাই
দেহ নবী, জান মালেক সাঁই
দেহে ছাড়া জান থাকে না
প্রেমের নাই কো তুলনা দিতে
লালায়ন পায় নবীজী রে
নিলেন নীল সিংহাসন শূন্য ভরে
সেই মহব্বতের জোরে শত শত বছর
যার এক রতি তে॥
অতুল প্রেমের যে তুলনা
আমার আল্লা নবীর মিলন এসাই
দূর দূর! ডেকে কয় লালন শা রে
ঐ দেখ কূপ হল গঙ্গা জলেতে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৫৫: আজ কি দেখতে এলি

আজ কি দেখতে এলি গো তোরা বল না তাই
আমার কানাই নাম নন্দের গৃহে, আর তো সে ভাবো নাই॥
কানাই হেন ধন হারিয়ে
আছি সদায় হত হয়ে
বল রে কোন দেশে গেলে
আমি সে নীলরতন পাই॥
ধন ধরা গজবাজি
তাতে মন হয় না রাজী
ওরে আমার কানাইয়ে পাবার জন্যে
প্রাণ আকুল সদায়॥
কি হবে অন্তিম কালে
সে কথাটি রইলাম ভুলে
ফকির লালন বলে, এ মায়াজাল
কাটার কি উপায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৫৬: আজগবি বৈরাগ্য-লীলা দেখতে পাই

আজগবি বৈরাগ্য-লীলা দেখতে পাই
হাত বানান চুল দাড়ি জট
কোন ভাবুকের ভাব রে ভাই॥
যাত্রার দলেতে দেখি
বেশ করিয়ে হয় রে যোগী
ঠিক যেন সে জাল বৈরাগী
বাসায় গেলে কিছুই নয়॥
ফকির-বৈষ্ণবের তরে
ভক্তিকে ভর্ৎসনা করে
নইলে কেন বেহাল পরে
বোললে কিছু শুনতে পাই॥
না জানি এই কলির শেষে
আর কত রং উঠবে দেশে
লালন ভেঁড়ের দিন গিয়েছে
যে বাঁচ সে দেখবে ভাই॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৫৭: কি ভাব নিমাই তোর অন্তরে

কি ভাব নিমাই তোর অন্তরে
মা বলিয়ে চক্ষের দেখা
তাতে কি তোর ধর্ম যায় রে॥
কল্পতরু হও রে যদি
তবু মা বাপ গুরু নিধি
এ গুরু ছাড়িতে বিধি
কে তোরে দিয়েছে হাঁ রে॥
আগে যদি জানলে ইহা

তবে কেন করলে বিয়া
এখন সে বিষ্ণুপ্রিয়া
    কেমনে রাখিব ঘরে॥
নদীয়ার ভাবের কথা
অধীন লালন কি জানে তা
হা হুতাশে শচীমাতা
    বলে নিমাই দেখা দে রে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৫৮: যে যাবি আজ গৌর-প্রেমের হাটে

যে যাবি আজ গৌর-প্রেমের হাটে
তোরা আয় না মনে হয়ে খাঁটি
    ধাক্কায় যেন যাসনে চটে ফেটে॥
ও সে প্রেম-সাগরে তুফান ভারি
ধাক্কা লাগে ব্রহ্মপুরী
কর্মযোগে ধর্মতরী
    কারো কারো তাতে বেয়ে ওঠে॥
চতুরালি থাকলে বলো
প্রেমযাজনে বাধবে ফলো
হারিয়ে সে সে দুটি কুল
    কাঁদাকাটি লাগবে পথে ঘাটে॥
আগে দুঃখ পাছে সুখ হয়
সয়ে বয়ে কেউ যদি রয়
লালন বলে, প্রেমের পরশ পায়
    সামান্য মনে কি তাই ঘটে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৫৯: সে কালার প্রেম করা কথার

সে কালার প্রেম করা কথার কথা নয়
    ভাল হইলে ভালই, ভাল নইলে ল্যাঠা হয়॥
সামান্যে কি এ জগতে
পারে কি কেউ প্রেমে মজিতে
প্রেমী নাম পাড়ায়ে
    মিছে দুকুল হারায়॥
এক প্রেমের ভাব অশেষ প্রকার
প্রাপ্তি হয় সে ভাব অনুসার
ভাব জেনে ভাব না দিলে
    তার প্রেমে কি ফল পায়॥
গোপী যেমন প্রেম আচরি
যাতে রাধা বংশীধারী
লালন বলে, সে প্রেমেরি
    ধন্য জগৎময়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৬০: পার কর চাঁদ গৌর আমায়

পার কর চাঁদ গৌর আমায় — বেলা ডুবিল
আমার হেলায় হেলায় অবহেলায়
        দিনতো বইয়ে গেল॥
আছে ভব-নদীর পাড়ি
নিতাই চাঁদ কান্ডারী
    কুলে বইসে বোধন করি
ও চাঁদ গৌর এইসেছে
ও চাঁদ গৌর হে কুলে বইসেছে
    আরও কুল-গৌরবিনী যারা
    কুলে বসে তারা
        ও কুল ধুইয়া কি জল খাইবো?
ও চাঁদ গৌর যদি পাই
ও চাঁদ গৌর হে, কুলে দিয়ে ছাই—
        ফকির লালন বলে, শ্রীচরণে দাসী হইবো।

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৬১: প্রেমের দাগ রাগ বান্ধা যার

প্রেমের দাগ রাগ বান্ধা যার মনে
সে প্রেম অহিকে জানে না —
জানে রসিক জনে॥
আরও শতদল কমলের মাঝে
ত্রিবেণীতে তুফান খেলে
ও ভাটায় যায় না সে
চলে উজান কোণে॥
ও সে প্রেম করিতে আশা কর মনে —
ও আবার সাধ্য কর গোপীগণে
লালন কয়, লীলা নাই যেখানে
সে চলে নিত্যক্ষণে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৬২: মনের মানুষ নাই রে দেশে

মনের মানুষ নাই রে দেশে—
এই দেশে কেমনে থাকি
এই দেশে কামনে থাকি
সখি এই দেশে কেমনে থাকি॥
দেশের লোকের মন ভাল না—
কৃষ্ণ কথা কইতে দেয় না
সদায় আমার ঝরে আঁখি
পরের মন বা কেমনে রাখি॥
আমার হইয়াছে কপাল মন্দ—
জানো না রে প্রাণ-গোবিন্দ
প্রাণ আমার করিছে উবি ডুবি
লালন বলে হায় কি করি—
ও আমার ঘর থুইয়া জঙ্গলে বসি॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৬৩: সকল দেব-ধর্ম আমার

সকল দেব-ধর্ম আমার বেষ্টামী
ইষ্ট ছাড়া কষ্ট নাই মোর ঐটে ছাড়া নষ্টামী॥
আজ কেমন সুখ ভাত রাঁধ জল আনা
তাই কেউ করে দেখ না
দুটো মুখের কথায় মোল্লা দিয়ে
ইষ্ট গোঁসাইর কষ্টামী॥
বোষ্টমী মোর শীতকালের খেঁতা
তখন ইষ্ট গোঁসাই রয় কোথা
কোন কালে পরকাল হবে
তাইতে ভজব গোস্বামী॥
বোষ্টমীর গুণ বিষ্ণু জানে ভাই
আর জানি মুই চিতেরাম গোঁসাই
লালন কয়, বোষ্টমী রতন
হেঁসেলেরো শালগ্রামী॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৬৪: গোষ্ঠেতে চল হরি মুরারী

গোষ্ঠেতে চল হরি মুরারী
লয়ে গোধন গোষ্ঠের কানন
চল গোকুলবিহারী॥
তুই আমাদের সঙ্গে যাবি
বনফল খেতে পাবি
আমরা মলে তুই বাঁচবি
তাই তোরে সঙ্গে করি॥
ওরে ও ভাই কেলে সোনা
চরণে নূপুর দেনা

মাথায় মোহন চুড়া নে না
ধড়া পর বংশীধারি॥
যে স্বরাবে এই ত্রিভূবন
সেই যাবে আজ গোষ্ঠের কানন
ঠিক রেখ মন উভয় চরণ
লালন ঐ চরণের ভিখারী॥

কথা: লালন সাঁই, উৎস: রঞ্জন মোমেন
সূচী

লালন-৪৬৫: ওমা যশোদে কৃষ্ণধনকে দে মা

ওমা যশোদে কৃষ্ণধনকে দে মা গোষ্ঠে যাই
সব রাখালে গেছে চলে বাকি আছে বলাই কানাই॥
ওঠরে ভাই নন্দের কানু
বাতানেতে বাঁধা ধেনু
গগনে উদিত ভানু
আর তো নিশি নাই
কেন মায়ের কোলে রইলে ঘুমে
ঘুম ভাঙ্গে নাই ও ভাই কানাই॥
গোচরণে গোষ্ঠের পথে
কষ্ট নাই মা গোষ্ঠে যেতে
আমরা সবাই কান্ধে করে
গোপালকে লয়ে যাই
তোর গোপালের ক্ষুধা হলে
মা দণ্ডে দণ্ডে ননী খাওয়ায়॥
আমরা যত রাখালগণে
ঘুরি সবে বনে বনে
সারাদিনে জনে জনে
যত ফল পাই
লালন কয় রাখালে ফল খেয়ে মিঠা হলে
গোপালকে খাওয়ায়॥

কথা: লালন সাঁই, উৎস: রঞ্জন মোমেন
সূচী

লালন-৪৬৬: বল রে বলাই তোদের ধরন

বল রে বলাই তোদের ধরন কেমন হা রে
তোরা সব বলিস রাখাল ঈশ্বর
এই গোপালকে মানিস কৈ রে॥
বনে যেয়ে বনফল পাও
এঁটো করে গোপালকে দাও
তোদের এ কেমন ধর্ম বল সেই মর্ম
আজ আমারে॥
গোষ্ঠে গোপাল যে দুঃখ পায়
কেঁদে কেঁদে বলে আমায়
তোরা ঈশ্বর বলিস যার কাঁধে চড়িস তার
কোন বিচারে॥
আমারে বুঝারে বলাই
তোদের তো সে ভাব দেখি নাই
লালন বলে তার ভাব বুঝা ভার
এ সংসারে॥

কথা: লালন সাঁই, উৎস: রঞ্জন মোমেন
সূচী

লালন-৪৬৭: বলাই দাদার দয়া নাই প্রাণে

বলাই দাদার দয়া নাই প্রাণে
গোষ্ঠে আর যাব না মাগো
দাদা বলাইয়ের সনে॥
বড় বড় রাখাল যারা
ওমা বসে থাকে তারা
আমায় করে জ্যান্তে মরা
বলে ধেনু ফিরানে॥
ক্ষুধাতে প্রাণ আকুল হয় মা

ধেনু রাখার বল থাকে না
বলাই দাদা বোল বোঝে না
কথা কয় হেনে॥
বনে যেয়ে রাখাল সবাই
বলে এস খেলি কানাই
হারিলে স্কন্ধে বলাই
চড়ে তখনে॥
তোরা যা সব রাখালগণে
আমি আর যাবো না বনে
খেলবো খেলা আপন মনে
লালন তাই ভণে॥

কথা: লালন সাঁই, উৎস: রঞ্জন মোমেন
সূচী

লালন-৪৬৮: ও মা যশোদে তাই আর

ও মা যশোদে তাই আর বল্লে কি হবে
গোপালকে যে এঁটো দিই মা
মনে যে ভাব ভেবে॥
কান্ধে চড়ায় কান্ধে চড়ি
যে ভাব ধরায় সে ভাব ধরি
এসব বাসনা তারি
বুঝি ছিল তার পূর্বে॥
মিঠার জন্যে এঁটো দিই মা
পাপ-পুণ্যের জ্ঞান থাকে না
গোপাল খেলে হই সান্ত্বনা
পাপ-পুন্য কে ভাবে॥
গোপালের সঙ্গে যে ভাব
বলতে আকুল হই মা তা সব
লালন বলে পাপ-পুন্য লাভ
ভুল হয় গোপালকে সেবে॥

কথা: লালন সাঁই, উৎস: রঞ্জন মোমেন
সূচী

লালন-৪৬৯: বনে এসে হারালাম কানাই

বনে এসে হারালাম কানাই
যেয়ে কি বলব যশোদারে
ভেবে দিশে নাই॥
খেললাম সবে লুকালুকি
আবার হল দেখাদেখি
মোদের কানাই গেল কোন মুলুকি
খুঁজে তো নাহি পাই॥
ছিদাম বলে নেব খুঁজে
লুকাবে কোন বন মাঝে
বলাইদাদা বলে বুঝি সে
দেখা দেয় না ভাই॥
সুবল বলে পলো মনে
বলেছিল একদিনে
কানাই যাবে গুপ্ত বৃন্দাবনে
আজ গেলেন বুঝি তাই॥
খুঁজে খুঁজে হলাম সারা
কোথায় গেলি মনচোরা
আর বুঝি দিবি না ধরা
লালন বলে কি হল হায়॥

কথা: লালন সাঁই, উৎস: রঞ্জন মোমেন
সূচী

লালন-৪৭০: মা তোমার গোপাল নেমেছে কালিদয়

মা তোমার গোপাল নেমেছে কালিদয়
সে যে বাঁচে এমন সাধ্য নয়॥
কালিদয় কমল তুলিতে
দিলে কেন গোপালকে যেতে

মরে সে নাগের হাতে
বিষ লেগে গোপালের গায়॥
কালকূট কালনাগ যারা
কালিদয় রয়েছে তারা
বিষে করিল জরা জরা
বিষেতে তার প্রাণ যায়॥
কংসের কমলের কারণ
কালিদয় মরিল নীলরতন
লালন বলে পুত্রের কারণ
বাঁচিবে না যশোদা মায়॥

কথা: লালন সাঁই, উৎস: রঞ্জন মোমেন
সূচী

লালন-৪৭১: আর আমারে মারিস নে মা

আর আমারে মারিস নে মা
বলি মা তোর চরণ ধরে
ননী চুরি আর করব না॥
ননীর জন্য আজ আমারে
মারলি গো মা বেঁধে ধরে
দয়া নাই মা তোর অন্তরে
স্বল্পেতে গেল জানা॥
পরে মারে পরের ছেলে
কেঁদে যেয়ে মাকে বলে
সেই জননী নিঠুর হলে
কে বোঝে শিশুর বেদনা॥
ছেড়ে দে মা হাতের বাঁধন
যায় আমার যেদিকে দুই নয়ন
লালন বলে পরের মাকে ডাকবে এখন
তোর গৃহে আর থাকবে না॥

কথা: লালন সাঁই, উৎস: রঞ্জন মোমেন
সূচী

লালন-৪৭২: চেনে না যশোদা রাণী

চেনে না যশোদা রাণী
গোপাল কি সামান্য ছেলে
ধ্যানে যারে পায় না মুনি॥
একদিন চরণ ঘেমেছিল
তাইতে মন্দাকিনী হল
পাপহারা সুশীতল
সে মধুর চরণ দুখানি॥
বিরিঞ্চি বঞ্চিত সে ধন
মানুষরূপে এই বৃন্দাবন
জানে যত রসিক সুজন
সে কালার গূণবাখানি॥
দেবের দুর্লভ গোপাল
ব্রহ্মা যার হরিল গোপাল
লালন বলে সেই গোপাল
কীর্তি করলে শুনি॥

কথা: লালন সাঁই, উৎস: রঞ্জন মোমেন
সূচী

লালন-৪৭৩: কি ছার রাজত্ব করি

কি ছার রাজত্ব করি
গোপাল হেন পুত্র আমার
অক্রুর এসে করল চুরি॥
মিছে রাজার নামটি আছে
লক্ষ্মী সে তো গা তুলেছে
যে হতে গোপাল গিয়েছে
সেই হতে অন্ধকার পুরি॥
শোকানলে চিত্ত মাঝার
কার বা বাড়ী কার বা এ ঘর
একা পুত্র গোপাল আমার
করে গেল শূন্যকারি॥
নন্দ যশোদার ছিল
অক্রুর মুনি বিষম কাল
প্রাপ্ত কৃষ্ণ হরে নিল
লালন কয় এ দুঃখ ভারি॥

কথা: লালন সাঁই, উৎস: রঞ্জন মোমেন
সূচী

লালন-৪৭৪: নারীর এত মান ভাল নয়

নারীর এত মান ভাল নয় গো কিশোরী
যত সাধে শ্যাম আরও মান
            বাড়াও ভারি॥
ধন্য তোর বুকের জোর
কাঁদাও জগৎ ঈশ্বর
            করে মান জারি
ইহার প্রতিশোধ কি না নিবেন
            সেই হরি॥
ভাবেতে বুঝলাম দড়
শ্যাম হইতে মান বড়
            হল তোমারি
থাক থাক রাই দেখব
            সব ভারিভুরি॥
দেখেছ কে কোথায়
পুরুষকে নারীর পায়ে ধরায়
            সে কোন নারী
লালন কয় বিন্দের
            মান এতই ভারি॥

কথা: লালন সাঁই, উৎস: রঞ্জন মোমেন
সূচী

লালন-৪৭৫: কালার কথা কেন বল আমায়

কালার কথা কেন বল আমায়
যার নাম শুনিলে আগুন জ্বলে
        তাপিত অঙ্গ জ্বলে যায়॥
তুমি বিন্দে নামটি ধর
জলে আগুন দিতে পার

রাধাকে ভুলাতে তোর
এবার বুঝি কঠিন হয়॥
যে কৃষ্ণ রাধার অলি
তারে ভুলায় চন্দ্রাবলি
সে কথা আর কারে বলি
ঘৃণায় আমার জীবন যায়॥
শতেক হাঁড়ির ব্যঞ্জন চাখা
রাই বলে ধিক তারে দেখা
লালন বলে ওহে বাঁকা
সোজা হবে মনের দায়॥

কথা: লালন সাঁই, উৎস: রঞ্জন মোমেন
সূচী

লালন-৪৭৬: কি ছার মনে মজে কৃষ্ণধনকে

কি ছার মনে মজে কৃষ্ণধনকে চিন না
থাক থাক ওগো প্যারী
দুদিন বাদে যাবে জানা॥
কৃষ্ণরে কাঁদালে যত
তুমিও কাঁদিবে তত
ধারণ শোধন চিরদিন তো
প্রচলিত আছে কিনা॥
এখন বল কোথায় হরি
এনে দাও গো সহচরি
তখন যে সাধলাম প্যারী
তাকি মনে লাগে না॥
বাড়াবাড়ি হইলে ক্রমে
কুঘটিতে আটক নাই কর্মে
লালন কয় পাষাণ ঘামে
শুনে বিন্দের বন্দনা॥

কথা: লালন সাঁই, উৎস: রঞ্জন মোমেন
সূচী

লালন-৪৭৭: এ গোকুলে শ্যামের প্রেমে

এ গোকুলে শ্যামের প্রেমে
কে বা না মজেছে সখী
কারো কথা কেউ বলে না
আমি একা হই কলঙ্কী॥
অনেকেই তো প্রেম করে
এমন দশা ঘটে কারে
গঞ্জনা দেয় ঘরে ঘরে
শ্যামের পদে দিয়ে আঁখি॥
তলেতলে তলগোঁজা খায়
লোকের কাছে সতী কওলায়
এমন সৎ অনেক পাওয়া যায়
সদর যে হয় সেই পাতকি॥
অনুরাগী রসিক হলে
সেকি ডরায় কুলশীলে
লালন বেড়ায় ফুচকি খেলে
ঘোমটা দিয়ে চায় আড়চোখি॥

কথা: লালন সাঁই, উৎস: রঞ্জন মোমেন
সূচী

লালন-৪৭৮: আর তো কালার সেভাব নাইকো

আর তো কালার সেভাব নাইকো সই
সে না ত্যাজিয়া মদন প্রেমপাথরে
খেলছে সদায় প্রাম ঝাঁপই॥
অগোর চন্দন ভূষিত সদায়
সেই কালাচাঁদ ধুলাতে লুটায়
থেকে থেকে বলছে সদায়
সাঁই দরদী কই গো কই॥
সংশুক বিরিঞ্চি আদি যার
আঁচলা ঝুলা করুয়া কপনি সার
প্রভু শেষ নীলা করিলা প্রচার
আনকা আইন দেখ না ঐ॥
বেদ বিধি ত্যাজিয়ে দয়াময়

কি নতুন ভাব আনলেন নদীয়ায়
অধীন লালন বলে আমি সেই
ভাব জানিবার যোগ্য নই॥

কথা: লালন সাঁই, উৎস: রঞ্জন মোমেন
সূচী

লালন-৪৭৯: আর কি আসবে সেই কেলে

আর কি আসবে সেই কেলে সোনা এই গোকুলে
তারে চেনে না নন্দরাণী কি ভোলে॥
ননীচোরা বলে অমনি
মারল তারে নন্দরাণী
আরো কতরূপ অপমানি
করিলে॥
অনাদির আদি সেই গোবিন্দ
তারে রাখাল বানায় নন্দ
আরো কত রাখালগণ
কান্ধে চড়িলে॥
হারাইলে চায় পেলে নেয় না
ভবজীবের ভ্রান্তি যায় না
লালন কয় দৃষ্টি হয় না
এই নর নীলে॥

কথা: লালন সাঁই, উৎস: রঞ্জন মোমেন
সূচী

লালন-৪৮০: যাও হে শ্যাম রাইকুঞ্জে আর

যাও হে শ্যাম রাইকুঞ্জে আর এস না
এলে ভাল হবে না॥
গাছ কেটে জল ঢাল পাতায়
এ চাতুরী শিখলে কোথায়
উচিৎ ফল পাইবে হেথায়
তা নইলে টের পাবা না॥

করিতে চাও শ্যাম নাগরালী
যাও যথা সেই চন্দ্রাবলী
এ পথে পড়েছে কালি
এ কালি আর যাবে না॥
কেলে সোনা জানা গেল
উপরে কালো ভিতরে কালো
লালন বলে উভয় ভালো
করি উভয়ের বন্দনা॥

কথা: লালন সাঁই, উৎস: রঞ্জান মোমেন
সূচী

লালন-৪৮১: মন, কে তোমার যাবে সাথে

মন, কে তোমার যাবে সাথে
কোথা রবে ভাই বন্ধু সব
পড়বি যেদিন কালের হাতে॥
যে আশার আশায় আসা
হলো না তার রতি-মাষা
ঘটালি রে কি দুর্দশা
অসতের সঙ্গে মেতে॥
নিকাশের দায় করে খাড়া
মারিবে আতশের কোড়া
সোজা করবে বেঁকাতেড়া
জোরজার খাটবে না তাতে॥
যারে ধরে পাবি নিস্তার
তারে সদায় ভাবিলে পর
সিরাজসাঁই কয় লালন তোমার
যাবে ভবের কুটুম্বিতে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৮২: মধুর দিল-দরিয়ায় যে জন ডুবেছে

মধুর দিল-দরিয়ায় যে জন ডুবেছে
সে না সব জবর খবর পেয়েছে॥
পর্বতের চূড়ায় গঙ্গা
জলের ভিতর ডাঙা
ডুবে দেখ না, একবার ডুবে দেখ না
ডুবলে ডাঙা পাই
উঠলে ভেসে যাই
বিষম তরঙ্গ সদাই বহিছে রে
মাকড়সার আঁশে হস্তী বাঁধা
লোহার তারে চেঁউটি ছেঁদা
কখন যায় ছিঁড়ে
একি অসম্ভব
কাজ-কর্ম সব
যে জন ডুবেছে সে জেনেছে॥
যে স্তনের দুগ্ধ শিশুতে খায়
জোঁকে মুখ দিলে শুধু রক্ত পায়
উত্তমে উত্তম, অধমে অধম
লালন বলে যে যেমন সে তেমন পেয়েছে॥

কথা: লালন সাঁই
অন্য রূপ

মধুর দেল-দরিয়ায় যে জন ডুবেছে
ও সে সব খবরে জবর হয়েছে॥
অগ্নি যেমন ভস্মে ঢাকা
অমৃত গরলে মাখা
স্বরূপ আছে
রসিক সুজন ডুবায়ে মন
তার অন্বেষণ পেয়েছে॥
যে স্তনের দুধ শিশুতে খায়
জোঁক মুখ লাগালে সেথায়
রক্ত পায় গো সে
অধমে উত্তম, উত্তমে অধম
যে যেমন দেখতেছে॥
দুগ্ধে জলে মিশায়ে যেমন

রাজহংস করে ভক্ষণ
সেই দুগ্ধ বেছে
সিরাজ সাঁই ফকির, বলে সব ফিকির
লালন বেড়াস না খুঁজে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৮৩: মন দেখেশুনে ঘোর গেল না

মন দেখেশুনে ঘোর গেল না
কি করিতে কি করিলাম
দুগ্ধেতে মিশিল চোনা॥
মদন রাজার ডাণ্ডা ভারী
হলাম তাহার আজ্ঞাকারী
যার মাটিতে বসত করি
চিরদিন তারে চিনলাম না॥
রাগের আশ্রয় নিলে তখন
কি করিতে পারে মদন
আমার হলো কামলোভী মন
মদন রাজার গাঁটরি টানা॥
উপর হাকিম এতদিনে
কৃপা করত নিজগুণে
দীনেরও দীন লালন ভণে
যেতো রে মনের দোটানা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৮৪: কি সাধনে আমি পাই গো

কি সাধনে আমি পাই গো তারে
ব্রহ্মা বিষ্ণু ধ্যানে পায় না যারে॥
স্বর্ণশিখর যার নির্জন গোফা
স্বরূপে সেই তো চন্দ্রের আভা

ও সে আভা চাই
হাতে নাহি পাই
কেমনে সে রূপ যায় গো সরে॥
তিন রসের সাধন করো
রূপ স্বরূপের তত্ব ধরো
লালন কয় তবে যদি পারো
প্রান জুড়াতে সে রূপ হেরে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৮৫: কে বোঝে সেই কৃষ্ণের অপার

কে বোঝে সেই কৃষ্ণের অপার নীলে
শুনি ব্রজ ছাড়া তিলার্ধ নয়
কে মথুরায় রাজা হলে॥
কৃষ্ণ রাধা ছাড়া তিলার্ধ নয়
ভারত পুরাণে তায় কয়
তবে কেন ধনি দুর্জয়
বিচ্ছেদে জগৎ জানালে॥
নিগুম খবর জানা গেল
কৃষ্ণ হইতে রাধা হল
তবে কেন এমন বল
আগে রাধা পাছে কৃষ্ণ বলে॥
সবে বলে অটলহরি
সে কেন হয় দণ্ডধারি
কিসের অভাব তারি
ঐ ভাবনা ভেবে ঠিক না মেলে॥
কৃষ্ণ নীলার নীলে অঠাঁই
ঠাঁই দিবে কেউ সে সাধ্য নাই
কি ভাবিয়ে কি করে যাই
লালন বলে পলাম বিষম ভোলে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৮৬: কার ভাবে এ ভাব হারে

কার ভাবে এ ভাব হারে জীবন কানাই
করে বাঁশি নাই মাথায় চূড়া নাই॥
ক্ষীর সর ননী খেতে
বাঁশিটা সদায় বাজাতে
কি অসুখ পেয়ে তাতে
ফকির হলি ভাই॥
অগোর চন্দন আদি
মাখিতে নিরবধি
সেই অঙ্গ ধূলায় অধভূতি
এখন দেখতে পাই॥
বৃন্দাবন যথার্থ বন
তোমা বিনে হল রে এখন
মানুষ নিলে করবে কোনজন
লালন বলে তাই॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৮৭: রাইসাগরে ডুবল শ্যামরায়

রাইসাগরে ডুবল শ্যামরায়
তোরা ধর গো হরি
ভেসে যায়॥
রাইসাগরে তরঙ্গ ভারি
ঠাঁই দিতে পারবেন কি শ্রীহরি
ছেড়ে রাজস্ব প্রেমের উদ্দেশ্য
চিন্তে কাঁথা উড়ে গায়॥
চার যুগে ঐ কেলে সোনা
শ্রীরাধার দাস হতে পারল না

যদি হত দাস মিটত মনের আশ
আসতো না আর নদীয়ায়॥
তিনটি বাঞ্ছা অভিলাষ করে
প্রভু জন্ম নিল শচীর উদরে
সিরাজ সাঁইয়ের বচন, মিথ্যা নয় লালন
সে ভাব জানলে রসিক হয়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৮৮: বল রে নিমাই বল আমারে

বল রে নিমাই বল আমারে
রাধা বলে আজগুবি আজ
কাঁদলি কেন ঘুমের ঘোরে॥
সেই যে রাধার কি মহিমা
বেদে দিতে নাইরে সীমা
ধ্যানে যারে পায় না ব্রহ্মা
তুই কেমনে জানলি তারে॥
রাধে তোমার কি হয় নিমাই
সত্য করে বল আমায়
এমন বালক সময়
এ বোল কে শিখাল তোরে॥
তুমি শিশু ছেলে আমার
মা হয়ে ভেদ পাইনে তোমার
লালন কয় শচীর কুমার
জগৎ করলে চমৎকারে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৮৯: ধন্য মায়ের নিমাই ছেলে

ধন্য মায়ের নিমাই ছেলে
এমন বয়সে নিমাই
ঘর ছেড়ে ফকিরি নিলে॥
ধন্য রে ভারতী যিনি
সোনার অঙ্গে দেয় কোপ্‌নী
শিখাইলে হরির ধ্বনি
করেতে করঙ্গ নিলে॥
ধন্য পিতা বলি তারি
ঠাকুর জগন্নাথ মিশ্রি
যার ঘরে গৌরাঙ্গ হরি
মানুষরূপে জন্মাইলে॥
ধন্য রে নদীয়াবাসী
হেরিল গৌরাঙ্গ শশী
যে বলে সে জীব সন্ন্যাসী
লালন বলে সে ফেরে পলে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৯০: ফকির হলি রে নিমাই কিসের

ফকির হলি রে নিমাই কিসের দুঃখে
খাবি দাবি নাচবি গাবি
দেখব চোখে॥
একা পুত্র তুই রে নিমাই
অভাগীর তো আর কেহ নাই
তোর বিনে আর জীবন জুড়াই
কারে দেখে॥
যে আশা মনে ছিল
সকলি নৈরাশ হল
কে তোরে কোপিন পরাল
মায়া ত্যাগে॥
শুনে শচীমাতার রোদন
অধৈর্য হয় দেবতাগণ
লালন বলে কি কঠিন মন
নিমাই রাখে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৯১: কে দেখেছে গৌরাঙ্গ চাঁদে রে

কে দেখেছে গৌরাঙ্গ চাঁদে রে
সে চাঁদ গোপীনাথ মন্দিরে গেল
আর তো এল না ফিরে॥
যার জন্যে কুলমান গেল
সে আমারে ফাঁকি দিল
কলঙ্কে জগৎ রটিল
লোকে বলবে কি আমারে॥
দরশনে দুঃখ হরে
পরশিলে পরশ করে
হেন চন্দ্র গৌর আমার
লুকালো কোন শহরে॥
যে গৌর সেই গৌরাঙ্গ
হৃদ মাঝারে আছে গৌরাঙ্গ
লালন বলে হেন সঙ্গ
হল না কর্মের ফেরে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৯২: প্রাণ গৌররূপ দেখতে যামিনী

প্রাণ গৌররূপ দেখতে যামিনী
কত কুলের কন্যে, গোরার জন্যে
হয়েছে পাগলিনী॥
সকালবেলা যেতে ঘাটে
গৌরাঙ্গ রূপ উদয় পাটে
করুয়া ধারণ তার করেতে
কোটিতে ডোর কোপিনী॥
আনন্দ আর মন মিলে

কুল মজালে এই দুজনে
তারা ঘরে রইতে না দিলে
করেছে পাগলিনী॥
ব্রজে ছিল কালো ধারণ
নদেয় এসে গৌর বরণ
লালন বলে রাগের করণ
দরশনে রূপ ঝাপিনী॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৯৩: সেকি আমার কবার কথা

সেকি আমার কবার কথা
আপন বেগে আপনি মরি
গৌর এসে হৃদয়ে বসে
করল আমার মন চুরি॥
কিবা গৌর রূপ লম্পটে
ধৈর্যের ডুরি দেয় গো কেটে
লজ্জা ভয় সব যায় গো ছুটে
যখন ঐ রূপ মনে করি॥
গৌর দেখা দিয়ে ঘুমের ঘোরে
চেতন হয়ে পাই নে তারে
লুকাইল কোন শহরে
নবরূপের রসবিহারী॥
মেঘে যেমন চাতকেরে
দেখা দিয়ে ফাঁকে ফেরে
লালন বলে তাই আমারে
করল গৌর বরাবরই॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৯৪: বুঝবি রে গৌর প্রেমের কালে

বুঝবি রে গৌর প্রেমের কালে
        আমার মত প্রাণ কান্দিলে
দেখা দিয়ে গৌর ভাবের শহর
        আড়ালে লুকালে॥
যেদিন গৌর হেরেছি
আমাতে কি আমি আছি
কি যেন কি হয়ে গেছি
        প্রাণ কাঁদে গৌর বলে॥
তোরা থাক লয়ে জাতকুলে
আমি যাই চাঁদ গৌর বলে
আমার দুঃখ না বুঝিলে
        দেখ এক মরণে না মরিলে॥
চাঁদমুখেতে মধুর হাসি
আমি ঐরূপ ভালবাসি
লোকে করে দ্বেষাদ্বেষি
        গৌর বলে যাই চলে॥
একা গৌর নয় গৌরাঙ্গ
নয়ন বাঁকা শ্যাম ত্রিভঙ্গ
এমনি তার অঙ্গ গন্ধ
        লালন কয় জগৎ মাতালে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৯৫: কি বলিস গো তোরা আজ

কি বলিস গো তোরা আজ আমারে
চাঁদ গৌরাঙ্গ ভুজঙ্গ ফণী
        দংশিল যার হৃদয়ের মাঝারে॥
গৌররূপের কালে যারে দংশায়
সে বিষ কি ওঝাতে পায়
বিষ ক্ষণেক নাই ক্ষণেক পাওয়া যায়
        ধন্বন্তরী ওঝা যায় রে ফিরে॥
ভুলব না ভুলব না বলি

কটাক্ষেতে অমনি ভুলি
জ্ঞানপবন যায় সকলি
ব্রহ্মমন্ত্রে ঝাড়িলে না সারে॥
যদি মেলে রসিক সুজন
রসিকজনার জুড়ায় জীবন
বিনয় করে বলছে লালন
অরসিকের কথায় দুঃখ ধরে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৯৬: ধর গো ধর গৌরাঙ্গচাঁদে রে

ধর গো ধর গৌরাঙ্গচাঁদে রে
গৌর যেন পড়ে না বিভোর হয়ে
ভূমের পরে॥
ভাবে গৌর হয়ে মত্ত
বাহু তুলে করে নৃত্য
কোথায় হস্ত কোথায় পদ
ঠাহর নাই তার অন্তরে॥
মুখে বলে হরি হরি
দুনয়নে বহে বারি
ঢলঢল তনু তারি
বুঝি পড়া মাত্র যায় মরে॥
কার ভাবে শচীসুতা
হালছে বেহাল গলে ক্যাঁথা
লালন বলে ব্রজের কথা
বুঝি পড়েছে মনের দ্বারে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৯৭: আজ আমায় কোপনি দে গো

আজ আমায় কোপনি দে গো
ভারতী গোঁসাই
কাঙ্গাল হব মেঙ্গে খাব
রাজরাজ্যের আর কার্য নাই॥
সদায় যদি নাহি পারি
ভিক্ষার ছলে বলব হরি
ঐ বাসনা মনে করি
হরির গুণ গাই ঠাঁই অঠাঁই॥
সাধুশাস্ত্রে জানা গেল
সুখ ছেড়ে সোয়াস্তি ভাল
খাই বা না খাই রই নিষ্কলহ
তাতে যদি মুক্তি পাই॥
স্বপ্নে যেমন রাজরাজ্য পায়
চেতন হলে সব মিথ্যা হয়
এমনি যেন সংসারময়
লালন বলে বুঝলাম তাই॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৯৮: বল স্বরূপ কোথায় আমার সাধের

বল স্বরূপ কোথায় আমার সাধের প্যারি
যার ভাবে হয়েছি রে দণ্ডধারি॥
কোথা সে নিকুঞ্জবন
কোথা যমুনা এখন
কোথা সে গোপিনীগণ
আহা মরি॥
রামানন্দের দরশনে
পূর্বভাব উদয় মনে
যাব আমি কাহার সনে
সেই পুরি॥
আর কি সে সঙ্গ পাব
মনের সাধ পুরাব

পরম আনন্দে রব
ঐরূপ হেরি॥
গৌরচাঁদ ঐ দিন বলে
আকুল হই তিলে তিলে
লালন কয় সেহি নীলে
সুমাধুরী॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৪৯৯: এ ধন যৌবন চিরদিনের নয়

এ ধন যৌবন চিরদিনের নয়
অতি বিনয় করে নিমাই
মায়েরে কয়॥
কেউ রাজা কেউ বাদশাগিরি
ছেড়ে নেয় অধীন ফকিরি
আমি রে নিমাই, কি ছার নিমাই
ধন ছেড়ে বেহাল লয়েছি গায়॥
যখন হাওয়া বন্ধ হবে
এই দেহ শ্মশানে যাবে
তখন কুঠাবালা ঘর, কোথা রবে কার
ভবের লোভ লালসে দুকুল হারায়॥
যাও শচীমাতা গৃহে
আমারে বিসর্জন দিয়ে
এই বলে নিমাই, ধরে মায়ের পায়
ফকির লালন বলে ধন্য ধন্য নিমাই॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫০০: প্রেমবাজারে কে যাবি তোরা

প্রেমবাজারে কে যাবি তোরা
আয় গো আয়
প্রেমের গুরু কল্পতরু
প্রেমরসে মেতে রয়॥
প্রেমের রাজা মদনমোহন
নিহেতু প্রেম সাধনে ধরে
শ্যাম রাধার যুগল চরণ
প্রেমের সহচরী হয় গোপীগণ
গোপীর দ্বারে বাঁধা রয়॥
অবিম্ব উথলিয়ে নীর
পরষ প্রকৃতি হরে কার
দোহার প্রেমশৃঙ্গার
প্রেমশৃঙ্গারে উভয় মেতে
শেষে লেনাদেনা হয়॥
নির্মল প্রেম করে সাধন
শম্ভুরসে করে স্থিতি
সামান্য রতি নিরূপণ
সিরাজ সাঁই কয় শোন রে লালন
তাতে শ্যাম অঙ্গ গৌরাঙ্গ হয়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫০১: ধন্য রে রূপসনাতন জগৎমাঝে

ধন্য রে রূপসনাতন জগৎমাঝে
উজিরানা তেজিয়ে সে না
কোপনী সার করেছে॥
শাল দোসালা ত্যাজিয়ে সনাতন
কোপনী কঁ্যাথা করিল ধারণ
অন্ন বিনে শাক সেবনে
জীবন রক্ষা করিয়াছে॥
সে ছাড়িয়ে লোকের আলাপন
একা প্রাণি বনপথে গমন

বনপশুকে শুধায় ডেকে
কোন পথে যায় ব্রজে॥
সে হা হা প্রভু বলিয়ে আকুল হয়
অমনি অঘাটে অপথে পড়ে রয়
লালন বলে এমনি হালে
গুরুর দয়া হয়েছে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫০২: ভজা উচিৎ বটে ছড়ার হাঁড়ি

ভজা উচিৎ বটে ছড়ার হাঁড়ি
যাতে শুদ্ধ করে ঠাকুরবাড়ী॥
চন্ডীমন্ডপ আর
হেঁসেল ঘর দুয়ার
কেবল শুদ্ধ করে
ছড়ার নুড়ি॥
ছড়ার হাঁড়ির জল
ক্ষণেক পরশ ফল
ক্ষণেক ছুঁসনে বলে
কর চেগুড়ি॥
ছড়ার হাঁড়ির মত
আছে আর এক তত্ব
লালন বলে জাগাও
বুদ্ধির নাড়ি॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫০৩: সবে কি হবে ভবে ধর্মপরায়ণ

সবে কি হবে ভবে ধর্মপরায়ণ
যার যার ধর্ম সেই সেই করে
তোমার বলা অকারণ॥

ময়ূর চিত্র কেউ করে না
কাঁটের মুখ কেউ চাঁছে না
এমনি মত সব ঘটনা
যার যাতে আছে সৃজন॥
শশকপুরুষ সত্যবাদী
মৃগপুরুষ উর্ধ্বভেদী
অশ্ব বৃষ বেহুঁশ নিরবধি
তাদের কু-কর্মেতে সদায় মন॥
চিন্তামণি পদ্মিনী নারী
এরাই পতিসেবার অধিকারী
হস্তিনী শংখিনী নারী
তারা কর্কশ ভাষায় কয় বচন॥
ধর্মকর্ম সব আপনার মন
করে ধর্ম সব মোমিনগণ
লালন বলে কর ধর্মকরণ
প্রাপ্তি হবে নিরঞ্জন॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫০৪: যদি উজান বাঁকে তুলসী ধায়

যদি উজান বাঁকে তুলসী ধায়
খাঁটি তার পূজা বটে
চরণচাঁদে পায়॥
তুলসী দেয় যত
ভাটিয়ে যায় তত
কোথায় সে অটল পদে
তুলসী কোথায়॥
তুলসী গঙ্গাজলে
উজাবে কোনকালে
মনতুলসী হলে
অবশ্য ধায়॥
প্রেমের ঘাটে বসি

ভাসাও মনতুলসী
লালন কয় তার দাসী
লেখে খাতায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫০৫: বিদেশিনীর সঙ্গে কেউ প্রেম কর

বিদেশিনীর সঙ্গে কেউ প্রেম কর না
ভাব জেনে প্রেম কর
যাতে ঘুচবে মনের বেদনা॥
দেশের দেশী যদি সে হয়
তারে মনে করলে একবার পাওয়া যায়
বিদেশী ঐ জংলা টিয়ে
কভু তো পোষ মানে না॥
বিদেশিনী হইলে
ভাবের ভাব কভু না মেলে
পথের মাঝে গোল বাধিলে
কারো বশে কেউ যাবে না॥
নলিনী আর সূর্যের প্রেম যেমন
জেনে শুনে কর প্রেম, রসিক সুজন
লালন বলে আগে ঠকলে
পিছে কাঁদলে সারবে না॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫০৬: আইন সত্য মানুষ বর্ত্ত কর

আইন সত্য মানুষ বর্ত্ত কর এই বেলা
ক্রমে ক্রমে হৃদ-কমলে খেলবে নূরের খেলা॥
যে নাম ধরে চলছে ভবে
সেই নামেতে যেতে হবে
একে শূন্য দশ হইবে

নয় দশে নব্বই মিলা॥
নব্বই-এ চার শূন্য দিলে
নব্বই হাজার কয় দলিলে
সব শূন্য মুছে ফেলিলে
শুধু যে নয়ের খেলা॥
নয় হতে আট বাদ দিলে
এক থাকে তার শেষ কালে
লালন বলে বোঝ সকলে
সেইটি স্বরূপ রূপের ভেলা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫০৭: অমৃত সে বারি অনুরাগ নইলে

অমৃত সে বারি অনুরাগ নইলে কি যাবে ধরা
সে বারির পরশ হইলে হবে ভবের করণ সারা॥
বারি নামে বার এলাহি
নাই রে তার তুলনা নাহি
সহস্রদল পদ্মে সেহি
মৃণাল-গতি বহে ধারা॥
ছায়াহীন এক মহামুনি
বলবো কিরে তার করণি
প্রকৃতি হইয়া তিনি
হলেন বারি সেধে অমর গোরা॥
আসমানে বরিষণ হলে
দাঁড়ায় জল মৃত্তিকাস্থলে
লালন ফকির ভেবে বলে
ও সে মাটি জিনবে ভাবুক যারা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫০৮: অধরাকে ধরতে পারি কই গো

অধরাকে ধরতে পারি কই গো তারে তার
আত্মারূপে চলে ফেরে মানুষ মারা কলের পর॥
প্রেমগঞ্জের রসিক যারা, কামগঞ্জে ভুল
কামে থেকে ধরতে পারে তরঙ্গের কূল
এ পাড়েতে বসে দেখি ও পাড়েতে কূল
মানুষ মারি মানুষ ধরি মানুষ খারদার॥
শূণ্যের উপরে ধনুক ধরা বেজায় বিষফল
চলক পলকে হেলে পড়ে এয়ছা মজার কল
ক্ষণেক ধরা ক্ষনেক অধর, পথ ছাড়া অপথে চল
ক্ষণেই নিরাকার মানুষ ক্ষণেই আকার॥
ওসে আবার ভাঙা যন্ত্র বাজে ঠসঠস
পাকে পাকে তার ছিঁড়ে যায়, করে খসখস
সিরাজ সাঁই কয় বাজে না ভাঙা বস্
লালন রে তোর কেবল দৌড়াদৌড়ি সার॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫০৯: অবোধ মন তোরে আর কী

অবোধ মন তোরে আর কী বলি
পেয়ে ধন সে ধন সব হারালি॥
মহাজনের ধন এনে
ছড়ালি তুই উলুবনে
কী হবে নিকাশের দিনে
সে ভাবনা কই ভাবিলি॥
সই করিয়ে পুঁজি তখন
আনলি রে তিন রতি এক মণ
ব্যাপার করা যেমন তেমন
আসলে খাদ মিশালি॥
করলি ভালো বেচাকেনা
চিনলি না মন রাং কি সোনা
লালন বলে মন রসনা
কেন সাধুর হাটে আ’লি॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫১০: অন্তরে যার সদাই সহজরূপ জাগে

অন্তরে যার সদাই সহজরূপ জাগে
সে নাম বলুক না বলুক মুখে॥
যাহার উৎপত্তি সংসার
নামের অন্ত নাহিকো তার
বলুক সে নাম ইচ্ছা হয় যার
নাম বলে যদি রূপ দেখে॥
যে নেয় গুরু-রূপে আশ্রি
ভুবন জুড়ে ভুলায় তারি
ধন্য তাহার রূপ নেহারি
রূপ দেখে রয় ঠিক রাগে॥
নামের চেয়ে রূপ নেহারা
সর্বজয় সাধক তারা
সিরাজ সাঁই কয় লালন ভেড়া
আ'লি-গেলি কিসের লেগে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫১১: অবোধ মন রে তোমার হলো

অবোধ মন রে তোমার হলো না দিশে
এবার মানুষের করণ হবে কিসে॥
কোনদিন আসবে যমের চেলা
ভেঙে যাবে ভবের খেলা
সেদিন হিসাব দিতে বিষম জ্বালা
ঘটবে শেষে॥
উজান-ভেটেন দুটি পথ
ভক্তি-মুক্তির করণ সে তো
এবার তাতে যায় না জরা-মৃত

যমের ঘর সে॥

যে পরশে পরশ হবি
সে করণ আর কবে করবি
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয় লালন রলি
ফাঁকে বসে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫১২: অন্ধকারের আগে ছিল সাঁই রাগে

অন্ধকারের আগে ছিল সাঁই রাগে
আলকারেতে ছিল আলের উপর
ঝরেছিল একবিন্দু হইল গম্ভীর সিন্ধু
ভাসিল দীনবন্ধু নয় লাখ বৎসর॥

অন্ধকার ধন্দকার নিরাকার কুওকার
তারপরে হল হুহুংকার
হুহুংকারের শব্দ হল, ফেনারূপ হয়ে গেল
নীর-গম্ভীরে সাঁই ভাসলেন নিরন্তর॥

হুহুংকারে ঝংকার মেরে দীপ্তকার হয় তারপরে
ধন্ধ দোরে ছিলেন পরওয়ার
ছিলেন সাঁই রাগের পরে, সুরাগে আশ্রয় করে
তখন কুদরতিতে করিল নিহার॥

যখন কুওকারে কুও ঝরে বাম অঙ্গ ঘর্ষণ করে
তাইতে হইল মেঘের আকার
মেয়ের রক্ত বিচে শক্ত হল, ডিম্ব তুলে কোলে নিল
ফকির লালন বলে লীলা চমৎকার।

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫১৩: অন্ধকারে রাগের পরে ছিল যখন

অন্ধকারে রাগের পরে ছিল যখন সাঁই
কীসের পরে ভেসেছিল কে দিল আশ্রয়॥
তখন কোন আকার ধরে
ভেসেছিল কোন প্রকারে
কোন সময় কোন কায়া ধরে
ভেসেছিল সাঁই॥
পাক-পাঞ্জাতন হইল যারা
কীসের পরে ভাসল তারা
কোন সময় নূর সেতারা
ধরেছিল সাঁই॥
সেতারা রূপ হল কখন
কী ছিল তার আগে তখন
লালন বলে সে কথা কেমন
বুঝা হলো দায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫১৪: আকারে ভজন সাকারে সাধন, তায়

আকারে ভজন সাকারে সাধন, তায়
আকার সাকার অভেদ রূপ জানতে হয়॥
ভজনের মূল নর-আকার
গুরু-শিষ্য হয় প্রচার
সাকার রূপেতে আকারের নির্ণয়
আকার ছাড়া সাকার রূপ নাহি রয়॥
পুরুষ প্রকৃতি আকার
যুগল ভজন প্রচার
নায়ক-নায়িকার যোগমাহিত্ম্য
যোগের সাধন জানতে হয়॥
অযোনী সহজ রূপ সঁসকার
স্বরূপে দুইদূপ হয় নিহার
স্বরূপে রূপের স্বরূপ কয়
অবোধ লালন তাই জানায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫১৫: রসিক নাম পাড়ায়ে মনা বেড়াও

রসিক নাম পাড়ায়ে মনা বেড়াও রে জগৎ মাতিয়ে
ভাব জান না ভাবুক রঙা ভাংলি রে মাটি গুতিয়ে॥
নাদায় গুড় নাই রে মনা খাবড়ি
ছোঁ ছোঁ করে ছুটে বেড়াও
মিটালো না তোর সাবড়ি
গর্তে পলি চুবানি খেলি
তবু উঠিস কুতকুতিয়ে॥
পেয়েছ জল-ছেঁচা এক চাকুরি
পড়িয়ে ধরি গেড়ে গুড়ি
ছেঁচলে কত আঁকড়ি
রসিকপাড়ায় গেলে তোমায়
ঘুকসি বলে দেয় নাথিয়ে॥
পিচুটে স্বভাব যেয়েও যায় না
কথায় দেখি কাজের পাগল
মদন রসে মগনা
লালন বলে স্বভাব দোষে
হলি রে তুই বিজাতীয়ে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫১৬: রাসুল রাসুল বলে ডাকি

রাসুল রাসুল বলে ডাকি
রাসুল নাম নিলে বড় সুখে থাকি॥
মক্কায় যেয়ে হজ্ব করিয়ে
রাসুলের রূপ নাহি দেখি
মদিনাতে যেয়ে রাসুল
মরেছে তার রওজা দেখি॥

হায়াতুল মুরসালিন বলে
কোরানেতে লেখা দেখি
দীনের রাসুল মারা গেলে
কেমন করে দুনিয়ায় থাকি॥
কুল গেল কলঙ্ক হল
আর কিবা আছে বাকি
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয় অবোধ লালন
রাসুল চিনলে আখের পাবি॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫১৭: রাধার গূণ কত নন্দলাল তা

রাধার গূণ কত নন্দলাল তা জানে না
কিঞ্চিৎ জানলে লম্পট ভাব থাকতো না॥
করে সে পিরিতি
নাই তার সু-রীতি
কু-রীতি ছলনা
বলে রাই সত্য দেখি
অন্য ভাবনা॥
যদি মন দিলে রাধারে
ওরে শ্যাম কুব্জারে
স্পর্শ করতো না
এক মন কয় জায়গায় বেচে
তাও তো জানলাম না॥
চন্দ্রাবলীর সনে
মত্ত কোন রসরঙ্গে
ভেবে দেখো না
অমনি অনন্ত ভ্রান্ত
শ্যামের জেনেও জানো না॥
জানলে প্রেম গোকুলে
নিত্য ক্যাঁথা গলে
অধীন লালন কয়
কর এ বিবেচনা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫১৮: লণ্ঠনে রূপের বাতি জ্বলছে রে

লণ্ঠনে রূপের বাতি জ্বলছে রে সদাই
দেখ না রে মন দেখতে যার বাসনা হৃদয়॥
রতির গিরে ফসকা মারা
শুধু কথার ব্যবসা করে
তার কী হবে রূপ নিহারা
মিছে গোল বাধায়॥
যেদিন বাতি নিভে যাবে
ভাবের শহর আঁধার হবে
সুখ-পাখি তোর পলাইবে
ছেড়ে সুখালয়॥
সিরাজ সাঁই বলে রে লালন
স্বরূপে রূপে দিলে নয়ন
তবে হবে রূপ দরশন
পড়িস নে ধাঁধায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫১৯: সবে বলে লালন ফকির কোন

সবে বলে লালন ফকির কোন জাতের ছেলে
কারে বা কি বলি আমি, দিশে না মেলে॥
শ্বেতদণ্ড জরায়ূ ধরে
এক একেশ্বর সৃষ্টি করে
আগম নিগুম চরাচরে
তাই তো জাত ভিন্ন বলে॥
জাত বলিতে কি হয় বিধান
হিন্দু যবন বৌদ্ধ খ্রিস্টান
জাতের আছে কি বা প্রমান

শাস্ত্র খুঁজিলে॥
মানুষের নাই জাতের বিচার
এক এক দেশে এক এক আচার
লালন বলে জাতের ব্যবহার
গিয়েছি ভুলে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫২০: স্বরূপে রূপ আছে গিল্‌টি করা

স্বরূপে রূপ আছে গিল্‌টি করা
রূপসাধন করলো স্বরূপ নিষ্ঠা যারা॥
শতদল সহস্রদলে
রূপে স্বরূপে ভাটা খেলে
ক্ষণেক রূপ রয় নিরালে
নিরাকারা॥
রূপ বললে যদি হয় রূপসাধন
তবে কি আর ভয় ছিল মন
সে মহারাগের করণ
স্বরূপ দ্বারা॥
আসবে বলে স্বরূপে মণি
থাক গা বসে ভাব-ত্রিবেণী
লালন কয় সামাল ধনি
সেই কিনারা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫২১: ও মন কর সাধনা মায়ায়

ও মন কর সাধনা মায়ায় ভুল না
নইলে আর সাধন হবে না॥
সিংহের দুগ্ধ স্বর্ণপাত্রে রয়
মেটেপাত্রে দিলে ও মন কেমন দেখায়

মনপাত্র হলে মেটে, কি করবি কেঁদে কেটে
আগে কর সেই পাত্রের ঠিকানা॥
চেতনগুরুর সঙ্গে কর ভগ্ণাংশ শিক্ষা
বীজগনিতে পূর্ণমান হবে তাতে পারি রক্ষা
মনমতি ভাল হও, দীক্ষা-শিক্ষা লও
মানসাংক কষতে ভুল কর না॥
বাংলা শিক্ষা কর মন আগে
ইংরাজিতে মন তোমার রাখ বিভাগে
বাংলা শিক্ষা কর মন আগে
ইংরাজিতে মন তোমার রাখ বিভাগে
বাংলা না শিখিয়ে, ইংরাজিতে মন দিয়ে
লালন বলে করছ পাসের ভাবনা॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫২২: কর গে পেয়ালা কবুল শুদ্ধ

কর গে পেয়ালা কবুল শুদ্ধ ঈমানে
মিশবি যদি জাত ছেফাতে এ তনু আখেরের দিনে॥
সাধিলে নূরের পিয়ালা
খুলে যাবে রাগের তালা
অচিন মানুষের খেলা
দেখবি তবে দুনয়নে॥
জব্বরি ছত্তুরি ধরি
সাধরে আর নূর জহরি
এ চারের করণ ভারি
আছে রে অতি গোপনে॥
ফানা-ফিস্‌শেখ বাকা ফানা শ্বুল
ফানা ফিল্লা ফানাফের রাসুল
এ চার মোকামে লালন
মুর্শিদ ভজে অতি নির্জনে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫২৩: কতদিন আর রইবি রঙ্গে

কতদিন আর রইবি রঙ্গে
বাড়িতেছে বেলা ধর এই বেলা
    যদি বাঁচতে চাও তরঙ্গে॥
নিকটে বিকটে বেশেতে শমন
দাঁড়াইয়া আছে হরিতে জীবন
মানিবে না কারে, কেশে ধরে তোরে
    লয়ে যাবে সে জন আপন সঙ্গে॥
দারা-সূত-আদি যত প্রিয়জন
বক্ষমাঝে যাদের রাখ সর্বক্ষণ
আমার আমার বল বারেবার
    তখনি হেরিবে না কেহ অপাঙ্গে॥
অতএব শোন থাকিতে জীবন
কর অন্বেষণ পতিতপাবন
সিরাজ সাঁই কয় লালন, অধম তারণ
    বাঁচো এখন পাপ আতঙ্কে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫২৪: সমুদ্রের কূলে থেকে জল বিনে

সমুদ্রের কূলে থেকে জল বিনে চাতকী মলো
হায় রে বিধি ওরে বিধি তোর মনে কি ইহাই ছিল॥
  নবঘন বিনে বারি
  খায় না চাতক অন্য বারি
  চাতকের প্রতিজ্ঞা ভারি
      যায় যাবে প্রাণ সেও ভাল॥
  চাতক থাকে মেঘের আশে
  মেঘ বরিষে অন্য দেশে

বলো চাতক বাঁচে কিসে
ওষ্ঠাগত প্রাণ হলো॥
লালন ফকির বলে রে মন
হলো না মোর ভজন সাধন
ভুলে সিরাজ সাঁইয়ের চরণ
মানবজনম বৃথা গেলো॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫২৫: সরল হয়ে করবি কবে ফকিরি

সরল হয়ে করবি কবে ফকিরি
দেখ মনুরায় হেলায় হেলায় দিন তো হল আখেরি॥
ভজবি রে লা-শরিকালা
ঘুরিস কেন কালকেতলা
খাবি রে নৈবদ্য কলা
সেইটা কি আসল ফকিরি॥
চাও অধীন ফকিরি নিতে
ঠিক হয়ে কই ডুবলি তাতে
কেবল দেখি দিবারাতে
পেট-পূজার টোল ভারি॥
গৃহে ছিলি ছিলি ভাল
আঁচলা ঝুলায় কী লাভ হল
সিরাজ সাঁই কয় নাহি গেল
নাল পড়া লালন তোরি॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫২৬: সাধুসঙ্গ কর তত্ত্ব জেনে

সাধুসঙ্গ কর তত্ত্ব জেনে
সাধন হবে না অনুমানে॥
সাধুসঙ্গ কর রে মন

অনর্থ হবে বিবর্তন
ব্রহ্মজ্ঞান ইন্দ্রিয় দমন
হবে রে সঙ্গগুণে।
নবদ্বীপে পঞ্চতত্ত্ব
ও তার স্বরূপে রূপ আছে বস্তু
ভজনে যদি হয় গে সত্য
গুরু ধরে নেও গো জেনে॥
আদ্য যদি সঙ্গ করে কোন ভগবানে
সেই তো দেখছে লীলা বর্তমানে
সিরাজ সাঁই কয় লালন যাস নে অনুমানে
সেই শ্রীবাস অঙ্গনে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫২৭: মওলা বলে ডাক রসনা

মওলা বলে ডাক রসনা
গেল দিন ছাড় বিষয় বাসনা॥
যেদিন সাঁই হিসাব নেবে
আগুন পানির তুফান হবে
এ বিষয় তোর কোথায় রবে
একবার ভেবে দেখ না॥
সোনার কুঠরি কোঠা রে মন
সোনার খাট-পালঙ্কে শয়ন
শেষে হবে সব অকারণ
সার হবে মাটির বিছানা॥
ইমান ধন আখেরের পুঁজি
সে-ঘরে দিলে না কুঞ্জি
লালন বলে হারলে বাজি
শেষে কাঁদলে সারবে না॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫২৮: মধুর দেল-দরিয়ায় ডুবে কর রে

মধুর দেল-দরিয়ায় ডুবে কর রে ফকিরি
ছাড় ফিকির হলো আখেরি॥
শুনতে পাই দেহের চৌদ্দ ঘর
আঠারো চারিতে করিয়ে বিচার
লা-মোকাম আছে তাহারি উপর
মওলার নিজ আসন সেই পুরি॥
আল্লার তক্ত বান্দার দেল যথা
কোরানে বলেছে আপে খোদ খোদা
আজাজিলের পর হইল খাতা
না বুঝে দেল গভীরি॥
দেল-দরিয়ায় ডুবারু হয় যে
আলখানার ভেদ পাইল সে
আলে আজব কাম দ্বিদলে বারামে
লালন হাতছাড়া বাহিরি॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫২৯: রাগ-অনুরাগ বাঁধা আছে যার

রাগ-অনুরাগ বাঁধা আছে যার
সোনার মানুষ উজ্জল হৃদকমলে
বেদ পুরাণ আদি রাগের অনুবাদি
নব অনুরাগী তা দেয় রে ফেলে॥
অনুরাগের মন যেদিকে ফিরায়
পূর্ণচন্দ্র রূপ ঝলক দেখতে পায়
ক্ষণেক হাসে মন, ক্ষনেক সচেতন
ক্ষণেক ব্রহ্মাণ্ডের পর যায় রে চলে॥
অনুরাগের মন করে একান্ত
মনিহারা রূপ ফণীর মত
দেখলে তাহার মুখ, হৃদয়ে বাড়ে সুখ
পরশিলে অঙ্গ প্রেম উজ্জলে॥
অনুরাগের যে সদাই করে আশা
অনুরাগে হয় তার দশম দশা
লালন ফকির কয় অনুরাগ যার নাই
কার্য সিদ্ধ হয় তার কোন কালে॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

লালন-৫৩০: নানারূপ শুনে শুনে প্রেমে শুন্য

নানারূপ শুনে শুনে প্রেমে শুন্য পেলাম খাতায়
বুঝিতে ভঝিতে বোঝা চাপিল মাথায়॥
যা শুনিতে হয় বাসনা
শুনলে মনে আঁট বসে না
তার বড় শুনিয়ে মনা
দৌড়ায় সেথায়॥
একবার বলি যাই কাশীতে
আবার সাজি পেঁড়োয় যেতে
দিন গেল মোর দোটানাতে
যাই বা কোথায়॥
একবার জেনে যে এক ধরিল
সেই সে পাড়ি সেরে গেল
লালন বার তলে প'লো
শষ অবস্থায়॥

কথা: লালন সাঁই
সূচী

প্রথম পাতা

হাসন

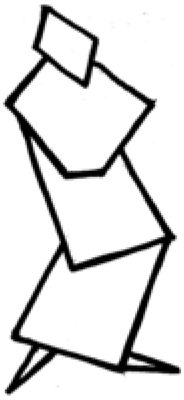

প্রথম পাতা

হাসন-১: আহারে সোনালী বন্ধু শুনিয়া যা

আহারে সোনালী বন্ধু   শুনিয়া যা মোর কথা।
হাসন রাজার হৃদকমলে   তোমার চান্দমুখ গাঁথা॥
হেরি যবে তব মুখ   এ জনমের যায় দুঃখ।
উপজিয়ে মনের সুখ   জনমের যায় ব্যাথা॥
হাসন রাজা হুতাশ হইয়া   আছে তব পানে চাইয়া।
মনপ্রাণ সব নিয়া   ছাড়িলে মমতা॥
হাসন রাজা প্রেমিক বলে   আইস প্রেমনাগরী কোলে।
তোমার লাগি প্রাণ জ্বলে   প্রেমেরো বিধাতা॥

কথা: হাসন রাজা (হাছন)
সূচী

হাসন-২: প্রেমের বাজারে বিকে মানিক সোনারে।

প্রেমের বাজারে বিকে মানিক সোনারে।
যেই জনে চিনিয়া কিনে লভ্য হয় দুনা রে॥
সুবুদ্ধি ও সাধু যারা, প্রেম বাজারে যায় তারা।
নির্বুদ্ধিরা ভব বাজারে, বেগার খাটিয়া মরে রে॥
প্রেম বাজারে বিকে রত্ন ভব বাজারে নাই।
সাধু যারা শীঘ্র তাঁরা খরিদ করা চাই রে॥
সাধু যারা কিনে তারা আনন্দিত হইয়া।
কুবুদ্ধিরা বইয়া রইছে ভবের বাজার চাইয়া রে॥
মানিক রত্ন না কিনিলাম, প্রেম বাজারে যাইয়া।
ভব বাজারে বোকার মত রইয়েছি বসিয়া রে॥
হাসন রাজা বলে আমার কি লিখ্‌ছে ললাটে।
যা লিখেছে নিরঞ্জন সে কি আর মিটে রে॥

কথা: হাসন রাজা (হাছন)
সূচী

হাসন-৩: রূপ দেখিলাম রে নয়নে আপনার

রূপ দেখিলাম রে নয়নে, আপনার রূপ দেখিলাম রে।
আমার মাঝত বাহির হইয়া, দেখা দিল আমারে॥
দেখা দিয়া প্রাণ লইয়া, সামাইল ভিতরে।
আদম ছুরত দেখা দিল, ধরিয়া আমারে॥
আয়নার মধ্যে যেমন মুখ দেখা যায়।
সেই মতে আমার রূপে, দেখা দিল আমায়॥
নূরে বদনখানি, জিনে কাঞ্চা সোনা।
আপনার রূপ দেখিয়া, আপনে যে ফানা॥
আপনার রূপ দেখিয়া, আপনে পাগল।
ত্রিভুবন জুড়িয়া রূপে, করে ঝলমল॥
চন্দ্র সুর্য নাহি হয় রে, ঐ রূপের সমান।
সেই রূপ দেখিয়া আমার, বাঁচে না পরান॥
দিলের চক্ষে দেখলাম রূপ নয়ন ভরিয়া।
কুলুবে বসিল আমার, দিলাসাত দিয়া॥
তুমি আমার আমি তোমার প্রাণবন্ধে বলিয়া।
হৃদয়ে কমলে বন্ধু বসিল ও গিয়া॥
ভাবনা চিন্তা দূর হইল, বন্ধু কোলে লইয়া।
নাচে নাচে হাসন রাজায়, বন্ধুয়ারে পাইয়া॥

কথা: হাসন রাজা (হাছন)
সূচী

হাসন-৪: আমিই মূল নাগর রে।

আমিই মূল নাগর রে।
আসিয়াছি খেউড় খেলিতে, ভব সাগরে রে॥
আমি রাধা, আমি কানু, আমি শিবশঙ্করী।
অধর চাঁদ হই আমি, আমি গৌর হরি॥
খেলা খেলিবারে আইলাম এই ভবের বাজারে।
চিনিয়া না কোন জনে আমায় ধরতে পারে॥
আমিই মূল, আমিই কূল, আমি সর্ব ঠাঁই।
আমি বিনে এ সংসারে আর কিছু নাই॥
নাচ নাচ হাসন রাজা কারে কর ভয়।
আমিত্ব ছাড়িয়া দিয়া যাতে হইছ লয়॥

কথা: হাসন রাজা (হাছন)
সূচী

হাসন-৫: তুমি কে আর আমি বা

তুমি কে আর আমি বা কে,
তাই তো আমি বুঝি না রে।
এক বিনে দ্বিতীয় আমি
অন্য কিছু দেখি না রে॥
তুমি হে জগতের কর্তা
আমি শব্দটাই মিথ্যা।
একা তুমি বিধাতা
তব সরিক অন্য নাই রে॥
আমি আমি বলে যারা
বুঝে না বুঝে না তারা।
লাগিয়াছে সংসারি বেরা
মূর্খতা ছুটিছে না রে॥
মিছামিছি বলি আমি
সর্ব্বব্যাপী হওরে তুমি।
সকলই তুমি অন্তর্যামী
তুমি ভিন্ন কিছু নয় রে॥
হাসন রাজা নামটি দিয়া
রইয়াছ ছাপাইয়া।
সবই কর পরদা দিয়া
দোষের ভাগী হও নারে॥
বুঝিয়ে দেখি তুমি বই
হাসন রাজা কিছুই নই।
হাসন রাজা যারে কই
সেও দেখি তুমি ঐ রে॥

কথা: হাসন রাজা (হাছন)
সূচী

হাসন-৬: দিলবরের মা কেন আইলে বাজারে।

দিলবরের মা কেন আইলে বাজারে।
কি জিনিস কিনিলে তুই, বল্লে না আমারে॥
হাছন রাজা জিজ্ঞাস করে দিলবরের মা তোরে।
কি জিনিস কিনিয়া আনলায় আপনার ঘরে॥
নুন নিমু মরিচ নিমু আর নিমু আদা।
ছালন রান্ধিয়া খাইমু, শুন ঠাকুর দাদা॥
হাছন রাজা তুমি কেন পেটের টাণ্ডা কর।
পেটের টাণ্ডা দুর করিয়া বন্ধের চরণ ধর॥

কথা: হাসন রাজা (হাছন)
সূচী

হাসন-৭: মায়া নদী কার জোরে তরি

মায়া নদী কার জোরে তরি
বা দয়াল নবীজী॥
মা বাপে বাতাইয়া দিলা
উস্তাদ প্রাণের ধন।
উস্তাদে বাতাইয়া দিলা —
মুরশিদ প্রাণের ধন॥
মায়ের চারি, বাপের চারি,
আল্লার দেওয়া দশ॥
আঠারো মুকামের মাঝে
ফিরে মায়া রস॥
হাছন হইলা মক্কার খদিম
হুছন বড়ো পীর।
জহুদের লাগিয়া তাইন
আগে দিলা ছির॥

কথা: হাসন রাজা (হাছন)
সূচী

হাসন-৮: সোনার বউগো তোর লাগিয়া

সোনার বউগো
তোর লাগিয়া হাছন দেওয়ানা॥
বউ আমার রঙ্গী চঙ্গী
মজাইল হুঙ্গীর হুঙ্গী
বউর লাগি হাছন রাজায়
ফিরে কান্দি কান্দি॥
হাছন রাজা, কুমুদ ছাড়ো—
এখন তোমার হুঁশ করো
পরকে ছাড়ি আপন ধরো
নিজ গুণ গাও॥

কথা: হাসন রাজা (হাছন)
সূচী

হাসন-৯: হইলাম কলঙ্কের উদাসিনী গো,

হইলাম কলঙ্কের উদাসিনী গো,
মাইয়ার দেশে গো
হইলাম কলঙ্কের উদাসিনী গো॥
আর পুরুষের ধন লইয়া
মাইয়ায় বেপার করে।
মিছামিছি পুরুষ লোকে
বেগার খাটি মরে গো॥
আর পুষ্কন্ডিতে নাইরে জল
কি করব তার সোতে
যে মাইয়ার পুরুষ নাই
কি করব তার রূপে গো॥
আর আশমানেতে উঠে চান্দ
সঙ্গে লইয়া তেরা
এক চান্দ সুরুয বিহনে
দুনিয়া আন্ধেরা গো॥
আর উড়িয়া যায় রে সূয়া পক্ষী
গাইয়া যায় রে গান।
সেই গান রচিয়া দিছইন—
হাছন রাজা বইয়া গো॥

কথা: হাসন রাজা (হাছন)
সূচী

হাসন-১০: হাছন রাজা নাচতে আছে আল্লা

হাছন রাজা নাচতে আছে আল্লা আল্লা আল্লা করি।
    পবনের গাড়ি চল্‌ছে ধু ধু ধা ধা করি॥
কেমন কামলায় গাড়ি করিয়াছে তৈয়ারী।
    পবনের গাড়ি চল্‌ছে ধু ধু ধা ধা করি॥
কলে কলে কল বসাইয়া, হাওয়ায় করিয়ে ভর
চালায় দেখ হাওয়ার গাড়ী কলকাত্তা সহর॥
    পবনের গাড়ি চল্‌ছে ধু ধু ধা ধা করি॥
ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্ করিয়া চালাইতেছি গাড়ি।
তার উপর চাইয়া দেখ সাহেব সোওয়ারী॥
    পবনের গাড়ি চল্‌ছে ধু ধু ধা ধা করি॥
আচানক গাড়ি সব, আচানক তার লীলা।
তার মাঝে সাহেব বাহাদুর করতে আছে খেলা।
    পবনের গাড়ি চল্‌ছে ধু ধু ধা ধা করি॥
বানাইয়াছে গাড়ির মাঝে কতই যে কোঠা।
কতই যে ছোট কোঠা, কতই যে মোটা॥
    পবনের গাড়ি চল্‌ছে ধু ধু ধা ধা করি॥
বসিয়াছে গাড়ির মাঝে হইয়ে আগে পিছে।
একা বসিয়াছে সাহেব, কেউ না যায় তার কাছে।
    পবনের গাড়ি চল্‌ছে ধু ধু ধা ধা করি॥
দৌড়ায় রে পবনের গাড়ি সহর জুড়িয়া।
কিছু নাহি যাইতে পারে তার আগে দৌড়িয়া।
    পবনের গাড়ি চল্‌ছে ধু ধু ধা ধা করি॥
গাড়ির মধ্যে বইছে সাহেব আনন্দিত হইয়া।
সাহেব দেখিয়ে হাছন রাজা ছালাম দিল গিয়া।
    পবনের গাড়ি চল্‌ছে ধু ধু ধা ধা করি॥
আদর করিয়া সাহেব যে লইল ছালাম।
আদর পাইয়া হাছন রাজা হইল গোলাম।
    পবনের গাড়ি চল্‌ছে ধু ধু ধা ধা করি॥
হাছন রাজা নাচতে আছে আল্লা আল্লা করি।
    পবনের গাড়ি চল্‌ছে ধু ধু ধা ধা করি॥

কথা: হাসন রাজা (হাছন)
সূচী

হাসন-১১: ওরে আমার পাগ্‌লা মাঝি

ওরে আমার পাগ্‌লা মাঝি
পাগ্‌লা নে তোর বৈঠা নে।
ঈশান কোণে সাজ কইরাছে
মেঘ ডাইকাছে বায়ু কোণে রে
আমি ঠেকয়লাম পাগলা মাঝি লইয়া
নাও ভিড়াইতে উল্টা টানে॥
হাছন রাজার ভাঙা তরী
নাইযে কড়ি নাই কাণ্ডারী
আমি মধ্যিখানে ডুইবা রইলাম
কার কাছে কই কেবা শুনে॥

কথা: হাসন রাজা (হাছন)
সূচী

হাসন-১২: ও যৌবন ঘুমেরই স্বপন।

ও যৌবন ঘুমেরই স্বপন।
সাধন বিনে নারীর সনে হারাইলাম মুলধন॥
আর দৈ বলিয়া চুন গুলিয়া খাইল কতকজন।
হক না জেনে মুখ পুড়িল লালছের কারণ॥
আউলিয়া ছাড়া নদীর কূলে যে করে আসন।
জ্ঞান শুন্যরে কুম্ভীরে খায় ভাঙ্গিয়া গর্দন।
ফকির হাছন রাজায় বলে
ঠেকছি খাইয়া নদীর জল
নিশার চোটে লাগলো এঠাঁটে
উলটা বড়ির কল॥

কথা: হাসন রাজা (হাছন)
সূচী

হাসন-১৩: ওমা কালী, কালী গো, এতনা

ওমা কালী, কালী গো, এতনা ভঙ্গিমা জান।
কত রঙ্গ ঢঙ্গ কর যা ইচ্ছা হয় মন॥
মাগো স্বামীর বুকে পা দেওমা ক্রোদধ হইলে রণ।
কৃষ্ণরূপে প্রেমভাবে মামীর বসন টান॥
আদ্যা শক্তি হইয়া মাগো পুত্রে লইলায় বর।
শতবার মারিয়া মাগো কর পুত্রের ঘর॥
কখন কালী, কখন রাধা, কখন গো তারিণী।
জ্ঞান চক্ষে চাইয়া দেখি মা মোর পরাণী॥
কালী রূপ ধরিয়া মাগো অসুর কইলায় নাশ।
রাম রূপে রাক্ষসগণ করিলায় বিনাশ॥
তুমি বাড়ি, তুমি ঘর মা, তুমিই সংসার।
তুমি বিনে অন্য জনা কেহই নাই আর॥
নানা সময় নানা রূপে অবতার হইয়া।
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ কর দুষ্টকে মারিয়া॥
হাছন রাজা কালীভক্ত কালী পদ সার।
কে বুঝিতে পারে মায়ের অনন্ত ব্যাপার॥

কথা: হাসন রাজা (হাছন)
সূচী

হাসন-১৪: কারে তুমি বুজাও রে বন্ধু

কারে তুমি বুজাও রে বন্ধু
তুমার পাগলা হাছনে নাই বুজে॥
পাগলা তর হাছন জনত কেমন
তুমি বিনে কিছু বুজে না সুজেরে বন্ধু॥
তুমার যে মক্কর আর যে চকর
হাছন রাজায় তারে জানে।
যেখানে যা কর হাছন রাজা থাকে খুজেরে॥
তুমি যে যেমন আমি কি তেমন
তুমার কি এ সব সাজে।
দেখিয়ে তুমার কীর্তি নিত্তি
হাছন রাজা মরে লাজেরে॥
তুমার যে হাছন করে রে নাছন

তুমায় মন মর মজে।
হাছন রাজার মনে তুমায়
রাখি হিদ্রের মাজে রে॥
বন্ধু তুমার পাগলা হাছনে নাই বুজে॥

কথা: হাসন রাজা (হাছন)
সূচী

হাসন-১৫: কেন আইলাম না রে, রাধার

কেন আইলাম না রে, রাধার কালাচান্দ।
বাঁশীটি বাজাইয়া আমার লইয়া যাও পরাণ॥
তমালেরি ডালে বসি, সদায় বাজাও বাঁশী
শুনিয়া বাঁশীর রব, হইলাম উদাসী।
বাঁশীর সুর শুনিয়া আমি বঞ্চিতে না পারি
ঘরের কোণে পিছের ধাইরে করি ঘুরাঘুরি॥
কলঙ্কি হইয়া আছি, হইছে জানা জানি
ঘরে বাইরে আরি পরিয়ে করে কানাকানি॥
মায়ে বাপে গুষ্টি কুটুমে, মুখ আমার পুড়ে
তবু দেখ হাছন জানে কানাইরে না ছুড়ে॥
হাছন রাজায় বলে পিরিত এমনই জঞ্জাল
দেশে দশে সবে দোষে, তবু বাসে ভাল॥

কথা: হাসন রাজা (হাছন)
সূচী

হাসন-১৬: দয়া ধরো মুই, অধমেরে, দয়াল

দয়া ধরো মুই, অধমেরে, দয়াল বন্ধু,
দয়া ধরো মুই অধমেরে॥
দয়াল বলিয়া নাম সংসারে যে কয়—
এমন দয়াল তুমি, মোর মনে লয়॥
আর দয়া করি ইব্রাহিম রে,
বাঁচাইলে আগ থাকিয়া।
বাঁচা লইলে বাঁচাইলে আগুইন

গুলজার করিয়া॥
ইনুদ নবী বাঁচাইলে
মাছের পেটে থাকিয়া।
কুয়া হইতে ইছুফ নবী
লইলে উঠাইয়া॥
হাছন রাজা ভিক্ষা চায়—
ভিক্ষা দাও মোরে;
এই ভিক্ষা চাই ঠাকুর
দেখিতাম তোমারে॥

কথা: হাসন রাজা (হাছন)
সূচী

হাসন-১৭: দয়ানি করিবায় মোরে রে ও

দয়ানি করিবায় মোরে রে ও বন্ধু দয়াল শ্যাম
দয়া নি করিবায় মোরে।
হাছন রাজায় বিনয় করি ডাকে হে তোমারে॥
আমি ত বসিয়া আছি বন্ধে করব দয়া।
অবশ্য মোর প্রাণের বন্ধে করিবেক মায়া রে॥
মায়া দয়ার আশি হইয়া আছি আমি চাইয়া॥
মনের সাধ থাকি সদা দুই চরণ বেড়িয়া রে।
হাছন রাজায় বলে আমি চরণ ভিক্ষা চাই।
দুই চরণ ছাড়িয়া যেন কোথায়ো না যাই রে॥
চরণ ছায়ায় থাকি সদা দেখি যে তোমারে।
হাছন রাজায় বলে এই ভিক্ষা দেও মোরে রে॥
হাছন রাজার মনের মাঝে কেবল এই আশ।
চিরকালের জন্যে আমি হইতাম তোমার দাস॥

কথা: হাসন রাজা (হাছন)
সূচী

হাসন-১৮: দাঁড়াইয়াছি নদীতীরে হইয়া অস্থির

দাঁড়াইয়াছি নদীতীরে হইয়া অস্থির
ভরসা মোর আছে চিতে— আল্লা নবীজীর।
ঠাকুর পার করবায় নি—
পয়সা কড়ি নাই, গফুর-রহিম খেওয়ানি॥
যত ধন আছিল আমার
সব হইল চুরি।
কেমনে হইতাম পার—
এই তাইসে মরি॥
খেওয়ানির মুখ দেখিয়া
মনে আইল আশা
পার করিয়া দিব মোরে
হইয়াছে ভরসা॥
কান্দিয়া মিনতি করে
হাছন রাজা দাসা
পার করিয়া চরণ তলে—
মোরে দেও বাসা॥

কথা: হাসন রাজা (হাছন)
সূচী

হাসন-১৯: কানাই খেউড় খেলাও কেনে

কানাই খেউড় খেলাও কেনে
রঙ্গের রঙ্গিলা কানাই
খেউড় খেলাও কেনে।
স্বর্গপুরী ছাইড়্যা কানাই
আইলাম এই ভুবনে
হাছন রজায় জিজ্ঞাস করে
আইলাম কি কারণে।
কানাইয়ে যে করে রঙ্গ
রাধিকা হইতেছে ঢঙ্গ
উইড়্যা যাইব জুংবার পতঙ্গ
খেলা হইব ভঙ্গ।
হাছন রজায় জিঙ্গাস করে

কানাই কোন জন
ভাবনা চিন্তা কইর‍্যা দেখে
কানাই যে হাছন॥

দ্র: হাছন রজা = হাসন রাজা
দ্র: হাসন রাজার(১৮৫৪-১৯২২) জন্ম শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমার লখনছিড়ি গ্রামে।
সূচী

হাসন-২০: নিশা লাগিল রে

নিশা লাগিল রে
বাঁকা দু নয়নে নিশা লাগিল রে
হাসন রাজা পিয়ারীর প্রেমে মজিল রে॥
ছটফট করে হাসন রাজা দেখিয়া চাঁদ মুখ
হাসন জানের মুখ দেখিয়া ধন্দে গেল দুখ॥
হাসন জানের রূপটা দেখি ফালদি ফালদি উঠে
চিড়াবারা হাসন রজার বুকের মাঝে কুটে॥

দ্র: হাসন রাজার(১৮৫৪-১৯২২) জন্ম শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমার লখনছিড়ি গ্রামে।
সূচী

হাসন-২১: আমি না লইলাম আল্লাজীর

আমি না লইলাম আল্লাজীর নাম রে॥
আমি না করলাম তার কাম।
বৃথা কাজে পাগল মন আর দিন খুয়াইলাম রে॥
ভবের কাজে মত্ত হইয়া দিন গেল বইয়া
আসল কার্য্য না করিয়া রহিলাম ভুলিয়া রে॥
নাম লইমু নাম লইমু করিয়া আয়ু হইল শেষ
এখনো না করলা রে হাসন প্রাণ বন্ধের উদ্দেশ।
আশয় বিষয় পাইয়া হাসন কর জমিদারি
চিরদিন কি থাকবারে হাসন রাজার লখনছিড়ি॥
কান্দে কান্দে হাসন রজায় কি হবে উপায়
আসরের দিনে যখন পুছিবে খোদায়॥

দ্র: হাসন রাজার(১৮৫৪-১৯২২) জন্ম শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমার লখনছিড়ি গ্রামে।
সূচী

হাসন-২২: সোনা বন্ধে আমারে

সোনা বন্ধে আমারে দেবানা বানাইল।
সোনা বন্ধে আমারে পাগল করিল।
আর না জানি কি মন্ত্র পড়ি যাদু করিল॥
রূপের ঝলক দেখিয়া তার আমি হইলাম কানা
সেই অবধি লাগল আমার শ্যাম পিরীতির টানা॥
হাসন রাজা হইল পাগল লোকের হইল জানা
নাচে নাচে তালে তালে আগে গায় গানা॥
মুখ চাহিয়া হাসে আমার যত আদি করি
আর দেখিয়াছি বন্ধে রূপ খুলিতে না পারি॥

দ্র: হাসন রাজার(১৮৫৪-১৯২২) জন্ম শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমার লখনছিড়ি গ্রামে।
সূচী

হাসন-২৩: জ্বালাইল কে পিরিতের

জ্বালাইল কে পিরিতের আগুন মম মনে রে।
মানে না মানে না আর তো প্রাণবন্ধু বিহনে রে॥
যে জ্বালাইল প্রেমানল সে যদি করে শীতল
তবে রব এ ভূতল নয়তো প্রাণ যাবে রে॥
দাবানল যে দিয়াছে সে বিনে প্রাণ নাহি বাঁচে
দেখা দেয় না আয়না কাঁচে মন চুরি করিয়ে রে॥
হাসন রজার মনচোরা ধরতে গেলে দেয় না ধরা
লাগাইছে প্রেমের বেড়া আড়ালে থাকিয়া রে॥

দ্র: হাসন রাজার(১৮৫৪-১৯২২) জন্ম শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমার লখনছিড়ি গ্রামে।
সূচী

হাসন-২৪: ছাড়িলাম হাসনের নাও

ছাড়িলাম হাসনের নাও রে।
হাসন রাজার নাও রে ঢল ঢল চূড়া
ওরে বৈঠা না চালাইতে নাওয়ে শূন্যে করে উড়া॥ ***
সুখের মায়ায় করছিল পিরিত নদীর কূলে বইয়া
এখন ক্যানে ছাইড়া গেল সায়রে ভাসাইয়া রে॥
পিরিত রতন পিরিত যতন পিরিত হইল জ্বালা
পিরিত করা প্রাণে মরা মন না জানিয়া রে॥
নায়ে থাইক্যা হাসন রাজা বলে যে ডাকিয়া
পিরীতি না করিয়ো রে ভাই মন না দেখিয়া রে॥

দ্র: হাসন রাজার(১৮৫৪-১৯২২) জন্ম শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমার লখনছিড়ি গ্রামে।
সূচী

হাসন-২৫: লোকে বলে রে

লোকে বলে লোকে বলে রে ঘর বাড়ি ভালা নায় আমার॥
কি ঘর বানাইমু আমি শূন্যেরই মাঝার॥
ভালা করি ঘর বানায়া কয়দিন থাকমু আর
আয়না দিয়া চাইয়া দেখি পাক্না চুল আমার॥
এই ভাবিয়া হাসন রজায় ঘর দুয়ার না বান্ধে
কোথায় নিয়া রাখবা আল্লা তাই ভাবিয়া কান্দে॥
জানত যদি হাসন রজায় বাঁচব কতদিন
বানাইত দালান কোঠা করিয়া রঙ্গিন॥

দ্র: হাসন রাজার(১৮৫৪-১৯২২) জন্ম শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমার লখনছিড়ি গ্রামে।
সূচী

হাসন-২৬: মাটির পিঞ্জিরার মাঝে

মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দী হইয়া রে
কান্দে হাসন রজার মন ময়নায় রে॥
মায়ে বাপে বন্দী হইলা খুশীর মাঝারে
লালে ধলায় হইলাম বন্দী পিঞ্জিরার ভিতরে॥
উড়িয়া যায় যে ময়না পাখী পিঞ্জিরায় হইল বন্দী

মায়ে বাপে লাগাইলা মায়াজালের আন্ধি॥
পিঞ্জিরায় সামাইয়া ময়নায় ছটফট ছটফট করে
এমন মজবুত পিঞ্জিরা ময়নায় ভাঙ্গিতে না পারে॥
উড়িয়া যাইবো শুয়া পাখি পড়িয়া রইব কায়া
কিসের দেশ কিসের বেশ কিসের মায়া দয়া॥
ময়না রে পালিতে আসি দুধ কলা দিয়া
যাইবার কালে নিষ্ঠুর ময়নায় না চাইব ফিরিয়া রে॥
হাসন রজায় ডাকব যখন ময়না আয়রে আয়
এমন নিষ্ঠুর ময়না আর কি ফিরিয়া চায় রে॥

দ্র: হাসন রাজার(১৮৫৪-১৯২২) জন্ম শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমার লখনছিড়ি গ্রামে।

অন্য রূপ

মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দী হইয়া রে
কান্দে হাসন রজার মন ময়নায় রে॥
মায়ে বাপে বন্দী হইল কুটির মাঝারে
লালে দোলায় বন্দী হইল পিঞ্জিরার মাঝারে॥
পিঞ্জিরায় মাঝারে ময়না ছটফট ছটফট করে
মন বুঝে পিঞ্জিরায় ময়নায় কান্দিতে না পারে॥
এত দিন পুষিলাম ময়না দুগ্ধ কলা দিয়া
যাইবার কালে নিষ্ঠুর পাখি না চাইব ফিরিয়া রে॥
হাসন রজায় ডাকল তখন ময়না আয়রে আয়
মন না বুঝিয়া ময়না ফিরিয়া না চায় রে॥

সূচী

হাসন-২৭: হাসন রাজায় কয় আমি কিছু

হাসন রাজায় কয় আমি কিছু নয় আমি কিছু নয়
অন্তরে বাহিরে দেখি কেবল দয়াময়॥
প্রেমের বাজারে হাসন রাজা খইয়াছে লয়
তুমি বিনে হাসন রাজায় কিছু নাহি সয়॥
প্রেমের জ্বালায় জ্বইলা মইলাম আর নাহি সয়
যে দিক ফিরিয়া চাই বন্ধু দয়াময়॥
তুমি আমি আমি তুমি ছাড়িয়াছি ভয়
উন্মাদ হইয়া হাসন রাজায় নাচিয়া বেড়ায়॥

কথা: হাসন রাজা
সূচী

হাসন-২৮: বাউলা কে বানাইল রে হাসন

বাউলা কে বানাইল রে হাসন রাজারে॥
বানাইল বানাইল বাউলা কারনাম হইতে মৌলা
দেখিয়া তার রূপের ছটক হাসন রাজা হইল বাউলা॥
হাসন রাজা হইছে পাগল প্রাণবন্দের কারণে
বন্ধু বিনে হাসন রাজায় মন যে নাহি মানে॥
হাসন রাজায় গাইছে গান হাতে তালি দিয়া
সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া শোনে হাসন রাজার বিয়া॥

কথা: হাসন রাজা
সূচী

হাসন-২৯: আমি আমার পরিচয় করিয়েছি।

আমি আমার পরিচয় করিয়েছি।
সবই তুমি আমিত্ব ছাড়িয়ে দিয়েছি।
আমিতো কিছুই নই কিছু নহে তুমি বই।
তুমি বিনে কিছু নহে আমি বুঝিয়েছি।
(আমি) আমি একটি নাম দিয়া খেলা খেল ভবে আসিয়া।
কত রঙ্গ ঢঙ্গ কর দেখি তোমার নাচানাচি।
তুমি ঘরে তুমি বাইরে তুমিই সবার অন্তরে।
কে বুঝতে পারে প্রভু তোমার ও যে পেছাপেছি।
হাছন রাজার ঐ উক্তি সকলই তুমি মা শক্তি।
তুমি আমি ভিন্ন নহি একই হইয়াছি।

কথা: হাসন রাজা
সূচী

হাসন-৩০: আমি নামাজ পড়তাম কোন্ দিগে

আমি নামাজ পড়তাম কোন্ দিগে চাইয়া –
ওরা মুছলমান মিঞা
নামাজ পড়তাম কোন দিগে চাইয়া॥
আর আল্লাজীর বানায়া ঘর আপনারি তন
এই তন ছাড়িয়া নামাজ
পড়ো কি কারণ
যেই দিকে ফিরিয়া চাই - সেই দিকে প্রাণ প্রিয়া
কোন্ দিকে পড়িতাম নামাজ
দেও না বাতাইয়া॥
হাছন রাজায় বলে রে মন পাগেলা হইয়া –
কোন দিকে পড়িতাম নামাজ
চাও না বিচারিয়া॥

কথা: হাসন রাজা
সূচী

হাসন-৩১: আমি যাইমুরে যাইমুরে আল্লার সঙ্গে

আমি যাইমুরে যাইমুরে আল্লার সঙ্গে
ও আমি যাইমুরে যাইমুরে আল্লার সঙ্গে
হাছন রাজায় আল্লা বিনে কিছু নাহি মাঙ্গে।
আল্লার রূপ দেখিয়ে হাছন রাজা হইয়াছে ফানা।
নাচিয়ে নাচিয়ে হাসন রাজায় গাইতেছে গানা।
আল্লার রূপ আল্লার রঙ্গ আল্লারো ছবি।
নূরের বদন আল্লার কি কব তার খুবি।
হাছন রাজায় দিলের চক্ষে আল্লাকে দেখিয়া।
নাচে নাচে হাছন রাজা দেখিয়ে আল্লার ভঙ্গী।
হুস খুস কিছু নাই হইছে আল্লার সঙ্গী।
আদম ছরত আল্লার জানিবায় বেসক।
খল্‌কা আদমা আল্লা ছুরতেহি হক।
রূপের ভঙ্গী দেখিয়ে হাছন রাজা হইছে ফানা।
শুনে নারে হাছন রাজায় মুল্লা মুন্সির মানা।

কথা: হাসন রাজা
সূচী

হাসন-৩২: গুড্ডি উড়াইল মোরে মৌলার হাতে

গুড্ডি উড়াইল মোরে মৌলার হাতে ডুরি।
হাছন রাজারে যেমনে ফিরায় তেমনে দিয়া ফিরি।
মৌলার হাতে আছে ডুরি আমি তাতে বান্ধা।
যেমনে ফিরায় তেমনে ফিরি এমনি ডুরির ফান্দা।
গুড্ডি যে বানাইয়া মোহর বাতাসে উড়াইয়া উড়াইয়া।
খেইড় খেলায় মোরে দিয়া কান্না মুন্ডা দিয়া।
রঙ্গে রঙ্গে মোরে দিয়া খেইড় খেলাইয়া
হাউস মিটাইয়া মুই গুড্ডিরে ফেলিব ফাড়িয়া।
গুড্ডি হাছন রাজায় কান্দে না লাগব তার দয়া।
মাটিতে মিশাইব আমার সোনার বরণ কায়া।
হাছন রাজা মিন্তি করে মৌলার চরণ ধরি।
চরণ ছায়ায় রাখ মৌলাল দাসকে তোমারি।

কথা: হাসন রাজা
সূচী

হাসন-৩৩: বিচার করি চাইয়া দেখি সকলেই

বিচার করি চাইয়া দেখি সকলেই আমি
সোনামামী সোনা মামী গো আমারে করিলায় বদনামি।
আমি হইতে আল্লা রছুল আমি হইতে কুল।
পাগলা হাসন রাজা বলে তাতে নাই ভুল।
আমা হইতে আসমান জমিন আমি হইতে সব।
আমি হইতে ত্রিজগৎ আমি হইতে রব।
আমি আউয়াল আমি আখের জাহের বাতিন।
না বুঝিয়া দেশের লোকে বাসে মোরে ভিন্।
আমা হইতে পয়দা হইছে এই ত্রিজগৎ।
গউর করি চাইয়া দেখ হে আমার ও মত।
আক্কেল হইতে পয়দা হইল মাবুদ আল্লার।

বিশ্বাসে করিল পয়দা রছুলউল্লার।
মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমিন।
কর্ণ হতে পয়দা হইছে মুসলমানী দিন।
আর পয়দা করিল যে শুনিবারে যত।
সবদ সাবদ আওয়াজ ইত্যাদি যে কত।
শরীরে করিল পয়দা শক্ত আর নরম।
আর পয়দা করিয়াছে ঠান্ডা আর গরম।
নাকে পয়দা করিয়াছে খুশবয় আর বদ্‌বয়
আমি হইতে সব উৎপত্তি হাসন রাজা কয়।
মরণ জিয়ন নাইরে আমার ভাবিয়া দেখ ভাই।
ঘর ভাঙ্গিয়া ঘর বানানি এই দেখতে পাই।
পাগল হইয়া হাসন রাজা কিসেতে কি কয়।
মরব মরব দেশের লোক মোর কথা যদি লয়।
জিহ্বায় বানাইয়া আছে মিঠা আর তিতা।
জীবের মরণ নাইরে দেখ সর্বদাই জিতা।
আপন চিনিলে দেখ খোদা চিনা যায়।
হাসন রাজায় আপন চিনিয়ে এই গান গায়।

কথা: হাসন রাজা
সূচী

হাসন-৩৪: যমের দূতে আসিয়া তোমায় হাতে

যমের দূতে আসিয়া তোমায় হাতে দিবে দড়ি
টানিয়া টানিয়া লইয়া যাবে যমের ও পুরি॥
সে সমুয় কোথায় রইব (তোমার) সুন্দর সুন্দর স্ত্রী
কোথায় রইব রামপাশা, কোথায় লক্ষ্মণসিড়ি?
করবায় নিরে হাসন রাজা রামপাশায় জমিদারী
করবায় নিরে কাগনা নদীর পারে ঘোরাঘুরি॥
যাইবার নিরে হাসন রাজা রাজগঞ্জ দিয়া
করবায় নিরে হাসন রাজায় দেশে দেশে বিয়া॥
ছাড় ছাড় হাসন রাজা এ ভবের আশা
প্রাণবন্ধের চরণ তলে কর গিয়া বাসা॥
গুরুর উপদেশ শুনিয়া হাসন রাজায় কয়
সব তেয়াগিলাম আমি দেও পদাশ্রয়॥

কথা: হাসন রাজা
সূচী

হাসন-৩৫: কলে হাসে কলে মাতে, কলে

কলে হাসে কলে মাতে, কলে করে কারখানা।
মনরে তুই হইলে ফানা॥
কলের মালিক দেখিয়া হইল হাছন রাজা মস্থানা॥
রঙ্গে রঙ্গে কল বসাইয়া করিতেছে খেলা।
সুজন যারা বুঝবে তারা জ্ঞানীদের আছে জানা॥
চক্ষে দেখে কানে শুনে নাকে বাস পায়।
মুখে দেখ রঙ্গ বিরঙ্গে গাইতেছে কলে গানা॥
উন্দা কল, আনন্দ কল হৃদয়ে কলে মারিয়ে তালা
দম্‌কলেতে সোওয়ার হইয়ে করতেছে কলে গানা॥
কল কারিগর আইস হাছন রাজার ত জানা চিনা।
আইস বন্ধু বইস কাছে কেন কর টানা মানা॥
কারিকরে রূপ দেখিয়া হাছন রাজা দেওয়ানা।
প্রেমের নাচন নাচে হাছন শুনে না কারো মানা॥
মনরে তুমি হইলায় ফানা॥

কথা: হাসন রাজা (হাছন রাজা)
সূচী

হাসন-৩৬: সোনা বন্ধের লাগিয়া মন কেন

সোনা বন্ধের লাগিয়া মন কেন এমত করে।
হুতাস হুতাস করে মনে আর যে ছট্‌পট্ করে॥
বুঝতে নাহি পারি আমি কিসে কি হইল মোরে।
তিলেক মাত্র পারি নাগো ছাড়িয়া থাক্‌তে ঘরে॥
কিযে মনে কি হইয়াছে
মনে কেবল যাই তার কাছে,
ফিরি যাইরে পাছে পাছে
কি যাদু কইরাছে মোরে॥
হাছন রাজারে করছে টুট্‌কা

মন প্রাণ হইয়াছে লট্‌কা॥
লাগাইয়া পিরিতের ছট্‌কা
মন করিয়াছে আট্‌কা রে॥
লাগাইল পিরিতের ফান্দি
হাছন জান তো হইল বন্দি।
না জানিয়ে পিরিতের ছন্দি
বায় আন্ধি দুন্ধি রে॥

কথা: হাসন রাজা (হাছন রাজা)
সূচী

হাসন-৩৭: সাধের হু হু হু হু

সাধের হু হু হু হু হু হু রে তোর মাঝে এতই আল্লার খেলা।
আল্লার নাম বিনে কিছু নাহি লাগে ভালা॥
ছয় লতিফায় মার জের্ব একদিল ভাবিয়া।
ছাপ হইলে দেখিবায় শ্যাম বিনোদিয়া॥
নাম ধরি টান দিয়া দম ভিতরে নিও।
আহ্লাদে বন্ধুয়ার নাম হৃদয়েতে লইও॥
দম ছুড়িতে জরব করিও হু হু করিয়া।
দিলের উপর মারিও জর্ব মমতা ভরিয়া॥
আঁখি মুজিয়া রে ভাই আঁখি করিও ঘোর।
প্রেমের ডোরে টান দিলে সাহেব অল্লার হুজর॥
আশিক হাছন রাজায় কইন, এস্কের হইলে জোর।
নাচিয়া কুদিয়া বন্ধু আসিবা জরুর॥

কথা: হাসন রাজা (হাছন রাজা)
সূচী

হাসন-৩৮: এ গো সুন্দরী দিদি

এ গো সুন্দরী দিদি
কথা শুনিয়া যাও মোর।
সুন্দরী গো সুন্দরী
তোর লাগিয়া মনপ্রাণ জ্বলে

তোমার বাড়ী হাছন রজা
আইস্যা যাওয়া করে॥
হাছন রজায় বলে দিদি
মন তো আমার কত সাধি
মন হইয়া যায় বিবাদী
কেওরে না মানে॥

সূচী

হাসন-৩৯: ও মন যাইবায় রে ছাড়িয়া

ও মন যাইবায় রে ছাড়িয়া
কেও না পাইব তোমায়
সংসারে ছাড়িয়া॥
আর কিসের আশা
কিসের বাসা
কিসের সংসার॥
মইলে পরে ভাবিয়া দেখ
কিছুই নাই তোমার॥
আর কান্দে কান্দে হাছন রজায়
প্রেমে হতাস হইয়া।
প্রেমের হতাস ঠাণ্ডা করো
একবার দেখা দিয়া॥

সূচী

হাসন-৪০: ও বা হাদে আল্লাজী

ও বা হাদে আল্লাজী
ও বা মুর্শিদ আল্লাজী
আমারে ভাসাইলায় আল্লা
ভব সিন্ধুর নীর॥
ভব সিন্ধুর চাকে পড়ি
ঘুরি ঘুরি ফিরি
উঠিবার সাধ্য নাই

কোনমতে উঠি॥
হাছন রজায় বলে
মুর্শিদ করো তার উপায়
ভব সিন্ধু উদ্ধারিয়া
রাখো রাঙা পায়॥

সূচী

বিবিধ

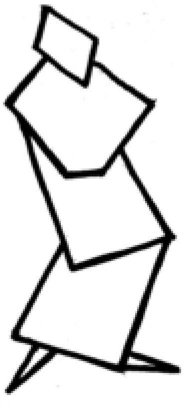

প্রথম পাতা

বিবিধ-১: হরি দিন তো গেল

হরি দিন তো গেল
সন্ধ্যা হলো
পার করো আমারে।
তুমি পারের কর্তা
জেনে বার্তা
তাই ডাকি তোমারে॥
আমি আগে এসে
ঘাটে রইলাম বসে
যারা পিছে এলো
আগে গেলো
আমি রইলাম পড়ে॥
শুনি কড়ি নাই যার
তারে তুমি করো পার
আমি দিন-ভিখারি
নাইকো কড়ি
দেখো ঝুলি ঝেড়ে॥
আমার পারের সম্বল
তোমার নামটি কেবল
কাঙাল ফিকিরচাঁদ কেঁদে আকুল
পাথারে পাথারে॥

অন্য রূপ

হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো
পার কর আমারে।
তুমি আমার পথ যে প্রভু
কূল হারা আঁধারে॥
তোমার নামে দয়াল হরি
ভাসিয়ে দিলাম জীবন তরী,
যেন হাসিমুখে যেতে পারি
এবার পরপারে॥
ঐ পারের ডাক শুনি
আমার মায়ার বাঁধন

কাটে যেন

তোমার কৃপা গুণি॥

সাঙ্গ হল লেনাদেনা

এই ভবের হাটের বেচাকেনা,

আমি তোমার পায়ে সঁপে দিলাম

এবার আপনারে॥

সূচী

বিবিধ-২: ভাটি হতে আসিলেন

ভাটি হতে আসিলেন ভারি

কথা কও বন্ধু সারি   সারিরে

ওকি ভারিরে কও ভারি মোরে

  বন্ধুয়া কেমন আছে রে॥

আছে বন্ধু তোমার ভাবের ভাবে

দিনচার কন্যার জ্বর গেইছেরে   ও কি কন্যারে

কইয়া পাঠায়েছে জিয়ল মাগুর মাছ রে॥

আমি তো গোয়ালের নারী

দৈ ও দুধ খাওয়াইতে পারিরে   ও কি ভারিরে

কোথায় পাই মুই জিয়ল মাগুর মাছ রে॥

বাপ মাও মোরে দুয়ারে চরে

বেচিয়া লইলেন মোকে দূরান্তরেরে   ও কি ভারিরে

আর না দেখি মুই বন্ধুয়ায় বাড়ি ঘররে॥

সূচী

চা বাগানের গান-১: চল মিনি আসাম যাব

চল মিনি আসাম যাব দেশে বড় দুখ রে

আসাম দেশে রে মিনি চা বাগান হরিয়াল॥

কোড়া মারা যেমন তেমন পাতা তুলা কাম গো

হায় যদুরাম ফাঁকি দিয়া পঠাইলি আসাম॥

এক পয়সার পুঁটি মাছ কয়া গলার ত্যাল গো

মিনির বাপে মাগে যদি আরো দিব ঝোল গো॥

ছেইলা কাঁদে টিহির টিহির গাগরিয়ে জল নাই
বাপ-দাদা রে বাঙ্ছা মুরলী বাজায়॥
সর্দার বলে কাম কাম বাবু বলে ধইর‍্যে আন
সাহেব বলে নিব পিঠের চাম রে।
হায় যদুরাম ফাঁকি দিয়া পাঠাইলি আসাম॥

সূচী

ছাদ পেটার গান-১: দালান দিলি মহল দিলি

দালান দিলি মহল দিলি
বাড়ির নীচে পুষ্করিণী
একখানা পান্‌সী দিতে পার নি।
বাঁধা জল কাঁচা পানি শুন হে মিস্তিরি
একটু লবণ দিতে পার নি।
চাল পেলাম ডাল পেলাম
না পেলাম জ্বালানী
তরকারি সবই হোলো পাই নি শুক্তানি।
ভাত হোলো ডাল হোলো
পেলাম না আমানী
দীঘির ধারে বাগান হোলো
না হোলো মালিনী।
বড় বড় বাবু আছে দুনিয়া ভিতর
এমন মালিক চক্ষেতে দেখিনি।

সূচী

চট্‌কা-২: প্রেম শিখাইয়া দিলি এত জ্বালা

প্রেম শিখাইয়া দিলি এত জ্বালা রে কালাচাঁদ।
ও কালা রে তুমি হইবে বট বৃক্ষ আমি হইব লতা
দুই চরণ জড়াইয়া কব ও কালা যত দুঃখের কথা॥
ও কালা রে তুমি হইবে বনের ফুল আমি হইব মালা
বন্ধুর সঙ্গে কইরা লইয়া যাইয়ো শ্যাম কলঙ্কের ডালা।
ও কালা রে তুমি রইলা যত দূরে তত দূরে দেখি
দুনয়নের কাজল দিয়া ও কালা তোমার নামটি লিখি॥

সূচী

চট্‌কা-৩: তিনদিন তোর বাড়িতে গেলাম

বন্ধু তিনদিন তোর বাড়িতে গেলাম দেখা পাইলাম না
গাঙ পার হইতে ছয় আনা ফিরা আইতে ছয় আনা
আইতে যাইতে বারো আনা উসুল হইল না॥
বুধবারে শুভ যাত্রা   বেশ্বতবারে মানা
শুকুরবারে প্রেমপিরীতি হয় না ষোলো আনা
শনিবারে গিয়াও তোর দেখা পাইলাম না।
তোর কাছে যাইবার বেলায় ঠোঁট রাঙাই পানে
একলা পাইয়া ঘাটের মাঝি উল্টা বৈঠা টানে
কাপড় ভিইজা যাবার ভয়ে সাঁতার দিলাম না॥
ঝড় বিষ্টি মাথায় লইয়া গেলাম রাতের বেলা
গিয়া দেখি কাঠের দরজায় লোহার একখান তালা
চাবি লইয়া নিঠুর কালা তুই আইলি না॥

সূচী

প্রভাতী-১: প্রভাত সময় কালে

প্রভাত সময় কালে
শচীর আঙিনার মাঝে
কার গৌর নাচিয়া বেড়ায় রে॥
একে গোরার নবীন বেশ
মুড়াইয়া চাঁচর কেশ
সোনার অঙ্গ ধুলাতে লুটায় রে॥
শোনো নি গো শচীমাতা
গৌর আইলো প্রেমদাতা
ঘরে ঘরে হরির নাম বিলায় রে।
আতুল চরণে সোনার নূপুর
রুনুঝুনু রুনুঝুনু বাজে রে॥

সূচী

বিবিধ (দোলের গান)-৩: তোরা দোল দেখবি আয়

তোরা দোল দেখবি আয়

যারা দোল দেখবি আয়

ও যুগল মূর্তি দেখবি যারা

দোল যাত্রায় আয়।

অষ্ট রং, গোলাপী বরন, আবির, কুমকুম, চন্দন

ওরা রঙবেরঙে রাঙা হয়ে দোল খেলিয়া যায়।

তোরা দোল দেখবি আয়

যারা দোল দেখবি আয়।

কাজল বরণ আঁখি ওরে

ষোল কলার পূর্ণিমা

দেখে যারে মন পাগলা প্রেমানন্দের ভঙ্গিমা।

সূচী
email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (ছাদ পেটানর গান)-৪: কুন গাঙ্গে আইল পানি মন

কুন গাঙ্গে আইল পানি মন হইল উতলা রে

নয়া পানির চুটেপাটে আমরা যাইনা কামে নদীর ঘাটে

ঘরে রানতে গেলে ভিজ্যা উঠে চুল গো॥

ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর বেঙে ডাকে মশা উড়ে ঝাকে ঝাকে

বেড়া বাইয়া পড়ে পানির ফুটা গো॥

তুমি গহীন গাঙ হইলে আমি ডুইব্যা মরতাম তুমার তলে

তুমি চান্দ হইলে আমি হইতাম তারা গো॥

সূচী
email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (প্রভাতী)-১০: শয়নে গৌর স্বপনে গৌর

শয়নে গৌর স্বপনে গৌর

গৌর নয়নের তারা

জীবনে গৌর মরণে গৌর

গৌর গলার হারা॥

হিয়ার মাঝারে গৌরাঙ্গ রাখিয়া

বিরলে বসিয়া রব।

মনের সাধেতে সে চাঁদের রূপ

নয়নে নয়নে থুব॥
গৌর শবদ গৌর সম্পদ
সদা যাহার হিয়ে জাগে
নরহরিদাস তাহার চরণে
সতত শরণ মাগে॥

সূচী
email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ-১১: কলের গাড়ী তাড়াতাড়ি

কলের গাড়ী তাড়াতাড়ি
চালাও রসিক ড্রাইভার
ডাইনে ঘুরাও বাঁয়ে ঘুরাও
তেলের মাটির কারবার॥
লাল বাতি মাইন্যা চল দিবস রাতি গো
কত রঙে অচিন মানুষ হয় তোমার চলার সাথী গো।
ভবের সড়ক ধরে যেদিন
জীবন গাড়ী ছুটবে সেদিন
তোমার গাড়ী তুমি প্যাসেঞ্জার॥
তেলের টেংকি শুন্য হলে
পাম্পে গিয়ে তেল ভর গো।
নাট বল্টু নষ্ট হলে
কারিগরের খোঁজ করো গো
দেহের ইঞ্জিন বিকল হলে
প্রাণের চাকা থেমে গেলে
কে করিবে তোমারে উদ্ধার॥

সূচী
email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ-১২: ইস্টিশানের রেলগাড়ীটা

ইস্টিশানের রেলগাড়ীটা মাইপা চলে ঘড়ির কাঁটা
প্লাটফরমে বইসা ভাবি কখন বাজে বারোটা॥
যখন ছাড়ে থামে না রে ভারি জংশন ধরে না রে
জরিমানা হইয়া যায় গো যদি টানো চেনটা॥
গাড়ীর টিটি বড়ই কড়া টিকিট ছাড়া পড়লে ধরা
লাল ঘরে হ্যাপা খাইয়া মোবিল কোর্টের কেসটা॥

কথা: মনিরুজ্জমান মনির
সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ-১৩: এমন একটা কেস

এমন একটা কেস যার ফাইল পত্র নাই

বাদী বিবাদী আছে সাক্ষী কোথায় পাই।

বলো ও দারোগা ভাই

কেমনে নালিশ সাজাই॥

তেরশচুরাশি সনে আঠারো শ্রাবণ

নিশি রাতে বশ করিয়া কাইরা নিল মন।

তারপরে ফেরারী হইল

দুইটা বছর কাইটা গেল

ও আইনেতে কত ধারায়

তাই কারে ধরা যায়।

বলো ও দারোগা ভাই

কেমনে নালিশ সাজাই॥

আকাশ ভরা জোছনা ছিল ঘুম ছিল না

নিজেই সব কইলা আমায় কইতে দিল না

চক্ষু মেইলা সব দেখিলাম

না কিছু কইতে পালাম না

এখন আমার আঁচলে তার

ফাঁস পরাইতে চাই

বলো তারে কোথায় পাই

কেমনে নালিশো সাজাই॥

কথা: মাজহারুল আনোয়ার সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (কর্তাভজা পাঁছালী)-১৪: কর্তাভজা করতে যাই চলো সকালে।

কর্তাভজা করতে যাই চলো সকালে।

বজায় করবি যদি দুকূলে

কেন যাস হয়ে ব্যাকুলে

হারিয়ে দুকূল কুল ত্যেজে অনন্ত কুলে।

এতে করতেছে মজা কতজন

করিয়া পূজা আয়োজন
যাবো নির্জন স্থানে প্রতি শুক্রবারে হলে।
বৃক্ষে উঠি হবেন মুরলীধর
আমরা করে ঢাকিব পয়োধর
হেসে আধা করিব অধর
তখন কত সুখ পাবে।
হবে ব্রজের লীলা শুন বলি
কেউ বৃন্দে কেউ চন্দ্রাবলী
ললিতে আদি কেউ হবে শ্রীরাধা
লেগে যাবে ভারি চটক
কেউ কারে করিবে না আটক
কর্মে দিবে না কেউ বাধা।

উৎস: সুধীর চক্রবর্তীর বই
দ্র:কর্তাভজা: কর্তা বা গুরু র ভজন করা
সূচী
email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (তাঁত বোনার গান)-১৫: মরি হায় রে আল্লা হায়

মরি হায় রে আল্লা হায়
আমি কি করিব কোথায় যাব দেখি না উপায়
কলিকাতা আইসা আমি ঠেকলাম বিষম দায়।
আমি পেরথমে বন্দনা করি শিক্ষা গুরুর পায়
ঐ যে গুরুতে হাতে ধরে শিখায় ডাইনে বায়।
দেখেন অন্য দফায় যেমন তেমন এই দফায় জোম
ঠেইলা নিব এই ভাবে শনি রবি সোম।
হারে, তালিমে বলে ত মুন্সী চল হাটে যাই
সোলার নৌকার পাখায় উইঠা পরীক্ষা চালাই।
সেবিচ আগুনে না যায় পোড়া গাইতে না যায় তাল
এমন চীজ দিয়াছে আমায় মুন্সী জোড়া তাল।
এই সোমবারের মধ্যে বাহাত্তর হাজার
নুড়ী বন্দী করলাম এবার তিন শত আট জোড়।
হয় অযুতের মাঝা মারি হান্তরে হায়
আছে মার চাইর বাপের তিন গুরুর দ্বাদশ
এই আঠার মোকামের খবর যে জানে মানুষ

মানিবে কোন দেবতা মাঝে
মরি হায় রে আল্লা হায়।
আছে সুদ খোর হারাম খোর খুনিয়ার জোদ্দার
এই চার মা দিয়া দিবেন দোকানের খুটা।
মুসলমান হইয়া যে বা কেতাব নিন্দা করে
রাতি হইলে শিয়াল হইয়া হুক্কা হুয়া করে।
আবার আল্লা বান্দা বাড়ির বান্দা যে যেখানে থাক
এমন দিন গেল বিরথা কামে আল্লা আল্লা বল।

সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (কুবিরের গান)-১৬: ওরে বৃন্দাবন হতে বড় শ্রীপাট

ওরে বৃন্দাবন হতে বড় শ্রীপাট হুদা গ্রাম
যথা দিবানিশি শুনি দীনবন্ধু নাম।
হেরি নীলাচলে যেমন লীলে
হিন্দু যবন সবাই মিলে স্বচক্ষে দেখতে পেলাম।
দ্যাখো গোঁসাই চরণচাঁদ আমার
বসিয়েছে চাঁদের বাজার
ভক্তবৃন্দ আসছে যাচ্ছে অবিশ্রাম।
আমার চরণচাঁদের নামের জোরে
কত দুখী তাপী পাপী তরে
হাঁপ কাশি শূল গুড়ুম ব্যথা
মহাব্যাধি হয় আরাম॥

দ্র: কুবির সরকারের জন্ম ১১৯৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমায়, মৃত্যু ১২৮৬, ১১-ই আষাঢ়। থাকতেন নদীয়া জেলার চাপড়া থানার বৃত্তিহুদা গ্রামে। গুরুর নাম চরণ পাল। এরা ‘সাহেবধনী’ সম্প্রদায়ের (সুধীর চক্রবর্তীর বই থেকে)।
সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ-১৭: ও নদীরে তোর কোন কি

ও নদীরে তোর কোন কি ব্যথার দোসর নাই
তোর সারা জনম একলা পথে পথেই কেটে যায়॥
নদী তুই কোন ভরসায় পথ করিস ঐ

তোর জীবন যৌবন সব হারালি গুণের অহংকার
তুই সুখের স্রোতে নাইতে এসে বুক ভাসালি হায়॥
নদী ভালোবাসার এমনি ধারা হয়
তাই হৃদয় দিয়ে হৃদয় পাবি এমন কথা নয়
তুই ভুল করেছিস ভালোবেসে ঘর বাঁধা কি যায়॥

সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ-১৮: সোনার ময়না কান্দে কানাই

সোনার ময়না কান্দে কানাই উচ্চ গিরির পরে রে
বুঝলি না বুঝলি না রে কানাই আমারই অন্তর এ॥
পর্বতে পর্বতে ঘুরি তোমারই কারণে
পর্বতে আসিয়া কানাই দেখা দিলা মোরে॥
আইস না আইস না রে কানাই খুবই অন্ধকার এ
বাঘ ভালুকে ধরলে পরে ছুটাইবে কে তোরে রে॥
দিনদুপুরে আইস কানাই দেব আদর করে
বাহূ তে শুয়াইয়া কানাই মায়া দিব তোরে রে॥
ভেবে সাধু কহেন বটে তাহারই আর মায়ার সাথী প্রেম যদি কেউ করে
স্বামীর ঘরে যায় না রে তারা স্বামী আসে ঘরে রে॥

উৎস: কাঙ্গালিনী সুফির গান
সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ-১৯: বিধিরে তুই আমায় ছাড়া রঙ্গ

বিধিরে তুই আমায় ছাড়া রঙ্গ করার মানুষ দেখলি না
বুকটা ভরে তৃষ্ণা দিলি সেইতে আশা মেটাই এমন মানুষ দিলি না॥
আমার গেহ ভরা সুখ দিয়েছিস স্নেহ ভরা মন
স্বভাবটাকে মিছিমিছি করলি উচাটন
এই বেহায়া মনকে বাঁধে এমন একটা মধুমতী মনকে দিলি না॥
আমি বিষের জ্বালায় জ্বলিপুড়ি কিসের অপরাধ
পূর্ণ নামক এই জীবনের একটুখানি সাধ
দুচোখ ভরা জল দিয়েছিস আষাঢ় শ্রাবণ মাসের কোন সঙ্গী দিলি না॥

সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ-২০: আরে তানা না তানা না

আরে তানা না তানা না না
ওরে মুষ্টি ভিক্ষে করে আমি খেতে পাই নে উদর পুরে
ও মন লয়ে ঝুলি মনের খেদে বেড়াই লোকের দ্বারে দ্বারে॥
বাড়ি বাড়ি হাঁটব কত
ভূত খাটুনি খাটবো কত
রোদে পুড়ে মরব কত
মনের দুঃখ কই কারে॥
আমার ঘরেতে বোষ্টমী আছে
পণ-কাঠা চাল চিবিয়ে মারে
তিনি দেবী আমি দেবা
বনল আমায় ঠাকুরবাবা
আমি করি ঠাকুরসেবা
শুনে বড়ই রাগ ধরে
তিনি সদাই বলে 'খাব খাব'
কোথায় পাব খায়াই তারে?

উৎস: সুধীর চক্রবর্তীর বই
সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (পাখির গনে)-২১: আরে আরে আরে রে রে

আরে আরে আরে রে রে রে
ফাঁদ না এড়ালে পাখি যাবি মরে রে
বিঘোরে রবে পড়ে।
আউল পাখি টিটি শালিক দোয়েল কোয়েল টাকসোনা
কালিময়না কাকাতুয়া ভীমরাজ টিয়ে চন্দনা।
পায়রা ঘুঘু কাদাখোঁচা
হট্টিটি আর পাছানাচা
ঐ যে হলদে চড়ুই হাঁড়িচাচা ফাঁদেতে নেবে ধরে॥
চিল ঠোক্কর রঙ্গিকাক হরমতী আর বাজপাখি

পাখিতে পাখি শিকার করে
আমি তা স্বচক্ষে দেখি।
হুদহুদ আর পরিওল শরবনে বাস সেজারু
শালবনে এক পাখি আছে নামটি তার শালতরু।
বউ কথা কও কোকিল ঐ
শব্দ শুনে সুখী হই
ফুলের মধু খায় যে সদাই কুচপাখি বলে তারে।
বাঁশপাতা মাছরাঙা পাখি পানকৌড়ি জলপিপি
উড়োবক ছিঁয়াছুড় কিস্তে চোরা এরাবগা মানিকজোড়া।
মতিরাবাস বুলবুলি গগন আর ভেটকুল্লি
সংসারের শুক পাখি তুইথুলি আর মুইথুলি।
আবার কাঠঠোকরা কুকো পাখি
ময়ূর চড়াই আর বাবুই
আবাবিল করবটে ফিঙে গড়ুল খড়খন্ডে ধুলো চটুই।
লালমোহন আর ধীরাজ পাখি
হংস সরাল চকাচকী
বেঙাবেঙি ধনেশ পাখির হাড় দেয় কোমরে॥

কথা: আর্জান শা, উৎস: সুধীর চক্রবর্তীর বই
সূচী
email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (লোহার গান)-২২: বাঁশের দ্রব্য গঠন যত লোহা

বাঁশের দ্রব্য গঠন যত লোহা ভিন্ন নয়।
লোহায় বাঁশ না কাটিলে
অমনি ঝাড়ে রয়।
লোহার গাছ কাটা দা কুড়ুলে
শাবল আর খোন্তার ফালে
চিচকে ছুঁচে নিড়েন কাচি
ডেড়ো কোদালে।
সে হয় লাঙলের ফাল
পাসি আর গজাল।
বল্লম সড়কির ফলি বাঁশ বাটালি
উকো কেঁকো টেকো

মাকু চাকু ছুড়ি বঁড়শি কাটারি।

তুরপুন ঘুরপুন র‍্যাঁদা ঘিস্কাপ

নেহাই হাতুড়ি

বাউলহাতা কাজললতা

চোড়ের পায়ে বেড়ি

সন্না আর বাণ বন্দুক কামান

ছেকল বিদের কাঠি কড়ার বাঁট

হাঁসকল ডোমানি হুলোগুলো বিদে বাওলে

ভোমর বাদারি।

লোহার হন্দরেতে পাথর গুঁড়ো হয়

নরসুন খরসুন ক্ষুর কাঁচিতে কাটে চুল

নেটকা সারা জলুই পেরেক

ছাতার শিক আর শূল।

জাহাজে টাঙায়ে নোঙর দরিয়াতে রয়।

দ্র: বাউলহাতা = শৌচাকার্যে গ্রামে ব্যবহার হত,
নরসুন = নরুন, খরসুন = ঘোড়ার গা আঁচরানো হত এ দিয়ে
(সুধীর চক্রবর্তীর বই থেকে)

সূচী

email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (ফল, শস্যর গান)-২৩: ধান্য গম আর কলাই তিলে

ধান্য গম আর কলাই তিলে

খুশি ভাই হই নারকেলে

আবার কতজনার পুলক তালে

আছে বেগুন ঝিঙের তরকারি।

পটল করলা আর টোপা কুল

টক রাঁধার আছে তেতুল

টকমিষ্টি লেবু মাকুল

সস্তার ডাল খেঁসারি।

মচর ধনে মৌরি জিরে

এই কয় ফলের মসলা হয়

কলা আইড়ি লাউ লালিম

শশা পেঁপে রেঁধে খায়।

আবার রাই সরষে তিসি গাঁজা

এই চারফলে তেল তৈয়ার।

কদবেল আর খিরো জামির

পানিফল আর করঞ্চা

চালতা খেজুর খরমুজ ডালিম

লিচুর চাই খোসাবাছা।

কদু ভুরো গ্যামা মেরো

শেয়াল-ল্যাজা আদরকি।

মিহির দানা জাজির ভুট্টা

চেঁপের ফল হয় মোটামোটা।

কেলেজিরে হলুদ মেথি

জাম পোস্ত তোকমারি।

কাঁকরোল খায় ভর্তা করে

বৈঁচি ফল খায় যুবান তরে

খায় হরিতকী পানের পরে

চন্দনী হজমিকারী।

উৎস: সুধীর চক্রবর্তীর বই

সূচী

email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ-২৪: ঘাটে লাগাইয়া ডিঙ্গা পান খাইয়া

ঘাটে লাগাইয়া ডিঙ্গা পান খাইয়া যাও বাঁশী

আল্লার দোহাই

এ পরাণের বিনিময়ে তোমার পরাণ দিও হাসি

আল্লার দোহাই॥

ও বাঁশী ও বাঁশী

বানের টানে টানে আইসো আমার পানে

মধু লাগাইও মনে

মজিও পানের গুণে আসিও

আমার রঙে পানের রঙে রাঙা হইও

রাঙা হইও বাঁশী

আল্লার দোহাই॥

ও বাঁশী ও বাঁশী

ঘাটে আইসো পিড়ি পেতে দেব

পাশে বসাব মুখেতে পান দেব রে
অন্যের হাতের পান ছাইড়া
আমার হাতের পান খাইও
আল্লার দোহাই॥
ও বাঁশী ও বাঁশী
নারী পান পাণি তিনের পাখানি আছে
জগতে জানি আসিও গুণমণি আসিও
তিন রসেতে ডুইবা তুমি তিনের অধিকারী
তিনের অধিকারী
আল্লার দোহাই॥

সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ-২৫: কৃষ্ণ তোমার হলাম বলে

কৃষ্ণ তোমার হলাম বলে
প্রাণ সঁপেছি রাঙা পায়
আমি জনম জনম বিকাইলাম
ধন কুল মান সব তোমায়॥
আমি রাধা কুলবালা
সহে না আর বিরহ জ্বালা
আমি চোখের জলে ভেজাই আঁচল
বন্ধু কেন হও নির্দয়॥
তোমার মুরলী ধ্বনি
বনে বনে সদাই শুনি
আমার পাগল করে আকুল হৃদয়
কুঞ্জের দিকেতে ধায়॥
গৃহে বনে যেখানে থাকি
হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ বলে ডাকি
জীবন খ্যাপা বড়োই দুখী
কৃষ্ণ এখন গেলে কোথায়॥

সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (চাঁচর)-২৬: ডর ডং ডং টর

ডর ডং ডং টর ডং ডং
দোতারা বাজাইয়া পিরীতি করিলাম রে॥
ও দোতারা আর না ছাড়ি জীবনে
তুই মোর এ নিদয়ার দোতারা রে॥
ভাত না খাইমু কামনা করিমু তোর এ পিরীতি রে
ওরে দোতারা শুইলে স্বপন দেখিরে
তুই মোর এ নিদয়ার দোতারা রে॥
দেশত ঘর ছাড়িয়া বৈদশা হইলাম তোর এ পিরীতি রে
ওরে দোতারা মরিলে ছাড়ি জীবনে
তুই মোর এ নিদয়ার দোতারা রে॥

সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (ছাদ পেটানর গান)-২৭: চাঁদবদনী তুইলো আমার জীবন মরণ

চাঁদবদনী তুইলো আমার জীবন মরণ কাঠি
তোরে না দেখিলে পরে মরিল দম ফাটি।
তালুক মুলুক তুইলো আমার তুইলো ট্যাহার তোড়া
নামাবলী তুইলো আমার তুইলো ভাঙ্গা বেড়া।
তুই যে আমার রসগোল্লা মন্ডা মিঠাই ছানা
শীতের কাঁথা তুই যে আমার রইদের মিছরীপানা।
বর্ষাকালে তুইলো আমার তালপাতার ছাতি
তোরে না পাইলে ফরসা হয় লো আন্ধার রাতি।
তুই যে আমার পাঁজি-পুথি বেদ কোরাণের যুক্তি
সাধন ভজন তুই যে আমার সাতপুরুষের মুক্তি।
ট্যাহা পয়সা দিয়া তোরে কইরাছিলাম বিয়া
বিনা খতে অইচি গোলাম গাঁইটের ট্যাহা দিয়া।
আমার কাছে আয়লো হেসে চাইনা আরো কিছু
আমি লো তোর বান্দার বান্দা ওই চরণের পিছু।

সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (ছাদ পেটানর গান)-২৮: তুই আমার চান্দের কণা

তুই আমার চান্দের কণা
আন্ধার কইরা কই গেলি লো
পাগল কইর‌্যা কই গেলি লো।
আইন্যা দিমু ঢাহাই শাড়ি
পইড়্যা যাবি বাড়ি বাড়ি
দুই তল্লাতে রাখব তোরে
খেড়ি ঘরে রাখব না লো।

সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (চিড়া কোটার গান)-২৯: চিড়া কুটি, চিড়া কুটি বৌল

চিড়া কুটি, চিড়া কুটি বৌল গাছের তলেতে
ও দিদি কুটুম আইস্যাছে বাড়িতে॥
বড় বইনে চিড়া কুটে, মাইঝম বইনে ঝাড়ে
ছোট বইনে নদীর ঘাটে দেইখ্যা আইল কারে॥
আগ দুয়ারে কুটুম আইস্যা পানের বাটা চায়
পিছ দুয়ারে বড় বইনে ঘোমটা মাথায় দ্যায়॥
সন্ধ্যাকালে কুটুম আইলো বইসতে দিলাম পিড়া
জলপান করিতে দিলাম শাইল ধানের চিড়া॥

সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (নবান্ন)-৩০: আউনি বাউনি সোনার বাউনি

আউনি বাউনি সোনার বাউনি
তিন দিন তিন রাত পিঠে ভাত খেওনি।
তিন দিন তিন রাত কোথাও গো যেও নি॥
পৌষালী পার্বণে পিঠে পুলি কত কি
আসকেপুয়া ক্ষীর সরুচাকলী॥
জগন্নাথের মেলা রে ভাই জগন্নাথের মেলা
অন্নপূর্ণার বিয়ে হবে তিন সন্ধ্যাবেলা
লক্ষীমায়ের ভোগ দিয়ে খাই
আমরা দুবেলা॥

সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (প্রভাতী)-৩১: রাই জাগো রাই জাগো বলে,

রাই জাগো রাই জাগো বলে, শুকসারী বলে।
কত নিদ্রা যাও গো রাধে কালো মানিকের কোলে॥
রজনী প্রভাত হইল বলি যে তোমারে।
অরুণ কিরণ হেরি প্রাণ কাঁপে ডরে॥
সারী বলে ওগো শুক গগনে উড়ি ডাকো।
নব জলধরে আনি অরুণেরে ঢাকো॥
শুক বলে সারি মোরা পোষণীয়া পক্ষী।
জাগালে না জাগে রাই ধরম কর সাক্ষী॥
জলেতে বসিয়া শুক করে বেদ ধ্বনি।
চমকি চমকি ওঠে রাধা ঠাকুরানী॥
জগদানন্দ বলে শুক কি কার্য করিলে।
তমালে কনকলতা কেন ছড়াইলে॥

সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (প্রভাতী)-৩২: উঠিয়া বসিল নাগর নিদের আলসে।

উঠিয়া বসিল নাগর নিদের আলসে।
দুহুঁ আঁখি ঢুলু ঢুলু অলস আবেশে॥
দুবাহু পশারি ধনি বঁধু নিল কোলে।
সুবাসিত জলে বঁধুর বদন পাখালে॥
যেখানে যা বিগলিত হয়েছিল বেশ।
সাজাওগো বিনোদিনী আনন্দ আবেশ॥
হাসি হাসি কোন সখী বাঁশী করে দিল।
বাঁশী পেয়ে নাগর বড় হরষিত ভেল॥
জ্ঞানদাস কহে লীলার বলিহারি যাই।
এমন দুজনের প্রেম কভু দেখি নাই॥

সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (প্রভাতী)-৩৩: কার কুঞ্জে কাটাইলা নিশি ওগো

কার কুঞ্জে কাটাইলা নিশি ওগো শ্যাম রায়
ঘুমে নয়ন ঢুলুঢুলু নিশি ভোরে হায়।
কপালের চন্দন তিলক কেন মুছে গেল
কালো মুখে কাজল কালি কেবা মেখে দিল।
স্মরণ ভরণ নাইকো তোমার মরি লাজে হায়॥
আসবে বলে কুঞ্জে এলে না তো শ্যাম
নয়ন জলে ভাসলো রাধা বিধি হল বাম॥
কপট নিঠুর শ্যাম নটবর কত রঙ্গ জান
মুরলীর মধুর তানে সবারি মন টানো।
কারে রাখো ঐ চরণে কারে ফেলো দায়॥

সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (ছাদ পেটার গান)-৩৪: আমি আর কিছু চাহে নাই

আমি আর কিছু চাহে নাই বাবু   চাইছি কিছু টাকা।
টাকায় শত্রু তাকায় মিত্র   টাকায় দালান কোটা॥
ও গো টাকা যদি হতো মাটির টান   নয়ে যেতাম ঢাকা।
আবার টাকা পয়সা না থাকিলে   গিন্নী মারে ঝাঁটা॥
তুই লো আমার রসগোল্লা   মণ্ডা মিঠাই ছানা
শীতের কাঁথা তুই যে আমার   রইদের মিছরী পানা॥
বর্ষাকালে তুই লো আমার   তালপাতার ঐ ছাতি
তোরে পাইলে ফর্সা হয় লো   ঘোর আনন্দের রাতি॥
ট্যাহা পয়সা দিয়া তোরে   কইর‍্যা ছিলাম বিয়া
গাঁইটের ট্যাহা দিয়া॥

সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (ছাদ পেটার গান)-৩৫: নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, তপ্ত

নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, তপ্ত ভাতে ঘি
কপালে লেখেনি করি বলো কি॥
পিটনী পেটা সার হল, জনম গেল পুড়ে॥
দেখিস কিরে কুঁড়ে, দেহ গেল হুড়ে॥
ছাদ পেটা দালান পেটা, পিঠেই পড়ে পিটনী

ঘরে নাই জ্বালানী, ভাতও রাঁধিনী॥
ভাত হল কড়ো কড়ো, ব্যঞ্জন হল বাসি
তবু উপবাসী, দেখে না পড়সী॥
সওয়া গন্ডা পয়সা দিও, শুন ঠিকাদার
করো উপকার, হয়ো না ব্যাজার॥
চাল ডাল নুন কিনবো, তেল আনা আনা
লঙ্কা মেখে খানা, পড়বে পেটে দানা॥

সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (অতুলপ্রসাদী)-৩৬: নীচুর কাছে নীচু হতে

নীচুর কাছে নীচু হতে শিখলি না রে মন
সুখী জনের করিস পূজা দুঃখীর অযতন (মূঢ় মন)॥
লাগে নি যার পায়ে ধূলি কি নিবি তার চরণধূলি
নয় রে সোনার, বনের কাঠেই হয় রে চন্দন (মূঢ় মন)॥
প্রেম-ধন মায়ের মতন দুঃখী সুতেই অধিক যতন
এই ধনেতেই ধনী যে জন, সেই তো মহাজন (মূঢ় মন)॥
বৃথা তোর কৃচ্ছ সাধন সেবাই নরের শ্রেষ্ঠ সাধন
মানবের পরম তীর্থ দীনের শ্রীচরণ (মূঢ় মন)॥
মতামতের তর্কে মত্ত আছিস ভুলে সরল সত্য
সকল ঘরে সকল নরে আছেন নারায়ণ (মূঢ় মন)॥

কথা: অতুলপ্রসাদ সেন
সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (জাওয়া গীত)-৩৭: হাতে লেল ঠেঙা পায়ে লেল

হাতে লেল ঠেঙা পায়ে লেল খড়ম
রুনুক ঝুনুক পরভু বুলে কুলহি কুলহি
গেল পহর রাতি পরভু না ঘুরল
কাঁহা যাঁয়ে গ পরভু খেপল রাত?
আখড়ায় গে ধনি দশ বিশ লক
আঁহা যাঁয়ে গ ধনি খেপল রাত
তহরি কথায় পরভু হাম না পৈতাব

ছুঁয়ে লিহগ পরভু তাম্বা তুলসী
তাম্বা তুলসী ছুঁয়ে হাম মরি যাগে
ওগো ছুটি যাওতা সিথিক সিঁদুর
সিঁথিকা সিঁদুর ছুটলে পরভু সহন যাত
নেহি সহত পরভু সতীনটা ঝাল।

সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/˜somen/lokgiti.html

বিবিধ (সঙের গান)-৩৮: আমি বেল ফুল ফিরি করি,

আমি বেল ফুল ফিরি করি, ফিরি পাড়ায় পাড়ায়
আমার ফুল পড়লে পরে, যুবতীর প্রাণ জুড়ায়॥
যুবতীর গলায় পরে, যুবকের পরাণ হরে
তাই দেখ না তারা আমায় কত আদর করে॥
আমার দেখা পাবার আশে, বসে তারা জানলার পাশে
আমার ফুলের মধুর বাসে, অরসিকের চিত্ত ভাসে॥
পয়সা যদি না থাকে ঘরে, নিয়ে যাওনা আজকে ধারে
আমার ধার কিউ রাখে না, শোধ দিও গো পরে॥

সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/˜somen/lokgiti.html

বিবিধ (সঙের গান)-৩৯: পালকি চলে জোর কদমে পালকি

পালকি চলে জোর কদমে পালকি চলে রে
মাঝে মাঝে পালকিখানি দোদুল দোলে রে॥
নতুন বৌ যাচ্ছে তার বরের সঙ্গেতে
মাঝে মাঝে পড়ছে জল তার চোখেতে
বাপের বাড়ি যাচ্ছে ছেড়ে, তাই কাঁদছে রে॥
বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ি যেতেই যে হবে
বরটি তাকে বোঝায় তবু কাঁদে নীরবে
কেঁদো না, কেঁদো না বৌ বর বুঝায় তারে॥
পালকি যখন দুলে দুলে বাড়িতে পৌছায়
বরণ করে বৌ সবাই ঘরে নিয়ে যায়
যত্ন পেয়ে সেই নতুন বৌ সব ভুলে যায় রে॥

কথা: শিশুরঞ্জন হাজরা
সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (ধ্যা)-৪০: কলির কি এই বিবেচনা,

কলির কি এই বিবেচনা,
ব্যাননার ত্যালের পুয়া দুই আনা,
ঘেরতো ছানার নাই কড়ি
তোর সঙ্গে হুড়োহুড়ি
নিন্দে করিস ন্যাড়ে পিতলে এই ঘুনা
এখন ক্ষান্ত দিয়াছি, রেলগাড়িতে চড়িছে মুচি
মষনে আর তামুকের আদর দেহে বাঁচি না॥
পাঁচ আনা স্যার বিক্রি কুস্টার বীচি
হাটে বাধাস বাদহাটা
তুই বড়ো কমিনে ঠ্যাটা
মাতুল তুলে কইস কথা
শুনে হয় আঁটু ব্যথা,
ইচ্ছে হয় তোরি মুখেতে মারি ঝাটা
তুই হলি কসবির মালজাদা
তোর মাথায় বাবরি দাঁতে ছাক্‌কাটা॥
পাগলা কানাইয়ের সঙ্গে আড়ি
চাপড়ে ভাঙ্গিবো মাড়ি
ঠেলতে ঠেলতে নেব তোরে ঠোনখালি॥

কথা: পাগলা কানাই
সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (ঝুমুর)-৪১: ভাদর আশিন মাসে ভ্রমর বসে

ভাদর আশিন মাসে ভ্রমর বসে কাঁচা বাঁশে
আরও কি থাকিবে বাপের বাড়ি গো
মন আমার কেমন কেমন করে ও বধু হে
আর না থাকিও বাপের ঘরেতে॥
হলুদ বাঁটা হল বাসি পিরীত হল গলার ফাঁসি

এলেক দিয়া তোমায় মনে পড়ে গো
মন আমার কেমন কেমন করে ও বধু হে
আর না থাকিও বাপের ঘরেতে॥
পরব দিনে মেলায় যাব ধামসা মাদল সঙ্গে লিব
সুরগুঞ্জা ফুটে লালে লাল
তোর ঘুঙরাটা দিবে নাকি তাল।
মহুয়া ফুলেতে মউ ধরে গো
মন আমার কেমন কেমন করে ও বধু হে
আর না থাকিও বাপের ঘরেতে॥

কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সূচী

email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (প্রভাতী)-৪২: শ্রীদাম কহিছে বাণী

শ্রীদাম কহিছে বাণী
শোন মাগো নন্দরাণী
নিত্য নিত্য সবে যায় বনে
চূড়া বাঁধি দে মা মাথে,
পাচনী দে মা হাতে
মোর লাগি দাদা বলাই
দাঁড়ায়ে রাজপথে।
বলি দাঁড়ায়ে আছে॥
আমার দাদা বলাই দাঁড়ায়ে আছে।
শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম
সুবল আদি বলরাম।
ভাই কানাইকে সঙ্গে নেবে
বলে দাঁড়িয়ে আছে।
ও গগনে উঠিল ভানু
চেয়ে দেখ ভাই ও নীল কানু
ঘামিবে তোর কোমল তনু
ভানুর কিরণে।
দেখ দেখ দাঁড়িয়ে আছে
দেখরে কানাই বেলা হল,

ঐ ধেনুগণ সব যায় না গোঠে
ও তোর বংশীর ধ্বনি না শুনে
চূড়া ধেনু যায় না বনে॥

সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (মুকুন্দ দাস)-৪৩: করমের যুগ এসেছে, সবাই

করমের যুগ এসেছে, সবাই কাজে মেতে গেছে
মোরা শুধু রব কি শয়ান?
রহিব সবার নীচে, চলিব সবার পিছে,
সহিব শত অপমান!
নিজেরে ভেবো না হীন, ধনী মানী, দুখী দীন
রাজা প্রজা সকলি সমান।
সে সুরে সুর মিলাইয়ে করমপতাকা লয়ে
দলে দলে হও আগুয়ান।
দ্বেষ হিংসা পায়ে দলে, আয় ছুটে আয় চলে
চল্লিশ কোটি হিন্দু মুসলমান।
তরী বুঝি ছেড়ে যায় ঘাটে আর খেয়া নাই
ভয় নাই, মাঝি ভগবান।
তোদের পুর্বপুরুষগণে একদিন এই ভুবনে
উড়ায়েছিল বিজয় নিশান।
তাঁহাদের সন্তান তোরা জগতে নাই তোদের জোড়া
মাতাজী তাই তোদের পূজা চান॥

কথা: চারণকবি মুকুন্দ দাসের গান বলে প্রচলিত
সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (মুকুন্দ দাস)-৪৪: ভয় কি মরণে? রাখতে

ভয় কি মরণে? রাখতে সন্তানে
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে।
তাথৈ তাথৈ থৈ, দ্রিমি দ্রিমি দ্রম্ দ্রম্
ভূত পিশাচ নাচে যোগিনী সঙ্গে॥
দানব-দলনী হয় উন্মাদিনী

আর কি দানব থাকিবে বঙ্গে?
সাজরে সন্তান, হিন্দু মুসলমান
থাকে থাকিবে প্রাণ, না হয় যাইবে প্রাণ।
লইয়ে কৃপাণ, হওরে আগুয়ান
নিতে হয় মুকুন্দেরে নিয়ো গো সঙ্গে॥

কথা: চারণকবি মুকুন্দ দাসের গান বলে প্রচলিত
সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (মুকুন্দ দাস)-৪৫: জাগো গো জাগো গো জননী,

জাগো গো জাগো গো জননী, শ্যামা মা।
তুই না জাগিলে শ্যামা, কেহ তো জাগিবে না মা।
তুই না নাচালে, কারো নাচিবে না ধমনী।
ডেকে ডেকে হলাম সারা, কেউ সাড়া দিল না, মা।
খুঁজে দেখলাম কত প্রাণ, কারো প্রাণ কাঁদলো না, মা।
তুই না কাঁদালে প্রাণ, কাঁদিবে না কারো প্রাণ।
না কাঁদিলে সবার প্রাণ, পোহাবে না রজনী।
দয়াময়ী নাম ধরিস, দয়া কি আর আছে তোর?
দয়া থাকলে মরে কি মা ত্রিশ কোটি ছেলে তোর।
মরি তাহে ক্ষতি নাই, বাসনা মা দেখে যাই–
ভারতের ভাগ্যাকাশে উঠিবে কি দিনমণি!

কথা: চারণকবি মুকুন্দ দাসের গান বলে প্রচলিত
সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (মুকুন্দ দাস)-৪৬: হাসিতে খেলিতে আসিনি এ জগতে

হাসিতে খেলিতে আসিনি এ জগতে
করিতে হবে মোদের মায়েরই সাধনা।
দেখাতে হবে আজি জগতবাসী সবে,
এখনো ভারতের যায়নি রে চেতনা॥
গভীর ওঙ্কারে হুঙ্কারি দে রে ডাক্,
শিহরি উঠুক বিশ্ব, মেদিনীটা ফেটে যাক্॥
আমাদের জন্মভূমি দেবতার লীলাভূমি

দেবগণ আসুক নেমে, পূর্ণ হোক্ বাসনা।
সার্থক হবে তবে এ জনম সবাকার
ছেলের গৌরবে হবে গরবিণী মা আমার
জগৎ লুটিবে পায়, ঘুচে যাবে যত দায়
মিটে যাবে মুকুন্দের চিরদিনের কামনা॥

কথা: চারণকবি মুকুন্দ দাসের গান বলে প্রচলিত
সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/˜somen/lokgiti.html

বিবিধ (মুকুন্দ দাস)-৪৭: বান এসেছে মরা গাঙে

বান এসেছে মরা গাঙে
খুলতে হবে নাও;
তোমরা এখনো ঘুমাও।
কত যুগ গেছে কেটে
দেখেছ কত স্বপন;
এবার বদর্ বলে
ধর বৈঠা জীবন মরণ॥
দমকা হাওয়ার কাল গিয়েছে
ফাগুন বইছে, পাল খাটাও।
অবহেলে থাকলে বসে
কাঁদতে হবে সারা জীবন॥
যুগ যুগান্তরের তপস্যাতে
এসেছে এই লগন।
পারের মাঝি হাল ধরেছেন
মিছেই পরের মুখে তাকাও॥

কথা: চারণকবি মুকুন্দ দাসের গান বলে প্রচলিত
সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/˜somen/lokgiti.html

বিবিধ (মুকুন্দ দাস)-৪৮: ভাই রে মানুষ নাই এ

ভাই রে মানুষ নাই এ দেশে!
এ দেশের সকল মেকি, সকল ফাঁকি
যে যার মজে আপন রসে॥

দেখেছি কত সব মস্ত
আপন নিয়েই ব্যাস্ত
আর মুখখানা বড় মিষ্ট
তার অন্তর ভরা বিষে।
কথার বেলায় বৃহস্পতি
কাজে কেউ না ঘেঁষে।
বলতে গেলে এ সব কথা —
ওঠে, পাগল বলে, হেসে॥
স্বার্থ ছাড়া কথা কয় না
অর্থ ছাড়া কাজ করে না,
দেখতে শুনতে রকমটি বেশ
চেনবার জো নেই বেশে॥
ছেলের বাবা বসে আছে
পাঁছ হাজারের আশে।
মেয়ের বাবার ভাঙা কপাল
চেখের জলে ভাসে॥
যে দেশ সকল দেশের সেরা
সে দেশের এমনি ধারা!
দেখে শুনে ইচ্ছা হয়
চলে যাই বিদেশে।
তবু কেবল বসে আছি
খ্যাপা মায়ের আশে।
মুকুন্দের এই ভরসা আছে —
আসবে সে মা দিনের শেষে॥

কথা: চারণকবি মুকুন্দ দাসের গান বলে প্রচলিত
সূচী
email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (মুকুন্দ দাস)-৪৯: আয় রে বাঙালী, আয় সেজে

আয় রে বাঙালী, আয় সেজে আয়,
আয় লেগে যাই দেশের কাজে॥
দেখাই জগতে, নহে ভীত বাঙালী
দাঁড়াইতে জানে বীর সমাজে॥

বহুদিন পরে ডাক্ এসেছে আজ —
ওরে বাঙালী, সাজ তোরা সাজ।
এখনো নীরবে! নাই কিরে লাজ!
ধিক রে তোদের ক্ষাত্র তেজে॥
কোটি কণ্ঠে আজ 'জয় মা' বলিয়া
দ্বেষ-হিংসা আজি চরণে দলিয়া
দাঁড়ারে বাঙালী আপন ভুলিয়া
সাজাই বাঙলা নূতন সাজে।
মাভৈঃ, ওঠ্ রে ও বাঙালী বীর!
কত কাল রবি নত করি শির!
শুনেছি রে 'জয় বাঙালী জাতির'
অনাহত শব্দভেরীর মাঝে॥

কথা: চারণকবি মুকুন্দ দাসের গান বলে প্রচলিত
সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (মুকুন্দ দাস)-৫০: কার কম্বু নিনাদে যেন অমৃত

কার কম্বু নিনাদে যেন অমৃত বরষিল
কোটি কোটি নরনারী মৃতদেহে পেল প্রাণ।
তাই শত শতাব্দী পরে, মায়ের করুণা ভরে
জননীর মুখে চাহি পাগল হিন্দু-মুসলমান॥
ললাটে বিজয়টীকা, দীপ্ত নয়নগুলি
আগ্নেয়গিরি যেন উদ্গারে অনলরাশি॥
পদভরে থরহরি কাঁপিছে বসুন্ধরা
চমকিত অরিকুল দেখে নব-অভিযান॥

কথা: চারণকবি মুকুন্দ দাসের গান বলে প্রচলিত
সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (মুকুন্দ দাস)-৫১: হায়রে, এখনো ফোটেনি আঁখি যার

হায়রে, এখনো ফোটেনি আঁখি যার
কেমনে বোঝাব তারে, কোন কর্ম সাধিবারে
জনম গেল, বুঝিবারে ভারতমাতার।

যদি কোন ভাগ্যক্রমে, কারো একটু ফোটে আঁখি,
তখনি আমরা চশমা দিয়ে চোখ ঢেকে রাখি॥
আসমানেতে বেঁধে ঘর,ভাবি আমি কত বড়
দুদিন পরে দেখতে পাই উঠেছে যে হাহাকার॥
বিএ, এম এ পাশ করে, চাকরি যদি নাহি মিলে
কিসের ভাবনা করিস রে ভাই, মিশে যা না চাষার দলে॥
শক্ত করে লাঙ্গল ধর্, খেটেখুটে খামার ভর্
দুদিন পরে দেখতে পাবি, ঘুচে গেছে হাহাকার॥
মুকুন্দ বলে, "ওগো ভারতবাসী, শোন গো আজ—
তোমরা পার না কি ধরিতে বীরের সাজ?
দেখাতে পার না কি বোঝাতে পার না কি
ভারত মাঝে ভারতবাসীর কতটুকু অধিকার?"

কথা: চারণকবি মুকুন্দ দাসের গান বলে প্রচলিত
সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (মুকুন্দ দাস)-৫২: সকল কাজের মিলবে সময়

সকল কাজের মিলবে সময়
আগে দুটি ভাতের জোগাড় কর।
তোরা পেটের জোগাড় কর।
মানের গোড়ায় ছাই ঢেলে
আজ কাঁধে লাঙল ধর॥
কামার, কুমোর, চামার, মুচি
তারাই কাজের, তারাই শুচি।
ধর জড়িয়ে গলা তাদের
আজি ভুলে আপন পর।
এত আছে যাদের ঘরে—
তারা মরে উপোস করে!
তোদের কথা ভাবলে আসে
গায়ে কম্প দিয়ে জ্বর॥

কথা: চারণকবি মুকুন্দ দাসের গান বলে প্রচলিত
সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (মুকুন্দ দাস)-৫৩: বন্দেমাতরম বলে

বন্দেমাতরম বলে

নাচরে সকলে, কৃপাণ লইয়ে হাতে।

দেখুক বিদেশী, হাস অট্টহাসি

কাঁপুক মেদিনী ভীম-পদাঘাতে॥

বাজাও দামামা, কাড়া, ঘন্টা, ঢোল,

শঙ্খ, করতাল, জয়ডঙ্কা, খোল।

নাচুক ধমনী, শুনি সে রোল।

হউক নূতন খেলা শুরু এই ভারতে॥

এখনো কি তোদের আছে ঘুমঘোর?

গেছে কুলমান! মোছ আঁখি-লোর।

হও আগুয়ান, ভয় কি রে তোর।

বিজয় পতাকা তুলে নিয়ে হাতে॥

কথা: চারণকবি মুকুন্দ দাসের গান বলে প্রচলিত

সূচী
email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (মুকুন্দ দাস)-৫৪: চল্ রে চল্ রে চল্

চল্ রে চল্ রে চল্

করমের নিশান উড়ায়ে চল্।

বাজে ‘মা’ নামের ভেরী

ধরা হোক্ রে টলমল্।

বসে কি ভাবিস তোরা?

ডাকছে মা, দিসনে সাড়া!

তোরা কি জ্যান্তে মরা

হলি রে সকল!

দেবতা ঐ মাথার পরে

অভয় দিচ্ছে অভয়-করে।

যায় যদি প্রাণ দেশের তরে

পাবি মোক্ষ-ফল।

মা নামের ভরসা নিয়ে

দাঁড়াবি বুক ফুলিয়ে।

তোরা যে মায়ের ছেলে

মায়ের বীর সেনাদল॥

কথা: চারণকবি মুকুন্দ দাসের গান বলে প্রচলিত
সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (মুকুন্দ দাস)-৫৫: আবার যখন গান ধরেছি গাব

আবার যখন গান ধরেছি গাব তো সেই গান।
বুকটা যাহে ফুলে ওঠে, শিরায় যাহে অগ্নি ছোটে,
তন্দ্রা যাতে যায় গো টুটে, মাতায় যাতে প্রাণ।
সিংহনাদে, ঝড়ের বুকে, মেঘের তর্জনে,
অগ্নিগিরির গর্ভমাঝে, সাগর গর্জনে
এদের ভিতর ওতঃপ্রোত রয়েছে যে সুরের স্রোত;
আজকে সে যে বাহির হবে, প্রলয় অভিযান।
গান গেয়েছি অনেক বটে তারে কি কয় গান?
আকাশ পৃথী না হয় যদি টলটলায়মান॥
ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, উঠল না তো ঘূর্ণী বাতাস!
কোটি প্রাণের সমুদ্রে আজ জাগছে মহাপ্রাণ।

কথা: চারণকবি মুকুন্দ দাসের গান বলে প্রচলিত
সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (মুকুন্দ দাস)-৫৬: অতীত গিয়াছে অতীতে মিলায়ে, সম্মুখে

অতীত গিয়াছে অতীতে মিলায়ে, সম্মুখে মহা-ভবিষ্যৎ।
আলোকে, পুলকে, জ্ঞানে ও পুণ্যে, দীপ্ত যেন সে ত্রিদিববৎ।
শাসন যাহার অস্ত্র নহে, প্রেমই কেবল মাত্র।
জাগিয়া উঠিবে তাহার ছোঁয়ার নূতন সূর্য-চন্দ্র।
তাহার শাসনে, আত্মদানে দেখাইবে মহামুক্তির পথ॥
ত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে লভিতে নূতনপ্রাণ
সমান সূত্রে হইবে মিলিত হিন্দু মুসলমান।
কামনা হইবে মূর্তিমতী, আশা হবে ফলবতী।
গিয়াছে সেদিন, আসিবে সুদিন করো সবে তারে দণ্ডবৎ॥

কথা: চারণকবি মুকুন্দ দাসের গান বলে প্রচলিত
সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (মুকুন্দ দাস)-৫৭: মন রে, ফুল বাগানে নানা

মন রে, ফুল বাগানে নানা রঙের ফুটল ফুল!

তারে ভাবতে গেলে প্রাণ আকুল॥

সে ফুল অধোমুখে রয়; কারো ভাগ্যগুণে ঊর্ধমুখী হয়।

সে সন্ধানে যে রয়েছে, তারে লোকে কয় বাতুল॥

যে জন যোগ্য মালী হয়, সদা সে বাগানে পড়ে রয়।

সে গন্ধে যার মন মজেছে, কে আছে তার সমতুল?

দাস মুকুন্দ বলে, ভাই,

মায়ের সাধন বিনা অন্য কিছু নাই।

সাধ্যবস্তু সাধনে পাই, শ্রীগুরুর শ্রীচরণমূল॥

কথা: চারণকবি মুকুন্দ দাসের গান বলে প্রচলিত

বিবিধ (মুকুন্দ দাস)-৫৮: এসেছে ভারতের নব জাগরণ, পেয়েছে

এসেছে ভারতের নব জাগরণ, পেয়েছে ভারত নূতন প্রাণ।

মাতৃমন্ত্রে লয়েছে দীক্ষা, জগতে শিক্ষা করিবে দান।

স্তম্ভিত করি বিশ্বমানবে,

শিষ্য করিবে জগতখান্॥

কহিছে সে আজ পূর্ণবারতা, শোন রে সকলে পাতিয়া কান॥

বিরাট ব্যোমে ছত্রতলে, রবিশশী ঐ তারি আঁখি জ্বলে;

ইঙ্গিতে যাঁর ত্রিভুবন টলে

এ মরজগতে তিনি গরীয়ান।

অমৃত তিনি,শাশ্বত তিনি, তাঁরেই অর্ঘ্য করিব দান॥

কথা: চারণকবি মুকুন্দ দাসের গান বলে প্রচলিত

বিবিধ (মুকুন্দ দাস)-৫৯: মা আমার বিশ্বরাণী

মা আমার বিশ্বরাণী

আমি মায়ের আদরের ছেলে।

যত রতন মাণিক হীরে সোনা

সব দিয়েছি মায়ের পদতলে॥

মায়ের খাসতালুকে বসতি করি

জমিদারের কি ধার ধারি?
এই জমির ডিক্রী নাইকো, নীলাম নাইকো,
জমি ডুবে না বরষার জলে॥
ওমা, সবায় দিচ্ছে কোঠাবাড়ী
আর গাছতলাতে আমার বাড়ী।
এ বাড়ী ভাঙবে না আর, টুটবে না আর,
ক্ষয় হবে না কোনো কালে॥
আমি গুরুর কৃপা পেয়েছি
খাঁটি সোনা হয়ে গেছি।
তাই মুকুন্দ আনন্দে নাচে
"জয় তারা, জয় তারা" বলে॥

কথা: চারণকবি মুকুন্দ দাসের গান বলে প্রচলিত
সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (মুকুন্দ দাস)-৬০: সাবধান! সাবধান!

সাবধান! সাবধান!
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড, রুদ্রদীপ্ত মূর্তিমান!
ঐ শোনো তার গরজে কম্বু,অম্বুধি যথা উছলে;
প্রলয় ঝঞ্ঝা ইরম্মদের মৃত্যু ভীষণ কল্লোলে।
হুংকারে তার গভীর মন্দ্র কাঁপায় তারকা-সুর্য-চন্দ্র।
বিদরে আকাশ, স্তব্ধ বাতাস, শিহরি উঠিছে জগৎখান।
ভ্রুকুটি-কুটিল রক্তনেত্রে চিত্রিত ভানু উজ্জ্বলে;
উঠিছে কিরীটি গরিমা দীপ্ত, ভেদিয়া সূর্য-মণ্ডলে॥
অগণিত করে ঝলসে কৃপাণ, তপ্ত রক্ত করিয়া পান।
বলদর্পিত চরণ আঘাতে আজ ত্রিভুবন কম্পমান।
ত্রিভুবন জুড়ি বিরাট দেহ, ভেবেছ কি আর পলাইবে কেহ!
এখনো চরণে স্মরণ লহ, নতুবা নাহি রে পরিত্রাণ।

কথা: চারণকবি মুকুন্দ দাস এর গাওয়া (হেমচন্দ্র)
সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (মুকুন্দ দাস)-৬১: মানস নয়ন করি উন্মীলন

মানস নয়ন করি উন্মীলন
চেয়ে দেখ শিরে খাড়া ন্যায়েরি দণ্ড!
বিদ্যুৎ চমকে ঐ, ঝলসে তীব্রানল;
অশনি গরজে, কলি রুদ্র-প্রচণ্ড॥
বিষয়, বৈভব, দম্ভ, ধন, জন—
দলিত, চূর্ণিত, পলকে বিলীন।
কূট-তর্ক, ছল সেথায় কারণ—
সত্যদীপে জ্বলে অখিল ব্রহ্মাণ্ড॥
ঐশ্বর্য-সম্পদ পেয়েছ যাহার দান
দলিছে চরণে আজি তাহারি সন্তান!
রুদ্র ক্রোধে তার জ্বলিলে নয়ন,
কটাক্ষে ভস্ম যথা অনলে তৃণখণ্ড॥
এখনো কেটে দে রে ঘোর তন্দ্রা,
এখনো জেগে ওঠ্ রে, ছেড়ে কাল নিদ্রা;
পাইয়া গোটা কতক রজত মুদ্রা
ভেবোনা করতলগত বিশ্ব-অখণ্ড॥

কথা: চারণকবি মুকুন্দ দাসের গান বলে প্রচলিত

সূচী
email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (মুকুন্দ দাস)-৬২: জাগরে ভাই, সবে স্মরিয়া কেশবে

জাগরে ভাই, সবে স্মরিয়া কেশবে;
জয় জয় রবে কাঁপায়ে মেদিনী।
দুখ-নিশা মোদের হল অবসান–
উদিত পূরবে সুখ দিনমণি॥
এ নব উষাতে জাগিয়ে নিলে প্রাণ
ঘুমাবে না কভু আর ভারত সন্তান।
দেখিলে মায়ের দশা, কেঁদে উঠিবে প্রাণ;
করম-সিন্ধু-নীরে ভাসাবে তরণী॥
জাগিল বীর জাতি অরুণ আলোকে
জাগিল সব দেশ নবীন পুলকে।
ভারত জাগিলে এই নব-আলোকে
পলকে জিনিতে পারে সে ধরণী॥

মুকুন্দদাস কয়, আর কারে করিস ভয়?
অভয়দায়িণী দিয়েছে অভয়।
চল্লিশ কোটি কণ্ঠে বল্, “মাইকি জয়”
বাজায়ে বিজয়-ডঙ্কা, কাঁপুক ধরণী॥

কথা: চারণকবি মুকুন্দ দাসের গান বলে প্রচলিত
সূচী
email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (মুকুন্দ দাস)-৬৩: মায়ের ডাকে সব জেগেছে

মায়ের ডাকে সব জেগেছে
যে যার কাজে লেগে গেছে।
তোমরা মায়ের জাতি, বসে থাকবে কি নীরবে?
শক্তি-স্বরূপিণী যাঁরা,
এ দুর্দিনে কেন তাঁরা
ভোগ বিলাসে মজে মৃতপ্রায় পড়ে রবে?
জাগাও সকলে আজি, নিদ্রিতা শকতি—
তোমাদেরই হাতে, মাগো, ভারতের মুকতি।
শিখাও সন্তানে মাতৃভকতি
করম-মন্ত্রে দীক্ষিত কর সবে।
বীর সাজে সাজিয়ে দে সন্তানগণে—
অবহেলে তারা জয়ী হোক রণে,
অর্ঘ্য দিতে মাতৃচরণে
সমবেত হোক সবে ‘ব্যোম ব্যোম হর’ রবে॥

কথা: চারণকবি মুকুন্দ দাসের গান বলে প্রচলিত
সূচী
email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (মুকুন্দ দাস)-৬৪: মানুষ নাই রে দেশে ভাইরে

মানুষ নাই রে দেশে ভাইরে
সকল মেকি সকল ফাঁকি
যে যার মজে আপন রসে॥
এই যে দেখছ মস্ত
সবাই আপন নিয়ে ব্যস্ত

মুখখানি বড়ই মিষ্টি
অন্তর ভরা বিষে॥
আর কথার বেলায় বৃহস্পতি
কেউ ঘেসে না কাজে
বলতে গেলে এসব কথা
পাগল বলে হেসে হেসে॥
সার্থ ছাড়া কয় না কথা
অর্থ ছাড়া কাজ করে না
দেখতে শুনতে রকমটি বেশ
চেনার যো নাই বেসে॥
ছেলের বাপ বসে আছে
দশ হাজারের আশে
কন্যার বাপের ভাঙা কপাল
চক্ষের জলে বক্ষ ভাসে॥
যে দেশ সকল দেশের সেরা
সে দেশেরই এমনি ধারা
দেখে শুনে ইচ্ছে করে
চলে যাই বিদেশে
তবু কেবল বসে আছি
খ্যাপা মায়ের আশে
মুকুন্দেরি ভরসা আছে
আসবে বেটি দিবে পিষে॥

কথা ও সুর মুকুন্দ দাসের বলে প্রচলিত
সূচী
email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (বোলান)-৬৫: বলি ও কলির ব্যবহার বলব

বলি ও কলির ব্যবহার বলব কি আর
কলির শেষে হবে দেশে ব্রাহ্মণ চেনা ভার॥
যে জাতির যা অশৌচ আছে, জমিয়ে সমাজ কমিয়ে নিছে
বলতে গেলে দোষে পড়েছে, করছে কে বিচার॥
দেশের বিচার সিন্ধু পারে, বিন্দুমাত্র নাই এ ধারে
হাম বুঝে গা সব আধারে, ধারে না কেউ ধার॥

হিন্দু হোয়ে নাপিত না পান, কাল যদি হয় সে মুসলমান
সোজা হয়ে দিবে কামান, পেতে দিয়ে ঘাড়॥
সমাজপতি যত হিন্দু, বিচার তাদের নাই এক বিন্দু
সেই দোষে শুকালো সিন্ধু, নদী তো কোন ছার॥
চাষার বুকে মেরে ছুরি, বড় লোকের বাবুগিরি
তবু গেলে বাবুর বাড়ি, করেন না 'কেয়ার'॥
নিরপেক্ষ বুদ্ধি কারক, নাই গো দেশে সুবিচারক
আছে কেবল আমারই হোক, হোক না হোক তোমার॥
সুবিচার যতদিন দেশে, না আসবে সব যাবে ঘুঁষে
থাকবে যারা ভুগ্‌বে শেষে, অনুতাপ ইহার॥
রামনাথপুরের সতীশ ভণে, সুখ পেলাম না এ জীবনে
দেশের চরণ শিরে ধরি, দিলাম সঙ্গীত সাঙ্গ করি
বলুন সবে হরি হরি, নামই মুলাধার॥

কথা: সতীশ

সূচী
email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (বোলান)-৬৬: নিশির শোভা শশী, আর শশীর

নিশির শোভা শশী, আর শশীর শোভা কলা
শরতের শোভা নীলাকাশে সাদা মেঘের খেলা॥
বসন্তের শোভা কোকিল, আর কোকিলের শোভা গীত
আকাশের শোভা তারকামালা মেঘের শোভা তড়িৎ॥
পর্বতের শোভা তুষার, নদীর শোভা বালি
সরোবরের পদ্ম শোভা, পদ্মের শোভা অলি॥
বনের শোভা তরু, আর তরুর শোভা ফুল
ফুলের শোভা সুগন্ধ, নাইক কোন ভুল॥
পল্লীর শোভা শস্যক্ষেত্র, নগরের শোভা বাড়ি
বৈরাগ্যের তিলক শোভা, মোল্লার শোভা দাড়ি॥
ব্রাহ্মণের পৈতা শোভা, যোগীর শোভা জটা
পুরুষের বিদ্যা শোভা, নারীর সিঁদুর ফোঁটা॥
হাতের শোভা অঙ্গুলি, দেহের শোভা স্থুল
মুখের শোভা দন্ত, আর মাথার শোভা চুল॥
সবাকার শোভা হেরি এ নয়নে
শোভাহীন মদনমোহন ভাবে নিশি দিনে॥

কথা: মদনমোহন

সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (বিরুয়া গান)-৬৭: উঠ উঠ ভাবের বন্ধু, চেতন

উঠ উঠ ভাবের বন্ধু, চেতন কর গাও,
রাতি পোহাইল রে
কোংকিলায় ছাড়ে আও
শ্বেত কাওয়ায় উঠিয়া কহে
রজনী পোহাও॥

জলপাইগুড়ির বনাঞ্চলে হাতি ধরবার জন্য প্রহরারত লোকেদের গান

সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (বসনরার গান)-৬৮: কে তুলরে পুষ্প তুমি রাজবাড়ির

কে তুলরে পুষ্প তুমি রাজবাড়ির মধ্যে
ডাল ধইরা তুল পুষ্প সাজি ভইরা আন?
সুদামে তুলে ফুল রাজবাড়ির মধ্যে
ডাল ধইরা তুলে ফুল বসনরায়ের লাগিয়া রে।

মৈমনসিংহে বসন্ত ঋতুর দেবতা বসনরা

সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (বসনরার গান)-৬৯: কি কর বসন্তের মাগো নিশ্চিন্তে

কি কর বসন্তের মাগো নিশ্চিন্তে বসিয়া?
তোমার বসাই বিয়া করে এয়ো জানাও গিয়া।
কিবা এয়ো জানাইবাম্ আমি হস্তে পান লইয়া
বসাইর ধ্বনিতে এয়ো আসিবো চলিয়া।
কি কর বসন্তের মাগো নিশ্চিন্তে বসিয়া
তোমার বসাই বিয়া করে ঢুলি জানাও গিয়া।
কিবা ঢুলি জানাইবাম্ আমি হস্তে পান লইয়া
বসাইর ধ্বনিতে ঢুলি আসিবো চলিয়া।

সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (বসনরার গান)-৭০: বসন্‌রা বিয়া করে চৈতা রাজার

বসন্‌রা বিয়া করে চৈতা রাজার কন্যা রে।
বিয়া করলা বসন্‌রা, বিধান পাইলা কি?
হাতী পাইলাম ঘোড়া পাইলাম
আরো পাইলাম কন্যারে
বিয়া করলা বসন্‌রারে বউ থইলা কৈ?
বসন্‌রা বিয়া করে চৈতা রাজার কন্যা রে।

সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (পুতুলনাচের গান)-৭১: ডুব মারি ভাই, ডুব মারি

ডুব মারি ভাই, ডুব মারি
ঝপ্ ঝপাঝপ্ প্রেম-সরোবরে
আর কিছু নয়, আর কিছু নয়
দুনিয়া আকুল, যাক তরে যাক তরে।
ফুলের মালায় আয়, পুলের মালোয় বয়
ডাকছে কত রঙ বিলাসে
আয়, আয়, আয়।
আয়, কে নিবি আয়, হৃদয় নিয়ে মাখামাখি
আয়, কে যাবি আয়।

সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (পুতুলখেলার গান)-৭২: পুতুল খেলার বিয়ে লো সই।

পুতুল খেলার বিয়ে লো সই।
আমার পুতুলটি বর হবে সই॥
তোর পুতুলটি কনে।
আমরা কনের গয়না গাঁটি নুবো গুণে॥
আমার বরের মাসী পিসী।
লুচি মোণ্ডায় হবে খুসী॥
আমরা এয়ো করব বরণ
ডালা মাথায় নিয়ে॥

ছোট মেয়েদের পুতুল খেলার গান (মেদিনীপুর)
সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (পাশাখেলার গান)-৭৩: আজ কি আনন্দ

আজ কি আনন্দ
কি আনন্দ হৈল গো সখি রস-বৃন্দাবনে
শ্যাম নাগরে খেলে পাশা মনোমোহিনীর সনে।
আজ কি আনন্দ
নিকুঞ্জের চারি ধারে কুঞ্জ লতার বেড়া
কখন উঠে চন্দ্র সুরুয কখন উঠে তারা।
আজ কি আনন্দ
সাক্ষী হৈও চন্দ্র সুরুয কইন্যার জ্যেষ্ঠ ভাই
তোমার বোনে খেলে পাশা, আমার দোষ নাই।
আজ কি আনন্দ
তোমার বোনে হার্‌লে পাশা দাসী হবে পায়
শ্যাম-নাগরে হার্‌লে পাশা ভূষণ দিবে গায়।
আজ কি আনন্দ।

বিয়ের সময় বরকনের পাশা খেলবার সময় গাওয়া হয় (ত্রিপুরা)
সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (পাশাখেলার গান)-৭৪: আজ কি আনন্দ হৈল জনক

আজ কি আনন্দ হৈল জনক ভুবনে
রামচন্দ্র খেলছেন পাশা জানকীর সনে॥
উত্তম শীতলপাটী ফুলের বিছানা
সখীরা করিছে রঙ্গ কত না বাহানা॥
আজি কি আনন্দ হৈল
সোনার পাতিল শরা, সোনার একুশ কড়া,
তাহাতে খেলিছে পাশা অষ্টসখী ঘেরা।
চন্দ্রাবতী কহে পাশা খেল বিনোদিনী
পাশাতে হারিবেন এবার রাম গুণমণি।

মৈমনসিংহ গীতিকার চন্দ্রাবতীর ভণিতাযুক্ত
সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/˜somen/lokgiti.html

বিবিধ (জাওয়া গান)-৭৫: কোন্ পরবে ভাইরে আনলে লেগলে

কোন্ পরবে ভাইরে আনলে লেগলে
কোন্ পরবে ভাইরে, কর রে বিদায়
কোন পরবে ভাইরে করবে বিদায়
করম পরবে ভাইরে আনলে লেগলেরে
জিতিয়া পরবে ভাইরে করলে বিদায়
কিয়া খাওয়াইলে ভাইরে কিয়া পরাইলে।
কিয়া দিয়া করলে বিদায়।
ভাত খাওয়াইলি বহিন লুগুয়া পরালি
ডালা দিয়ে করলি বিদায়।
সব সব খাওয়ালে দাদা না খাওয়ালে গিমারে
আর কি আসিব দাদা পুরুল্যারি সীমারে।

পুরুলিয়ার পশ্চিমাংশে বর্ষা কালে এক শস্যোৎসবের নাম জাওয়া পরব
সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/˜somen/lokgiti.html

বিবিধ (জাওয়া গান)-৭৬: তেঁতুল পাতে তেঁতুল পাতে ননদী

তেঁতুল পাতে তেঁতুল পাতে ননদী ঘুমায় গো
উঠ ননদ, খাও ননদ, যাও শ্বশুর বাড়ি গো।
'শ্বশুরের সঙ্গে হাম নাহি যাব গো,
পাটি বহিতে বেলা যায়।'
তেঁতুল পাতে তেঁতুল পাতে ননদী ঘুমায় গো
উঠ ননদ, খাও ননদ, যাও শ্বশুর বাড়ি গো।
'শাশুড়ীর সঙ্গে হাম নাহি যাই গো
মুট বহিতে বেলা যায়।'
তেঁতুল পাতে তেঁতুল পাতে ননদী ঘুমায় গো
উঠ ননদ, খাও ননদ, যাও শ্বশুর বাড়ি গো।
'ভাসুরের সঙ্গে হাম নাহি যাই গো,
ঘম্‌টা টানিতে বেলা যায়।'

তেঁতুল পাতে তেঁতুল পাতে ননদী ঘুমায় গো
উঠ ননদ, খাও ননদ, যাও শ্বশুর বাড়ি গো।
'জা এর সঙ্গে হামি নাহি যাই গো
ঝগ্‌ড়া লাগিতে বেলা যায়।'
তেঁতুল পাতে তেঁতুল পাতে ননদী ঘুমায় গো
উঠ ননদ, খাও ননদ, যাও শ্বশুর বাড়ি গো।
'দেওরের সঙ্গে হামি নাহি যাই গো,
হাসিতে খেলিতে বেলা যায়।'
তেঁতুল পাতে তেঁতুল পাতে ননদী ঘুমায় গো
উঠ ননদ, খাও ননদ, যাও শ্বশুর বাড়ি গো।
'কুঁওরের সঙ্গে হাম নাহি যাই গো,
পায়না সলকাতে বেলা যায়।'
তেঁতুল পাতে তেঁতুল পাতে ননদী ঘুমায় গো
উঠ ননদ, খাও ননদ, যাও শ্বশুর বাড়ি গো।

সূচী
email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (ছেঁচর গান)-৭৭: বন্ধু তোমার লাগিয়া রে,

বন্ধু তোমার লাগিয়া রে,
এ নব যৌবন আমার
গিয়াছে চলিয়া বন্ধু রে।
তুমি চলে গেলে দূর দেশে
সময়ে এলে না কেন রে
এ নব যৌবন আমার
গিয়াছে চলিয়া বন্ধু রে।
এবার যদি আস, বন্ধু
তুমি আর পাবে না মধু রে
এ নব যৌবন আমার
গিয়াছে চলিয়া বনধু রে।

মুর্শিদাবাদের পল্লী অঞ্চলে ছেঁচর গান প্রচলিত
সূচী
email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (ছেঁচর গান)-৭৮: কতটুকু লেখা যায় চিঠিতে,

কতটুকু লেখা যায় চিঠিতে,
কতটুকু লেখা যায় চিঠিতে।
(দিয়ে গেছ হায়) ভুলে গেছ তুমি
ঘুম, ঘুম, ঘুম নাই আঁখি দুটি পাতাতে
কতটুকু লেখা যায় চিঠিতে।
ফুলেরই মধুসাজে, ভ্রমর নেই নিকটে,
জল নেই ঢেউ নেই দীঘিতে
কতটুকু লেখা যায় চিঠিতে।

সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (ছেঁচর গান)-৭৯: ঐ যাদু ভরা কাল চোখে

ঐ যাদু ভরা কাল চোখে
কি মায়া দোলে আমি জানি না
জানি না জানি না।
ঐ স্বপনেরই ইশারায়
প্রাণটি দোলে, আমি জানি গো,
খুশি আমি হতে পারি কাছে গো
আরও খুশি হতে পারি মনটি পেলে গো।
তাই দূর হতে এলে কি চলে গেলে
আমি জানি না
জানি না জানি না।
ঐ যাদু ভরা কাল চোখে
কি মায়া দোলে আমি জানি না।

সূচী email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ (বাস্তুপূজার গান)-৮০: স্বর্গের হাড়িয়া, হাড়িয়া, হাড়িয়া রে।

স্বর্গের হাড়িয়া, হাড়িয়া, হাড়িয়া রে।
মঞ্চে লামিয়া খোলা চাঁচ্যা দে।
বাস্তু দেবী খাইবেন পূজা খোলা চাঁচ্যা দে।
স্বর্গের হাড়িয়া, হাড়িয়া, হাড়িয়া রে।
মঞ্চে নামিয়া ছড়াঝাট দে।

বাস্তু দেবী খাইবেন পূজা ছড়াঝাট দে।
স্বর্গের হাড়িয়া, হাড়িয়া, হাড়িয়া রে।
মঞ্চে লামিয়া ফুল তুল্যা দে।
বাস্তু দেবী খাইবেন পূজা ফুল তুল্যা দে।

সূচী
email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

বিবিধ(চটকা)-৮১: চ্যাং মাছে বলে মাঝি ভাই

চ্যাং মাছে বলে মাঝি ভাই,
আমাক্ না মারিও,
ওরে কাইল দাড়িকের হবে বিয়াও রে,
আমি ঘটক হয়া যাইম্
ও মোর কেকৈমাসী মেনকা দিদি,
খেমকা ঢিলা জটাবগিলা,
শালুক শালুক শালুক ননদীয়া,
কি মাঐ না মোর কে,
কাইল দাড়িকের হবে বিয়াও রে,
আইজো চান্দা না আইল রে।
ট্যাপামাছে বলে মাঝিভাই,
আমাক্ না মারিও,
ওরে কাইল দাড়িকের হবে বিয়াও রে,
আমি সারিংদা বাজাইম্
ও মোর কেকৈমাসী মেনকা দিদি,
খেমকা ঢিলা জটাবগিলা,
শালুক শালুক শালুক ননদীয়া,
কি মাঐ না মোর কে,
কাইল দাড়িকের হবে বিয়াও রে,
আইজো চান্দা না আইল রে।
পুঁটি মাছে বলে মাঝি ভাই
ওরে কাইল দাড়িকের হবে বিয়াও রে,
আমি হাউস করার যাইম্,
ও মোর কেকৈমাসী মেনকা দিদি,
খেমকা ঢিলা জটাবগিলা,

শালুক শালুক শালুক ননদীয়া,
কি মাঐ না মোর কে,
কাইল দাড়িকের হবে বিয়াও রে,
আইজো চান্দা না আইল রে।

সূচী

email:somen@iopb.res.in,mukherji@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

Work in progress Please Read Me

প্রথম বর্ণ

অ (A)	আ (Aa)	ই (I)	ঈ (II)	উ (U)	ঊ (UU)
ঋ (RR)	এ (E)	ঐ (OI)	ও (O)	ঔ (OU)	
ক (k)	খ (kh)	গ (g)	ঘ (gh)	ঙ (NG)	
চ (c)	ছ (ch)	জ (j)	ঝ (jh)	ঞ (NJ)	
ট (T)	ঠ (Th)	ড (D)	ঢ (Dh)	ণ (N)	
ত (t)	থ (th)	দ (d)	ধ (dh)	ন (n)	
প (p)	ফ (ph)	ব (b)	ভ (bh)	ম (m)	
য (J)	র (r)	ল (l)	শ (sh)	ষ (Sh)	স (s)
হ (H)	ক্ষ (kK)		ং (NNG)	ঃ (h)	ঁ (NN)

নীল রঙে ক্লিক করুন

(অ): অন্যান্য (লোকগান নয়)

প্রথম পাতা

অ

top

অ মোর, তনের বন্ধুরে
অকি গাড়িয়াল ভাই কতয় রব
অকুল পাড় দেখে মোদের লাগল
অকৈতব মানুষের কথা কইতে লাগে
অখণ্ড মঙ্গলাচারে ব্যাপ্ত চরাচর
অজ্ঞান তিমির হে গুরু নাশ
অজানা খবর না জানিলে কিসের
অতীত কালে যারা জাতি সৃষ্টি
অতীত গিয়াছে অতীতে মিলায়ে, সম্মুখে
অদ্য দিবস অবশেষ কালে, আচম্বিতে
অধরাকে ধরতে পারি কই গো
অধরাকে ধরবে, ওরে সহজ মনচোরা
অধরে দশন দাগ
অনাদির আদি শ্রীকৃষ্ণ নিধি
অনুরাগ নইলে কি সাধন হয়
অনুমানে ভজলে পরে মানুষ ধরা
অনুরাগ-উদয় হলে পাত্র
অনুরাগে গাছ কাটিলেই কি গাছি
অনুরাগের ঘরে মার গা চাবি
অনুরাগের মানুষ সহজে পাগল
অনেক দিনের পাগল আমি ঘুরে
অনেক ভাগ্যের ফলে সে চাঁদ
অন্তরে বৈরাগীর লাউ
অন্তরে যার সদাই সহজরূপ জাগে
অন্তিমকালের কালে ও কি
অন্ধকারের আগে ছিল সাঁই রাগে
অন্ধকারে রাগের পরে ছিল যখন
অপার সংসার নাহি পারাপার
অপারের কাণ্ডার নবীজি আমার
অবোধ মন, তুমি আর দিন
অবোধ মন রে
অবোধ মন রে তোমার হলো
অবোধ মন তোরে আর কী
অমাবস্যার দিনে চন্দ্র থাকে কোন
অমৃত মেঘের বারি মুখের কথায়
অমৃত সে বারি অনুরাগ নইলে
অমর্ত্যের এক ব্যাধ বেটা হাওয়ায়
অরূপের রূপের ফাঁদে
অরে অ নাগর অবলার দেশে

অসার ভেবে সারা দিন গেল

আ

top

আই মোর পায়ে বা ঘুংরা
আই মোর সতীনগুলা কয়
আইজ কেন মোর প্রাণ সজনী
আইজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া
আইজ রণে সাজিলো সোনাভাই রে
আইন মাফিক নিরিখ দিতে ভাবো
আইন সত্য মানুষ বর্ত্ত কর
আইস রে রসিক বন্ধু একবার
আউনি বাউনি সোনার বাউনি
আউয়ালে হয় দুই দল শুনি
আকাশের গায়ে আলো ফুটেছে
আকার কি নিরাকার
আকারে ভজন সাকারে সাধন, তায়
আগা নাও যে ডুব ডুব
আগুধারে আয়না রেইখে
আগুন আছে ছাইয়ের ভিতর
আগে কপাট মারো কামের ঘরে
আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম
আগে কে জানে গো এমন
আগে ঘরের খবর না জেনে
আগে ছিল জলময় পানির উপর
আগে জান না ওমুরায় বাজী
আগে জান হাওয়ার স্থিতি
আগে জান রে মন কিসে
আগে দেহের খবর জান গে
আগে না জেনে প্রেম ফল
আগে না জেনে মোজো না
আগে নিজের সম্বল বান্ধো
আগে মন মানুষ
আগে মানুষ পরে ধর্ম জাতির
আগে শরীয়ত জান বুদ্ধি শান্ত
আগে সাঁতার শিখরে জেলে, তবে
আছ সব ঘটে, কপটে, ত্রিকূটে,
আছে আদি মক্কা এই মানব
আছে ইয়ার ছয় জনা, তাদের
আছে এক মনের মানুষ
আছে এক সোনার মানুষ দেহপিঞ্জরে
আছে দীনদুনিয়ায় অচিন মানুষ একজনা
আছে ভাবের তালা সেই ঘরে
আছে মানুষ মানুষেতে
আছে যার মনের মানুষ মনে
আজ আমাদের আজ আমাদের
আজ আমায় কোপনি দে গো
আজ আমার অন্তরে কি হল
আজ কি আনন্দ
আজ কি আনন্দ হৈল জনক
আজ কি দেখতে এলি
আজব এক জাহাজ গড়ে
আজব কারখানা ওরে বুঝা সাধ্য
আজব শহর লহর বানালে কোন
আজি আউলাইলেন মোর বান্দা ময়াল
আজি গাও তোল গাও তোল
আজি নদী না যাইওরে
আজি মর্ত্তবন, নন্দন কানন
আজগবি বৈরাগ্য-লীলা দেখতে পাই
আঁধার মোকামে একটি রূপের বাতি
আঁধারি ভাদর রাতি
আত্মতত্ব বিচার কর দেখি ওরে
আত্মরতি খন্ড করে শরিক হয়
আদম দেহের ভেদ জেনে
আদমে আহম্মদ এসে নবী নাম
আধ-আধ কথা কয়, আধ-আধ হাসে
আনন্দবাজারে চলে যাও
আনন্দবাজারে দেখলাম অমি
আনন্দে মাতিল সর্বপুরী
আপন কর্মদোষে সব হারালি মন
আপন ঘরের কোণে আছে মালিক
আপন ঘরের খবর নে না
আপন ছুরাতে আদম গঠলে দয়াময়
আপন জুতে না পাকিলে কি
আপন দেহের খবর জান
আপন দেহের খবর জান রে মন
আপন মনের গুণে সকলই হয়
আপন মনের মানুষ মনে রেখো
আপন সুরতে আদম গঠলেন দয়াময়
আপনার আপন খবর নাই
আপনার আপনি ফানা হলে
আপনাকে আপনি চেনা যায় কিসেতে

আপনারে আপনি চেনা যদি যায়
আপনাকে আপনে যে
আপনাকে চিনলে পরে চেনা যায়
আপনারে আপনি চিনিনি
আপনারে আপনি মন না জানি
আবার যখন গান ধরেছি গাব
আবো নওদিরাটা মরিয়া মোর সে
আম পারং মুঁই ঝোপায় ঝোপায়
আমতলায় ঝামুর ঝুমুর
আমরা পৌষ পরবে টুসু পাতিব
আমা দিয়ে হবে না নাগর,
আমা হইতে দয়ামায় নাম গিয়াছে
আমার অন্তরের মাঝে গো
আমার আপন খবর আপনার হয়
আমার আপন খবর নাইরে কেবল
আমার আপন খবর হয় না
আমার আপন ঘরের খবর হয়
আমার আমার কে কয় কারে
আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ
আমার ঐ নিতাই চাঁদের
আমার এই দেহ-নদী চলতে ভারি
আমার এই পেটের চিন্তে
আমার এই বাড়িতে
আমার কাদা মাখা সার হলো
আমার কালো পাখি গেল উড়ে
আমার কাংখের কলসী
আমার গলার হার খুলেনে, ওগো
আমার গোপন প্রেমের কথা রে
আমার গোঁসাই রে নি
আমার ঘরের চাবি পরের হাতে
আমার ঘরকে ভাদু এইলেন
আমার জাত গেল
আমার টুসু ধনে
আমার ঠাহর নাই গো
আমার দিন তো গেলো সইধ্যা
আমার দেখে শুনে জ্ঞান হল
আমার নাই আঁধারের ভয়
আমার নাইকো বাড়ি ঘর
আমার বউ কথা শুনে না
আমার বন্ধু বিনোদিয়া রে
আমার বাউল গানের একতারাটা
আমার বাড়ি ছাড়িয়া কোথা যনে
আমার বাঙ্লায় করে মন ফাঁপর
আমার ভাইয়ারে বিয়া দিলি
আমার ভাদু দক্ষিণ যাবে
আমার ভাদু মণি সোনার খনি
আমার ভাদু মান করেছে, খায়না
আমার ভাবনার কিন্তু দূর হইল না
আমার মন অসার সংসার মাঝে
আমার মন চলেছে বাতাসের আগে
আমার মন চালাও রে কলের গাড়ী
আমার মন চোরারে কোথা পাই
আমার মন ভেঙ্গে গেলি
আমার মন মাঝি তোর বৈঠা
আমার মনে যারে চায় তারে
আমার মনের মাধুরী
আমার মনের মানুষ খেলছে মণিপুরে
আমার মনের মানুষ, প্রাণ সই
আমার মনের মানুষের সনে
আমার মুর্শিদ ধনের বাজারে
আমার যেমন বেণী তেমনই রবে
আমার সোনার নৌকায় লেগে নোনায়
আমার সকলই আছে, তুমি তো
আমার সাধ না মিটিল
আমার সোনার চাঁদকে কামাইতে
আমার হয় না রে সে
আমার হল না সাধনা ইষ্ট আরাধনা
আমার হাড় কালা করলাম রে
আমার শ্বশুর করে খুশুর খুশুর
আমার শ্যাম বিনে ভেবে ভেবে
আমার শ্যাম শুকপাখী গো
আমারে কি রাখবেন গুরু
আমারে দেও চরণতরী
আমারে নি পড়ে তোমার মনেরে
আমারে বানাইলে পিরীতের দেওয়ানা
আমায় এত রাতে কেনে ডাক দিলি
আমায় কে গো ডাকিয়া কয়
আমায় ঘর ছাড়া করিলি রে
আমায় দেখা দিয়ে নিদয় হয়ে
আমায় না ডুবালে জলে দয়াল

আমায় নিয়ে ব্রজে চলো ভাই
আমায় পাগল করিয়া গেল নিজে
আমায় পিরিতে কৈরাছে
আমায় ভাসাইলি রে
আমি অপার হয়ে বসে আছি
আমি আমার পরিচয় করিয়েছি
আমি আর কিছু চাহে নাই
আমি এই যে ভিক্ষা চাই
আমি একটি পাখি ধরেছি
আমি একদিন না দেখিলাম তারে
আমি এমন জনম পাবো কিরে
আমি ঐ চরণের দাসের যোগ্য
আমি কতো শুনি কতোই দেখি
আমি করি কেমনে শুদ্ধ সহজ
আমি কাঙাল দয়াল গুরু
আমি কার কাছে কইব মনোদুঃখের
আমি কি তাই জানলে সাধন
আমি কি দোষ দিব কারে
আমি কি সন্ধানে যাই সেখানে
আমি কি হেরিলাম জলের ঘাটে
আমি কি হেরিলাম জলে গো
আমি কৃষ্ণ বলে কাঁদব সদাই
আমি কেন আইলাম
আমি কেমনে রাখিবো গো শ্যামের
আমি কোথায় পাব তারে
আমি কোন কুলে যাই
আমি চিরতরে কবে বিদায়
আমি চিরদিন যারে ভালোবাসি
আমি জানি না গাওয়াইয়া
আমি না থাকিলে খোদা তোমার
আমি তীর্থবাসী হব
আমি তোমার লাগিয়ারে
আমি থাকব সদাই আনন্দেতে
আমি না জানি পিরীতির এত
আমি না লইলাম আল্লাজীর
আমি নামাজ পড়তাম কোন্ দিগে
আমি নারী ভাসিলাম
আমি বড় দুখে দুঃখী
আমি বন্ধের প্রেমাগুনের পোড়া
আমি বলি এই সভাতে
আমি বলি তোরে ও মন
আমি বহুরূপী
আমি বিনা কে বা তুমি
আমি বুঝেছিলাম মেয়ের অধিকার
আমি বুঝতে নারি, ভেবে মরি
আমি বেদ আমি বেদান্ত আমি
আমি বেল ফুল ফিরি করি,
আমি ভয় করি না আর
আমি ভাবি যারে
আমি ভেকধারী নই
আমি মনের মানুষ নাহি পাই
আমি মনের মানুষ পামু কই
আমি মরছি খুঁজে সেই দোকানের
আমি মজেছি মনে
আমি মরিবরে দরিয়ায় ঝম্প দিয়া
আমি মানুষ খুঁজি
আমি মানুষ হইয়া আবার আসিব
আমি যাইমুরে যাইমুরে আল্লার সঙ্গে
আমি যার কাছে যাই কেউ
আমি যাব না রথের মেলাতে
আমি যার জন্যে পাগল
আমি যারে ধরি সেই আমারে
আমি যে গহীন গাঙের নাইয়া
আমি রব না রব না
আমি রূপের পাগল হইলাম রে
আমি সাড়ে তিন হাত জায়গা কিনে
আমি সাধব কি সেই রাগের
আমি সুখের নাম শুনেছিলাম
আমি সোনা হয়ে মনের দোষে
আমি হৃদ্‌মাঝারে রাখব ছেড়ে দেব না
আমিই মূল নাগর রে
আয় কে যাবি ওপারে
আয় গো যাই নবীর দীনে
আয় জবা ফুল, আয় জবা
আয় দেখে যা নতুন ভাব
আয় মা উমা চুমি তোমার
আয় রে বাঙালী, আয় সেজে
আর আমাকে ছুঁসনে সজনী
আর আমার কেউ নেই মর্শীদ
আর আমারে মারিস নে মা

আর একনা কথা শুন্যা যাও ভোলা
আর একবার আসিয়া যাও মোরে
আর কি আসবে সেই কেলে
আর কি গৌর আসবে ফিরে
আর কি বসবো এমন সাধুর
আর কি হবে এমন জনম
আর কে যাইবি বড়শি বাইতে
আর কেন মন এ সংসারে
আর গেইলে কি আর আসিবেন
আর চাই নে জনম চাই নে মরণ
আর তো কালার সেভাব নাইকো
আর দয়ালকে আনিয়া দে রে
আর দুঃখে বাঁচি না মুর্শিদ
আরবী ভাষায় বলে আল্লা
আরে আমার মন যেন আজ
আরে আরে আরে রে রে
আরে ও কলসী কাঁখের নারী
আরে ও ভাইটাল গাঙের নাইয়্যা
আরে ও ভাটিয়াল গাঙের নাইয়া
আরে ও ভাবের দোতরা
আরে ও সুন্দইরা মাঝিরে
আরে ওরে চিকন কালা, আরে
আরে কুলাঙ্গার অসাধ্য ব্যাপার না
আরে গুণ গুণ গুণ গুণ
আগে গুপ্তিপাড়া ছাড়বি, মন, তবে
আরে ছন্ছন্ ছন্নাত
আরে তানা না তানা না
আরে মন না দিবি বিটি
আরে মন মাঝি তোর বৈঠা
আরে হোসেন কান্দে, কান্দে হোসেন
অল্প বয়স দেখি
আলেফ লাম মিম আহাদ নুরি
আলেফ লাম মিমেতে
আলেফেতে আল্লা, বে-এ বিছমিল্লা
আল্লা আল্লা বলে ডাকরে পাখি
আল্লা, আল্লা বলো বান্দা
আল্লা কি মসজিদ বানাইলেন দুনিয়ার
আল্লা বলো মন রে পাখি
আল্লা মেঘ দে পানি দে
আল্লা যব চলে রণেতে কাসেম
আল্লা সালাম ভগবান নাও গো
আল্লা হরি কি জাত ছিল
আল্লার নাম সার করে যে
আশা করি বান্ধিলাম বাসা, সে
আশাই প্রকৃতির জীবন
আষাঢ় শরাবন মাসে ভিজা আইড়ে
আষাঢ়-শেরাবন মাসে নওল মেঘ
আশ্চর্য্য এক মজার মানুষ
আসল কোঠায় তালা না লাগাইয়া
আসল নামটি কি হয় তোমার
আসাড়েঁ পানি নাঞ
আসমানেতে দেয়া ডাকে
আহারে সোনালী বন্ধু শুনিয়া যা

ই বছরে বেজায়ঞ টান
ইঁদুর কলে বিড়াল পড়েছে
ইঁদুর মারা কল রয়েছে
ইন্দ্রিয় দমন কর আগে, মন
ইস্টিশানের রেলগাড়ীটা

ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন নিজ মহিমাতে

উজান দেশের মাঝি রে ভাই-ধন
উঠ উঠ ভাবের বন্ধু, চেতন
উঠ উঠ উঠ টুসু
উঠিয়া বসিল নাগর নিদের আলসে
উত্তরে পাতিয়া মেঘ, দক্ষিণে গঞ্জরে
উড়বে কিরে মন ঘুড়ি
উদয় কাল কলি রে ভাই
উনুর ঝুনুর বাজে নাও আমার,
উপরোধে কাজ দেখ রে ভাই
উপায় কি সখি তোরা বলে
উলটো নদীর উলটো ধারে পড়ে

এ কূল আর ও কূল
এ গো সুন্দরী দিদি
এ গোকুলে শ্যামের প্রেমে
এ ঘরেতে তিনটি খুঁটি
এ দেশ জাত বাখানো সৈয়দ

এ দেশেতে এই সুখ হলো
এ দেহ ঘরখানা হয় তিনতলা
এ দেহেতে ছয়টা রিপু
এ ধন যৌবন চিরদিনের নয়
এ নাওয়ে নাইরল লইয়া যায়
এ পারে আমার বাড়ি, ওপারে
এপারে আমার বাড়ি ওপারে বন্ধুর
এ বড় আজব কুদরতি
এ বিরহজ্বালা মোর সহে না
এ ভবসংসারে ভেবেছিলাম সার
এ ভবসাগররে কেমনে
এ মানুষে সে মানুষ আছে
এ মায়া-সংসারে ঘিরেছে আমায়
এ মায়া প্রপঞ্চময়
এ শুভ উৎসবে সাজি, আয়
এ সংসারে এসে কেন টাকা
এ সংসারে সুখ আর কোথায়
এ হে মানভূমের রে দাদা
এই কথাটার জবাব দেবে কেবা?
এই দহে কেউ নেমো না
এই দিল দরিয়ার মাঝে রে ভাই
এই দেশেতে এই সুখ হল
এই ধড়ের বিচার কর রে
এইনা শাবন মাসে
এই ভারতের সন্তান মোরা
এই মানুষ কি কথায় ধরা
এই মানুষে সেই মানুষ আছে
এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া
এই সংসারে বৃক্ষের ছায়ায় বসে
এই হরি নাম মহামন্ত্র
এই হরিনামের ফেরিওয়ালা
এক অজানা মানুষ ফিরছে দেশে
এক খিলি পান ছিল
এক গাছে ছয় ফুল কোন
একদিন না পারের ভাবনা ভাবলি
একদিন দেইখাছি যারে, তারে ভোলন
এক পাইরে ঘর তুইলাছেন সাঁই
এক ফুলে চার রঙ ধরেছে
এক বাপের দুই বেটা তাজা
একবার ফিরে চাও হে প্রাণেশ্বর
এক যে ছিল কানা বৈরাগী
এক রথের ধুয়া বান্দে, ঈদু
একই মায়ের সন্তান মোরা
একটা কথা শোনেক মোরে রে
একটা সোনার মানুষ এসেছে ভাই
একটুখানি হাসরে মন, একটু খানি
একবার আসিয়া কালাচাঁদ মোরে যাও
একবার জগন্নাথে দেখ যেয়ে
একবার দয়া করে এসো গৌর
একবার বিদায় দাও মা ঘুরে
একবার হরি বোল মন রসনা
একবার হারালে জনম আর পাবে
একে একে মিলিয়ে গেল
এখন আর ভাবিলে কি হবে কৃতকর্মের
এখন ভাবিলে আর কি হবে
এখনো সেই বৃন্দাবনে বাঁশি বাজে
এত ভাল বাস থেকে আড়ালে
এনে কোন ফুলের সৌরভ জগতকে
এনেছে এক নবীন আইন
এপার হতে ভাসতে ভাসতে যাবি
এবার এ জ্বরে আমার ভরসা
এবার কি সাধনে শমন-জ্বালা যায়
এবার কে তোর মালেক চিনলি
এবার বাজী ভোর হলো।
এমন উল্টা দেশ বা গুরু
এমন একটা কেস
এমন দিন কবে হবে পাব
এমন দিন কি হবে আর
এমন প্রেমের নদীতে সই গো
এমন মানব দুর্লভ জনম পেয়ে
এমন মানুষ পেলাম না রে
এমন সমাজ গো সৃজন হবে
এমন সুন্দর যৌবন ক্যান প্যারী
এমন সোনার স্বর্গকে তোমরা কাঁচের
এমন সৌভাগ্য আমার কবে হবে
এমন লগন পাবো কবে
এরা নির্দষীকে দোষী
এলো প্রেমরসের কাঁসারি
এল রে চৈতন্যের গাড়ি সোনার
এলা দিনের বাগতিক ভালো নোয়ায়

এলাহি আলামিন গো আল্লাহ বাদশা
এলোরে ত্রিনাথ ঠাকুর জগতে
এস দয়াল আমার
এসে এক রসিক পাগল বাধালে
এসে গৌর লীলার বাজারে
এসে ভবের হাটে ঘোর সংকটে
এসে মদিনায় তরিক কে জানাল
এসো ঘরে নয়ন তারা হারানিধি
এসো মা আনন্দময়ী নিরানন্দ দিয়ে
এসেছে ভারতের নব জাগরণ
এসেছো বসেছো ভবে তাস খেলিতে
এসো হে অপারের কাণ্ডারী
এসো হে দয়াল কাণ্ডারী

ঐ গোরা কি শুধুই গোরা
ঐ দেখগো মেনকারাণী
ঐ দেখা যায় বাড়ি আমার
ঐনা রূপে নয়ন দিয়ে আমার
ঐ মনের মানুষ আছে
ঐ যাদু ভরা কাল চোখে

ও আমার একলা যেতে ভয় করে
ও আমার জাত গেল রে
ও আমার দয়ালরে আমার বান্ধবরে
ও আমার দরদী, আগে জানলে
ও আমার মন ভুলানো প্রাণ কাঁদানো
ও ওরে বাবার দেশের ওরে কুরুয়া
ও কন্যা হস্তে কদমের ফুল
ও কাঁচা হাঁড়িতে গো হাঁড়িতে
ও কালা কার আশায়
ওকি একবার আসিয়া সোনার চাঁদ
ও কি ও বন্ধু কাজল ভোমরা
ও কি কানাইরে কেমন করিয়া হব
ওকি গাড়িয়াল মুই চলং
ওকি ঘাটের নাইয়া
ওকি দাদা রে
ওকি দৈয়ল রে, আর কতকাল
ও কি নাগর কানাই তুই মোরে
ওকি তুই মোরে নিদারুণ
ও কি পতিধন, প্রাণ বাঁচেনা

ওকি বাপ রে মাও
ওকি হায় রে নৃত্য করে
ওকে গাড়িয়াল ভাই, উজান উজান
ও কেউ দেখবি যদি সহজ
ও কোকিল তোর সুরে
ও গুণী কও না শুনি,
ও গুণের নাইয়ারে
ও গো নবীর আইন গম্য
ও গো প্রাণ সই এবার সাধনের
ও গো মা ডাকাত পড়লো
ওগো সুখের ধান ভানা
ওগো স্রষ্টা জাতিভ্রষ্টা তুমি হইলা
ও জীবন রে ছাড়িয়া
ও জীবের ধান্দা কেন যায়
ও ঢেউ খেলে রে ঝিলমিল
ও তার বাইরে আলো ভিতরে
ও তিন পয়সাতে হয় যার
ও তুই পার করিয়া দে
ও তুই মন্দিরেতে করিস পূজা
ও তুমি দেল হুজুর না
ও দারুণ নির্দয়ের সাথে রে
ও দিদি জান কিগো জান
ও দুখ সহন যায় না
ও দেহের আয়নাতে লাগায়ে পারা
ও দ্যাওয়া বাও তোলাও রে
ও ধনি, তুই প্রাণের সজনী
ও নদীরে তোর কোন কি
ও নদীরে ভেসে চলে
ও নদীরে মোর তিস্তা রে
ও নাগর কানাই রে
ও নাগর কানাইয়ারে আজি দরিয়াতে
ও নাগর যাও কোন দেশে
ও নাতিন লো, তোর
ও পতিধন আইস আইস
ও পদ্মা নদীরে —
ও পংখি উইড়্যা যা রে
ও পিয়াল বনের পাখী
ও প্রাণ সাধুরে সাধু অল্প
ও প্রিয় হে কলঙ্কিনী রাধা
ও বা হাদে আল্লাজী

ও বাঐ রে, ওরে ঝাঁকে
ও ভাই, এস প্রেমের গাঁজা
ও ভাইরে ওরে রাম রহিমোক্
ও ভাই, সাধের মানব তাঁতের
ও ভোলা মন, ত্যজিয়ে আসল সে
ও মন আপনায় চিনলে পাবে
ও মন অসনা
ও মন এমন চাষা বুদ্ধিনাশা
ও মন কান্দ অকারণ
ও মন গুরু ভজ রে
ও মন, বল রে সদা লায়লাহা
♠ও মন কর সাধনা মায়ায়
ও মন যাইবায় রে ছাড়িয়া
ও মন যে যা বোঝে
ও মা কালী, কালী গো, এতনা
ও মা কালী, কালী গো, এতনি
ও মা কেমন করে পরের ঘরে
ও মা, তরাও তারা এ
ও মা যশদা গো
ও মা যশোদে তাই আর
ওমা যশোদে কৃষ্ণধনকে দে মা
ও মুঁই বুঝনুং বুঝনুং বৈদেশী
ও মোর কানাইরে কেমন কইরা পাউরি
ও মোর কালারে কালা ওপারে ছকিলাম
ও মোর চ্যাংরা বন্ধুরে
ও মোর দান্তাল হাতির মাহুত
ও মোর বানিয়া বন্ধু রে
ও শিব নাচে রে নবীন
ও সুখের ময়না রে
ওগো উন্মাদিনী
ওগো সুখের ধান ভানা
ও যৌবন ঘুমেরই স্বপন
ও রাই শ্রীমতী, প্রেম তাঁত
ওয়াণ্ডারফুল এই দেহ গাড়ি ক্ষুদে
ও রে অনুমানে ভাবলে মানুষ
ওরে আলোকের মানুষ আলোকে রয়
ওরে আমার দরদী জলদি করিয়া
ওরে আমার মন কি দেখে
ওরে আমার মন গোয়াল
ওরে আমার পাগ্‌লা মাঝি
ওরে আমি ঘুমায়ে ছিলাম ছিলাম
ওরে কাজলে আর করবে কত
ওরে কোন দ্যাশে যান
ওরে খ্যাপা সহজে কি ধন
ওরে জীবন ছাড়িয়া যাইস মোরে
ওরে ঢালুয়া খোপা মটুক চুল
ও তোর টাকা খাইয়্যা মুখত্
ওরে দাঁড়াও কালা মোর ঐ
ওরে নদীর পারের কুরুয়া রে মোর
ওরে নিমের দোতরা তুই মোর
ওরে পতিধন
ওরে ও পরানের মাঝি আমার
ওরে ও ভ্রমরা নিশীথে যাইও
ওরে ও মোর চাঁদ ওরে সোনা
ওরে ও রঙ্গিলা নায়ের মাঝি
ওরে ও সুন্দইর‍্যা নাওয়ের মাঝি
ওরে গঙ্গা নদী
ওরে ডুবছে নাও ডুবাইয়া
ওরে পদ্মা ওরে মেঘনা বল
ওরে বগিলা রে
ওরে বন্ধুরে মনের কথা কইবার
ওরে বৃন্দাবন হতে বড় শ্রীপাট
ওরে ভুল, ওরে ভুল, ওরে ভুল
ওরে মন জানব তুমি কেমন
ওরে মন জেলে
ওরে মন ভাবের ঘরে চুরি
ওরে মনমাঝি তোর বৈঠা
ও রে মনে নাই বিবেচনা রে
ওরে, মানব-দেহ কলকাতা কেতা
ওরে মানুষ দেখবি যদি ভগবান
ও রে যেরূপে সাঁই নবীর
ও রে সুজন নাইয়া
ওরে হাড় মোর জ্বলিয়া গেল
ওলো আমার রসের বাইদানী
ওলো তোরা টুসু লিহে
ওলো প্রাণ সজনী লো
ওলো মালিনী লো সই
ও শ্যাম চিকন কালা ধুইলে কি
ও সে প্রেম করা কি
ও যার আছে গুরু-বল

ও হা রে ডুবলো বেলা
ওহে ভারতবাসী, দেখ দেখ আসি
ওহে শ্রীহরি, প্রেমমদ করেছে কিশোরী

ক খ

top

কও দরবেশ এই কথার মানে
কও শুনি হে গুরুধন
কই রইলো সুজন মেস্তুরি
কতটুকু লেখা যায় চিঠিতে,
♠কতদিন আর রইবি রঙ্গে
কথা কয় পাগলা ঘোড়া রে
কথা কয়রে দেখা দেয়না
কপাট মার কামের ঘরে
কবে যাবে বল গিরিরাজ
কবে সাধুর চরণ ধুলি
কবে হবে বিয়ে
কর মন শ্রীগুরুর চরণ ভরসা
♠কর গে পেয়ালা কবুল শুদ্ধ
কর্তাভজা করতে যাই চলো সকালে
কর্ম্ম করিলে ঠন্‌ঠনাঠন্ ধর্ম্ম করিলে
করমের যুগ এসেছে, সবাই
করবি যদি হরি সাধন দিনে
করবে যদি সাধুসঙ্গ ভজ গুরুর
কলঙ্কিনী রাধা
কলিকালের একি মহিমা
কলির কি এই বিবেচনা,
কলে হাসে কলে মাতে, কলে
কলের গাড়ী তাড়াতাড়ি
কল্পতরু রে, তোমরা নি দেইখাছ
কলসী ভাসাইয়া নিল গো হীরা
কাইট্‌হ্য না ভাই গাছ-পাল্‌হা কাইটহ্য
কাইন্দা কাইন্দা রাত পোহাইলাম
কাইন্দা কি আর পাব তারে
কাউয়া কালা কুঁইলা কালা
কাঁচা প্রেম চিরদিন থাকে
কাজ করে যে সেই সে
কাজ কি আমার এ ছার
কাজ নেই পীরের দরগায় শিরনি
কাঠের মালায় কাজ হবে না
কান ঝুম ঝুম কানেক্ পাসাঞ
কানা শাকে বলে রে ভাই
কানাই, একবার এই ব্রজের দশা
কানাই খেউড় খেলাও কেনে
কানাই পার করে দে
কাননে ফুটিল জবা, পাবে বলে
কামরাঙা টকমিঠে মাছরাঙা
কামরূপের ঘাটে যেও না রে
কামিনী বৃন্দাবনে মোহ লোভে করে
কামী জীব দেখলে যায় চেনা
কামের মধ্যে প্রেমের মর্ম, বুঝে
কায়া আছে ছায়া নাইকো যার
কায়া আছে ছায়া নাই হাড্ডি আছে
কায়াধারী হয়ে গেল তার ছায়া
কায়ার মায়া, তাই তো দরদ,
কার কম্বু নিনাদে যেন অমৃত
কার কুঞ্জে কাটাইলা নিশি ওগো
কার চোখে ধুলা দিবি বল
কার বাড়ি কর গো বসত
কার ভাবে এ ভাব
কার ভাবে এ ভাব হারে
কার ভাবে নদেয় এসে কাঙাল
কার লাইগ্যা বান্ধো
কার ভাবে শ্যাম নদেয় এলো
কারে আজ সুধাই সে কথা
কারে তুই দেখে রে সং
কারে তুমি বুজাও রে বন্ধু
কারে দিব দোষ, নাহি পরের
কারো কই ভালো লাগে
কাল চলে না অকালে
কালার কথা কেন বল আমায়
কালারে কইরো গো মানা
কালিজা ছেদিল গো আমার শ্যাম-পিরীতের
কালীঘাটের কালা, গো মা, কৈলাসের
কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে
কাশী কি মক্কায় যাবি যে
কাসেতে করতাল বাজে, ধলা ঘোড়া
কাঁসাইঐ ভাঁসাইকে কঁচি কদম ফুল
কি আজব কারিগর
কি আনন্দ ঘোষপাড়াতে

কি আর দেখিস কানা
কি আশায় ফকির হলি রে
কি এক অচিন পাখি
কি কর বসন্তের মাগো নিশ্চিন্তে
কি করি কোন পথে যাই
কি করি ভেবে মরি মন-মাঝি
কি কালাম পাঠাইলেন আমায়
কি চমৎকার ফল গো গুরু
কি ছার মনে মজে কৃষ্ণধনকে
কি ছার রাজত্ব করি
কি জেনে তুই হলি রে
কি বলিস গো তোরা আজ
কি শোভা করেছে সাঁই রংমহলে
কি সাধনে আমি পাই গো
কি সাধলে পাই তারে
ও কি হায়, পরাণের মাধব
কিরূপ সাধনের বলে অধর ধরা
কিসে আর বোঝাই মন
কিসের বড়াই কর রে কিসের
কী বাঁশে বাঁধিব ঘর
কুকিলার কুহু কুহুরে,
কুরুয়া হায় হায়
কুল নাশি তুই মাশুল কই
কুলের বউ ছিলাম, রাঁড়ি
কৃষ্ণ তোমার হলাম বলে
কৃষ্ণ পদ্মেরি কথা কর রে
কৃষ্ণ পক্ষ কালো পক্ষ
কৃষ্ণ প্রেম করব বলে ঘুরে
কৃষ্ণ প্রেম খাসা চালে ভক্তি
কৃষ্ণ প্রেম সুধাসিন্ধু
কে এমন ঘর বেধেছে জানে
কে কথা কয় রে দেখা
কে গড়েছে এমন ঘর, ধন্য
কে গো তুমি সুন্দর আকাশেরই
কে জানবে তারে
কে জানে ভাই কোথায় আছে
কে জানে মা কালী কেমন
কে জানে সে কোথায়
কে তাহারে চিনিতে পারে ভাই
কে তোমারে এ বেশ-ভূষণে
কে তুলরে পুষ্প তুমি রাজবাড়ির
কে দেখেছে গৌরাঙ্গ চাঁদে রে
কে ধরেছে অধর ধরার কল
কে বলে মানুষ মরে
কে বুঝিতে পারে
কে বোঝে তোমার অপার লীলে
কে বোঝে সাঁইর লীলা খেলা
কে বোঝে সেই কৃষ্ণের অপার
কে মুরিদ হয়, কে মুরিদ
কে যাস রে রঙিলা মাঝি
কে রসরঙ্গিনী সহিত সঙ্গিনী
কে সে মানুষ আমি
কেউ রাতকানা, কেউ দিনকানা, কেউ
কেরে গাঙের ক্ষ্যাপা হাবুর হুবুর
কেন আইলাম না রে, রাধার
কেন কাশী বাসের সাধ হলো
কেন খুঁজিস মনের মানুষ
কেন চাঁদের জন্য চাঁদ কাঁদে
কেন ঝাঁপ দিলিরে মন
কেন ডুবলি নে মন
কেন মন মর ভুগে, ভয়
কেন মর চির দুঃখে
কেন মিছাই দ্বন্দ্ব কর গোঁসাইজী।
কেন রে মন-মাঝি ভাব-নদীতে মাছ
কেনে কাছের মানুষ ডাকছ সোর
কেবল বুলি ধরছো মারফতি
কেমন কইরে পাব আল্লা
কেমন করে সব নদীর জল
কেমন ন্যায় বিচারক খোদা
কেমনে খুলিয়া সে ধন
কেহই করে বেচা কিনা, কেহই
কোথা কানাই গেলি রে
কোথা গেলি রে কানাই
কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম দুদিন
কোথা রৈলে হে দয়াল কাণ্ডারী
কোথায় আছে রে সেই দীন
কোথায় যাবে কোথায় যাবে
কোথায় রইলে প্রাণ বন্ধু, দেখা
কোথায় রহিলা বন্ধু দেখা দাও
কোথায় সে জন জানে কোন

কোথায় হে দয়াল কাণ্ডারী
কোন অজানায় দিবি রে ফাঁকি
কোন কুলে যাবি মনরায়
কোনখানে যাও বইয়া রে নদী,
কোন দিন চাঁদের অমাবস্যে
কোন্ দেশে যাবি মন চল
কোন পথে কার সাথে ভবে
কোন্ পরবে ভাইরে আনলে লেগলে
কোন বনে বাজায় গো বাঁশী
কোন বনে ডাকিল কোকিল রে
কোন্ বনে যাও কাজল ভোমরা
কোন বা দেশে যাবরে
কোন বা দেশে রইলারে নইদ্যার চান
কোন বিন্দুতে মদন অচেতন
কোন রসে রতির খেলা
কোন রাগে সে মানুষ আছে
কোন সাধনে তারে পাই
কোন সুখে সাঁই
কোন সুরে বাজাও বাঁশী কোন
কোন্ স্বভাবে হইল নারী
কোনখানে চন্দ্রের বসতি
কোড়া শিকারী মোর বিনোদ রে
কি আনন্দ হয় গো
কি করে চাষ করব আমি
কি করে পার হবি ত্রিবিনায়
কি চমৎকার ফল রে মন
কি ভাব নিমাই তোর অন্তরে
কি শোভা দ্বিদল পরে
কিষ্টো কালার কী রূপ দেইখ্যোঁ
কিছু হয় নাই আর হবে
কিছু হবে না রে সময়
কিবা রূপের ঝলক দিচ্ছে দ্বিদলে
কিসের মোর রাধন কিসের মোর
কুন গাঙ্গে আইল পানি মন
কুন মেস্তরী নাও বানাইল
কুলের বউ হয়ে রে মন
ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ আকাশে
ক্ষেপা তুই না জেনে
ক্ষম অপরাধ ওহে দীননাথ
ক্ষ্যাপারে দেহ জানলে তবে
ক্ষ্যাপা প্রেম নদীতে স্নান করিতে
কংসাবতী মকর মেলাতে

খাকি আদমের ভেদ পশু কি
খাকে গঠিল পিঞ্জরে
খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
খাঁচার ভিতর কাকের ছানা খাওয়াইতেছি
খাট পালঙ্কে শুইয়া রে
খাবার ভেজাল, ওষুধে ভেজাল
খালভরা হামকে সাঁতাচ্ছে
খালি ভাঁড় থাকবে রে পড়ে
খুঁজে কি আর পাবি সে
খুঁজে ধন পাই কি মতে
খুলবে কেন সে ধন
খুলি নেও গলার হার
খুললে কেন সে ধন গ্রাহক
খেজুর গাছে হাঁড়ি বাঁধো মন
খেয়ে গাঁজা প্রানটি তাজা কর
খেয়েছি বেজাতে কচু না বুঝে
খেলছে মানুষ ক্ষীরে নীরে
খেলতেছে মনের মানুষ নীরে-ক্ষীরে
খোঁজো সপ্ত স্বর্গ সপ্ত পাতাল
খোদার কাছে আছি আমি বড়
খোদার ফজলে দেখছ দুনিয়া, খোদার
খোদে খোদ আল্লা রাধা দোস্ত

গ ঘ ঙ top

গড়িয়ে নলিন পিরীতি
গহীন গাঙ্গে ধরো নায়ের হাইল,
গা তোল গা তোল গিরি
গাছে ভাঁড় বেঁধে দে না
গাজী গাজী বল ভাই বদর
গান করিলে যদি অপরাধ হয়
গানুয়ারে বিধির বিপাকে পড়ি
গাঞ্জার চিরল চিরল পাত
গাঁটকাটা ছয় বেটা বড় বম্বেটে।
গাড়ি বয়য়া যান্ গাড়িয়াল্ ও
গিন্নী আমায় দাওনা চা করে
গিন্নী যে রন না ঘরে
গিরি এবার আমার উমা এলে

গুড্ডি উড়াইল মোরে মৌলার হাতে
গুড়ের মতন যে দেখছি গুরুধন
গুরু, আমায় উপায় বল না
গুরু আমায় নিয়ে চল
গুরু কি উপায় বল না
গুরু কৃপা করে বল আমায়
গুরু, কোন্ রূপে কর দয়া
গুরু জাত উদ্ধারো
গুরু তোমার চরণ পাব বইল্যা
গুরু তোরে কি ধন দিল (১)
গুরু তোরে কি ধন দিল(২)
গুরু দয়া কর মোরে গো
গুরু দয়াল গুরু তুমি
গুরু দেও দেখা দীন-হীনে
গুরু দেখায় গৌর তাই দেখি
গুরু দোহাই তোমার মনকে
গুরু না জানালে কোনো কালে
গুরু না ভজিলাম সন্ধ্যা সকালে
গুরু পদে নিষ্ঠা মন যার
গুরুপদে নিষ্ঠারতি
গুরু পদে প্রেম ভক্তি হইল না
গুরু বল, নৌকা খোল
গুরু বলে কারে প্রণাম
গুরু বলে ধর পাড়ি, মন
গুরু-বীজে অঙ্কুর হবে কি আর
গুরু বিনে কি ধন আছে
গুরু বিনে বন্ধু নাই রে
গুরু রূপের পুলক ঝলক দিচ্ছে
গুরু-শিষ্য এক আত্মা
গুরু সত্য মিথ্যা কথা নয়
গুরু সুভাব দাও আমার মনে
গুরু হে, চেয়ে দেখতে পাই
গুরুজী তাই জানে রে
গুরু-তত্ব চরম পদার্থ চিনলি না
গুরুবস্তু চিনে লেনা
গুরু-মহাজনের চেক
গুরুর করণ সাধন — দিবানিশি
গুরুর চরম বিষম যাজন গো
গুরুর দয়া যারে হয় সেই
গুরুর নাম লইয়া তুই বস
গুরুর পদে প্রেম ভক্তি হল
গুরুর ভাব নিয়ে বইসে থাক
গুরুর ভাব রাখা হইল রে
গেল আসি বলে
গোড়ো গাঙ্গেতে ক্ষেপা
গোপাল গোষ্ঠে যাবে না বলাই
গোপালকে আজ মারলি গো মা
গোপালরে তুই কোথায় প্রাণ
গোপী বাহির হইয়া চায়
গোল করো না ও নাগরী
গোল ছেড়ে মাল লও বেছে
গোলমালে পিরিত করে গোলমেলে লোকে
গোলেমালে পিরিত কোরো না
গোষ্ঠে গোপাল আর যাবে না
গোষ্ঠেতে চল হরি মুরারী
গোঁসাই আমার দিন কি যাবে
গোঁসাই এমন দরদী আমার কে
গোঁসাইর চরণ বিনে
গোঁসাইর ভাব যেহি ধারা
গৌর আজ্ঞায় বিচারিলে পাইবায় তার
গৌর প্রেম আথায় আমি ঝাঁপ
গৌর প্রেম করবি যদি ও
ও গৌর প্রেম রাখিতে সামান্যে
গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে
গৌর রূপ দেখিয়া হইয়াছি পাগল

ঘরে কি আর হয় না
ঘরে বসেই তাঁরে পাওয়া যায়
ঘরে বাস করে সে
ঘরের মধ্যে ঘর বেঁধেছে অতি
ঘরের মাঝে অনেক আছে
ঘরের মানুষ আছে ঘরে
ঘাটে নাও লাগাইয়া, রে তুমি,
ঘাটে পথে প্রেম কোরো না
ঘাটে লাগাইয়া ডিঙ্গা পান খাইয়া
ঘাটে লাগাও রে নাউ
ঘুচিবে সকল যাতনা ওরে মন
ঘুমাইও না আর বেহুলা জাইগা
ঘুমাস না আর বেহুলা জেগে
ঘুড়ি হয়ে উড়ছি সদাই, নীল

চ ছ জ ঝ

top

চঞ্চল মন আমার শোনে না কথা
চমৎকার গৌর প্রেমের সরভাজা
চম্পকের হার পরাইলি কেনে,
চম্পাবতীর দেশে রে ভাই
চরণ দিতে হে মনে ভয়
চরণ পাই যেন অন্তিম কালে
চর‍্যে গেল দেহ-জমিটা
চল্ গুরু চল্ দুজন যাই পারে
চল্ টুসু চল্ খেলতে যাব
চল দেখি মন, কোন
চল বঁধু বাজার যাব
চল মিনি আসাম যাব
চল যাই আনন্দের বাজারে
চল যাই শিকারে মানুষ চল
চল্ রে চল্ রে চল্
চল্ রে মন মাইজ ভাণ্ডারে
চল সজনী দেখে আসি সীতা
চলছে আজব কলে
চলতেছে আজব ঘড়ি, দিবা রাতি
চাই না আমি মুক্তি পেতে
চাইর চীজে পিঞ্জিরা বানাই
চাচা কইও মোর জরুর কাছে
চাঁদ আছে চাঁদে ঘেরা
চাঁদ ধরা ফাঁদ জান না
চাঁদ বলে চাঁদ কাঁদে কেনে
চাঁদবদনী তুইলো আমার জীবন মরণ
চাঁদে চাঁদে চন্দ্রগ্রহণ হয়
চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে
চার চিজে পিঞ্জিরা বাঁধি
চারিটি চন্দ্র ভাবের ভুবনে
চাষার করম হাল রে ভাই
চাষীর মত দরদি আর কই
চিকণ গোয়ালিনী রসের বিনোদিনী
চিড়া কুটি, চিড়া কুটি বৌল
চিত্তে ধৈর্য ধর, রাধে, প্রেম
চিন নি মন তারে
চিনি হওয়া মজা কি খাওয়া
চিনিস্ না, সই, তোরা
চিন্তা রোগের ঔষধ কিছু
চিন্তারাম দারোগাবাবু আমায় করলে জ্বালাতন
চিরদিন কাঁচা বাঁশের
চিরদিন দুখের অনলে প্রান জ্বলেছে
চেতন থাকতে লও চিনে
চেনে না যশোদা রাণী
চেয়ে দেখ না রে মন
চৈত বৈশাখ মাসে নানা গাছের
চৈখের মনি কাজল ভোমরা ও
চৈড়ে মনোহারী ভবের গাড়ী আয়
চোখ ঠার শ্যাম ক্যান অবলায়
চোখ বুজে দেখি আমি নাই
চোখেরই দেখা তার কাজল রেখা
চোর কে চোর কইলেই চটে
চোর ঢুকেছে ঘরে
চোর পড়েছে বাবুর বাগানে
চ্যাং মাছে বলে মাঝি ভাই
চ্যাংড়া রে বাপুই চ্যাংড়া রে

ছন্দের আনন্দবাজার ভক্তের সমাগম
ছাতা টাঁড়ের মেলার দিনে, বঁধু
ছাড় রে ভবের খেলা, পশ্চিমে
ছাড়িলাম হাসনের নাও
ছি ছি লজ্জা লাগিয়ো না
ছোটখাট মানুষ আমি ছোটখাট
ছেট্ট ছোট্ট বাতাসে ছোট্ট ছোট্ট
ছোড ছোড ঢেউ তুলি পানিত্

জগৎপ্রসবিনী যে জননী সেই মহামায়া
জগৎ শক্তিতে ভুলালে সাঁই
জনম দুখী কপাল পোড়া গুরু
জন্মিলে মরণ লেখা যায় সাধের
জবা ফুল ফুটলো রে বিশ্ব-বাগিচায়
জল ভর রে সুন্দর কইনা
জলকে এসে আমার কাল হল্য
জলে কিবা অনলে, ভাই, তুই
জলে ডুবি ডুবি মন করি
জলে ঢেউ দিও না গো
জলের ঘাটে কদম তলে
জলের ঘাটে বাঁশী বাজে
জলে স্থলে ফুল-বাগিচা ভাই

জয় বাবা ভোলে বাবা ওগো
জয় জয় বিষহরি
জয় জয় জয়দেব, জয় জয়
জাইত বেজাতি যে বাছে
জাউলার মাথায় জালের বোঝা গো,
জাগ, জাগ, চেংরা গো বন্ধু,
জাগো গো জাগো গো জননী,
জাগো জাগো যোগেশ্বরী দুর্গে দুর্গতিনাশিনী
জাগরে ভাই, সবে স্মরিয়া কেশবে
জাত গেল জাত গেল বলে
জাতাজাতির সৃষ্টি করে ভারতকে শ্মশানে
জাতির উৎপত্তি কোথায়?
জাতির গৌরব কোথায় রবে
জাতির নামে বজ্জাতি সব জাতি
জাতের ঠাকুর বিরাজ করে
জান গে যা গুরুর কাছে
জান গে মানুষের করণ কিসে
জান তরে মৈষে মারবো।
জানতে হয় আদম ছফির আদ্য
জানতে হয় নবিজির বেনা
জানা চাই অমাবস্যে-চাঁদ থাকে
জানাবো হে এই পাপী হইতে
জানি মন প্রেমের প্রেমী কাজে
জানো না রে মন
জামাই, ঝুনুকা বানেয়া দে
জালাল তুমি ভাবের দেশে চল
জীব মলে জীব যায় কোন
জীবন থাকতে মরতে হয়
জীবন নদীর ঘূর্ণিপাকে
জীবনটা যে পুতুল নাচের
জীবনের প্রতিটি পাতায় লিখা যায়
জীর্ণ তরীর ভাবনা গেলো না
জেতের বড়াই কি
জোয়ার গেল পড়লাম ভাটায়
জেনে শুনে সাধুর লেবাছ গায়ে
জ্যান্ত কালী ঘরের মাঝে দেখলি
জ্যান্তে মরা প্রেম সাধন কি
জ্বালাইল কে পিরিতের

ঝকমারি করেছি আমি প্রেম করে
ঝলমল দুনিয়া টলমল জীবন
ঝাঁপ দিয়ে রূপের সাগরে
ঝিঙ্গা ফুলি সাঁঝেতে
ঝুমকো-লতা, শোন মোর কথা

ট ঠ ড ঢ ণ

top

টাঙ্গিয়া ঝলকায় লাগর যাছন্
টাকা রে তোর, বেজায় বড়
টুসু সিনাচ্ছেন গা দোলচ্ছেন
টুসুর বাপ্‌কে পাঠাব লিতে
টেনে চল উজান গূণ
ট্যাংরা তবু কাটন যায়

ঠাওর নাই মোর মন-কান্ডারী
ঠিক-মুছুল্লি কে সংসারে
ঠিক রাখিবি যদি সাধের ঘর

ডর ডং ডং টর ডং ডং
ডাকলে যারে দেয় না সাড়া
ডাক রে মন হকনাম আল্লা
ডাকে করুণ স্বরে, পাখীর হল
ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ সাগরে
ডুব ডুব রে বাউলের মন
ডুব দিও না, পার পাবে
ডুব দে রে মন কালী
ডুব মারি ভাই, ডুব মারি
ডুবে দেখ দেখি মন কিরূপ
ডুবলো রে তরঙ্গে জাহাজ

ঢাকা খুলে দ্যাখ রে খ্যাপা
ঢাকা শহর ঢাকা যতক্ষন
ঢোল বাজে কাড়া বাজে

ত থ

top

তখন গোপাল কেঁদে কয়
তখন বলরাম ভনে, গোপাল দে
তনের লীলা দেখ খুলিয়া তালা
তবে কেন পরের জন্য প্রাণ
তরী বাইও সুজন নাইয়া
তরীকতে দাখিল হলে
তরিকাতে দাখিল না হলে
তরীকের মজিলে বসে

তাই গুরুকল্পতরুতলায় বসে
তাই আবার যেন তোমার দেখা
তাই আমি মনের কথা কইতে
তাই বলি, রে, মাকে ডাক
তাক্ কুর কুর ঢোলক বাজে
তা কি পারবি তোরা
তারে আপন ঘরে পাবি
তারে কি আর ভুলতে পারি
তারে কেউ চিনে, কেউ চিনে
তারে খুঁজলে মিলতে পারে
তারে চিনবে কে এই মানুষে
তারে চিনলি নারে মনা
তারে তারে গো সই খোজ
তারে দেখতে যদি পাই
তারে ধরবি কেমন করে
তারে ভুলাইয়া রেখেছে
তারে যে দেখেছে সেই মজেছে
তিনদিন তোর বাড়িতে গেলাম
তিস্তার পারের কন্যা তুমি হে
তিস্তানদীর পারে পারে
তুই আমার চান্দের কণা
তুই আমারে পাগল করলিরে
তুই ক্যানে গৌর হলি রে কানাই
তুই তারে ধরবি কেমন করে
তুই মোর নিদয়ার কালিয়া রে
তুমি অঙ্ক করিলে ভুল
তুমি আনন্দময় গো গুরু আনন্দময়
তুমি আপনি নৌকা, আপনি নদী
তুমি আমি লেখি পড়ি একই
তুমি আমার অপরাধ ভাঙিল তুমার
তুমি আমারে ফেল না মুরশিদ
তুমি আসল তাল কানা বন্ধু
তুমি এ জগতের গুরু
তুমি কার আজ কেবা
তুমি কি এমনি করে ভাববে
তুমি কে আর আমি বা
তুমি ঘুমালে যিনি জেগে
তুমি মাছের ঢঙ জানো না
তুমি মাটির মানুষ হইয়া রে
তুমি মাপ মত পাপ করিও
তুমি যাবে অমি যাব থাকবে
তুমি সর্বগুণাধার পরম ঈশ্বর
তুহার জন্যে জরিমানা
তিন গর্ভে আছে এক ছেলে
তিন দিনের তিন মর্ম জেনে
তিনপুর ঘর অতীব সুন্দর
তেঁতুল পাতে তেঁতুল পাতে ননদী
তেরশ ষোলো সালে
তোমায় ডাকতে ডাকতে দেখতে দেখতে
তোমার নাম লইয়া ধরিলাম
তোমার নামে ভরসা করে সাঁই
তোমার পথ ঢ্যাক্যাছে
তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশী
তোমার বাড়ি কৈ গো নারী
তোমার মত দয়াল বঁধু
তোমার মত বন্ধু তো আর
তোমরা যে জান খবর
তোমার রামের অধিবাসের রানী সময়
তোমার লীলা বুঝতে পারা দায়
তোমারই এ বিরাট বিশ্বে কত
তোমারই জীবনে ঠকে গেলে তুমি
তোমরা আর আমায় কালার কথা
তোমরা উঠে এসো জল থেকে
তোর অন্তরে দয়া মায়া নাই
তোর ছেলে যে গোপাল সে
তোর বৌটা যখন যায় রে
তোর মন যদি তুই না
তোরা আর কে যাবি ওপারে
তোরা কে কে যাবি লো
তোরা কে জামাই দেখবি, দেখবি
তোরা কে যাবি শিকারে
তোরা কেউ যাসনে
তোরা চল গো আমার সাথে
তোরা দোল দেখবি আয়
তোরা বল গো প্রতিবেশী
তোরাই কি রসিক মেয়ে
তোরে ছাড়িয়া রইতে পারিনা রে
তোর্সা নদী উথাল পাথাল
ত্রিজগতে হয় না মায়ের তুলনা
ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলে মরি

থাক স্বভাব ধরে নিরিৎ করে
থাক না মন একান্ত
থাকতে পার ঘাটাতে তুমি

দ ধ top

দম দমাইয়া হাঁটে নারী চউখ
দম লাগাও সেই দমের ঘরে
দমের মানুষ দমে চলে
দয়া ধরো মুই, অধমেরে, দয়াল
দয়ানি করিবায় মোরে রে ও
দয়াল অপরাধ মার্জনা কর হে
দয়াল গুরু গো, জ্ঞান অঞ্জন
দয়াল গুরু গো ভবে আর
দয়াল গরু ধন কোথায় গেলে
দয়াল গুরু বলে সাধন হবে
দয়াল তুমি ছাড়া পারঘাটাতে
দয়াল তোর ভেদভেদির
দয়াল দরদী, কাঙাল এলো তোমার
দয়াল নবীজী
দয়াল নিতাই কারো ফেলে যাবে
দরবারে হাজির হয়ে, হলপ নিয়ে,
দরবেশ তুমি আল্লাহ খোঁজ
দহের মাছ না পড় ভাই
দশটা ইঁদুর ছটা ছুঁছো ভাই
দাও পরিচয় ও মহাশয় এখানে
দাঁড়াইয়াছি নদীতীরে হইয়া অস্থির
দাঁড়া কানাই একবার দেখি
দাঁড়া রে তোরে একবার দেখি
দালান দিলি মহল দিলি
দাসের পানে একবার চাও হে
দিদি, হায় গো সতিন বাদী
দিন থাকতে দমের কর ঠিকানা
দিন ফুরাইলো হরি হরি বলো
দিনে দিনে হলো আমার দিন
দিনের ভাব যেদিন উদয় হবে
দিবা অবসানে, নিকুঞ্জ কাননে
দিবানিশি থেক সবরে বা-হুঁশিয়ারী
দিবানিশি পড়ে মনে শ্যাম বিনে
দিবালোকে ঘুমিও না মন
দিয়া মাটি পরিপাটি, আগুন, জল
দিল-দরিয়ায় ডুবলে সে চরের খবর
দিল-দরিয়ার মাঝে উঠেছে
দিলদরিয়ার মাঝে রে মন ডুবিয়া
দিলবরের মা কেন আইলে বাজারে
দীন দুনিয়ার মালিক খোদা
দীন মহম্মদের নূরে চৌদ্দ ভুবন
দীনের অধিন হয়ে চরণ সাধিতে
দিনের আলো নিভে এলো, ও
দুই দলে বিরাজ করে
দুই ভুবনের দুই বাসিন্দা চিরকাল
দুর্গা আমার বিপদ্ বিনাশিণী
দুষ্খু কইওরে—
দূতী গো আমার মন ভালো
দূর করে দে মনের ময়লা,
দেইখা আইলাম তারে
দেওয়ান কালাচাঁদ ও মোরে দাও
দেখ দেখি ভেবে কেবা
দেখ জহরা নয়ন খুলে, ভগবান
দেখ না এবার আপনারো ঘর
দেখ্ না কত আনন্দ দুলে
দেখ্ না মন ঝকমারি
দেখ না রে ভাবনগরে ভাবের
দেখরে আমার রসুল যার কাণ্ডারী
দেখবি যদি চিকণ-কালা শ্বাসের মালা
দেখবি যদি ছুটে আয়
দেখবি যদি সোনার
দেখলাম এক রমণী প্রেম পাগলিনী
দেখলাম বুঝে সকল মিছে এই
দেখে আইলাম সোনার মানুষ কোপনী
দেখে তোমার কাজগুলা
দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ
দেখে যা রে মাইজ ভাণ্ডারে
দেবালয় ভরে গেল ধূপের গন্ধে
দেশ ছেড়ে যেতে হল
দেশ বিদেশের মানুষ গো যাও
দেশ ভরেছে বাবু বাউলে
দেশটা মাতালে রে দুই মাতালে
দেহ-অট্টালিকা অতি মনোরম
দেহ তরী দিলাম ছাড়ি

দেহতত্ত্ব জানবি যদি
দেহমন কলের গাড়ি, ব্যাপার কিবা
দেহমেদ যজ্ঞ যে জন করে
দেহে কাম থাকিতে
দেহে থাকতে চেতন হরি বলো
দোকান খোলো দেখি
দোকানী ভাই দোকান সারো না
দোহাই আল্লা মাথা খাও
দোহাই গুরু মনকে আমার
দোষ কারো নয় গো মা
দ্যাখ্ বুঝে দ্যাখ্ মিছা নাই
দ্যাওয়ায় কইরাছে ম্যাঘ ম্যাঘালি, তোলাইল
দ্বিদলে হয় বারামখানা

ধড়ে কোথায় মক্কা মদীনে
ধন্য আমি বাঁশীতে তোর
ধন্য আশকীজনায়
ধন্য ধন্য বলি তারে
ধন্য মায়ের নিমাই ছেলে
ধন্য রে রূপসনাতন জগৎমাঝে
ধঁপা ধঁপা চাঁপা ফুল
ধম্সা বানাঞ দে, একটা মাদল
ধর গো ধর গৌরাঙ্গচাঁদে রে
ধর ধর দিস না ছাইড়া
ধরবি যদি অধর মানুষ
ধর্ম কি জাত বিচারে
ধরা যায় না অধরে
ধরো অধরচান্দেরে অধরে অধর দিয়ে
ধরো চোর হাওয়ার ঘরে
ধলেশ্বরী নদীরে উপথে যাও যদি
ধান্দাবাজির ধোকায় পড়ে আন্দাজে করলে
ধান্য গম আর কলাই তিলে
ধিক্ ধিক্ ধিক্ মৈষালরে ধিক্
ধীরে বোলাও গাড়িরে গাড়িয়াল্
ধূপ জ্বেলেছি মন্দিরে মোর
ধোকা পড়িল মনে

ন

top

নজর একদিকে দিলে আর একদিকে
নতুন বউয়ের পিরিত ভারি
নদী নদী হাতড়ায়ে বেড়াও অবোধ
নদী পারে বিহা হইল
নদী ভরা ঢেউ বোঝে না তো
নদী যদি মদ হত
নদীয়াতে পড়লো ধরা
নদীর কূল নাই কিনারা নাই রে
নদের গোরা চৈতন্য যারে কয়
নবম বৃহন্দ, ভবন মাঝ, বেষ্টিত
নবমী নিশি গো তুমি
নবি চিনে করো ধ্যান
নবী না চিনে কি
নবী মোর পরশমণি
নবীর আইন পরশ-রতন
নবীর আইন বোঝা সাধ্য নাই
নমাজ আমার হইল না আদায়
নয়ন ভুলিয়া রইলো
নয়নের জলে চরণ ধোয়ালে
না খাই তোর গুয়ারে
না জানি কেমন রূপ
না জেনে করণ কারণ কথায়
না জেনে ঘরের খবর তাকাও
♠নানারূপ শুনে শুনে প্রেমে শুন্য
না বাজায়ো বন্ধু তোমার
না বুঝে করিলাম কাজ না
না বুঝে মজ না পিরিতে
না রহিবেন গাঁয়ে টুসু যাবেন
না হলে মন সরল কি
নাইয়া রে, চাপাও নৌকা
নাইয়া রে সুজন নাইয়া
নাউয়ের আগা হলপল হলপল করে
নাও ছাড়িয়া দে পাল উড়াইয়া
নাচো গো নাচো কালী
নানা জাতি ফুল ফুটেছে
নাম শুনি কালনাগিনী
নামাজ রোজা কলমা পড়বো না
নামেরি ভরসা কেবল শ্যামা গো
নারী জনম নিয়ে
নারী লয়ে সবাই তো ঘর
নারীর এত মান ভাল নয়
নারীর দুরন্ত মতি, আর মনোমত

নারীর যৈবন শিমুল ফুল
নিজ সুখ লাগি যে পিরিত
নিজগুণে কৃপা করে চরণ দাও
নিঠুর কালা বাঁকা শ্যাম
নিঠুর গরজী, তুই কি মানস-মুকুল
নিদাগেতে দাগ লাগাইলো
নিদ্রা নাহি আসে উঠে আর
নিমাই চান্দ সন্ন্যাসে যায়
নিমাই দাঁড়ারে নিমাই দেখি
নিমাই বিনে সোনার নইদা
নিরাকারে ভাসছে রে সে ফুল
নিরানন্দ করিসনে মা, শোনো গো
নিরিখ বান্ধো রে দুই নয়নে
নিশা লাগিল রে
নিশি প্রভাতকালে কুকিলা ডাকে
নিশির শোভা শশী, আর শশীর
নিশীথে যাইও ফুলবনে রে ভোমরা
নীচুর কাছে নীচু হতে(অ)
নুন আনতে পান্তা ফুরোয় তপ্ত
নোনা গাঙে নামালে কে

প ফ

top

পঞ্চবটীর পাতায় পাতায় তোমারই নাম
পথ মাঝে নট সাজে সখি
পরের দোষটি ধরতে যেও না
পড়্গে নামাজ জেনে শুনে
পড়লি বেশ বিপাকে
পড়িয়ে কোপনী ধ্বজা
পড়ে হতাশ পড়ে হতাশ হোস
পর পিরীতি এমনি ল্যাঠা
পর বিনে জগতে কে আপন
পরে নীল শাড়ি কাঁখেতে গাগরী
পরকীয়া স্বকীয়া দুই
পরজনমে হোয়ো রাধা
পর্থম যৌবনের কালে না হৈল্
পরথমে বন্দনা করি পুবের ভানুশ্বর
পরথমে বন্দনা করি প্রভু নিরঞ্জন
পরান বন্ধু রে ভালোবাইস্যা ও তোর
পরানটারে যদি বান্ধিতে
পরের জায়গা পরের জমি
পা দুব না আর প্রেমের
পাকে পাকে তার ছিড়ে যায়,
পাখি কখন উড়ে যায়
পাখী, তোমার পায়ে ধরি, মিনতি
পাখী মোর সেই কথাটি বল
পাখী যখন দেবে উড়াল
পাগল দেওয়ানের মন কি ধন
পাগল পাগল সবাই পাগল তবে
পাগল ভোলা আইলো রে
পাগল মন রে, মন কেন এত কথা
পাগল হইয়ে বন্ধু
পাগল হয়ে কেউ যেও না
পাগলা মন রে আমার কথা
পাগলিনী রাধা কাঁদে
পাগলের হাটে বাজারে
পাঠাইল মফস্বলে মাল কিনিতে
পাড়ে যাবি কে
পাতালভেদী নল বসিয়ে
পাত্র গুণে রস উপচায়
পাথর আর সীসে লোহা, দেখে
পান দিলাম সুপারী দিলাম রে
পানি কাউর দয়াল পাখী
পানি না নামাইয়া পরান
পানিয়া মরা মোক মারিলু রে
পাপ না থাকলে পুণ্যির কি
পাপ পুণ্যের কথা আমি কারে
পাপের কারখানা
পাপী অধম জীব তোমার
পাপীর ভাগ্যে এমন দিন কি
পাবে সামান্যে কি তার দেখা
পাড়ার লোক সব দেখতে আয়
পার কর চাঁদ গৌর আমায়
পার কর দয়াল আমায় কেশ
পার কর হে দয়াল চাঁদ
পার করিয়া দেওরে মাঝি
পারে কে যাবি তোরা আয়
পারে লয়ে যাও আমায়
পারো নিরহেতু সাধন করিতে
পালকি চলে জোর কদমে পালকি
পাহাড়ে জঙ্গলে ঘেরা কত নদী
পিরিত করে সোনার যৌবন

পিরিত করলে কি কেউ ছাড়ে
পিরিতের ভাব না জেনে
পিরীতি অমূল্য নিধি
পিরীতি করিলাম ক্যানে
পিরীতি না করেন বন্ধু রে
পিরীতি বিষম জ্বালা পিরীতি বিষম
পিরীতি সকলে জানে না জানে
পিরীতি সকলে বোঝে না
পুরানেতে না পাই তার ঠিকানা
পুতুল খেলার বিয়ে লো সই
পুতুল খেলার বিয়ে লো সই
পুঁথি পড়ে গোল পাকালি
পুণ্য ধাম বাপের বাড়ি
পূর্ণিমার চাঁদ ধরবি কে রে
পৃথিবী, কোথা তোমাদের ঝাড়ুদার
পৌঁছল মধুপুরী, হাঁক পাড়ে ঘরি
পোনে ছটা বেজে গেল
প্যারী, ক্ষম অপরাধ আমার
প্রথম অঘ্রাণ মাসে নয়া
প্রভাত সময় কালে
প্রাণ কান্দে মন কান্দেরে
প্রাণ কান্দে মোর মৈষাল বন্ধুরে
প্রাণ গৌররূপ দেখতে যামিনী
প্রাণ তবু না রাখিব রে
প্রাণ সখিরে, ঐ শোনো কদম্ব তলে
প্রাণ বঁধু রে আসিলো কাত্তিকো
প্রাণ বন্ধুয়া বিনে গো আমার
প্রাণ ভরিয়ে ডাকবো মা গো
প্রাণবন্ধুর বিরহে মন মোর
প্রাণদূতী—এ, এ, এ, আরে তোমার
প্রাণের বন্ধুয়া রে
প্রেম করা সই আমার হল না
প্রেম করা কি জ্বালা
প্রেম করা কি মুখের কথা
প্রেম করা কি সহজ কথা
প্রেম কইরা মৈলাম গো, সই,
প্রেম করে হারালেম কুলমান
প্রেম কি সহজে হয়, আগাম-দিগাম
প্রেম কি সামান্যেতে রাখা যায়
প্রেম জানো না প্রেমের হাটের
প্রেম জানে না রসিক কালাচান্
প্রেম ডুবারু বিনে কে জানে
প্রেম নদীতে সুধা আছে
প্রেম পরশ রতন
প্রেম শিখাইয়া দিলি এত
প্রেম সরোবরের মাঝে ফুটেছে ডুমুরের
প্রেম সরোবরের পঙ্কে ফুটেছে এক
প্রেম সুখদ্দার, কৃষ্ণ রসাকার, রসনাতে
প্রেমবাজারে কে যাবি তোরা
প্রেমসূর্যের উদয় হলে
প্রেমিক ছাড়া বুঝবে না কেউ
প্রেমের কথা বলতে নাই
প্রেমের কথা বলব কারে
প্রেমের খেলা ইস্কের মামলা সবে
প্রেমের দাগ রাগ বান্ধা যার
প্রেমের বাজারে বিকে মানিক সোনারে
প্রেমের ভাব জেনেছে যারা
প্রেমের মড়া জলে ডোবে না (১)
প্রেমের মরা জলে ডুবে না(২)
প্রেমের সন্ধি আছে তিন

ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে
ফকির সেজে ফিকির কর গাছতলায়
ফকির হলি রে নিমাই কিসের
ফকিরি করবি ক্ষ্যাপা কোন্ রাগে
ফকিরের সজ্জা ধরে, বিলাস ছেড়ে
ফণীশিরে মণি আছে
ফরিদপুরের খেজুরে গুড়
ফিরবি কবে রে মন মরি
ফুল ফইটলে মহক আসে
ফুল ফুটেছে গোলাপ বাগানে।
ফের পলো তোর ফিকিরেতে
ফেরেব ছেড়ে কর ফকিরি

ব ভ top

বড় গোল নিরাকার নয়, সাকার
বড় দুঃখ পাইয়া রে ভাই
বড় নাম শুনে এসেছি
বড় ভুল করেছি মূলে
বড় মজা গো আইন পাশে

বড়লোকের বিটি লো
বড় সাধ হয়েছে, দিব জবা
বদর বদর বদর বইলা মাঝি
বন পোড়ে তা সবাই জানে
বনে এসে হারালাম কানাই
বনে তার ভয় কি হাতে
বনের পাখী মনে এসে গান
বন্দে গুরু গৌর নিত্যানন্দে
বন্দেগী আদায় হবে কিসে
বন্দেমাতরম বলে
বন্দোম্‌ সরেস্বতী দেব নারায়ণ
বন্ধু আমার নয়নমণি গো আমার
বন্ধু আমার নির্ধনিয়ার ধন
বন্ধু কই রইলি রে অকূলে ভাসাইয়া
বন্ধু তুমি আসিও খবর পাইয়া
বন্ধু তোমার লাগিয়া রে,
বন্ধু তোর লাইগারে আমার তনু
বন্ধু দাঁড়াও রে প্রেমের বাতাস
বন্ধু বাঁশী দাও মোর
বন্ধু মোর কালিয়া
বন্ধুনীরে সোনার চাঁদ
বন্ধুর বাড়ি হতে রে মন
বর এলো মাদল বাজায়ে
বর্তমানে মাসের শেষে, হাব দেশে,
বল কারে খুঁজিস ক্ষ্যাপা
বল কারে চাহ তুমি মন
বল কোন ফুলে শ্রীকৃষ্ণ আছে
বল গো দূতী, বল আমারে
বল গো সজনি আমায় কেমন
বল বল, অ সুবল ভাই
বলরে জবা বল
বল রে নিমাই বল আমারে
বল রে বলাই তোদের ধরণ
বল রে বলাই তোদের ধরন
বল স্বরূপ কোথায় আমার সাধের
বলদে চড়িয়া শিবে শিঙ্গায় দিলা
বলতে পার, এ ব্রহ্মাণ্ডে, রইবে
বলতে পার মানুষ তুমি কোন
বলব বলব মনে করি সে
বলো আমার বাবা কোথায় গেল?
বলাই দাদার দয়া নাই প্রাণে
বলি আর যেওনা ভাই বৃন্দাবন
বলি ও কলির ব্যবহার বলব
বলি ও ননদী, আর দু মুঠো চাল
বলি কাম থাকিতে প্রেম
বলি, কালো বেড়াল কে পোষে
বসত তাদের শুনি ভাণ্ডের মাঝেতে
বসায়ে শখের মেলা রসের
বসন্‌রা বিয়া করে চৈতা রাজার
বসুন্ধরার বুকে বরষারই ধারা
বসে আছি আশা সিন্ধুর
বসে ভাবছি মনে
বস্তুকেই আত্মা বলা যায়
বক্ষ বইয়া পড়ে নারীর ঘাম
বাউল গানের হতেছে প্রচার
বাউল জীবন কারে কয়
বাউলা কে বানাইল রে হাসন
বাউলের আউল কথা
বাওহারে এক জুতের ঘর
বাঁকা নদীর পিছল ঘাটে
বাঁকা মনকে করতে নারলাম সোজা
বাকির কাগজ গেল হুজুরে
বাঁক্যে গেল মীনার মায়ের মন
বাঘ মারা ইঁদুরের কাছে যেয়ো
বাঘ মুণ্ডীর পাহাড়ে
বাঁশী ফুঁকে মনচোরা
বাঁশী বাজাইও না
বাঁশী বাজ ধীরে ধীরে
বাঁশের দোলাতে উঠে কে হে
বাঁশের দ্রব্য গঠন যত লোহা
বাজারে হাতী দেখা হয়েছে
বান এসেছে মরা গাঙে
বানিয়েছ পঞ্চভূতে এই বাংলাখান,
বাবা আমার আদি মোসলমান
বাবলা পাতার কষ লেগেছে
বায়না ছিল ডুর্‌য়া শাড়ি ফুলকাটা
বারণ কর মা কৃষ্ণকে বাঁশী
বারে বারে আর আসা হবে না
বারো মাস পরে আইলি উমা
বারোতাল উদয় হল কলিকালে

বাহারে খবর আসে তারে তারে
বাংলাদেশের জংলা মোসলমান
বাংলার বাউল সুরসাগরে যেজন
বিচার করলে নাইরে বিভেদ কে
বিচার করি চাইয়া দেখি সকলেই
বিচার না জানিলে কেমনে কোরান
বিদায় দাও গো রজনী প্রেয়সী
বিদায় দে মা শচীরাণী
বিদেশী বঁধুয়ার সনে
বিদেশিনীর সঙ্গে কেউ প্রেম কর
বিদ্যাশেতে রইলা মোর বন্ধু রে
বিধিরে তুই আমায় ছাড়া রঙ্গ
বিনয় করি কহেন শ্রীমতী
বিনা কর্মে ধন উপার্জন
বিনে মেঘে বরষে বারি
বিয়ার কালে যুদ্ধে যাইতে ক্যান
বিরজার প্রেম নদীতে যে জন
বিরলে বল রে ও মন
বিড়াল কে পোষে পাড়ায়
বিড়াল বলে মাছ খাবো না
বিল ভরা থৈ থৈ গাঙ্গ
বিশখে, শ্যাম শোকেতে আমার এ
বিশাখা গো, সখা আমার কুঞ্জে
বিশ্বাসী হও ঐ চরণে
বিশ্বাসবাবু গেছেন মারা
বিষয়-বিষে চঞ্চলা মন দিবা রজনী
বিষামৃতে আছে রে মাখাচোকা
বৃক্ষ পানিত্ নামি কন্যা বৃক্ষ
বৃক্ষের উপোর কি গো মামি
বুঝবি রে গৌর প্রেমের কালে
বুড়োর কোওয়তে ঠুকারে দিল
বৃথা গঞ্জনা রানী দিও না
বৃথা ভবে খেলতে এলি
বৃন্দাবনবিলাসিনী রাই
বৃন্দাবনের বনে বনে
বেদ ছাড়া ফকিরের এই
বেদে কি তার মর্ম জানে
বেলা গেল পারে চল
বৈঠা জোরে বাও রে বন্ধু
বৈদেশী নাইয়া রে

বৈশাখী রসের কথা
বাউল বৈষ্ণব ধর্ম এক নহে
বোকা হয় গেলে ঢাকা শহরে
বোরাই ধান ভাই লাইগ্যাছে
ব্রজ হইতে নইদে এসে লাগলো
ব্রজের সে প্রেমের মর্ম সবায়
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে করে
ব্রহ্মাকারা আনন্দধারা সহস্রারে দীপ্তাকার

ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়
ভক্তি না হইলে মওলা
ভক্তি ভরে ডাকলে রে মন
ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন
ভগ্ন ঘরে মগ্ন কেন রইলি
ভগবানকে চিনবি যদি আগে চিন
ভজ ভজ মানুষ ভগবান
ভজন সাধন করবি রে মন
ভজন সাধন কেন হবে না
ভজা উচিৎ বটে ছড়ার হাঁড়ি
ভজে মুরশিদের কদম এই বেলা
ভব পারে কে যাবি রে
ভব পারে যাবি রে অবুঝ
ভবা কি জাত সবাই জিজ্ঞেস
ভবার ভুল ধরতে গেলে তুমি
ভবে আসা খেলব পাশা
ভবে এক সাধন করে
ভবে এসেছো বসেছো মন তাস
ভবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার
ভবে রসিক যারা জ্যান্তে মরা
ভবের তাস খেলায় বসে
ভয় কি মরণে? রাখতে
ভয়ঙ্করী তোরে কালী কে বলে
ভাব দরিয়ায় ভাসাইলাম তরী
ভাবির কাছে ভাব ফুরাল
ভাই রে, দ্যাশে আছে দুইডা
ভাই রে মানুষ নাই এ
ভাঙা ঘরে টিকবে কি রে
ভাঙ্গব চারি দুয়ারের কবাট
ভাটি হতে আসিলেন
ভাটির গাঙের নাইয়া

ভাঙতে ব্রহ্মাণ্ড দেখে
ভাদর আশ্বিন মাসে ভ্রমর বসে(অ)
ভাদু! এসেছো বসেছো যদি হাসো
ভাদু চলেছেন লাচ্চে লাচ্চে
ভাদু পরবের হাট লাগলো রে
ভাদু লে লে লে পয়সা
ভাদু কে বাঁশি বাজালে
ভাদু যায় পড়িতে, বই খাতা
ভাদুর বিহা দিব কিসে
ভাব কর্য়ে শ্যাম হল্য ভাবনা
ভাব মন অধমতারণ সত্যশরণ যার
ভাব মন দিবানিশি
ভাব-সাগরে ভাবের মানুষ
ভাবলি নে মন কোথা
ভাবি দিন কি ভয়ঙ্কর
ভাবের উদয় যেদিন হবে
ভাবের নদীতে কেন ডুব দিলাম
ভালা নাচেরে নাচে ভালা
ভাল করিয়া বাজান রে দোত্‌রা
ভালবাসার নাই রে মন
ভালোবাসা মাকড়শার জাল
ভিয়ান করলে সুধা
ভালবেসে ভুলাইলে কৈ দেখা দিলে
ভুল বুঝে শূল দিস না
ভুলব না ভুলব না বলি
ভুলো না বৈদিকের গাঁজার ধোঁয়ায়
ভুলো না মন কারো ভোলে
ভূষা কুটিতে নর, বিধ রলো
ভেদের কথা ভেদির নিকট জানতে
ভেবে দান্ত হারা
ভেবে দেখ মন কেউ কারো
ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার
ভোলা মনটি আমার
ভোলার মন আমার আনন্দে হরিগুণ
ভ্রমর কইও গিয়া শ্রীকৃষ্ণ

ম top

মইষাল মইষাল ডাকি বন্ধুরে
মকর পরব চইলে আইল কর্‌রে
মঙ্গল ঘট সারি সারি
মজলো আমার মন ভ্রমরা
মত্ত মধুপ দল বন্দে ভাদুমণি
মথুরার পথে যেতে, একি ভেলাই
মদনা চোর ঢুকেছে শহরে।
মদিনাতে এল মহম্মদ
মদিনায় রাসুল নামে কে এল
মদ-মত্ত মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়
মধুর দিল-দরিয়ায় যে জন ডুবেছে
♠মধুর দেল-দরিয়ায় ডুবে কর রে
মন আমার আজ পড়লি ফেরে
মন আমার কি ছার
মন আমার গেল জানা, কারো
মন আমার তুই কল্লি একি
মন আমার দেহঘড়ি
মন আমার মথুরা রে
মন কি ইহাই ভাবো-আল্লা পাব
মন কি তুই ভেড়ুয়া বাঙ্গাল
মন, কে তোমার যাবে সাথে
মনকে সাধু করতে পার
মন কেন তোর ভ্রম
মন খেলাও রে ডাণ্ডাগুলি
মন গুরুকে করো ভজনা
মন ঘোড়াকে বাগ ফিরাইতে নারলাম
মন চল যাই ভ্রমণে
মন চল রূপের নগরে
মন চালাও রে কলের গাড়ি
মন চাষা চিনলানা তুমি
মন-চোরা রে ধরবি যদি মন
মন তাঁতী কি বুনতে এলি
মন তুই করলি একি ইতরপনা
মন তুমি কি চিরজীবি
মন তুমি পণ্ডিত না খণ্ডিত
মন তুমি সহজে কি সই
মন, তোর আপন বলতে
মন তোর দেহ বাংলার জমিদারী
মন তোর বড্ড বাড়াবাড়ি
মন তোর মানব তরী
মন দুঃখে মরিরে সুবল সখা
মন দেখেশুনে ঘোর গেল না
মন না জেনে দিস্‌না নয়ন

মন না হলে সোজা
মন পাখী বিবাগী হয়ে
মন ফকিরা মনের কথা গুরুজী
মন বুঝি মদ খেয়ে
মনবেপারী ধরছে পাড়ি রংপুরের হাটে
মন মতিকে গৌরাঙ্গে
মন, মসজিদ ঘরে বইসা তুই
মন-ময়না বুলি ধরে না
মন মাঝি তোর জীর্ণ তরী
মন মাঝি তোর বৈঠা নে
মন মিছে ভাবনা, তুমি আপনার
মন মোর কারিয়া নিলু বন্ধুয়া
মন যদি চড়বি রে
মন যদি হয় নড়বড়ে কি
মন রে ঘুমাইছ কি হায়
মন রে, ফুল বাগানে নানা
মন রে, সামান্য কি তারে
মন রে সেই দেশের কথা
মন সোজা নয় সোজা কথা
মন সোনার বেনে
মন হয়েছে কুমারের চাক্
মনটা যদি সাধু হত
মন-ফরাজি এবাদতের আসল পুঞ্জি কি
মনরতি আজ রিপুর বসে রাত্রদিনে
মনে প্রাণে নয়নে তিনে ঐক্য
মনের কথা কইতে মানা
মনের কথা কইব কি সই
মনের কথা বলবো কারে
মনের কথা রইলো রে
মনের দেবতা মনেই গড়িয়া পূজা
মনের ডাকে দূরে কি থাকে
মনের বাঘেই মানুষ মারে বেশী
মনের ভ্রান্তি ঘুচে গেলে
মনের মনে ঠিকানা হোল না
মনের মানুষ অটলের ঘরে খুঁজে
মনের মানুষ খেলছে দ্বিদলে
মনের মানুষ নইলে
মনের মানুষ না হইলে মনের
মনের মানুষ নাই রে দেশে
মনের মানুষ পাই যদি ভাই
মনের মানুষ পাইলাম না, মনে
মনের মায়ায় তগি ফেলেছে
মনের সনে ঠিকানা হলো না
মনের হাউসে বান্ধিনু খোঁপা
মনের হরিষে কুঞ্জ করিলাম সাজন,
মনের হোলো মতি মন্দ
মনেরে বুঝাতে হল আমার দিন
ময়ুরপঙ্খী লৌকা আমার ম্যাঘনার চড়ে
মরণ কারো কথা শুনে না
মরণ তোমার আগে আগে পিছে
মরা মানুষের মরণের ভয় কি
মরি! এক আজব জন্তু এ
মরি কি কলের বাতি
মরি হায় রে আল্লা হায়
মরে হায় হায় রে মোল্লা
মলে ঈশ্বর প্রাপ্তি হবে
♠মওলা বলে ডাক রসনা
মহাতীর্থ সার পদার্থ মানব দরশন
মহাদেব ভাঙ্গর ভোলা শিব
মহাভারতের মানুষ হয় যে জনা
মা আমার বিশ্বরাণী
মা আমার সাগর পারের হরবোলা
মা আমারে হাতে করে মানুষ
মা কি নেই মোর ভূমণ্ডলে
মা গো অত আদর, অত
মা গো, আমি বেশ আছি
মা গো, হরহৃদে পা দিয়ে,
মা গো সাধে কি কই
ও মা, তরাও তারা এ
মা তোমায় আর ডাকবো কতো
মা তোমার গোপাল নেমেছে কালিদয়
মা তোর বরণ কালো লাগে
মা দিয়েছেন জীবনটুকু, রেখো যতন
মা মেনকা কাইন্দো না আর
মাইজ ভাণ্ডারের ভাবের রসিক
মাও জননী মোর উত্তরবাঙলা
মাকে যে বলেছিলে দুখের পখুর
মাগো আমায় আর মেরো না
মাগো আমায় দিও একখানি চিঠি
মাগো নেও না আমায় কোলে

মাঘ ফাগুনে মোকে ছাড়ি গেলা
মাঝি তুমি মাঝ গাঙে
মাঝি নাও লাগাও কূলে
মাঝি বাইয়া যাও রে
মাটির পিঞ্জিরার মাঝে
মানবদেহ কল্পভূমি যত্ন করলে রত্ন
মানব দেহেতে কি মতে অধঃউর্ধে
মানস নয়ন করি উন্মীলন
মানসকন্যা, কন্যাকুমারী, রয়েছে সাগর পারে
মানুষ অবিশ্বাসে পাইনে রে সে
মানুষ কি যায় কথায়
মানুষ গুরু কল্পতরু ভজ মন
মানুষ তত্ব যার সত্য হয়
মানুষ তারে চিন্‌না নে
মানুষ তোমার কোথায় অবস্থান
মানুষ নাই রে দেশে ভাইরে
মানুষ বিনে ত্রিভুবনে কোথায় কি
মানুষ ভজ মানুষ পুজো
মানুষ ভজন করবা যদি মনে
মানুষ ভজন করব বলে মনেতে
মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি
মানুষ মরে বিশ্ব ছেড়ে যাবে
মানুষ মানুষ বল সবে মানুষ
মানুষ মানুষ বিবিধ মানুষ
মানুষ মানুষ সবাই বলে কে
মানুষ রতন চিনলে না রে
মানুষ লুকাইল কোন শহরে
মানুষ হইতে কয়জন পারে
মানুষে নিষ্ঠারতি কর মন
মানুষে মানুষ রয়েছে মিশে
মানুষের আকৃতি হলে সে কি
মানুষের করণ করো
মানুষের জন্যেতে মানুষ ঘুরিয়া বেড়ায়
মানুষ-মক্কা কুদরতমিয়
মানুষ রতন করো যতন অযতনে
মায়াচুম্বুক কলে ফেলিছে
মায়া নদী কার জোরে তরি
মায়ে ত জিজ্ঞাস করুইন, দুর্গা
মায়ের ডাকে সব জেগেছে
মায়ের দুটি চরণ যেন, রক্তকমল
মায়ের পায়ের জবা হয়ে
মায়ের বিচার এমনি বটে
মারফতের গান
মালা জপে পাঁচবেলা
মালাতিলক ধরলে হয় না
মিছে কর ভালাভালি নতুন
মিছে জাত জাত করে করে
মিছে ভাই জাতির বিচার আচার
মিটিয়ে নে রে মন পাগলা
মিলন হবে কত দিনে
মুখ কোনা তোর ডিবডিবও
মুখে আল্লা রসুল বলে
মুখে পড়রে সদায় লা-ইলাহা-ইল্লাল্লা
মুখে হরেকৃষ্ণ হরি বল মনপাখি
মুখের কথায় কি সে চাঁদ
মুখের কথায় ধরা যায় না
মুর্শিদ আমায় ফেল না
মুরশিদ জানায় যারে মর্ম সেই
মুর্শিদ চাঁদ কি ধরা যায়
মুর্শিদ তোমায় ডাকি আমি বইসা
মুর্শিদ নাই যার সঙ্গের সাথী
মুর্শিদ নালিশ তোর দরবারে
মুর্শিদ বিনে কি ধন আছে
মুর্শিদ বিনে হবে না প্রেম
মুর্শিদ বল রে আমার মন
মুরশিদ রঙমহলে সদায় ঝলক দেয়
মুষ্টি ভিক্ষে করে আমি খেতে
মুসলমান বলে গো আল্লা
মৃত্যু তুমি কথা কও শুনি
মূলের ঠিক না পেলে সাধন
মেঘ আঁধার রাতি
মেনকা মাথায় দিল ঘোমটা
মেয়ে গঙ্গা যমুনা আর সরস্বতী
মেয়েকে চিনতে না পেরে ঘটল
মেয়ের প্রেমে মজিস না ভাই
মোর দেহ-কাষ্ঠের সারিন্দা
মোর সাঁইর আজব লীলাখেলা
মোর সোনা ছাড়িয়া ওরে গেইচে
মোরে চোর বল কি

য top

যখন ডালিমে দেয় মুকুল, সুগন্ধে
যখন ফুল কলি ছিল
যখন বন্ধু জ্বলবে রে প্রাণ
যত সব কানার হাটবাজার
যথা গরল তথা সুধা, দুয়েতে
যদি উজান বাঁকে তুলসী ধায়
যদি এসে থাকো হরি
যদি কল্পনা করে অরূপীর সে
যদি কেউ জট বাড়ায়ে হত
যদি গৌরচাঁদকে পাই
যদি ধরবি রে অধর
যদি মন, মায়ের দাবি করবি
যদি মন স্থির থাকে গুরু-নারায়ণের
যদি রূপনগরে যাবি
যদি রেচক পূরক কুম্ভক করবি
যদি শরায় কার্য্য সিদ্ধি হয়
যমুনা তটিনী তট নিকুঞ্জ
যমুনা পুলিনে শ্যাম নাগর ত্রিভঙ্গ
যমুনায় জল আনতে যাচ্ছ
যমের দূতে আসিয়া তোমায় হাতে
যা দেখি তা উল্টাপাল্টা
যা যা যা তেল দে
যাও যাও গিরিরাজ আনিতে
যাও রে, আনন্দবাজারে চলে যাও
যাও হে শ্যাম রাইকুঞ্জে আর
যাত্রা করাইয়া মোরে দেগো নন্দরাণী
যাবার সময় মন কেমন করে
যাবো রে এ স্বরূপ কোন
যাওয়া বুঝি আর হবে না
যাওয়ার আগে আশা গো জাগে
যার অঙ্গের বসন, পরশে হরষ
যার আছে নিরিখ নিরূপণ
যার আপন খবর আপনার হয় না
যার আমি করি ভরসা, পেতেছিলাম
যার তরে তোর প্রাণ কেঁদেছে
যার তার সনে প্রেম কইরো
যার বাঁশির ছন্দে, কালিন্দী আনন্দে,
যার মন ভালো নয় সে
যার মনে লাইগ্যাছে যারে
যার জন্যে বাউল, কেন সে

যার নাম আলেক মানুষ
যার যে দিন শুভ দিন
যার হয়েছে নিষ্ঠারতি
যারে ভাবলে পাপীর পাপ হরে
যাস না রে তুই হুরার
যে আমারে পাঠাল এই ভব-নগরে
যে উন্মত্ত হইয়াছে প্রেমের ডুরিতে
যে করে তোমার ভরসা, দুর্দশা
যে খোঁজে মানুষে খোদা
যে গুণে দেহ পয়দা
যে জন দেখেছে অটল রূপের
যে জন প্রেমের ভাব জানে না
যে জন প্রেমের ভাব জানে না (২)
যে জন প্রেমের ভাব জানে না
যে জন ভব নদীর ভাব
যে জন মানব দরিয়ার কূলে
যে জন শিষ্য হয়
যে জন সাধকের মূল গোড়া
যে জানে ফানার ফিকির, সেই
যে তোরে করেছে সৃষ্টি
যে দেখেছে সেই রূপের বিহার
যে দেশে বঁধুয়া গেইলো
যে না বরে বাঁচেরে আমার
যে পথে সাঁই চলে ফিরে
যে ভাব গোপীর ভাবনা
যে ভুল করিয়াছি আমি হায়
যে যা ভাবে সেই রূপ
যে যাবি আজ গৌর-প্রেমের হাটে
যেও না আন্দাজী পথে মন-রসনা
যেতে সাধ হয় রে কাশী,
যেমন বেণী তেমনি রবে চুল
যেরূপে সাঁই আছে মানুষে
যৈসন পূর্ণিমাচাঁদ করে

র ল top

রক্তরাঙ্গা দুটি চরণ কমল, শিব-হৃদি
রতনে রতন মেলে কিছু নহে
রঙমহলে চুরি করে কোথায় সে
রঙমহলে সিঁদ কাটে সদাই
রঙীন বাদাম উড়ায়ে নায়ে যাব

রজনী হৈল ভোর, কোকিলা করত
রমনীর ছয় পিরিতে মজায় না
রসিক কানাইরে পার করিয়া দেরে
♠রসিক নাম পাড়ায়ে মনা বেড়াও
রসিক রসিক বলে সবাই
রসিকের ভঙ্গিতে যায় চেনা
রসের কথা অরসিকে বলো
রসের গৌর হেরে
রসের ভাব জেনে না নিলে
রসুলকে চিনলে পরে খোদা
রাই জাগো রাই জাগো বলে
রাই রূপ হেরি সুবল অঙ্গে
রাইসাগরে ডুবল শ্যামরায়
রাইয়ে বলইন সুনা বন্দ
রাইরূপে শ্যাম অঙ্গ ঢাকা
রাখলে সাঁই কূপজল করে আন্দেলা
রাঙা মাটির পথে লো
রাণী, দেও গো জয়ধ্বনি
রাণী যশোদা বলে,
রাত দুপুরে ডাকাত ঢুকলো বাড়িতে
রাত্রি বেলা বউ আমাকে
রাত পোহালে পাখীটি বলে দে
রাধ বিনে প্রাণ বাঁচেনারে
রাধা রাধা নাম ধরে
রাধা শ্যাম একাসনে সেজেছে ভাল
♠রাধার গুণ কত নন্দলাল তা
রাধার তুলনা প্রেম যদি কেউ
রাধারানীর ঋনের দায়
রাম কি রহিম-করিম কালুল্যা-কালা
রাম রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ
রায় ডাক নদীর ঘাটং বসি
♠রাসুল রাসুল বলে ডাকি
রাসুলের সব খলিফা কয় বিদায়
রূপ দেখিলাম রে নয়নে আপনার
রূপ ধুয়ে কেউ জল খেও
রূপসী নদীর নাও
রূপে যে দিয়াছে নয়ন
রূপের ঘরে অটলরূপ বিহারে
রেখে অন্তরে দ্বেষ বেশ দরবেশ
♠লণ্ঠনে রূপের বাতি জ্বলছে রে
লইয়ে গুরুর মন্ত্র ছাড় হে
লম্বিত গলে মুন্ডমাল দম্ভিতা ধনি
ললিতা বিশাখা শ্যামকে আনিয়া দেখা
লাগল ধূম প্রেমের থানাতে
লাম লাম, বনদুর্গা, ষাইট শেওড়ার
লাল শালুকের ফুল ফোটে আঁধার
লা-ইলাহা ইল্লাল্লা হু
লাইলাহা ইল্লালার নকশা আছে
লাগে না ফুল চন্দন
লাভ করতে এসে
লাল পাহাড়ীর দেশে যা
লিলুয়া বাতাসে রে প্রাণ
লীলা দেখে লাগে ভয়
লীলাবালি লীলাবালি ভর
লুহা সিঁদুর দিবি বল্
লোকে কয় মহিন বাঙাল কোন
লোকে বলে রে
লোকে মন্দ কয়
লোকে মন্দ বলে রে
লোভ থাকতে প্রেম হবে না
লোভের দেশে যেও
ল্যাঙড়ায় লাফাইয়া চলে

শ

top

শক্তিপূজা কথার কথা না
শক্তিশেলে যবে লক্ষণ পড়িল, কাঁদেন
শচীমাতা গো, আমি চার যুগে
শচীমাতা পদে গৌর জানায় প্রণতি
শত পুত্রের বাবা হয়ে গেছে
শয়নে গৌর স্বপনে গৌর
শরাবনত মাসে দিন গেলা
শরীক করনারে মন করি
শহরে বন্দরে মর্শিদ ঘুরিয়া বেড়াই
শহরে ষোলোজন বোম্বেটে
শান্তিপুরে হরির ধ্বনি
শাল তলে বেলা ডুবিল
শালবনে কুহু দেলা
ও শাশুড়ী মাই না পারি
শিব দূর্গা দুই জনে বসি

শিব শক্তির সাধন তত্ত্ব জানলে
শিব হে, তোমার এ কি
শিবের পাশে বসে শিবানী বলে
শৃঙ্গার রস যে জেনেছে, তার
শেরাবন ভাদর মাসে
শোন বলি পাগলের চেলা
শোন বলি শোন, ও রে
শোন ভাই সকলরে, তোরা শোন
শোনো গো আয়ান দাদা
শুকসারী কথা
শুদ্ধ প্রেম-রাগে ডুবে থাক রে
শুদ্ধ প্রেমরসের রসিক মোর সাঁই
শুদ্ধ প্রেম না দিলে ভজে
শুদ্ধ প্রেম সাধনে যারা
শুদ্ধ প্রেম সাধবি যদি
শুদ্ধ প্রেমের প্রেমী যে জন
শুধাইলে খুদার কথা
শুধু কি আল্লা বলে ডাকলে
শুধু ধন থাকিলে হয় না ধনী
শুধু রে ভাই জাতাজাতির দোষে
শুধু হরি বলে ডাকলে পরে
শুন রে সুবল ভাই
শুন ললিতে কই তোমারে
শুন বঁধু সুখবর
শুন সবে মন দিয়া হইবে শিবের
শুন হে লম্পট নিষ্ঠুর শ্যাম
শুনিলে প্রাণ চমকে ওঠে
শুনে অজানা মানুষের কথা
শুনে নাও একটি আজব কথা
শুনে প্রাণ শ্মশানকৃত
শুনে মৌলবীর ছন্দ হলাম ধন্দ
শোন গো রূপসী কন্যা গো,
শুনো রাধে বলি
শোলা ডোবে পাথর ভাসে
শ্যাম বন্ধু চিত-নিবারণ তুমি
শ্যাম বিচ্ছেদে প্রাণ বাঁচে না
শ্যামল বরন রূপে প্রাণ
শ্যামের বাঁশী নিষেধ করি তোরে
শ্যামের বাঁশি শুন সজনী
শ্রীচরণ পাব বলে ভবকূলে ডাকে
শ্রীদাম কহিছে বাণী
শ্বেত সরোজে রহ পড়ে, কে
ষড় রসিক বিনে কেবা তারে

স

top

সই যাবে নি গো যমুনায়
সইলো, আর না যাইবাম্ জলে
সকলই কপালে করে!
সকল কাজের মিলবে সময়
সকল দেব-ধর্ম আমার
সকলি তোমারি ইচ্ছা
সকলে সাধ্য সাধন বলে
সকালে যাই ধেনু লয়ে
সখী আগ্যাইয়া দেখ তোরা
সখী পারঘাটে চল্ যমুনায়
সজনী পিরিতি কি ধন চিনিলায়
সত রজ তম এই
সত্য বলে জেনে নাও এই
সদা মন থাক বা-হোঁশ মানুষ
সদানন্দময়ী কালী
সদায় মুখে-দেলে রাখ গো সাঁই
সদায় সে নিরঞ্জন নীরে ভাসে
সন তেরশ ষোলো সালে রবিবারে
সন্ধ্যাকালে ও মায়ে
সন্ন্যাসী বানাইলো তোরে কে রে
সপ্তমীতে মা জননী মণ্ডপে মণ্ডপে
সব জাতির এক জারজ সন্তান
সব লোকে কয় লালন কি জাত
সবাই কি তার মর্ম জানতে
সবাই বলে লালন ফকির
সবে কি হবে ভবে ধর্মপরায়ণ
♠সবে বলে লালন ফকির কোন
সভায় এসে ভাবি বসে শুনলাম
সময় গেলে রে মন, সাধন
সময় থাকতে সেলা রে মন
সময় বুঝে বাঁধাল বাঁধলে না
সমীরণে আমার কানে এ কার
♠সমুদ্রের কূলে থেকে জল বিনে
সম্বন্ধ নাই কোন কালে, ডাকছে
♠সরল হয়ে করবি কবে ফকিরি

সরলে গরল মিশে না সরলভাবে
সরকারেই পদে নিবেদন
সরোবরে আসন করে রয়েছেন
সহজ গোপন প্রেম কেন করলাম
সহজ পথে হুঁচট লাগে দিনকানা
সহজ ভাবে দাঁড়াবে কি সে
সহজ মানুষ ভজে
সহজ মানুষের দেশে
সহজ মানুষের করণ
সামান্যে কি আধর চাঁদ পাবে
সামাল সামাল ডুবলো তরী ওরে
সাইকেলে দুদিক চাকা
সাইকেলে বিহাই যাইছেন ঘরে
সাইকেলের চাকায় হাওয়া কমে গেলে
সাঁওতাল করেছে ভগবান
সাঁই আমার কখন খেলে কোন
সাঁই দরবেশ যারা
সাঁই দরবেশের কথা বলব কারে
সাঁইয়ের লীলা দেখে লাগে চমৎকার
সাঁইয়ের লীলা বুঝবি খ্যাপা কেমন
সাগর কূলের নাইয়া রে
সাজরে গোঠে রাখাল
সাড়ে চব্বিশ তত্ত্বের কথা
সাধ না বুঝে সাধু সেজে
সাধ্য কিরে আমার সেইরূপ চিনিতে
সাধন কর ভজন কর তত্ত্বা
সাধন জেনে করণ কর তবে
সাধন ভজন মুখের কথা নয়
সাধনার পথে কণ্টক ভরা
♠সাধুসঙ্গ কর তত্ত্ব জেনে
সাধু সঙ্গ ভালো সঙ্গ
সাধের খাঁচা পড়ে রবে তোর
সাধের গইয়া যায় রে দিন
সাধের লাউ বানাইল মোরে
সাধের হু হু হু হু
সাপ খেলা দেখবি যদি
সাপ ধরা মোর জাতি গো
সাপ ধরিবার মন্ত্র আগে শিক্ষা
সাবধান! সাবধান!
সামান্যে কি তার মর্ম জানা যায়
সামান্যে কি সে ধন পাবে
সামান্যে কি সে প্রেম হবে
সামেক ধিয়ানে বাতুল গিয়ানে
সারাদিন গেলে ত্রিনাথের নাম লইও
সিন্নি খাওয়ার লোভ আছে যার
সীতা বড় দুঃখ পাইবে কাননে
সীতা সুন্দর মাজাতে চেলেনীর
সুকনালে সুখ ধারা
সুখ বসন্ত আইসে যায়
সুখ-সাগরের ঘাটে ফুল ফুটে মাসে
সুজন কান্ডারী ধারে রে
সুজন মাঝিরে কোন ঘাটে
সুন্দইর‍্যা মাঝির নাও উজান চলে
সুন্দরী বাহির হও, দেখোঁ চন্দ্রমুখ
সুবল রে প্রাণের সুবল
সুমঝে কর ফকিরি মন রে
সূর্যের সুসঙ্গে কমল কিরূপেতে যুগল
সুরীত কুরীত পিরিত তিন পিরিতের
সুহাগ চাঁন্দ বদনী দনি
সে আবার কেমন পাগল,
সে কথা কি কইবার কথা
সে করণ সিদ্ধি করা
সে কালার প্রেম করা কথার
সেকি আমার কবার কথা
সে কেমন কে তা জানে
সে কোন মানুষ এসে এই
সে ধন কি পড়লে মেলে
সে পরশের জোর যে পরশ
সে প্রেম সামান্যেতে কি রাখা
সে প্রেম সামান্যেতে কি জানা
সে বড় আজব কুদরতি
সে ভাব কি সবাই জানে
সে যারে বোঝায়, সেই বোঝে
সে যে মধুর মধুর কথা কয়
সেই অটল রূপের উপাসনা
সেই কালাচাঁদ নদেয় এসেছে
সেই দেশের কথা রে মন
সেই প্রাণের নিধি আছেন নিরবধি
সেই ফুলেরই সৌরভেতে
সেই যে আকার কি হল

সেথা নাই রে উকিল হয়
সোনা দিয়া বান্ধায়াছি ঘর
সোনা বউয়ের মনের ভাব বুঝা
সোনা বন্ধে আমারে
সোনা বন্ধের লাগিয়া মন কেন
সোনা বন্ধুরে কোন দোষেতে যাইবা
সোনার বরন লখাইরে আমার
সোনার বউগো তোর লাগিয়া
সোনার ময়না কান্দে কানাই
সোনার মান গেল রে ভাই
সোনার মানুষ ঝলক দেয় দ্বিদলে
সোনার মানুষ ভাসছে রসে
সোহাগ চাঁদ বদনী ধনি
স্নান করো না আঘাটায়
স্রোতের মাঝারে হাবুডুবু খাই
স্বপনে নাগর বর বসিয়েছে পালঙ্কের
স্বরূপ রূপে দেখ তাকে
♠স্বরূপে রূপ আছে গিল্‌টি করা
স্বরূপের বাজারে থাকি
স্বর্গের হাড়িয়া, হাড়িয়া, হাড়িয়া রে।
স্বসিন্ধুপারে সে বিন্দুধার, কার সাধ্য
স্বাধীন দ্যাশে লোক পালাইল

হ

top

হইলাম কলঙ্কের উদাসিনী গো
হতে চাও হুজুরে দাসী
হরদমে গুরুজীর নাম লইও
হরি কাঁদে হরি বলে কেনে
হরি কি বিনা সাধনেতে মিলে
হরিকে ধরবি যদি আগে শক্তি
হরি কোন দেবতা থাকেন কোথা
হরি ঘরে থাকা হল যে জ্বালা
হরি তোমায় ডাকবার আমার
হরি দিন তো গেল
হরি বল মন রসনা
হরি বলতে কেন নয়ন ঝরে
হরি বিনে বন্ধু নাই রে
হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে
হরিনাম মহামন্ত্র আনল কে ভবে
হল্‌-করা বিলাতী তাস আর
হল বিষম রাগের করণ করা
হা রে ও প্রাণনাথ এস এস
হাই-ঝিরিঝিরি ঝিরিঝিরি
হাওয়া দিয়া বেলুনটারে ওড়াইলে
হাওয়া গাড়ী চলিয়া গেল বন্ধু
হাওয়ার গাড়ী চইলা গেল
হাজার টাকা বেতন হভেক তর
হাতে পায়ে বেড়ি তোর পড়্‌লো
হাতে লেল ঠেঙা পায়ে লেল
হারে ও সুন্দর মাঝি রে
হাসি হাসি, কালশশী, আমরা আসি
হাসিতে খেলিতে আসিনি এ জগতে
হাছন রাজা নাচতে আছে আল্লা
হাত ধরিয়া কঁও যে কথা
হানেফ বলে আয় মোর কোলে
হামকে নাই দিলে মহ্‌ল সিঝা
হায় গো জলে ঢেউ দিও না
হায় চিরদিন পুষলাম এক অচিন
হায় বিধি
হায় মোর দিন যায় ভাবুতে
হায় রে, আমার সাধের টুসুধন
হায়রে, এখনো ফোটেনি আঁখি যার
হায়রে পিতলের কলসী
হায় রে বন্ধু নাই রে
হায় রে মন তুই যাবি
হায় রে মনুয়া মাঝি
হায় রে মোর প্রাণ নিয়ে
হায় হায় করেন রাজা
হারাইয়া তালাস করি প্রাণবন্ধু আমার
হারালাম একূল আর ও কূল
হাসন রাজায় কয় আমি কিছু
হিন্দু গো দুর্গি পূজা
হিন্দু যবন খ্রিস্টান
হিসাব আছে এই মানব-জমিনে
হিসাব করে দেখলি না মন
হিসাব দেখ এই মানব জমিনে
হিংসা ভরা হৃদয় নিয়ে
হীরা লালমতির দোকানে গেলে
হীরালাল জহরের কুটী
হুজুরে কার হবে রে নিকাশ
হৃদ কমলার সনে

হৃদ্‌মাঝারে রাখব ছেড়ে দেব না
হৃদ্‌মাঝারে রাখব দয়াল কারোকে না
হৃদয় ও পিঞ্জিরায় বসে
হৃদয় কমল চলতেছে ফুটে
হেঁইও রে হেঁইও
হে গুরু দোহাই তোমার মনকে
হেন মানব জনম আর কি
হের সহচরী যায় বিভাবরী
হো ঐ দেখো কে যায়

ক্ষ

top

ক্ষম অপরাধ ওহে দীননাথ
ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ আকাশে
ক্ষেপা তুই না জেনে
ক্ষ্যাপারে দেহ জানলে তবে
ক্ষ্যাপা প্রেম নদীতে স্নান করিতে

top comments

comments

- Essential dependence on Bangtex by Palash B. Pal for LaTeX.
- Also used *colordvi, color, supertabular, hyperref* and *colortbl.* PS and Pdf outputs are created by dvips, pdflatex.
- These are (i) directly from singers. (ii) transcripted from recorded songs, or (iii) from various books and publications.
- contact address: somen@iopb.res.in (Somen Bhattacharjee, Institute of Physics, Bhubaneswar) or mukherji@iopb.res.in (Sudipta Mukherji, Institute of Physics, Bhubaneswar).
  For more information :
  http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

Total: 2221 as of Sun Jul 24 01:49:34 IST 2011

প্রথম পাতা

শিল্পী: সাবরেী

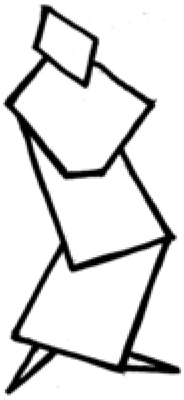

শিল্পী: সুদীপ্ত মূখার্জী

— — — —

বাংলা লোক গান Folk Songs

contact: somen@iopb.res.in
URL: http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html